আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
(স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী)

আচার্য
শঙ্কর ও রামানুজ

(জীবনচরিত মতবাদ ও তুলনা)

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

(স্বামী চিদঘনানন্দ পুরী)

প্রণীত

উদ্বোধন কাযালয়

কলিকাতা

নিবেদন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

ভগবদিচ্ছায় এবং পাঠকবর্গের আগ্রহে ১৫ বৎসরের পর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

এইবার গ্রন্থখানি পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ আকার ধারণ করিল। ৪৯১ পৃষ্ঠার স্থলে ১০১৪ পৃষ্ঠা হইয়াছে। ইহাতে এতই নূতন বিষয় সংযোজিত হইল এবং বিষয়বিন্যাস ও পরিচ্ছেদবিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে এতই পরিবর্তন করা হইয়াছে যে, ইহাকে নূতন সংস্করণ বলিলেই ভাল হয়।

যে সমস্ত নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে

(১) আচার্যদ্বয়ের মত এবং তাঁহাদের তুলনা এবং

(২) উপসংহারে সমগ্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাই

প্রধান বলিয়া নির্দেশ করা যায়। চরিত্র বর্ণনায় পূর্বসংস্করণে উদাসীনের ভাব অবলম্বন করা হইয়াছিল, এবার পাঠকবর্গের অনুরোধে উভয়ের ভক্তরূপ তাঁহার বর্ণনা করা হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে আচার্যদ্বয়ের মতবাদ ও তাঁহাদের সময় ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যাবতীয় মতবাদসমূহ সংকলিত করা হইল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের সময় ভারতের রাজনীতিক অবস্থা, দেশের পথঘাট তীর্থস্থান প্রভৃতির পরিচয় এই সংস্করণে নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ আচার্যদ্বয়ের জীবন চরিত্র পাঠ করিয়া যাহাতে তাঁহাদের আদর্শ হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় - যাহাতে তাঁহাদের প্রকৃত ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় - তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা এবং সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে। অবশ্য এজন্য কয়েকটি স্থলে আমাকে কয়েকটি মাত্র কথোপকথনচ্ছলে বর্ণনার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। চরিত্রবিচারকালে পূর্ববৎ নিরপেক্ষ সমালোচকের ভাবই রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং বিচারের ফলাফলনির্ণয় সর্বত্র সুধী পাঠকবর্গের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

বিষয়বিন্যাসে পূর্বসংস্করণে প্রত্যেক বিষয়ের নাম নির্দেশ ছিল না, এবার প্রায় প্রতিপত্রে তাহা করা হইল। সুতরাং আবশ্যকীয় বিষয় অনায়াসে আবিষ্কার করিতে পারা যাইবে।

চরিত্র বর্ণনায় আমার ভারতভ্রমণকালে তত্তৎসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত প্রবাদগুলি এবার যথাসম্ভব সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ভগবানের কৃপায় এবং সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণের যত্নে সত্য প্রকাশিত হউক ইহাই এখন প্রার্থনা।

আচার্যদ্বয়ের যে মতবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। সমগ্রভাবে ইহার আলোচনা করিতে হইলে পৃথগ্ ভাবে এরূপ আর দুই চারি খানি গ্রন্থরচনা আবশ্যক হয়। এজন্য সে চেষ্টায় বিরত হইতে হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক আচার্যদ্বয়ের রচিত মূল গ্রন্থ দেখিবেন। ইহাতে যদি এ বিষয়ে তাঁহাদের কৌতূহল উদ্দীপক হয়, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইল বিবেচনা করিব।

মুদ্রাকরপ্রমাদ বহু রহিয়া গেল। নানা কারণে ইহা নিবারণ করিতে পারি নাই এজন্য পাঠকবর্গের নিকট ত্রুটি মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি।

নিবেদক

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

ত্রয়োদশ— আচার্যের দেশ ও ভারত ভ্রমণ করিয়া আমার রামানুজ চরিত্র অনুসন্ধানের ফল।

উপরি উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথম মাধবাচার্য বিরচিত সংক্ষেপ শঙ্কর জয় গ্রন্থখানি খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত। লোকে সাধারণতঃ ইহার গ্রন্থকারকে বেদ-ভাষ্যকার বিখ্যাত সায়ন মাধব বা বিশ্ববিশ্রুত বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়া বুঝেন। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনীষীসমাজ গ্রন্থকার ক ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করেন। কার্যতঃ সম্প্রদায়মধ্যে এই গ্রন্থখানিই আচার্য-জীবন সম্বন্ধে এখন একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়.

দ্বিতীয় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়া মাধবাচার্য উক্ত সংক্ষেপ শঙ্কর-জয় রচনা করিয়াছেন শুনা যায়। শঙ্করের এক শিষ্য শঙ্করের দৈনন্দিন ঘটনা নিত্য লিপিবদ্ধ করিতেন। কেহ বলেন ইনি শঙ্করের প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ, কেহ বলেন তিনি গিরি বা তোটকাচার্য। যাহা হউক ইহার যেটুকু পাওয়া যায়, তাহা আচার্যের দিগ্বিজয়ের কিরণ মাত্র এবং তাহাতে কোন ভ্রম বা অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় না। মাধবীয় সংক্ষেপ শঙ্করজয়ের [illegible] অধ্যায়ের টীকায় টীকাকার ধনপতি সূরী ইহার প্রায় ৮০।৯০টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তৃতীয়—ধনপতি সূরীর কথানুসারে ইনিও সাক্ষাৎ শঙ্কর শিষ্য রচিত; কিন্তু আমাদের বোধ হয় ইহার গ্রন্থকার চিদ্বিলাস যতি শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। ইহাতে অতিরঞ্জনাদি বড় অধিক।

চতুর্থ—এ গ্রন্থের গ্রন্থকার নিজেকে সাক্ষাৎ শঙ্কর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ইনি মাধবাচার্যের পরবর্তী লোক, কারণ ইনি মাধবাচার্যের অধিকরণ মালার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে এ গ্রন্থের মূল, উক্ত প্রাচীন শঙ্কর জয়। কারণ, তাহার শ্লোকাবলী গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত দেখা যায়।

পঞ্চম—এ গ্রন্থখানি দেখিয়া ইহাকে ৪।৫ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়—কিন্তু কবে কাহার দ্বারা রচিত তাহা বলা যায় না। তবে গ্রন্থকার শঙ্করের জ্ঞাতিকুল-সম্ভূত একজন পণ্ডিত। ইহা শঙ্করের জন্মস্থানে তাঁহার এক জ্ঞাতিকুলের পণ্ডিতের গৃহে অতি যত্নে রক্ষিত ছিল, বহু কৌশলে ইহা সাধারণের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

উপরি উক্ত উপাদান অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি রচিত হইল, কিন্তু আমি যে অভ্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা ভাবি না। কারণ, উপরি-উক্ত কোন গ্রন্থই যথার্থ বিষয় বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় নাই। শত্রুমিত্রের স্তুতি-নিন্দা, প্রবাদের পক্ষসঞ্চার, কালের সর্বসংহার প্রবৃত্তি হইতে সত্য উদ্ঘাটন করা বড়ই দুরূহ। তবে ইহাও নিশ্চিত যে, ইহার মধ্যে সত্যও বহুল পরিমাণে আছে এবং চেষ্টা করিলে এখনও অনেক বিবাদের স্থল মীমাংসিত হইতে পারে। কিন্তু এ মীমাংসার জন্য আমি এ গ্রন্থে সম্পূর্ণ চেষ্টা করি নাই। সমগ্রভাবে জীবনী তুলনার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু লইয়া এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সঙ্কলন করিয়াছি, তবে রামানুজ সম্বন্ধে মতভেদগুলি পাদটীকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। শঙ্কর সম্বন্ধে কেবল প্রয়োজনীয়স্থলে অনুরূপ পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে মতভেদ এত অধিক যে, তাহার জন্য পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন প্রয়োজন বোধ করি। ভগবানের ইচ্ছা হইলে এরূপ গ্রন্থ যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

আচার্যদ্বয়ের অলৌকিক শক্তি বা তাঁহাদের সম্বন্ধে যে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী আছে, আমি তৎসম্বন্ধে কোনরূপ অন্যথা করি নাই। প্রত্যুত সেগুলিকে লইয়াই এই তুলনাকার্য সমাধা করিয়াছি। কারণ, এ বিষয়ের সম্ভবাসম্ভবের বিবেচনার ভার আমার বিবেচনায় তুলনাকারীর না গ্রহণ করাই ভাল।

এ গ্রন্থে তুলনার নিয়ম, উপকরণ সংগ্রহ এবং বিষয় বিন্যাসের ভার আমি গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু সিদ্ধান্তের ভার পাঠকবর্গের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে।

এ কার্যে আমি কাহারও পন্থা অনুসরণের সুযোগ পাই নাই, সুতরাং পদে পদে পদস্খলন হইবার কথা। সহৃদয় পাঠকবর্গ যদি কৃপাপরবশ হইয়া আমার ত্রুটি সংশোধন করিয়া দেন, তাহা হইলে চির বাধিত হইব।

কোষ্ঠী বিচার, অনেকে বিবেচনা করেন, চরিত্রাদি জ্ঞানের পক্ষে একটি উপায়; এজন্য সূর্য-সিদ্ধান্ত অনুসারে আচার্যদ্বয়ের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি। ইহাতে কয়েকটি মতভেদ মীমাংসা এবং কয়েকটি নূতন কথা জানা গিয়াছে।

গ্রন্থকারস্য

পরিচ্ছেদ-সূচী

বিষয়সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক

দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ৫৪০—৫৬২

কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা ৫৬৩—৫৮৬

আচার্য
শঙ্করপদার্পিত স্থানসমূহ
(যথাক্রমে)

আচার্য শঙ্করের সহিত যে সকল সম্প্রদায়ের বিচারাদি হইয়াছিল

অনন্তদেবোপাসক
আকাশোপাসক শূন্যবাদী
ইন্দ্রোপাসক
উগ্রভক্ত শৈব
উচ্ছিষ্টগণপতি উপাসক
কর্মবাদী, মীমাংসক
কর্মহীন বৈষ্ণব
কাপালিক
কামদেবোপাসক
কার্তিকেয়োপাসক
কুক্কুরোপাসক
কুবেরোপাসক
ক্ষপণক সম্প্রদায়
গন্ধর্বোপাসক
গাণপত্য সম্প্রদায়
গুণবাদী
গ্রহোপাসক
চন্দ্রোপাসক
চার্বাক
জঙ্গম শৈব
জৈন
তীর্থোপাসক
দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়
দ্বৈতবাদী
দ্বৈতাদ্বৈতবাদী
নবনীত গণপতি উঃ
ন্যায়সম্প্রদায়
পরমাণুকারণবাদী
পাঞ্চরাত্র
পাতঞ্জল
পাশুপত
পিতৃলোকোপাসক
ব্রহ্মার উপাসক
ভক্ত বৈষ্ণব
ভবানী উপাসক
ভাগবত বৈষ্ণব
ভূমি উপাসক
মঙ্গলাদিগ্রহোপাসক
মনুলোকোপাসক
মল্লারি উপাসক
মহাগণপতি উপাসক
মহালক্ষ্মী উপাসক
মাহেশ্বর সম্প্রদায়
মীমাংসক সম্প্রদায়
যমোপাসক
রুদ্রোপাসক
বরাহোপাসক
বরুণোপাসক
বহ্নিমতাবলম্বী
বামাচারী
বায়ু উপাসক
বিষ্বক্সেন উপাসক
বীরাচারী
বেতালোপাসক
বৈখানস বৈষ্ণব
বৈশেষিক
বৈষ্ণব
বৌদ্ধ তান্ত্রিক
বৌদ্ধ মাধ্যমিক
বৌদ্ধ, যোগাচার
শাক্ত
শৈব
সন্তান গণপতি উপাসক
সরস্বতী উঃ
সাংখ্যজ্ঞানী
সাংখ্যযোগী
সিদ্ধোপাসক
সৌগত
সৌর
স্বর্ণগণপতি উঃ
হরিদ্রাগণপতি উঃ
হিরণ্যগর্ভোপাসক

পত্রাঙ্ক নির্ঘণ্টমধ্যে দ্রষ্টব্য

আচার্য
রামানুজপদার্পিত স্থানসমূহ
(যথাক্রমে)

শ্রীপেরে`দুর বা	
ভূতপুরী	২৮৫
কাঞ্চী	২৮৯
বিন্ধ্যাচল	২৯৫
গোণ্ডারণ্য	ঐ
কাঞ্চী	২৯৪
শ্রীরঙ্গম	৩০৯
কাঞ্চী	৩১২
মদুরান্তক	৩১৮
কাঞ্চী	৩১৯
শ্রীরঙ্গম	৩২৯
গোষ্ঠীপুর	৩৩৪
শ্রীরঙ্গম	ঐ
দেহলী	৩৬৪
তিরুভেল্লারাই	৩৬৫
তিরুক্কইলুর	ঐ
অষ্টসহস্র গ্রাম	ঐ
কাঞ্চী	৩৭০
ঘটিকাচল	ঐ
তিরুপতি বা	
বেঙ্কটাচল	ঐ
ঘটিকাচল	৩৭৪
পক্ষীতীর্থ	ঐ
কাঞ্চী	ঐ

অষ্টসহস্রগ্রাম	৩৭৫
শ্রীরঙ্গম	ঐ
কাঞ্চী	৩৭৯
ভূতপুরী	ঐ
কুম্ভকোনম্	ঐ
তিরুভালি	ঐ
তিরুনাগরী	ঐ
বৃষভাদ্রী	৩৮০
মাদুরা	ঐ
শ্রীভিল্লিপত্তুর	৩৮১
কুরুকুর	ঐ
তিরুককুরুঙ্গুডি	৩৮২
(তিনেভেলীর ১০ ক্রোশ দক্ষিণ)	
কেবলদেশ	৩৮৩
ত্রিভাণ্ড্রাম	ঐ
সিন্ধুনদীস্থদ্বীপ	ঐ
সমুদ্রকূল	ঐ
মহারাষ্ট্র দেশ	৩৮৪
গুজরাট	ঐ
গির্ণার	ঐ
দত্তাত্রেয়স্থান	ঐ
দ্বারকা	ঐ
পুষ্করতীর্থ	ঐ
মথুরা	ঐ

বৃন্দাবন	৩৮৪
গোকুল	ঐ
যমুনাতীর	ঐ
প্রয়াগ	ঐ
গঙ্গাতীর	ঐ
কাশীধাম	ঐ
গঙ্গাতীর	ঐ
হরিদ্বার	৩৮৭
দেবপ্রয়াগ	ঐ
কর্ণপ্রয়াগ	ঐ
নন্দপ্রয়াগ	ঐ
বিষ্ণুপ্রয়াগ	ঐ
বদরিকাশ্রম	ঐ
ভাট্টিমণ্ডপ	ঐ
(লাহোরের নিকট)	
কাশ্মীর দেশ	ঐ
শারদাক্ষেত্র	ঐ
কুরুক্ষেত্র	৩৮৮
নৈমিষারণ্য	ঐ
অযোধ্যা	ঐ
মিথিলা	ঐ
গয়াধাম	ঐ
বঙ্গদেশ	ঐ

আচার্য রামানুজের সহিত যে সকল সম্প্রদায়ের বিচারাদি হইয়াছিল

অদ্বৈতবাদী (যজ্ঞমূর্তি ও যাদবপ্রকাশ) *

জৈন।

শৈব (সঙ্গম বা জঙ্গম)।

বৈখানস বৈষ্ণব।

* পত্রাঙ্ক নির্ঘণ্টমধ্যে দ্রষ্টব্য

জন্ম-কুণ্ডলী
শ্রী
শ্রীশঙ্করাচার্য
৬০৮
জন্ম-কুণ্ডলী
শ্রী
শ্রীরামানুজাচার্য্য
৯৪১

আচার্য শঙ্কর

অতি প্রাচীন, বহুপরিচিত এবং অতি প্রকৃষ্ট উপায়; বেদান্তশাস্ত্র-প্রদর্শিত সুখ—অক্ষয় ও অনন্ত; ইহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় দুঃখের মুখ দেখিতে হয় না, ইহা অবিমিশ্র ও দুঃখলেশপরিশূন্য নিত্যসুখ।

বস্তুতঃ এ কথা যে কেবল যুক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়, তাহা নহে, কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এইপথে চলিয়া চরিতার্থ হইয়া গিয়াছেন—ইহার সত্যতা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া মুক্তকণ্ঠে জনসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন ; আর এই বেদান্তের বিষয় যখন ভাবা যায়, তখন আর ইহা বুঝিতে বাকি থাকে না ।

বাস্তবিক এই বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাদের বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের উদ্দাম-শৌর্যপ্রকাশ নহে যে, স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করিতে যাইয়া সূর্যালোকে দীপালোকের ন্যায় তাঁহাদের বুদ্ধি নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। ইহা তাঁহাদের উপর ভগবৎ-কৃপার বলে এমন এক অবস্থার ফল, যে অবস্থায় সকলই একই কালে জানিতে পারা যায়। ইহা সেই সকল কল্যাণ-গুণের আকর পরম প্রিয় পরমেশ্বরের কৃপায় এমন এক অবস্থার জ্ঞানরত্ন, যে অবস্থায় তাঁহারা সর্বস্বরূপ হইয়াছিলেন, যে অবস্থায় সকলই তাঁহাদের আত্মায় অবস্থিত এবং তাঁহাদের আত্মা সমুদয় পদার্থে অবস্থিত। ইহা তাঁহাদের সেরূপ অবস্থার জ্ঞান-ভাণ্ডার নহে, যে অবস্থায় একই কালে একটি পদার্থের একদেশমাত্র দৃষ্ট হয়, অথবা যে অবস্থায় একই কালে দুইটি বিষয় জানিতে পারা যায় না। এই হেতু বেদান্তশাস্ত্র প্রদর্শিত সুখ যে অনুত্তম সুখ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আচার্যদ্বয়ের পরিচয়

তাহার পর, আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ, এই বেদান্তশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্বপ্রবর্তিত নানা মতবাদের যে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। ইঁহাদের উপদেশ, ইঁহাদের মীমাংসা এই বেদান্তশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া; ইঁহাদের কীর্তি, ইঁহাদের যশ এই বেদান্ত শাস্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

পণ্ডিতসম্প্রদায়ের অনেকেই জানেন, এই পথে ইঁহারা এতই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন যে, এই পথের যাঁহারা পথিক, তাঁহাদের অনেকেরই আদর্শ-শ্রীশঙ্কর, অথবা শ্রীরামানুজ। যদিও এতদ্ব্যতীত বেদান্তশাস্ত্র প্রচারক আরও অনেকে আছেন, তথাপি তাঁহারা এই দুই মহাপুরুষের ন্যায় তত অধিক লোকের আদর্শস্থানীয় হইতে পারেন নাই, তত অধিক লোকের হৃদয় অধিকার করিতে

পাবেন নাই। ইদানীং বেদান্তমত-প্রচাবে প্রথমে শ্রীশঙ্কব এবং তৎপবে শ্রীবামানুজ যেরূপ খ্যাতি লাভ কবিয়াছেন, এরূপ খ্যাতি অদ্যাবধি আব কাহাবও ভাগ্যে ঘটিযাছে কিনা—জানা যায় নাই। ইঁহাদেব যেমনই পাণ্ডিত্য তেমনই সাধনা, যেমনই হৃদযেব বল তেমনই সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল। ইঁহাবা যেমন লোকপ্রিয় তেমনই ভগবৎপ্রিয়, যেরূপ ক্ষমতাবান তদ্রূপই সজ্জন ছিলেন। ইঁহাদেব চবিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি মনুষ্যোচিত ছিল না, ইঁহাদেব সবই যেন অলৌকিক।

তাহাব পব ইঁহাবা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, জীবনেও তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদেব অলৌকিক শক্তি মনুষ্যবুদ্ধিব অগম্য। ইঁহাবা যে সময়ে আবির্ভূত হইযাছিলেন সে সময়ে যেন সমগ্র দেশকে ভগবদভিমুখী কবিযা তুলিযাছিলেন, সে সময় যেন পাপতাপ সব কিছুদিনেব জন্য ভাবত হইতে অন্তর্হিত হইবাব উপক্রম কবিযাছিল। ইঁহাদেব সময় লোকেও ইঁহাদিগকে ভগবদবতাব বলিযা জ্ঞান কবিযাছিল। ইঁহাবা যে মত প্রচাব কবিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমনই সুন্দব তেমনই সুযুক্তিপূর্ণ যেমনই হৃদযগ্রাহী তেমনই শান্তিপ্রদ। আজ সহস্র বৎসব অতীত হইতে চলিল, এ পর্যন্ত কেহ ইঁহাদেব মতকে ভ্রান্ত বলিযা বিদ্বৎসমাজকে বুঝাইতে পাবিল না। ইঁহাবা যে সমস্ত অধ্যাত্ম সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রচাব কবিযা গিযাছেন তাহা অদ্যাপি অনেক মনীষী হৃদযঙ্গম কবিতে অসমর্থ। আজ ইঁহাদেবই মত অধিকাংশ বেদান্তানুবাগীব আলোচ্য, ইঁহাদেব উপদেশই অনুষ্ঠেয। দশ বৎসব নহে, শত বৎসব নহে সহস্রাধিক বৎসব অতীতপ্রায, লক্ষ লক্ষ লোকই উভয়েব প্রদর্শিত পথে চলিযা আসিতেছে উভযেব উপদিষ্ট উভয মতেই জীবনক্ষয কবিযা আসিতেছে। কেবল মত কেন, ইঁহাদেব ক্রিযাকলাপ দেখিলেও বোধ হয ইঁহাবা উভযেই যেন সেই পবমপদপ্রাপ্ত হইযাছিলেন উভযেই সেই পবাৎপব পবমেশ্ববেব সাক্ষাৎকাব লাভ কবিযাছিলেন। এক কথায—আজ অধিকাংশ বেদান্তানুবাগীব ইঁহাবাই আদর্শ, ইঁহাবাই গুরু।

আচার্যদ্বয়েব মতভেদ

কিন্তু আচার্যদ্বয এতাদৃশ অসামান্য শক্তিসম্পন্ন হইলেও—উভযেই উক্ত বেদান্তশাস্ত্রেবই অনুবর্তী হইলেও, আশ্চর্যেব বিষয, ইঁহাবা উভযে একমত নহেন। ইঁহাদেব একজন অদ্বৈতবাদী, আব একজন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। একজন বলেন—একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, অপব সব অসত্য, অপবে বলেন—জীব ও জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য, জীব ও জগৎ অসত্য নহে। একজন বলেন—ধাবণা-ধ্যান সমাধিদ্বাবা সেই তত্ত্বে প্রাণমন ঢালিযা তাঁহাতে গলিযা যাও, তাঁহাতে

মিশিয়া যাও। অপরে বলেন—তাঁহার অসীম দয়ার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত কর, তাঁহার সেবা করিয়া, তাঁহার দাসত্ব করিয়া নিজেকে ধন্য কর। একজন বলেন—অভিন্নভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপতা-লাভই মুক্তি; অপরে বলেন—ভগবানের চিরকৈঙ্কর্যই মুক্তি। একজন বলেন—জ্ঞানই মুক্তির সাধন, কর্ম চিত্ত-শুদ্ধির কারণ, সুতরাং কর্ম জ্ঞানের সহায়; অপরে বলেন—জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই মুক্তির সাধন। এইরূপে দুইজনে অনেক বিষয়ে একমত হইলেও অনেক স্থলে পরস্পরের মতভেদ আছে—দুইজনে অনেক অনৈক্য আছে। আবার জীবনও দুইজনের দুই রকম, এক রকম নহে। একজন জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, শান্ত, গম্ভীর, উদাসীনস্বভাব ও প্রসন্ন বদন, আর একজন ভক্তি-গদগদ-চিত্ত, ভক্ত ও ভগবানের সেবা করিতে সতত ব্যাকুল, যেন তাঁহার ভিতরে একটা ভাবের বন্যা প্রবাহিত। দুইজন যেন দুইটি বিভিন্ন ভাবের প্রতিমূর্তি—দুইটি বিভিন্ন মতের প্রতিনিধি—দুইটি বিভিন্ন পথের প্রবর্তক।

এই মতভেদ দুরপনেয

ইঁহাদের এই মতভেদ ও ভাবভেদ এতই প্রবল যে ইঁহাদের আবির্ভাব হইতে আজ পর্যন্ত কত শত জ্ঞানী মহাপুরুষ ইঁহাদের উপদিষ্ট পথে চলিলেন, উভয়মতের কত মীমাংসার চেষ্টা করিলেন, তথাপি এ মতভেদের মীমাংসা হইল না। যতই কেন বুদ্ধিমান হউন না, যতই কেন বিচারশীল হউন না, প্রকৃত সত্যসাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্যন্ত, যখনই তিনি উভয় মতের সম্যক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হযেন, হঠকারিতার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে তখনই তিনি সন্দেহ দোলায় দোলায়িত হইবেন। তাঁহার বুদ্ধি যেন সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। তিনি যখনই যাঁহার কথা শুনিবেন, তখনই তাঁহার কথা ঠিক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। ইহা যেন কি এক মায়া, ইহা যেন কি এক প্রহেলিকা।

এই মতভেদে অনিষ্ট

কিন্তু সত্য কখন দুই হয় না, সত্য কখন পরস্পর বিরুদ্ধ হয় না। কেবল তাহাই নহে, বাস্তবিক যাহা পাইলে আকাঙ্ক্ষা করিবার আর কিছু থাকে না, যাহা পাইলে প্রাণের পিপাসা চিরতরে মিটিয়া যায়, যে পথে যাইলে মানুষের সকলের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হয়, সে পদার্থে যদি মতভেদ থাকে, সে পথে যদি বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না? যাহার জন্য মানব ধন-জন জীবন সকলই তুচ্ছ করিয়া অগ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় প্রধাবিত হয়, যাহার জন্য লোকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কত শত বিষয় সহজেই বিসর্জন করিয়া থাকে, যাহার জন্য লোকে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া প্রয়াস করিতে

বাসনা করে, তাহাতে যদি মতভেদ থাকে, তাহা যদি সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত না হয়, তাহা হইলে, তাহাতে কি লোকের বিশ্বাস জন্মে? তাহাতে কি সাধকের নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়? আর এরূপ হইলে কি সাধকগণের গতি নিজ নিজ সাধনার পথে মন্থর হয় না? আর বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা ভয়ানক ক্ষতি কি হইতে পারে? একনিষ্ঠ সাধকের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না। এক জীবনের চেষ্টা নহে, যাহা বহু জীবনের যত্নের ধন, লোকে যাহার জন্য বহু জীবন পর্যন্ত চেষ্টা করিবার প্রত্যাশা করে, তাহা যদি শেষে অন্যরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা যদি শেষে ভুল বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে কি সে ক্ষতির ইয়ত্তা করিতে পারা যায়? এমন গুরুতর ব্যাপার যদি স্থির না হইল এমন মহৎ বিষয় যদি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝা না গেল, তাহা হইলে সে জীবনের গতি কি? চতুষ্পথে উপস্থিত অনভিজ্ঞ পথিককে চারিজনে চারিদিকে যাইতে বলিলে যে গতি হয়, তাহারও কি সেই গতি হয় না? পথিমধ্যে সে কি তখন দিশেহারা হয় না? আর অবস্থাবিশেষে এইরূপ দশা কি পথিকের প্রাণনাশকরও হয় না? বস্তুতঃ এই পথনির্ণয়ের জন্য, এই গতিনির্ধারণের জন্য এই দুই মহাপুরুষ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের যত চেষ্টা, যত যত্ন, সকলই এই গুরুতর সমস্যার সমাধান করিবার জন্য। অথচ এই চেষ্টার ফলে ইঁহারা যে পথনির্দেশ করিয়া গেলেন, তাহা একপথ নহে, তাহারা দুইটি বিভিন্ন পথ। কেবল তাহাই নহে, এই দুই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায়—পরস্পর পরস্পরের পথকে নিন্দাও করিয়াছেন। সাধকের দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়ে এক সময়ে আবির্ভূত হন নাই, পরস্পর সাক্ষাৎসম্বন্ধে মিলিত হইতে পারিলে হয় ত একটা পথ স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্ধারিত হইত।

এই মতভেদ উপেক্ষণীয় নহে

কেহ হয়ত বলিতে পারেন এক্ষেত্রে এ বিরোধ উপেক্ষার যোগ্য। যে পথে হউক, একপথে যাইলেই হইবে। গন্তব্যস্থলে ভেদ নাই, পথেই ভেদ, লক্ষ্যস্থলে যাইলে সব বিবাদ মিটিয়া যায়। কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, প্রথম—ইঁহাদের গন্তব্যও এক নহে, আর ইহাও ইঁহারা ঘোষণা করিতে ত্রুটি করেন নাই। দ্বিতীয়—যিনি এই উভয় মতবাদের পরিচয় রাখেন না, তিনি এই মতবিরোধ দেখিলে উভয়কেই ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন। তৃতীয়—যিনি এই মতদ্বয়ের সংবাদ না রাখিয়া একটি অবলম্বনে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন তিনি সহসা অপর মতের পরিচয় পাইলে নিজপথে বিশ্বাস হারাইতে পারেন। সুতরাং সকলদিকেই বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাই দেখা

যাইতেছে। অতএব জীবনের লক্ষ্য ও তৎসাধনের মতভেদ যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মীমাংসা আবশ্যক

তাহার পর আর এক কথা, যিনি যতই কেন অল্পবুদ্ধি হউন না, বেদান্তের দিক দিয়া যখন সেই সর্বোত্তম পদার্থের বিষয় একটা কিছু স্থির করিতে চাহেন, তখন তিনি প্রায়ই এই দুই মহাপুরুষের মতবাদ সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসা করিয়া লইয়া থাকেন, ইঁহাদিগকে উপেক্ষা কবিয়া চলিয়া যান না। ইঁহাদের প্রচারিত মৎদ্বয় সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াই হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, কেহ বা একজনকে ভ্রান্ত বলিয়া স্থির কবিয়া অপরকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, কেহ বা একের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া অপরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েন, আবার কেহ বা অধিকারি বা অবস্থাভেদে উভয মতেব উপযোগিতা স্বীকাব করিয়া নিজাধিকার অনুযায়ী একেব মত সমাশ্রয় করেন। ফলে, বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই মতদ্বয়েব একটা-না-একটা মীমাংসা করিয়া লইযা থাকেন, দুর্বোধ্য বা কঠিন বলিয়া কাহাকেও প্রায় উভয মতই পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না। বস্তুতঃ ইহা যেন মানবমনের একটা প্রকৃতিগত ব্যাপার ইহা যেন আমাদের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার। অতএব এ সমস্যার মীমাংসা চাই। কোনরূপ একটি মীমাংসা ব্যতীত এই পথেব পথিক যে অগ্রগমনে অসমর্থ হইযা থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক মানবের যাহা প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি, মানবের যাহা স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিব কার্য নহে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বরং তাহার প্রকৃতি, রীতি, নীতি প্রভৃতি অবগত হইয়া, তাহার অনুবর্তন করিয়া পরিশেষে তাহাকে বশে আনয়ন করেন; অথবা যাহাতে তাহা সুচারুসম্পন্ন হয়, যাহাতে তাহার কোনরূপ কুফল না জন্মে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হয়েন। ক্ষুদ্র হইলেও যখন এতাদৃশ মহানুভব ব্যক্তিগণের মত-তুলনা আমাদের প্রকৃতিগত প্রয়োজন, তখন এ কার্য যাহাতে যথাসম্ভব সুচারুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে আমাদেব যত্নবান হওয়াই উচিত। ইঁহাদের 'মত' সম্যক অবগত না হইলেও—ইঁহাদের হৃদগত ভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গমে অসমর্থ হইলেও, যখন আমরা স্বভাববশে এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, ঔদ্ধত্য প্রকাশ বলিয়া কোনরূপ লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করি না, তখন এ কার্য যতটা নির্দোষ হয়, সে বিষয়ে বরং আমাদের মনোযোগী হওয়াই উচিত। আমরা নির্বোধ বা বিষয়টি দুর্বোধ্য বলিয়া আমাদের এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ হওয়া

উচিত নহে। সুতরাং এ কঠিন সমস্যা-মীমাংসার জন্য সাধককে বদ্ধপরিকর হইতেই হইবে; শ্রেয়স্কামীকে শ্রম করিতেই হইবে। অবশ্য এইজন্য আমাদিগকে পুনরায় ইঁহাদিগেরই পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—ইঁহাদিগের 'মত' সম্যক অবগত হইয়া সাবধানে তুলনা-কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কারণ, বেদান্তের অর্থ বুঝিতে গেলে ইঁহাদের ব্যাখ্যা ভিন্ন গতি নাই, যেহেতু ইঁহারাই বেদান্তের প্রাচীন ব্যাখ্যাতা।

জীবনের সহিত মতের সম্বন্ধ

তাহার পর আরও দেখা যায়, জীবনচরিত তুলনা করিবার পর এই তুলনা সমধিক ফলপ্রদ হয়। কারণ, মানব মাত্রেরই জীবনের সহিত মতের সম্বন্ধ থাকে। যিনি যাহা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার মতের সহিত সম্বন্ধশূন্য নহে। তিনি যে 'মত' প্রচার করেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের সহিত কোন-না-কোন সম্বন্ধ থাকেই থাকে। কারণ, মানব জীবন মাত্রেই ব্যক্তিগত পূর্বসংস্কার ও সঙ্গের ফল। কর্মফলানুসারে মানব যেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সঙ্গ লাভ করে, সেই সঙ্গ ও তাহার জন্মগত সংস্কার—এই উভয় মিলিত হইয়া তাঁহার জীবন গঠিত হয়। এজন্য যে ব্যক্তি যাহা করে বা যে মতের পক্ষপাতী হয়, তাহা তাঁহার সংস্কার ও সঙ্গের ফল। কেবল সঙ্গ বা কেবল সংস্কারবশে মানব কোন মত বিশেষের পক্ষপাতী হয় না বা কোন কর্মই করে না। সুতরাং তাঁহার জীবনের সঙ্গ ও ক্রিয়াকলাপের জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে তাঁহার মত-জ্ঞানলাভের সুবিধা হইবার কথা। বস্তুতঃ 'মত' ও কর্ম যখন সংস্কার ও সঙ্গের ফল—সংস্কার ও সঙ্গরূপ জনক জননীর সন্তান, তখন উহারা পরস্পর সম্বন্ধশূন্য হইতে পারে না, পক্ষান্তরে ইহারা যেন পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধে সম্বন্ধ বলিতে হইবে। অতএব সংস্কার ও সঙ্গরূপ জনক-জননী এবং কর্মরূপ সহজাতের জ্ঞান হইলে মতরূপ অনুজের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবার কথা। অনেকে 'মত' ও কর্মের যথাক্রমে "কার্য কারণ" ও "কারণ-কার্য" সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সকল স্থলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ বলিয়া এ বিচার এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, মত-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জীবনচরিত জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন।

ধর্মপ্রচারকে এই সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ

তাহার পর, সাধারণ মানবে 'মত' ও কর্মের যে সম্বন্ধ, ধর্মপ্রচারক বা আদর্শপুরুষে সে সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ। এক জনশূন্য প্রদেশে কোন নিভৃত কক্ষে

বসিয়া যদি কেহ বলে—"জগৎ অনিত্য" অথচ সে একটি কপর্দক নষ্ট হইলে মর্মাহত হয়, তাহা হইলে তাহার মতের সহিত তাহার ক্রিয়ার সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ নয়— ইহাই বুঝা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি সমাজের নেতা, তিনি যদি ঐরূপ আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এই অসামঞ্জস্য রক্ষা কয়দিন হইতে পারে, অথবা তাঁহার এই নেতৃত্বপদ কয়দিন থাকিতে পারে? যদি কেহ বলেন, 'আত্মা নিত্য নির্বিকার' অথচ তিনি সামান্য রোগযন্ত্রণায় বিচলিত হইয়া উঠেন, তাহা হইলে কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে, অথবা তাঁহার সে 'মত' কি প্রচারিতব্য হইতে পারে? আবার কেহ যদি ঐ কথা বলেন ও পরোপকারার্থ জীবন পর্যন্ত সহজেই বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হন— রোগ, শোক, বিপদ, আপদ, সকল স্থলেই তাঁহাকে অচল, অটল, ধীর, শান্ত ও প্রসন্নবদন দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার ঐ কথা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে কি বিলম্ব ঘটে? সুতরাং সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজসংস্কারক মহাত্মাগণের 'মত' ও কার্যে যথাসম্ভব ঐক্য থাকে। সামান্য ব্যক্তিতে একদিনও যদি ইহার অভাব সম্ভবপর হয়, সমাজের নেতৃবৃন্দের পক্ষে ইহা কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ, যিনি যে 'মত' প্রকাশ করেন, তাহা যদি তিনি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া না দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার 'মত' লোকে গ্রহণ করে না। 'কুরুগণ যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন' ব্যাসদেবের এ কথা বিশ্বাস করিয়া পাণ্ডবগণ কি শোকসংবরণ করিতে পারিতেন—যদি তিনি পরলোকগত কুরুগণের অবস্থা তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ করাইতে না পারিতেন? সক্রেটিসের উপদেশ কি গ্রীক যুবকগণের হৃদয় অধিকার করিতে পারিত—যদি তিনি নিজহস্তে, প্রসন্নবদনে বিষপান করিয়া দেহত্যাগ করিবার ক্ষমতা না রাখিতেন? 'ভগবান সর্বময় সর্বকর্তা, তুমি নিমিত্তমাত্র' কৃষ্ণের একথা কি কেহ বিশ্বাস করিত, যদি তিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইতে না পারিতেন? খ্রীস্টের উপদেশ কি প্রচারিত হইত, যদি তিনি ক্রুশে দেহত্যাগ করিতে বসিয়াও মানবগণের নিষ্কৃতির জন্য, অপরাধ ক্ষমা করিবার নিমিত্ত ভগবানের নিকট দয়াভিক্ষা না করিতেন? কেবল কথায় কাজ হয় না, কেবল উপদেশে লোক ভুলে না, কার্য চাই, সত্য বলা চাই, তাহা উপলব্ধি করান চাই, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করিয়া অপরকে দেখান আবশ্যক। এইজন্যই বোধ হয়, ধর্মসংস্থাপকগণের সকলেই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এইজন্যই বোধ হয়, যাঁহাদের তাহা ছিল না, তাঁহাদের সহস্র সহস্র যুক্তিপূর্ণ বাক্যও সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। আর এইজন্যই বোধ হয়, যাঁহারা অসাধারণ কথা বলেন, তাঁহাদের অসামান্য শক্তির প্রয়োজন হয়। রাম, কৃষ্ণ,

বুদ্ধ, মহাবীর, মহম্মদ, চৈতন্যদেব এবং ইদানীন্তনীয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব পর্যন্তও যাহা বলিতেন, অনেক সময় তাহা তাঁহারা দেখাইতে পারিতেন। সুতরাং এরূপেও দেখা যায়— 'মত' ও কর্মের সম্বন্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ঠ।

অবশ্য এমন অনেক বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে লোকে নিজমত প্রকাশ করে কিন্তু স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করিবার অবকাশ পাইতে পারে না। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার সহিত তাহার জীবনের ও মতের কোন সম্বন্ধই ঘটিতে পারে না, কিন্তু তাহা হইলেও যাহা আত্মসম্বন্ধী - যাহা সকলেরই হিতাহিত সম্পর্কীয় সে বিষয়ে একপ আশঙ্কার অবকাশ নাই নির্দিষ্ট বিষয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপারে পূর্বোক্ত আশঙ্কা সম্ভব, কিন্তু আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনরূপেই তাহা সম্ভবপর নহে।

এই মতভেদ-মীমাংসার অন্য প্রয়োজন

তাহার পর আরও এক কথা। লোকে যাহা করে, তাহা কোন মতানুসারে করে, অথবা করিতে করিতে তৎসম্বন্ধে কোন একটা 'মত' গঠন করিয়া আচরণ করিতে থাকে। [illegible] উভয় স্থলেই মতবিহীন কর্ম কখন দীর্ঘকালব্যাপী কর্মমধ্যে পরিগণিত হয় না দেখা যায়— যে যাহা করিয়া থাকে, সে যাহাতে অভ্যস্ত সে অপরকেও তাহাই করাইতে চাহে। যে অহিফেন সেবী, তাহার নিকট কোন রোগের কথা বলিলেই সে একটু অহিফেন সেবনের ব্যবস্থা করিয়া বসে। যে মদ্যপায়ী, অনেক স্থলে তাহার ব্যবস্থা - একটু মদ্যপান যে মাংসাশী, দুর্বলতা দেখিলেই তাহার উপদেশ হয়, মাংসাহার। যিনি শক্তির উপাসক, আপৎকালে তাঁহার নিকট কোন ব্যবস্থা চাহিলে হয়ত তিনি চণ্ডীপাঠের উপদেশ দিবেন। যিনি বৈষ্ণব, তিনি হয়ত নারায়ণকে তুলসী দিতে বলিবেন। যে ধর্মাবলম্বী সে যেন সকলকেই তাহার ধর্মানুসরণ করিতে দেখিলে সুখী হয়। অনেক সময় অপরকে নিজধর্মে দীক্ষিত করিবার হেতু, দেখা যায়—এবম্প্রকার ইচ্ছা এই প্রকার অসংখ্য দৃষ্টান্ত, জীবনে নিত্যই লোকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে এবং এ সকলই সেই একই কথা প্রমাণ করে। সকলই 'মত' ও কর্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই বুঝাইয়া দেয়।

তুলনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শেষ কথা

শেষ কথা আচার্যদ্বয়ের চরিত্র তুলনার অন্য প্রয়োজনও আছে কারণ, বিজ্ঞ বহুশ্রুত ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, আচার্য রামানুজ ও শঙ্করের মত-সম্বন্ধে আজ কত মতভেদ বর্তমান। একসময়ে একটি উচ্চ শ্রেণীর দণ্ডীর নিকট শুনা গিয়াছিল যে, তিনি আচার্য শঙ্করমতে স্থলবিশেষে, তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়মধ্যে

(৩০০) তিন শতের অধিক মতভেদ দেখিতে পাইয়াছেন *। এতদ্ব্যতীত সাধারণ পণ্ডিতগণ কতপ্রকারই যে বলিয়া থাকেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ বলেন, আচার্যের 'মত' কাল্পনিক বা আকাশকুসুম-সদৃশ অলীক। অনেকে আচার্যের মতে, ভগবদ্-উপাসনা অসম্ভব বলিয়া তাঁহার অদ্বৈতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেহ বা আবার তাহাকে এমন এক অদ্বৈতবাদে পরিণত করেন, যাহা বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ বলিলেই হয়। যাহা হউক, 'মত' ও কর্মে যদি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে এই সম্বন্ধ-জ্ঞানব ল যে, আমরা কেবল আচার্যদ্বয়ের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় বুঝিতে পারি, তাহা নহে, তাঁহাদের মতের উদ্দেশ্য ও উদ্ভবহেতু পর্যন্তও বুঝিতে সমর্থ হই। অতএব ইঁহাদের 'মত' বুঝিবার ও ইঁহাদের 'মত' তুলনা করিবার পূর্বে ইঁহাদের জীবনচরিত তুলনা করা উচিত। মহাপুরুষগণের উপদেশ অপেক্ষা তাঁহাদের চরিত্রের মূল্য অনেক সময় অনেক অধিক হয়। অনেক সময় উপদেষ্টার হৃদ্‌গত ভাব তাঁহাদের উপদেশ হইতে ঠিক বুঝা যায় না, তাঁহাদের চরিত্র দেখিয়া তাহা বুঝিতে হয়। বস্তুতঃই চরিত্রজ্ঞান বা চরিত্র-বিচার, মত-বিচার হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে; বরং বোধ হয়, স্থলবিশেষে অধিক মূল্যবান। সুতরাং আচার্যদ্বয়ের মত-বিচার করিবার পূর্বে তাঁহাদের চরিত্র-বিচার ও চরিত্র-তুলনা বিশেষ প্রয়োজন। আর তাহা যদি হয়, তবে আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত তুলনা করিতে পারিলে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে দুইটি প্রধান ও বিভিন্ন মতের মীমাংসায় যে বিশেষ সহায়তা হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

তুলনার উপায়

আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবনচরিত তুলনার প্রয়োজন কি বুঝা গেল। মানব-জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি কঠিন সমস্যা মীমাংসায় সহায়তা এ তুলনার ফল, তাহাও বুঝা গেল। কিন্তু কি করিয়া এই তুলনা-কার্য করিতে হইবে, তাহা এখনও আলোচিত হয় নাই। বস্তুতঃ এ তুলনা-কার্য বড়ই জটিল, বড়ই কঠিন। এ বিষয়ে পূর্ব হইতে অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া এ কার্যে প্রবৃত্ত হইলে পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। আর তুলনা-কার্য নির্দোষ না হইলে, ইহার ফলও আশানুরূপ হইবে না। যাহা আজ সত্য বা গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তুলনার দোষ হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই তাহা উল্টাইয়া যাইবে।

* ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত। ইহার নাম শান্তানন্দ সরস্বতী। কাঠিয়াবাড় ভাবনগরে তত্রত্য ডাক্তার শিবনাথ রামনাথের নিকট ইঁহাকে দেখিয়াছিলাম। ইনি অল্পবয়সেই প্রায় সমগ্র মহাদেশটি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

যাহা তখন গ্রাহ্য তাহা ত্যাজ্য; যাহা ত্যাজ্য তাহা গ্রাহ্য হইয়া পড়িবে। এইরূপে একটি ছাড়িয়া একটি ধরিতে যথেষ্ট সময় নষ্ট ও প্রভূত ক্ষতি হইবে। ইহাতে জীবন-গতি মন্থর হইয়া উঠে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কখন এ পথে কখন ও পথে যাইয়া দুয়ের কোনটিই সিদ্ধ করিতে পারা যায় না। অতএব তুলনার আশানুরূপ ফললাভ করিবার জন্য তুলনাকার্য যাহাতে নির্দোষ হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। নিয়মপূর্বক যে কার্য করা হয়, তাহা প্রায়ই নির্দোষ হইয়া থাকে। নিয়মপূর্বক নিষ্পন্ন-কর্ম, অনিয়মনিষ্পন্ন-কর্ম অপেক্ষা যে সুচারুসম্পন্ন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং আমরা অগ্রে এই তুলনা-কার্যের নিয়মাবলী নির্ণয় করিব।

প্রথম নিয়ম ঃ আমরা দেখিতে পাই, আমরা যে কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি, তাহা সেই বস্তুর ধর্ম বা গুণ অথবা তাহার শক্তির সাহায্যেই করিয়া থাকি। বস্তু ও তাহার ধর্মাদি নির্ণয় না করিতে পারিলে, সে বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। [illegible] সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, তাহার আকৃতি প্রকৃতি প্রভৃতি ধর্মনিচয় নির্ণয় করিতে হয়। একখণ্ড পাষাণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সেই পাষাণখণ্ডের বর্ণ, কাঠিন্য, গুরুত্ব প্রভৃতি ধর্মনিচয় নির্ণয় করা আবশ্যক হয়। সেই প্রকার আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত তুলনা করিবার জন্য আমাদিগকে তাঁহাদের গুণ বা শক্তিসমূহ অগ্রে স্থির করিতে হইবে, আর ইঁহাদের গুণ বা শক্তি নির্ণয় করিতে হইলে ইঁহাদের জীবনের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করিতে হইবে। কারণ ক্রিয়া—গুণ বা শক্তির পরিচায়ক। এজন্য নিয়ম করা চলে যে যখনই কোন দুইজনকে পরস্পর তুলনা করিতে হইবে, তখনই তাঁহাদের প্রত্যেক কর্ম, যে যে গুণ বা শক্তির পরিচায়ক, তাহা প্রথমে স্থির করিতে হইবে।

দ্বিতীয় নিয়ম ঃ দেখা যায়, কতকগুলি সাধারণ দোষ বা গুণ, প্রায় সকল মানবেই থাকে, এবং সেই দোষ বা গুণ, ব্যক্তিবিশেষে অল্প বা অধিক প্রত্যক্ষ হয়। এমন স্থলে দুই ব্যক্তিকে পরস্পরের মধ্যে তুলনা করিতে হইলে উক্ত একই প্রকার দোষ বা গুণের অল্পাধিক্যদ্বারা তাহা করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দোষ বা গুণ দ্বারা তুলনাকার্য সাধিত হইতে পারে না। যেমন একজন সত্যবাদী, আর একজন পরোপকারী—এরূপস্থলে, অথবা একজন মিথ্যাবাদী অপরে পরশ্রীকাতর, এরূপস্থলে, তুলনাকার্য চলিতে পারে না। উভয়কেই এক [illegible] গুণ বা দোষ লইয়া, সেই গুণ বা দোষের মাত্রার দ্বারা এই তুলনাকার্য করিতে হইবে। সুতরাং নিয়ম করা চলে যে, একই দোষ বা গুণের মাত্রার দ্বারাই তুলনাকার্য করা উচিত, দুইটি বিভিন্ন গুণের মাত্রার দ্বারা তুলনাকার্য করা অন্যায়। এই নিয়ম

দ্বাবা আমরা উভয়ের মধ্যে, কে উত্তম, কে অনুত্তম, তাহা নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইব, আর এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তুলনাকার্য একবারেই সিদ্ধ হইবে না। কাবণ, যে অবস্থায় পড়িয়া, যে সঙ্গে থাকিয়া একব্যক্তি যাহা করিয়াছেন, অপরের সেই অবস্থা ও সেই সঙ্গ ঘটিলে, হয়ত তিনিও তাহাই কবিতেন। অবস্থাব দাস না হইয়া—সঙ্গের দোষগুণে পরিচালিত না হইয়া, জগতে জীবনধারণই অসম্ভব, সুতরাং তুলনা-ব্যাপারে এ নিয়মটি অতীব প্রয়োজন।

তৃতীয় নিয়ম ঃ একই গুণের মাত্রা যেমন তুলনাকার্যে প্রয়োজন, তদ্রূপ একই গুণেব স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ও তুলনাকার্যেব উপকবণ। এমন অনেক দোষগুণ দেখা যায়, যাহা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী বা আগন্তুক। উহা এক ব্যক্তির আন্তরিক প্রকৃতির অনুরূপই নহে। উহা তাঁহাব জীবনে একবার মাত্রই প্রকাশ পাইয়াছে। এজন্য এই জাতীয় দোষগুণগুলিকে আমরা সেই ব্যক্তিব বহিঃপ্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। কিন্তু ঐ একই দোষ বা গুণ হযত, অপরে নিত্য বা বহুবার প্রকাশিত—উহা যেন তাঁহাব মজ্জাগত প্রকৃতি। এমত স্থলে, যাঁহাতে কোন দোষ বা গুণ আগন্তুক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তিনি, যাঁহাতে তাহা সহজাত বলিয়া প্রতীত হইবে, তাঁহা অপেক্ষা নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় হইবেন না। তুলনাকার্য করিতে হইলে এই বিষযটির প্রতি আমাদের মনোযোগী হইতে হইবে। সুতরাং নিয়ম কবা যাইতে পাবে যে, একই দোষগুণের স্থায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ও তুলনাকালে লক্ষ্য করিতে হইবে। এতদ্বাবা উভয়েব মধ্যে কে উচ্চ, কে নীচ তাহা নির্ধাবণ কবা যাইতে পাবিবে না।

চতুর্থ নিয়ম ঃ অনেক সময় দেখা যায়, এক ব্যক্তিতে একটি দোষ বা গুণ আছে, কিন্তু অপরে তাহা নাই। একজন হয়ত কোথায় কোন পশু ক্লেশ পাইতেছে, তাহা অনুসন্ধানপূর্বক তাহাব ক্লেশমোচনে আগ্রহ প্রকাশ করেন, অপরে হয়ত সে বিষয়ে উদাসীন, তবে জানিতে পাবিলে বা প্রয়োজন হইলে তাহা তিনি অতি আগ্রহ সহকারেই করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এ ভাবটি যেন তাঁহাতে নাই, তাঁহাতে ইহার অভাবই যেন লক্ষিত হয়। এমত স্থলে, উভয়েব তুলনাদ্বারা আমরা ইঁহাদের প্রকারভেদ মাত্র নির্ধারণ করিতে পাবি। কে কোন ধবনেব, কে কোন প্রকারের, কেবল তাহাই স্থির করিতে পারি। সুতবাং নিয়ম কবা যাইতে পারে যে, একে একটি দোষ বা গুণ থাকিলে এবং অপরে তাহা না থাকিলে, উভয়েব মধ্যে তুলনাদ্বারা প্রকারভেদ মাত্র নির্ধারণ করিতে হইবে, ছোট বড় নির্ধারণ কবা চলিবে না।

পঞ্চম নিয়ম ঃ মানবপ্রকৃতিমধ্যে এমন কতকগুলি দোষ-গুণ আছে যে তাহারা পরস্পর-বিরোধী। যথা—ভীরুতা ও সাহসিকতা। তুলনা করিবার কালে যদি একজনে ভীরুতা ও অপরে সাহসিকতা দেখা যায় এবং অপরে কেবল সাহসিকতা মাত্র প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তারতম্য বিচার চলিতে পারিবে। যিনি ভীরু তিনি সাহসিক অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু যদি উক্ত দোষ ও গুণে ঐরূপ বিরুদ্ধ সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহাদের তারতম্যবিচার চলিবে না। সুতরাং নিয়ম করা যাইতে পারে যে, বিরুদ্ধস্বভাব দোষগুণ থাকিলে দুইজনে তুলনা করিয়া তারতম্য বিচার চলিতে পারে।

ষষ্ঠ নিয়ম ঃ অনেক সময় দেখা যায়, একটি দোষ বা গুণ অন্য দোষ গুণের সহিত মিশ্রিতভাবে চরিত্রমধ্যে প্রকাশিত হইতেছে। যেমন, উদারতা গুণটি দুইজনেই আছে, কিন্তু একে ইহা পরোপকার প্রবৃত্তি মিশ্রিত, অপরে উহা বৈরাগ্য মিশ্রিত। এরূপ স্থলে উদারতা সম্বন্ধে কাহাকেও ছোট বা বড় বলা চলিতে পারে না—দুইজনকে দুইপ্রকার বলিতে হইবে। কিন্তু যেহেতু সকল মানবেই কোন গুণ অমিশ্রভাবে প্রকাশিত হয় না, সেই হেতু এরূপ স্থলে দুইজনকে দুইপ্রকার বলিলে কোন স্থলেই আর ছোট বড-নির্ধারণ কার্য চলিতে পারে না। এজন্য নিয়ম করা চলিতে পারে যে, যিনি একটি বিষয় শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইলে অপর বিষয়ে যাহাতে তিনি নিকৃষ্ট, সে বিষয়, সে স্থলে উত্থাপন করিয়া তাহাকে নিকৃষ্ট প্রমাণিত করা উচিত নহে। এইরূপ ইহার বিপরীত স্থলেও বুঝিতে হইবে। এককথায় যখন যে দোষগুণের বিচার করিতে হইবে, তখন কেবল সেই বিষয়টিই যথাসাধ্য পৃথকভাবে আলোচনা করিতে হইবে। তবে যথা যে স্থলে উহাদের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বলিয়া প্রতীত হইবে, সে স্থলে তাহাও বিচার্য।

সপ্তমনিয়ম ঃ মানুষ যাহাই করে, যাহাই বুঝে, সকলই নিজ নিজ প্রকৃতি—নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে। সংস্কারের হাত ছাড়াইয়া কোন কিছু করা কঠিন এই তুলনাকার্যে, যদি কাহারো পূর্ব হইতে কাহারো প্রতি অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে একজনের সদ্‌গুণ ও অপরের দোষগুলি যেন আপনা আপনি চক্ষে আসিয়া পড়ে। অনেক স্থলে, ইহা কতকটা আমাদের অজ্ঞাতসারেই যেন হয়। এজন্য এরূপ বিচারকালে আমরা আমাদের সংস্কারের বশীভূত যাহাতে না হই, তজ্জন্য সাবধান হইতে হইবে। উভয়েরই দোষ-গুণদর্শন-স্পৃহা সমানভাবেই যেন আমাদিগের ভিতরে বর্তমান থাকে। এই নিয়মটির প্রয়োজন অতি গুরুতর। ইহার প্রতি দৃষ্টিহীন হইলে তুলনাকার্য কখনই নির্দোষ হইবে না, সুতরাং এজন্য আমাদের বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।

এই সাতটি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তুলনা করিলে, আশা করা যায়, তুলনা নির্দোষ হইবে। আমরা অনেক সময় তুলনাকালে এই সকল নিয়মই প্রতিপালন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহা আমরা জানিতে পারি না।

নিয়মের প্রয়োগ ও তুলনার ফল

উপরে তুলনার নিয়ম নির্ধারিত হইল বটে, কিন্তু এই তুলনার ফল কিরূপে উক্ত নিয়মগুলির প্রয়োগদ্বারা লাভ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে একবার চিন্তা করা উচিত। ইহার ফল, যদি যথারীতি লাভ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে এ পরিশ্রম বিফল। সুতরাং অগ্রে আমরা এই বিষয়টি চিন্তা করিব।

জীবনচরিত-তুলনাকার্যের ফল তিনটি। প্রথম, ছোট-বড় নির্ধারণ, দ্বিতীয়, প্রকারতা-নির্ধারণ এবং তৃতীয়, প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য-নির্ধারণ। এই তিনটি বিষয় মত-তুলনাকালে স্মরণ রাখিতে হইবে।

এখন প্রথম দেখিতে হইবে, আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে কে কোন বিষয়ে ছোট বা কোন বিষয়ে বড়। তারপর যিনি যে বিষয়ে বড় হইবেন সেই বিষয়টি যদি, সমান-বিষয়ক-মতগঠনের উপযোগী হয়, তাহা হইলে তাঁহার 'মত' অপরের 'মত' অপেক্ষা অধিক আদরণীয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। জীবনের কার্যকলাপ এমন অনেক আছে, যাহা মতগঠনের উপযোগী বা অন্তরায়। যেমন দার্শনিকতত্ত্ব সম্বন্ধে 'মত' গঠনকালে ভাবপ্রবণতা কাহারও অধিক থাকিলে, তাঁহার দার্শনিক 'মত' তত আদরণীয় হওয়া উচিত নহে, কিন্তু পক্ষান্তরে যদি তিনি ভগবদ্‌ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে কোন মতের প্রবর্তক হন, তাহা হইলে, তাঁহারই 'মত' অধিক গ্রাহ্য হইবে। তদ্রূপ যদি ব্যক্তিবিশেষে ধ্যানপরায়ণতা, সমাধিসিদ্ধি, শান্তগম্ভীরভাব, স্থির ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতির আধিক্য দেখা যায়, তাহা হইলে সে স্থলে তাঁহারই দার্শনিক 'মত' গ্রাহ্য, ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার 'মত' অগ্রাহ্য। অবশ্য, যখনই আমরা অপরের 'মত' গ্রহণ করি, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহার কিয়দংশ আমরা বুঝিয়া এবং কিয়দংশ না বুঝিয়া- প্রভৃতি পরে বুঝিব বলিয়া তাঁহার 'মত' গ্রহণ করি। সমুদয় বুঝিতে পারিলে, আর তখন মতগ্রহণ ব্যাপার থাকে না, তখন আর গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকে না, তখন দুইজনে সমান সমান। এজন্য বিষয়বিশেষে ছোট-বড়-নির্ধারণ করিয়া —সে বিষয়টি মতগঠনের উপযোগী কি অনুপযোগী স্থির করিয়া—আমরা একের 'মত' গ্রাহ্য কিংবা অগ্রাহ্য স্থির করিতে পারি। জীবনচরিত-তুলনায় ছোটবড়-নির্ধারণ এজন্য একটি বিশেষ প্রয়োজন।

জীবনচরিত তুলনায় অন্য ফলনির্ণয়

ছোট-বড-নির্ধারণ করিয়া যেমন, ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য বিষয় নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য হয়, প্রকারতা নির্ধারণদ্বারা আমাদের তদ্রূপ অন্য প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে। কোন একটি সদ্‌গুণ যদি দুইজনে দুই প্রকারে প্রতিভাত হয় এবং উভয় প্রকারই যদি সমান প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে উভয়ের কেহই ছোট বা বড় নহেন, ইহা স্থির। এজন্য এস্থলে দেখিতে হইবে, কাহার কোন্ প্রকার ভাবটি তাঁহাদের নিজ নিজ মতগঠনের উপযোগী। যদি উক্ত ভাবদ্বয় উভয়েরই নিজ নিজ মতগঠনের সমান উপযোগী হয়, তাহা হইলে তাহাদের উভয়েরই মত আদরণীয়। আর যদি একের ভাবটি তাহার নিজের মতের উপযোগী, এবং অপরের ভাবটি তাহার নিজের মতের অনুপযোগী হয় তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির 'মত' আদরণীয় এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির 'মত' অনাদরণীয়।

যেমন একজন যদি বিশুদ্ধসত্য প্রধান যথার্থ সুখ আবিষ্কারে চেষ্টিত হন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি যথার্থ সুখ-প্রধান-সত্য আবিষ্কারে যত্নবান হন, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির মতের পক্ষে ধ্যানপরায়ণতা যত উপযোগী, লোকপ্রিয়তা তত উপযোগী নহে। তদ্রূপ দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে লোকপ্রিয়তা যত উপযোগী ধ্যানপরায়ণতা তত উপযোগী নহে। কারণ, যত লোকপ্রিয় হইতে পারা যায় তত লোকে ঠিক কি চায় তাহা জানিতে পারা যায়। ইহা দ্বারা যথার্থ সুখ কি তদ্বিষয়ে ভালরূপ জ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং যদি যথার্থ সুখ-আবিষ্কার প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ধ্যানপরায়ণ হইয়া অধিক সময়ক্ষেপ করা অপেক্ষা লোকের সহিত মেশামিশির অধিক প্রয়োজন হইবে। আবার যদি যথার্থ সত্য-আবিষ্কার প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে লোকের সহিত মেশামিশি অপেক্ষা আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধানের অধিক প্রয়োজন হইবে। পক্ষান্তরে যদি উভয়েরই 'মত' সমান [illegible] হয় তবে যাহার যে প্রকারটি সেই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক উপযোগী হইবে তাঁহারই 'মত' তত আদরণীয়। যেমন ত্যাগশীলতা, সকলে একইভাবে থাকিতে দেখা যায় না। কাহারও মধ্যে ইহা ঔদাসীন্যমাখা এবং কাহারও মধ্যে ইহা পরোপকার প্রবৃত্তি মাখা দেখা যায়। এস্থলে উভয়ের কেহই শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নহেন। বস্তুতঃ দুইজনে দুইপ্রকার মাত্র। এখন দুইজন যদি বিশুদ্ধ-সত্য-প্রধান-যথার্থ সুখ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়া দর্শনশাস্ত্র লিখিতে বসেন, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, ঔদাসীন্যমাখা ত্যাগশীলতা ও পরোপকার প্রবৃত্তিমাখা ত্যাগশীলতার মধ্যে, কোন্‌টি এ কার্যে অধিক উপযোগী। যেটি অধিক উপযোগী হইবে, সেইটি যাঁহাতে বর্তমান, তাঁহার দার্শনিক 'মত' গ্রাহ্য, এবং অপরের 'মত' ত্যাজ্য। আর

দুইটিই যদি সমান উপযোগী হয়, তবে দুইয়েরই 'মত' পূজ্য। সুতরাং এস্থলে আর একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া তুলনাকার্য করিতে হইবে। অবলম্বিত বিষয়টি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

জীবনচরিত তুলনার অপর প্রকার ফল

তাহার পর তৃতীয় ফল—প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ। ইহার অর্থ—কে কোন্ উদ্দেশ্যে বা কি প্রয়োজনবশতঃ কোন্ পথ অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং কোন্ 'মত' প্রবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা। এই বিষয়টি নির্ণীত হইলে উভয়ের ব্যক্তিগত চরিত্রে দোষারোপ করিবার প্রয়োজন হয় না—একজনকে অপরের বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা শ্রদ্ধাহীন বলিবার কারণ থাকিতে পারে না। মনুষ্যমাত্রেই সঙ্গ বা অবস্থার অধীন। সঙ্গ বা অবস্থা অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে চলিতে কাহাকেও দেখা যায় না। সুতরাং এই বিষয়টি নির্ণয় করিতে পারিলে হয়ত দেখা যাইবে—উভয়েরই আন্তরিক ভাব এক, উভয়েরই লক্ষ্য অভিন্ন। একে, হয়ত লোকের আগ্রহে বা তর্কের অনুরোধে অপরের 'মত'কে অসত্য বলিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার অন্তরের ভাব অনুরূপ বা একরূপ। অথবা, এই বিষয়টি জানিতে পারিলে আমরা দুইটি মতের অতিরিক্ত অন্য কোন অপেক্ষাকৃত সত্য মতের আভাস পাইতে পারি। আমরাও দেশ কাল-পাত্রানুযায়ী অথবা নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী, অন্য কোন সত্য মত আবিষ্কার করিতে পারি। ফলতঃ, 'মত' তুলনাকালে জীবনচরিত তুলনার এই তিনটি ফল স্মরণ রাখিতে পারিলে, তুলনার যে প্রকৃত ফললাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জীবনচরিত তুলনার অপব্যবহারে কুফল

জীবনচরিত তুলনার প্রয়োজনীয়তা, তুলনার নিয়ম ও তাহার ফল ও ব্যবহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে প্রায় সকল কথাই আলোচিত হইল। এইবার ইহার অপব্যবহার করিলে যে কুফল উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে। দেখা যায়—এরূপ তুলনাকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যে সর্বপ্রধান দুইটি বিঘ্নের সম্মুখীন হই ; তাহাদের প্রথম হইতেছে— নিন্দা এবং দ্বিতীয় হইতেছে— দ্বেষ। এই নিন্দা ও দ্বেষ আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায়—তুলনার অমৃতময় ফলের রসাস্বাদে বঞ্চিত করে। কে না জানেন—গুরুজনের মর্যাদাহানি করিলে অধর্ম হয়, কে না জানেন—মানীর মানহানি করিলে পাপ অর্জিত হয়। আর এই পাপের ফলে যে আমাদের অধোগতি অনিবার্য, তাহাই বা কাহার অবিদিত। আমরা অধিকাংশ

যাহা চাই, আমাদের প্রকৃতি যাহার উপযুক্ত, তাহা যদি না পাইয়া ভ্রমবশতঃ অন্য পদার্থের সেবারত হই, এবং পরে ভ্রম অপনীত হইলে যদি অভিমত বস্তু লাভ করি, তাহা হইলে আমাদের মনে এইরূপ একটি প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় যে, এই বস্তু এতদিন আমাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, অতএব ইহার নামমাত্রও শুনিতে নাই। অনুরাগের মাত্রা যেমন বাড়িতে থাকে, এই বিরাগের মাত্রা তত অধিক হয়। এই বিরাগরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়াই ক্রমে নিন্দার আকার ধারণ করে ইহাই আমাদিগকে অবিচারপূর্বক অপর বিষয়গুলিকেও নিকৃষ্ট বলিয়া বুঝিতে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে, ইহাই আমাদিগকে নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত করে।

যাহা হউক নিন্দার প্রকৃত কারণ যখন বুঝা গেল, তখন ইহার অপনোদন করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহাও বুঝা গেল। বাস্তবিক নিন্দা করা এক প্রকার মানসিক দুর্বলতা। যাঁহারা সর্বত্র সমদর্শন করেন তাঁহারা কাহার নিন্দা করিবেন? সর্বত্র সমদর্শন করিতে হইলে বিশেষ মানসিক বলের প্রয়োজন। আর এই বল অন্য কোন বল নহে, ইহা সেই জ্ঞানবল। অতএব নিন্দাপ্রবৃত্তি আমাদের যতই কমে ততই ভাল। সাধুগণও যে নিন্দা করেন, তাহা গর্হিত কর্মেরই নিন্দা, তাহা সেই গর্হিতকর্মকারীর নিন্দা নহে। পাপেরই নিন্দা করা হয়, কিন্তু পাপীর কল্যাণকামনা করাই উচিত। অতএব তুলনাকালে যে নিন্দার প্রবৃত্তি তাহা যে কত দোষাবহ তাহা আর বলা নিষ্প্রয়োজন। অতএব তুলনাকালে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

তুলনাকালে নিন্দা না করিবার অন্য হেতু

তাহার পর নিন্দা না করিবার অন্য হেতুও আছে অবশ্য এ হেতু অবতারকল্প মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে, সাধারণের সম্বন্ধে নহে। আর আমাদের আলোচ্য বিষয় শঙ্কর এবং রামানুজও যে অবতার-কল্প মহাপুরুষ, তাহাতেও সন্দেহ নাই যাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া এখনও সহস্র সহস্র লোক পবিত্র হয়, যাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া অদ্যাবধি লক্ষ লক্ষ লোক আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে, তাঁহারা যে সাধারণ মানব নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

তাহার পর—অবতার বা মহাপুরুষগণ যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই সময়ের উপযোগী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে দেশে, যে-সমাজে তাঁহারা আবির্ভূত হন, সেই দেশ, সেই সমাজই তাঁহাদের উপযোগী, অন্য দেশ বা অন্য সমাজ তাঁহাদের উপযোগী নহে। সময় ও সমাজের অবস্থার সহিত তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ বা চরিত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। অবশ্য তাই বলিয়া

তাঁহারা যে সত্য প্রচার করেন, তাহা যে কালে অসত্য হয়, তাহা নহে, অথবা তাঁহাদের জীবদ্দশাতে তাঁহাদের যতটা সম্মান ও প্রতিপত্তি থাকে, তাঁহাদের অন্তর্ধানে তাহা অপেক্ষা তাহা যে অধিক হইতেই হইবে, তাহাও নহে। তাঁহাদের প্রচারিত তত্ত্বজ্ঞান কোনও কালে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। যাহা অনাবশ্যক বলিয়া পরে প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের প্রচারিত বিধি নিষেধ শাস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর জীবদ্দশাতে অনেক সময় যে তাঁহাদের প্রতিপত্তি, তাঁহাদের অন্তর্ধানকাল অপেক্ষা কম হয়, তাহার কারণ যে তাঁহাদের অল্পতা বা তাঁহাদের উদ্দেশ্যকালের অনুপযোগিতা, তাহাও নহে। বস্তুতঃ তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ড তৎকালের এতই উপযোগী যে, যতই কাল অতীত হইতে থাকে, ততই অক্ষয়বটের ন্যায় তাঁহাদের কার্য প্রসারিত হইতে থাকে। বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইবার পর যে নিয়মের বশে বিস্তৃত হইতে থাকে, নদী যে-নিয়মে নগণ্য প্রস্রবণাকার হইতে ক্রমে খরতর স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করে, ইঁহাদের কীর্তিকলাপও কতকটা ঐ নিয়মে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইতে থাকে। এজন্য তাঁহাদিগকে কোন মতেই ক্ষুদ্র জ্ঞান করা উচিত নহে। তাঁহাদের আচার-ব্যবহার তাঁহাদের বিধি নিষেধাত্মক উপদেশ দেশকালোপযোগী বলিয়াই তাহাতে পরিবর্তন দেখা যায়। তাহা ছাড়া, সকল মহাত্মার জীবনও সমান হয় না। বস্তুতঃ, যাঁহাদের জন্য তাঁহাদের আবির্ভাব, তাঁহারা যতটা তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, ততটাই তাঁহাদের জীবনে প্রকাশ পায় এবং যতটার দ্বারা তাঁহাদের হিত হইবে, ততটাই তাঁহাদিগের চরিত্রে প্রকাশিত হয়। সুতরাং মহাপুরুষ বা অবতারগণের চরিত্র বা তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা অনেকটা আমাদের অবস্থা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন মেঘখণ্ডের দ্বারা সূর্যবিম্বস্থ প্রদেশ আবৃত হইলে আমরা সূর্যদেবের প্রভাবের অল্পাধিক্য উল্লেখ করিয়া থাকি, বস্তুতঃ সূর্যদেবের প্রভাবের তারতম্য হয় না, পরন্তু আবরক মেঘেরই তারতম্য অনুসারে ঐরূপ হয়, তদ্রূপ দেশ কাল প্রয়োজন-ভেদে আবির্ভূত মহাপুরুষ বা অবতারগণের চরিত্র আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নানারূপে প্রতিভাত হয়। যেমন জলপ্লাবিত হইলে তদ্দেশস্থ ক্ষুদ্রবৃহৎ নানাবিধ পাত্রভাণ্ডাদি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে বন্যার জল ধারণ করিয়া রাখে, তদ্রূপ আমাদের সামর্থ্য অনুসারে আমরা মহাপুরুষ বা অবতারগণের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে কিয়দংশ মাত্র গ্রহণ করি। এই জন্য এক মহাপুরুষে যে ভাবে যতটা মাত্র মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, অপরে যে ততটাই থাকিতে হইবে, তাহার নিয়ম নাই। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে অনেক সময় মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে নিন্দাজনিত অপরাধ জন্মিতে পারিবে না।

দ্বেষ কাহাকে বলে? উহাও বর্জনীয়

এক্ষণে দ্বেষ সম্বন্ধে আলোচ্য। মহাত্মাগণ সম্বন্ধে আমরা যেমন নিন্দা করিয়া ফেলি, তাঁহাদের পথাবলম্বী সম্প্রদায়ের প্রতি দ্বেষও ঠিক সেই প্রকারেই করিয়া থাকি। নিন্দা যেমন দোষাবহ, দ্বেষও তদ্রূপ দোষাবহ। নিন্দার যাহা হেতু দ্বেষেরও তাহাই হেতু। প্রভেদ এই মাত্র যে, দ্বেষ সমানে সমানে হয়, আর নিন্দা সমানে ও মহতে উভয়েই হইতে পারে। সর্বোত্তম-পদার্থে সকলের সমান অনুরাগ থাকিলেও, অধিকারিভেদে কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই সর্বোত্তম পদার্থের প্রকারভেদ স্বীকার করিতে হয়। এজন্য নিজ নিজ অধিকার অনুসারে যে যাহা অনুসরণ করে, তাহার ইতরবিশেষ থাকিলেও তাহাকে নিন্দা বা দ্বেষ করা উচিত নহে। অন্ধকে অন্ধ বলিয়া—খঞ্জকে খঞ্জ বলিয়া ঘৃণা করা, কোন কালে কি কেহ সমর্থন করিতে পারে? ইহা সর্বদা ও সর্বথা নিন্দনীয়। তুলনাকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই দুইটি বিঘ্নের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা শ্রেয়ার্থীর একান্ত আবশ্যক।

তুলনার পথ-নির্দেশ

যে কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের জীবন চরিত তুলনা করিতে হইবে, তাহা এতক্ষণ আলোচিত হইল, এক্ষণে যে পথে আমরা সেই তুলনাকার্য সম্পন্ন করিব তাহার বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। কারণ, পূর্ব হইতেই ইহা জানিতে পারিলে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সুসম্বদ্ধভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে।

এজন্য আমরা প্রথমতঃ এই দুই মহাত্মার জীবনবৃত্ত দুইটি পৃথক পরিচ্ছেদে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব। ইহাতে কেবল ঘটনার উল্লেখ মাত্র থাকিবে সে ঘটনার ফলে তাঁহাদের চরিত্রের মহত্ত্ব কতদূর বা তাহাতে জগতের কি উপকার সাধিত হইল—ইত্যাদি প্রকার ভাবুকতা থাকিবে না। ইহাতে পাঠক সমগ্রভাবে এই দুই মহাত্মাকে পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিতে পারিবেন।

অতঃপর তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক বা একজাতীয় ঘটনাগুলি যে দোষ বা যে গুণের জ্ঞাপক, সেই দোষ বা গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপে সেই বা সেই সমস্ত ঘটনাগুলিকে উল্লেখ করিব। ইহাতে পাঠক, আংশিকভাবে এই দুই মহাত্মাকে তুলনা করিতে পারিবেন। এইরূপ আংশিকভাবে তুলনার একটি দৃষ্টান্ত দিলে, বোধ হয়, আমাদের অভিপ্রায় অনেকটা পরিস্ফুট হইবে। যেমন 'সত্যবাদিতা' [illegible]। উভয়ের জীবনেই ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। এজন্য আমরা সত্যবাদিতা সম্বন্ধে উভয়ের যাবতীয় আচরণ, যাবতীয় ঘটনা একত্র

করিয়া দিব। আবার যথায় এক ব্যক্তিতে একটি গুণ দেখা যাইতেছে, কিন্তু অন্যে তাহা নাই, সে স্থলেও উহা উপেক্ষিত হইবে না। যাঁহার উহা আছে তাহা বর্ণনা করিয়া, যাঁহাতে উহা নাই, তাঁহার সম্বন্ধে "উহা নাই" বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা হইবে। অবশ্য জগতের যাবতীয় দোষগুণের তালিকা করিয়া ইঁহাদের জীবনচরিত তুলনা করা হইবে না, পরন্তু যতগুলি দোষগুণ ইঁহাদের জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে কেবল ততগুলিই আলোচিত হইবে ও ততগুলিরই ঘটনাবলী দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শিত হইবে।

অনন্তর চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রথমতঃ আদর্শ দার্শনিকের গুণগ্রামদ্বারা আচার্যদ্বয়কে তুলনা করা হইবে, তৎপরে তাঁহাদের সাধারণ আদর্শের গুণাবলীদ্বারা তাঁহাদিগকে তুলনা করা হইবে, তৎপরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত আদর্শের গুণরাজির দ্বারা তাঁহাদিগকে তুলনা করা হইবে এবং সর্বশেষে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি, জীবনগঠনে দৈব ও মনুষ্যনির্বন্ধ ও আবির্ভাবকাল প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহাদের দার্শনিক মতের উদ্ভবহেতু এবং তাহার স্বরূপ নির্দেশ করা হইবে।

পরিশেষে উপসংহারে তাঁহাদের মতের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলি যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করা হইবে। ইহাতে কাহারও বিচারদোষ বা ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করা হইবে না। অবশ্য এই সকল স্থলেই আচার্যদ্বয়ের আবির্ভাবকালের ক্রম অনুসারে প্রথমে আচার্য শঙ্কর ও তৎপরে আচার্য রামানুজের কথা উত্থাপন করা হইবে এবং কোনস্থলেই কোনরূপ অলঙ্কারাদির দ্বারা ইঁহাদের চরিত্র মনোহারী করিবার চেষ্টা করা হইবে না, অথবা পাঠককে কোন মতবিশেষের প্রতি বা কোন মহাপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট করিবার প্রযত্নও করা হইবে না। তাজ্যাগ্রাহ্য বা শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ বিচারের ভার পাঠকের উপরই থাকিবে। পাঠকই বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। আমরা নিরপেক্ষ প্রকাশে যথাসাধ্য বিরত থাকিব।

আচার্যদ্বয়ের জীবনবৃত্তি তুলনার এই সূচী হইল। এক্ষণে এই পথে প্রথমে আচার্য শঙ্করের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করা হইল।

শঙ্কর-চরিত্র

জন্মভূমির পরিচয়

ভারতের সুদূর দক্ষিণে পশ্চিম সমুদ্রতীরে "কেরল" দেশ অবস্থিত। বর্তমান কালে ইহা ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মালাবার নামক দেশে বিভক্ত। ইহার ভূ-প্রকৃতি দেখিলে মনে হয় ইহা অনতিকালপূর্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। প্রবাদও আছে ভগবান পরশুরাম ইহা সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া ইহাকে মনুষ্যের বসতিস্থল করিয়াছিলেন। এখানে ১০° উত্তর অক্ষাংশে "আলোয়াই" নদীর উত্তরতীরে "কালাডি" নামক একটি ক্ষুদ্রগ্রাম আছে। এই গ্রামে আজ হইতে প্রায় সার্ধ দ্বাদশশত বৎসর পূর্বে শঙ্করের জন্ম হয়।

জাতি-পবিচয়

এই গ্রামে নম্বুরী জাতীয় ব্রাহ্মণের কুলে আচার্যের আবির্ভাব হয়। নম্বুরী ব্রাহ্মণগণ নিষ্ঠাবান, সদাচারসম্পন্ন ও বৈদিক শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী। ভারতে কেবল ইঁহারাই অদ্যাবধি সম্পূর্ণ প্রাচীন রীতি অনুসারে চলিয়া আসিতেছেন। পঞ্চম হইতে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণ বালককে উপনয়ন দান, গুরুগৃহে প্রেরণ এবং সমগ্রবেদাভ্যাসে যত্ন এখনও এই দেশেই দেখা যায়। এই নম্বুরী ব্রাহ্মণগণের সামাজিক আচারব্যবহারেও অনেক বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য দেশীয় ব্রাহ্মণগণের আচারব্যবহার হইতে ইহাদের আচারব্যবহার অনেক পৃথক। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা পার্থক্য ইহাদের বিবাহে। ইহাদের জ্যেষ্ঠপুত্রই নম্বুরী ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করে এবং পৈত্রিক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়। অপর পুত্রগণ নায়ার কন্যার পাণিগ্রহণ করে এবং তাহাদের পত্রগণ নায়ার জাতিপ্রাপ্ত হয। নায়ার জাতি ব্রাহ্মণ নয়, ঠিক শূদ্রও নয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও শূদ্রজাতির সংমিশ্রণ। ইহাদের একটি কন্যা আবশ্যকমত বহুবিবাহও করিতে পারে। একই কন্যার নায়ারে ও নম্বুরী পতি থাকিতে কোন বাধা নাই। ইহাদের কন্যাই বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হয়, ইত্যাদি। আচার্য শঙ্কর উক্ত নম্বুরী ব্রাহ্মণকুলের সন্তান।

মাতৃপিতৃ-পরিচয়

শঙ্করের পিতার নাম শিবগুরু। তিনি তাঁহার পিতা বিদ্যাধরের একমাত্র সন্তান ছিলেন। শিবগুরু গুরুগৃহে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে করিতে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া পড়েন। ক্রমে গৃহে প্রত্যাবর্তনের কাল অতীত হইয়া গেল পিতা বিদ্যাধর ইহা দেখিয়া পুত্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেই তাঁহার সমাবর্তন ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন এবং নিজগ্রামের অনতিদূরবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসী 'মঘ' পণ্ডিতের 'বিশিষ্টা' নাম্নী এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। বিশিষ্টা নামে যেমন বিশিষ্টা, বিদ্যাবুদ্ধি ও রূপগুণেও তদ্রূপ বিশিষ্টা ছিলেন। শিবগুরু ও বিশিষ্টার মিলন যেন মণিকাঞ্চন যোগ হইল।

শিবগুরু যথাবিধি গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে পিতা বিদ্যাধর ইহধাম ত্যাগ করিলেন। সংসারের সকল ভার তাঁহার মস্তকে পতিত হইল কিন্তু তথাপি বিষয়চিন্তা তাঁহাকে শাস্ত্রচিন্তা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। তিনি অধিকতর দৃঢ়তাসহকারে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করিতে লাগিলেন

শঙ্করজন্মের উপলক্ষ

শিবগুরু ক্রমে বার্ধক্যে উপনীত হইলেন, কিন্তু তিনি পুত্রমুখ দেখিতে পাইলেন না। যে উদ্দেশ্যে বিবাহ শিবগুরুর তাহাই সিদ্ধ হইল না শিবগুরুর শাস্ত্রচিন্তাসমাকুল চিত্তে ক্রমে এই চিন্তা প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল অনেক ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন গ্রামের অনতিদূরে বৃষ পর্বতে কেরলাধিপতি রাজশেখর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যে মহাজাগ্রত চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব আছেন, তাঁহার নিকটে সস্ত্রীক ব্রতধারণপূর্বক অবস্থান করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবেন, তাঁহারই বরে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধারলাভ করিবেন

সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইল। ভগবান আশুতোষ সন্তুষ্ট হইলেন সংবৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই একদিন রাত্রে শিবগুরু স্বপ্ন দেখিতেছেন—যেন ভগবান চন্দ্রমৌলীশ্বর শঙ্কর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—"বৎস শিবগুরো! তোমার কি প্রার্থনা? আমি তোমায় অভীষ্ট দান করিবার জন্য আজ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি।" শিবগুরু সসম্ভ্রমে ভগবচ্চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ভক্তিগদগদস্বরে করজোড়ে বলিলেন—"ভগবন্! পুত্রকামনায় আজ আপনার শ্রীচরণ সমাশ্রয় করিয়াছি। আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় একটি দীর্ঘায়ু ভবৎসদৃশ সর্বজ্ঞ পুত্র প্রদান করুন।"

সনাতন ধর্মের দুর্দিন দেখিয়া জগতের জ্ঞানগুরু ভগবান্ শঙ্কর বোধহয় নিজেই অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; আর আজ তাঁহারই ইচ্ছার ফলে বোধ হয় শিবগুরু শঙ্করসদৃশ সর্বজ্ঞ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ আশুতোষ সস্মিতবদনে বলিলেন, ''বৎস! সর্বজ্ঞ পুত্র লইলে দীর্ঘায়ু পুত্র পাইবে না, দীর্ঘায়ু পুত্র লইলে সর্বজ্ঞ পুত্র হইবে না—এখন বল, তুমি সর্বজ্ঞ পুত্র চাও, কি দীর্ঘায়ু পুত্র চাও?'' বুদ্ধিমান শিবগুরু এক্ষেত্রে সর্বজ্ঞ পুত্রই বাঞ্ছনীয় ভাবিয়া বলিলেন, ''তবে ভগবন্! সর্বজ্ঞ পুত্রই আমায় প্রদান করুন।'' ভগবান ভবানীপতি ''তথাস্তু'' বলিয়া বলিলেন, ''বৎস! শিবগুরো! যাও আমিই তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব।'' শিবগুরু ভুলিয়া গিয়াছেন যে, জীব সর্বজ্ঞত্ব লাভের পর আর দেহে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। পূর্ণসর্বজ্ঞ —ব্রহ্মই, তাঁহার আবার দেহ কি?

শিবগুরু আনন্দে অধীর হইয়া ভগবচ্চরণে পুনরায় প্রণাম করিলেন। কিন্তু প্রণামান্তেই নিদ্রাভঙ্গ হইল। অন্তর্যামী ভগবান অন্তরাত্মায় মিশিয়া গেলেন। শিবগুরু বিশিষ্টাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত সমুদয় বলিলেন। বিশিষ্টা সবাষ্পনয়নে ভগবানের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিলেন।

শঙ্করের জন্ম

শিববর পাইয়া শিবগুরু ও বিশিষ্টাদেবী আনন্দমনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। উভয়েই শিবার্চনা ও শিবের ধ্যানজ্ঞানে দিনরাত অতিবাহিত করেন। জগৎ যেন তাঁহাদের নিকট শিবময়। বাস্তবিক শিবময় না হইলে শিবের আবির্ভাব হইবে কেন?

সংবৎসর অতীত হইতে না হইতেই বিশিষ্টাদেবী একটি পুত্ররত্ন লাভ করিলেন। ৬০৮ শকাব্দ * ১২ বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া দিবসে মধ্যাহ্নকালে আচার্য শঙ্কর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন

জাতকর্ম প্রভৃতি যথাবিধি শিবগুরু যথাসময়ে সম্পন্ন করিলেন। জন্মপত্রিকা নির্মিত হইল। দেখিলেন—কর্কটলগ্নে বালক জাত। চন্দ্র, সূর্য, গুরু ও শনিগ্রহ উচ্চস্থ। শুক্র ও বুধ মেষে অবস্থিত। মঙ্গল ও কেতু সিংহে এবং রাহু কুম্ভে। শুভাশুভ বিচার করিয়া শিবগুরু যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি পুত্রের অবতারযোগ† দেখিয়া ক্রমে বিষাদ ভুলিয়া গেলেন এবং ভগবান শিবই যে স্বয়ং

* ৬০৮ শকাব্দ = ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ।

† অবতারযোগটি এই — কেন্দ্রগৌ সিতদেবেজ্যৌ যোচ্চে কেন্দ্রগতেঽর্কজে।
চরলগ্নে যদা জন্ম যোগোঽয়মবতারজঃ ॥

অবতীর্ণ হইয়াছেন—তাঁহার স্বপ্ন যে সর্বাংশে সত্য হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিলেন।

শঙ্করের শৈশব

শঙ্কর আশৈশব শান্তপ্রকৃতি, অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শ্রুতিধর ছিলেন। জনক-জননীর নিকট যখনই যাহা শুনিতেন তখনই তাহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। তিন বৎসর বয়সে তিনি নিজ মালয়ালম ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়নে সমর্থ হইলেন এবং যখনই যাহা পড়িতেন তখনই তাহা তিনি অবিকৃতভাবে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

ইহা দেখিয়া শিবগুরু ইচ্ছা করিলেন—তিনি শঙ্করকে পঞ্চম বৎসরেই উপনয়ন দিয়া বেদাভ্যাসে নিরত করিবেন। ব্রাহ্মণকুমারের অষ্টম বর্ষেই উপনয়ন বিধি, কিন্তু ব্রহ্মতেজ কামনা হইলে পঞ্চম বৎসরে উপনয়ন দিবার ব্যবস্থাও আছে। শিবগুরু শিববর স্মরণ করিয়া এবং বালকের প্রতিভা দেখিয়া তাহাই ইচ্ছা করিলেন।

কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিচার। শঙ্করের তিন বৎসর অতীত হইতে না হইতেই শিবগুরু অতৃপ্ত বাসনা লইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। শোকাতুরা শঙ্কর-জননী পুত্রকে লইয়া পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পতির সঙ্কল্প স্মরণ করিয়া শঙ্করের পঞ্চম বৎসরারম্ভে স্বগৃহে আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং শুভদিনে পুত্রের উপনয়ন দিয়া বিদ্যাভ্যাসের জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন।

শঙ্করের গুরুগৃহে বাস

গুরুগৃহে শঙ্কর বিদ্যাভ্যাসে রত। শঙ্করের বুদ্ধি, মেধা ও স্বভাবের পরিচয় পাইতে গুরুদেবের বিলম্ব হইল না। ক্রমে শঙ্কর গুরুদেবের অতি প্রিয় শিষ্য হইয়া উঠিলেন। একে পঞ্চম বৎসরের বালক, তাহাতে তাঁহার অসামান্য বিদ্যানুরাগ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতি দেখিয়া গুরু শঙ্করকে গুরুগৃহের কোনরূপ কর্মই করিতে দিতেন না। অপর বালকগণের ভিক্ষার্থ পালাক্রমে গ্রামাভ্যন্তরে যাইতে হইত, সমিধ আহরণ, গৃহমার্জন, জলানয়ন প্রভৃতি বিবিধ কর্ম নিয়মক্রমে করিতে হইত, কিন্তু শঙ্করকে তাহার কিছুই প্রায় করিতে হইত না। বিধাতা তাঁহাকে এ সব কর্ম হইতে অযাচিতভাবে অব্যাহতি দিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় যাহা করিতেন অথবা সহাধ্যায়ীকে সাহায্যের জন্য নিজ ইচ্ছায় যাহা করিতেন, তাহাই তাঁহাকে করিতে হইত।

পরদুঃখমোচন

এই সময়ে একদিন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একদিন শঙ্কর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণীর গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করেন। ব্রাহ্মণীর গৃহে সেদিন এক মুষ্টি তণ্ডুলও ছিল না। তিনি শঙ্করের হস্তে একটি আমলকী ফল দিয়া নিজ দারুণ দুরবস্থার কথা বলিতে বলিতে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শঙ্কর ব্রাহ্মণীর দুঃখ শুনিয়া অতিশয় বিচলিত হইলেন। ব্রাহ্মণীর দুঃখমোচনের জন্য তাঁহার স্পৃহা অতিশয় বলবতী হইল। কিন্তু কি করিবেন? একে বালক, তাহাতে গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া সেই নিরুপায়ের উপায় ভগবানের শরণগ্রহণ করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণীর জন্য কাতরভাবে দারিদ্র্য-দুঃখভঞ্জন সেই জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি অধোবদনে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে লক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশে স্তব করিতে করিতে ব্রাহ্মণীর জন্য ধন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল এইভাবে অতিবাহিত করিয়া ব্রাহ্মণীকে শীঘ্র ধনপ্রাপ্তির আশ্বাস দিয়া গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়—পরদিন প্রভাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণী দেখিলেন—গৃহের সর্বত্র সুবর্ণময় আমলকীর যেন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণীর দারিদ্র্য-দুঃখ ইহজীবনের মতো বিদূরিত হইল। ব্রাহ্মণী অতুল ধনের অধিকারিণী হইলেন। তিনি বুঝিলেন—ইহা সেই ব্রহ্মচারীর আশীর্বাদের ফল এবং ইহা লোকসমাজে অকপটভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শঙ্করের বিদ্যাভ্যাস

গুরুগৃহে শঙ্করকে অধিক দিন থাকিতে হইল না। তিনি অসাধারণ তীক্ষ্নবুদ্ধি ও শ্রুতিধর ছিলেন বলিয়া যাহা একবার শুনিতেন তাহাই শিখিয়া ফেলিতেন। কেবল তাহাই নয়—গুরু, অপরাপর শিষ্যগণকে যাহা পড়াইতেন, শঙ্কর গুরুসেবা-উপলক্ষে গুরুপার্শ্বে থাকিয়াই তাহাও অভ্যস্ত করিয়া ফেলিতেন। একদিন গুরু ইহার পরিচয় পাইয়া যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন এবং তদবধি তিনি শঙ্করকে সকল শাস্ত্রের পাঠই শুনিতে বলিলেন। ইহার ফলে গুরুগৃহে শিক্ষণীয় যাবতীয় শাস্ত্রই বৎসরদ্বয়ের মধ্যেই শঙ্করের সমাপ্ত হইয়া গেল এবং সপ্তম বৎসর অতীত হইতে না হইতেই শঙ্কর গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যে বিদ্যা অর্জন করিতে অপরের অন্যূন ষোল বৎসর অতীত হয়, শঙ্কর তাহাই অথবা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শাস্ত্রই দুই বৎসরে পরিসমাপ্ত করিলেন। অসাধারণ পুরুষের কর্ম সবই অসাধারণ।

শাস্ত্রীয় আচার অনুসারে গুরুগৃহ হইতে পাঠ শেষ করিয়া গৃহে আসিয়াই বিবাহ করিতে হয়। অনাশ্রমী হইয়া একদিনও থাকিতে নাই। শঙ্কর জননী

তাহারও আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিবেশিনীর একটি সুন্দরী বালিকার সহিত শঙ্করের বিবাহ দিবেন বলিয়া তিনি শঙ্করের উপনয়নকালেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহামায়ার এমনই খেলা সন্তান জন্মিবামাত্রই জনকজননী তাহার সমুদয় ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা করিয়া থাকেন কিন্তু বালক শঙ্করের অনুরোধে বিবাহ স্থগিত রহিল। তিনি গৃহে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য আশ্রমধর্মই পালন করিবেন বলিয়া জননীকে বিবাহ-ব্যাপারে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। জননীও যেন পুত্রের অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। কে যেন তাঁহার চিত্তগতি ফিরাইয়া দিল। একপ অসামান্য শক্তিসম্পন্ন পুত্রের অনুরোধ কি জনক জননী সহসা উপেক্ষা করিতে পারেন। সুতরাং শঙ্করের বিবাহ হইল না শঙ্কর গৃহে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য আশ্রম ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন

শঙ্করের অধ্যাপনা

ব্রহ্মচারী শঙ্কর গৃহে থাকিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নেই প্রথমতঃ মনোযোগী হইলেন ক্রমে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া গ্রামস্থ বয়োবৃদ্ধগণও তাঁহার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন বয়সে বালক হইলেও আর কেহ তাঁহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন না অসাধারণ প্রতিভার নিকট কে না মস্তক অবনত করে তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত কিন্তু অনেক সময় কেহ কেহ শঙ্করের উপর মনে মনে বিরক্তও হইতেন কারণ শঙ্কর পৌত্তলিক বর্ণাশ্রমাভিমান ও ভণ্ডামির তীব্র নিন্দা করিতেন। বালক হইলেও তাঁহার শ্লেষপূর্ণ বাক্যে কপটাচারিগণের মর্মান্তিক [illegible] তাঁহারা [illegible] অত্যাচারব্যবহারের প্রতিবাদ করিবার [illegible] পরিত্যাগ করিতেন না [illegible] তবে কতিপয় [illegible] শঙ্করের প্রতি [illegible] অন্বেষণ করিতেন শঙ্কর ইহা [illegible] থাকিতেন সময় পাইলেই তিনি তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন [illegible] সহায় [illegible] জনসঙ্ঘ কি কাহারও মহিমা বুঝে।

শঙ্করের মাতৃসেবা

অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করিয়া যে সময় পাইতেন, শঙ্কর সে সময় মাতৃসেবায় মনোনিবেশ করিতেন। মাতা কিসে স্বচ্ছন্দে থাকিবেন ভৃত্যের ন্যায় শঙ্কর তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনাইয়া জননীকে অলৌকিক আনন্দ প্রদান করিতেন। জননীর পক্ষে শঙ্কর যেন একাধারে পুত্র, কন্যা, গুরু ও পরিচারিকা-বিশেষ। পতিবিয়োগ বিধুরা বিশিষ্টা এতদিনে পুত্রসুখে পতিবিয়োগদুঃখ

ভুলিলেন। সংসার যেন তাঁহার সমক্ষে আবার উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। আশায় আবার তাঁহার নবজীবনের সঞ্চার হইল।

নদীর গতিপরিবর্তন

এই সময় একদিন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। "আলোযাই" নদী এই সময় শঙ্করের গৃহ হইতে অনেকদূরে প্রবাহিত হইত। শঙ্কর-জননী বৃদ্ধা হইলেও নিত্য তাহাতে স্নান করিতে যাইতেন এবং ফিরিবার কালে পথে নিজ কুলদেবতা কেশব ভগবানের পূজাদি কার্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেন। এদেশবাসীর রীতিই এই যে, সকলেই স্নানান্তে দেবমন্দিরে যাইয়া দেবদর্শনাদি করিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত সাষ্টাঙ্গ লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিতে করিতে স্তবস্তুতি পাঠ করেন। আর এজন্য প্রায় সকল মন্দিরে পৃথক্ স্থানই নির্দিষ্ট থাকে। শঙ্কর জননীও তাহাই করিয়া বাটী ফিরিতেন, প্রাণান্তে একদিনও ইহার অন্যথা করিতেন না।

একদিন স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতে তাঁহার বড় বিলম্ব হয়। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্তণ্ডতাপে তিনি পথিমধ্যে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়েন। তপঃক্লেশক্লিষ্টা বিশিষ্টা অকালেই যেন অতি বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন। পুত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে ক্রমে মূর্ছিতা হইলেন।

এদিকে শঙ্কর, মাতার অসম্ভব বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। নদীর পথে কিয়দ্দূর আসিয়া দেখেন—জননী মূর্ছিতা হইয়া পথিমধ্যে পতিতা। তিনি তখন অতি দ্রুতগতিতে নদীজল আনয়ন করিয়া এবং বৃক্ষপত্রে ব্যজন করিয়া জননীর মূর্ছা অপনোদন করিলেন এবং হস্তধারণ করিয়া অতি যত্নে গৃহে আনয়ন করিলেন।

এই সময় শঙ্করের মনের অবস্থা অতীব অপূর্ব। তিনি ভাবিতেছেন "অহো! ভগবান কি কৃপা করিয়া নদীটিকে আমাদের বাটীর নিকটে আনিয়া দেন না। আহা! জননীর এ কষ্ট তো আর দেখা যায় না। সর্বশক্তিমান ভগবানে তো সকলই সম্ভব। তিনি ইচ্ছা করিলে কি না হইতে পারে?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শঙ্কর অবোধ বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট নদীগতি পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। একবারও ভাবিলেন না যে এরূপ অসম্ভব প্রার্থনা পূর্ণ হইবার নয়। যিনি সর্বশাস্ত্রের পারে গমন করিয়াছেন, তাঁহার এরূপ কাতর প্রার্থনা বড় অল্পবিস্ময়কর ব্যাপার নহে। অজ্ঞজন সম্ভবাসম্ভব বিবেচনা না করিয়া প্রার্থনা করিতে পারে, কিন্তু যিনি বিজ্ঞকুলচূড়ামণি তিনি এরূপভাবে এরূপ অসম্ভব প্রার্থনা করিতে পারেন—ইহাতে শঙ্কর-জননীর বড়ই

বিস্ময় জন্মিল। তিনি ইহা বালকের স্বভাবসুলভ আচরণ ভাবিয়া শঙ্করকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এ প্রার্থনা ভগবান্ করুণভাবেই শ্রবণ করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয়—অতি সত্বরেই নদীর গতি পরিবর্তিত হইতে লাগিল। উভয় তীর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ক্রমে নদী শঙ্করের গৃহের সমীপ দিয়াই প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিশিষ্টাদেবী সকলের সমক্ষেই বলিতেন—"আমার শঙ্করের প্রার্থনাতেই ভগবান নদীটিকে আমার বাটীর নিকট আনিয়া দিলেন।" ভগবানের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস করিয়া যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই পূর্ণ হয়।

শঙ্করের রাজসম্মান ও ত্যাগশীলতা

শঙ্করের অধ্যাপনায় শঙ্করের বিদ্যাযশঃ দিন দিন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বিদ্যানুরাগী দেশীয় রাজা রাজশেখর শঙ্করের কথা শুনিতে পাইলেন। এমন সময় প্রচারিত হইল, শঙ্করের প্রার্থনাতেই অলৌকিকভাবে নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রাজার এই ব্রাহ্মণবালককে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইল।

রাজা রাজশেখর মন্ত্রীর দ্বারা শঙ্করকে রাজপ্রাসাদে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শঙ্কর অতি বিনীতভাবে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। অগ্নিকণা ক্ষুদ্র হইলেও দহনশক্তি বিবর্জিত হয় না। বিদ্যানুরাগী রাজা মন্ত্রিমুখে শঙ্করের কথা শুনিয়া কোনরূপ বিরক্ত না হইয়া বরং শঙ্করের প্রতি অনুরক্তই হইলেন। তিনি স্বয়ংই একদিন শঙ্কর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাভার সকলকেই বিনীত করিয়া থাকে।

সকল বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ। সেই ব্রাহ্মণের নিকট রাজার যেরূপ সম্মান হওয়া উচিত, শঙ্কর রাজাকে সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। শঙ্কর বালক হইলেও প্রবীণের ন্যায়ই ব্যবহার করিলেন। ইহাতে রাজার হৃদয়ে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিস্ময় বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার কৌতূহল প্রবৃত্তি এবং বালককে পরীক্ষা করিবার বাসনা উদ্বুদ্ধ হইল। অতিমানুষ প্রতিভায় রাজা অভিভূত হইলেন। ব্রহ্মতেজের নিকট ক্ষাত্রতেজঃ নিষ্প্রভ হইল।

পণ্ডিতে পণ্ডিতে আলাপ অপূর্ব দৃশ্য। কেবলাধীশ রাজশেখর নানা শাস্ত্রকথায় প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ববিষয়েই শঙ্করের অগাধ পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারপটুতা দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন। শঙ্করের উপর শ্রদ্ধা তাঁহার অতিশয় বর্ধিত হইল। তাঁহার অমানুষিক শক্তিতে তাঁহার আর সংশয় থাকিল না। এইরূপে

বহুক্ষণ শাস্ত্রালাপের পর রাজা বিদায়ভিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে মন্ত্রীবর শঙ্করচরণপ্রান্তে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা স্থাপন করিলেন। রাজা তখন শঙ্করচরণে প্রণামপূর্বক শঙ্করকে উক্ত মুদ্রাগ্রহণে অনুরোধ করিলেন।

শঙ্কর ঈষৎ হাস্য করিয়া গম্ভীরভাবে রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! আমি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, আমার অর্থে কি প্রয়োজন? আপনার পূর্বপুরুষগণ আমার পিতৃপিতামহগণকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমার জননীর সংসার বেশ সচ্ছল, আমাদের কোন অভাব নাই।" তখন রাজা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন— "মহাত্মন্! একথা আপনারই মুখে শোভা পায় বটে। তবে-- আপনি উহা উপযুক্তপাত্রে বিতরণ করিয়া দিন। আপনার উদ্দেশ্যে আনীত দ্রব্য রাজার পুনর্গ্রহণ করা অন্যায়।" অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বালক শঙ্কর কালবিলম্ব না করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনি দেশের রাজা, পাত্রাপাত্র জ্ঞান শাস্ত্রসেবী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমার অপেক্ষা আপনারই অধিক থাকিবার কথা। আপনিই উহা সৎপাত্রে বিতরণ করাইয়া দিন। বিদ্যাদান আমাদের কর্ম, ধনদান আপনাদিগের কর্ম। অতএব একার্য আপনারই পক্ষে শোভন।"

রাজা তখন মস্তকদ্বারা শঙ্করচরণে প্রণিপাত করিয়া মন্ত্রিবরকে তাহাই করিতে আদেশ করিলেন। যে সব গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ, শঙ্কর রাজসাক্ষাৎকার দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়কে আশীর্বাদ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

ইহাতে কিন্তু শঙ্করের প্রতি রাজার শ্রদ্ধা ও ভক্তি অতিশয় বর্ধিত হইল। তিনি প্রায়ই শঙ্করের নিকটে আসিতেন। ক্রমে তিনি শঙ্করের পাণ্ডিত্যে এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি স্বরচিত তিনখানি নাটকের দোষগুণ বিচারার্থ উহা আদ্যোপান্ত শঙ্করকে শুনাইলেন এবং শঙ্করের উপদেশ অনুসারে উহার বহুল উন্নতিবিধান করিলেন। রাজা রাজশেখরপ্রণীত "বালভারত" "বালরামায়ণ" প্রভৃতি সেই নাটক তিনখানি শঙ্কর-করস্পর্শে অমর হইল। শঙ্করের এই রাজসম্মানে দেশময় শঙ্করকথা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শঙ্করের অদ্ভুত কীর্তির কথা সকলেই আলোচনা করে। দূরদেশ হইতে লোক সকল শঙ্করকে দেখিতে আসিতে লাগিল।

শঙ্করের প্রতি জ্ঞাতিগণের বিদ্বেষ

শঙ্কর কপটতা ভণ্ডামি প্রভৃতি সহ্য করিতে পারিতেন না। অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া অবধি তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার ফলে কতিপয় ভণ্ড কপটাচারী ব্রাহ্মণের তিনি বিরক্তিভাজনও হইয়াছেন। এক্ষণে শঙ্করের এই রাজসম্মানে তাহাদের আরও গাত্রদাহ হইল। এইবার পরশ্রীকাতর

জ্ঞাতি শত্রুগণও ইহাতে যোগদান করিল। সভাসমিতি করিয়া শঙ্করকে অপদস্থ করা ও তাঁহার প্রতিপত্তি হ্রাস করা—ইহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু কি করিয়া তাহা করিবে। প্রতিভার নিকট কে না পরাজিত হয়? সর্বত্রই তাহারা বিফলমনোরথ হইত। অগত্যা তাহারা দলিত বিষধর সর্পের ন্যায় দংশনসুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। শঙ্কর শুকদেবের ন্যায় নিজ মুক্তিমার্গ পরিষ্কার করিয়া চলিয়া গেলে হয়ত তাঁহার এই শত্রুসৃষ্টি হইত না। তাঁহাকে অবতারের কার্য করিতে হইবে সেইজন্যই বোধ হয় তাঁহার এই শত্রুবিজয়ের সূচনা। বাস্তবিক এমন কোন অবতারই হন নাই, যাঁহার শত্রু ছিল না।

দৈবজ্ঞ-সমাগম

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর, একদিন দধীচি, ত্রিতল, উপমন্যু, গৌতম ও অগস্ত্য নামধেয় কতিপয় ব্রাহ্মণ, শঙ্করের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্করের অলোকসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের শঙ্করকে [illegible] ইচ্ছা হইয়াছিল। মাতাপুত্র যথাবিধি তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও সৎকার করিলেন। তাঁহারা শঙ্করের সহিত নানারূপ শাস্ত্রালাপ করিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং শঙ্করের ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য শঙ্করের জন্মপত্রিকা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

শঙ্কর-জননী সাগ্রহে তাঁহাদিগকে পুত্রের জন্মপত্রিকা আনিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণগণ কোষ্ঠী দেখিয়াই প্রথমে আনন্দে উৎফুল্ল। শঙ্করের অলোকসামান্য চরিত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, পরিব্রাজকযোগ ও অবতারযোগ প্রভৃতি সানন্দে বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহারা সহসা স্তম্ভিতভাব ধারণ করিলেন। কারণ শঙ্করের আয়ুঃবিচার করিয়া তাঁহারা দেখিলেন—শঙ্কর অল্পায়ুঃ। ব্রাহ্মণগণ তখন অন্য কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। শঙ্কর-জননী কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি শিবের স্বপ্নকথা জানিতেন। কিন্তু পুত্রস্নেহ তাঁহাকে তাহা ভুলাইয়া রাখিত। শঙ্করের আয়ুর কথা মনে হইলে তিনি ভাবিতেন, যদি ভগবানই আসিয়াছেন তবে তিনি অল্পায়ুঃ কেন হইবেন? জননীর পুত্রস্নেহ এইরূপই হইয়া থাকে। স্নেহে মানব অন্ধ হয়।

এক্ষণে তিনি শঙ্করের আয়ুঃ সম্বন্ধেই পুনঃ পুনঃ এই ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিধবা-জননীর একমাত্র সন্তান শঙ্কর, সে শঙ্কর-জননী কি সুযোগ পাইয়া পুত্রের আয়ুর কথা না জানিয়া সু[illegible] থাকিতে পারেন? ব্রাহ্মণগণ শঙ্কর-জননীকে ভুলাইতে পারিলেন না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই তাঁহারা বলিলেন—"শঙ্করের অষ্টম, ষোড়শ ও দ্বাত্রিংশ বৎসরে জীবনসংশয়।"

বিশিষ্টা ভয়ে আব অধিক জিজ্ঞাসা কবিতে পাবেন না। ক্ষণকাল পবে বলিলেন —"মহাত্মগণ ! বলুন—-আমি শঙ্কবকে বাখিযা যাইতে পাবিব কি না?" ব্রাহ্মণগণ "হাঁ" বলিযা গাত্রোত্থান কবিলেন। ভাবিলেন —যত অধিক ভবিষ্যতেব কথা বলিবেন, ততই বিশিষ্টাকে ব্যাকুল কবা হইবে। কিন্তু এই দৈবজ্ঞসমাগমও যে ভবিতব্যতা, আব ইহাব ফলে যে শঙ্কবেব সন্ন্যাস-বাসনা জন্মিবে তাহাও অনিবার্য।

শঙ্কবেব সন্ন্যাস-বাসনা

বহু তপস্যাব অমূল্য বত্ন অকালে হাবাইতে হইবে—-ইহা শুনিযা শঙ্কব জননী শোকে অভিভূতা হইযা পডিলেন। বালক শঙ্কবেব মনে কিন্তু অন্যরূপ চিন্তা প্রবেশ কবিল। শঙ্কব ভাবিতে লাগিলেন—-এই অল্পদিনেব মধ্যে মাত্র দ্বাত্রিংশবৎসব মধ্যে সাধনায সিদ্ধিলাভ কি কবিতে পাবিব? কবেই বা সিদ্ধিলাভ কবিব, আব কবেই বা দেশেব এই দুববস্থা দূব কবিব? এই কযদিন মাত্র অধ্যাপনায প্রবৃত্ত হইযা লোকসঙ্গ কবিতেছি। ইহাতেই তো দেখিতেছি দেশে দশেব অবস্থা কিরূপ? ইহাদিগকে পথপ্রদর্শন কবা একান্ত আবশ্যক। ধর্মেব নামে অধর্মেব অনুষ্ঠান। আত্মহিত কাহাকে বলে তাহা তো দেখিতেছি সকলেই বিস্মৃত। আব সন্ন্যাসব্যতীত সে সিদ্ধিলাভই বা কি কবিযা হইবে? সন্ন্যাসব্যতীত জ্ঞান হয না এবং জ্ঞানব্যতীত মুক্তিও হয না। সেই জ্ঞান আবাব সদ্‌গুরু সাপেক্ষ। কোথায় আব কবেই বা সেই সদ্‌গুরু লাভ হইবে? এইরূপ নানাপ্রকাব চিন্তা শঙ্কবেব চিত্ত আলোডিত কবিতে লাগিল। মাতা ও পুত্র উভযেই এখন নিজ নিজ চিন্তায উন্মনা। উভযে নিজ নিজ ভবিষ্যৎ ভাবনায ব্যাকুল

কিন্তু জননীব বিমর্ষ ও ব্যাকুলভাব শঙ্কবকে আব এ চিন্তা কবিতে দিল না। শঙ্কব নিজভাব সংযত কবিযা জননীব শোকাপনোদনার্থ নানারূপ জ্ঞানেব কথা বলিতে লাগিলেন। জননীও শঙ্কব পাছে ব্যাকুল হন এই ভাবিযা নিজভাব গোপন কবিলেন।

এইভাবে দিনেব পব যতই দিন যাইতে লাগিল বিশিষ্টাদেবী পুত্রমুখ দেখিযা ভবিষ্যৎ চিন্তায ততই বিবত হইতে লাগিলেন। কিন্তু শঙ্কবেব ভবিষ্যৎ চিন্তা বর্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহাব সন্ন্যাস বাসনা বলবতী হইল। একদিন জননীকে প্রসন্ন দেখিযা শঙ্কব জননীব নিকটে নিজ সন্ন্যাস বাসনা প্রকাশ কবিলেন। বিশিষ্টাব শিবে যেন বজ্রাঘাত হইল। বৃদ্ধবযসে বৈধব্যদশায বহু তপস্যাব ধন একমাত্র সন্তান সন্ন্যাসী হইবে—ইহা মাতাব পক্ষে যে কিরূপ মর্ম বিদাবক তাহা সহজেই অনুমেয।

বুদ্ধিমতী বিশিষ্টা প্রথমতঃ শঙ্কবেব কথায যেন কর্ণপাতই কবিলেন না। বোধ

হয় ভাবিয়াছিলেন—বালককে যাহা বাধা দেওয়া যায়, তাহাতেই তাঁহাদের আগ্রহ হয়, অতএব এক্ষেত্রে ঔদাসীন্যই কর্তব্য। বস্তুতঃ পুত্র যতই পণ্ডিত হউন, জনকজননীর নিকট বালকবিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন।

কিন্তু শঙ্কর ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি জননীকে সন্ন্যাসের আবশ্যকতা সম্বন্ধে নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন, এবং অনুমতির জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মাতাপুত্রে যখনই সুযোগ হইত এ বিষয়ে আলোচনা হইত। উভয়েই উভয়কে নিজমত বুঝাইতে কৃতসংকল্প। পরিশেষে কিন্তু শঙ্করের অনুরোধেই সেই আলোচনা শেষ হইত।

বিশিষ্টা পুত্রের এইরূপ বারংবার অনুরোধে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি একদিন একেবারে স্পষ্ট ভাবেই বলিয়া ফেলিলেন—বৎস! প্রাণ থাকিতে আমি তোমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দিতে পারিব না। তুমি আর যাহা বল তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি কিন্তু সন্ন্যাসে তোমায় অনুমতি দিতে পারিব না।

শঙ্করের কর্তব্যবুদ্ধি ও ভগবন্নির্ভরতা

শঙ্কর জননীর এতাদৃশ দৃঢ়তা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। সন্ন্যাসের জন্য ব্যাকুলতাও তাঁহার দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। তিনি এখন ভাবিতেছেন—যদি কোন প্রকারেও জননীর অনুমতি লই তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যদি আত্মপর সকলেরই কল্যাণ সাধিত হয় তবে তাহা হইলে কোন কিছু কৌশল অবলম্বন ন্যায়পথ নহে কিন্তু উদ্দেশ্যের তুলনায় তাহা কি তুচ্ছ নহে? অতএব জননীর আশীর্বাদে শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করিয়া যদি সর্বের সংরক্ষণ করিতে পারি, তাহা হইলে কি জননীর প্রতি কর্তব্যের উপেক্ষা করা হইবে? অথবা যদি আমি সন্ন্যাসী না হইতাম তাহা হইলে এত শীঘ্র সন্ন্যাসেরই বা আবশ্যকতা কি? জননীর স্বর্গারোহণের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই তো চলিত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করিয়া মাতার অনুমতি লইতে দোষ কি?

আবার কখন ভাবিতেছেন—না কৌশল অবলম্বন একপ্রকার ছলনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাহা তো জননীর নিকট পুত্রের এ কার্য কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা দুষ্ট যাহা মন্দ তাহা মন্দই তাহা দুষ্টই। তাহাতে অভীষ্টের সুফল ফলিলেও তাহার দোষ কখনও গুণ হয় না। বিশ্বপতির ইচ্ছা হয় তাহা হইলে যেমন করিয়াই হউক, তাহা আপনিই ঘটিবে। নিশ্চয়ই এমন সুযোগ ঘটিবে, যাহাতে জননী স্বয়ংই আমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দিবেন।

এইরূপ নানা চিন্তায় শঙ্কর কাল কাটাইতে লাগিলেন। কখন জননীকে নিজের অল্পায়ুব কথা বলিয়া কখনও বা জ্ঞানগর্ভ বচনদ্বাবা তাঁহাকে বুঝাইতেন, কিন্তু জননী কিছুতেই সম্মত হইতেন না। বাধা পাইলে গতি যেমন বর্ধিত হয়, শঙ্করেব সন্ন্যাসবাসনা তদ্রূপ দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতাব বিধান বিচিত্র। মানব নিজ চেষ্টায় বিফল হইয়া যখন সকল যত্ন পবিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চবণে শবণ গ্রহণ কবে তখনই তাহাব অভীষ্টসিদ্ধি সমীপবর্তী হয।

শঙ্কবকে কুম্ভীর আক্রমণ

শঙ্কর ও শঙ্কব-জননীর এই ভাবে দিন কাটিতেছে। একদিন শঙ্কব জননীব সহিত নদীতে স্নান করিতে আসিযাছেন। জননী স্নান কবিযা তীরে উঠিযাছেন। শঙ্কর তখনও উঠেন নাই। সহসা শঙ্কর চিৎকাব কবিযা উঠিলেন- "ওগো! আমায় কিসে কামড়াইয়াছে—আমায় যে টানিযা লইয়া যায়।"

ঘাটে যাহারা স্নান কবিতেছিল, অনেকেই শঙ্কবকে সাহায্য কবিবাব জন্য ব্যস্ত হইল, কেহ বা শঙ্কবেব হস্তধারণ কবিল, দুই একজন ব্যক্তি প্রাণভয়ে তীরে উঠিয়া পডিল। শঙ্কব-জননী পুত্রেব চিৎকাব শুনিযা পাগলিনীব ন্যায় জলে ঝাঁপাইযা পড়িলেন এবং শঙ্কবেব হস্তধাবণ কবিযা সকলেব সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে যাহাবা শঙ্কবকে ধবিযাছে তাহাবা শঙ্কবকে স্থলাভিমুখে আনিবার চেষ্টা করিতেছে, অন্যাদিকে দুষ্ট জলজন্তু শঙ্কবকে জলমধ্যে আকর্ষণ কবিতেছে।

ক্রমে শঙ্করকে বক্ষা কবা কঠিন হইয়া উঠিল। সকলেই ক্রমে অধিক জলে গিযা পড়িতে লাগিল। শঙ্কব বুঝিলেন— এ যাত্রা আর বক্ষা নাই। অপর সকলেই বুঝিল—কুম্ভীরেই আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু কেহই চেষ্টা পরিত্যাগ করিল না ভাগ্যে আলোয়াই নদীর জল অল্প ছিল, তাই তখনও তাহারা শঙ্করকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত, নচেৎ কুম্ভীবেব মুখে এ চেষ্টাও অসম্ভব হইয়া থাকে

ক্রমে শঙ্কর অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন কাতরভাবে জননীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মা! আমি চলিলাম। আমায় তো আপনি সন্ন্যাসে অনুমতি দিলেন না, এই দেখুন কুম্ভীরের মুখে আমাব প্রাণান্ত হইল। সন্ন্যাসব্যতীত, মা! মুক্তি নাই। আপনি এখনও আমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দিন, আমি অন্ত্যসন্ন্যাস গ্রহণ কবিয়া প্রাণত্যাগ করি। ইহাতেও পরলোকে যাইযা মুক্ত হইতে পারিব।"

শঙ্করের কথা শুনিয়া সকলে অবাক। বিশিষ্টাও বুঝিয়াছেন—তাঁহার প্রাণপ্রতিম শঙ্করের আর রক্ষা নাই। তিনি তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আচ্ছা বৎস! তাহাই কর, তুমি সন্ন্যাসীই হও।— হায়! আমার ভাগ্যে শেষে এই ছিল।"

বিশিষ্টা এই বলিয়া মূর্ছিতা হইলেন। কয়েকজন ব্যক্তি তখন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া জল হইতে তীরে আনয়ন করিল। শঙ্কর সর্বচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অবসন্ন দেহ এইবার যেন নির্জীব হইয়া পড়িল। যাহারা শঙ্করকে ধরিয়াছিল, তাহারা কিন্তু হতাশ হইলেও শঙ্করকে পরিত্যাগ করিল না। বরং তাহারা তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য আরও কৃতসংকল্প হইল। অহো! ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিলে কি এইরূপই হইয়া থাকে। যতক্ষণ জীবের কর্তৃত্ব থাকে ততক্ষণ তিনি কিছু করেন না, কর্তৃত্ব ত্যাগ করিলেই তিনি সবই করিয়া থাকেন।

দূরে কতকগুলি গ্রামবাসী মৎস্য ধরিতেছিল। তাহারা ইহা দেখিয়া একটি জাল লইয়া কুম্ভীরকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। কুম্ভীর তখন প্রাণভয়ে শিকার ছাড়িয়া দিল, কিন্তু জালভেদ করিয়া পলাইতে পারিল না। শঙ্করের প্রাণরক্ষা হইল।

অবিলম্বে কতকগুলি লোক শঙ্করকে তীরে আনয়ন করিল, অপর কতকগুলি লোক কুম্ভীরকে জল হইতে তুলিয়া ফেলিল। কতকগুলি লোক শঙ্কর-সেবায় ব্যগ্র, কতকগুলি লোক কুম্ভীরবধে উৎসুক। ভাগ্যক্রমে গ্রামের একজন চিকিৎসক কোলাহল শুনিয়া ব্যাপার দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সেই স্থানেই শঙ্করের ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রদান করিলেন

শঙ্কর জননী তখনও মূর্ছিতা হইয়া পতিত। এতক্ষণ সেদিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। এইবার কয়েকজন ব্যক্তি তাঁহার সংজ্ঞাসম্পাদনে যত্নবান হইল। শঙ্কর সেই অবস্থায়ও জননীর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিশিষ্টার চৈতন্য হইল। তিনি পুত্রকে পাইয়া বক্ষে ধারণ করিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং গ্রামবাসী সকলকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইবার পর শঙ্কর একটু সুস্থ হইলেন। তখন সকলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে দিতে শঙ্কর ও তাঁহার জননীকে লইয়া তাঁহাদের গৃহে পৌঁছাইয়া দিল। শঙ্করের ভগবচ্চরণগ্রহণের ফল পূর্ণ হইল। শঙ্কর সন্ন্যাসী হইলেন।

এইবার শঙ্কর-জননীর ভাবনা হইল—কি করিয়া কুম্ভীর-দংশনজনিত ক্ষত হইতে পুত্রকে রক্ষা করিবেন। কুম্ভীর-বিষ অতি ভয়ানক। কিন্তু ভগবানের এমনই দয়া যে, যে ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহাতেই শঙ্কর-শরীরে আর কোনরূপ অসুখ বা উপসর্গ দেখা দিল না। একদিনেই ক্ষতস্থান যেন শুষ্কপ্রায় হইল, বেদনা অন্তর্হিত হইল। এত শীঘ্র শঙ্কর সুস্থ হইবেন এ আশা কেহই করে নাই।

শঙ্করের গৃহত্যাগ

গৃহে বাস সন্ন্যাসীর নিষিদ্ধ। বৃক্ষমূল দেব-মন্দির প্রভৃতি স্থলই সন্ন্যাসীর বাসস্থান। তাহাও ত্রিরাত্রের অধিক নহে। সন্ধ্যায় প্রাক্কালেই শঙ্কর জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মা! উদ্যানমধ্যে বৃক্ষমূলে আমার রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করুন, গৃহমধ্যে আর থাকিব না। সন্ন্যাসীর গৃহবাস নিষিদ্ধ। কল্য আমি বোধ হয় যথেষ্ট বল পাইব, আমি ইচ্ছামত বিচরণে সমর্থ হইব।"

বিশিষ্টার শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া পুত্রকে বলিলেন—"ছিঃ, বৎস! ওকথা কি বলিতে আছে? তুমি দুধের ছেলে, সন্ন্যাস কি তোমার সাজে? সন্ন্যাসী হইয়া কোথায় অযত্নে তুমি প্রাণ হারাইবে। এই দেখ এখনই তুমি এত সাবধানতা—এত চেষ্টাতেও প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলে, আমি তোমার জীবনাশা নাই ভাবিয়া অনুমতি দিয়াছিলাম। সংসার ধর্ম কর, বৃদ্ধ হও, আমি মরিয়া যাই তাহার পর সন্ন্যাস লইও।"

শঙ্কর দেখিলেন জননীকে বুঝান দায় হইল। তখন তিনি বিনয় ও আ[illegible] দৃঢ়তাসহকারে বলিলেন—"মা! আমি সংকল্পপূর্বক সন্ন্যাস লইয়াছি। আমি আর গৃহে থাকিতে পারি না। আমি সংকল্পচ্যুত হইতে পারিব না। আপনি আমার সহায় হউন। আমি গৃহে থাকিয়া আপনার যে সুখ সম্পাদন করিতাম, সন্ন্যাসী হইয়া তাহার অনন্তগুণ বিধান করিব। আপনি আমায় আর বাধা দিবেন না। আপনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি কি মিথ্যাচারী হইব! কুম্ভীরের মুখে প্রাণ হারাইতেছিলাম বটে, কিন্তু মা! কে বলুন দেখি আমায় রক্ষা করিল? মা! আপনি ভগবানে বিশ্বাস হারাইতেছেন কেন? আপনার মুখে একথা সাজে না।"

পুত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া জননী বুঝিলেন— শঙ্করকে আর ফিরাইতে পারিবেন না। তিনি তখন বলিলেন, "বাবা! তুমি চলিয়া গেলে কে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবে? বিষয়সম্পত্তি কেই বা দেখিবে? তুমি থাকিতে আমার সৎকার কি জ্ঞাতিগণ করিবে? বৎস! বল দেখি আমার গতি কি হইবে? তোমার কি এই বৃদ্ধা অসহায়া জননীর প্রতি একটুও দয়া হইতেছে না। বাবা! এত কঠোর হইতেছ

কেন?” এই কথা বলিতে বলিতে জননীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল, অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

শঙ্করের আজ কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন “মা! আমি ইহার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। আপনি প্রসন্নমনে আমায় গৃহত্যাগে অনুমতি দিন। জ্ঞাতিগণকে আমি আমাদের সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাইতেছি। তাঁহারা, আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবেন। আর আপনার সৎকার, আমি যেখানেই থাকি, যথাসময়ে আসিয়া আমিই করিব। সন্ন্যাসীর ইহা নিষিদ্ধ, তথাপি আপনার জন্য আমি তাহাও করিব। আর মা! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি আমি সিদ্ধিলাভ করিয়া আপনাকে আপনার অভীষ্টদেবতা প্রদর্শন করাইব। মা! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমার কোন কথারই অন্যথা হইবে না।”

বিশিষ্টা বালক শঙ্করের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত। কি বলিবেন—কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। কখন ভাবিতেছেন—শঙ্কর কি পাগল হইল। কখন ভাবিতেছেন শঙ্কর যাহা বলিতেছে তাহা কি করিতে পারিবে? কখন ভাবিতেছেন ইহা কি তাহার বালকসুলভ বুদ্ধিচাঞ্চল্য? এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া বিশিষ্টা বলিলেন—“বাবা সন্ন্যাসী হইয়া তখন কোথায় কোন দেশে থাকিবে, আমার মৃত্যুকালে সংবাদই বা পাইবে কিরূপে এবং দূরদেশ হইতে কিরূপেই বা আসিবে? তুমি আমাকে বৃথা স্তোকবাক্যে আশ্বস্ত করিতেছ। তুমি আমায় এ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইও না।”

শঙ্কর জননীর ব্যাকুলভাব দেখিয়া বিচলিত হইলেন। কিন্তু আত্ম -ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এবং ভারতের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সে ভাব সম্বরণ করিলেন—এবং বলিলেন “মা! শাস্ত্রবাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নয়। শাস্ত্রে আছে—জননী যখন বিদেশস্থ পুত্রের বিষয় স্মরণ করেন, তখন পুত্র জিহ্বায় মাতৃস্তন্যের আস্বাদ অনুভব করে। আপনি অন্তিমকালে আমায় স্মরণ করিবেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব। আর আপনি জানেন যোগিগণ আকাশপথে বিচরণ করেন, বহুদূরের পথ নিমেষে অতিক্রম করেন, আমি সেই যোগসিদ্ধিবলে অবিলম্বে আপনার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইব। আপনি আমার যোগসিদ্ধি-বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না। আপনি আশীর্বাদ করুন আমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিব।”

বৃদ্ধা বিশিষ্টা আর কি বলিবেন? শঙ্করের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা! তাহাই হউক, আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" আহা! এরূপ জননী না হইলে এরূপ সন্তান হইবে কেন?

শঙ্কর তখন পরিচারিকাদ্বারা জ্ঞাতিগণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে বিষয়গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। জ্ঞাতিগণ অন্তরে মহা আহ্লাদিত। তাহারা মুখে কৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করিয়া কয়েকবার গৃহত্যাগে শঙ্করকে নিষেধ করিল। কিন্তু পরিশেষে তাহারাই আবার শঙ্কর-জননীকে বি:শেষভাবে বুঝাইতে লাগিল। বিষয়লুব্ধ বিষয়ীর ব্যবহার সর্বত্রই সমান।

এইভাবে রাত্রিমধ্যে জননীর জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া শঙ্কব জননীকে বলিলেন--"মা! কল্য প্রভাতে আমি গৃহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমাব আর কোনরূপ অসুখ নাই। ক্ষতস্থানের কোনরূপ বেদনাদি নাই। আপনি সন্তুষ্টচিত্তে আমার জন্য গৈরিক বস্ত্র ও দণ্ড প্রভৃতি সন্ন্যাসোপকরণ আয়োজন করিয়া দিন। আপনার আশীর্বাদই আমাব সম্বল। আপনি অসন্তুষ্ট হইলে বা দুঃখ করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। অতএব মা! আপনিই আমাব সন্ন্যাসেব দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া দিন।"

পুত্রের অনুরূপই শঙ্কর-জননী। তিনি তখন মনে মনে ভগবচ্চরণে শঙ্করকে সমর্পণ করিলেন। সহসা কোথা হইতে তাঁহার মনে অদ্ভুত বল আসিল। তাঁহার আর সে কাতরতা নাই। সে চিন্তা, সে ব্যাকুলতা কোথায় চলিয়া গেল। প্রসন্নমনে ও উৎসাহসহকারে সেই রাত্রির মধ্যেই পুত্রের সন্ন্যাসের জন্য সমস্ত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। পরিচারিকাগণ ভাবিতে লাগিল—বিশিষ্টা কি পাগল হইয়াছে অষ্টম বৎসরের একমাত্র পুত্রের সন্ন্যাসের আয়োজন স্বয়ংই করিতেছে। এ কি দেবী-না মানবী—না পাষাণী!

প্রভাত হইলে শঙ্কর যথাবিধি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বসিলেন। সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ন্যাস লওয়াই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহার অন্যথা হইল। কলিতে সন্ন্যাস নাই বলিয়া এদেশে তখন বৈদিক সন্ন্যাসীর অভাব। অগত্যা শাস্ত্রনিপুণ শঙ্কর যথাসম্ভব বিধিপূর্বক স্বয়ংই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। আত্মশ্রাদ্ধ ও বিরজা হোম প্রভৃতি সকলই অনুষ্ঠিত হইল। গ্রামবাসী ও প্রতিবেশিগণ সকলেই অবাক। সকলেই নীরবে এই দৃশ্য দেখিল। সর্বসমক্ষে অষ্টমবৎসরের বালক শঙ্কর আজ সন্ন্যাসী হইলেন।

ভগবদ্‌বিগ্রহরক্ষা

বাটীর অদূরে শঙ্করের কুলদেবতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। তিনি জননীর নিকট বিদায় লইয়া প্রথমেই তাঁহার দর্শনে গমন করিলেন। পশ্চাতে পাগলিনীপ্রায় স্নেহময়ী জননী ও বহু জ্ঞাতিবর্গ। তথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় আজ এক অপূর্ব ভক্তিভাবে আপ্লুত হইল। তিনি শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পতিত হইয়া করজোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন। দেশীয় প্রথানুসারে এ কার্য তিনি নিত্যই করিতেন, কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ে অন্য ভাব। তাঁহার ভাব দেখিয়া অর্চকগণ আজ অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। ইঁহারা সকলেই শঙ্করকে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর অর্চকগণের আশীর্বাদ লইয়া মন্দির ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, এমন সময় অর্চকগণের মধ্যে একজন মন্দিরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন শঙ্কর দেখিলেন—নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় মন্দির ভগ্নোন্মুখ। তিনি তখন ভাবিলেন শ্রীবিগ্রহকে যদি অচিরে নিরাপদস্থানে রক্ষা না করা হয়, তাহা হইলে হয়ত কোন দিন তিনি জলশায়ী হইবেন। এই ভাবিয়া শঙ্কর অর্চকগণের সম্মতি লইয়া স্বয়ং অতি যত্নপূর্বক শ্রীবিগ্রহকে লইয়া মন্দিরের অদূরে একটি নিরাপদস্থানে অধিষ্ঠিত করিলেন এবং গ্রামবাসিগণকে তথায় তাঁহার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন।

এইবার শঙ্কর কোথায় কি করেন তাহাই দেখিবার জন্য ক্রমে জনতা বৃদ্ধি পাইল। তিনি কোনও দিকে না চাহিয়া জননী ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ এবং গ্রামবাসী সকলকে অভিবাদন করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। শঙ্করের সন্ন্যাসবাসনা পূর্ণ হইল।

গুরু-অন্বেষণে শঙ্কর

নর্মদাতটস্থ মহাযোগী গুরু গোবিন্দপাদের শরণ গ্রহণ করিবেন—ইহাই এখন শঙ্করের মনোগত ভাব। ব্যাকরণশাস্ত্র পাঠকালে শঙ্কর যখন পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন, তখন তিনি গুরুমুখে শুনিয়াছিলেন, স্বয়ং পতঞ্জলিদেব সহস্র বৎসর অতীত হইল 'গোবিন্দযোগী' নামে অদ্যাবধি যোগবলে নর্মদাতীরে এক গুহামধ্যে* সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। তদবধি শঙ্করের ইচ্ছা—আহা! যদি একবার এই মহাযোগীর দর্শন পাই। তাই বোধ হয় আজ গৃহ-ত্যাগ করিয়া শঙ্কর সেই গোবিন্দপাদের উদ্দেশ্যে চলিলেন।

* আমি নর্মদাতীরে অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিয়াছি যে, এই গুহা সম্ভবতঃ ওঙ্কারনাথের পাদদেশস্থ একটি প্রাচীন গুহা। মতান্তরে বরদারাজ্যে চান্দোডের নিকট শূলপাণি পর্বতে এই গুহা অবস্থিত। মাধবাচার্য কিন্তু এবিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই

কালাডি হইতে পুণ্যসলিলা নর্মদা বড অল্প দূব নহে। পদব্রজে প্রায় মাসাধিক কাল লাগে। কিন্তু সেই অষ্টমবর্ষীয বালক আজ অনন্যমনে কত অপবিচিত স্থান, কত অভূতপূর্ব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম কবিযা সেই নর্মদাতীবে গুরু পাদপদ্মোদ্দেশ্যে চলিযাছেন। পথিমধ্যে তিনি কত তীর্থ, কত জনপদ দেখিলেন, কত পণ্ডিত, কত সাধু মহাত্মাব কথা শুনিলেন, কিন্তু কোনও দিকে তাঁহাব লক্ষ্য নাই, তাঁহাব লক্ষ্য—সেই গুরু গোবিন্দপাদেব পদপ্রান্তে--সেই আদর্শযোগী পতঞ্জলিদেবেব চবণকমলে।

নর্মদাব পথে শঙ্কব—সর্প ও ভেকেব মিত্রতা

শঙ্কব ধীবে ধীবে গ্রামেব বহির্ভাগে আসিলেন। গ্রামবাসিগণ সকলেই বালকেব এই অদ্ভুত ক্রিযাকলাপ দেখিযা অবাক। অষ্টম বৎসবেব বালক, মুণ্ডিতমস্তক হইযা গৈবিকবসন ও দণ্ডকমণ্ডলু ধাবণ কবিযা বিক্তপদে উর্ধ্বদৃষ্টি হইযা চলিযাছেন। যেই দেখে, তাহাব মুখে আব বাক্যস্ফূর্তি হয না। কিসে এই বালক সন্ন্যাসীব কোনরূপ সেবা কবিবে বলিযা সকলে যেন উৎসুক। শঙ্কবেব কিন্তু কোনদিকে দৃষ্টি নাই তাঁহাব দৃষ্টি সেই মাত্র একেব দিকে।

ত্রিসন্ধ্যা স্নান আহ্নিক, মধ্যাহ্নে ভিক্ষান্নভোজন, প্রাতে এবং অপবাহ্নে পথভ্রমণ, সন্ধ্যাসমাগমে বৃক্ষমূল বা দেবমন্দিব বা পান্থশালায বিশ্রাম কবিতে কবিতে কত গ্রাম নগব, কত প্রান্তব নদনদী, কত অবণ্য ভূধব এবং কত পাহাড় অতিক্রম কবিতে কবিতে শঙ্কব নর্মদাব উদ্দেশে চলিযাছেন। ভগবানেব কৃপায় শঙ্কবেব কোন কষ্ট নাই, কোনরূপ ভযভাবনা বা উদ্বেগ নাই

কয়েকদিন এইভাবে পথ চলিবাব পব শঙ্কব কনন্ধ বা বংবাস নামক বাজ্যমধ্যে তুঙ্গানদীতীবে এক নির্জন অবণ্যমধ্যে আসিযা উপস্থিত হইলেন মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন কবিয়া এক তরুমূলে বসিযা শঙ্কব পথশ্রান্তি দূব কবিতেছেন এবং প্রকৃতিব সৌন্দর্য দেখিতেছেন। এমন সময দেখেন- কতকগুলি ভেকশাবক জল হইতে তীবে উঠিল এবং ক্রমে একটি প্রশস্ত প্রস্তবোপবি আসিল। কিন্তু প্রস্তরোপরে সূর্যতাপ সহ্য কবিতে না পাবিযা তাহাবা, পুনবায জলপ্রবেশেব জন্য ব্যস্ত হইল। এমন সময একটি বিশাল ফণাধব কোথা হইতে আসিয়া ফণা বিস্তাব করিয়া তাহাদিগকে ছায়াদান করিল---একটি ভেককেও ভক্ষণ কবিল না এবং ভেকগুলি আসিয়া তাহার ফণার নিম্নে অবস্থান কবিতে লাগিল। কিয়ৎকাল এইভাবে থাকিবাব পব ভেক-শাবকগুলি জলমধ্যে প্রবেশ কবিল এবং সর্পটিও চলিয়া গেল।

ইহারই নাম বৈদূর্যমণি পর্বত। এইস্থানে ওঁকারনাথ, মহাকাল প্রভৃতি জাগ্রত শিব বিরাজমান। বহু দূর দেশ দেশান্তর হইতে লোকে ইঁহাদের দর্শনমানসে এই স্থানে আগমন করে।

নর্মদা অতিক্রম করিয়া শঙ্কর এই দ্বীপমধ্যে আসিলেন এবং দেবদর্শনাদি করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। এক্ষণে তিনি যাহাকে দেখেন, তাহাকেই গোবিন্দযোগীর কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথার প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না। অবশেষে একজন বলিল— ওঁকারনাথের নিম্নে একটি গৃহে কতকগুলি সন্ন্যাসী বাস করেন—সেখানে জিজ্ঞাসা করিলে সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

শঙ্কর তাহাই করিলেন। দেখেন—একটি প্রস্তরময় প্রশস্ত গৃহে কয়েকজন সন্ন্যাসী বাস করিতেছেন। সকলেই যেন নিজ নিজ ভাবে বিভোর। কেহ কোন কর্মেও ব্যাপৃত নহেন, কাহারও সঙ্গে কেহ কোন বাক্যালাপও করিতেছেন না।

শঙ্কর এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "মহাত্মগণ! সহস্র বর্ষ ধরিয়া সমাধিতে নিমগ্ন মহাযোগী গোবিন্দপাদ বা ভগবান পতঞ্জলিদেব এখানে কোথায় থাকেন আপনারা কি তাহা বলিতে পারেন?"

ইহা শুনিয়া একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একটু বিস্মিতভাবে শঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

শঙ্কর বলিলেন— "কেরল দেশ হইতে আমি আসিতেছি।"

বৃদ্ধ বলিলেন— "সে তো বহুদূর! আর কে আপনার সঙ্গে আছে?"

শঙ্কর বলিলেন— "হ্যাঁ, সে বহুদূর। আমার সঙ্গে আর কে থাকিবে, সেই অন্তর্যামী ভগবানই আছেন।"

বৃদ্ধ তখন আরও একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"গোবিন্দযোগীর সন্ধান কেন করিতেছেন? কাহার মুখে তাঁহার কথা শুনিলেন?"

শঙ্কর বলিলেন—"মহাত্মন্! আমি তাঁহার কথা ভাষ্যপাঠকালে আচার্যমুখে শুনিয়াছি এবং তাঁহার শ্রীচরণসমাশ্রয় করিবার সংকল্প করিয়াছি।"

বৃদ্ধ তখন সসম্ভ্রমে বলিলেন— "আপনি এই বয়সে ভাষ্যাদি সব পাঠ করিয়াছেন? দেখিতেছি আপনি সন্ন্যাসী। এই বয়সে কোথায় কাহার নিকট সন্ন্যাস লইয়াছেন।"

শঙ্কর এখন অতি বিনীতভাবে বলিলেন—"ব্রহ্মণ্! আমার গুরু-গৃহের পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। সংসারে অনিত্যতা ও জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ভাবিয়া আমি স্বয়ংই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি।"

বৃদ্ধ তখন সশ্রদ্ধভাবে বলিলেন- "আপনি এইস্থানে বসুন। গোবিন্দযোগী এই স্থানেই আছেন। ঐ যে গৃহপ্রাচীরে একটি প্রস্তরফলক সংলগ্ন দেখিতেছেন, উহা অপসারিত করিলে একটি গুহাদ্বার দেখিতে পাইবেন। উহার ভিতর তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় আছেন। তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইলে তাঁহার নিকট উপদেশ লইব এই আশায় আমরা বহুকাল হইতে এইস্থানে বাস করিতেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল না। ধন্য আপনার উদ্যম।"

শঙ্কর তখন ব্যগ্রভাবে বলিলেন—"মহাত্মন! আমি কি এখন তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিব?" বৃদ্ধ বলিলেন—"হাঁ, পারেন। তবে গুহাভ্যন্তর অন্ধকার। ঐ স্থানে একটি প্রদীপ আছে। উহা প্রজ্বালিত করিয়া তাঁহার দর্শন করুন।"

শঙ্কর তৎক্ষণাৎ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন। প্রস্তর অপসারিত করিয়া দেখেন গুহাদ্বার সার্ধহস্ত পরিমিত একটি ছিদ্রবিশেষ। কোন এক ক্ষীণকায় ব্যক্তি অতিকষ্টে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে প্রদীপ সাহায্যে দেখিলেন—এক প্রান্তে এক প্রস্তরোপরি অতি দীর্ঘকায় কঙ্কালসার দীর্ঘজটাবৃত একটি মানবদেহ পদ্মাসনে উপবিষ্ট। জীবনের কোন লক্ষণই নাই অচল অটল নিষ্পন্দ ও নির্নিমেষ —যেন একটি প্রস্তরমূর্তি।

শঙ্কর রুদ্ধশ্বাস হইয়া অনিমেষ-নয়নে যোগিবরের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইবার যাহা দেখিলেন তাহা নিতান্তই ... দীর্ঘনাসা, আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল, প্রশস্ত ললাট, চর্ম শুষ্ক কিন্তু যেন ভস্মাচ্ছাদিত হোমাগ্নি। মনপ্রাণ সকলই ক্ষীরসমুদ্রে নবনীতের ন্যায় যেন ব্রহ্মসাগরে বিলীন।

শঙ্কর তখন প্রদীপ রাখিয়া নতজানু হইয়া কিয়ৎকাল যুক্তকরে নিস্তব্ধ রহিলেন। অপরাপর সন্ন্যাসিগণ বালক সন্ন্যাসীর এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতেছিলেন। এইবার ভাবের প্রবাহে শঙ্করের হৃদয়-সমুদ্র উদ্বেলিত হইল। অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল। ক্রমে একটি স্তবগান-ধ্বনিতে গুহাটি যেন মুখরিত হইয়া উঠিল।

এইবার অবশিষ্ট সন্ন্যাসিগণ শঙ্করকে দেখিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। অপরে যোগিদর্শনে আসে বটে—কিন্তু একরূপভাব তাঁহারা

কাহারও চেষ্টা নাই। শঙ্করের প্রাণতন্ত্রীর ঝঙ্কার গোবিন্দপাদের নিস্পন্দ প্রাণতন্ত্রীকে প্রকম্পিত করিল। ক্ষীরসমুদ্র মথিত হইয়া অমৃত নির্গত হইল। তিনি যেন একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস লইলেন এবং ক্ষণপরে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন।

শঙ্কর তখন সেই গুহাদ্বারেই গোবিন্দপাদকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। অপর সন্ন্যাসিগণও এই দৃশ্য দেখিলেন। তাঁহারাও গোবিন্দপাদকে প্রণিপাত করিলেন এবং জয়ধ্বনিতে গুহা প্রকম্পিত করিয়া কখনও বা যোগীবরের উদ্দেশে প্রণাম করেন, কখনও বা শঙ্করকে প্রণাম করেন।

একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যোগী ছিলেন। তিনি সমাধিস্থ যোগীর সমাধিভঙ্গে কি করিতে হয় জানিতেন। তিনি শঙ্করকে লইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া গোবিন্দপাদের সেবায় রত হইলেন। গোবিন্দপাদ তাঁহার কৌশলপূর্ণ সেবায় পুনরায় সজীব মনুষ্যের ন্যায় হইলেন এবং যথাসময়ে গুহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইলেন। সহস্র বৎসরের সমাধি আজ শঙ্করের আগমনে ভঙ্গ হইল। বায়ুবেগে এই সমাচার চতুর্দিকে প্রচারিত হইল। দেশ দেশান্তর হইতে আবাল বৃদ্ধ তাঁহাকে দেখিতে আসিল। ওঁকারনাথ একটি উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইল।

শঙ্করের সাধনা

শুভদিনে শুভক্ষণে শঙ্করপ্রমুখ সকলেই যথাবিধি গুরু গোবিন্দপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শঙ্করই বালক ও পণ্ডিত। তাঁহারই আগমনে গুরুদেবের সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া সকলে তাঁহাকে, বালক হইলেও অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ও যত্ন করিতেন। গুরুদেবও তাঁহাকে যেন অধিক স্নেহ করিতেন। শঙ্কর সকলেরই আদরের বস্তু হইলেন। ভগবান স্বয়ংই যখন শঙ্কররূপে অবতীর্ণ তখন তাঁহার এরূপ সুবিধা না হইবে তো কাহার হইবে?

যথাধিকার, গোবিন্দপাদ সকলকে যোগাদি উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু শঙ্করের জন্য যেন কিছু বিশেষ ব্যবস্থা হইল। গোবিন্দপাদ শঙ্করকে প্রথমতঃ হঠযোগের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয় শঙ্করের অতি সত্বরই তাহা অভ্যস্ত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় বৎসরারম্ভে শঙ্করকে গোবিন্দপাদ রাজযোগে দীক্ষিত করিলেন। তাহাতেও শঙ্কর আশাতীত নিপুণতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইলে তিনি শঙ্করকে জ্ঞানযোগের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন—ব্রহ্মসূত্রের ব্যাসশুক-সম্প্রদায়লব্ধ অর্থ তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রকৃত রহস্য উপদেশ দিলেন। শ্রুতিধর শঙ্কর যাহা একবার শুনেন তাহাই আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। গুরুকৃপার সঙ্গে

ক্রমে জল চলিয়া গেল। বন্যা প্রশমিত হইল। কয়েকদিন পরে গোবিন্দপাদের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি শিষ্যগণের মুখে বন্যার কথা শুনিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের কীর্তির কথাও শুনিলেন। গোবিন্দপাদের মুখে হাস্য ফুটিয়া উঠিল। তিনি শঙ্করের মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন—"বৎস! আমি আশীর্বাদ করি—তোমার কীর্তি অক্ষয় হইবে। সমগ্র বন্যার জল যেমন তুমি এক কুম্ভমধ্যে আবদ্ধ করিলে, আশীর্বাদ করি সমগ্র বেদার্থ তুমি তদ্রূপ তোমার ভাষ্যমধ্যে লিপিবদ্ধ কর।" শিষ্য সিদ্ধমনোরথ হইলে গুরুর যেমন আনন্দ হয় এমন আর কাহার হয়?

শঙ্কর বিদায় ও গোবিন্দপাদের মহাসমাধি

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে গোবিন্দপাদ একদিন শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৎস শঙ্কর! শুন, আজ আমি তোমায় শেষ বক্তব্য বলিব। আমি বুঝিতেছি তোমার শিখিবার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। তুমি নিজেই বোধ হয় তাহা বুঝিতেছ। বল দেখি, তোমার আর কোন অভাব আছে কি না?"

শঙ্কর গুরুদেবের চরণস্পর্শ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। মৌনদ্বারা সম্মতিসূচক উত্তর দিলেন। কিন্তু গুরুদেবের ইচ্ছা শঙ্করের মুখ হইতে ইহা শ্রবণ করেন। অতএব তিনি পুনরায় শঙ্করকে বলিলেন—"বল বৎস! তোমার আর কোন সন্দেহ আছে কি না? তোমার প্রাপ্তব্য আর কিছু আছে বলিয়া কি বোধ হয়?"

শঙ্কর তখন অবনত মস্তকে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভগবন! আপনার কৃপায় আমার আর জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। আপনি অনুমতি করিলে আমি ব্রহ্মতত্ত্বে চিরতরে নির্বাণপ্রাপ্ত হই।"

গোবিন্দপাদ ইহা শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"বৎস শঙ্কর! তুমি বৈদিকধর্ম রক্ষার্থ ভগবান শঙ্করের অংশে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার এই দেহত্রয়ের মূল সেই ভগবান শঙ্করের ইচ্ছা। তোমার কার্য সেই শঙ্করের কার্য হইবে। তোমার এই আগমন-বার্তা আমি গুরু গৌড়পাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। তোমাকে সম্প্রদায় ক্রমে রক্ষিত সেই অদ্বৈতব্রহ্মবিজ্ঞান দিবার জন্য আমি গৌড়পাদেরই আদেশে আজ প্রায় সহস্র বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। নচেৎ আমি জ্ঞানলাভসমকালেই বিদেহমুক্তি লাভ করিতাম। এক্ষণে আমার কার্য শেষ হইয়াছে। আমি আর এ দেহ রক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করি না। তুমি এক্ষণে কাশীধামে যাও। সেখানে তুমি ভগবান বিশ্বেশ্বরের দর্শন লাভ করিবে এবং তিনি তোমায় যেরূপ করিতে

বলিবেন তাহাই তুমি করিও। আমার মনে হইতেছে তিনি তোমায় মহামুনি ব্যাসবিরচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈতব্রহ্মাত্মজ্ঞান প্রচার করিতে আদেশ করিবেন। কারণ, এ সময় অবৈদিক নানা ধর্মমত, অতীব সূক্ষ্ম দার্শনিকতত্ত্ব প্রচার করিয়া জনসাধারণকে এমনই বিমোহিত করিয়াছে যে তাহাদের তর্কজাল ভেদ করিয়া পরমাত্ম-তত্ত্ব অবধারণ করা তাহাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। কেবল ইহাই নহে—বেদসেবী মীমাংসকগণও এতই কর্মকর্তব্যতা প্রচার করিতেছেন যে, বেদের জ্ঞানকাণ্ড বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এ সময় ভগবদবতার ভিন্ন ধর্মরক্ষা অসম্ভব। তুমিই সেই জনগুরু শঙ্করাবতার, তুমিই সেই কার্য করিতে আসিয়াছ। তোমাকে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য গুরু গৌড়পাদের আদেশে আমি এতকাল অপেক্ষা করিতেছিলাম। আজ তাহা পূর্ণ হইয়াছে, তোমার যোগিজনোচিত আদর সৎকার করিও।'

গুরুদেবের কথা শুনিয়া শঙ্করের মনে একই কালে নানাভাবের উদয় হইল। তিনি গু[illegible] গুরুদেবের মুগ্ধানন্দজনক শ্লোক স্মরণ করিয়া বিস্ময়ৌৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে বিনীতভাবে বলিলেন, 'ভগবন্! আপনার রহস্যপূর্ণ বাক্য আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। ভগবান্ উমাপতি এই শরীরের দ্বারা এই সব কার্য করাইবেন ইহা কি পূর্ব হইতেই নির্ধারিত ছিল? বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর, একটু বিশেষভাবে শুনিবার বাসনা হইতেছে, কৃপা করিয়া ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করুন।'

গোবিন্দপাদ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—'তবে শুন—কোন সময়ে হিমালয় পর্বতে এক যজ্ঞ হইতেছিল। অত্রি মুনি সেই যজ্ঞে কর্তা ছিলেন। সেই সময়ে একদিন শরীরে চতুর্যুগ অমর ব্যাসদেব নিজ ব্রহ্মসূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছিলেন।

আমি ব্যাসের অর্থ শুনিয়া বুঝিলাম, নানালোকে ব্রহ্মসূত্রের নানা অর্থ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কোনটিও ব্যাসের সম্পূর্ণ অভিমত নহে। অধিকন্তু ইহার ফলে প্রকারান্তরে অধর্মই প্রশ্রয় পাইতেছে। ব্যাখ্যাশেষে আমি তাঁহাকে লোকহিতার্থ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি কিন্তু ইহার উত্তরে কৈলাসের এক ইতিবৃত্ত বলিলেন। সেই ইতিবৃত্ত এই—

ভাষ্যরচনার হেতু

"কোন সময়ে দেবগণ বৈদিক ধর্মের এই দুরবস্থা পূর্ব হইতেই অনুমান করিয়া, একদিন কৈলাসপুরীতে শঙ্কর-সভায় ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করেন। শঙ্কর

বলিলেন—'এ কার্য বড় সাধারণ নহে, যিনি একটি কুম্ভমধ্যে সহস্রধারা নদীর স্রোত-সংহারের ন্যায় সমুদয় বিরুদ্ধ ধর্মমত আমার (ব্যাসের) ব্রহ্মসূত্র অবলম্বনে এক উচ্চতম সার্বভৌম মতের অন্তর্গত করিতে পারিবেন, এ কার্য তাঁহারই দ্বারা সাধিত হইবে।' ইহাতে দেবগণ তাঁহাকেই এই কার্য করিতে অনুরোধ করেন এবং অবশেষে তিনিও ইহাতে স্বীকৃত হয়েন।

"এখন আমি দেখিতেছি—তুমিই সেই লোকশঙ্কর, শঙ্কর। তুমিই একটি কুম্ভমধ্যে ঐ সহস্রধারা নর্মদার জলপ্রবাহ আবদ্ধ করিয়াছিলে এবং তোমার জানিবার কিছুই অবশিষ্ট নাই। অতএব যাও বৎস! বিশ্বপতির কাশীধামে যাও, তথায় যাইয়া সহস্রধারা নর্মদাকে যেমন তুমি এক কুম্ভমধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলে সেইরূপ সহস্রধারা ধর্ম-মত-সমূহকে সেই ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রার্থের অন্তর্গত কর এবং তাহারই অর্থ প্রচার করিয়া ধর্ম-সংস্থাপন কর। সন্ন্যাসীর সিদ্ধিলাভের পর পরোপকার অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ধর্ম নাই। অতএব যাও বৎস! সেই বিশ্বেশ্বরের নিকট যাও। তিনি তোমার কর্তব্য নির্দেশ করিবেন। আর আমিও নির্বাণ লাভ করি।"

গোবিন্দপাদের এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ সকলেই যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা এখন সকলেই গুরুদেবকে আরও কিছুদিন শরীররক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের দুঃখে গোবিন্দপাদের করুণার উদ্রেক হইল। তিনি তখন তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা আমার অদর্শনে বিচলিত হইও না। এই শঙ্করকে আশ্রয় কর, ইনি তোমাদের অভাবমোচন করিবেন।"

অনন্তর এক শুভদিনে গোবিন্দপাদ শঙ্কর ও অপর শিষ্য সকলকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাদের সকলকে বিশেষ বিশেষভাবে আশীর্বাদ করিয়া সমাধিতে উপবিষ্ট হইলেন। সকলের সমক্ষে গোবিন্দপাদ 'গোবিন্দপদে' চিরনির্বাণ লাভ করিলেন। শঙ্করপ্রমুখ শিষ্যগণ সন্ন্যাসীর আচার অনুসারে তাঁহার দেহ নর্মদা সলিলে নিহিত করিলেন। ওঁকারনাথের জ্ঞানসূর্য অস্তমিত হইলেন।

কাশীতে আচার্য শঙ্কর

গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া শঙ্কর এইবার কাশীর পথে প্রস্থিত গোবিন্দপাদের কয়েকজন শিষ্যসহ শঙ্কর সেই হৈহয়, চেদি কৌশাম্বি প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য এবং দুর্গম বিন্ধ্যারণ্য অতিক্রম করিয়া যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে প্রয়াগ হইয়া ক্রমে কাশীধামে আসিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান সত্ত্বেও যখন দেহ রহিয়াছে তখন গুরুর আদেশ পালন অবশ্য কর্তব্য। জ্ঞানী ব্যক্তির দেহধারণ

দিবেন, যাহাকে যেরূপ অবস্থায় রাখিবেন, তাহার তো সেইরূপই ঘটিবে, তাহাকে সেইরূপই তো করিতে হইবে। সুতরাং আচার্য শঙ্করকে যাহা করিতে হইবে, তাহা তাঁহার মনে ক্রমে ক্রমে উদিত হইতে লাগিল। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বা অবতারপুরুষ যখন প্রারব্ধ অতিক্রম করিতে পারেন না, তখন আচার্যের মনে এইরূপ চিন্তা যে উদিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

যাহা হউক জ্ঞানসূর্য শঙ্করের প্রভায় কাশী যেন সমুজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল। যাবতীয় পূর্বাচার্যগণ যে কাশীক্ষেত্র সমলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন এবং যে কাশীক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহারা সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন, সেই বারাণসীধাম আজ শঙ্কর-সূর্যোদয়ে অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।

সনন্দনের সন্ন্যাস

কাশীধামে অনেকেই আচার্য শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করিতেছেন বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই তাঁহার অবলম্বিত পথের অনুসরণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের চোলদেশীয় এক সুদর্শন ব্রাহ্মণযুবক বৈরাগ্যযুক্ত হৃদয়ে সদগুরুলাভের আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে কাশী আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি কাশীনগরীতে কয়েক দিন অবস্থিতি করিবার পর আচার্য শঙ্করের প্রতিভার কথা শুনিতে পাইলেন এবং গুরুকরণ মানসে তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আচার্য শঙ্কর সনন্দনের কথাবার্তা শুনিয়া তাঁহাকে তাঁহার নিকট থাকিবার আদেশ করিলেন। সনন্দন আচার্যকে দেখেন, আচার্যও সনন্দনকে দেখেন, পরস্পরে কয়েকদিন পরীক্ষা চলিল। গুরু-শিষ্যের মধ্যে এরূপ পরীক্ষা শাস্ত্রেরই আদেশ আছে। উভয়েই উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। সনন্দন যেরূপ গুরু অন্বেষণ করিতেছিলেন—এতদিনে তাহাই পাইলেন। আচার্য শঙ্কর সনন্দনের হৃদয় বুঝিয়া একদিন বলিলেন—"সনন্দন! যদি ইচ্ছা হয় তো সন্ন্যাস গ্রহণ কর সন্ন্যাস ব্যতীত মুক্তি নাই। জ্ঞানের লক্ষণ সন্ন্যাস, এবং সন্ন্যাসের ফলই মুক্তি।"

সনন্দন কেবল গুরুর আজ্ঞারই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন "ভগবন্! আপনার আদেশেরই অপেক্ষা। আমি বহু পূর্বে আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি।"

শুভদিনে ও শুভক্ষণে আচার্য শঙ্কর বৈদিক বিধি অনুসারে সনন্দনকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিলেন। সনন্দন যেন নবজীবন লাভ করিলেন। সংসারের জঞ্জাল হইতে তিনি যেন মুক্ত হইলেন। জগৎ যেন এখন হইতে তিনি অন্যচক্ষে

দেখিতে লাগিলেন। সনন্দন ধন্য হইলেন। এই সনন্দনই আচার্য শঙ্করের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য।

শঙ্করের প্রতি অন্নপূর্ণার কৃপা

[illegible] শাস্ত্রব্যাখ্যা ও বেদান্তার্থ প্রচারই আচার্য শঙ্করের কার্যধারার প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল। তিনি নিশ্চিন্ত অবস্থায় থাকিতে চাহিলেও লোকে তাঁহাকে ছাড়ে না। গুরু গোবিন্দপাদ যাঁহাকে প্রকৃত বেদান্তবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, শিবের ইচ্ছায় যাঁহার প্রাদুর্ভাব, তাঁহার সেই বেদান্তবিদ্যা কি মাত্র নিজের মুক্তির জন্য হইতে পারে? যে ব্রহ্মজ্ঞান বীজ [illegible] হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া শুকাইয়া যাইবার জন্য? প্রকৃতির রাজ্যে এরূপ নিয়ম দেখা যায় সম্ভবপরই নয়। প্রত্যুত এ বীজ শঙ্কর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া এমন বিশাল অক্ষয়বটে পরিণত হইবে যে, ইহা ভবিষ্যতে প্রলয় পর্যন্ত [illegible] ছায়া দান করিবে, জগতের অধিকাংশ লোকই ইহার শীতল ছায়ায় তাপিত প্রাণ শীতল করিবে। বস্তুতঃ এই জন্যই লোকে তাঁহাকে শাস্ত্রব্যাখ্যা হইতে নিবৃত্ত হইতে দেয় না। তিনি লোকের আগ্রহে ও অনুরোধে এখন অধিকাংশ সময়েই শাস্ত্রব্যাখ্যায় ব্যাপৃত থাকেন। প্রায়ই [illegible] প্রবৃত্ত করে।

কিন্তু তিনি যে তত্ত্ব প্রচার করেন তাহা কয়জন লোক ধারণা করিবে? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয়, নির্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তিরও স্থান নাই, তাহাই পরমার্থ সত্য। এ তত্ত্ব কয়জন লোক গ্রহণ করিতে পারে? কর্ম ও উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে এ তত্ত্ব কি ফুটিয়া উঠে? ফেনিল সলিলে কি চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব পড়ে? তরঙ্গায়িত জলে কি প্রতিবিম্ব স্থির হয়? তাই শঙ্করের সে নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ কয়জন লোক গ্রহণ করিবে বলিয়া ভগবতী অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের বোধ হয় ভাবনা হইল।

বাস্তবিক জননীর মত পুত্রের সুখদুঃখ বুঝিতে আর কে আছে? জগজ্জননী কাশীপুরাধীশ্বরী অন্নপূর্ণাদেবী আচার্য শঙ্করকে অধিকারি বিচারের উপদেশ দিবার জন্য বোধ হয় ইচ্ছা করিলেন।

একদিন আচার্য মণিকর্ণিকাতে স্নানার্থ যাইতেছেন, পথিমধ্যে দেখিলেন — একটি যুবতী রমণী মৃত পতির মস্তক ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। মৃতদেহটি মণিকর্ণিকার সঙ্কীর্ণ পথটি রুদ্ধ করিয়া পতিত। স্ত্রীলোকটি নিকটে যাহাকে দেখিতেছেন তাহারই নিকট পতির সৎকারের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন এবং ক্রন্দন করিতেছেন।

আচার্য শঙ্কর বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন— "মা! শবটিকে যদি এক পার্শ্ববর্তী করেন, তাহা হইলে আমরা যাইতে পারি।"

স্ত্রীলোকটি এতই শোকাভিভূতা যে এ কথাটি যেন তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্টই হইল না। আচার্য শঙ্কর অগত্যা পুনঃ পুনঃ তাহাকে ইহার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন সেই যুবতী বলিলেন— "কেন মহাত্মন্! শবকেই এজন্য বলুন না?"

আচার্য একটু বিস্মিত হইয়া করুণাপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন—"মা! আপনি কি বুদ্ধি হারাইয়াছেন? শব কি কখন সরিতে পারে? উহার কি শক্তি আছে যে উহা স্বয়ং সরিবে?"

স্ত্রীলোকটি তখন বলিলেন, "কেন মহাত্মন্! আপনার মতে তো শক্তিশূন্য ব্রহ্মেরই জগৎকর্তৃত্ব। শব তবে সরিবে না কেন?"

আচার্য শঙ্কর স্ত্রীলোকটির এই কথা শুনিযা স্তম্ভিত। তিনি তখন ভাবিতেছেন—ইহা কি দৈবলীলা! এদিকে নিমেষমধ্যে যুবতী শবসহ অন্তর্ধান করিলেন। আচার্য শঙ্কর আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি বুঝিলেন—ইহা ভগবতীরই কৃপা, শক্তিশূন্য নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ সাধারণের পক্ষে উচিত নহে। শক্তিমান সবিশেষ ব্রহ্মোপাসনাই তাহাদের পথ। তাহাদিগকে তাহাই উপদেশ করা বিধেয়। বস্তুতঃ তদবধি শঙ্কর অধিকারি বিচার করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিতে লাগিলেন।*

বিশ্বনাথ-দর্শন

মাতা প্রসন্ন হইলে যেমন পিতার প্রসন্ন হইতে বিলম্ব হয় না, তদ্রূপ জগজ্জননী অন্নপূর্ণা দেবীর পর ভগবান বিশ্বনাথও আচার্য শঙ্করকে দর্শন দান করিলেন। আচার্য শঙ্কর এইবার ব্যবহার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। কিন্তু তাঁহার তো সে ব্যবহার-শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে এখনও হয় নাই। জনকজননী না হইলে সে ব্যবহার শিক্ষা দিবেন কে?

কেরল দেশে চণ্ডালাদি নীচজাতিকে অত্যন্ত অস্পৃশ্য জ্ঞান করা হয়, ব্রাহ্মণগণ এই নীচজাতি হইতে শতহস্ত দূরে অবস্থান করেন এবং ইহারাও পথিমধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ দেখিলে শতহস্ত দূরে যাইয়া পথ ছাড়িয়া দেয়। কেরলদেশের এটি একটি কঠোর আচার। অন্যদেশে অস্পৃশ্য-বোধ থাকিলেও কঠোরতা এতটা নহে।

* এই প্রবাদটি মাধবের গ্রন্থে নাই এবং সম্প্রদায়ের অনাদৃত।

আচার্য শঙ্কর পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞানী হইলেও ব্যবহারে তাঁহার সর্বভূতে সমদর্শন এখনও অভ্যস্ত হয় নাই। তিনি নীচজাতি-বিষয়ক আজন্ম অভ্যস্ত জন্মভূমির কঠোর আচার তখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ব্যবহার জ্ঞানপূর্বক হইলেও তাহার অভ্যাস যখন দৃঢ় হয় তখন তাহা অজ্ঞাতসারেই হইয়া যায়।

চণ্ডালাদি নীচ অপবিত্র-জাতীয় ব্যক্তিকে দেখিলে তখনও তিনি দূরে অবস্থান করিতেন। কিন্তু জ্ঞানের ফলে যদি অজ্ঞান নষ্ট হয়—আর সেই অজ্ঞান নষ্ট হইলে সেই অজ্ঞানজন্য যে ব্যবহার তাহাও যদি নষ্ট হয়—আর যদি ব্যক্তিবিশেষে ইহার কখন অন্যথা দেখা যায়—অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান হইলেও যদি ব্যবহার নষ্ট না হয়, অথবা ব্যবহারের সংস্কার বা পরিমার্জন না হয়, তাহা হইলে সে জ্ঞান তখনও তাঁহাতে সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয় নাই বলিতে হইবে, তখনও তাঁহার জ্ঞানে একটু ত্রুটি আছে মানিতেই হইবে।

ভগবান বিশ্বেশ্বর আচার্য শঙ্করের এই ত্রুটি নিবারণ-মানসেই বোধ হয় এক লীলা [illegible] করিলেন। বাস্তবিক যাঁহার শরীরে ভগবান স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া কার্য করিবেন, তাঁহাতে তিনি কি কোন ত্রুটি রাখিতে পারেন?

একদিন আচার্য শঙ্কর শিষ্যগণ সঙ্গে স্নানার্থ মণিকর্ণিকায় গমন করিতেছেন। এমন সময় ভগবান বিশ্বনাথ এক অতি ভীষণদর্শন চণ্ডালের বেশধারণ করিয়া চারিটি শৃঙ্খলাবদ্ধ উচ্ছৃঙ্খল সারমেয় লইয়া মণিকর্ণিকায় যাইবার পথ অবরুদ্ধ করিয়া আচার্যের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

আচার্য শঙ্কর ইহা দেখিয়া চণ্ডালকে সারমেয় সংযত করিয়া একটু সরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। চণ্ডাল কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত [illegible] লেন না। তিনি আরও আচার্যের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আচার্য তখন সেই চণ্ডালকে বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ওহে! দাঁড়াও, দাঁড়াও। সারমেয়গণকে সংযত করিয়া দূরে অবস্থান কর, আমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দাও।"

চণ্ডাল তখন সগর্বে আচার্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যেন তাচ্ছিল্যের সহিত এক বিকট হাস্য করিয়া কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা বলিলেন—"আপনি কাহাকে সরিয়া যাইতে বলিতেছেন? আত্মাকে, কি এই দেহকে? আত্মা তো সর্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয় এবং সতত শুদ্ধস্বভাব। সে কোথায় কি করিয়া সরিবে এবং তাহা অপবিত্রই [illegible] কি করিয়া হইবে? গঙ্গাজলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র আর সুরামধ্যে

প্রতিবিম্বিত চন্দ্র—পৃথক হয় নাকি? আর যদি দেহকে সরিয়া যাইতে বলেন, তবে দেহ তো জড়, তাহাই বা সরিবে কি করিয়া? আপনি সন্ন্যাসী সাজিয়া নিশ্চয়ই লোকবঞ্চনা করিতেছেন দেখিতেছি।"

আচার্য চণ্ডাল-বাক্য শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত। তিনি নিজ ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন—ইহা নিশ্চয়ই দৈবলীলা। তিনি তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহার স্তুতিচ্ছলে ভক্তিগদ্‌গদকণ্ঠে করজোড়ে বলিলেন—"যাঁহার সর্বভূতে সমজ্ঞান এবং যিনি তদনুরূপ ব্যবহার করেন, তিনি চণ্ডালই হউন আর দ্বিজই হউন, তিনি আমার গুরু, তাঁহার চরণে শতকোটি প্রণাম।"

ভগবানের পরীক্ষা শেষ হইল। শঙ্করের সংস্কার-সম্পাদন সম্পূর্ণ হইল। শঙ্করের যেটুকু ত্রুটি ছিল তাহা অপনীত হইল। তিনি তখন সেই চণ্ডালরূপ অন্তর্হিত করিয়া নিজ স্বরূপ প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন —"বৎস শঙ্কর। আমি প্রসন্ন হইয়াছি। আমি তোমার দ্বারা জগতে পুনরায় প্রকৃত বৈদিক ধর্মের প্রচার করিব-ইচ্ছা করিয়াছি। তোমাতে কোনরূপ ন্যূনতা থাকা উচিত নহে। যাও, তুমি ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা কর, বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য যে অদ্বৈতব্রহ্মাত্মজ্ঞান, তাহা প্রচার কর। তোমার এই শরীর দ্বারা যাহা সম্পন্ন হইবে তাহা আমারই কার্য জানিবে। জগতের হিতের জন্যই তুমি আমারই অংশে উৎপন্ন হইয়াছ।" বিশ্বপতি শঙ্কর আজ সন্ন্যাসী শঙ্কর শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন।

শঙ্কর এখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। শিষ্যগণ চণ্ডাল ও আচার্যের বাক্যালাপ দর্শন করিলেন। আচার্যকর্তৃক চণ্ডালকে প্রণাম ও চণ্ডালোদ্দেশে তাঁহার স্তুতি দেখিলেন এবং শুনিলেন। আর তৎপরে চণ্ডাল সহসা অদৃশ্য হইল তাহাও দেখিলেন, কিন্তু তাহার পর আচার্য যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে আচার্যের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে মণিকর্ণিকাভিমুখে চলিলেন। শিষ্যগণ বিস্মিতহৃদয়ে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

স্নান-আহ্নিকাদি নিত্যকর্ম সমাপন করিয়া আচার্য শঙ্কর বিশ্বনাথ দর্শনে চলিলেন এবং স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর অনেক ভাবিয়া আচার্য স্থির করিলেন বদরিকাশ্রমে যাইয়াই একার্য করিতে হইবে। যেহেতু ব্যাসদেব তথায় না থাকিলেও তাঁহার স্থানে তাঁহার ভাবসমূহ নিশ্চয়ই বর্তমান থাকিবে। ভগবান শঙ্করাবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য এইবার সিদ্ধ হইতে চলিল।

বদরিকাশ্রমের পথে শঙ্কর

সনন্দন ও কতিপয় শিষ্যসহ আচার্য শঙ্কর বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে কাশীধাম পরিত্যাগ করিলেন। কাশী হইতে বদরিকাশ্রম—গঙ্গাতীর ধরিয়া তীর্থযাত্রিগণ প্রায়ই গমন করে। আচার্যও তাহাই করিলেন।

পথিমধ্যে নানা তীর্থ, নানা প্রাচীন রাজধানী প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে প্রয়াগ কান্যকুব্জ, হস্তিনাপুর প্রভৃতির মধ্য দিয়া আচার্য শিষ্যসহ হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বাদশবর্ষীয় সন্ন্যাসী বালকগুরু, সঙ্গে যুবক বৃদ্ধ ইত্যাদি নানা বয়সের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্য—দৃশ্যটি সকলের যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতেছিল।

হৃষীকেশে যজ্ঞেশ্বর মূর্তির পুনরুদ্ধার

হরিদ্বার পরিত্যাগ করিয়া আচার্য যজ্ঞভূমি হৃষীকেশ নামক স্থানে আসিলেন। এখানে পূর্বকালে ঋষিগণ যজ্ঞোপলক্ষে যে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁহারই পূজা চলিয়া আসিতেছিল। আচার্য শঙ্কর তাঁহার দর্শনে আসিয়া রিক্ত মন্দির দেখিলেন। শুনিলেন—কিছুদিন পূর্বে চীনদেশীয় দস্যুগণের উপদ্রবভয়ে বিষ্ণুবিগ্রহকে গঙ্গাগর্ভে লুক্কায়িত করিয়া রাখা হয়, কিন্তু পরে বহু অন্বেষণেও তাঁহাকে আর পাওয়া গেল না। গঙ্গাস্রোতে বিগ্রহ কোথায় অপসৃত হইয়াছেন, তাহা ঠিক করিতে পারা যায় নাই।

আচার্য ইহা শুনিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে বলিলেন, "আমি যদি বিগ্রহের সন্ধান বলিয়া দিই, তাহা হইলে কি আপনারা তাঁহার উদ্ধারসাধন করিয়া প্রতিষ্ঠাদি করিতে পারেন?"

ইহা শুনিয়া সকলেই পরম আহ্লাদিত; সকলেই প্রস্তুত। আচার্য শিষ্যগণ সহ ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে আসিয়া একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় অতি অল্প চেষ্টাতেই সেই স্থানে সেই বিগ্রহ পাওয়া গেল। তখন সকলে তাঁহাকে মহা সমারোহ করিয়া মন্দিরে আনিয়া প্রতিষ্ঠাদি করিলেন। আচার্য শঙ্কর সশিষ্য ভগবানের পূজাদি করিয়া ধীরে ধীরে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বদরীর পথে তীর্থাদি-দর্শন

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর আচার্য বিদুরের তপস্যা স্থান লছমন ঝোলায় আসিলেন। এখানে দেবদর্শনাদি করিয়া গঙ্গা পার হইয়া একটি অরণ্যবহুল অতি উচ্চ বিজন পথে আসিলেন। উহা অতিক্রম করিবার পর সকলে ব্যাসাশ্রমে

আসিলেন। তথায় ভগবান ব্যাসদেবের দর্শনাদি করিয়া দেবপ্রয়াগ অভিমুখে সকলে প্রস্থিত হইলেন।

দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা ও ভাগীরথী মিলিতা। এই অলকানন্দার উৎপত্তিস্থানের অনতিদূরে বদরিকাশ্রম। দেবপ্রয়াগে রাম, শিব, গণেশ ও ভগবতীর স্থানসমূহ প্রসিদ্ধ। আচার্য সশিষ্য এখানে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি করিয়া যথাবিধি দেবদর্শনাদি করিলেন।

দেবপ্রয়াগ ত্যাগ করিয়া আচার্য—বিল্বকেদার নামক স্থানে আসিলেন। এখানে মার্কণ্ডেয় মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। আচার্য, মার্কণ্ডেয় মুনির স্থান দর্শন করিয়া শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

শ্রীক্ষেত্র বা শ্রীনগর পূর্বকালে একাধিকবার উত্তরাখণ্ডের রাজন্যবর্গের রাজধানী হইয়াছিল। স্থানীয় সৌন্দর্যের সহিত রাজশ্রী মিলিত হইয়া ইহার অপূর্ব সৌন্দর্য বিধান করিয়াছে।

এখানে কমলেশ্বর শিব, বিষ্ণু, পঞ্চপাণ্ডব, নারদ এবং বহু দেবদেবীর মন্দির বর্তমান। লক্ষ্মীদেবীর স্বয়ম্বর এই স্থানে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও শাক্তদিগের প্রাধান্য এ সময় অধিক ছিল। দেবীস্থানের মধ্যে শ্রীযন্ত্রশিলা, রাজরাজেশ্বরী, কংসমর্দিনী, গৌরী, চামুণ্ডা ও মহিষমর্দিনী নামক পাঁচটি সিদ্ধপীঠ সুবিখ্যাত। পরপারে একটু দূরে কালিকাদেবীর মন্দির। ইহারই নিকটে একটি শিলাখণ্ডোপরি নরবলি হইত। তান্ত্রিকদের প্রাধান্য এইস্থলেই বিশেষভাবে ছিল

নরবলি-নিবারণ

আচার্য এখানে আসিয়া যথাবিধি দেবদর্শনাদি করিলেন এবং পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য দুই একদিন অবস্থিতি করিলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং ধর্মপ্রাণ জনগণ আচার্যের দর্শনে আসিলেন। সকলেই আচার্যের শ্রুতিসম্মত ধর্মোপদেশ শুনিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। পরিশেষে কতকগুলি ব্যক্তি উক্ত কালিকাদেবীর নিকটে নরবলি-নিবারণের জন্য প্রার্থনা করিল। আচার্য তদনুসারে তত্রত্য তান্ত্রিকগণকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে এই বীভৎস কর্ম হইতে বিরত করিলেন এবং সেই শিলাখণ্ডকে গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত করাইয়া দিলেন। এখন হইতে শ্রীক্ষেত্রে নরবলি চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল।

শ্রীনগর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সশিষ্য রুদ্রপ্রয়াগে আসিলেন। এখানে মন্দাকিনীর সহিত অলকানন্দা সম্মিলিতা। আচার্য এখানে রুদ্রেশ্বর মহাদেবের দর্শনাদি করিয়া কর্ণপ্রয়াগাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

কর্ণপ্রয়াগ কর্ণের তপস্যাস্থান। কণ্বমুনির আশ্রম এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। এখানে পিণ্ডারক নদী অলকানন্দার সহিত সম্মিলিতা হইয়াছেন। কর্ণকুণ্ড, মহামায়া উমাদেবীর স্থান– ইত্যাদি এখানে দর্শনীয়। আচার্য সশিষ্য ইহাদের দর্শনাদি করিলেন অনন্তর নন্দপ্রয়াগ উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন।

নন্দপ্রয়াগ হইতে বদরীক্ষেত্র আরম্ভ। এখানে মন্দাকিনী নদীর সহিত অলকানন্দার সঙ্গম হইয়াছে। পুরাকালে নন্দনামক একরাজা এখানে যজ্ঞ করেন, তাঁহারই নামে ইহার নাম নন্দপ্রয়াগ। মহর্ষি বশিষ্ঠ শিবের উদ্দেশে এখানে তপস্যা করেন। সেই শিব এখানে বশিষ্ঠেশ্বর শিব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার কিঞ্চিৎদূরে বিরহী গঙ্গা। পূর্বকালে সতীবিরহে শিব ইহার তীরে তপস্যা করিয়াছিলেন সেজন্য বিরহেশ্বর শিব এখানে বর্তমান। এইরূপ এখানে প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত অগণ তীর্থ বিদ্যমান। আচার্য একে একে সকলই দর্শনাদি করিলেন। 'ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা' ইত্যাদি অদ্বৈত জ্ঞান সুদৃঢ় হইলেও জীবভাবের কোন কর্তব্যের ত্রুটি করিলেন না। ব্রহ্মজ্ঞানে যখন ব্যবহার বিলুপ্ত হয়, তখনই জ্ঞানিগণ কর্তব্যবিহীন হন, নচেৎ শাস্ত্রীয় আচারানুসরণই তাঁহাদের স্বভাব। নন্দপ্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য গরুড়গঙ্গা নামক তীর্থে আসিলেন।

গরুড়গঙ্গা তীর্থে গরুড় বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন, গরুড়েশ বিষ্ণু এখানে বিরাজমান। এখানে স্নানে বিষ আরোগ্য হয়। ইহার পর গণেশগঙ্গা। ইহা মহাপাপনাশক ইহার মৃত্তিকা সিন্দূরবর্ণ। পূর্বে সামবেদী বহু ঋষি এখানে বাস করিতেন। ইহার উত্তরে চর্মণ্বতী নদী। ইহার স্নানে গণেশত্ব প্রাপ্তি হয়। তৎপরে অনঙ্গশ্রী রাজার আশ্রম। সেখানে চণ্ডীদেবী বিরাজমান। ইহার উত্তরে মেরুদ্রি পর্বত। তৎপরে নৈমী আশ্রম এবং ইহার কিছুদূরে বিষ্ণু ... । আর ইহার পরই জ্যোতির্ধাম।

জ্যোতির্ধামে আসিয়া শঙ্কর অপার শান্তিশ্রী দেখিতে পাইলেন। এই স্থলেই বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দা মিলিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগ নামক প্রসিদ্ধ তীর্থ সৃষ্টি করিয়াছে। এখানে এখন কত্যুরবংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব। সমগ্র উত্তরাখণ্ড এখন ইঁহাদিগের অধীন। ইঁহাদিগের পূর্বপুরুষ শ্রীবাসুদেব গিরিরাজ চক্র-চূড়ামণি বহু পূর্বে এখানে বাসুদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বাসুদেব-মন্দির, নৃসিংহ-মন্দির, দুর্গাপীঠ এবং জ্যোতির্লিঙ্গ শিবমন্দির এখানে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। রাজার আতিথিরূপে আচার্য সশিষ্য এখানে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া স্থানীয় যাবতীয় তীর্থাদি দর্শন করিলেন এবং অদ্বৈতব্রহ্মাত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়া সকলকে পরম আপ্যায়িত করিলেন।

জ্যোতির্ধাম ত্যাগ করিয়া আচার্য বিষ্ণুপ্রয়াগ, ধবলাগঙ্গা, ব্রহ্মকুণ্ড, শিবকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, ভৃঙ্গিকুণ্ড, গণেশতীর্থ প্রভৃতি অগণিত তীর্থ দর্শন করিতে করিতে পাণ্ডুকেশ্বর নামক স্থানে আসিলেন। পাণ্ডুরাজ পূর্বে এই স্থানেই তপস্যা করিয়াছিলেন। তৎপরে বৈখানস তীর্থ অতিক্রম করিয়া আচার্য বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। যথায় আসিবার জন্য আজ প্রায় মাসত্রয় পদব্রজে চলিযাছেন, কত নদনদী, দুর্গম অরণ্য, কত দুর্লঙ্ঘনীয় গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়াছেন, আজ সেই স্থানে আচার্য সশিষ্য উপস্থিত হইলেন। অদূরে বদরীক্ষেত্র দৃষ্ট হইল- -যাহা ভূবৈকুণ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাহার দর্শনে জীব অন্তে বৈকুণ্ঠ লাভ করে, সেই পরমধাম বদরিকাশ্রম আজ দৃষ্টিগোচব হইল।

বদরিকাশ্রমে নারায়ণ-বিগ্রহ উদ্ধার

বদরিকাশ্রমের শোভা এবং গাম্ভীর্য আচার্যপ্রমুখ সকলেরই চিত্ত দূর হইতেই আকর্ষণ করিল। সম্মুখে অভ্রভেদী চিরতুষারমণ্ডিত অপবিমেয কৃষ্ণকায হিমগিবি—যেন ভগবান বিষ্ণু অতি বিশাল বিবাটমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া উপবিষ্ট। বামে ও দক্ষিণে অনতি-উচ্চ নর ও নাবায়ণ পর্বত, ঠিক যেন ভগবান সেই অবস্থায় বাহুদ্বয় প্রসারিত কবিয়া ভক্তগণকে নিজক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন। ভূবৈকুণ্ঠ বদরিকাশ্রমেব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ না হয় এমন মানব কে আছে?

স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ বদরিকাশ্রমেব অন্তর্গত যাবতীয় তীর্থের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তীর্থ যেমন অসংখ্য তাহাদেব মাহাত্ম্যও তেমনি অনন্ত। পূর্বকালের মুনি ঋষি রাজা ও দেবতা প্রভৃতি যাবতীয় মহাপুরুষের স্মৃতি এই স্থানে জড়িত। এখানে এমন কোন স্থানই নাই যেখানে কোন না কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনা ঘটে নাই। আচার্য এই সব কথা শুনিতে শুনিতে যেন মুগ্ধ হইয়া যাইতেছিলেন। ভক্তিশ্রদ্ধায় হৃদয় যেন আপ্লুত হইতেছিল।

পথিপতিত এই সব তীর্থ দর্শন কবিতে করিতে আচার্য বদরীক্ষেত্রাধীশ্বর পরমপাবন সেই নারায়ণের মন্দিরে আসিলেন। সেখানে তপ্তকুণ্ডে স্নানাদি করিয়া আচার্য সশিষ্য ভগবদ্দর্শনে গমন করিলেন দেখিলেন - মন্দিরে সেই ঋষিপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নাই। তৎপরিবর্তে শালগ্রাম শিলাব অর্চনা হইতেছে। আচার্য যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিয়া মন্দিরের বহির্ভাগে আসিয়া চিন্তাকুলিত চিত্তে উপবিষ্ট হইলেন। শিষ্যগণও আচার্যের এই ভাবান্তর দেখিয়া নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট হইলেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অর্চকগণের আদব অভ্যর্থনার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। সকলেই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান।

ক্রমে এই অপূর্বদর্শন সন্ন্যাসিবৃন্দকে দেখিবার জন্য জনতা হইল। আচার্য কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"মহাত্মগণ! মন্দির ভগবদ্‌বিগ্রহশূন্য কেন? চারিযুগই তো এই স্থানে ভগবানের থাকিবার কথা।"

অর্চকগণ বলিলেন—"মহাশয়! চীনদেশীয় অভিযানের ভয়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণ অদূরে কোন এক কুণ্ডমধ্যে ভগবদ্ বিগ্রহটিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে আর তাঁহারা বিগ্রহটির পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। তদবধি শালগ্রাম শিলাতেই ভগবানের পূজা হইয়া আসিতেছে।"

আচার্য ইহা শুনিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"যদি সেই বিগ্রহ এখন পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনারা যথাবিধি তাঁহার পূজা করিতে প্রস্তুত আছেন কি?"

অর্চকগণ হতাশহৃদয়ে বলিলেন—"পূর্বে বহু চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। প্রাপ্তির আশা আর আমাদের নাই। তবে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূজার কোনরূপ ত্রুটি হইবে না।"

আচার্য তখন তাঁহাদিগকে আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে নারদকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন। শিষ্যগণ ও অর্চকগণ কৌতূহল পরবশ হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। আচার্য নারদকুণ্ডে অবতরণোদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া কতিপয় ব্যক্তি বলিলেন—"মহাত্মন! এই কুণ্ডের সহিত অলকানন্দার যোগ আছে। ইহাতে অবতরণ করিলে প্রাণহানি ঘটিবে সন্দেহ নাই। স্রোতে আপনাকে টানিয়া লইয়া যাইবে। অনেকে এখানে জলমধ্যে প্রাণ হারাইয়াছে।"

আচার্য সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কুণ্ডমধ্যে অবতরণ করিলেন এবং জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া একটি শিলাময় বস্তু লইয়া উঠিলেন। দেখিলেন—ইহা এক পদ্মাসনবদ্ধ চতুর্বাহু বিষ্ণুমূর্তি, কিন্তু দক্ষিণ কোণটি তাহার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হস্তের একটী অঙ্গুলিও খণ্ডিত হইয়াছে।

আচার্য এই খণ্ডিত মূর্তি দেখিয়া ভাবিলেন—বদরী নারায়ণ মূর্তি কখন খণ্ডিত হইতে পারে না। অতএব ইহাকে পার্শ্ববর্তী গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করাই শ্রেয়। এই ভাবিয়া আচার্য মূর্তিটিকে গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পুনরায় কুণ্ডজলে নিমজ্জিত হইলেন। কিন্তু এবারও তিনি সেই বিগ্রহ লইয়াই উঠিলেন এবং পূর্বমূর্তি চিনিতে পারিয়া ভাবিলেন—গঙ্গাস্রোতে বোধ হয় সেই মূর্তিই আবার কুণ্ডমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অগত্যা তিনি বিগ্রহটিকে এবার গঙ্গার

অধোদিকে একটু দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় জলমধ্যে নিমজ্জিত হইলেন। এবারও আচার্য একটি মূর্তি লইয়া পূর্ববৎ উঠিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আচার্য দেখিলেন—সেই পূর্বমূর্তি।

তখন আচার্য শঙ্কর, মূর্তিটি লইয়া ভাবিতেছেন— কি করিবেন? ক্ষণমধ্যে দৈববাণী হইল—"শঙ্কর! ভ্রান্ত হইও না, কলিতে এই মূর্তিরই পূজা হইবে।"

আচার্য তখন ভক্তিগদ্‌গদভাবে সেই মূর্তিটিকে স্বয়ং স্কন্ধে করিয়া মন্দিরমধ্যে আনিলেন। দর্শকবৃন্দ সকলেই স্তম্ভিত, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সকলেই বিস্ময়বিহ্বল-হৃদয়ে কখন বা ভগবদ্ বিগ্রহকে প্রণাম করেন, কখন বা আচার্য শঙ্করের পদধূলি লন। ক্ষণপরে সকলের জয়ধ্বনিতে বদরীক্ষেত্র যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সকলে আনন্দে যেন আত্মহারা।

অনন্তর আচার্য যথাবিধি ভগবানের অভিষেকাদি করিয়া অর্চকগণের হস্তে সেবাভার অর্পণ করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া অদূরে ব্যাসতীর্থ অভিমুখে চলিলেন। সম্মান ও জনতা হইতে দূরে থাকাই সাধুগণের স্বভাব। যাহা হউক শঙ্করাবির্ভাবের ফলে ভগবান বদরীনারায়ণের পূজা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

ব্যাসতীর্থে ভাষ্য-রচনা

ব্যাসতীর্থ মহামুনি ব্যাসদেবের আশ্রম। এখানে ভগবান ব্যাসদেব পূর্বকালে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নিম্নে কেশবপ্রয়াগ। এখানে অলকানন্দার সহিত কেশবগঙ্গার সঙ্গম। বদরীনারায়ণের মন্দির অতিক্রম করিয়া উত্তরদিকে ক্রমোচ্চ ত্রিকোণক্ষেত্রের পূর্বপশ্চিমব্যাপী একটি বাহুরূপে অবস্থিত সেই বিশাল বিরাটকায় হিমগিরির পাদদেশে এই আশ্রম—একটি প্রকাণ্ড গুহাবিশেষ। গুহার বহির্দেশে দক্ষিণভাগে সরস্বতী দেবীর মন্দির এবং বামভাগে গণপতি দেবের মন্দির। ব্যাসদেব যখন মহাভারত রচনা করেন, তখন এই গণপতি দেব লিখিতেন এবং ব্যাসকূটের অর্থ লেখক বুঝিয়া লিখিতেছেন কি না সাক্ষ্য দিবার জন্য এই সরস্বতী দেবী তথায় উপস্থিত থাকিতেন। যেহেতু গণেশ বলিয়াছিলেন—তাঁহার লেখনী থামিলে তিনি আর লিখিবেন না এবং ব্যাস বলিয়াছিলেন—গণেশও ব্যাসবাক্য না বুঝিয়া লিখিতে পারিবেন না। অতএব সাক্ষ্য থাকিলেন সরস্বতী।

আচার্য সশিষ্য এই গুহামধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শীতকালের ছয়মাস গুহামধ্যেই আবদ্ধ থাকেন এবং অপর ছয়মাস মনুষ্যের মুখ দেখিতে পান। জ্যোতির্ধামের রাজা আচার্যের এখানে অবস্থিতির সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া

দিয়াছিলেন। সুতরাং নিরুপদ্রবে আচার্য বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল আচার্য-সমীপে নানাসম্প্রদায়ের সাধু, মহাত্মা ও পণ্ডিতবর্গের সমাগম হইতে লাগিল। এই স্থানের মাহাত্ম্যই এমন যে, নানা সম্প্রদায়ের সাধু মহাত্মাগণ এই স্থানে তপস্যাদি করিবার জন্য বাস করিতে ভালবাসিতেন। বস্তুতঃ এ সময় এখানে শৈব, পাশুপত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈখানস, পাঞ্চরাত্র, সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের প্রকৃত সাধু মহাত্মাগণই বাস করিতেছিলেন। সকলেই প্রায় আচার্য-সমীপে আসিতেন, অনেকেই নিজ নিজ মতপুষ্টির জন্য আচার্যের সঙ্গে বাদবিচারেও প্রবৃত্ত হইতেন। বিজিগীষু পরাস্ত হইতেন, বাদী সত্যোপলব্ধি করিতেন, জিজ্ঞাসু ছিন্নসংশয় হইতেন, সাধক চরিতার্থতা লাভ করিতেন। আচার্যদর্শন কাহারও নিষ্ফল হইত না, আর এই সুযোগে আচার্যেরও বিভিন্ন মতবাদের রহস্যাবগতি হইতে [illegible]।

এইভাবে আচার্য চারি বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মসূত্র, দ্বাদশ উপনিষৎ, ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম ও সনৎসুজাতীয়—এই ষোলখানি গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিলেন। ইহাতে বস্তুতঃ বেদান্তের প্রস্থানত্রয়েরই ভাষ্য বিরচিত হইল, যেহেতু ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ ন্যায় প্রস্থান, উপনিষৎগুলি—শ্রুতিপ্রস্থান এবং গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম ও সনৎসুজাতীয় গ্রন্থ—স্মৃতিপ্রস্থান বলিয়া পণ্ডিতসমাজে পরিচিত।

সনন্দনের পদ্মপাদ নাম

ভাষ্য-রচনার সঙ্গে সঙ্গে ভাষ্যপাঠও হইত। সকলেই ভাষ্য পড়িতেন, কিন্তু সনন্দন কিছু অধিক পড়িতেন। অপরে ভাষ্য একবার মাত্র পড়িলেন, সনন্দন কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে তিনবার পড়িলেন

ইহাতে কিন্তু অপর কতিপয় শিষ্যের অন্তরে একটু ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তাঁহারা তো বুঝেন না যে, বুদ্ধিমান শিষ্যকে পড়াইতে কত সুখ এবং অল্পবুদ্ধি শিষ্যকে পড়ান কত কষ্ট। গুরু যে শিষ্যকে উপদেশ দান করেন, তাহা কি কেবল গুরুরই দয়া? তাহা নহে, তাহা শিষ্যেরও আকর্ষণী শক্তির পরিচায়ক। এ কথাটি বোধ হয় এই সকল ব্যক্তি কখন ভাবিবার অবকাশ পান নাই। ফলতঃ তাঁহাদের মনে সনন্দনের উপর একটু ঈর্ষার সঞ্চার হই

আচার্য কিন্তু অবিলম্বেই ইহা বুঝিতে পারিলেন। ইচ্ছা হইল—কি করিয়া ইহা শিষ্যগণকে বুঝাইবেন। কিন্তু সত্যসংকল্পের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে কি বিলম্ব হয়? সুযোগ আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল।

একদিন সনন্দন কি উপলক্ষে অলকানন্দার পরপারে গিয়াছেন। দূরে একটি চির-তুষারের সেতু আছে। পরপারে যাইতে হইলে এই সেতু পার হইয়া অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়। আচার্য-শিষ্যগণ এপারে নিজের নিজের ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে ত্রিকোণাকৃতি উন্মুক্ত বদরীক্ষেত্রের অপূর্ব শোভা তাঁহাদিগের যেন চিত্ত হরণ করিয়া লইয়াছে। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প এমন কি কথা কহিলে শুনা যায়। কিন্তু মধ্যে বেগবতী স্রোতস্বতী অলকানন্দা পরস্পরকে যেন বহুদূরে ব্যবস্থাপিত করিয়াছে।

শিষ্যগণকে সনন্দনের মহত্ত্ব বিষয়ক পরিচয় প্রদান করিবার ইহা উত্তম সুযোগ বুঝিয়া আচার্য সহসা যেন অতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"সনন্দন! সনন্দন! শীঘ্র আইস, শীঘ্র আইস।" যেন আচার্যের কোন বিপদের আশঙ্কা হইয়াছে।

সনন্দন এতদিন গুরু সকাশে অবস্থিতি করিতেছেন, গুরুদেবকে কখনও এরূপ ব্যস্তভাবাপন্ন দেখেন নাই। শিষ্যগণ ব্যাকুল হইয়া আচার্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সনন্দন পরপার হইতে ইহা শুনিয়া "ঘুরিয়া আসিতে সময় যাইবে ভাবিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে নদীগর্ভে আসিয়া পড়িলেন এবং নদীর গভীরতাদি বিবেচনা না করিয়া একেবারেই জলমধ্যে পদবিক্ষেপ করিলেন।

কিন্তু সে স্রোতে তৃণখণ্ডও অখণ্ড থাকে না। গুরুগতপ্রাণ সনন্দনকে রক্ষা করিবার জন্য জননী জাহ্নবী দেবী সনন্দনের প্রতি পদবিক্ষেপে এক একটি অতি বৃহৎ প্রস্ফুটিত পদ্ম উৎপাদন করিলেন। সনন্দন তাহাতেই ভর করিয়া এপারে আসিলেন। শিষ্যগণ অবাক। তাঁহারা আচার্য-মুখ নিরীক্ষণ করিবেন কি সনন্দনের এই কীর্তি দর্শন করিবেন! তাঁহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

ক্ষণমধ্যে সনন্দন আসিয়া আচার্য চরণে প্রণিপাত করিয়া অতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,"ভগবন্! কি আজ্ঞা হয়?" আচার্য তখন শান্তভাবে সনন্দনের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্যমাত্র করিলেন এবং শিষ্যগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দেখ বৎসগণ! সনন্দনের উপর ভগবতীর কি কৃপা! তোমরা অদ্য হইতে সনন্দনকে 'পদ্মপাদ' বলিয়া আহ্বান করিবে।" সনন্দনকে বলিলেন "বৎস সনন্দন! তুমি অদ্য হইতে 'পদ্মপাদ' নামে পরিচিত হইবে।"

সনন্দন এতক্ষণ বিস্মিত এবং নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। এক্ষণে তিনি ব্যাপার বুঝিয়া সলজ্জভাবে পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে আচার্যের পশ্চাতে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

এইবার শিষ্যগণও তাঁহাদের দোষ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা করজোড়ে আচার্যের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন— "তোমরা পদ্মপাদের ন্যায় হইবার চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই সফল হইবে।" আহা! ধন্য সেইজন—যাঁহার এরূপ গুরুলাভ হয়।

উত্তরাখণ্ডের তীর্থসমুদ্ধার

এই ঘটনার অনতিপরেই শিষ্যগণের সমুদয় ভাষ্যগুলির অধ্যয়নও শেষ হইয়া গেল। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের পর শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রস্থানের ভাষ্য রচনা আচার্য কিছু পূর্বেই শেষ করিয়াছিলেন। এইবার শিষ্যগণকর্তৃক তাহারও অধ্যয়ন শেষ হইল। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যপাঠে প্রবৃত্ত হইলে তদুপজীব্য উপনিষৎ ও গীতা প্রভৃতিরও ভাষ্যপাঠ আবশ্যক। যেহেতু এই সকল গ্রন্থই ব্রহ্মসূত্রমধ্যে প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের অর্থবোধ না হইলে ব্রহ্মসূত্রের অর্থবোধ হইতে পারে না। ইহাদের অর্থে সংশয়াদি থাকিলে ব্রহ্মসূত্রের অর্থেও সংশয়াদি থাকিয়া যায়। আচার্য শঙ্করের কৃপায় শিষ্যগণ সে সকলই পাঠ করিলেন।

এইবার শিষ্যগণের ইচ্ছা হইল— ইহার প্রচার। যথেষ্ট উত্তম বস্তুপ্রাপ্তি হইলে সকলেরই তাহা অপরকে দিতে ইচ্ছা হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এরূপ ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। শিষ্যগণের ইচ্ছা হইল—জগতে অদ্বৈতব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞান প্রচার করেন, বেদান্তের অধ্যয়ন অধ্যাপনা উত্তমরূপে প্রবর্তিত করেন।

শিষ্যগণের এই ইচ্ছা আচার্য বুঝিতে পারিলেন। যিনি কেবলমাত্র পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধভোগের জন্য জীবনধারণ করিতেছেন তিনি আর তাহাতে বাধা দিবেন কেন? শিষ্যগণের প্রস্তাবে তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বদরীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় জ্যোতির্ধামে আসিলেন। বদরিকাশ্রমবাসী এইবার অনেকেই আচার্যের সঙ্গ গ্রহণ করিল।

এইবার আচার্যের লোকালয়ে বাস। কেবল লোকালয়ে বাস কেন— রাজধানীতেই বাস। চারি বৎসর ব্যাসগুহায় বাস-কথা ও আচার্যচরিত শ্রবণ করিয়া দেশবাসী সকলেই তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং এখন মহারাজা মহারাণী হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্র, গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। কোন চন্দ্রাতপের নিম্নে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, কোন চন্দ্রাতপের তলে দলে দলে লোক সকল ভাষ্য গ্রন্থাদির প্রতিলিপি করিতেছেন, কোন বৃক্ষতলে ইতরসাধারণগণ সন্ন্যাসিগণের উপদেশ শ্রবণ করিতেছে। কোথাও বা

আচার্য-সঙ্গিগণের জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইতেছে—জ্যোতির্ধামে ইহা এক অপূর্ব দৃশ্য হইয়া উঠিল।

আচার্য কিন্তু ইহার মধ্যে থাকিয়াও যেন নাই। দৃশ্যবর্জনস্বভাব তাঁহাকে সেই নির্গুণভাব হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হইতে দেয় নাই। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনাভ্যাস তাঁহাকে দ্বৈতরাজ্যে আসিতেই দেয় নাই। তিনি পূর্বাভ্যস্ত সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করিয়াই সকলরূপ ব্যবহার সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দেবদর্শনান্তে নিত্যই আচার্যের দর্শন করিতে আসেন। আচার্যের উপদেশ শুনিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইতেন যে, তিনি এক্ষণে দেশময় বিদ্যাচর্চা, সদাচার এবং দেবপূজার প্রবর্তনে প্রজাবর্গকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। গৃহস্থগণকে পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হইতে আদেশ করিলেন। যে সকল স্থানে বৌদ্ধপ্রাধান্য বা তান্ত্রিকাচারের প্রাবল্যবশতঃ দেবমন্দিরাদি পূজাশূন্য হইয়াছিল, তাহাতে আবার পূজার প্রবর্তন করাইলেন বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া বেদগ্রন্থ এবং আচার্যের রচিত বেদান্ত ভাষ্যগুলি লিখাইবার ও প্রচার করিবার আয়োজন করিলেন। দেশময় যেন একটা মহা ধর্মান্দোলন উপস্থিত হইল। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তান্ত্রিক ও বৌদ্ধধর্ম-প্লাবিত উত্তরাখণ্ডে আবার বৈদিকধর্মের ধ্বজাপতাকা শোভিত হইল

নিতান্ত বিরক্তস্বভাব সন্ন্যাসিগণের অধিকদিন রাজধানীতে বাস ভাল লাগিবে কেন? একাদিক্রমে চারিবৎসর নির্জন ব্যাসগুহায় বাস করিবার পর কি রাজধানীতে বাস তাঁহাদের প্রিয় বোধ হয়? এইবার শিষ্যগণের হৃদয়ে উত্তরাখণ্ডের পুরাণবর্ণিত তীর্থগুলি দেখিবার ইচ্ছা হইল। সুতরাং আচার্যেরও তাহাই হইল।

জ্যোতির্ধামের মহারাজ ইহা শুনিতে পাইলেন। তিনি আচার্যের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য এবং এই সঙ্গে দেশের তীর্থগুলির সংস্কার করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। সুতরাং মহারাজও আচার্যের সঙ্গী হইলেন। ভগবদিচ্ছা এইরূপেই পূর্ণ হয় এবং ভগবৎ-সেবকের সর্বত্র এইরূপই সুবিধা হইয়া থাকে।

বদরীক্ষেত্রের পরই কেদারক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এদেশে বিশেষভাবে শ্রুত হইয়া থাকে। সুতরাং শিষ্যগণ আচার্য-সঙ্গে এইবার কেদারনাথে যাইবার সংকল্প করিলেন। আচার্যকে তাঁহারা যাহা বলেন, আচার্য সহাস্যবদনে তাহাতেই উৎসাহসহকারে সম্মতি দেন। তাঁহার যাওয়া, না যাওয়া সবই সমান। সুখদুঃখ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি সকলই তুল্য।

বদরী হইতে কেদারের পথ অতীব দুর্গম। পথিমধ্যে বহু তীর্থ অবস্থিত। বহু উচ্চ পর্বত অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। সুতরাং রাজকর্মচারিগণ আগে আগে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে চলিয়াছেন। মহারাজা, আচার্য ও শিষ্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন।

এইরূপে সকলে নন্দপ্রয়াগের পথ ধরিয়া কল্পেশ্বর নামক তীর্থে আসিলেন পঞ্চকেদারের মধ্যে ইহা পঞ্চম। অনন্তর গোপেশ্বর, অনসূয়া দেবী, রুদ্রনাথ নামক চতুর্থ কেদার এবং তুঙ্গনাথ নামক তৃতীয় কেদারে সকলে আসিলেন। তুঙ্গনাথের ব্রাহ্মণগণ আচার্যকে দেখিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহারা পরে এখানে একটি আচার্যের প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

তুঙ্গনাথ ত্যাগ করিয়া বাণরাজার রাজধানী শোণিতপুরে সকলে আসিলেন। তৎপরে সকলে বাণরাজার কন্যা উষার তপস্যাস্থানে আসিলেন। ইহা মান্ধাতা রাজারও তপস্যাস্থান। শ্রীকৃষ্ণ এখানে উষাহরণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর সকলে গুপ্তকাশী আসিলেন। তথায় বিশ্বনাথ প্রভৃতি দেবদর্শন করিয়া কালীপীঠ, তৎপরে মধ্যমেশ্বর নামক দ্বিতীয় কেদার দর্শন করিয়া নারায়ণ-স্থান নামক স্থানে আসিলেন।

অতঃপর মহিষমর্দিনী, শাকম্ভরী, ত্রিযুগীনারায়ণ, সোনপ্রয়াগ, মস্তকহীন গণেশ নামক তীর্থ সকল দর্শন করিয়া সকলে গৌরীকুণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৌরীকুণ্ড গৌরীর তপস্যার স্থান। এখানে একটি তপ্ত জলকুণ্ড ও একটি শীতল জলকুণ্ড আছে। কেদারের শীত যাহারা সহ্য করিতে পারে না, তাহারা এখানে অবস্থিতি করিয়া নিত্য কেদারেশ্বরের দর্শন করিয়া থাকে। এখানে গৌরী কার্তিকেয়কে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে কেদারক্ষেত্রের আরম্ভ। এইস্থানেই [illegible] সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গৌরীকুণ্ড পরিত্যাগ করিয়া চীরবাসা ভৈরব, তৎপরে ভীমসেন স্থান হইয়া কেদারে আসিতে হয়।

কেদারনাথে শঙ্কর

কেদার একটি ত্রিকোণ ভূমি ক্ষেত্র। বদরীক্ষেত্র অপেক্ষা এখানে শীত অনেক অধিক এবং ইহা অত্যধিক নির্জন। এখানকার বায়ু এত তরল যে, শ্বাসপ্রশ্বাস যেন আপনি বন্ধ হইয়া আসে। এখানেও বহু তীর্থ বর্তমান এবং প্রত্যেকের মাহাত্ম্যও অনন্ত। ভগবান কেদারেশ্বর এখানে অতি জাগ্রত। এখানে অতি অল্প তপস্যাতেই আশুতোষ তুষ্ট হন। স্বর্গদ্বারের পথে ইহা তৃতীয় দ্বার। ইহারই পর

স্বর্গারোহণ পর্বত। পাণ্ডবগণ এই স্থান হইতেই মহাপ্রস্থানে গমন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী, নকুল, সহদেবের পতনস্থান, এই স্থান হইতে দূরে দৃষ্ট হয়। এখানে পরমেশ্বর যেন সকল ঐশ্বর্য বর্জিত হইয়া শুদ্ধরূপে বিরাজমান।

সশিষ্য আচার্য, তৎপরে উত্তরাখণ্ডের মহারাজ প্রভৃতি যথাবিধি ভগবানের পূজাদি করিলেন এবং স্থানের গুণে সকলে যেন স্বতঃই আত্মস্থ হইয়া যাইতে লাগিলেন। যাহার জন্য কত যোগাদির সাধনা করিতে হয়, শিষ্যগণ আজ যেন তাহা অনায়াসেই লাভ করিলেন।

তপ্ত বারিধারা আনয়ন

কিন্তু যতক্ষণ দেহ, ততক্ষণ দেহবোধ বিস্মৃত হওয়া সহজ নহে। বাধা না থাকিলে অনেক সময় অনেকের দেহবিস্মরণ হয় বটে, কিন্তু দারুণ শীতোষ্ণমধ্যে প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে সেরূপ করিতে কয় জন সমর্থ হয়? আচার্য দেখিলেন—শিষ্যগণ কেদারের শীতে যারপরনাই কাতর হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের তিতিক্ষা-শক্তি আর যেন কুলাইতেছে না।

করুণার অবতার আচার্য শঙ্কর তাঁহাদের বাসস্থলের সমীপে কোথায় তপ্ত বারিধারা আছে তাহার অন্বেষণার্থ ধ্যানস্থ হইলেন। পার্বত্য প্রদেশে এ বস্তু বাস্তবিক দুর্লভ নহে। অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিতে পারিলে—বিশেষতঃ এই সব স্থলে, সহজেই তাহা পাওয়া যায়। প্রকৃত ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। আচার্য যোগদৃষ্টিতে নিকটেই উহা দেখিতে পাইলেন এবং শিষ্যগণকে সেই স্থান নির্দেশ করিয়া তুষারাদি অপসারণ করিতে বলিলেন। রাজভৃত্যগণ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এই কার্যে ব্যাপৃত হইল এবং অতি অল্পায়াসেই কেদারে তুষারমধ্যে তপ্ত বারিধারা লব্ধ হইল। শিষ্যগণ শীতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন। সদগুরুসঙ্গে শিষ্যের কোন কষ্টই থাকে না।

গোমুখীর পথে

কেদারে এই ভাবে মাসাধিক কাল অবস্থিতি করিয়া সকলের ইচ্ছানুসারে আচার্য এইবার ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থল গোমুখীর উদ্দেশে চলিলেন। কিন্তু এজন্য পুনরায় গৌরীকুণ্ডে আসিয়া ত্রিযুগীনারায়ণ আসিতে হয়। তৎপরে বৃদ্ধকেদার প্রভৃতি কতিপয় দুর্গম তীর্থের ভিতর দিয়া চিরতুষারাবৃত বহু অত্যুচ্চ শৈলশৃঙ্গ অতিক্রম করিতে হয়।

এইভাবে ক্রমে প্রায় একপক্ষকাল পথ চলিয়া সকলে ভাগীরথীতীরে আসিলেন। এখানে ভাগীরথীর শোভা অতি অপূর্ব। যেন এরূপ ইতঃপূর্বে আর

কখনও দৃষ্ট হয় নাই। অতঃপর এই ভাগীরথী-তীর ধরিয়া ক্রমে সকলে গঙ্গোত্রী নামক স্থানে আসিলেন। গোমুখী যাইবার পথে এই পর্যন্ত লোকের বসতি। ইহার পর আর লোকের বসতিস্থান নাই। শীত এখানে প্রায় কেদারনাথের মতো। তথাপি সকলে গোমুখীর দিকেই অগ্রসব হইলেন।

গোমুখী-দর্শন

সশিষ্য আচার্য, মহারাজ ও তাঁহার অনুচরবর্গ এবং বহু তীর্থযাত্রী গোমুখী যাত্রা করিলেন। সেখানে একটু শব্দ হইলে পর্বতগাত্র হইতে তুষার পিণ্ড স্খলিত হইয়া পড়ে। জীবনের আশঙ্কা পদে পদে। এজন্য প্রায় লোকে সেখানে যায় না।

গোমুখী আসিয়া আচার্য দেখিলেন—চিরতুষারাবৃত পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া বহু উচ্চ হইতে যেন একটি গোমুখাকৃতি স্থানের ভিতর দিয়া অতি নির্মল বারিধারা নির্গত হইতেছে। এই পর্বতেব শিখরে অতি বৃহৎ বিন্দু-সবোবর অবস্থিত। উহা চিরকালই তুষাবদ্বারা আবৃত থাকে। পুরাণের বর্ণনায আছে, এই স্থলেই স্বর্গ হইতে গঙ্গা ভূপৃষ্ঠে পতিতা হইয়াছেন।

গঙ্গোত্রীতে দেবতা-স্থাপন

যথারীতি তীর্থকৃত্য কবিয়া অনতিবিলম্বে সকলে গঙ্গোত্রী অভিমুখে ফিবিলেন, যেহেতু এখানে বাস অসম্ভব। পথিমধ্যে তুষারপাতে বহুবার অনেকেরই প্রাণসংশয় হইযা উঠিল। ভগবৎকৃপায় আব মহাপুরুষ সঙ্গবশতঃই বোধ হয় তাঁহাদেব প্রাণহানি ঘটিল না। কিন্তু স্থানীয লোক সকলের মুখে শুনিলেন—গোমুখী যাত্রীব অনেকেই এই পথে প্রাণ হাবায়।

গঙ্গোত্রী আসিয়া আচার্য-হৃদয়ে কি উদয হইল। তিনি সেই স্থলে একটি শিবলিঙ্গ এবং একটি গঙ্গাদেবীব মূর্তি স্থাপিত করিবাব জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন "যাত্রিগণ এই পর্যন্ত আসিয়া এই দেবতাদর্শন করিলে তাহাদের গোমুখীদর্শনেব ফল হইবে। অতঃপর আব যেন কেহ অগ্রসব না হয়।"

মহারাজের ইঙ্গিতে দেবতাস্থাপন অবিলম্বেই হইয়া গেল। মন্দির গঠন-কার্যও আরম্ভ হইল। আচার্য কিছু দিন এখানে থাকিয়া সকলের ইচ্ছানুসারে এইবার দক্ষিণদিকে ভাগীরথী তীরবর্তী উত্তরকাশীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

উত্তরকাশীতে বাস

কয়েক দিন পথ চলিয়া আচার্য সকলের সঙ্গে উত্তরকাশীতে আসিলেন। এখানে কাশীধামের সকল দেবদেবীই আছেন, গঙ্গাও উত্তববাহিনী। স্থানটি একটি

ক্ষুদ্র সমতল-ক্ষেত্র। চারিদিকে গগন-স্পর্শী উচ্চ শৈল-শিখর। সাধকের সাধনার যেন একটি গুপ্তস্থল।

এই সময় আচার্যের ষোড়শ বৎসর সম্পূর্ণপ্রায়। তাঁহার মনোভাব যেন কিরূপ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি যেন আর ভ্রমণে প্রস্তুত নহেন। শিষ্যগণও যেন ক্লান্ত পথশ্রান্ত। জ্যোতির্ধামের মহারাজ, আচার্য ও তাঁহার শিষ্যগণের এইরূপ বিশ্রামপ্রিয়-ভাব দেখিয়া আচার্যের নিকট রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি চাহিলেন। আচার্য যাহা ঘটে তাহারই জন্য যেন সদাই প্রস্তুত। তিনি পরম প্রীতিসহকারে মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। মহারাজ দেশের মধ্যে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া গৃহে ফিরিলেন। এইরূপে আচার্যের আগমন-উপলক্ষে উত্তরাখণ্ডের যাবতীয় তীর্থের পুনঃসংস্কার সাধিত হইল—বৈদিক মতে আবার দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি প্রচলিত হইল।

ব্যাসদর্শন ও শঙ্করের ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্তি

আচার্য সর্বসংকল্পপরিশূন্য হইয়া নিশ্চিন্তমনে উত্তরকাশীতে বাস করিতেছেন। শিষ্যগণের আগ্রহে কেবল তাহাদিগকে অধ্যাপনা করেন, আর কোন কথাই বলেন না। শিষ্যগণের জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইবার জন্য পূর্বে যেরূপ একটা উৎসাহ দেখা যাইত, এখন আর তাহার কিছুই নাই। জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দেন। কেবল যেন সমাধিস্থ থাকিবার ইচ্ছা। প্রসঙ্গক্রমে যদি কোন কথা বলেন – তাহা হইলে তাহা কি করিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিতে হয়, অথবা জ্ঞানিগণ শরীররক্ষার্থ ভিক্ষাটনাদি যাঁহা করেন তাহা তাঁহাদের প্রারব্ধভোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে—দেহরক্ষার যে প্রবৃত্তি, তাহাও অজ্ঞানের ফল—ইত্যাদি বিষয়ে। আচার্য এখন এইরূপ কথাভিন্ন অন্য কোন কথাই প্রায় কহেন না।

কাশীবাস করিতে করিতে আচার্যের এই ভাবান্তর পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্যগণ সকলেই লক্ষ্য করিলেন। তন্মধ্যে গুরুগতপ্রাণ পদ্মপাদের ভাবনা কিছু বিশেষ আকার ধারণ করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—সহসা আচার্যের কেন এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল! আচার্য কি নির্বাণলাভের আয়োজন করিতেছেন?

পদ্মপাদ আচার্যের বাল্যজীবনের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি তাহা স্মরণ করিয়া স্থির করিলেন—আচার্যের এই ভাবান্তরের কারণ আর কিছুই নয়—ইহা তাঁহার ষোড়শ বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া এইজন্যই বোধ হয় তাঁহার নির্বাণলাভের প্রবৃত্তি হইয়াছে। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার জীবনসংশয়ের কথা ছিল, তাহা কুম্ভীর-আক্রমণে পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার

যে জীবনসংশয়ের কথা আছে, তাহাই তাঁহার এই দেহত্যাগের বাসনারূপে প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানিগণ পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধবশে জীবনধারণ করেন, তাঁহার তাহা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। কারণ, বেদান্তের ভাষ্যরচনা এবং আমাদিগকে শিক্ষাদ্বারা গুরুগোবিন্দপাদ এবং বিশ্বনাথের আদেশও প্রতিপালিত হইয়াছে; তাঁহার আর কর্তব্য তো নাই। তিনি আর কি জন্য দেহভার বহন করিবেন? তাহার পর জ্ঞান এবং যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া বাসনাক্ষয়ও হইয়াছে, অনেক অদ্ভুত ক্ষমতাও জন্মিয়াছে। সেইজন্যই বোধ হয়—তাঁহার নিজেরই মনে উদিত নির্বাণবাসনার ফলে দেহত্যাগে প্রবৃত্তি হইয়াছে। যোগসিদ্ধ ব্যক্তি যে প্রারব্ধভোগ করেন, তাহা নিজ ইচ্ছাতে জ্ঞাতসারেই করেন। প্রারব্ধে অন্যথা করিবার শক্তি থাকিলেও তাঁহাদের সেরূপ ইচ্ছাই হয় না। যাহা হউক আচার্যকে এখনই নির্বাণলাভ করিতে আমরা দিব না। আমরা যেমন করিয়া পারি—তাঁহাকে দেহত্যাগে বাধা দিব। আমরা তাঁহাকে অধ্যাপনাকার্যেই ব্যাপৃত রাখিয়া নির্বাণচিন্তা হইতে বিরত রাখিব।

এইরূপ স্থির করিয়া পদ্মপাদ অপর শিষ্যগণ সহ ভাষ্যাধ্যয়নে অধিকতর বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু অন্যদিকে বিধাতাও তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি ব্যাসদেবের মনে ইচ্ছার উদ্রেক করিলেন।

ব্যাসদেবের মনে ইচ্ছা হইল—আচার্যের দ্বারা জগতে বৈদিকধর্মের আরও উত্তমরূপে প্রচার করাইতে হইবে—বেদান্তসিদ্ধান্তকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সর্বসমক্ষে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। আর এই সময়ে ভগবান শঙ্কর আচার্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার বেদান্তসূত্রের যে ভাষ্য করিবেন, তাহা ব্যাসদেবের জানাই ছিল। সুতরাং তিনি তাঁহার গ্রন্থের ভাষ্য দেখিতে এবং আচার্যকে আরও কিছুদিন জগতে রাখিবার অভিপ্রায়ে ছদ্মবেশে আচার্যসমক্ষে অ যা উপস্থিত হইলেন।

ব্যাসদেবের সহিত বিচার

একদিন প্রাতঃকালে আচার্য শিষ্যগণকে ভাষ্য পড়াইতেছেন। এমন সময় এক অতিবৃদ্ধ পলিতকেশ ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 'বৃদ্ধব্রাহ্মণ' দেখিয়া পাঠ বন্ধ করিয়া সকলে সসম্মানে তাঁহাকে আসন দিলেন। ব্রাহ্মণ আসনগ্রহণ না করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"এখানে কে একজন ব্রহ্মসূত্র অধ্যাপনা করিতেছেন—শুনিতেছি; তিনি কোথায়? আপনারা কি জানেন?"

শিষ্যগণ আচার্যকে প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"ইনিই সেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য, আমাদের গুরু এবং আচার্য।"

বৃদ্ধব্রাহ্মণ একটু তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন—"আঃ, 'ভাষ্যকার' শব্দটি প্রয়োগ করা কেন? কলিকালে আবার ভাষ্যকার!"

বৃদ্ধের ভাবভঙ্গী ও বাক্য শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। আচার্য তখন আসন ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধকে আসন দিলেন। তেজস্বিগণের তেজ এইরূপেই সকলের নিকট সম্মান আকর্ষণ করে। ব্রাহ্মণ আসন গ্রহণ করিয়া আচার্যকে বসিতে বলিলেন। উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন, ক্রমে শিষ্যগণও উভয়কে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। সকলে উদ্‌গ্রীব ; বৃদ্ধ কি বলেন—শুনিবেন।

অন্যকথা না কহিয়া বৃদ্ধ একেবারেই বলিলেন—"আপনাকে ইঁহারা সকলে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার বলিতেছেন; আচ্ছা, বলুন দেখি, তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ প্রথম সূত্রের অর্থ কি?"

আচার্য স্বভাবসুলভ প্রসন্নগম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—"জীব যখন দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তরগ্রহণের জন্য যায়, তখন সে দেহবীজ যে সূক্ষ্মভূত, সেই সূক্ষ্মভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যায়। শ্রুতিতে এই বিষয়ে প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর আছে। তাহারই দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লাভ হইতে পারে। অতএব পূর্বপক্ষে পাওয়া যায় যে, ভূতসূক্ষ্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত না হইয়া নিরাধারভাবে প্রাণাদির গমন সম্ভবপর হয় বলিয়া মুক্তিসাধনকালে বৈরাগ্যের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে পাওয়া যায় যে, ভূতসূক্ষ্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যায় বলিয়া মুক্তির সাধনে বৈরাগ্যের আবশ্যকতা আছে।"

বৃদ্ধ অমনি আপত্তি করিলেন। আচার্যও তাহার উত্তর দিলেন। বৃদ্ধ আবার আপত্তি করিলেন, আচার্যও তখনই তাহার উত্তর দিলেন। এইরূপে বৃদ্ধ যতই আপত্তি করেন, আচার্য ততই উত্তর দেন। বৃদ্ধের আপত্তির বিরাম নাই। আচার্যের উত্তরেরও অভাব নাই।

প্রসঙ্গক্রমে নানা বিচারেরই অবতারণা হইল। সমগ্র বেদান্তসূত্রেরই আলোচনা হইতে লাগিল। জীব, জগৎ, মুক্তি ও ব্রহ্মের স্বরূপ, কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড প্রভৃতি সকল কথাই উঠিল। কেবল প্রশ্ন, আর কেবলই তাহার উত্তর। আচার্য উত্তরমাত্র দান করিয়া চুপ করেন। আর বৃদ্ধ তাহাতে প্রশ্ন করেন। আপত্তি ও উত্তর ভিন্ন আর কোন কথাই নাই। উভয়ের গাম্ভীর্য, উভয়ের বিচার-পটুতা ও পরিমিতভাষিতা দর্শনীয় বিষয় হইল।

শিষ্যগণ এ পর্যন্ত এরূপ বিচার শুনেন নাই। আচার্যের এরূপ প্রতিভাও দেখেন নাই, আর অপরের এরূপ বিদ্যাবত্তাও দেখেন নাই। সকলেই যেন কাষ্ঠ

পুত্তলিকার ন্যায় নীরব নিস্পন্দ। ক্রমে মধ্যাহ্ন সমুপস্থিত হইল। মস্তকোপরি মার্তণ্ডদেব সকলকেই তাপিত করিয়া তুলিলেন। বৃদ্ধ তখন—"আচ্ছা, কল্য হইবে" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং গঙ্গাস্নানাদি করিয়া যে দিক হইতে আসিয়াছিলেন সেই দিকেই প্রস্থান করিলেন। আচার্য-প্রমুখ সকলেই তাঁহাকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। বিদ্যার আদর কোথায় নাই?

পরদিন প্রভাত হইল। আচার্য অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকাল পরেই ব্রাহ্মণ পূর্ববৎ দেখা দিলেন। আচার্য প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে পূর্ববৎ অভ্যর্থনা করিয়া আসন দিলেন। বৃদ্ধ আসন গ্রহণ করিয়াই বিচারারম্ভ করিলেন, আচার্যও হাসিতে হাসিতে তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে অন্য কথা নাই, বিস্ময় বা ঔৎসুক্য কোন পক্ষেই নাই। বিশেষ এই যে, বৃদ্ধের দম্ভপূর্ণ আগ্রহ, আর আচার্যের প্রফুল্ল ঔদাসীন্য ভাব।

এইভাবে সপ্তাহ অতীত হইল। কোন পক্ষই দুর্বল নহেন। উভয়েই যেন বিদ্যার অনন্ত প্রস্রবণ। কাহারও ন্যূনতা নাই। শিষ্যগণের সম্মান-জ্ঞান উভয়ের প্রতি সমানভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। সাতদিন এইরূপ তুমুল বিচার হইতেছে, আচার্য বিচারান্তে কাহাকেও কোন কথাই বলেন না। এত বড় একটা বিচার হইতেছে, তাহার কোন চিহ্নই আচার্যে পরিলক্ষিত হয় না। উভয়ের পূর্বেও যে ভাব এখনও সেই ভাব। বাধা না পাইলে তিনি স্বস্বরূপে বিভোর হইয়া যান।

অদ্য কিন্তু পদ্মপাদ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি আচার্য চরণপ্রান্তে বসিয়া সুযোগ বুঝিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভগবন্‌! এ বৃদ্ধটি কে? এরূপ বিদ্যাবত্তা তো এ পর্যন্ত দেখি নাই। এ যেন সাক্ষাৎ বেদব্যাস। এত বেদ কণ্ঠস্থ তো দেখা যায় নাই। আচ্ছা! ব্যাসদেব তো ছলনা করিতে আসিতেছেন না?"

আচার্য হাসিয়া বলিলেন—"পদ্মপাদ! সত্য বলিয়াছ। ইনি সেই ব্যাসদেব ভিন্ন আর কেহই নহেন। আচ্ছা! অদ্য যদি আসেন তো অগ্রে তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিব।"

বিচারের অষ্টম দিন প্রভাত হইল। আচার্য শিষ্যগণ-পরিবৃত হইয়া যথারীতি অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময় সেই বৃদ্ধের আগমন হইল। সকলে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পূর্ববৎ অভ্যর্থনা করিয়া আসন প্রদান করিলেন।

বৃদ্ধ আসিয়াই প্রশ্ন করিলেন। আচার্য তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

"মহাত্মন্! আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, কিন্তু একটি নিবেদন আছে। আমার এই শিষ্যটি কল্য আমায় বলিতেছিলেন—আপনি বোধ হয় সেই মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, আমাদিগকে ছলনা করিবাব জন্য আসিতেছেন। ইহা কি ঠিক?

বৃদ্ধ তখন হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ, আপনাদিগের অনুমান সত্য।"

আচার্য তখন তাঁহাকে সেই আদিগুরুব সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিলেন "ভগবন্! যদি কৃপা করিয়া আসিয়াছেন, তবে স্বীয় স্বরূপ প্রদর্শন করুন, আমরা আমাদের সেই পবমপবাৎপব গুরুদেবেব পূজা করিয়া ধন্য হই।"

বৃদ্ধ এইবার ধরা পড়িলেন। হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সেই পুরাণবর্ণিত রূপ ধারণ করিলেন। সেই কৃষ্ণকায়, বিশালবপু, জটাভারবিলম্বিত রূপ প্রদর্শন করিলেন। তখন আচার্য শঙ্কব হইতে আরম্ভ করিয়া আচার্যের যাবতীয় শিষ্য একে একে ভগবান ব্যাসচরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম ও পূজা করিলেন। সকলেই ধন্য হইলেন।

আচার্য তখন প্রফুল্ল চিত্তে বলিলেন—"ভগবন্! আপনারই সূত্রের ভাষ্য করিয়াছি, সুতরাং আর বিচারের কি প্রয়োজন? আপনি ভাষ্যখানির প্রতি দৃষ্টি করুন, যদি অভিমত হয় প্রচারিত হইবে, নচেৎ বিলুপ্ত হউক।"

এই বলিয়া আচার্য ভাষ্যখানি ব্যাসদেবের হস্তে প্রদান করিলেন। ব্যাসদেবও সানন্দচিত্তে উহা গ্রহণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। উত্তরকাশীতে যেন পুনঃ দ্বাপরযুগ ফিরিয়া আসিয়াছে। ব্যাসসহ ঋষিগণ যেন বেদবিদ্যা চর্চা করিতেছেন।

ব্যাসদেব ভাষ্য পড়িতে লাগিলেন। মুখে কখন আনন্দ, কখন বিস্ময়, কখন বা অভিনিবেশের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। আচার্য ও তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই স্থির, কাহারও কোনরূপ উৎকণ্ঠা নাই বা কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই। সময়ের জ্ঞান সকলেরই যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ব্যাসদেব ক্রমে ক্রমে দ্রষ্টব্য সকল স্থলগুলিই দেখিয়া ফেলিলেন এবং নিতান্ত আনন্দ সহকারে বলিলেন "ভগবান্ শঙ্কব অবতারত্ব গ্রহণ করিয়া আমার সূত্রের ভাষ্য করিবেন ইহা আমি জানিতাম, এক্ষণে আপনিই সেই তিনি কি না, জানিবার জন্য এবং আমার সূত্রের ভাষ্য কিরূপ হইল দেখিবার জন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। তা' ভাষ্য আপনার উপযুক্তই হইয়াছে। আমার আশা যথার্থই সম্যকরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। স্থলে স্থলে আমার অভিপ্রায়ের অতিরিক্ত বিষয়ও সন্নিবিষ্ট হইতে দেখিলাম এবং কোন কোন স্থলে আমার সূত্রের প্রতি কটাক্ষও করা হইয়াছে।

আমি কিন্তু ইহাতে অত্যধিক পরিতুষ্টই হইয়াছি। যেহেতু সূত্র বলিয়া আমি আমার মনোভাব অনেকস্থলে সম্যক্ ব্যক্ত করি নাই। মুখে মুখে সে সকল বিচার শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়াছিলাম। যেসব স্থলে সূত্রের স্পষ্টতা ধরিলে ভ্রমই হইবার সম্ভাবনা, আর দার্শনিকগণ সাম্প্রদায়িক শিক্ষার অভাববশতঃ সেই সকল স্থলে অনেকে তাহাই করিয়া থাকেন, সেই সব স্থলেই আপনি সূত্রের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। ইহাতে আমার আনন্দ অত্যন্ত অধিক হইতেছে। আপনি শঙ্কর-অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই আমার সূত্রের এই ন্যূনতা এবং অস্পষ্টতা সাধারণের নিকট ভাষ্যদ্বারা দূর করিতে পারিলেন। আপনার এই জন্ম কর্মকথা আমি হিমালয়ে এক যজ্ঞকালে প্রকাশ করিয়াছিলাম। আপনি বোধ হয় আপনার গুরু গোবিন্দপাদের মুখে তাহা শুনিয়াছেন। গোবিন্দপাদ ও তাঁহার গুরু গৌড়পাদপ্রভৃতি আমারই শিষ্যসম্প্রদায়। গৌড়পাদ আমার পুত্র শুকের নিকট সাক্ষাৎ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আপনি সুতরাং আমারই মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ফলে আমার সূত্রদ্বারা জগতে এবার প্রকৃত বৈদিকধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে সূত্ররচনার শ্রম আমার সফল হইল। আমি আশীর্বাদ করিতেছি—আপনার ভাষ্য জগতে অক্ষয় অমর হইয়া থাকিবে।"

আচার্য শঙ্কর তখন মস্তক অবনত করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন—ভগবন্। তাহা হইলে আমার কার্য শেষ হইয়াছে।

ব্যাসদেব ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"কিন্তু হে শঙ্কর! আর একটি কর্ম অবশিষ্ট আছে। ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ প্রস্থানত্রয়ের এক বেদান্তের 'ন্যায়প্রস্থান' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রুতি ও স্মৃতি নামক বেদান্তের আরও দুইটি প্রস্থান আছে। সেই প্রস্থানদ্বয়ের ভাষ্য না করিলে সূত্রভাষ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অতএব আপনাকে সে কার্যটিও করিতে হইবে। তাহার পূর্বে আপনার কার্য শেষ হইতে পারে না।

আচার্য তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—ভগবন্। আপনার আশীর্বাদে তাহাও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেখিবেন কি?"

এই বলিয়া আচার্য শঙ্কর তাহাও ব্যাসদেবের হস্তে দিলেন। ব্যাসদেব আগ্রহসহকারে ভাষ্যগুলি দেখিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেক গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থলগুলি দেখিয়া বলিলেন—"হাঁ, সকলই সম্পন্ন হইয়াছে দেখিতেছি। আপনার কার্যে কে আর অবশিষ্ট তো দেখি না।"

আচার্য শঙ্কর তখন বলিলেন—"তবে অনুমতি করুন—আমি স্বস্বরূপে অবস্থিত হই, বৃথা দেহসম্বন্ধ পালন করিবার আর প্রয়োজন কি?"

ব্যাসদেব ইহা শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইলেন। পরে ঈষৎ হাস্য করিলেন। কারণ, তিনি যে শঙ্করকে আয়ুদান করিতেও আসিয়াছেন। শিষ্যগণ কিন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ক্ষণপরে ব্যাসদেব বলিলেন—"না, আপনি ওরূপ কর্ম এখন করিবেন না। আপনার কার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। একটি মহৎ কর্মই অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহা আপনি ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। এখনও ভারতের প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবর্গকে বিচারে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করা হয় নাই। নচেৎ জনসাধারণ বেদান্তার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। মহৎ লোক যাহা করেন, সাধারণ ব্যক্তি তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। অতএব আপনি এখন দেহত্যাগ করিবেন না।"

আচার্য বলিলেন—"ভগবন্! আমার ষোড়শবৎসর পূর্ণ হইয়াছে। বিশেষ কোন দৈব-নির্বন্ধ না হইলে এই সময়ই আমার দেহান্ত হইবার কথা। আর কিছুদিন হইতে আমার মনে কেবলই দেহত্যাগের প্রবৃত্তিও উদিত হইতেছে। অতএব আপনার সমক্ষে সমাধিযোগে আমি দেহত্যাগই করি—আপনি আমায় অনুমতি দিন। আপনারা জগতের হিতসাধন করুন। আপনারা ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন? আপনি তো এই জন্যই চারিযুগেই বর্তমান থাকিবেন। আর আপনার কৃপা হইলে এই শিষ্যগণও সেই প্রচারকর্ম করিতে পারিবেন। আমার আর দেহধারণ করিবার ইচ্ছা হইতেছে না।"

ব্যাসদেব তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হুঁ, আপনার ষোড়শ বৎসরে যে জীবনসংশয়, তাহা আপনার স্বেচ্ছাজনিত প্রারব্ধ। আপনি এ সময় নিজেই ইচ্ছা করিয়া দেহত্যাগ করিতে চাহিবেন। জ্ঞানের পূর্ণতায় এইরূপই হয়। আমি ইহা বুঝিয়াই আপনাকে আরও কিছুদিন এ সংসারে রাখিতে আসিয়াছি। এ কার্য অপর কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়। এ কার্য করিতে হইলে বিশেষ শক্তির আবশ্যকতা। আমার আশীর্বাদে আপনি আরও ষোড়শ বৎসর জগতে থাকিবেন, ইতোমধ্যে আপনার দেহান্তকারী এমন কিছুই ঘটিবে না। অতএব আপনি প্রথমে কর্মবাদের অগ্রণী দিগ্বিজয়ী কুমারিল ভট্টাদিকে পরাজিত করুন। তৎপরে অপরাপর পণ্ডিতবর্গকে পরাজিত করিবেন। বৌদ্ধ, জৈনপ্রভৃতি অবৈদিক মতাবলম্বী পণ্ডিতবর্গকে কুমারিলই পরাজিত করিয়াছেন। অতএব সে দিকে আর আপনাকে বেশি মনোনিবেশ করিতে হইবে না। কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি আপনার মত গ্রহণ করিলে ভারতবাসী প্রায় সকলেই আপনার মত গ্রহণ করিবে।"

আচার্য ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। বোধ হয় ভাবিলেন—ইহাই তাঁহার আয়ুবৃদ্ধির পক্ষে দৈবনির্বন্ধ। লগ্নস্থ বৃহস্পতির দ্বারা তাঁহার আয়ুবৃদ্ধির কথা। গুরুই বৃহস্পতি, তাই আমাদের সম্প্রদায়ের সেই আদিগুরু ব্যাসদেবের আশীর্বাদে আয়ুবৃদ্ধি হইল। অতঃপর তিনি মৃদুস্বরে উদাসীনভাবে বলিলেন—"আচ্ছা, আপনার যেরূপ আজ্ঞা হয় তাহাই হইবে।"

শিষ্যগণের এখন আর আনন্দ ধরে না। পদ্মপাদ আনন্দে আত্মহারা। তিনি অগ্রে গিয়া ব্যাসদেবের পদধূলি লইলেন এবং তৎপরে আচার্যকে প্রণাম করিলেন। অপর শিষ্যগণও একে একে তাহাই করিলেন। সকলের মহা আনন্দ। আচার্য শিষ্যগণের আনন্দ দেখিয়া ঈষৎ হাস্যমাত্র করিলেন।

এদিকে মধ্যাহ্ন অতীত, অপরাহ্ন সমাগতপ্রায়। কাহারও ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই। সময়ের জ্ঞান সকলেরই বিলুপ্ত। ব্যাসদেব গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং সকলকে আশীর্বাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলেন। শিষ্যগণ যেন এতক্ষণ তপোলোকে ছিলেন, এইবার যেন মর্তলোকে ফিরিলেন। আচার্য পূর্ববৎ প্রসন্নগম্ভীরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল আচার্যের মনে যেন অজ্ঞাতসারেই দিগ্বিজয়ের প্রবৃত্তি উদিত হইতে লাগিল। নিজ আত্মার সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতিশীল শঙ্কর তাঁহার মনোরাজ্যের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু গুণাতীত পুরুষ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাই তিনি তাঁহার এই শুভ বাসনার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আচার্যের যেন নূতন জীবন আরম্ভ হইল, তাঁহার ষোড়শ বৎসরের কাঁড়া এইরূপে কাটিয়া গেল।

কুমারিল ভট্টের পরিচয়

এই ঘটনার পর কয়েক দিন মাত্র আচার্য সশিষ্য উত্তরকাশীতেই অবস্থান করিলেন। ব্যাসদেবের কথায় শিষ্যগণেরও কুমারিল ভট্ট সমীপে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু কুমারিল এখন কোথায়? তিনি তো দিগ্বিজয়-ব্যপদেশে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেন—ইহাই আচার্য প্রভৃতি সকলেই জানিতেন। অত চারি বৎসর নির্জন হিমালয়ে বাস করিয়া তাঁহার কোন সংবাদ কেহই শুনিতে পান নাই। সুতরাং পদ্মপাদের ইচ্ছা হইল—কুমারিল এখন কোথায় অগ্রে স্থির করেন।

কয়েকটি শিষ্য কুমারিলের সবিশেষ পরিচয়ের জন্য উৎসুক হইলেন। সকলে এখন উত্তরকাশীর ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিকট হইতে কুমারিলের সংবাদসংগ্রহের জন্য ইচ্ছা করিলেন।

বাস্তবিক এ সময় ভারতের বৈদিক-ধর্মাবলম্বী সকলেই কুমারিলের নিকট কৃতজ্ঞ। কুমারিলের যশোগান সকলেই করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতমাত্রেই কুমারিলের সংবাদ রাখেন। অল্প অনুসন্ধানেই একজন পণ্ডিতের নিকট কুমারিলের সন্ধান পাওয়া গেল। ইনি, কুমারিলের কথা জিজ্ঞাসা করায় কুমারিল সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন। ইনি প্রায়ই আচার্যের ব্যাখ্যা শুনিতে আসিতেন।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—"কুমারিল সমগ্র ভারত বহুবার দিগ্বিজয় করিয়া এখন কিছুদিন হইল প্রয়াগেই বাস করিতেছেন। তিনি এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। বোধ হয় আর কোথাও যাইবেন না। কয়েকদিন মাত্র অতীত হইল, কয়েকজন তীর্থযাত্রীর মুখে শুনিলাম—তিনি এখনও প্রয়াগেই বাস করিতেছেন।"

ব্রাহ্মণকে কুমারিল সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ দেখিয়া শিষ্যগণ কুমারিলের ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করেন। বিশেষতঃ ব্যাসদেবের মুখে কুমারিলের প্রশংসা শুনিয়া কুমারিল সম্বন্ধে তাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমরা কুমারিল সম্বন্ধে যেরূপ শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি শুনুন। সত্য মিথ্যা কতদূর তাহা বলিতে পারি না।

"কুমারিল ভট্ট দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ। চোলদেশে ইঁহার জন্মস্থান। ভারতে বৈদিকধর্মের রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার কালে ইনি প্রধান সেনাপতির কার্য করিয়াছেন বলিলে ইঁহার কতকটা পরিচয় দেওয়া হয়। কুমারিল, বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ভারতের যাবতীয় অবৈদিক ধর্মাবলম্বিগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া বৈদিকধর্মের কর্মকাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধাদি যেমন বেদবিরোধী, ইনি তদ্রূপ বেদানুরাগী; বৌদ্ধাদি যেমন বেদোচ্ছেদকারী, ইনি তদ্রূপ বেদপ্রতিষ্ঠাকারী। বৈদিকধর্মাবলম্বী দার্শনিকগণও মীমাংসক কুমারিলের প্রভাবে অভিভূত। নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, এমন কি বৈদান্তিকগণও কুমারিলের দিগ্বিজয়ের যশোগান করিয়া থাকেন। ইঁহার প্রথম জীবনের পরিচয় শুনুন -

"ইনি বাল্যাবধি বেদানুরাগী ছিলেন এবং পরে একজন প্রধান বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। অসামান্য বুদ্ধিমান বৃদ্ধ প্রভাকর মীমাংসাদর্শনের শবরভাষ্যের উপর যে বৃত্তি করিয়াছিলেন, কুমারিল ক্রমে এমনই পণ্ডিত হন যে, তাঁহারও দোষ প্রদর্শন করেন। মীমাংসায় এখন কুমারিল ভট্ট প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হন।

"কুমারিল, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তির খুল্লতাত। ধর্মকীর্তির জন্মভূমি

চোলরাজ্যের অন্তর্গত ত্রিমলয় নামক স্থান। সম্ভবতঃ ইহা তাঁহারও জন্মস্থান। ধর্মকীর্তির পিতা পরিব্রাজক করুনন্দ ইহার ভ্রাতা ছিলেন। ধর্মকীর্তি ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে বেদ বেদাঙ্গ ব্যাকরণ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রপারগামী হন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য কুমারিলের শিষ্য হন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হইয়া তাড়িত হন ও মগধে আসেন। এখানে আসিয়া প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগুরু ধর্মপালের শিষ্য হন। ধর্মকীর্তি যে দিন প্রস্থান করেন, সেদিন কুমারিল নাকি ব্রাহ্মণভোজন করান।

"এই ধর্মপাল কাঞ্চীবাসী। তথাকার এক মন্ত্রীর ইনি জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া নালন্দায় পলাইয়া আসেন ও পরে মঠাধ্যক্ষ হন। পূর্ববঙ্গবাসী শীলভদ্র ইঁহার অন্য এক প্রসিদ্ধ শিষ্য। ধর্মপাল ও ভর্তৃহরি মিলিত হইয়া পাণিনির উপর বেদবৃত্তি করেন। ইনি, শুনা যায় যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত। ধর্মপাল বিচারে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ ও জৈনগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কৌশাম্বীতে এক বিচারে ইহার যশ অত্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই ধর্মপালের নিকট হইতে বৌদ্ধমত শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া ধর্মকীর্তি কুমারিলকে বিচারে পরাজিত করেন। তাহাতে কুমারিল, পণ-অনুসারে বৌদ্ধ হইতে বাধ্য হন। বৈশেষিক মতাবলম্বিগণ প্রায় তিনমাস বিচার করিয়া ইঁহার নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। জৈনগণকেও ইনি পরাজিত করেন *

"এই ধর্মকীর্তির নিকট পরাজিত হইয়া কুমারিল নালন্দা বিহারে আসিয়া ধর্মপালের শিষ্য হইলেন। তাঁহার নিকট বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করেন। কুমারিল অন্তরে কিন্তু বৈদিক। কয়েক বৎসরের পর কুমারিলের শিক্ষা শেষ হইল। এই সময় একদিন শুনা যায়, বৌদ্ধগুরু সভামধ্যে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বহু শ্রোতৃবর্গ এবং কুমারিল প্রভৃতি বহু শিষ্য সেই সভায় উপস্থিত। বৌদ্ধগুরু শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে করিতে ভীষণভাবে বেদের নিন্দা করিতে লাগিলেন। কুমারিল ধীরভাবে অধোবদন হইয়া সকলই শুনিতেছিলেন। কিন্তু শেষকালে ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। দরদর ধারায় তাঁহার পরিধেয় বসন ভিজিয়া গেল। পার্শ্ববর্তী ভিক্ষু একজন ইহা দেখিলেন এবং কুমারিলের পূর্বকথা স্মরণ করিয়া ভাবিলেন— বিষয়টি গুরুদেবের গোচর

* ধর্মপালের বহু গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে প্রধান যথা : — (১) আলম্বনপ্রত্যয়ধ্যানশাস্ত্রব্যাখ্যা, (২) বিদ্যামাত্রসিদ্ধিশাস্ত্রব্যাখ্যাও (৩) সংশাস্ত্রবৈপুলব্যাখ্যা। ধর্মকীর্তির প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যথা :— (১) প্রমাণবার্তিককারিকা, ইহা দিঙনাগের প্রমাণসমুচ্চয়ের খণ্ডন, (২) প্রমাণ বার্তিকবৃত্তি, (৩) প্রমাণবিনিশ্চয়, (৪) ন্যায়বিন্দু, (৫) হেতুবিন্দুবিবরণ, (৬) তর্কন্যায় বা বাদন্যায়, (৭) সন্তানান্তরাসিদ্ধি, (৮) সম্বন্ধপরীক্ষা ও (৯) সম্বন্ধপরীক্ষাবৃত্তি।

করা উচিত। ভিক্ষু কুমারিলের প্রতি গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। গুরুদেব দেখিয়া কুমারিলের মনোভাব বুঝিলেন এবং একটু বিরক্ত হইয়া কুমারিলকে বলিলেন—"আপনার ক্রন্দনের হেতু কি? আমার মনে হইতেছে—আপনার বেদের উপর শ্রদ্ধা এখনও যায় নাই এবং আপনি ভান করিয়া বৌদ্ধ সাজিয়া আমাদের বিদ্যা গ্রহণ করিতেছেন।"

কুমারিল গুরুবাক্যে মর্মাহত হইলেন। তিনি উত্তেজিত হইলেও বিনীতভাবে বলিলেন—"আপনি বেদবিষয়ে অযথা নিন্দাবাদ করিতেছেন—ইহাই আমার রোদনের হেতু।"

ইহাতে গুরুদেব আরও রুষ্ট হইলেন। তিনি তখন কুমারিলকে বলিলেন, "আপনি প্রমাণ করুন আমি কি অন্যায় বলিয়াছি।"

ক্রমে কুমারিলের সঙ্গে বেদের প্রামাণ্য লইয়া ভীষণ বিচারযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ বিচারের পর বৌদ্ধগুরু কুমারিলের যুক্তিশরে জর্জরিত হইলেন। শেষে কুমারিল বলিলেন—"সর্বজ্ঞের উপদেশ ভিন্ন জীব সর্বজ্ঞ হইতেই পারে না। বুদ্ধ বেদজ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া বেদ মানেন নাই—ইহা তাঁহার চৌর্য ভিন্ন আর কি?" ইহা শুনিয়া বৌদ্ধগুরু অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন- "তোমায় এই উচ্চ প্রাসাদ হইতে ফেলিয়া দিয়া প্রাণবধ করা উচিত।"

সূর্যের উত্তাপ অপেক্ষা বালুকার উত্তাপ অসহ্য হইয়া থাকে। ভিক্ষু শিষ্যগণ ইতঃপূর্বে অতিশয় উত্তেজিত হইয়াই ছিলেন। তাঁহারা কুমারিলকে টানিয়া লইয়া গিয়া বলপূর্বক সেই অতি উচ্চ ছাদ হইতে ফেলিয়া দিলেন। পতনকালে কুমারিল উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"বেদ যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে আমি যেন অক্ষত শরীরেই জীবিত থাকি।"

ভূতলে পতিত হইয়া কুমারিলের প্রাণবিয়োগ হইল না। এমন কি তিনি বিশেষ আঘাতই প্রাপ্ত হইলেন না। বৌদ্ধগণ ইহা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইল। তিনি তখন বলিলেন—"ওহে অহিংসাপরায়ণ বৌদ্ধগণ! আমি দেখিতেছি আমার একটি চক্ষুতে একটুমাত্র আঘাত লাগিয়াছে। আমার এ ক্ষতিও হইত না, যদি আমি—"বেদ যদি প্রমাণ হয়" এইরূপ সংশয়াত্মক বাক্যপ্রয়োগ না করিতাম।" বৌদ্ধগণ তখন কুমারিলের দৈবশক্তি অনুমান করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল।

ব্রাহ্মণগণ এই সংবাদ পাইবা মাত্র সত্বর ঘটনাস্থলে আসিলেন এবং অতি যত্নসহকারে কুমারিলকে লইয়া গেলেন। বৌদ্ধগণ ইহাতে যারপরনাই ব্যথিত ও

অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। পরে উভয়পক্ষের আয়োজনে এক বিরাট বিচারের ব্যবস্থা হইল। দেশবিদেশ হইতে উভয়পক্ষের পণ্ডিতগণের সমাগম হইল। ধর্মকীর্তি প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হইলেন। দেশের রাজা প্রজা সকলেই উপস্থিত।

বিচারের পণ হইল---বিজেতার মত গ্রহণ অথবা তুষানলে প্রাণত্যাগ। উভয়পক্ষই তাহাতে সম্মত হইলেন। ধন্য উভয়পক্ষের সত্যনিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতা। যথারীতি বিচার হইল। বৌদ্ধগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও জয়ী হইতে পারিলেন না। বিধাতার ব্যবস্থা কি যত্নের দ্বারা অন্যথা করা যায়? বৌদ্ধগুরু বলিলেন—"আমি বিচারে পরাজিত হইয়াছি বটে, কিন্তু বৌদ্ধমতে আমার বিশ্বাস নষ্ট হইল না। বিচারে জয়ের কারণ—প্রতিভা। যাহা হউক আমি ভগবান বুদ্ধের মত ত্যাগ করিব না—প্রাণত্যাগই আমি বরং করিলাম।" এই বলিয়া বৌদ্ধগুরু তুষানলে সর্বসমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন। ফলে রাজগৃহের বৌদ্ধপ্রাধান্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। পণ্ডিতগণ নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন।

কুমারিলের এই বিজয়, ব্রাহ্মণগণকে যারপরনাই উৎসাহিত করিল। মগধরাজ কৃষ্ণগুপ্তের বংশধর আদিত্যসেন কুমারিলের উপর এতই অনুরক্ত হইলেন যে, তিনি এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।

মগধের প্রাচীন বৌদ্ধরাজ বংশে এ সময় পূর্ণবর্মা বর্তমান। তিনি এই ব্রাহ্মণপ্রাধান্যে আর কি বাধা দিবেন? গৌড়ের কর্ণসুবর্ণরাজ শৈব শশাঙ্ক নরেন্দ্র বর্ধন বৈদিক মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কুমারিলের বিজয়বার্তা শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুম ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তথাকার বুদ্ধমূর্তি প্রাচীরদ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মন্দির বৌদ্ধগণের হস্তচ্যুত হইল। মগধের অশোকবংশের শেষরাজা পূর্ণবর্মা ইহা শুনিয়া বহুযত্নে বোধিদ্রুম পুনরুজ্জীবিত করিলেন, কিন্তু তৈলহীন প্রদীপ কতক্ষণ জ্বলিবে। শশাঙ্করাজ পুনরায় তাহা নষ্ট করেন এইরূপে বার বার তিনবার বোধিদ্রুমকে পূর্ণবর্মা রক্ষা করিলেও বিশেষ কিছুই হইল না পরে পূর্ণবর্মা ইহধাম ত্যাগ করিলেন। মগধরাজ্যে বৌদ্ধপ্রভাব তিরোহিত হইল।

অনন্তর কান্যকুব্জের বৌদ্ধপ্রাধান্য নষ্ট করিবার জন্য শশাঙ্করাজ তথাকার রাজা রাজ্যবর্ধনকে নিহত করেন। তাঁহার ভ্রাতা হর্ষবর্ধন রাজা হইয়া উভয় ধর্মেরই সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে উত্তরভারতে বৌদ্ধপ্রভাব কুমারিলের যত্নেই চিরতরে অস্তমিত হইল।

কুমারিলের দক্ষিণ বিজয়

ইহার পর কুমারিল দক্ষিণ বিজয়ে বহির্গত হন। ভ্রাতুষ্পুত্র পরম পণ্ডিত ধর্মকীর্তি আর কুমারিলের সম্মুখীন হইলেন না। তিনি গুরুর পরাজয়ে দুঃখিত হইয়া সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং কলিঙ্গের অরণ্যে এক বিহার স্থাপন করিয়া শেষজীবন তথায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ধর্মকীর্তি কর্তৃক কুমারিলের সেই প্রথম পরাজয় পরিশেষে সমগ্র বৌদ্ধপরাজয়ের হেতু হইল।

দক্ষিণে আসিয়া কুমারিল জৈনগণকে বেদের প্রবল শত্রুরূপে দেখিতে পাইলেন। ব·বাসী রাজ্যে (মহীশূর) হুমচামঠে মহাপণ্ডিত ও পরম সাধু সমন্তভদ্রের প্রভাব এখানে তখন খুব প্রবল। "আপ্তমীমাংসা" প্রভৃতি ইহাব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

তাঁহারা কুমারিলের বৌদ্ধবিজয় শুনিয়া ইতোমধ্যেই আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু কুমারিলের ইচ্ছা হইল—এবাব তাঁহাদিগকেও নিষ্প্রভ করিবেন।

এই সময়ে কর্ণাট উজ্জয়িনীতে সুধন্বা নামে এক ধর্মানুরাগী রাজা ছিলেন। সর্বসম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গ তাঁহাব সভায় স্থান পাইতেন। সকলকেই তিনি উৎসাহিত করিতেন।

কুমারিল দিগ্বিজয় করিতে করিতে এই স্থানে আসিলেন এবং রাজসভায় যাইয়া জৈনমতের নিন্দা করিলেন। জৈনগণ নীরব থাকিবেন কেন? উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধিল। বিচারের পণ হইল—বিজেতার মতগ্রহণ এবং বিষয় হইল—বেদেব প্রামাণ্য। অর্থাৎ বেদকে অভ্রান্ত সর্বজ্ঞানপ্রদ ও নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে জীবের ভ্রম কখনই দূর হইতে পারে না। সর্বজ্ঞ পুরুষের যে জ্ঞান তাহার ভাষাই বেদ। তাঁহার জ্ঞান যেমন নিত্য, তাহাব ভাষাও তেমনি নিত্য। বেদ ছিল না, তিনি রচনা করিলেন বলিলেও তাঁহার সর্বজ্ঞত্বেরই হানি হয়। সর্বজ্ঞ হইতে গেলে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই তো একই কালে জানিতে হইবে। এইরূপ নানাকারণে আদি সর্বজ্ঞ পুরুষ না মানিলেও বেদকে অভ্রান্ত সর্বজ্ঞানপ্রদ ও নিত্য বলাই সঙ্গত। বেদ কাহারও রচিত নহে।

জৈনগণ ঋষভদেব হইতে মহাবীর প্রভৃতি জিনগণকে বেদনিরপেক্ষ হইয়া সর্বজ্ঞ বলিতে চাহেন, কিন্তু পূর্বোক্ত যুক্তিতে তাহা অসিদ্ধ হইয়া গেল। বহু চেষ্টাতেও জৈনগণ জয়ী হইলেন না। কিন্তু তাঁহারা পরাজয়ও স্বীকার করেন না।

রাজা সুধন্বা মধ্যস্থ ছিলেন। তিনি উভয়পক্ষের সূক্ষ্ম বিচার সব বুঝিতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি অদ্ভুত শক্তি যাঁহার দেখিবেন তাঁহাকেই জয়ী বলিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। অজ্ঞসাধারণ যাহার দ্বারা মহৎব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে - সুধন্বারাজ তাহারই শরণগ্রহণ করিলেন।

সুধন্বারাজ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন— অলৌকিক বিষয়ে তাঁহার কথাই প্রমাণ, যাঁহার অলৌকিক শক্তি আছে। আচ্ছা, আমি আপনাদিগের উভয়পক্ষের প্রধান দুইজনকে ঐ উচ্চ পর্বত হইতে ফেলিয়া দিব, যিনি বাঁচিবেন তাঁহারই কথা সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

উভয়পক্ষই সম্মত হইলেন। উভয়পক্ষই যোগী, তাঁহারা অসম্মত হইবেন কেন? অবিলম্বেই কুমারিল ও জৈনপণ্ডিতপ্রবরকে সেই উচ্চ পর্বত হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইল। কুমারিল জীবিত থাকিলেন, জৈনপণ্ডিত প্রাণ হারাইলেন।

সুধন্বারাজ তখন কুমারিলের জয় ঘোষণা করিলেন এবং জৈনগণকে কুমারিলের মতগ্রহণ করিতে বলিলেন। জৈনগণ দেখিলেন মহা বিপদ। তাঁহারা তখন বলিলেন—"মহারাজ! একরূপ শক্তির দ্বারা জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। যোগবলে একরূপ করিতে পারা যায়।"

প্রত্যুৎপন্নমতি সুধন্বারাজ তখনই বলিলেন — "আচ্ছা! আমি অন্যরূপ পরীক্ষা করিব, আপনারা কয়েকদিন পরে সংবাদ দিলে পুনরায় সভায় আসিবেন; তাহাতে আপনাদের অলৌকিক বস্তুবিষয়ক জ্ঞানেরই পরীক্ষা করা হইবে।"

এই বলিয়া সুধন্বারাজ অতি গোপনে একটি সর্প সংগ্রহ করিলেন এবং তাহাকে একটি কলসমধ্যে রাখিয়া বস্ত্রাদিদ্বারা এমনভাবে আবৃত করিলেন যে কলসমধ্যে সর্পবিষয়ক কোন অনুমান আর চলে না।

এই কার্য সাধিত করিয়াই সুধন্বারাজ উভয়পক্ষকে সভামধ্যে আহ্বান করিলেন। সকলেই যথাসময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সুধন্বারাজ তখন উভয়পক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন — "মহাত্মগণ! আপনারা লিখিয়া বলুন —ইহার মধ্যে কি আছে?" কুমারিল দৈবপ্রতিভাবলে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিলেন— "ইহার মধ্যে সর্প আছে।" জৈনগণ বলিলেন "আমরা কল্য বলিব।"

বিচারের রীতি অনুসারে একরূপ স্থলে আপত্তি করা চলে না। অগত্যা রাজা কুমারিলের লিখিত পত্রখানি গোপনে রাখিয়া দিলেন

পরদিন প্রভাতেই সভা আরম্ভ হইল। জৈনগণ সমস্তরাত্র তারা দেবীর উপাসনা করিয়া জানিয়াছেন যে, সেই পাত্রমধ্যে সর্প আছে। সুতরাং তাঁহারা সভায় আসিয়া আনন্দিত চিত্তে বলিলেন—"মহারাজ ! পাত্রমধ্যে সর্প আছে।"

সুধন্বারাজ তখন কুমারিলের পত্রখানিও সর্বসমক্ষে পাঠ করিলেন। সুতরাং বিচারে কাহারও পরাজয় ঘোষণা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

অনন্তর সুধন্বারাজ বলিলেন—"আপনারা যখন সময়ান্তরে উভয়পক্ষই সমান হইতে পারেন, তখন বলুন—সর্পের শরীরে বিশেষ চিহ্ন কি আছে? ইহা এখনই বলিতে হইবে, এজন্য আর সময় দিব না।"

কুমারিল তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মহারাজ! আমি বলিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু দেখুন—ইঁহারা প্রস্তুত আছেন কিনা?" ইহা শুনিয়া মহারাজ জৈনগণের মুখের দিকে চাহিলেন। জৈনগণ কিন্তু মৌন, কোন কথাই বলেন না। অনন্তর তাঁহারা বলিলেন—"আমাদিগকে সময় দিন, আমরাও বলিব। মহারাজ কিন্তু ইহাতে অসম্মত হইয়া কুমারিলকেই বলিতে বলিলেন। কুমারিল বলিলেন—"সর্পের মস্তকে পদযুগলের ন্যায় চিহ্ন বর্তমান।"

সুধন্বারাজ সর্বসমক্ষে ভাণ্ড হইতে সর্প বাহির করিবার আদেশ দিলেন - সর্প বাহির করা হইল। কুমারিলের কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল জৈনগণ ম্রিয়মাণ হইলেন।

অতঃপর সুধন্বারাজ কুমারিলের জয় ঘোষণা করিয়া নিজেও তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন এবং জৈনগণকেও কুমারিলের মত গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। জৈনগণ কিন্তু ইহাতে সম্মত হইলেন না তখন মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন—"আসমুদ্র-হিমাচলের ভিতর যে ব্যক্তি বৈদিকধর্ম গ্রহণ না করিবে তাহাকে বিতাড়িত করা হইবে, আর তাহাতে অসম্মত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।"

জৈনগণের মধ্যে বহু ব্যক্তি বৈদিকধর্ম গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা অতিশয় নিষ্ঠাবান, তাঁহারা দেশত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আদেশ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত হইল না। জৈনগণ গোপনে আত্মরক্ষা করিতেই লাগিলেন।

এই ঘটনার পর কুমারিলের সঙ্গে বিচার করিতে আর কেহই অগ্রসর হইত না। কুমারিল ভারতীয় সুধীসমাজের আজ একচ্ছত্র অধীশ্বর। কুমারিলের নামে প্রতিবাদী মাত্রই সশঙ্কিত। এইরূপে প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈদিকধর্মের পুনরুদ্ধারকর্তা কুমারিল বলিয়া সকলে বিবেচনা করিলেন।

হে মহাত্মগণ! কুমারিল কেবল দিগ্বিজয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি জনসাধারণকে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানদ্বারা তাহার ফলপ্রদর্শন পর্যন্ত করিয়া বৈদিকধর্মের প্রতি শ্রদ্ধালু করিতেন। কুমারিলের যত্নেই এক্ষণে আবার বেদবেদান্তের পঠনপাঠন দেখা যাইতেছে। নচেৎ বৌদ্ধ ও জৈনগণ যেরূপ ভীষণভাবে বৈদিকগ্রন্থাদি ভস্মসাৎ করিয়াছেন এবং যেভাবে রাজশক্তির সাহায্যে নিজ নিজ মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আর বৈদিকধর্মের পুনরুজ্জীবনের কোন আশাই ছিল না। কুমারিলের গ্রন্থাদি আজ বেদের মীমাংসামতের একমাত্র অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্লোকবার্তিক, তন্ত্রবার্তিক টুপটিকা, মানবধর্মসূত্রভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ চিরকাল থাকিবে সন্দেহ নাই।

আচার্যের শিষ্যগণ কুমারিলের সম্বন্ধে এই সব কথা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতেছিলেন, অনন্তর তাঁহারা এইবার প্রয়াগের উদ্দেশে প্রস্থান করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

প্রয়াগের পথে শঙ্কর

এইরূপে ব্যাসদর্শনের পর কয়েকদিন মাত্র আচার্য সশিষ্য উত্তরকাশীতেই অবস্থিতি করিলেন। এক্ষণে তাঁহারা আবার ভারতের সমতলক্ষেত্রাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

উত্তরকাশী পরিত্যাগ করিয়া কিছুদূরে আসিয়া আচার্য সশিষ্য এইবার যমুনাতীর অবলম্বন করিলেন—বোধ হয় উদ্দেশ্য—যমুনাতীরবর্তী তীর্থগুলি দর্শন করা। বস্তুতঃ গঙ্গাতীরে যেমন নৈমিষারণ্য, যমুনাতীরে তদ্রূপ কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন প্রভৃতি। গঙ্গাতীরে যেমন হস্তিনাপুর, কান্যকুব্জ প্রভৃতি, যমুনাতীরে তদ্রূপ ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা প্রভৃতি। আর গঙ্গাযমুনা উভয়েই প্রয়াগে মিলিতা। সেইস্থলেই শেষে যাইতে হইবে।

এইপথে আচার্য কুরুক্ষেত্র ও যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া ক্রমে বৃন্দাবনপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময় বৃন্দাবন নির্জনপ্রিয় ভক্ত সাধকগণের স্থান। পার্শ্বেই অদূরে মথুরা। তাহার রাজ-ঐশ্বর্য ইহার সে সত্ত্বভাবের কোন হানি করিতে পারে নাই। কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রগুলি যেন গোপনে আত্মরক্ষা করিতেছে মাত্র। ভাগবত, পাঞ্চরাত্র ও বৈখানস • ক বৈষ্ণব সাধুগণেরই এখানে বাস। ইঁহারা সেই স্থানগুলি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

আচার্য এখানে আসিয়া কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র নির্মিত গোবিন্দ, মদনমোহন ও গোপীনাথমূর্তি দর্শন করিলেন। গোবিন্দাষ্টক স্তবটি এই স্থানেই আচার্য রচনা

করিলেন। কালীয়হ্রদ, বস্ত্রহরণস্থান প্রভৃতি অপরাপর লীলাক্ষেত্রও দর্শন করিলেন। ক্রমে এই সন্ন্যাসীর দলকে দেখিবার জন্য ভক্তগণের সমাগম হইল। তাঁহারা সকলেই আচার্যের অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্ত এবং জ্ঞানমার্গের কথা শুনিয়া বিস্মিত। কিন্তু কেহই বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। আচার্যের লক্ষ্য কুমারিলের প্রতি, এজন্য আচার্য ইঁহাদিগের নিষ্ঠার ব্যাঘাত না করিয়া মথুরাভিমুখে চলিলেন। ভক্ত ভুল করিলেও ভগবৎকৃপায় একদিন সেই অদ্বৈতব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারে। বোধ হয় এই ভাবিয়াও আচার্য তাঁহাদিগের বুদ্ধিভেদ করিলেন না।

মথুরায় কিন্তু এ সময় বৌদ্ধ ও জৈনগণের প্রাধান্য ছিল। কুমারিল ভট্টপ্রমুখ বৈদিকধর্মের বিদ্বদ্‌গণ ইঁহাদিগকে নিষ্প্রভ করিলেও ইঁহারা ধনজনবলে প্রবল। এক্ষণে আচার্যের আগমনবার্তা ও তাঁহার মতবাদের কথা শুনিয়া ইঁহারা আর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না, যেহেতু অবৈদিকগণের সহিত বিচারকালে আচার্যও কুমারিলের মতাবলম্বীই হইবেন। সুতরাং আচার্য এখানকার কৃষ্ণলীলাসংক্রান্ত স্থানগুলি দর্শন করিয়া প্রয়াগোদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন এবং কয়েকদিন পথ চলিয়া প্রাচীন কৌশাম্বী রাজ্যের মধ্য দিয়া আচার্য শিষ্যগণসমভিব্যাহারে প্রয়াগে আসিলেন।

প্রয়াগে কুমারিল-সমীপে

প্রয়াগে আসিয়া আচার্য শঙ্কর সশিষ্য তীর্থস্নানাদি যথাবিধি করিলেন এবং একটি উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিয়া ত্রিবেণীর স্তুতি করিলেন। অনন্তর সকলে তীরোপরি এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় একটি কোলাহল শুনিতে পাইলেন। ক্রমে ক্রমে শুনিলেন—"অদ্ভুতকীর্তি মহাত্মা ভট্টপাদ গুরুবধপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুষানলে প্রবেশ করিয়াছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র আচার্য আর বিশ্রাম করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ভট্টপাদের উদ্দেশে চলিলেন। কিছুদূর আসিয়া দেখেন - ভট্টপাদ কুমারিল এক প্রকাণ্ড তুষের স্তূপোপরি উপবিষ্ট, নিম্নে অগ্নি প্রজ্বালিত, প্রভাকর প্রভৃতি শিষ্যগণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন, তৎপরে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মহা জনতা সেই স্থানটিকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। সকলের মুখে হাহাকারধ্বনি। কেহ বলিতেছেন—আর কে আমাদের বৈদিকধর্মের রক্ষা করিবে? কেহ বলিতেছেন—আর কে বেদবিরোধিগণের দর্প খর্ব করিবে? কেহ বলিতেছেন—মণ্ডনমিশ্র থাকিতে আমাদের কোন ভয় নাই। কেহ বলিতেছেন—অতঃপর প্রভাকর কুমারিলের কার্য করিবেন—দেখিও।

প্রভাকর-পরিচয়

একজন বলিলেন—"দেখ, কুমারিলের এই প্রভাকর শিষ্যটি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও গুরুভক্ত পণ্ডিত। ইঁহার বিষয় তোমরা সব জান না। শুন, ইঁহার বিষয় আমি কিছু বলিতেছি। ইনি সর্বদা কুমারিলের সহিত বিচারযুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিতেন এবং কুমারিলের সমুদয় ব্যাখ্যা উল্টাইয়া দিতেন। কুমারিল কিন্তু ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট, এজন্য তিনি প্রভাকরকে অত্যধিক ভালবাসিতেন।

একদিন শবরভাষ্যের বার্তিক রচনাকালে কুমারিল একস্থলে সন্দিহান হন। সমস্ত দিবারাত্র ভাষ্যের পুঁথিখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়াছেন। যেমন অবকাশ পান, অমনি তাহার সম্মুখে বসিয়া ভাবেন।

একদিন রাত্রিকালে কুমারিল শয়নই করিলেন না। পুঁথিখানি সম্মুখে খুলিয়া সমস্ত রাত্রিই ভাবিতেছেন। শিষ্য প্রভাকর অনতিদূরে শায়িত ছিলেন। তাঁহারও নিদ্রা নাই। তিনি গুরুদেবের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন।

অনন্তর মধ্যরাত্রে কুমারিল বহির্দেশে একবার গমন করিলেন। প্রভাকর ইত্যবকাশে পুঁথিখানি দেখিতে লাগিলেন—ইচ্ছা, কোথায় গুরুদেবের সংশয় হইয়াছে দেখেন। দেখিলেন একটি পঙ্ক্তি রহিয়াছে "ইহাপি নোক্তং তত্রাপি নোক্তম্" অর্থাৎ এখানেও বলা হয় নাই এবং সেখানেও বলা হয় নাই। ইহাই আপাতদৃষ্টে ইহার অর্থ বলিয়া বোধ হয়। প্রভাকর সংশয়ের কারণ বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ এই পঙ্ক্তির মধ্যে "তত্রাপিনোক্তম্" বাক্যে নকারের পর একটি ছেদচিহ্ন দিয়া পুনরায় পূর্ববৎ শয়ন করিয়া রহিলেন। সুতরাং বাক্য হইল "ইহাপিনোক্তং তত্র অপিনা উক্তম্" অর্থাৎ এখানে বলা হয় নাই এবং সেখানে 'অপি' শব্দদ্বারা বলা হইয়াছে।

কুমারিল আসিলেন। আবার পুঁথি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার দেখিবামাত্র অর্থ বোধ হইল। তিনি ভাবিলেন—কি আশ্চর্য আমি এতক্ষণ এভাবে একবারও পদচ্ছেদ করি নাই কেন? কেন—এ তো বেশ স্পষ্টভাবেই লিখিত রহিয়াছে। অতঃপর বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখেন—পুঁথিমধ্যে একটি ছেদচিহ্ন রহিয়াছে। ইহাই তিনি এতক্ষণ দেখেন নাই। ক্রমে দেখিলেন—চিহ্নটি যেন সদ্যঃপ্রদত্ত। তখন তিনি ভাবিলেন—চিহ্নটি কি কেহ দিল না কি?

প্রভাকরের বুদ্ধি কুমারিলের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি প্রভাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভাকর! তুমি কি জাগ্রত? প্রভাকর উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" কুমারিল বলিলেন—"তুমি কি এখন উঠিয়াছিলে?" প্রভাকর

বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" কুমারিল বলিলেন—"এ কার্য কি তোমার?" প্রভাকর বলিলেন—"আজ্ঞে ভাবিলাম—এরূপ ছেদ করিলে অর্থ হয় কি না, আপনি যদি একবার ভাবিয়া দেখেন। তাই ঐ চিহ্নটি দিয়াছি।"

গুণগ্রাহী কুমারিল বলিলেন—"প্রভাকর! আজ হইতে তোমায় 'গুরু' বলিয়া আহ্বান করা হইবে। তুমি গুরুরই কার্য করিয়াছ। আমি আশীর্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও।"

এই প্রভাকর কুমারিলের ন্যায় শবরভাষ্যের টিকা লিখিয়া কুমারিলের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুদেবের তুষানলে প্রবেশসংকল্প শুনিয়া সে সমস্ত টিকা কিছুপূর্বেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন। লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—"আমি গুরুদেবের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ রাখিবার জন্য গুরুদেবের মত খণ্ডন করিতাম, নচেৎ গুরুদেবের যে মত আমারও সেই মত।"

কুমারিলেব তুষানল-প্রবেশ

আচার্য শঙ্কর সশিষ্য কুমারিলের নিকট আসিলেন। বহু শিষ্যসহ ষোড়শবর্ষীয় এক যুবক সন্ন্যাসী দেখিয়া ভট্টপাদ কুমারিলেব দূর হইতেই আচার্যের উপর দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। ভট্টপাদ কুমারিল ইতঃপূর্বে আচার্য শঙ্করকে দেখেন নাই। অল্পদিন হইল কেবল তাঁহার অদ্ভুত চরিত্রের কথা শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে আচার্য শঙ্করকে দেখিয়া এবং তাঁহার পরিচয় পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।

ভট্টপাদ তুষোপবি বসিযাই আচার্য শঙ্করকে অভ্যর্থনা করিলেন। আচার্য শঙ্করও যথোচিত প্রত্যভিবাদন করিলেন। কুমারিল বলিলেন—"আমি আপনার কথা অল্পদিন শুনিয়াছি, ইচ্ছা হইয়াছিল আপনাব সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কারণ, আপনিও বেদপ্রামাণ্যবাদী; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এক্ষণে বলুন —কি অভিপ্রায়ে আপনার এখানে আগমন হইয়াছে"

শঙ্কর বলিলেন—"পণ্ডিতপ্রবর! আমি বেদান্তের অদ্বৈতসিদ্ধান্তপ্রচারে আদিষ্ট হইয় ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করিয়াছি। আপনি যদি এই মত গ্রহণ করিয়া আমার ভাষ্যের একখানি বার্তিক রচনা করেন, তাহা হইলে উহা নির্দোষ হইয়া জগতে প্রচারিত হয়। আপনার পাণ্ডিত্য ও অসামান্য শক্তি অতুলনীয় বলিয়াই আপনাব নিকটে আসিয়াছি।

কুমারিল শঙ্করের সুমিষ্ট অথচ সাহসপূর্ণ বাক্য শুনিয়া স্তম্ভিত। মনোমধ্যে ক্রোধেরও উদয় হইল। ভাবিলেন—এই বালক আমাকে তাহার মত গ্রহণ করিয়া তাহার ভাষ্যের বার্তিকরচনা করিতে বলিতেছেন! কি দুঃসাহস! ইহা কি ঔদ্ধত্য!

না গর্ব, না মূর্খতা, অথবা দৈবীপ্রতিভা? প্রভাকর ভাবিতেছেন—এ্যা! এ বালকের কি ভয় হইল না! যাঁহার নামে পণ্ডিতকুল কম্পায়মান, তাঁহার প্রতি এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ! এ কি পাগল?

বিজ্ঞ কুমারিল নিজ মনোভাব সংযত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"কৈ, আপনার ভাষ্য কোথায়?" পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভাষ্যখানি ভট্টপাদের হস্তে দিলেন। কুমারিল সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাষ্যের নানা স্থান দেখিলেন। শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইল। ক্রোধ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইল। দেখিলেন—তাঁহার অভীষ্ট অনেক কথাই আচার্য ভাষ্যমধ্যে লিখিয়াছেন। যেসব কথা শ্রদ্ধালু বেদজ্ঞ ভিন্ন গ্রহণ করিবেন না, যেসব কথা অবৈদিক মতের প্রাধান্যবশতঃ তিনি প্রচার করেন নাই, সেই সব কথাই ভাষ্যমধ্যে অতি অপূর্বভাবে সন্নিবিষ্ট। স্থলে স্থলে তাঁহার মত, অতি অপূর্ব যুক্তির দ্বারা খণ্ডিতও হইয়াছে। কুমারিলের বিচারের ইচ্ছা হইল। কিন্তু তুষের স্তূপের নিম্নে অগ্নির অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন—আর বিচারের সময় নাই। মুহূর্তমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে। বস্তুতঃ ক্ষণকাল পরেই অগ্নির উত্তাপ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল। তিনি তখন আচার্যকে বলিলেন—"হে যতীন্দ্র শঙ্কর! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। গুরুবধপাপের প্রায়শ্চিত্ত উদ্দেশে এই তুষানলে দেহত্যাগ করিতেছি, এখন আর বিচার করিবার সময় নাই। প্রভো! ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে অষ্টসহস্র বার্তিক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলাম, অন্যান্য অধ্যায়েও বক্তব্য কিছু আছে, কিন্তু তাহা আর পূর্ণ হইল না। অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ চিন্তা করিবার সময় পাই নাই। বৌদ্ধাদি অবৈদিক সম্প্রদায় বেদের উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হওয়ায় আমি তাহাদেরই প্রতিবিধানে সময়ক্ষেপ করিয়াছি। এজন্য বেদের প্রামাণ্য, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব প্রভৃতিই আমার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হয়। বস্তুতঃ, এই জন্যই ঈশ্বরতত্ত্বপ্রভৃতি বিষয়েও আমি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছি। যতদূর বোধ হইতেছে, তাহাতে পরিশেষে আমার মতের সহিত আপনার মতের যে বড় বেশী পার্থক্য থাকিবে তাহা নহে। আপনি আমার দ্বারা যে কার্য করাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা আমার শিষ্য মণ্ডনমিশ্রের দ্বারা করাইতে পারেন। তাঁহাকে যদি আপনি বিচারে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনিতে পারেন, তাহা হইলে আমাকেও পরাজিত বলা হইয়াছে বলিয়া জানিবেন। তিনি যদি আপনার ভাষ্যের বার্তিকরচনা করেন বা আপনার মত প্রচার করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন—আপনার মত জগতে চিরকাল বিরাজমান থাকিবে। তিনি আমার শিষ্য হইলেও আমার শ্রদ্ধার পাত্র

বিচারে তিনি আমা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহেন, বরং আমা অপেক্ষা নিপুণ বলিয়াই বিবেচনা করি।"

মণ্ডন-পরিচয়

শঙ্কর বলিলেন—"কৈ! মণ্ডনমিশ্রের নাম তো এ পর্যন্ত শ্রুত হয় নাই। আপনারই গ্রন্থাদি দেখিয়াছি, কৈ, তাঁহার তো কোন গ্রন্থাদি দেখি নাই।"

কুমারিল বলিলেন— "মণ্ডনমিশ্রের অপর নাম বিশ্বরূপাচার্য। উম্বেকাচার্য তাঁহার আর একটি নাম। তিনি একজন মহাধনী গৃহস্থ। যাবতীয় বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে তিনি সতত তৎপর। তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণের তিনি রাজা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি এখন কিছুদিন হইতে নর্মদাতীরে মাহিষ্মতী নগরে বাস করিতেছেন। তাঁহার যত্নে ও তাঁহার আদর্শে তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ এখন বৈদিক মার্গের অনুগামী হইয়াছেন। আপনি তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখিবেন—তাঁহার বিদ্যাবত্তা কতদূর গভীর। তিনি যদি আগ্রহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করেন এমন কেহ জগতে নাই। তাঁহাকে সকলে ব্রহ্মার অবতার বলিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করে। ব্যাস, জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎকার দিয়া থাকেন। মণ্ডন অল্পদিন হইল "বিধি বিবেক" নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনি পরে উহা দেখিতে পারেন যাহা হউক, যদি জয়ের আশা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পত্নী সরস্বতী দেবীকে মধ্যস্থ রাখিবেন ; যেহেতু মণ্ডনের সহিত বিচারে মধ্যস্থতা করিতে পারেন এমন কোন ব্যক্তিকে আমি এখন দেখিতেছি না।"

আচার্য বলিলেন— "সরস্বতী দেবী কে? কে, তাহারও নাম তো শুনি নাই।"

কুমারিল বলিলেন—"মণ্ডনপত্নী সরস্বতীর অপর নাম উম্বা ও উভয়ভারতী। তিনি শোণ নদীতীরবাসী বিষ্ণুমিত্রের কন্যা। সরস্বতী পিতার নিকট সর্ববিদ্যা লাভ করিয়াছেন। তিনি বিদ্যায় যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। এজন্য তিনি এই নামে পরিচিত। আপনি অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী, দেশের সর্বত্র বোধ হয় এখনও ভ্রমণ করেন নাই। সেইজন্য বোধ হয় তাঁহার নাম শুনেন নাই। তাঁহার গ্রন্থাদিও নাই। থাকিলে নিশ্চয়ই আপনি তাঁহাকে জানিতে পারিতেন। যাহা হউক তিনি ভিন্ন মণ্ডনকে বুঝাইতে পারে এমন লোক তো দেখি না।

"বস্তুতঃ একমাত্র সরস্বতী দেবীই এ কার্যে সমর্থা জানিবেন। আপনি বিচারে তাঁহাকেই মধ্যস্থ রাখিবেন। তাহা হইলে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। কারণ, আপনার বিদ্যাবত্তাদি যেরূপ দেখিলাম এবং আপনি যে মতবাদ অবলম্বন করিয়াছেন উভয়ই আপনার জয়ের অনুকূল বলিয়া মনে হইতেছে।"

এই বলিয়া ভট্টপাদ আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহাত্মন্! আপনি নিশ্চিন্তমনে তথায় গমন করুন, তাঁহাকে জয় করিতে পারিলে আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। আমার শরীরে অগ্নিস্পর্শ অনুভূত হইতেছে, আমি আর অন্যচিন্তা করিব না, আপনি আমায় তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ করান।"

ভট্টপাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন---"পণ্ডিতপ্রবর! আপনি বলুন, আমি এই কমণ্ডলু জলদ্বারা এখনই অগ্নি নির্বাপিত করিতেছি এবং অগ্নিদাহ নিবারণ করিয়া এখনই আপনাকে পূর্ববৎ সুস্থ করিতেছি। আপনি বিচার করুন এবং অদ্বৈতমত সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করুন। যে মণ্ডনমিশ্রের এত প্রশংসা করিলেন আপনি তো তাঁহার গুরু। অতএব আপনি বিচার করিলেই ভাল হয়।"

কুমারিল বলিলেন "মহাত্মন্! আমাকে আর সংকল্পচ্যুত হইতে অনুরোধ করিবেন না। আমি বলিতেছি- আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মণ্ডন আমা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহেন। অতএব আপনি আমায় আর অনুরোধ করিবেন না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় এক্ষণে তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ করান।" ধন্য কুমারিলের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রবিশ্বাস। ধন্য কুমারিলের ঐকান্তিকতা ও সত্যনিষ্ঠা।

আচার্য ভট্টপাদের এই কথা শুনিয়া আর কিছুই বলিলেন না। বেদজ্ঞ পণ্ডিতকুলের সূর্য অস্তমিত হইতেছেন ভাবিয়া যেন একটু দুঃখিতও হইলেন। এক্ষণে তিনি কুমারিলের অন্ত দেখিতে ইচ্ছা না করিয়াই কুমারিলকে তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অগ্নিশিখা গগন স্প[illegible] করিল। যেন প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত একটি প্রস্ফুটিত শতদল ক্রমে মলিন হইয়া অগ্নিদেহে বিলীন হইতে লাগিল। অগণিত দর্শকবৃন্দের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কুমারিল ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন।

মাহিষ্মতী নগরে শঙ্কর

প্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সশিষ্য মাহিষ্মতী অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। গুরু গোবিন্দপাদের স্থান নর্মদাতীরস্থ ওঁকারনাথ হইতে যে পথে কাশী আসিয়াছিলেন সেই পথে সকলে চলিলেন। কারণ, [illegible]া পথেই শীঘ্র গমন সম্ভব; অজানা পথে শীঘ্র গমন সম্ভব নহে। আর মাহিষ্মতী নগরীও সেই ওঁকারনাথের কিছু পশ্চিমে নর্মদা ও মাহিষ্মতী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

মাসাবধিকাল পথ চলিবার পর সকলে মাহিষ্মতী আসিলেন। দেখেন-- নগরটি বিচিত্র বর্ণ উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্রবৃহৎ অট্টালিকায় সমুজ্জ্বল, প্রশস্ত রাজপথগুলি শ্রেণীবদ্ধ ছায়াবৃক্ষে সুশোভিত। পুষ্পোদ্যান পরিবৃত বহু দেবমন্দির ধ্বজাপতাকাদ্বারা শোভিত। নর্মদার উত্তরতীরে উচ্চ ভূমির উপর নগরটি অবস্থিত এবং চারিদিকে প্রাচীরদ্বারা পরিবেষ্টিত। নর্মদা সরলভাবে তরতর বেগে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। সর্বত্র প্রস্তর-নির্মিত সুপ্রশস্ত ঘাট। নদীবক্ষে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরময় দ্বীপ, তাহাতে আবার একটি সুন্দর মন্দির।

এইবার মণ্ডনমিশ্রের গৃহান্বেষণে সকলের প্রবৃত্তি হইল। নর্মদাজলাহরণার্থিনী কতিপয় দাসীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন - "মা: মণ্ডনমিশ্রের গৃহ কোথায়? আপনারা কি বলিতে পারেন?"

দাসীগণ সন্ন্যাসিগণকে প্রণাম করিয়া বলিল--"ঠাকুর! মণ্ডনের গৃহ কি অন্বেষণ করিতে হয়? যে বাটিতে দেখিবেন—পক্ষিকুল পিঞ্জরমধ্য হইতে বলিতেছে --'বেদ স্বতঃপ্রমাণ কি পরতঃপ্রমাণ' অথবা বলিতেছে 'কর্মই ফলদাতা, কি ঈশ্বর ফলদাতা' কিংবা বলিতেছে—'জগৎ নিত্য কি অনিত্য' তাহাই মণ্ডনের গৃহ। যেখানে দেখিবেন --অট্টালিকার অগ্রভাগ সমুদয় ধ্বজপতাকাশোভিত হইয়া গগনস্পর্শ করিতেছে, গৃহের প্রাচীরদ্বারে দৌবারিকগণ পরস্পরে শাস্ত্রালাপ করিতেছে, নিকটে যজ্ঞভস্ম পর্বতপ্রমাণ আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং যেখানে মাহিষ্মতী নদী নর্মদাসহ মিলিত হইয়াছে, সেইখানেই জানিবেন মণ্ডনের গৃহ।"

দাসীগণের বাক্য শুনিয়া সকলে অবাক। আচার্যের মুখে একটু হাস্যমাত্র দেখা দিল। অনন্তর সশিষ্য আচার্য ধীরে ধীরে মণ্ডনগৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পদ্মপাদ দ্বারপালগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন - "ইহাই কি পণ্ডিতপ্রবর মণ্ডনের গৃহ?" দৌবারিকগণ উত্তর দিল—"হাঁ।" পদ্মপাদ বলিলেন- "আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" দৌবারিকগণ বলিল "এখন সাক্ষাৎকার হইবে না। তিনি এখন পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছেন। আমাদের উপর আদেশ আছে শ্রাদ্ধাদিকালে কোন সন্ন্যাসী যেন তাঁহার গৃহে প্রবেশ না করে।"

পদ্মপাদ আচার্যের মুখের দিকে চাহিলেন। আচার্য দৌবারিকগণকে বলিলেন—"আচ্ছা, তাঁহাকে যাইয়া বল কতিপয় বেদমার্গী সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

দৌবারিক তাহাই করিল। মণ্ডন উত্তরে বলিলেন—"না, এখন তাঁহাদিগকে আসিতে দিও না, তাঁহাদিগকে বাহিরে বসিবার স্থান দাও।"

দৌবারিক সন্ন্যাসিগণকে মণ্ডনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। আচার্য ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রবেশের জন্য অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল। বার বার তিনবার অনুমতি প্রার্থনা তিনবারই প্রত্যাখ্যান।

তখন আচার্য শিষ্যগণকে বহির্দেশে অবস্থান করিতে বলিয়া যোগবলে স্বয়ং শূন্যমার্গ দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অঙ্গনমধ্যে অবতরণ করিলেন। দৌবারিকগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আর বাধা দিতে সাহসী হইল না। আচার্য দেখিলেন-- তিনি যেন একটি রাজপ্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। মণ্ডনের ঐশ্বর্য, রাজৈশ্বর্য হইতে কোন অংশে কম নহে।

মণ্ডন শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমাগত ব্যাস ও জৈমিনি মুনির পদপ্রক্ষালন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন—আকাশপথ হইতে একজন মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী অকস্মাৎ অবতরণ করিয়া তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মণ্ডনের হৃদয়ে যুগপৎ ক্রোধ ও বিস্ময়ের উদয় হইল, কিন্তু তথাপি ক্রোধের মাত্রাই অধিক হইল। সন্ন্যাসীর আকাশগমন সামর্থ্য মণ্ডনের বিস্ময় উৎপাদন করিলেও শ্রাদ্ধকালে সন্ন্যাসিদর্শনজন্য ক্রোধের নিবৃত্তি করিতে পারিল না। যেহেতু মণ্ডনও একজন অলৌকিক শক্তিশালী পুরুষ এবং অতিশয় শাস্ত্রসেবী। শাস্ত্রে আছে—শ্রাদ্ধকালে সন্ন্যাসী দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়। *

আচার্য মণ্ডনগৃহে প্রবেশ করিয়াই মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিলেন। মুনিদ্বয়ও তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। ইহা দেখিয়া মণ্ডন ক্রোধ সংবরণ করিলেন বটে কিন্তু তথাপি তাচ্ছিল্য সহকারে বলিলেন—

"ওহে মুণ্ডি! (অর্থাৎ মুণ্ডিত মস্তক) কোথা হইতে?"

মণ্ডনবাক্যের অন্য অর্থ করিয়া শঙ্কর বলিলেন- "গলদেশ হইতে"। অর্থাৎ আমি গলদেশ হইতে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি।

মণ্ডন বলিলেন "আমি তোমাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

---

* [illegible] মুখার্জি [illegible] নামে [illegible] মহাশয় শঙ্কর [illegible] এক মাসিক পত্রিকায় প্রব[illegible] এক [illegible] ঝিউড়ীর নিকট শঙ্কর কর্তৃক [illegible] বলিয়াছেন [illegible] প্রবাদমূলক [illegible] প্রাচীর উল্লঙ্ঘননিমিত্ত ঝিউড়ীর নিকট উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন [illegible]

শঙ্কর ইহারও অন্য অর্থ করিয়া বলিলেন—"পথের কথা? কেন পথ কি আপনাকে কিছু বলিয়াছে?"

মণ্ডন এইবার কুপিত হইয়া বলিলেন—"সুরা পীত নাকি?" অর্থাৎ সুরা পান করিয়াছ নাকি?

শঙ্কর বলিলেন—"সুরা তো পীতবর্ণ নহে, উহা তো শুভ্রবর্ণ।"

মণ্ডন বলিলেন—"তুমি তাহা হইলে সুরা পান কর বুঝি? নচেৎ বর্ণ জানিলে কিরূপে? তাহা হইলে তুমি উত্তম সন্ন্যাসী দেখিতেছি।"

শঙ্কর বলিলেন—"আমি সুরার বর্ণ জানি, কিন্তু তুমি তাহার আস্বাদও জান দেখিতেছি। যেহেতু বর্ণ জানিলেই পান করা হয় ইহা তুমিই বলিতেছ।"

মণ্ডন এইবার মহাক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্করকে রূঢ়বাক্য বলিলেন। শঙ্কর কিন্তু তাহাও উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহাতে মণ্ডন ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। বোধ হইতেছিল—মণ্ডন যেন ইচ্ছা করিতেছেন—দ্বারবান দ্বারা সন্ন্যাসীকে বলপূর্বক বিতাড়িত করেন।

মহর্ষি জৈমিনি ইহা দেখিয়া মণ্ডনের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। মহর্ষি ব্যাস বলিলেন—"মণ্ডন! ইনি যতি, সুতরাং বিষ্ণুস্বরূপ। ইনি যখন স্বয়ং তোমার গৃহে আসিয়াছেন তখন তোমার যথোচিত সৎকার করা উচিত।"

মণ্ডনের ক্রোধ শান্ত হইল। তিনি লজ্জিত হইয়া অতি নম্রভাবে শঙ্করকে বলিলেন—"আপনাকে বিদ্বান বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার পরমগুরুগণের যখন আপনি সম্মানের পাত্র, তখন আপনি আমারও পূজনীয়। আজকাল বেদবিরোধী বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণের প্রাদুর্ভাব বড়ই অধিক। আমি আপনাকে তাই ভাবিয়া অবজ্ঞাসূচক বাক্য বলিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন এবং এই জলদ্বারা পদপ্রক্ষালনপূর্বক আসনগ্রহণ করুন।"

শঙ্কর হাসিতে হাসিতে তাহাই করিলেন এবং একটু স্বচ্ছন্দ হইলে মণ্ডন বলিলেন—"যতিবর! কোথা হইতে কি অভিপ্রায়ে আগমন হইয়াছে।"

শঙ্কর বলিলেন—"আমি কয়েকজন শিষ্যসহ প্রয়াগ হইতে এখানে আসিতেছি। উদ্দেশ্য—আপনাকে বাদে পরাজিত করিয়া আপনার দ্বারা আমার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর একটি বার্তিকরচনা করাইব। আমি ভট্টপাদের নিকট এজন্য গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন তিনি গুরুবধের প্রায়শ্চিত্তোদ্দেশ্যে তুষানলমধ্যে

প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি আপনার অশেষ প্রশংসা করিয়া আপনার সকাশে আমায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বলিয়াছেন---আপনি পরাজয় স্বীকার করিয়া আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে মৎপ্রচারিত বেদান্তের অদ্বৈতব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান চিরকাল বর্তমান থাকিবে। তিনি পরিশেষে বলিয়াছেন—আপনি পরাজয় স্বীকার করিলে তাঁহারও পরাজয় হইবে। হে ব্রহ্মন! এইজন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।'

ব্যাস ও জৈমিনি মুনি ইহা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। মণ্ডনের মনে মুহূর্তমধ্যে যে কতভাবের উদয় হইল তাহা বলা সহজ নয়। গুরুর অন্তর্ধানে শোক, কুমারিলের মত পণ্ডিতের তিরোধানে দুঃখ, নিজেকে পরাজয় করিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া ক্রোধ, শঙ্করের সাহসপূর্ণ বাক্যে ভয়, বালকসন্ন্যাসীর বাক্য বলিয়া বিস্ময়– এইরূপ নানাভাবেরই উদয় হইল, কিন্তু তথাপি ক্রোধেরই আতিশয্য তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া ধীরগম্ভীরভাবে বলিলেন— 'আপনি আমাকে পরাজয় করিয়া শিষ্য করিতে চাহেন!! আমার গুরু ভট্টপাদ পর্যন্ত যাহাকে ভয় করিতেন, আপনি তাহাকে পরাজয় করিতে আসিয়াছেন!! ধন্য আপনার সাহস!!" এই বলিয়া উপেক্ষার হাস্য হাসিয়া মণ্ডন বলিলেন "আচ্ছা বেশ। তাহাই হইবে। এক্ষণে আমি শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করি, আপনারা যথাসুখে আমার অতিথিশালায় আশ্রয়গ্রহণ করুন। আপনাদিগকে আমি সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছি, আপনারা সেখানে বিশ্রাম করুন। সেখানে আপনাদিগের কোন অসুবিধা হইবে না।" এই বলিয়া মণ্ডন দ্বাররক্ষককে আহ্বান করিলেন এবং আপনা আপনি হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন "যাহা হউক ভালই হইল। অনেকদিন আর ভাল রূপ বিচার হয় নাই। সেই গুরুদেবের সহিত দিগ্বিজয়কালে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার পর আর ভাল বিচারই হয় নাই। এইবার বেশ হয় একটা সুযোগ হইল।"

শঙ্কর সহাস্যবদনে বলিলেন "আচ্ছা, তাহাই হউক। আপনি শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করুন। কল্য হইতে বিচার হইবে।" মণ্ডন এখনও বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি কাহার সঙ্গে এই তাচ্ছিল্য ব্যবহার করিতেছেন।

অনন্তর মণ্ডনের ইঙ্গিতে দ্বাররক্ষক শঙ্করকে সসম্মানে সঙ্গে লইয়া অতিথিশালার অভিমুখে চলিল। পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্যগণ এইবার আচার্যের সঙ্গ লইলেন, কিন্তু তাঁহারা মণ্ডনের অতিথিশালায় না যাইয়া নদীতীরে এক বৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী অট্টালিকায় বাস করিবেন কেন? দ্বাররক্ষকের মুখে এই কথা শুনিয়া মণ্ডনের মনে এইবার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার উদয় হইল।

মণ্ডন যথাবিধি শ্রাদ্ধকর্ম সম্পন্ন করিয়া ব্যাস ও জৈমিনি মুনিকে বিদায় দিলেন। মুহূর্তমধ্যে মাহিষ্মতীবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণমধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইল। সকলেই পরদিন প্রভাতে বিচার দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।।

মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার

পরদিন প্রভাত হইল। মণ্ডন অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম সম্পন্ন করিলেন। আচার্যও সশিষ্য নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া মণ্ডনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মণ্ডনগৃহে আসিয়া জনতা করিতে লাগিলেন। এমন সময় বিচারের সর্ববিধ আয়োজন করিয়া মণ্ডন আচার্যদলকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। আচার্য সশিষ্য আসিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, মণ্ডন অন্যদিকে নিজপক্ষের সকলকে বসিতে বলিলেন। কেবল মধ্যস্থের আসন শূন্য।

শঙ্কর বলিলেন—"আমি ভট্টপাদের নিকট শুনিয়াছি—আপনার পত্নী সরস্বতী দেবী এ কার্যের একমাত্র উপযুক্তা। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে তিনিই মধ্যস্থ হউন।" মণ্ডন বলিলেন—'আমার কোন আপত্তি নাই।'

মণ্ডন কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"হাঁ, তিনি এ কার্যে সমর্থা সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার পত্নী আমার প্রতি পক্ষপাত করিবেন ইহাই তো স্বাভাবিক।"

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমার সে ভয় নাই। সত্যের অপলাপ করা সহজ নয়। আর আপনার পত্নী কি তাহা করিবেন?

মণ্ডন অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তাহাই হউক।"

সরস্বতী দেবী অন্তঃপুর হইতে সকলই দেখিতেছিলেন। উভয়ের কথোপকথনও শুনিতেছিলেন। এক্ষণে মণ্ডন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া মধ্যস্থের আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সরস্বতী দেবী একটু বিস্মিতভাবে আচার্য শঙ্করের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

আচার্য শঙ্কর সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"মা! আপনি মধ্যস্থ হউন। ভট্টপাদ বলিয়াছেন—আপনি মধ্যস্থ হইলেই সুবিচার হইবে। এক্ষেত্রে তাঁহার মত ব্যক্তিরই মধ্যস্থ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তো আর ইহজগতে নাই। অতএব আপনিই মধ্যস্থের আসন অলঙ্কৃত করুন।"

সরস্বতী দেবী সলজ্জভাবে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আপনাদিগের উভয়ের যখন ইচ্ছা তখন ইহা আমি শিরোধার্য করিলাম।"

এই বলিয়া সরস্বতী দেবী মধ্যস্থের আসন গ্রহণ করিলে দর্শকবৃন্দ অনেকেই বলিতে লাগিল--" এ ক্ষেত্রে আর সন্ন্যাসীকে বিজয়ের আশা করিতে হইবে না।" কেহ বলিল--"এ ব্যক্তি একে বালক, তাহার উপর আবার সন্ন্যাসী বৈষয়িক বুদ্ধি হইবে কোথা হইতে?"

অতঃপর সরস্বতী দেবী উভয়পক্ষকে বিচারের পণ নির্ণয় করিয়া নিজ নিজ পক্ষ নির্দেশ করিতে বলিলেন।

মণ্ডন শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া সগর্বে বলিলেন —"ইনি যাহাই বলিবেন আমি তাহারই বিপরীত পক্ষ গ্রহণ করিব। ইনি বিচারার্থী হইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং ইনিই তাঁহার নিজপক্ষ নির্দেশ করুন। আচার্য, বিচারের পণ আর কি হইবে? পরাজিত ব্যক্তি বিজেতার মত ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন। আমি হারিলে আমি ইহার শিষ্য হইয়া সন্ন্যাসী হইব, আর ইনি হারিলে দণ্ডকমণ্ডলু ফেলিয়া বিবাহ করিয়া গৃহী হইবেন।"

আচার্য বলিলেন "বেশ, ঐরূপ পণই আমার অভীষ্ট। এক্ষণে আমার পক্ষ কি তাহা শুনুন অদ্বৈতব্রহ্মাত্মজ্ঞানই বেদের তাৎপর্য কর্ম বা উপাসনা চিত্তশুদ্ধির উপায় বা দ্বারবিশেষ। অতএব জ্ঞান ও কর্ম কিংবা জ্ঞান ও উপাসনার স্বরূপতঃ সমুচ্চয় অস্বীকার, কিন্তু ক্রমিক সমুচ্চয়ই স্বীকার্য। সুতরাং মুক্তির জন্য একই ব্যক্তিকে একই কালে জ্ঞান ও কর্ম কিংবা জ্ঞান ও উপাসনা করিতে হইবে না। কর্ম ও উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে 'আমি ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি' এইরূপ অদ্বৈতব্রহ্মাত্মজ্ঞানে মুক্তি হয়। এ মুক্তিতে জীব ব্রহ্মে কোন ভেদ বা বিশেষ কিছুই থাকে না, শুদ্ধজলবিন্দু শুদ্ধজলে মিশিয়া যাওয়ার ন্যায় অভেদ হইয়া যায় এবং পুনরায় বন্ধনও আর হয় না। কর্মে বা উপাসনায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুক্তি হয় না।'

মণ্ডন ইহা শুনিয়া অতি প্রফুল্লভাবে বলিলেন— "তাহা হইলে আমার পক্ষ ইহার বিপরীত। অর্থাৎ কর্মই বেদের তাৎপর্য। কর্মের ফলে অনন্তস্বর্গরূপ মুক্তি হয়। ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞানে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবরূপ মুক্তি সম্ভবপর নয়। ব্রহ্মের সহিত আত্মার যে অভেদভাবনার উপদেশ বেদে আছে, তাহা কর্মেরই পূর্ণতাসাধনের জন্য। ব্রহ্মজ্ঞান বেদের তাৎপর্যই নয়। ব্রহ্ম যদি থাকেন তাঁহার সহিত জীবের ভেদই থাকে। কর্মক্ষয় হইলে পুনর্জন্ম হইতে পারে। অনন্তকাল কর্ম করিলে অনন্তকাল স্বর্গ লাভ হইবে।

এইবার মধ্যস্থ বলিলেন "যতিবর। আপনি আপনার পক্ষ সমর্থন করুন এবং আপনার প্রতিবাদীর পক্ষে দোষ প্রদর্শন করুন।"

আচার্য বলিলেন—"আপনি সন্ন্যাসের উত্তম অধিকারী। আপনি সন্ন্যাস লইলে লোকে সন্ন্যাসের মর্যাদা বুঝিবে। জ্ঞানে আপনার সমকক্ষ দ্বিতীয় দেখি না। আপনার যে নিজমতে আগ্রহ নাই—ইহাই আপনার জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয়। সত্যনিষ্ঠা পূর্ণমাত্রায় না হইলে এ ভাব আসে না। জ্ঞান হইলে সন্ন্যাস আপনিই উপস্থিত হয়। আপনাকে সন্ন্যাসী করিতে পারিলে বেদান্তের প্রচার হইবে বলিয়াই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।"

মণ্ডন ইহা শুনিয়া আচার্য-চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম করিলেন। মণ্ডনপক্ষীয় বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত মনের দুঃখে মণ্ডন-ভবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং পরস্পরে বলিতে লাগিলেন—"অদ্যকার এই ব্যাপার সহজ নহে, কর্মকাণ্ড বেদ চিরতরে অনাদৃত হইতে চলিল। আর কি লোকে কর্ম করিবে? এইবার সকলেই সন্ন্যাসী হইতে চাহিবে। ভারতের ভাগ্যে ভাল হইল কি মন্দ হইল —জগদীশ্বরই জানেন।"

সরস্বতীদেবী গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। মণ্ডন তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন— "তুমি শাস্ত্রজ্ঞ এবং পণ্ডিতগণেরও পূজনীয়া , অতঃপর যাহা কর্তব্য হয় কর। আমি আমার অঙ্গীকার পালন করি।"

সরস্বতীদেবী মণ্ডনকে ক্ষান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া আচার্যকে বলিলেন "যতিরাজ! আমার পতিকে তো আপনি এখন সন্ন্যাসী করিতে পারেন না। তাঁহার পরাজয় তো সম্পূর্ণ হয় নাই। আমি তাঁহার অর্ধাঙ্গিনী, আমায় তো আপনি এখনও পরাজিত করেন নাই। অগ্রে আমাকে পরাজিত করুন তৎপরে তাঁহাকে সন্ন্যাসী করিবেন।"

আচার্য সরস্বতী দেবীর কথা শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইলেন এবং ক্ষণপরে বলিলেন—"আচ্ছা, জননি! তাহাই হইবে. আপনি বলুন—আপনি প্রতিপক্ষ কিরূপে সমর্থন করিবেন? অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান যে বেদান্তের তাৎপর্য নহে তাহা প্রমাণ করুন।"

সরস্বতী দেবী বলিলেন—"যতিবর ! আমার প্রশ্ন অন্য। বলুন দেখি—কামের লক্ষণ কি? উহার কত কলা? তাহাদের প্রত্যেকেরই বা লক্ষণ কি? শরীরের কোথায় কোথায় তাহারা অবস্থিতি করে এবং কিরূপ ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আবির্ভাব-তিরোভাব হয়?"

আচার্য যেন বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেন

নাই যে সরস্বতী দেবী তাঁহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিবেন। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"মা! আপনি শাস্ত্রীয় কথা জিজ্ঞাসা করুন, আমি উত্তর দিতেছি। আমি সন্ন্যাসী, আমায় কি এরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতে আছে?

সরস্বতী দেবী বলিলেন— "কেন মহাত্মন! কামশাস্ত্র কি শাস্ত্র নহে? সন্ন্যাসী হইলেও আপনি তো বাদ করিতে প্রবৃত্ত। যিনি অপৌরুষেয় বেদের তাৎপর্য নির্ণয় করিতে পারেন, তিনি কি সর্বজ্ঞ নহেন? সন্ন্যাসী হইলেও আপনি যদি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তো আপনি জিতেন্দ্রিয়। কামকথায় আপনার চিত্তবিকার হইবে কেন? চিত্তবিকার যাহাতে না হয় সেইজন্যই সাধক-অবস্থায় কামচিন্তাদি সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং আপনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিব না কেন?"

আচার্য অধোবদন হইয়া নিরুত্তর। শিষ্যগণ চঞ্চল হইলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। সভামধ্যে যেন মহা হুলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত। মণ্ডন যারপরনাই বিস্মিত। তিনি ক্ষণপরে পত্নীকে বলিলেন—"দেবী! তোমার এ কার্য কি সঙ্গত হইতেছে! আমি তর্কে পরাজিত হই নাই। সত্যের অনুরোধে পরাজয় স্বীকার করিয়াছি। তুমি সন্ন্যাসীকে অপদস্থ করিও না। এভাবে তাঁহাকে পরাজিত বলিয়া প্রতিপন্ন করা তোমার পক্ষে উচিত হয় না।"

সরস্বতী দেবী বলিলেন—"কেন? আপনার কি সন্ন্যাসী হইবার সাধ হইয়াছে? আমার পতি যাহার শিষ্য হইতে যাইতেছেন, তিনি সর্বজ্ঞ কি না, তাহা আমি একবার পরীক্ষা করিব না? জ্ঞানের ফলে ইন্দ্রিয়জয়ী ও সংযমী হইবারই কথা। কামকথায় যদি তাঁহার চিত্তবিকার হয়, তবে তিনি তো আপনার গুরু হইবার যোগ্যই নহেন। আপনি বিচারে পরাজিত হন নাই, তাহা আমি জানি। আপনার পক্ষটিই দুর্বল ছিল, তাই আপনি পরাজিত হইলেন। জল্প বিতণ্ডায় কেহ যে আপনাকে পরাজিত করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি আছেন কি না তাহা আমি এখনও শুনি নাই।"

মণ্ডন নিরস্ত হইলেন। অনন্তর আচার্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মা! বিচারের নিয়ম অনুসারে আমি আপনার নিকট মাসাবধিকাল সময় প্রার্থনা করি। আমি সন্ন্যাসী, নচেৎ আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি বুদ্ধিবলেই দিতাম। সন্ন্যাসী বলিয়া আমি এই মুখ দিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব না। কামচিন্তা করিলে সন্ন্যাস আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়—ইহা শাস্ত্রের আদেশ। সিদ্ধ হইলেও এ কার্য করিতে নাই। জ্ঞানী ব্যবহারক্ষেত্রে বর্তমান হইলে তাঁহাকে শাস্ত্র মানিয়াই

চলিতে হয়। আমি এ কার্য করিলে সন্ন্যাসীর আদর্শেই কলঙ্ক লাগিবে। আমার নাম করিয়া সন্ন্যাসিগণও অন্যায় কর্ম করিবে। অতএব আমি অন্যশরীরে প্রবেশ করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনি তাহাতে সম্মতা আছেন কি?"

সরস্বতী দেবী দেখিলেন—তাঁহার কৌশল ব্যর্থ হয়। পতিবিরহ স্ত্রীলোকের পক্ষে চিরকালই অসহ্য। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, পরকায় প্রবেশ করিয়া এ কার্য করিলেও কামচিন্তাবশতঃ আপনাকে কি সন্ন্যাস আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে না?"

আচার্য তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"জননি! আপনার মুখে এ কথা শোভন নহে। পূর্বজন্মের চণ্ডাল পরজন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলে তাহার ব্রাহ্মণত্বের কোন হানি হয় কি?"

সরস্বতী দেবী নিজ অসঙ্গতি বুঝিলেন এবং একটু সলজ্জভাবে বলিলেন "হে যতিবর! আচ্ছা, তাহাই হইবে, কিন্তু তাহাও না করিতে পারিলে আমার পতিকে আপনি গৃহত্যাগী করিতে পারিবেন না। কারণ, গৃহস্থ হইয়াও আপনার শিষ্যত্বপালন সম্ভব হইতে পারে। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে আপনি যেমন আমার পতিকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিতে পারিলেন না, আমার পতিও তদ্রূপ আপনার সম্পূর্ণ শিষ্যত্বগ্রহণ করিবেন না। আপনি তাঁহাকে সন্ন্যাসী করিতে পারিবেন না।"

আচার্য বলিলেন—"বেশ, উত্তম কথা।"

সভা ভঙ্গ হইল। সকলেই সরস্বতী দেবী ও আচার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষই বিমর্ষচিত্তে মণ্ডনভবন পরিত্যাগ করিলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন—"ধন্য উভয়ভারতী! সরস্বতী নাম সার্থক বটে।" কেহ বলিলেন—"যতিরাজকে বোধ হয় আর ফিরিতে হইবে না।" পদ্মপাদপ্রভৃতি সকলেই চিন্তাকুল। আচার্য কিন্তু উদাসীন। তাঁহার কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই। তিনি পদ্মপাদকে বলিলেন—"পদ্মপাদ! কোন চিন্তা নাই, যাঁহার কার্য আমরা করিতেছি তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিবেন।"

অমরুক রাজশরীরে শঙ্করের প্রবেশ

সশিষ্য আচার্য মাহিষ্মতী পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাভিমুখে চলিলেন। কিছুদূরে আসিয়া দেখিলেন—সম্মুখে অরণ্য। আচার্য তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আরও কিছুদূরে আসিয়া দেখেন—কতকগুলি লোক মহা কোলাহল করিতেছে। নিকটে আসিয়া দেখেন—এক রাজা মৃত অবস্থায় পতিত। রাণী ও মন্ত্রী প্রভৃতি রাজভৃত্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ক্রন্দন ও দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন। অনুসন্ধানে জানা গেল – অমরুক নামে এক রাজা মৃগয়া করিতে আসিয়া সহসা দেহত্যাগ করিয়াছেন।

আচার্য ইহা দেখিয়া পদ্মপাদকে বলিলেন—"পদ্মপাদ! উত্তম সুযোগ উপস্থিত। চল, আমরা কোন নির্জন গুহা অন্বেষণ করি। তথায় তোমরা আমার শরীর রক্ষা করিও আমি এই রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া আমাদের কার্যসিদ্ধ করিব।"

পদ্মপাদ বলিলেন "যেরূপ আজ্ঞা তাহাই হউক।" এই বলিয়া সকলে তখন নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটি নিরাপদ গুহা দেখিতে পাইলেন। আচার্যপ্রমুখ সকলে তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখেন তাঁহারা যেরূপ স্থান অন্বেষণ করিতেছেন গুহাটি ঠিক তাহারই উপযুক্ত। স্থানটি নির্জনবাসের যোগ্য বটে

আচার্য বলিলেন "দেখ শিষ্যগণ! আমি এখানে শরীর রাখিয়া সেই রাজশরীরে প্রবেশ করিতেছি তোমরা সাবধানে ইহাকে রক্ষা করিও। যথাসময়ে আমি প্রত্যাবর্তন করিব। তোমাদের কোনরূপ চিন্তার কারণ নাই।"

পদ্মপাদ তৎক্ষণ আপত্তি করেন নাই। এইবার তিনি বলিলেন— "দেব! রাজশরীরে প্রবেশ করিলে বহু প্রলোভনে পতিত হইবার সম্ভাবনা। যদি আপনি কর্তব্য বিস্মৃত হন! আমার কিন্তু ভয় হইতেছে। গোরক্ষমুনি ও মৎস্যেন্দ্ররাজের কথা স্মরণ করুন। আপনাকে আমার কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র।" আচার্য বলিলেন — "পদ্মপাদ! ভাবিত হইও না আমাকে কিছুই স্পর্শ করিবে না।" এই বলিয়া আচার্য যোগবলে রাজশরীরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে রাজশরীরে সহসা জীবনলক্ষণ দেখা দিল। রাজা ধীরে ধীরে বাঁচিয়া উঠিলেন। রাজকর্মচারী রাণী প্রভৃতি মহোল্লাসে রাজাকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিলেন। আচার্যের দেহ মৃতপ্রায় হইয়া গুহামধ্যে শায়িত রহিল। শিষ্যগণ বস্ত্রাদির দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিয়া সেই গুহামধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

অমরুক রাজা রাজধানীতে আসিয়া পূর্বভাব অপেক্ষা সকল কার্য বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজমহিষীগণের সহিত অন্যরূপ ব্যবহার। তিনি একাকীই থাকেন, পত্রে কি লেখেন ও কি ভাবেন।

আহারাদি বিষয়ে অতিশয় সংযম। রাজমহিষীগণ নিকটে আসিলে অসুখের কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দেন। কোনরূপ আমোদপ্রমোদই করেন না। বুদ্ধি-কৌশলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে অপূর্ব উপদেশ দেন। এজন্য অন্য-সকলেই রাজার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট। কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনীগণ কেবল অসন্তুষ্ট।

ক্রমে মন্ত্রী ও রাণীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। মন্ত্রী রাজার কার্য কুশলতা ও বুদ্ধির চমৎকারিতা দেখিয়া সন্দিহান,রাণী রাজার বিরক্ত-স্বভাব দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত। ক্রমে যতই দিন যায়, ততই সন্দেহ ঘনীভূত হইতে লাগিল। একদিন রাণী গোপনে মন্ত্রীকে ডাকাইয়া মনের কথা বলিলেন। মন্ত্রীও রাণীর বাক্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। অনেক আলোচনার পর স্থির হইল—ইনি কোন যোগী, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে মৃত-রাজশরীরে প্রবেশ করিয়াছেন।

এখন সমস্যা হইল, কি করা উচিত। উভয়েই একবাক্যে বলিলেন --এরূপ রাজার অধীনে রাজ্য থাকিলে অবিলম্বে বিশেষ শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। অতএব ইঁহাকে কোনরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেই হইবে। মন্ত্রী বলিলেন -"ইহার নিশ্চয়ই যোগিদেহ আছে। তাহা নষ্ট না করিলে ইহার প্রস্থানে বাধা দেওয়া যাইবে না।"

অবিলম্বে গোপনে গোপনে রাণীর এই আদেশ রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হইল যে, রাজ্যমধ্যে যেন কোনও মৃতদেহ অসংকৃত না থাকে। যেখানে কোন মৃতদেহ পাওয়া যাইবে, রাজব্যয়ে রাজকর্মচারিগণই তাহার সংকার করিবে। অন্যথা হইলে দণ্ডিত হইতে হইবে। কেহ কোন মৃতদেহের সন্ধান দিলে তিনি বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইবেন।

রাণীর আদেশ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। নিত্যই রাজ-কর্মচারিগণ বহু মৃতদেহ অগ্নিসংকার করিতে লাগিলেন। রাজ্যের দরিদ্র প্রজাগণ পুরস্কারলোভে চারিদিকে ধাবিত হইল। মৃতদেহের অনুসন্ধান কিছুদিন ধরিয়া যেন একটা রাজ্যের মহৎ কর্ম হইয়া উঠিল।

প্রায় একমাস কাল অতীত হইল। ভিক্ষার জন্য সন্ন্যাসিগণ গ্রামে যাইতেন। ক্রমে কতকগুলি লোক আচার্যের যোগিদেহের সন্ধান পাইল। অবিলম্বে এ সংবাদ রাজকর্মচারীর নিকট পঁহুছিল। তাঁহারা সেই গুহাসমীপে আসিয়া দেখিলেন সংবাদ সত্য।

রাজকর্মচারিগণ সন্ন্যাসিগণের নিকট রাণীর আদেশ শুনাইলেন। আচার্য শিষ্যগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পদ্মপাদপ্রভৃতি নানারূপে তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। শেষে তাঁহারা রাণীর কথা সমুদয় বলিলেন এবং দণ্ডের ভয়ে তাঁহারা

এ কার্যে বিরত থাকিতে পারেন না—তাহাও বলিলেন।

পদ্মপাদের মহাবিপদ। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে তিনি রাজকর্মচারিগণের নিকট সপ্তাহকাল সময় ভিক্ষা করিয়া লইলেন, ইচ্ছা গোপনে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু অনুসন্ধানে জানিলেন—মন্ত্রীর আদেশে রাজার নিকট কোন সন্ন্যাসীই যাইতে পারেন না।

গুরুগতপ্রাণ বুদ্ধিমান পদ্মপাদ শেষকালে একটি ছদ্মবেশী গায়কদল গঠন করিলেন এবং মন্ত্রীকে সঙ্গীত শুনাইয়া সন্তুষ্ট করিয়া রাজাকে সঙ্গীত শুনাইবার অনুমতি চাহিলেন। মন্ত্রী এই নবীন গায়ক সম্প্রদায়ের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া আদেশ দিলেন। পদ্মপাদ গায়কবেশে কতিপয় সহচর গায়ক সহ রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন।

পদ্মপাদ অন্য গীত না গাহিয়া একেবারে তত্ত্বমসিবাক্যঘটিত একটি গীত গাহিয়া আত্মপরিচয় দিলেন এবং কৌশলে আচার্যের দেহের অবস্থা নিবেদন করিলেন। আচার্য তৎক্ষণাৎ গুহাভ্যন্তর হইতে সঞ্চিত সেই কামশাস্ত্র গ্রন্থখানি লইয়া গায়কের পুরস্কারস্বরূপ সেই গ্রন্থখানি পদ্মপাদের হস্তে দিলেন, এবং গায়কগণ বহুদূর চলিয়া গেলে আচার্য মন্ত্রীকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া রাজকুমারকে রাজা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং যোগবলে রাজদেহ ত্যাগ করিয়া স্বদেহে ফিরিয়া আসিলেন। পদ্মপাদের এই কার্য করিতে সপ্তাহকাল কাটিয়া গেল। রাজকর্মচারিগণ ইতোমধ্যে আচার্যশিষ্যগণের বহুবাধা সত্ত্বেও বলপূর্বক আচার্যের দেহ লইয়া চিতার উপর রাখিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়াছে। এমন সময় পদ্মপাদ ও তাঁহার সঙ্গিগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু গুরুদেবের এই দশা দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ওদিকে আচার্য-শরীরে জীবনলক্ষণ প্রকাশ পাইল। জীবন লক্ষণ দেখিয়া সকলে তখন "জীবন্ত ব্যক্তিকে দগ্ধ করিও না, জীবন্ত ব্যক্তিকে দগ্ধ করিও না" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আচার্য ইতোমধ্যে উত্তমরূপ সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন—চিতাগ্নি তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়াছে। তিনি তখন সঙ্কটনাশন লক্ষ্মীনৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবৎকৃপায় অগ্নি আর প্রজ্বলিত হইল না। কর্মচারিগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিল। পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণ আচার্যকে চিতা হইতে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার সুশ্রূষা সম্পাদনের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

যোগীশ্বর শঙ্কর কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং শিষ্যগণকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন "তোমরা ব্যাকুল হইও না, এ শরীরে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। গ্রন্থখানি আছে তো?"

পদ্মপাদ গ্রন্থ প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর সকলে পুনরায় মাহিষ্মতীর উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন।

মণ্ডনের সন্ন্যাস

আচার্য সশিষ্য কয়েকদিনের মধ্যে মণ্ডনসমীপে পুনরায় আসিলেন। ইতোমধ্যে তাঁহারা উভয়ে সন্ন্যাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়া মনে মনে সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এক্ষণে আচার্যকে দেখিয়া সকলে বিস্মিত। সরস্বতী দেবী বুঝিলেন—তাঁহার মর্ত লীলার অবসান-কাল আসিয়াছে। সকলে আচার্যের যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। আচার্য আসন গ্রহণ করিয়া— সরস্বতী দেবীকে বলিলেন, "মা! এই লউন সেই গ্রন্থ। ইহাতেই আপনার প্রশ্নের সকল উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।" শিষ্যগণ তখন আচার্যের পরকায় প্রবেশ কথা সবিস্তারে বলিলেন। তাঁহারাও অমরুক রাজার পুনর্জীবনের কথা শুনিয়াছিলেন, অতএব অবিশ্বাসের হেতু আর কিছুই রহিল না। মণ্ডন ও সরস্বতী দেবী গ্রন্থখানি দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর সরস্বতী দেবী বলিলেন—"হে যতিবর! এইবার আপনার জয় সম্পূর্ণ হইল। আমার পতিদেবের ভার আপনি গ্রহণ করুন। আমিও স্বধামে প্রস্থান করি।" এই বলিয়াই সরস্বতী দেবী যোগবলে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। পতির সন্ন্যাসে স্ত্রীর বৈধব্যাচরণ শাস্ত্রীয় বিধি। বৈধব্যপালন কিন্তু কোন স্ত্রীই ইচ্ছা করে না। সুতরাং ক্ষমতাসত্ত্বেও তিনি কি আর বৈধব্যাচরণ করিবেন!

আচার্য ইহা দেখিয়া সরস্বতী দেবীকে বলিলেন—"মা! আপনি সাক্ষাৎ ভগবতী ভারতীর অংশে অবতীর্ণ। আপনি দেহত্যাগ করিলে জগৎ হইতেই সর্ববিদ্যা অন্তর্হিত হইবে। অতএব আপনি আরও কিছুদিন শরীর রক্ষা করিয়া বিদ্যা প্রচার করুন। এই শিষ্যগণ শৃঙ্গেরীতে এক মঠ স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছে। আপনি তথায় থাকিয়া তাহাদিগকে বিদ্যা দান করিবেন।"

সরস্বতী দেবী বলিলেন—"আচ্ছা, আমি তথায় দেবশরীরে থাকিয়া আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। আপনি সেখানে শ্রীযন্ত্র স্থাপন করিবেন, আমি তথায় বিরাজিত থাকিব। আপনার আসনে ভবিষ্যতে কোন মূর্খ যাহাতে উপবিষ্ট না হয়—তাহার ব্যবস্থা আমি সেখানে থাকিয়া করিব।"

সরস্বতী দেবী এই বলিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিলেন। মণ্ডন যোগিজনোচিত পত্নীর সৎকার করিয়া আচার্যের নিকট বিহিত বিধানে সন্ন্যাস লইলেন। মাহিষ্মতীতে কর্মকাণ্ডের সূর্য অস্তমিত হইল এবং তৎপরিবর্তে

জ্ঞানভাস্কর উদিত হইল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সকলেই আচার্যের শরণাপন্ন হইলেন। মণ্ডন মিশ্রের সন্ন্যাসনাম হইল "সুরেশ্বরাচার্য"। এই সময় মণ্ডনকে তত্ত্বোপদেশ দিবার জন্য আচার্য "তত্ত্বোপদেশ" নামক একখানি সারকথাপূর্ণ ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিলেন।

আচার্যের দিগ্বিজয় যাত্রা

মণ্ডন পরাজয়ে শিষ্যগণের হৃদয়ে দিগ্বিজয়ের বাসনা বলবতী হইল। ইঁহারা আচার্যকে কেবলই দিগ্বিজয়ের জন্য প্রবৃত্তি দেন। আচার্য কেবল শুনেন আর হাস্য করেন আর কেবল মধ্যে মধ্যে বলেন— "যশ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানীর মহাশত্রু। শিষ্যগণ! তোমরা সতত সাবধান থাকিও।" কিন্তু সে কথা শুনে কে? অবশেষে শিষ্যগণের অনুরোধে তিনি দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কারণ, এ সময় নর্মদার দক্ষিণে মহারাষ্ট্র দেশে চালুক্য রাজ্য খুব প্রবল। প্রাচীন বিদর্ভ রাজ্য এখন ইহার অন্তর্ভুক্ত। ভারতের সম্রাট কান্যকুব্জেশ্বর মহারাজ হর্ষবর্ধন ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বহু চেষ্টাতেও ইহাদের প্রভাব খর্ব করিতে পারেন নাই। ইহাদের রাজ্য এখন দুই ভাগে বিভক্ত। একটি পশ্চিম চালুক্য রাজ্য, অপরটি পূর্ব চালুক্যরাজ্য। পশ্চিম রাজ্যের রাজধানী এ সময় বাতাপী নগর। পূর্ব রাজ্যের রাজধানী রাজমহেন্দ্রীর নিকট বেঙ্গী নামক নগরী। এখানে অধিবাসিগণ [illegible] [illegible] সন্ন্যাসী ও ধর্মনিষ্ঠ [illegible] তীর্থস্থান এখানে বর্তমান। প্রাচীন শালিবাহন রাজার রাজধানী প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান নগর ইহার অন্তর্গত। আচার্য এখন সশিষ্য এই রাজ্যের প্রধান তীর্থগুলিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সমাগত জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে লাগিলেন। মণ্ডনের পরাজয় [illegible] শুনিয়া আর কেহই আচার্যের নিকট বিচারে আসেন না। যাঁহারা আসেন তাঁহারা উপদেশ শুনিতেই আসেন।

নাসিক বা পঞ্চবটি— মহারাষ্ট্র দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে আচার্য গোদাবরী তীরে পঞ্চবটি বা নাসিক নামক তীর্থস্থানে আসিলেন। এখানেই সীতাহরণ হইয়াছিল। এখানে পূর্বে দণ্ডকারণ্য ছিল। ভগবান রামচন্দ্রের মন্দির এখানে বিরাজিত। কিন্তু ধর্ম ও রাষ্ট্র বিপ্লবশতঃ ভগবানের পূজা প্রভৃতি উত্তমরূপে হইত না। চালুক্য রাজগণ এই সময় এইটিকে রাজধানীতে পরিণত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। আচার্য এখানে আগমন করায় আবার শ্রীরামচন্দ্রের পূজাদি প্রবর্তিত হইল, মন্দিরের সংস্কার হইল এবং কিছুদিন পরে আচার্যের শিষ্যগণ এখানে মন্দিরপার্শ্বে সাধুগণের জন্য একটি মঠ স্থাপনা করেন।

আচার্য উগ্রভৈরবের কাতর ও ঐকান্তিক ভাব দেখিয়া বলিলেন—"উগ্রভৈরব! তোমার এই কাতরতার প্রয়োজন কি? বল, তুমি কি চাও? আমার দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহাতে তুমি বঞ্চিত হইবে না।"

উগ্রভৈরবের মৃতদেহে যেন প্রাণসঞ্চার হইল। তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিতে লাগিলেন—"গুরুদেব! আমি সশরীরে কৈলাসপতি পরমেশ্বরের সহিত একত্রবাসের অভিলাষে আজ প্রায় একশত বৎসর যাবৎ দুশ্চর তপস্যা করিয়া আসিতেছি। ভগবান তুষ্ট হইয়া আমাকে এই বর দেন যে, যদি আমি এক সর্বজ্ঞ ব্যক্তির মস্তক অথবা কোন এক রাজার মস্তক দিয়া হোম করিতে পারি, তাহা হইলে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। আমি তদবধি একজন রাজা বা একজন সর্বজ্ঞের মস্তক লাভের জন্য ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু কোথাও ইহা পাইলাম না। অবশেষে হতাশ হইয়া এইস্থানেই অবস্থিতি করিতেছি। এক্ষণে বোধ হয় আমার সেই শুভদিন উপস্থিত। আপনি সর্বজ্ঞ, তাহাতে আর আমার সন্দেহ নাই। তাহাতে আপনি দয়ার সাগর, পরহিতের জন্যই আপনার জীবনধারণ তাহাও আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। অতএব আপনি যদি আমার উপর দয়া করেন তাহা হইলেই আমার আজীবনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। নচেৎ আর কোন উপায় দেখি না।"

আচার্য ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"তাপসপ্রবর! তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ তাহা মানবের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। উহাও অনিত্য। শিবলোকে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা শিবের কৃপায় অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরিশেষে পরমা শান্তিরূপ নির্বাণ লাভ করেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যে পরমাত্মার মায়িকরূপভেদ, সেই পরমাত্মা ব্রহ্মের সহিত জীব যতদিন না নিজেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে, ততদিন তাহার সম্পূর্ণ দুঃখনিবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয়ের জ্ঞান থাকিলেই ভয় থাকে, আর ভয় থাকিলেই দুঃখও থাকে। একমাত্র অদ্বৈততত্ত্বই অভয়। তাহার জ্ঞানেই জীবও অভয় হয়। শিবব্রহ্মাবিষ্ণুলোকেও কিছু কিছু দুঃখ আছে। সেখানে জগতের সুখের তুলনায় অনন্ত সুখ থাকিলেও তাহা দুঃখলেশপরিশূন্য সুখ নহে। বুদ্ধিমান মানব দুঃখলেশপরিশূন্য সুখই কামনা করেন। তুমি বৃদ্ধ এবং বুদ্ধিমান সাধক, তোমার এরূপ সুখের জন্য এত আগ্রহ কেন? আরও জানিও যেরূপ কার্যের দ্বারা এই সুখ লাভ করিতে তুমি যত্নবান হইয়াছ, তাহার ফলেও কিছু দুঃখ অনিবার্য। অতএব এরূপ আগ্রহ তোমার প্রশংসনীয় নহে।"

আচার্য্যেব বাক্য শুনিয়া উগ্রভৈরব আচার্য্যের চবণদ্বয় ধবিয়া অতি ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিলেন—"ভগবন্! আমি সত্য বলিতেছি—আপনাব অদ্বৈতজ্ঞানেব উপদেশ আমাব ধাবণ কবিবাব সামর্থ্য নাই। আমি বৃদ্ধ হইযাছি, আব কতদিনই বা বাঁচিব। আপনি দযা কবিযা এই অজ্ঞজনেব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আব কালে যখন সেই কৈলাসপতিব কৃপায সে জ্ঞানও লাভ কবিব—আশা আছে, তখন তাঁহাব আদেশেবই অনুষ্ঠান কবা আমাব উচিত। তিনিই আমায এই কার্য কবিতে আদেশ কবিযাছেন। আপনি দযা কবিযা আমাব প্রার্থনাটি পূর্ণ করুন। আপনি ভিন্ন আমাব অভীষ্ট পূর্ণ হইবাব আব কোন আশা নাই।"

উগ্রভৈবব এই বলিযা আচার্য্যেব চবণকমল অশ্রুজলে অভিষিক্ত কবিতে লাগিলেন। আচার্য বৃদ্ধ কাপালিককে সুস্থ কবিযা অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সে কথা শুনে কে? অন্তবে যাহাব অন্য অভিসন্ধি, সে তাহা বুঝিবেই বা কেন? আচার্য ভাবিলেন—ব্যাসদেবেব ইচ্ছা বোধ হয পূর্ণ হইযাছে, নচেৎ দেহত্যাগেব এই উপলক্ষ্য বা উপস্থিত হইল কেন? আহা! অজ্ঞলোকেব উপব ভোগবাসনাব কি প্রবল প্রভাব! আহা! সে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিযাও বুঝে না। শিবাদি-লোকেব সুখভোগবাসনায ব্রহ্মজ্ঞানও চাহে না। যাহাই হউক বৃদ্ধেব যদি উপকাব সাধিত হয তো হউক। এখানে না হইলেও সেখানে হইবে, তা তাহাতেও কল্যাণেব সম্ভাবনা আছে।

আচার্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিযা বলিলেন—'আচ্ছা' তাহাই হইবে। ইহাই যদি তোমাব একান্ত অভীষ্ট হয, তাহা হইলে তাহাই পূর্ণ হউক। কিন্তু শিষ্যগণ যদি এ কথা কোনরূপে জানিতে পাবে বা সন্দেহও কবে, তাহা হইলে তো তোমাব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তুমি তাহাব উপায কি কবিবে?"

উগ্রভৈবব আনন্দে বিহ্বল হইযা আচার্য্যেব চবণে মস্তক লুণ্ঠিত কবিযা প্রণাম কবিলেন এবং বলিলেন—"ভগবন্! আপনাব কৃপায আমি ধন্য হইলাম। আপনাকে না পাইলে আমাব উদ্দেশ্য আব সিদ্ধ হইত না। এক্ষণে এ কার্য শিষ্যগণ যাহাতে কোনরূপে না জানিতে পাবে এমনভাবেই কবিতে হইবে। আমি মনে কবিতেছি—অদূবে অবণ্যমধ্যে একটি ভৈববেব স্থান আছে। উহা অতি ভীষণ এবং দুর্গম বলিযা কেহই সেখানে প্রায যায না। সেইখানে আমি পূজা ও হোমাদিব আযোজন কবিব, আপনি যদি আগামী অমাবস্যাব মধ্যবাত্রে সেখানে দযা কবিযা গমন কবেন, তাহা হইলে আব কোন বাধা ঘটিবাব আশঙ্কা থাকে না। স্থানটি দুর্গম বলিযা আপনাব গমনেও কোন অসুবিধা হইবে না। আমি মধ্যপথ হইতে আপনাকে লইযা যাইব।"

আচার্য বলিলেন—"হাঁ, এইরূপ হইলেই ইহা সম্ভব বটে। তবে তাহার আয়োজন কর।"

উগ্রভৈরব আচার্যকে প্রণাম কবিয়া পূর্বের ন্যায় শিষ্যগণমধ্যে আসিলেন এবং দুই একদিন পরে সকলের অনুমতি লইয়া স্থানান্তরে গমনের ছলে প্রস্থান কবিলেন। পদ্মপাদ ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এত দূর সন্দেহ কবিতে পাবেন নাই। তাঁহাবা যেমন আচার্যের নিকট অধ্যয়নাদি কবেন সেইরূপই করিতে লাগিলেন।

নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। মধ্যরাত্রি আসিল— শিষ্যগণ নিদ্রিত। আচার্য বৃদ্ধ কাপালিকের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দিন গণনা কবিতেছিলেন। অদ্য আব তাঁহার নিদ্রা নাই। শিষ্যগণকে নিদ্রিত দেখিযা তিনি ধীবে ধীরে উঠিলেন এবং নিঃশব্দে সেই অরণ্যাভিমুখে চলিলেন। অদ্বৈতব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান সম্যক স্ফূর্তি না পাইলে কি একপ সমজ্ঞান হয়! প্রাণ দিযা পবোপকাব ইঁহাবাই অনায়াসে কবিতে পারেন!

উগ্রভৈরব আচার্যের প্রতীক্ষায মধ্যপথেই ছিলেন। তিনি আচার্যকে দেখিয়া আনন্দে যেন আত্মহাবা হইয়া আচার্যচবণে প্রণাম কবিলেন এবং পথ প্রদর্শন করিযা অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

ক্ষণমধ্যে উভয়েই ভৈরবেব স্থানে আসিলেন। আচার্য দেখিলেন কতকগুলি সুবৃহৎবৃক্ষসমাচ্ছাদিত নিবিড় অন্ধকাবময় একটি নিভৃত স্থান শিরোপরি আকাশ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচব হয় না। তথায় একটি গুহামধ্যে সিন্দূরপরিলিপ্ত এক ভৈরবমূর্তি। সম্মুখে পূজোপকরণ সজ্জিত। পার্শ্বে একটি প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে স্থানটির ভয়ঙ্কর দৃশ্য মাত্র প্রকাশিত কবিতেছে ত্রিশূলধারী যমকিঙ্করসম কয়েকজন কাপালিক আশপাশে বসিয়া আছে। এ এক অতি ভীষণ দৃশ্য! উগ্রভৈরবেব আর বিলম্ব সহে না। তিনি বলিস্থল প্রদর্শন কবিয়া বলিলেন—"এইস্থলে আপনি মস্তক রাখিযা শয়ন করুন, আমি আপনাব মস্তক লইয়া হোমাদি করিব।"

আচার্য বলিলেন—"আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কব, আমি সমাধিস্থ হই, হইলে তুমি যাহা কর্তব্য হয় করিও।"

উগ্রভৈরব সম্মত হইয়া আচার্যকে বসিবার আসন দিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কিন্তু বিধাতার দ্বারা অন্য ব্যবস্থা হইতেছে।

পদ্মপাদ নিদ্রিত অবস্থায় শয্যাত্যাগ করিয়া ভীষণ গর্জনপূর্বক সেই অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পদ্মপাদের এই গর্জন শুনিয়া শিষ্যগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহারা পদ্মপাদকে ধাবিত দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কি হইয়াছে ভাবিবার বা জানিবার আর সময় নাই।

দৈবপরিচালিত হইয়া পদ্মপাদ মুহূর্ত মধ্যে ঘটনাস্থলে আসিলেন। ইত্যবকাশে উগ্রভৈরব শঙ্করকে শিলোপরি শায়িত করিয়া খড়্গ উত্তোলন করিয়াছেন, কেবল ফেলিবার অপেক্ষা। কিন্তু ইতোমধ্যেই পদ্মপাদের গর্জনধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছেন। নৃসিংহভরাক্রান্ত পদ্মপাদ নিমেষমধ্যে তথায় আসিয়া সেই সুযোগে উগ্রভৈরবের হস্তেরই খড়্গ লইয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অতি ভীষণ গর্জনধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শিষ্যগণও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই হতবুদ্ধি, সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। উগ্রভৈরবের শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া পলায়ন করিল।

নৃসিংহদেবের গর্জনে আচার্যের সমাধিভঙ্গ হইল। মস্তকছেদনেও যে সমাধিভঙ্গ হইবার নয়, ভগবান নৃসিংহদেবের গর্জনে তাহা ভঙ্গ হইল। যেহেতু নির্বাণের পূর্ব পর্যন্ত সকলেই অন্তর্যামীর অধীন। আচার্য দেখিলেন—পদ্মপাদের শরীরোপরি জ্যোতির্ময় অতিভীষণ নৃসিংহমূর্তি। পার্শ্বেই ছিন্নমস্তক রক্তাক্তকলেবর সেই বৃদ্ধ কাপালিক শায়িত। শিষ্যগণ দূরে দণ্ডায়মান। আচার্যের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি এ দৃশ্যের মর্মোদ্ঘাটনে চেষ্টা না করিয়া ভগবান নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে নৃসিংহদেব অন্তর্ধান করিলেন। পদ্মপাদ কিন্তু প্রকৃতিস্থ না হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

আচার্যের ইঙ্গিতে শিষ্যগণ এইবার কর্তব্য নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। তাঁহারা পদ্মপাদের সংজ্ঞাসম্পাদনের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পদ্মপাদের চৈতন্য হইল। কিন্তু দৃশ্য দেখিয়া তিনিও হতবুদ্ধি।

উগ্রভৈরবের নিধনে আচার্য কিন্তু দুঃখিত। যাহার কল্যাণের জন্য তিনি মস্তক দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই মস্তক ছিন্ন হইয়া পতিত। আচার্য এইজন্যই দুঃখিত। তিনি ক্ষণপরে পদ্মপাদকে বলিলেন—"পদ্মপাদ! তুমি এমন কর্ম কেন করিলে? তুমি সন্ন্যাসী, প্রারব্ধভোগের জন্য তোমার জীবন। নরহত্যার হেতু হওয়া কি তোমার উচিত? কেন তুমি এই গ[illegible] কর্ম করিলে? কাপালিকের মঙ্গলার্থ আমি তাহাকে মস্তকদানে সম্মত হইয়াছিলাম, তুমি কেন তাহাতে বাধাদান

করিলে? আহা! দেখ দেখি কাপালিকেব মনোবথ পূর্ণ হইল না। তিনি কৈলাসপতিব সহিত একত্র বাস-কামনায় বহু দুশ্চর তপস্যা কবিযাছিলেন এবং শিবের নির্দেশ-অনুসারে সন্ন্যাসীব মস্তকদ্বারা হোম কবিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। আমাব মস্তকদ্বাবা সেই হোম কবিতে পাবিলে তিনি সিদ্ধমনোবথ হইতেন। দেখ, সালোক্যও একপ্রকাব মুক্তি। কিন্তু কয় জন ব্যক্তি তাহাব জন্য ঐকান্তিক যত্ন করে। এ ব্যক্তি যদি সেজন্য যত্নবান্ হয়, তাহাতে দোষ কি? পদ্মপাদ! তুমি বালকোচিত কর্ম কবিযাছ —সন্দেহ নাই।"

পদ্মপাদ একটু লজ্জিত ও যেন অপ্রস্তুত হইযা বলিলেন— "ভগবন্! আমি নিদ্রিত অবস্থায স্বপ্ন দেখি—এক কাপালিক আপনাব শিবশ্ছেদ কবিতেছে। আমবা সকলেই আপনাব নিকট হইতে বহুদূরে বহিযাছি। কেহই আপনাকে বক্ষা করিতে যাইতে পাবিতেছি না। আমি তখন নিরুপায হইযা ব্যাকুলভাবে আমাব অভীষ্টদেবতা ভগবান নৃসিংহদেবকে স্মবণ কবি এবং আপনাব প্রাণবক্ষাব জন্য কাতবভাবে প্রার্থনা কবিতে থাকি। অনন্তব আমি দেখিলাম –ভগবান নৃসিংহদেব অতিভীষণ জ্যোতির্ময মূর্তিতে আমাব সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু তাহাব পব যে কি হইল, তাহা আব আমি জানি না। এখন দেখিতেছি আমি এখানে অবস্থিত। ভগবন্! এতদতিবিক্ত আমি কিছুই কবি নাই এবং কিছুই জানি না। ইহাতে যদি আপনাব শ্রীচবণে আমাব অপবাধ হইযা থাকে, তবে হইলে দয়া কবিযা ক্ষমা করুন।"

এই বলিতে বলিতে পদ্মপাদেব চক্ষে জল আসিল। তিনি তখন আবেগভরে বলিতে লাগিলেন—"ভগবন! তবে আমবা থাকিতে যে একজন কৌশলে গোপনে আপনাব প্রাণনাশ কবিবে—ইহা আমবা কিছুতেই সহ্য কবিতে পাবিব না। উগ্রভৈরব যদি যথার্থই মুক্তিকামী হইবেন, তবে গোপনে এ কার্য কবিবেন কেন? আর আপনি যদি গোপনে মস্তকদানে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে আমি আপনার এই অপ্রিয আচরণ কবিতাম না। আপনাব দযাতে যদি একজন মুক্তিলাভ করে, তাহা হইলে আমবা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি কি অপবাধ কবিলাম? আমরা কি আপনার দয়ার পাত্র নহি? আব যদি গুরুদেবকে বক্ষা কবিতে যাইয়া নরহত্যা করিতে হয় এবং তাহার ফলে যদি আমাব অনন্ত নবক হয় তাহাও আমার বরণীয়।"

সুরেশ্বরপ্রভৃতি শিষ্যগণ সকলেই পদ্মপাদকে ধন্য ধন্য কবিযা উঠিলেন। সুরেশ্বর পদ্মপাদকে বলিলেন—"পদ্মপাদ! আজ তোমার জন্য আমরা

গুরুদেবকে ফিরিয়া পাইলাম। নচেৎ এ দুষ্টের হাত হইতে উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তুমি ধন্য, তোমায় সহস্রবার নমস্কার।"

আচার্য দেখিলেন—"শিষ্যগণ সকলেই ভাববিহ্বল ও উত্তেজিত। এ সময় আর যুক্তির কথা দাঁড়াইতে পারে না। তখন তিনি পদ্মপাদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস পদ্মপাদ! তা' বেশ করিয়াছ। দেখিতেছি এখনও আরও কিছুদিন এ দেহভার বহন করিতে হইবে। এক্ষণে বল দেখি—তুমি এই সিদ্ধিলাভ কবে করিলে? কৈ, কখনও এ কথা তো প্রকাশ কর নাই।"

পদ্মপাদ তখন বিনীতভাবে বলিলেন—"ভগবন! আপনার আশ্রয়লাভের পূর্বে আমি এক সময় দক্ষিণদেশে 'বল' নামক পর্বতোপরি এক পুণ্য বনমধ্যে নৃসিংহদেবের আরাধনা করিতে থাকি। কারণ বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম—নৃসিংহদেব মানবের সকলপ্রকার অভীষ্ট অতি শীঘ্র প্রদান করিয়া থাকেন, এবং তিনি সেই বনমধ্যে মধ্যে মধ্যে দেখা দেন। আমি তাঁহার দর্শনলালসায় সেই বনে ফলমূল খাইয়া এক গিরিগুহায় বাস করিতে লাগিলাম। জনমানব কেহই সেই বনে ছিল না এবং কখনও দেখা যাইত না। যতই দিন যায় ততই আমার নৃসিংহদেবদর্শনলালসা প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। আমি দিনরাত তাঁহারই ধ্যানজ্ঞানে অতিবাহিত করিতাম, অন্য কিছুই করিতাম না। একদিন সহসা এক ব্যাধ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং আমায় জিজ্ঞাসা করিল কি জন্য তুমি এই বনমধ্যে একাকী বাস করিতেছ? আমি যতই তাহা গোপন করি, ব্যাধ ততই আমায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে ব্যাধ ভাবিয়া আমি বলিলাম, ওহে! আমি একটি জন্তুর অন্বেষণে এখানে বাস করিতেছি। ব্যাধ বলিল, 'আমায় বল না, আমি হয়ত তাহার সন্ধান তোমায় দিতে পারি।' আমি ছল করিয়া বলিলাম, 'তাহার মুখটি সিংহের মত এবং অবশিষ্ট ভাগ মানবের মত। তুমি কি এরূপ জন্তু দেখিয়াছ?'

"ব্যাধ এই কথা শুনিয়া আমায় আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে লতাপাতার দ্বারা এক নৃসিংহমূর্তিকে আবদ্ধ করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিল। আমি তখন নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলাম, ব্যাধ কিন্তু ইতোমধ্যে অদৃশ্য! অনন্তর নৃসিংহদেব সন্তুষ্ট হইয়া নিজ দেবমূর্তি প্রদর্শন করিয়া আমাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। আমি তখন বালক, মানবের কি প্রকৃত অভীষ্ট তাহা জানিতাম না। আমি বলিলাম—'ভগবন! যদি আমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর দিন যে, আমি যখন বিপন্ন হইয়া আপনাকে

স্মরণ করিব, তখন আপনি আমায় দর্শনদান করিবেন এবং বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।' ভগবান নৃসিংহদেব—'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। দেব! তদবধি আমি এরূপ বিপন্নও হই নাই এবং তাঁহাকে স্মরণও করি নাই। তাহার পর এই আমি আজ তাঁহার প্রথম দর্শন পাইলাম।"

পদ্মপাদের কথা শুনিয়া আচার্য যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। শিষ্যের কৃতিত্বে গুরুর যত আনন্দ হয় এত আর কাহার হয়? সুরেশ্বরপ্রমুখ শিষ্যগণ এখন হইতে পদ্মপাদকে অধিকতর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। স্থানের ভীষণতায় এবং উগ্রভৈরবের বীভৎস দৃশ্যে সকলেরই স্থানত্যাগের ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু সে গাঢ় অন্ধকারে সকলে কোথায় যাইবেন? অগত্যা সেই স্থলেই সকলে তত্ত্বকথায় রাত্র অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইবার আচার্য সকলকে শান্ত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন- -"শিষ্যগণ! তোমরা সন্ন্যাসের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইও না। দেখ, সন্ন্যাস দ্বিবিধ—একপ্রকার মুখ্য এবং অন্যপ্রকার গৌণ। মুখ্য আবার দুই প্রকার : একপ্রকার-পূর্বাশ্রমে জ্ঞান না হইলে জ্ঞান হইবার জন্য এবং অন্যপ্রকার— জ্ঞান হইবার পর সন্ন্যাস। গৌণ সন্ন্যাস ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ইহা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থীর কর্তব্য। জ্ঞান হইবার জন্য যে সন্ন্যাস তাহার নাম বিবিদিষা সন্ন্যাস। তোমরা এই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ। ইহাতে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই মুখ্য সাধন। এজন্য যে কর্ম করিতে হয়, তাহার প্রধান লক্ষ্য শরীরধারণ মাত্র, আর যাহা আপনি ঘটে তাহাই বরণ করিতে হয়। ইহার গৌণ লক্ষ্য সমাজসংরক্ষণাদি। ইহাও শাস্ত্রীয় আচরণমাত্র অনুষ্ঠানদ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহাতে কোন কিছুর জন্য আগ্রহ বা অপ্রিয়-প্রতিকারের বাঞ্ছা থাকা উচিত নহে। কিন্তু জ্ঞানের পর যে সন্ন্যাস অথবা বিবিদিষা সন্ন্যাস করিয়া জ্ঞান হইলে যে সন্ন্যাস তাহার নাম বিদ্বৎসন্ন্যাস। ইহাতে প্রারব্ধ যে পথে যাহা করায় তাহাই সন্ন্যাসিগণ করিয়া থাকেন। ইহারা প্রারব্ধবশে সকলপ্রকার কার্য করিলেও দোষ নাই। আমার দেহ যদি যায় তো আমার প্রারব্ধবশেই যাইতেছে, তাহাতে তোমরা বাধা দাও কেন? যাহা আপনি ঘটে তাহাই তো বরণ করিতে হইবে। আমার দেহের দ্বারা অনেকের অধিক উপকার হইবে--এই চিন্তাও তো সন্ন্যাসীর কর্তব্য নহে। তোমরা গুরুভক্তিবশে এই কার্য করিয়াছ, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসীর কার্য নহে। কৌপীনপঞ্চকে যে সন্ন্যাসীর আদর্শ বলিয়াছি তাহা তোমরা তো জান। বিস্মৃত হইতেছ কেন? অন্যান্য শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাও তোমাদের অবিদিত নাই। অতএব সন্ন্যাসের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইও না। সর্বদা সাক্ষিস্বরূপে

থাকিয়া অহংজ্ঞানকে দৃশ্য করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর। তোমরা ইহা উত্তমরূপে জান তথাপি স্মরণ করাইয়া দিলাম। পদ্মপাদ! তুমি তো এ জীবনের প্রথম হইতেই প্রায় সব জান। স্মরণ কর দেখি—আমি কেন ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছি, আর কেনই বা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছি। অসঙ্গ থাকিয়া প্রারব্ধক্ষয়ই জ্ঞানীর কর্তব্য নহে কি?"

পদ্মপাদ লজ্জিত হইলেন। অনন্তর প্রভাত হইলে সকলে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীশৈলের সর্বত্র এই কথা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। কাপালিকগণ পদ্মপাদ এবং আচার্যের অদ্ভুত শক্তির কথা শুনিয়া দলে দলে আসিয়া শিষ্য হইতে লাগিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ অনেকেই আচার্যের শরণ গ্রহণ করিলেন। সকলেরই মুখে আচার্যের উদারতা, স্বার্থত্যাগ ও পরহিতপরায়ণতার কথা। পণ্ডিতগণ দধীচির সঙ্গে আচার্যের তুলনা করিতে লাগিলেন। কেহ বা শুকদেবের সহিত তুলনা করিলেন। সর্বত্রই আচার্যের কথা। যাহা ইতি-পূর্বে শাস্ত্রবিচারের দ্বারা আচার্য যাহা করিতে পারেন নাই, আজ এই ঘটনার পর তাহা সুসিদ্ধ হইয়া গেল। অদ্বৈতবেদান্তবৈজয়ন্তী আজ শ্রীশৈলের সর্বত্র উড্ডীন হইল।

গোকর্ণ— শ্রীশৈলের পর গোকর্ণ তীর্থের মাহাত্ম্য এদেশে অধিক শ্রুত হইয়া থাকে। আচার্য শ্রীশৈল পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে নানা তীর্থাদি পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে পশ্চিমসমুদ্রতীরে গোকর্ণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে গোকর্ণেশ্বর নামক শিবের মন্দির। আচার্য সশিষ্য যথাবিধি শিবদর্শনাদি করিলেন এবং একটি মনোজ্ঞ স্তব রচনা করিয়া ভগবানের অর্চনা করিলেন। আচার্যের মণ্ডনবিজয় এবং শ্রীশৈলের সংবাদ ইতঃপূর্বেই গোকর্ণবাসীর নিকট পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং সাধারণ পণ্ডিতের মধ্যে কেহই আর আচার্যের সঙ্গে বিচারে সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। সকলেই শ্রদ্ধাসহকারে আচার্যের উপদেশ শুনিতে লাগিলেন।

শৈব নীলকণ্ঠের সহিত বিচার

বস্তুতঃ গোকর্ণ কিন্তু বিশিষ্ট সম্প্রদায়-প্রবর্তক পণ্ডিতহীন ছিল না। এসময় এখানে শৈব নীলকণ্ঠ নামক একজন প্রধান পণ্ডিত বাস করিতেন। ইনি এই সময় এই দেশের শৈবসম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন এবং ব্রহ্মসূত্রের "শিবতৎপর" নামক ভাষ্য করিয়া পণ্ডিতসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন।*

* শৈব নীলকণ্ঠ পাশুপত মতাবলম্বী। এই পাশুপতমত মাহেশ্বরমতের অন্তর্গত। মাহেশ্বরমত ত্রিবিধ যথা— পাশুপতমত, শৈবমত ও প্রত্যভিজ্ঞামত। বিশেষ বিবরণ সর্বদর্শনসংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

দিগ্বিজয়ী আচার্যের আগমন শুনিয়া ইনি আর স্বয়ং আসিয়া বিচার করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। কিন্তু তাঁহার হরদত্ত নামে এক শিষ্য ছিলেন, তিনি আর আচার্যকে উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। হরদত্ত আচার্যের অদ্বৈতসিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা শুনিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইলেন এবং নিজগুরু নীলকণ্ঠের নিকট আচার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন—" দেব! ইহাকে যদি বিচারে পরাজিত না করেন, তাহা হইলে আপনার নিন্দা হইবে এবং সম্প্রদায়েরও ক্ষতি হইবে। ইনি উপেক্ষার যোগ্য নহেন।"

নীলকণ্ঠ উপহাস করিয়া বলিলেন—"শঙ্কর যদি সমুদ্র শুষ্ক করেন, সূর্যকে যদি অধঃপাতিত করেন, আর বস্ত্রদ্বারা আকাশকেও বেষ্টন করেন, তাহা হইলেও তিনি আমাকে জয় করিতে পারিবেন না। তবে তোমাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন চল, দেখিবে যতিবরের কিরূপ দুর্দশা করি।"

এই বলিয়া নীলকণ্ঠ আর কালবিলম্ব করিলেন না। তিনি হরদত্ত প্রভৃতি শিষ্যগণ-সঙ্গে আচার্যের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। নীলকণ্ঠ এবং তাঁহার শিষ্যগণের সর্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ ভস্মদ্বারা লিপ্ত, গলদেশে উজ্জ্বল ও বড় বড় রুদ্রাক্ষের মাল্য, শুভ্রবস্ত্র পরিহিত, বিদ্যাভারে অবনত মস্তক, ভক্তের একাগ্রতাপূর্ণ মুখমণ্ডল, মুখে "হর হর ব্যোম ব্যোম" ধ্বনি - দৃশ্যটি অচিরে আচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

সশিষ্য নীলকণ্ঠ আসিবামাত্র পদ্মপাদ প্রভৃতি আচার্য শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে পণ্ডিতোচিত সম্মান করিয়া আসন দিলেন, নীলকণ্ঠ সসম্মানে আসনগ্রহণ করিয়াই বলিলেন—"আপনারা অদ্বৈতমত প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু তাহা তো যুক্তিসঙ্গত মত নহে। আপনারা আমাদের শৈবমত বোধ হয় জানেন না, নচেৎ অদ্বৈতমত প্রচারে প্রবৃত্ত হইতেন না।"

পদ্মপাদ বলিলেন—"আপনার শৈবমতের ব্যাখ্যা তাহা হইলে আপনার মুখেই আমাদের শ্রবণ করা উচিত। বোধ হয় আমরা শৈবমত শুনিয়াছি, তাহা আপনার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রুত হয় নাই।"

ইহা শুনিয়া নীলকণ্ঠ নিজ শৈবমতের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদ মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিলেন। আচার্য উদাসীনভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। সুরেশ্বর ইহা দেখিয়া বলিলেন— "আপনি আসুন, আমি আপনার সকল কথার উত্তর দিতেছি।"

নীলকণ্ঠ বলিলেন—"আমি আপনার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় ইতঃপূর্বেই পাইয়াছি। আপনার পাণ্ডিত্য বিশ্ববিশ্রুত সন্দেহ নাই কিন্তু আপনি ইঁহার নিকট পরাজিত হইয়া শিষ্য হইয়াছেন, তিনি থাকিতে আপনার সঙ্গে বিচার করিব কেন?" সুরেশ্বর ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া আচার্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। আচার্য এই কথোপকথন ধীরভাবে শুনিতেছিলেন। তিনি তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন —"আচ্ছা আসুন, আমিই আপনার কথার উত্তর দিতেছি।"

নীলকণ্ঠ ইতোমধ্যে নিজমত-ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছিলেন—"পরমেশ্বর পশুপতি স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ কর্মাদি নিরপেক্ষ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্বে জীবের অদৃষ্টের অপেক্ষা নাই।" আচার্য এই কথাটি ধরিয়া বলিলেন -"তবে পরমেশ্বরে পক্ষপাতাদি দোষ অনিবার্য।" নীলকণ্ঠ বলিলেন— "তাহা হইলে তিনি সর্বকারণের কারণ কিরূপে হন?" আচার্য বলিলেন—"তবে তিনি দোষেরও কারণ। কিন্তু তিনি সর্বদোষমুক্ত শুদ্ধস্বভাব ইহা শ্রুতি ঘোষণা করিতেছে।" ক্রমে বিচার গুরুতর হইয়া উঠিল। নীলকণ্ঠ তখন নিজপক্ষ সমর্থনে আর সুবিধা বিবেচনা করিলেন না। তিনি তখন অদ্বৈতমতকেই আক্রমণ করিতে লাগিলেন। আচার্য তখন হাসিতে হাসিতে তাঁহার উত্তর দিতে লাগিলেন। নীলকণ্ঠ আপত্তিমুখে কখন কপিলমত অবলম্বন করেন, কখন বৈশেষিকমত অবলম্বন করেন, কিন্তু কিছুতেই সুবিধা করিতে পারিলেন না। অবশেষে ব্যোমশিবের সপ্তপদার্থী অবলম্বনে তিনি তর্ক করিতে লাগিলেন। কিন্তু আচার্যের নিকট তাহাও নূতন বলিয়া বিবেচিত হইল না। অগত্যা নীলকণ্ঠ নিরুত্তর হইয়া আচার্যের অদ্বৈতমতের সিদ্ধান্তসমূহ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। আচার্য অতি প্রসন্নভাবেই অদ্বৈতবাদের প্রকৃত রহস্য-সমুদয় বিবৃত করিতে লাগিলেন।

এইবার কিন্তু অন্তরে অন্তরে নীলকণ্ঠের মত পরিবর্তিত হইতে লাগিল। আচার্য বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তিনি বলিলেন—"যতিবর! আমি বুঝিলাম আপনার সিদ্ধান্তই যথার্থ। উপাসকের পক্ষে আমাদের মত বহুদূর উপকার সাধন করিতে পারে। কিন্তু পরিশেষে অদ্বৈত ব্রহ্মভাবই আশ্রয়ণীয়। তদ্ভিন্ন নিঃশ্রেয়স লাভ সম্ভবপর নহে।"

এই বলিয়া নীলকণ্ঠ আচার্যের পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং গৃহে আসিয়া তাঁহার "শিবতৎপর" ভাষ্যখানি জলে বিসর্জন করিলেন।"*

* বহু অনুসন্ধানের পর আমি একটি পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, নীলকণ্ঠ ভাষ্য কিছুদিন পূর্বে খাবগাব জেলায় এক পণ্ডিতের নিকট একখানি পাওয়া গিয়াছিল কিন্তু পাছে তাহা অন্য সম্প্রদায়ের

গোকর্ণে আচার্যের জয়জয়কার বিঘোষিত হইল। নীলকণ্ঠ-শিষ্যপণ্ডিত হরদত্তাচার্যও অদ্বৈতমতে শ্রদ্ধাবান হইলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহাব গণকারিকা প্রভৃতি যেসব গ্রন্থ ছিল সেগুলি আব জলে বিসর্জন কবিলেন না।

যাহা হউক, ইঁহাদেব শিষ্যবর্গ অনেকেই অদ্বৈতমতগ্রহণ কবিলেন, অনেকে আবার এই সকল গ্রন্থাবলম্বনেই নিজ নিজ সাম্প্রদাযিক নিষ্ঠায ভগবানেব উপাসনারত বহিলেন। যেহেতু অদ্বৈতসিদ্ধান্ত কাহাবও উপাসনাকালে দ্বৈতভাবেব বিবোধী নহে, তবে উত্তম অধিকাবী দেখিলে অদ্বৈতবাদী উপাস্যদেবতাব মধ্যে এক ব্রহ্মসত্তা পবমার্থসত্য বলিযা অঙ্গীকাব কবতঃ তাঁহাব উপাসনা কবিতে ব্যবস্থা দিযা থাকেন।

হবিশঙ্কবপুবে শঙ্কব

গোকর্ণ পবিত্যাগ কবিযা আচার্য পূর্বাভিমুখে হবিশঙ্কবপুব বা হবিহব নামক তীর্থে গমন কবিলেন। হবি ও হবে ভেদবাদিগণেব ভেদবুদ্ধি অপনীত কবিবাব জন্য পুবাকাল হইতে হবি ও হব এখানে অভিন্নদেশে বিবাজমান। চালুক্যবাজ বিক্রমাদিত্যেব ভ্রাতা আদিত্যবর্মনেব ইহা বাজধানী। বহু ভক্ত সাধুসন্ন্যাসী এই স্থানে থাকিযা ভগবৎসাধনায মনোনিবেশ কবিযা থাকেন। আচার্য এখানে আসিযা যথাবিধি ভগবদ্দর্শনাদি কবিযা একটি সুললিত ভাবপূর্ণ স্তোত্রদ্বাবা ভগবানেব পূজা কবিলেন। আদিত্যবাজ এবং অধিবাসিগণ আচার্যেব এই ভক্তিভাব দেখিযা এবং তাহাব জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ কবিযা আচার্যেব প্রতি নিতান্ত অনুবক্ত হইলেন।

মূকাম্বিকায মৃতেব প্রাণদান

হবিশঙ্কবপুব হইতে আচার্য মূকাম্বিকা নামক তীর্থে আগমন কবিলেন। এই তীর্থটি সাধকগণেব জ্ঞান ও ঐশ্বর্যসিদ্ধিব পবম সহায বলিযা প্রসিদ্ধ। বহু সাধুসন্ন্যাসী ও গৃহস্থ এ কাবণ এখানে বাস কবিযা থাকেন। এখানে [illegible] কৃপায মূকেবও বাক্যস্ফূর্তি হয বলিযা ইহা "মূকাম্বিকা" বা মৌনাম্বিকা বলিযা বিখ্যাত। কৃতমাল, সাল, আম্র, হিন্তাল, তমাল এবং সর্জ তরুবাজিব প্রাচুর্য বশতঃ স্থানটিও অতীব বমণীয। আচার্য এই স্থানে উপস্থিত হইযা [illegible] এমন সময পথিমধ্যে দেখিলেন— এক দম্পতি একটি মৃতপুত্র লইযা [illegible]

হস্তগত হয এজন্য তিনি উহা মৃত্তিকাব মধ্যে প্রোথিত কবিযা তদুপবি এক শিব স্থাপনা কবিযা দিযাছেন। এই নীলকণ্ঠ বোধ হয প্রসিদ্ধ ভবভূতি শ্রীকণ্ঠেব পিতা হইতে পাবেন। তাহা হইলে সময়বিবোধ হয [illegible]। কেহ বলেন—ইনিই সন্ন্যাসী হইযা ব্যোমশিবাচার্য নাম গ্রহণ কবেন। ব্যোমশিবেব সময সম্বন্ধে মতভেদ বর্তমান।

মর্মভেদী রোদন করিতেছে। তাহাদের কাতর ক্রন্দন আচার্যের মর্ম স্পর্শ করিল। সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতিশীল শঙ্কর নিজ অন্তরের এই লীলা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন। বালকের পিতামাতা আচার্যপ্রমুখ এই সন্ন্যাসীর দল দেখিয়া কি ভাবিল। তাহারা সেই অবস্থায় পুত্রটিকে লইয়া আচার্যের নিকটে আসিয়া কিছু না বলিয়াই একেবারে আচার্য চরণোপরি নিক্ষিপ্ত করিল। অবশ্য এরূপক্ষেত্রে সকলেই একটু দূরে সরিয়া যায়, শোকাতুরাকে বুঝাইতেও যায় এবং এরূপ কার্য করিতে নিবারণও করে, কিন্তু সে অবকাশ আর আচার্য পাইলেন না। তাহারা পুত্রটিকে আচার্য-চরণে নিক্ষিপ্ত করিয়া উভয়েই আচার্য চরণে পতিত হইয়া কাতরভাবে পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিল। পুত্রস্নেহ অনেকসময় পিতামাতাকে পাগল করিয়া ফেলে। তাই আজ ইহারাও পাগল হইয়া মৃতের প্রাণ ফিরাইতে যত্নবান— সম্ভবাসম্ভব বিবেচনার আর শক্তি নাই।

অগত্যা আচার্যের গতি রুদ্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে জনতা বৃদ্ধি পাইল। ইহাদের ব্যাকুলতায় আচা. র হৃদয়ও ব্যাকুল হইল। তিনি সেই অবস্থায় আর কি করিবেন? কাতরভাবে বিধাতার শরণগ্রহণ করিলেন এবং মনে মনে বালকের প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন। যাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান অজ্ঞ ভক্তের বিশ্বাস রক্ষা করে প্রবৃত্ত তাঁহার প্রার্থনা কি ব্যর্থ হয়? সহসা বালকে জীবনলক্ষণ দেখা দিল। ... সুপ্তোত্থিত চক্ষু উন্মীলিত করিল। পিতামাতার উল্লাসে ও শিষ্যগণের আনন্দে এক মহা কোলাহলের সৃষ্টি হইল। আচার্য ... সেই বালক ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন "যাও বৎস গৃহে যাও ভগবতীর কৃপায় তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।"

বালকের পিতামাতা তখন আচার্যের চরণধূলি লইয়া একবার বালকের মস্তকে দেয়, একবার বা নিজেদের মস্তকে দেয়। আহা! এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কি শেষ আছে! এ মরমের কথা কি প্রকাশিত হয়? তাহারা অশ্রুজলে আচার্যের চরণ অভিষিক্ত করিয়া একে একে আচার্যের শিষ্যবর্গের পদধূলি লইল এবং সকলের আশীর্বাদ লইয়া গৃহে ফিরিল।

বালক ও তাহার পিতামাতাকে বিদায় দিয়া আচার্য অম্বিকাদেবীর মন্দিরে আসিলেন। হৃদয় তাঁহার ভগবন্মাহাত্ম্যে বিভোর। ভক্তিদেবী শঙ্কর-হৃদয় এইবার অধিকার করিয়া বসিলেন। সুতরাং অম্বিকাদেবীকে দর্শন করিয়া আচার্য-চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। সাক্ষিভাবাপন্ন শঙ্কর এই অন্তঃকরণবৃত্তির বাধা দিলেন না। ব্রহ্মভিন্ন সবই মিথ্যা— এই জ্ঞানধারা যাঁহার অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত, তাঁহার

পক্ষে ইহাকে বাধা দিবার আবশ্যকতাই বা কি? তিনি সেই ভাববিভোরভাবে সদ্যসদ্য ভগবতীর একটি স্তোত্র রচনা করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর শিষ্যগণের পূজা সমাপ্ত হইলে সকলে সেই মন্দিরপ্রাঙ্গণের একপার্শ্বে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

শঙ্করের সর্বজ্ঞত্ব-পরীক্ষা

এ দিকে মৃতের পুনর্জীবনলাভ-সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে দলে দলে আচার্য-দর্শনে আসিতে লাগিল। আচার্যের শান্ত-প্রসন্ন ভাব দেখিয়া সকলেই আকৃষ্ট। জিজ্ঞাসুগণ আচার্যের উপদেশ শুনিয়া মুগ্ধ। আচার্যদর্শন সকলেরই হৃদয়ে অপূর্ব শান্তি দিতে লাগিল।

ক্রমে এই কথা বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইল। এখানকার পণ্ডিতসমাজ যথেষ্ট বিদ্বান এবং একটু বিদ্যাভিমানীও ছিলেন। তাঁহারা সহজে কাহারও বিদ্যাবত্তা স্বীকার করেন না। লোকে তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপাধি লইয়া বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হউক—এইরূপই তাঁহাদের ভাব। তাঁহারা বিদ্যার উৎসাহ দিবার জন্য তথায় একটি সরস্বতী পীঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং নিয়ম করিয়াছিলেন—যিনি তথাকার পণ্ডিতবর্গের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন তিনিই পীঠে আরোহণ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে সর্বজ্ঞ বলিয়া সম্মানিত করা হইবে। পণ্ডিতগণ এই উপাধির আশায় এখানে আসিয়া বিচারাদি করেন আর তাহাতে উভয় পক্ষেরই বিদ্যা-বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এ উপাধিলাভ আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না।

আচার্য ইহা শুনিলেন, কিন্তু কোনরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধভোগ যাঁহার স্বভাব তিনি আর নিজে কেন বিচার করিতে যাইবেন।

পণ্ডিতগণ আচার্যের দিগ্বিজয়বার্তা এবং এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিয়া আচার্যকে উপেক্ষা করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তাঁহারা আচার্যকে নিষ্প্রভ করিবার জন্য অথবা তাঁহাকে উপাধি দিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বস্থাপনের নিমিত্ত আচার্যকে বিচারে আহ্বান করিলেন।

আচার্য পণ্ডিতগণের কৌশল বুঝিয়া এবং ব্যাসদেবের আদেশ স্মরণ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে সরস্বতী পীঠে উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় সকল পণ্ডিত উপস্থিত। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই একে একে আচার্যকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আচার্য সহাস্যবদনে সকলেরই উত্তর দেন। কেহই আর কোনরূপে আচার্যের ন্যূনতা

প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। সকলেই ক্রমে ক্রমে নীরব হইলেন। অনন্তর পদ্মপাদ বলিলেন—"হে পণ্ডিতবর্গ! আপনারা সকলেই তো নীরব হইলেন, অতএব আমাদের আচার্য এক্ষণে পীঠোপরি আরোহণ করুন।" পণ্ডিতগণ একবাক্যে সম্মতি দিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে এক বৃদ্ধ পণ্ডিত সহসা উত্থিত হইয়া বলিলেন—"হে যতিবর! আমার একটি প্রশ্ন আছে। আমার মনে হয় যিনি সর্বজ্ঞ তিনি ইহারও উত্তর দিবেন।" আচার্য বলিলেন—"বলুন, আপনার কি প্রশ্ন?"

পণ্ডিত বলিলেন—"মহাত্মন্! আমি এই সভাক্ষেত্রমধ্যে একস্থানে গোপনে একটি লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি আমার নিকট হইতে এই বলয়টি লইয়া এমনভাবে নিক্ষিপ্ত করুন যেন বলয়টির কেন্দ্রস্থলে সেই শলাকাটি অবস্থিত হয়।" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সকলে অবাক। এ পর্যন্ত এরূপ প্রশ্ন কেহ কাহাকেও করেন নাই। অনন্তর কেহ ইহাতে আপত্তি করিলেন, কেহ বা সম্মতি দিলেন।

পরিশেষে আচার্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আচ্ছা তাহাই হইবে, দিন বলয়টি আমার হস্তে দিন।" ইহা শুনিয়া বিস্ময়ে সকলেই অভিভূত হইলেন। ব্রাহ্মণও বিস্মিতভাবে বলয়টি আচার্যের হস্তে দিলেন। বৃদ্ধ বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন — আচার্য ইহাতে পশ্চাৎপদ হইবেন, সুতরাং তাঁহাকে আর সর্বজ্ঞ বলিয়া সম্মান করিতে হইবে না। মৃকাম্বিকায় পণ্ডিতগণের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

যোগদৃষ্টিসম্পন্ন আচার্য ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইয়া বলয়টি ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিলেন। আশ্চর্যের বিষয় বলয়টি ঠিক সেই শলাকার উপরি পতিত হইল। সকলে গিয়া দেখে — বলয়ের কেন্দ্রস্থলেই কীলক রহিয়াছে। সকলেই অবাক। সকলেই আচার্যকে প্রণাম করিয়া পীঠোপরি আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সেই পণ্ডিতটি ক্ষণকাল লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"কৈ? ঠিক মধ্যস্থলে তো কীলকটি নাই। অতএব আমরা তাঁহাকে সর্বজ্ঞ না বলিয়া সর্বজ্ঞকল্পই বলিব।"

কেহ কেহ বৃদ্ধের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই বলিলেন—"না, ঠিক্ মধ্যস্থলেই আছে।" দর্শকবৃন্দের মধ্যে এইরূপ বাক্ বিতণ্ডা হইতেছে দেখিয়া সুরেশ্বর বলিলেন—"আপনারা আসুন আমার সহিত বিচার করুন, আমি বলিতেছি মানব দেহধারী হইয়া যতদূর সর্বজ্ঞ হইতে পারে তাহা পূর্ণসর্বজ্ঞত্ব নহে। পূর্ণসর্বজ্ঞত্ব এক সর্বস্বরূপ ঈশ্বরেই সম্ভবে, জীব সর্বস্বরূপ হইলেই পূর্ণ সর্বজ্ঞ হয়, নচেৎ দেহধারী জীবের পক্ষে যে সর্বজ্ঞত্ব তাহা সর্বজ্ঞকল্প পদেরই বাচ্য। ইহার যদি কেহ প্রতিবাদ করিতে পারেন তো করুন।"

বৃদ্ধ একটু আপত্তি করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মীমাংসকধুরন্ধর সুরেশ্বরের নিকট কে অধিক বাক্যব্যয় করিবে? যে সর্বজ্ঞতত্ত্ব-বিচারের ফলে বিচারনিপুণ বৌদ্ধ ও জৈনগণ বিচারযুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছেন, যাহার ফলে অবৈদিক যাবতীয় সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধনে কুমারিল ও মণ্ডন প্রভৃতি কৃতকার্য হইয়াছেন, সে বিষয়ে মণ্ডনের সঙ্গে কে অধিকক্ষণ বিচার করিবে? ক্ষণকালমধ্যেই বৃদ্ধ পরাজিত হইলেন। তখন সকলেই আচার্যের সর্বজ্ঞত্ব স্বীকার করিয়া আচার্যকে পীঠোপরি আরোহণে অনুরোধ করিলেন। আচার্য হাসিতে হাসিতে পীঠোপরি উপবিষ্ট হইলেন। আচার্যের শিষ্যবর্গের সহিত স্থানীয় পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা অর্চনা করিতে লাগিলেন। আচার্য তখন তাঁহাদিগকে মিষ্টমধুরবচনে অদ্বৈতবাদের সার সিদ্ধান্তগুলি উপদেশ দিতে লাগিলেন। অদ্বৈতমতের সহিত যে কোন মতবাদের বিরোধ নাই এবং অদ্বৈতমতেই যে সকল সম্প্রদায়ের বিরোধ দূর হয়—তাহাই তিনি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। যেহেতু অন্যমতে অদ্বৈতবাদকে মিথ্যা না বলিলে আর তাহাদের নিজমত স্থান পায় না, কিন্তু অদ্বৈতমতে অন্য সকল মতেরই অধিকারভেদে আবশ্যতা আছে—ইহা স্বীকার করিতে বাধা নাই। দক্ষিণদেশে এইরূপে আচার্যের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল। ভগবান যাঁহার শরীর অবলম্বন করিয়া লীলা করিতেছেন তাঁহার কি কখন কোন বিষয়ে বাধা ঘটিতে পারে? *

যাহা হউক, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে আচার্যের সঙ্গলাভের জন্য নানাশ্রেণীর লোক আচার্যের সঙ্গে দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল। মণ্ডনাভিজয় হইতে এ পর্যন্ত যাঁহারা আচার্যের সঙ্গ লইতেছিলেন [illegible] সাধুসন্ন্যাসী। এক্ষণে ধনী গৃহস্থগণও আচার্যের অনুগামী হইতে লাগিল। বস্তুতঃ মৃতের জীবনদান-সংবাদে কাহার না চিত্তাকর্ষক হয়? ক্রমেই আচার্যের অনুবর্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আচার্য কাহাকেও নিবৃত্ত করেন না। এইভাবে কয়েকদিন মাত্র আচার্য সশিষ্য মূকাম্বিকায় থাকিয়া বহু লোকজন সহ শ্রীবেলী নামক স্থানে প্রস্থিত হইলেন।

শ্রীবেলীতে শঙ্কর—মূকের বাকস্ফূর্তি। হস্তমলাকাচার্য

শ্রীবেলী একটি ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। প্রায় দুই সহস্র অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ এখানে বাস করেন। যজ্ঞহুত ঘৃতগন্ধে স্থানটি সৌরভপূর্ণ এবং বেদপাঠধ্বনিতে চারিদিক যেন মুখরিত। গ্রামের মধ্যস্থলে পার্বতীদেবী ও পিনাকপাণি মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরদ্বয়—মণিময় মালার মধ্যমণির ন্যায় নগরের শোভা সম্বর্ধিত করিয়া রাখিয়াছে।

* এই ঘটনাটি এই দেশীয় এক সন্ন্যাসীর নিকট শুনিয়াছিলাম।

আচার্য সশিষ্য এই নগরমধ্যে উপস্থিত হইয়া সর্বাগ্রে দেবদর্শনাদি করিলেন এবং একটি নিরুপদ্রব স্থান দেখিয়া তথায় আসন গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ এই সংবাদ পাইয়া দলে দলে আচার্য ও মীমাংসকপ্রবর সুরেশ্বরকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলেই কর্মকাণ্ডে অনুরক্ত এবং মীমাংসকমতাবলম্বী। সুতরাং আচার্যের অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী। কিন্তু ইঁহাদের রাজা মণ্ডনমিশ্র সন্ন্যাসী হইয়া আচার্যের সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন দেখিয়া আচার্যের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করিবার বাসনা ইঁহারা পরিত্যাগ করিলেন। আচার্যের ইঙ্গিতে সুরেশ্বর ও পদ্মপাদই ইঁহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। অদ্বৈতমতে কর্মকাণ্ডেরও স্থান আছে, অধিকারভেদে কর্মকাণ্ডেরও আবশ্যকতা আছে—ইহা জানিয়া ব্রাহ্মণগণ আর বিবাদের অবকাশও পাইলেন না। তাঁহারা বেদের পরম তাৎপর্য ব্রহ্মজ্ঞান জানিয়া স্বধর্মাচরণেই উৎসাহিত হইলেন।

এই গ্রামে প্রভাকর নামক একজন শাস্ত্রবিৎ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। প্রভাকরের ধনসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার মনে সুখ ছিল না। কারণ, তাঁহার একমাত্র পুত্র ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু তাহার বাক্স্ফূর্তি হয় নাই। সে সর্বদা জড়ের ন্যায় অবস্থিতি করে। খাওয়াইয়া দিলে খায়, শুয়াইয়া দিলে শুইয়া থাকে, বসাইয়া দিলে বসিয়া থাকে। ঠিক যেন একটি জীবিত মাংসপিণ্ড।

প্রভাকর আচার্যের অদ্ভুত কীর্তির কথা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন — আচার্য কৃপায় যদি পুত্রের জড়ত্ব দূর হয়। তিনি কিঞ্চিৎ ফলমূলাদি উপহারসহ পুত্রকে লইয়া আচার্য সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বয়ং আচার্যের পদধূলি লইয়া পুত্রকে আচার্যচরণে মস্তকদ্বারা প্রণাম করাইলেন। কিন্তু পুত্র আর উঠে না। সে সেই অবস্থায় পতিত হইয়াই রহিল। তখন প্রভাকর বিষণ্ণভাবে বলিতে লাগিলেন, "ভগবন্! এই দেখুন আমার পুত্রটি কিরূপ জড়পিণ্ডস্বরূপ। ইহাকে খাওয়াইয়া দিলে খায়, শুয়াইয়া দিলে শুইয়া থাকে, বসাইয়া দিলে বসে। ইহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল এখনও পর্যন্ত ইহা একটি কথাও কহে নাই, লিখিতে বা পড়িতেও শিখে নাই। আমি অতি কষ্টে ইহার উপনয়ন দিয়াছি, কিন্তু সকলই বৃথা। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম কিছুই ইহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না। বালক সকল খেলা করিতে ইহাকে কতই ডাকে কিন্তু এ বালক খেলাও করে না। ধূর্তলোকেরা ইহাকে জড় দেখিয়া ইহার উপর কতই অত্যাচার করে, এ কিন্তু কিছুই বলে না। ক্রোধ বা লোভ প্রভৃতি ইহার কোনরূপ প্রবৃত্তিই নাই। তবে এ যে বুঝিতে বা শুনিতে পারে না, তাহাও মনে হয় না। ভগবন্! আপনার চরণস্পর্শে মৃতব্যক্তিও

পুনর্জীবিত হয়, আর আমার পুত্রটির কি এই জড়ত্ব দূর হইবে না? আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে আমার কোন অভাব নাই, কিন্তু এই পুত্রের জন্য আমাদের জীবন যেন মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে।" এই বলিয়া প্রভাকর আচার্যের পদযুগল ধরিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

দয়ার অবতার শঙ্কর ইহা শুনিয়া "উঠ বৎস! উঠ" বলিয়া স্বহস্তে বালকটিকে উঠাইয়া বসাইলেন। বালক অনিমেষ নয়নে আচার্যের দিকে চাহিয়া রহিল।

আচার্য ইহ দেখিয়া বালকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ওহে বালক! তুমি কে? তোমার নাম কি? তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় বা যাইবে? তুমি কি চাও?"

বালক তখন শুদ্ধ আত্মস্বরূপের পরিচায়ক ত্রয়োদশ শ্লোকাত্মক প্রসিদ্ধ হস্তামলক স্তোত্রটি ধীরে ধীরে অতি বিশুদ্ধভাবে পাঠ করিতে লাগিল। সকলেই অবাক। বালকের পিতা হতবুদ্ধি। আচার্যও যারপরনাই বিস্মিত। পদ্মপাদ, সুরেশ্বর প্রভৃতি শিষ্যগণ সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত।

স্তোত্র সমাপ্ত হইল। বালক পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল। প্রভাকর আনন্দে বিভোর হইয়া কখন পুত্রকে আলিঙ্গন করেন, কখন বা আচার্যের পদধূলি লইয়া বালকের মস্তকে দেন। স্তোত্রার্থ স্মরণ করিয়া আচার্যের শিষ্যগণ চমৎকৃত হইলেন। এরূপ গভীরার্থপূর্ণ আত্মজ্ঞানোপদেশক স্তোত্র তাঁহারা আর শুনিয়াছেন কিনা ভাবিতে লাগিলেন। আচার্য বলিলেন—"পদ্মপাদ! ইহা প্রসিদ্ধ 'হস্তামলক' স্তোত্র। ইহার অর্থ সম্যক বোধ হইলে হস্তে আমলকি ফল যেমন আয়ত্ত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানও তদ্রূপ আয়ত্ত হইয়া যায়। এইজন্যই ইহার নাম 'হস্তামলক' স্তোত্র। নির্গুণব্রহ্মোপাসক জ্ঞানিগণের ইহা বড় আদরের বস্তু। তাঁহারা ইহার আবৃত্তি করিয়া থাকেন। তোমরাও ইহার অভ্যাস কর।" এইরূপ বলিয়া আচার্য উহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আচার্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রভাকরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"হে বিপ্রবর! আপনি এই পুত্র লইয়া কি করিবেন? ইনি সংসারে থাকিবার যোগ্য নহেন। ব্রহ্মজ্ঞান ইহার পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞগণের ইনি একজন আদর্শ। ইনি প্রারব্ধক্ষয়ের জন্য দেহধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহার দ্বারা আপনার কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। আপনি ইহাকে আমায় দান করুন।"

প্রভাকরের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি পণ্ডিত হইলেও পুত্রস্নেহের দুশ্ছেদ্য বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন—সে জ্ঞান তাঁহার এখনও হয় নাই। জড়পুত্রও বাঞ্ছনীয়, তথাপি তাহার বিরহ অসহনীয়। তিনি তখন করজোড়ে আচার্যকে

বলিলেন—"ভগবন্! ইহার জননীকে এ কথাটি একবার বলা কি উচিত নহে? সে নিতান্ত পুত্রগতপ্রাণা। আমি যদিও ইহার অদর্শন সহ্য করিতে পারি, ইহার জননী কি তাহা পারিবে? এক্ষণে বলুন আপনার যেরূপ অনুমতি হয় তাহাই করিব।"

আচার্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন— "আচ্ছা, বেশ কথা, তাহাই হউক।" প্রভাকর আচার্যকে বারবার প্রণাম করিয়া উপহারদ্রব্য আচার্য-চরণে নিবেদন করিয়া পুত্রকে লইয়া গৃহে আসিলেন। তিনি আনন্দ ও নিরানন্দে দোলায়মান হইয়া পত্নীকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। ব্রাহ্মণী, আনন্দ বিস্ময় ও দুঃখে অভিভূত হইয়া ক্ষণকাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অবশেষে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিতে করিতে বারংবার কথা কহিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। একবার "মা" বলিয়া ডাকিবার জন্য জননী কতই অনুরোধ করিলেন, প্রভাকরও কতই মিনতি করিলেন। কিন্তু বালক পূর্বেও যেমন এখনও তেমন। তাঁহার ভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। অনন্তর সকল আশায় নিরাশ হইয়া ব্রাহ্মণদম্পতি অতিশয় বিষণ্ণভাবেই সে দিন অতিবাহিত করিলেন।

হস্তামলকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত ও সন্ন্যাস

পরদিন প্রভাতে পত্নীসহ প্রভাকর পুত্রকে লইয়া আচার্যসমীপে আগমন করিলেন এবার আচার্যচরণে প্রভাকরপত্নীর কাতর প্রার্থনা। ইহা আর কাহারও প্রার্থনা নহে, ইহা পুত্রের জন্য জননীর ক্রন্দন। ব্রাহ্মণী গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া আচার্যকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে করজোড়ে নিবেদন করিলেন "ভগবন্! আপনার কৃপায় যখন আমার জড়পুত্রের বাক্স্ফূর্তি হইয়াছে, তখন আপনি উহার মতিগতি ফিরাইয়া দিন। পুত্রটি যাহাতে সংসারী হয় তাহাই করুন। আমি এত অনুরোধ করিলাম 'আমায় একবার মা বলিয়া ডাক' আমার পুত্র কিন্তু সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। আজ ত্রয়োদশ বর্ষ মানুষ করিলাম আমায় একবার 'মা' বলিল না। এই পুত্রই আমাদের একমাত্র ভরসা। ভগবন! আপনার কৃপায় সকলই সম্ভব, আপনি আমার একমাত্র সন্তানটিকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিন। পুত্র আমার জড় হইলেও আমরা উহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আপনি ভিন্ন এ হতভাগিনীর আর গতি নাই।"

ব্রাহ্মণীর কাতরোক্তি আচার্য আর শ্রবণ করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি অতিশয় দয়ার্দ্রভাবে বলিলেন —"মা! ক্ষান্ত হউন। পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া কাতর হইবেন না। এ পুত্র লইয়া আপনার কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে না। এ বালকের

দেহ আপনার পুত্রের দেহ বটে, কিন্তু ইহার আত্মা আপনার পুত্রের আত্মা নহে। আপনার পুত্রের শরীরে এক সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেছেন।''

ব্রাহ্মণীর কাতরভাব এক্ষণে মহা বিস্ময়ে পরিণত হইল। তিনি বলিলেন—''ভগবন্! এ কি বলিতেছেন!—কৈ! এ কথা তো আমরা কিছুমাত্র জানি না। ইহা তো আমরা একদিনও কোনরূপই সন্দেহ করি নাই। ভগবন্! ইহা কিরূপে সম্ভব!''

আচার্য তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—''মা! কেন আপনার কি কোন সন্দেহই হয় নাই. আচ্ছা, মনে করুন দেখি— আপনারা যখন তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে যমুনাতীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন আপনার পুত্রটি দুই বৎসরের ছিল। একদিন আপনি যমুনায় স্নান করিতে যান। সেখানে যমুনাতীরে ঘাটের ধারে এক কুটিরে এক সাধু বাস করিতেন। শিশুপুত্রটি আপনার সঙ্গে ছিল। শিশু পাছে জলে পড়িয়া যায়—ভাবিয়া আপনি সাধুটির নিকট পুত্রটিকে বসাইয়া স্নানার্থ গমন করেন। সাধুটি তখন কিন্তু ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি আপনার কথা শুনিতে পান নাই। ইতোমধ্যে আপনার পুত্র খেলা করিতে করিতে জলে পড়িয়া প্রাণ হারায়। আপনি স্নান করিয়া আসিয়া পুত্রকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে থাকেন এবং দেখেন পুত্রটি জলে ভাসিতেছে। জল হইতে তুলিয়া দেখিলেন পুত্রটি প্রাণ হারাইয়াছে। আপনি তখন পুত্রটিকে সাধুর চরণে রাখিয়া অতিশয় ক্রন্দন করিতে থাকেন। আপনার ক্রন্দনে সাধুর ধ্যানভঙ্গ হয়। আপনি তখন সাধুর নিকট পুত্রের প্রাণভিক্ষা করেন। সাধু তখন নিজের দোষ হইয়াছে ভাবিয়া আপনাকে আশ্বাস দিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হন এবং যোগবলে আপনার পুত্রের শরীরে প্রবেশ করেন। অতঃপর পুত্রটি আপনার জীবিত হয়। আপনি ভাবিলেন সাধুর কৃপায় পুত্রটি বাঁচিল। আপনি পুত্র লইয়া বাটি আসেন। এ দিকে সাধুর দেহান্ত হয়। ইহা আর আপনি তখন জানিতে পারেন না। পরে আপনি জানিতে পারেন যে সাধু দেহত্যাগ করিয়াছেন। বলুন দেখি —ঘটনাটি ঠিক কি না?''

ব্রাহ্মণী শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত। প্রভাকর ঘটনাটি জানিতেন। তিনিও যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণী বলিলেন— ''ভগবন্! ঘটনাটি মনে পড়িতেছে, কিন্তু সেই সাধু যে আমার পুত্র-শরীরে আসিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। তা যাহাই হউক, আমি ইহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমার আর সন্তানাদি নাই, ইহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। আপনি সব করিতে পারেন। আপনি ইহাকে সংসারী হইতে আদেশ করুন। আমরা ইহাকে লইয়াই

সব দুঃখ ভুলিব। ভগবন্! এ অনাথার আর কেহ নাই, আপনি কৃপা করিয়া আমার পুত্রটিকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিন।"

পুত্রের প্রতি জননীর স্নেহ কতদূর তাহা আচার্য সন্ন্যাসগ্রহণ-কালে কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বলিলেন—"মা! সত্য বটে, একমাত্র পুত্রকে ত্যাগ করিয়া জননীর পক্ষে জীবনধারণ অতি কষ্টকর। কিন্তু এ পুত্রদ্বারা আপনার কোন ইষ্টসিদ্ধিই হইবে না। ইনি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী। দেহের উপর ইঁহার কোন মমতাই নাই। আমাদের সঙ্গে থাকিলে বরং ইনি কথাবার্তাদি কহিবেন, কিন্তু আপনাদের নিকট ইনি বোধ হয় তাহা কখনই করিবেন না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও যতদিন দেহ থাকে, ততদিন ব্রহ্মজ্ঞগণ সংসার হইতে দূরে থাকিতেই চাহেন। দেখুন—বিষয় হইতে বিষয়ীর সঙ্গ অতি ভয়াবহ। সন্ন্যাস-আশ্রমই ব্রহ্মজ্ঞগণের অনুকূল। আচ্ছা, আপনি ইঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন— ইনি কি করিতে ইচ্ছা করেন।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"ভগবন্! আপনার সহিত কথা কহিয়াছে শুনিয়া কল্য আমাদের সহিত কথা কহিবার জন্য কত মিনতি করিয়াছি, কিন্তু পুত্র আমার কোন কথাই কহে নাই।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণী সজল নয়নে জড়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন —"আচ্ছা, বাবা! বল—তোমার কি ইচ্ছা? তুমি কি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে চাও? আমাদের নিকট কি তুমি থাকিতে ইচ্ছা কর না?

ব্রাহ্মণকুমার দেখিলেন—এ উত্তম সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যত দিন দেহ থাকে তত দিন আচার্যসঙ্গই তাঁহার অনুকূল। তিনি তখন জনক ও জননীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"মা! আপনারা আমায় পরিত্যাগ করুন। যত দিন জীবিত থাকি তত দিন এই মহাপুরুষসঙ্গই বাঞ্ছনীয়। আমার পরিচয় তো আপনারা পাইলেন, আর আমায় কেন আবদ্ধ করেন? ভগবান আপনাদিগকে অন্য একটি পুত্রসন্তান দিবেন। স্রোতে তৃণসংযোগের ন্যায় এ সংসারে সকলের সম্বন্ধ। ইহাতে কি মুগ্ধ হইতে আছে? পিতঃ! আপনি জ্ঞানবান, আপনি জননীকে বুঝান।"

পুত্রের বাক্য শুনিয়া প্রভাকর ও তাঁহার পত্নীর চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহারা শোক বিস্মৃত হইলেন। মহাপুরুষের ইচ্ছা সাধারণ মানবের ইচ্ছাকে অলক্ষিতভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণী তখন পতির মুখের দিকে চাহিলেন। প্রভাকর বলিলেন—"দেবি! আর কেন মায়ায় আবদ্ধ হইতেছ? চল আমরা গৃহে যাই।"

প্রভাকর আচার্যচরণে প্রণাম করিয়া পুত্রকেও প্রণাম করিলেন। প্রভাকর পত্নীও সজলনয়নে তাহাই করিলেন। অনন্তর উদাসপ্রাণে ব্রাহ্মণদম্পতি ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিলেন এবং গৃহে আসিয়া আর পূর্ববৎ গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না।

শ্রীবেলীবাসিগণ এই ঘটনা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল। এখন সকলেই সেই প্রভাকর-তনয় ও আচার্যকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। আচার্য এই ব্রাহ্মণকুমারকে যথাবিধি সন্ন্যাস দিলেন এবং নাম দিলেন হস্তামলকাচার্য। রাহুমুক্ত চন্দ্রমার যেমন শোভাবিস্তার হয়, সন্ন্যাসগ্রহণে হস্তামলকের তাদৃশ শোভা হইল। হস্তামলক শিষ্যগণের মধ্যে পদ্মপাদ ও সুরেশ্বরের ন্যায় সম্মানিত হইতে লাগিলেন। শিষ্যসম্মান বর্ধন কবিবার জন্য এবং অপব শিষ্যগণকে শিক্ষা দিবার জন্য আচার্য হস্তামলকেব পঠিত পবিত্র "হস্তামলক" স্তোত্রটির উপর এইস্থানেই একটি অপর্ব ভাষ্য রচনা কবিলেন।

শৃঙ্গেরীতে মঠস্থাপন

শ্রীবেলী হইতে শৃঙ্গগিবি অধিক দূর নহে। আচায সশিষ্য শ্রীবেলী ত্যাগ করিয়া এইবাব এই শৃঙ্গগিবিতে আসিলেন। সন্ন্যাস লইয়া গুরু গোবিন্দপাদেব উদ্দেশ্যে নর্মদাতীরে যাইবাব কালে আচার্য এই স্থানে ভেকশাবক ও সর্পেব মিত্রতা দেখিয়াছিলেন। এই স্থানেই বিভাণ্ডক ঋষিব আশ্রম ছিল। আব তাঁহাব পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের নামে এই স্থানেব নাম হইযাছে শৃঙ্গগিবি। চালুক্যবংশীয় বিক্রমাদিত্যেব ভ্রাতা আদিত্যবর্মানেব বাজধানী অদূবে অবস্থিত। এই শৃঙ্গগিবিব বর্ণনা শুনিয়া পদ্মপাদ প্রভৃতিব ইচ্ছা হইয়াছিল —এখানে মঠস্থাপন কবিয়া সাধনে মনোনিবেশ কবিবেন। মণ্ডনপত্নী সবস্বতীদেবীও এইস্থানে চিবকালের অবস্থিতি কবিবেন বলিয়া সম্মত হইয়াছিলেন।

আচার্য এইস্থানে আসিতেছেন শুনিয়া চালুক্যবাজ প্রভু আদিত্যবর্মা তৎক্ষণাৎ আচার্যের ও তাঁহাব শিষ্যগণেব সর্ববিধ অভাবমোচনেব আদেশ দিলেন। অবণ্য বলিয়া আচার্য প্রভৃতি কাহাবও কোনরূপ অসুবিধা হইল না। সকলেই নির্বিঘ্নে শৃঙ্গগিবিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শিষ্যগণ এইস্থানের সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সাধুসম্পদের [illegible]। স্থানটিকে যেন ধবিত্রীদেবী সাধাবণচক্ষুর অগোচব কবিয়া বাখিয়াছেন। শিষ্যগণ বলিলেন—"ভগবন্! আপনি যে স্থানে বসিয়া ভেকশাবক ও সর্পের মৈত্রী দেখিয়াছিলেন আমবা সেইস্থানেই অবস্থিতি কবিব। সে স্থানটি কোথায়? চলুন আমরা সেই স্থানে যাই।"

আচার্য তুঙ্গানদীতীরে সেই স্থানে আসিলেন। স্থানটি এখনও পূর্ববৎ অরণ্যবহুল। নিকটে কোন বসতি বা জনমানব নাই। তুঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে উচ্চ ভূমিব উপর যে বৃক্ষমূলে আচার্য পথশ্রান্তি দূর করিয়াছিলেন, আজ দ্বাদশ

বর্ষ পরেও সেই বৃক্ষ পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান। আচার্য এই স্থানে আসিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন—"তোমরা যে স্থানের কথা বলিতেছিলে তাহা এই। এই স্থানে আমি বিশ্রাম করিবার কালে ঐ জলধারার নিকটে সর্প এবং ভেকের মিত্রতা দেখিয়াছিলাম।"

শিষ্যগণ সম্মুখে পুষ্পাদিপবিশোভিত বনপাদপপূর্ণ গগনস্পর্শী পর্বতমালাপরিবেষ্টিত উন্মুক্ত নির্জন সমতলক্ষেত্র এবং পাদদেশে নির্মলসলিলা বক্রকুটিলগতি তুঙ্গানদী প্রভৃতির সৌন্দর্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। স্নিগ্ধ মলয়পবন সেবনে এবং স্থানমাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া সকলেই যেন মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পদ্মপাদ বলিলেন—"ভগবন! এই স্থানেই আমরা অবস্থিতি করিব। সাধনের পক্ষে এরূপ অনুকূল স্থান এ পর্যন্ত আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই স্থলেই আমরা শ্রীযন্ত্র স্থাপন করিয়া মঠ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করি।" ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির নির্বেদভাব প্রথমেই জন্মিয়া থাকে। অতএব সকলে যে এই স্থানই মঠার্থ নির্বাচন করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

[illegible]পাদ আচার্য্যের জন্য সেই স্থানেই একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সব ধনী গৃহস্থ ব্যক্তি সাধুসেবা ও তীর্থভ্রমণোদ্দেশ্যে আচার্য্যের সঙ্গে ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহারা ইহা দেখিয়া তাঁহাদের লোকজনকে তৎক্ষণাৎ সেই কার্যে নিযুক্ত করিলেন। ভগবৎসেবীর কি কোনরূপ অভাব থাকে? ভগবান স্বয়ং যে তাঁহাদের ভার গ্রহণ করেন।

অরণ্যমধ্যে পর্ণকুটির নির্মাণ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার নহে। দেখিতে দেখিতে দিবসমধ্যেই সকলের বাসের জন্য কুটিরাদি নির্মিত হইয়া গেল। রাজকর্মচারী ও ধনিগণ আচার্য ও তাহার শিষ্যগণের সর্ববিধ অভাবমোচনে সদা [illegible] প্রস্তুত। আচার্য্যের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি শিষ্যগণকে অধ্যাপনা ও জিজ্ঞাসুগণকে উপদেশ দিয়া একেবারেই নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন। নির্জন অরণ্যমধ্যে এইভাবে দিনাতিপাত ক্রমে সকলেরই অতি শান্তিপ্রদ ও সুখকর হইয়া উঠিল। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই যেন সকলে একমাত্র ভগবন্নিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বদরিকাশ্রমে অবস্থিতির পর এভাবে দিনাতিপাত আর ঘটে নাই। আজ যেন সকলেই নিশ্চিন্ত, সকলেই শান্ত।

কিন্তু কোনও বিষয়ে সংকল্প হইলে যতক্ষণ না তাহা পূর্ণ হয়, ততক্ষণ তাহা মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতেই থাকে। জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিরও যদি সংকল্প হয়, তাহা তাঁহাদেরও হৃদয়াকাশে অবকাশ পাইলেই উদিত হয়। এইজন্যই বোধ হয়

সুরেশ্বর ও পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ পরস্পর মধ্যে মধ্যে মঠনির্মাণের বিষয় আলোচনা করেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর আর্থিক সম্বল কোথায়?

ধনী গৃহস্থের অনুচরবর্গ এবং রাজকর্মচারিগণ ইহা শুনিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"আপনারা আদেশ করুন আমরাই মঠনির্মাণের ভার গ্রহণ করি, কেবল আপনারা বলিয়া দিন—কিভাবে কোথায় কিরূপ গৃহাদি নির্মিত হইবে?"

পদ্মপাদ এই সকল ব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছা জানিতে পারিয়া আচার্যের নিকট মঠভবনের বিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলেন। আচার্য সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—"পদ্মপাদ! সাবধান হও, বিষয়াসক্তি যেন তোমাদিগকে অভিভূত না করে। সন্ন্যাসীর আবার বাসভবন কেন? কেবল ভগবতী শারদা দেবীর জন্য একটি গৃহমাত্র নির্মিত হউক। তোমরা তাঁহার চারিপার্শ্বে অবস্থিতি করিতে পার এমন কিছু ব্যবস্থা কর। তোমাদের জন্য পৃথক নিকেতনাদি যেন নির্মিত না হয়। সন্ন্যাসীর বৃক্ষমূল কিংবা গিরিগুহা অথবা দেবগৃহই আশ্রয়স্থল। পদ্মপাদ! মঠস্থাপনের আগ্রহে যেন গৃহবাসী হইয়া পড়িও না। তোমাদের আশ্রয় একমাত্র ভগবান। তোমরা তাহাতেই বাস করিবে। সন্ন্যাসীর নিজস্ব বা কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান বাঞ্ছনীয় নহে।"

বুদ্ধিমান পদ্মপাদ আচার্যের ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি তদনুসারে সেই সকল ব্যক্তিগণকে প্রথমে শারদা মন্দিরের জন্য একটি গৃহনির্মাণ করিতে বলিলেন এবং সন্ন্যাসিগণের জন্য মন্দিরপ্রাকারে বর্ষাতপমাত্র-নিবারণোপযোগী অলিন্দবিশেষ নির্মাণ করিতে বলিলেন।

ধনী ভক্তগণের যত্নে অচিরে সেই অরণ্যমধ্যে যথোক্তরূপ মঠভবন নির্মিত হইল। শুভদিনে শুভক্ষণে তথায় শারদাযন্ত্র স্থাপিত হইল। অগ্নিসাধ্য হোমাদি কর্ম সন্ন্যাসীর কর্তব্য নহে বলিয়া এবং দেবতা-প্রতিষ্ঠা-কার্যে উহা আবশ্যক বলিয়া কর্মী ব্রাহ্মণগণদ্বারা দেবীর প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হইল। সশিষ্য আচার্য একে একে ভগবতীর ষোড়শোপচারে যথাবিধি পূজা করিলেন। অনন্তর আচার্য একটি মনোজ্ঞ স্তোত্র রচনা করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভগবতীর বাঙ্‌ময়ী পূজা করিলেন। অতঃপর শিষ্যগণ নিত্যই পূজার সময় এই স্তোত্র পাঠ করিয়া ভগবতীর পূজা করিতে লাগিলেন। আচার্যও শিষ্যগণকে এজন্য বিশেষ উৎসাহ দিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—"শিষ্যগণ! তোমরা উপাসনার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভই লক্ষ্য বলিয়া উপাসনায় অবহেলা করিও না। যতদিন দেহরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে, ততদিন উপাসনা করিবে। দেহের প্রত্যেক

অঙ্গ এক এক দেবতার স্থান। দেবতাগণের অধীনতা লঙ্ঘন করিয়া কেহ জীবিত থাকিতে পারে না। রাজার সঙ্গে প্রজার যে সম্বন্ধ দেবতাগণের সহিত জীবগণের সেই সম্বন্ধ। রাজাকে কর দিয়া রাজা যেমন অবশ্য পোষণীয়, দেবতার পূজা তদ্রূপ অবশ্য কর্তব্য। উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। সংশয়, বিপর্যয় ও বিস্মৃতি বিনষ্ট হয়। ইহাতেই একাগ্রতা জন্মে। একাগ্রতাই যোগরাজ্যের দ্বারবিশেষ। ইহাতেই সঞ্চিত দূরিত ক্ষয় হয় এবং শুভাদৃষ্ট জন্মে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা রাখিবে। ইহাতে কখনও অবহেলা করিও না। আর শারদা দেবী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহার উপাসনায় বিদ্যার স্ফূর্তি হয়। বিদ্যাস্ফূর্তি না হইলে অজ্ঞান যায় না। অজ্ঞান নষ্ট হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। এজন্য নিবৃত্তিমার্গী সন্ন্যাসীর পক্ষে শারদা দেবীর উপাসনা পরম সহায়।"

আচার্য এইরূপ কথা প্রায়ই শিষ্যগণকে বলিতেন। পদ্মপাদের ইহাতে বড় আনন্দ হইত। কারণ, মঠস্থাপনে পদ্মপাদেরই আগ্রহ অধিক ছিল। দ্বাদশবর্ষ পূর্বে আচার্যের হৃদয়ে যে বাসনা উদিত হইয়াছিল, তাহা পদ্মপাদে সংক্রামিত হইয়া পদ্মপাদে[illegible] আজ পূর্ণ হইল। ব্রহ্মজ্ঞের শুভাদৃষ্ট ও পুণ্যফল প্রভৃতি তাঁহার মিত্রগণ লাভ করে, দূরদৃষ্ট প্রভৃতি শত্রুগণ লাভ করে।

যাহা হউক এইবার সেই ধনীগণ তাহাদিগের নিজের জন্য অথবা স্বজাতীয় অতিথি-অভ্যাগতের জন্য কিছু নির্মাণের ইচ্ছা করিয়া আচার্যের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন আচার্য ঈষৎ হাস্য করিয়া অনুমতি দিলেন এবং পরক্ষণে পদ্মপাদকে বলিলেন—"পদ্মপাদ! এই জন্যই সন্ন্যাসিগণ পরিব্রাজক হইয়া থাকেন। দেখ, ক্রমে এই সকল গৃহী-ভক্তের আগ্রহে স্থানটি একটি নগরে পরিণত হইতে চলিল। যাহা হউক, ইঁহাদের বাসভবন একটু দূরে হওয়াই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।"

বস্তুতঃ অচিরে শৃঙ্গেরী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইল। কর্ণা উজ্জয়িনীর রাজা সুধন্বা চালুক্যগণের সামন্ত রাজবিশেষ ছিলেন। ইনিই কুমারিল ভট্টের চেষ্টায় জৈনমার্গ পরিত্যাগ করিয়া বেদমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি আচার্যের সংবাদ পাইয়া এই শৃঙ্গগিরিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুধন্বা আচার্যের উপদেশ শুনিয়া ক্রমে এতই অনুরক্ত হইলেন যে, তিনি আচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অধিকাংশ সময় এই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা এই অরণ্যমধ্যে কি মঠের অতিথিশালায় থাকিবেন? কিংবা তিনি শিবিরমধ্যে বাস করিতে পারেন? তিনি আচার্যের অনুমতি লইয়া অদূরে বহু বাসভবনাদি নির্মাণের আদেশ দিলেন। শৃঙ্গগিরি বস্তুতঃ এইরূপে একটি ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হইতে লগিল।

আচার্যের অধ্যাপনা ও গ্রন্থরচনা

আচার্য এ সকল সংবাদ কিছুই রাখেন না। তিনি অধ্যাপনা ও উপদেশ দান করিয়াই সমাধিস্থ হইয়া সময় অতিবাহিত করেন। আচার্যের উদাসীনভাব দেখিয়া কেহই তাঁহাকে মঠাদিবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও ইচ্ছা করিতেন না। শিষ্যগণও সেইভাবে অবস্থিতি করিবার চেষ্টা করিতেন। ক্রমে দূরদেশ হইতে নানালোকে আচার্যদর্শনে আসিতে লাগিল। আচার্যের শান্তপ্রসন্নভাব দেখিয়া সকলেই অপার আনন্দ লাভ করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে শৃঙ্গেরী একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইল।

এই সময়ে আচার্যের এবং পদ্মপাদ, সুরেশ্বর ও হস্তামলক প্রভৃতি আচার্যের প্রধান প্রধান শিষ্যগণেরও আবার বহুলোকে শিষ্য হইতে লাগিলেন। কেহ বা বিদ্যার্থী, কেহ বা ব্রহ্মচারী, কেহ বা সন্ন্যাসী। সকলেই কিন্তু শাস্ত্রচর্চায় নিরত। দিবাভাগে সন্ধ্যাবন্দনাদি আর ভাষ্যাদি গ্রন্থের প্রতিলিপি করিতে, কিংবা পাঠাভ্যাসাদি কার্যেই ইঁহারা সকলেই ব্যস্ত থাকিতেন। রাত্রিকালে ভাবরাজ্যে প্রবেশের জন্য ইঁহারা প্রধানতঃ চেষ্টা করিতেন। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ গুরুগণের উপদেশ শ্রবণ করিয়াও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আচার্যের উপদেশ শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিতেন। কিন্তু অনেক সময়েই ইঁহাদের এই উপদেশ পিপাসা আচার্যের শান্তমূর্তি-দর্শনমাত্রেই নিবৃত্ত হইত।

ক্রমে আচার্য ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং নানাবিধ ব্যক্তির জন্য নানাবিধ তত্ত্বকথাপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেশ-গ্রন্থ এবং স্তবস্তুতি প্রভৃতি রচনার আবশ্যকতা বুঝিলেন। বস্তুতঃ শারদা দেবীর এমনি কৃপা যে, এজন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রযত্ন বা কোনরূপ আয়োজন করিতে হইত না। তিনি এই সকল ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহাকেই তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত দেখিতেন, তাহাকেই প্রায় এক আধখানি গ্রন্থ লিখিয়া লইতে বলিতেন।

এইরূপে আচার্যের শিষ্যপ্রশিষ্যগণের দ্বারা আচার্যকর্তৃক বিবেকচূড়ামণি অপরোক্ষানুভূতি, দৃক্‌দর্শনবিবেক, অজ্ঞানবোধিনী, বোধসার, আত্মবোধ বেদান্তকেশরী, ললিতাত্রিশতী ভাষ্য, প্রপঞ্চসার, আত্মানাত্মবিবেক, মোহমুদ্গর সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ, সর্বদর্শনসিদ্ধান্ত, মনীষাপঞ্চক প্রভৃতি অমূল্য উপদেশপূর্ণ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত হইল। গোমুখী হইতে গঙ্গাপ্রবাহ যেমন অবিরলধারায় বিনির্গত হইয়া থাকে, আচার্যের বদনকমল হইতে এই সব গ্রন্থ তদ্রূপ অনর্গলভাবে বহির্গত হইতে লাগিল। আচার্য যখন বলিতে থাকেন, ঠিক যেন অভ্যস্ত শাস্ত্রের আবৃত্তি করেন। কেবল লিখিয়া লইতে পারিলেই হয়।

মূর্খে বিদ্যাসঞ্চাব—তোটকাচার্য

শিষ্যসম্প্রদাযেব জন্য গ্রন্থ বচনা কবিযাও আচার্য ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহাব দানেব যাহাতে সদ্ব্যবহাব হয সেদিকেও তাঁহাব দৃষ্টি থাকিত। তাঁহাব উপদেশ শিষ্যগণ কতদূব কার্যে পবিণত কবিতে পাবিতেছেন তাহাও তিনি লক্ষ্য বাখিতেন।

এই সময গিবি নামক এক ব্রাহ্মণকুমাব আসিযা আচার্যেব শবণ গ্রহণ কবেন গিবি একেবাবে নিবক্ষব, অথচ তাঁহাব প্রকৃত সাধু হইবাব ইচ্ছা। তিনি আচার্য ও তাঁহাব শিষ্যগণেব বিদ্যানুবাগ এবং শাস্ত্রীয বাক্যালাপ শুনিযা হতাশ হইযা আচার্যেব সেবায প্রবৃত্ত হইলেন। গুরুসেবাই সর্ববিদ্যাব মূল জানিযা তিনি ইহাই অবলম্বন কবিলেন। স্বভাবতঃ গিবি অতি মৃদুভাষী, বিনীত, অনলস এবং সকলেবই প্রিযানুষ্ঠানে তৎপব। তিনি সকলেব সন্তোষবিধানে যত্নবান থাকিযাও আচার্যেব সঙ্গে নিযত থাকিতেন। গিবিব জন্য অপবে কোনরূপ আচার্য সেবা কবিবাব জন্য অবকাশ পাইতেন না। আচার্য যখন শিষ্যগণকে অধ্যাপনা কবিতেন কিংবা উপদেশ দিতেন, গিবি তখন কবজোডে দণ্ডাযমান থাকিতেন। কিন্তু না বুঝিলেও গিবিব কখন অমনোযোগ লক্ষিত হইত না।

একদিন আচার্য অধ্যাপনার্থ উপবিষ্ট হইযা গুরুপ্রণামাদি সম্পাদনপূর্বক ইতস্তত দৃষ্টিপাত কবিযা পাঠে ক্ষান্ত হইলেন। শিষ্যগণ ইহা দেখিযা একটু বিস্মিত হইযা অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন। পদ্মপাদেব উদ্বেগ একটু অধিক হইল। তিনি বলিলেন "ভগবন! আপনি অধ্যাপনায বিবত বহিযাছেন কেন? কি জন্য অপেক্ষা কবিতেছেন?"

আচার্য বলিলেন—"কৈ? তোমবা সকলে উপস্থিত কৈ? গিবিকে তো দেখিতেছি না, সে আসুক।"

এইরূপে আবও কিযৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। গিবি আব আসেন না। পবিশেষে একজন শিষ্য বলিলেন—"ভগবন! গিবি ঐ যে নদীতে আপনাব বস্ত্র প্রক্ষালন কবিতেছেন।" যাহা হউক আচার্যেব ইচ্ছানুসাবে সকলেই গিবিব জন্য অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন

পদ্মপাদ ভাবিতেছেন—গুরুদেব গিবিব জন্য অপেক্ষা কবিতেছেন কেন। সে তো একেবাবে নিবক্ষব! কিছুই তো বুঝে না! পদ্মপাদেব উদ্বেগ এক্ষণে বিস্মযে পবিণত হইল। তিনি কৌতূহলপববশ হইযা বলিলেন—"ভগবন! গিবি তো নিতান্ত নিবক্ষব, সে কি আপনাব উপদেশ গ্রহণ কবিতে সমর্থ হইবে?"

আচার্য পদ্মপাদের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন— "আচ্ছা! সে আসুক, না বুঝিলেও সে বড় শ্রদ্ধাসহকারে সব কথা শুনিয়া থাকে।"

এদিকে গিরির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে। তাঁহার ঐকান্তিক গুরুভক্তি তাঁহাকে সর্ববিদ্যার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। গ্রহণে ও ধারণে সামর্থ্য এবং শ্রদ্ধাই অধিকারের হেতু। উপদেশ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য যাহার নাই এবং গুরুর প্রতি ও তাঁহার উপদেশের উপর শ্রদ্ধা যাহার নাই, সে ব্যক্তি কখন উপদেশের অধিকারী হয় না। এই গ্রহণসামর্থ্য আবার দুই প্রকার, যথা—লৌকিক ও শাস্ত্রীয়। বুদ্ধি ও সংস্কৃতভাষাজ্ঞান থাকিলেই বিদ্যাগ্রহণে লৌকিক সামর্থ্য থাকে, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে সংস্কারাদি প্রাপ্ত না হইলে বিদ্যাগ্রহণে শাস্ত্রীয় সামর্থ্য থাকে না। গিরির কেবল বুদ্ধি ও সংস্কৃতভাষাজ্ঞানের অভাববশতঃ বিদ্যাগ্রহণে লৌকিক সামর্থ্য ছিল না। উপনয়নাদি হওয়ায় বৈদিক উপদেশ গ্রহণে শাস্ত্রীয় সামর্থ্য তাঁহার ছিল। এক্ষণে অতি উৎকট গুরুভক্তিরূপ শ্রদ্ধাদ্বারা বুদ্ধিবিকাশেরও সময় উপস্থিত। শ্রদ্ধার দ্বারা লৌকিক সামর্থ্যও জন্মিয়া থাকে। গিরির এক্ষণে তাহাই হইয়াছে। আচার্য গুরুভক্তির মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য এবং শিষ্যগণের স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাভিমান বিদূরিত করিবার জন্য এবং নির্বোধ ব্যক্তিও উপেক্ষণীয় নহে—ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য মনে মনে গিরিকে সর্ববিদ্যা আশীর্বাদ করিলেন। আশীর্বাদ-দাতার বলেও অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে এবং আশীর্বাদ-গ্রহীতার বলেও কখন কখন সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে উভয়ই যোগ্য ব্যক্তি। সুতরাং গিরির অনাদিকালের হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত হইল। অনাদিকালের অন্ধকার একবার প্রদীপ জ্বালিলেই যেমন বিনষ্ট হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গিরি গুরুকৃপায় ব্রহ্মবিদ্যার আধার হইলেন। গিরির হৃদয়কন্দর ব্রহ্মবিদ্যালোকে সমুজ্জ্বল হইল।

গিরি সদ্যঃ সদ্যঃ তোটকচ্ছন্দে একটি গুরুমাহাত্ম্যসূচক স্তোত্র রচনা করিয়া আচার্যের বস্ত্র লইয়া আচার্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সকলে গিরির মুখে এই অপূর্ব স্তোত্র শুনিয়া চমৎকৃত। যে ব্যক্তি কখনও সংস্কৃত বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহার মুখে এইরূপ স্তোত্র! এতদপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে! দেখিতে দেখিতে গিরি আসিয়া আচার্যচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। শিষ্যগণ সকলেই তখন দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে আচার্যের স্তুতি করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"ভগবন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" কেহ বলিলেন—"গুরো! আমার প্রতি গিরির ন্যায় কৃপাদৃষ্টি করুন।" কেহ বলিলেন—"ভগবন্! আপনারই কৃপাবলে গিরি আজ ধন্য হইল, আপনি ভিন্ন

আমাদেব গতি নাই।" কেহ বা ভগবানের পদযুগলে মস্তক রাখিয়া ঐরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

আচার্য স্নেহভরে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—"শিষ্যগণ! তোমরা গিরির ন্যায় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও। শ্রদ্ধা হইতেই একাগ্রতা হয়। শ্রদ্ধাতে মনের চাঞ্চল্য নষ্ট হয়। ইহাতেই চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। একাগ্র অন্তরে যাহারই ধ্যান করিবে, তাহারই বিষয়ে বিশেষজ্ঞানের উদয় হয়। বিস্মৃতি, সংশয় কিংবা ভ্রম আর ঘটে না। শিষ্যগণ! শ্রদ্ধাই সর্ববিদ্যাব মূল। অকপট শ্রদ্ধা পূর্ণমাত্রায় হইলে আব কোন ন্যূনতাই থাকে না। যে সাধন চারিটির বলে লোকে বেদান্তের অধিকারী হয়, তাহাব আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।"

এই বলিয়া আচার্য গিরিব মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং সমীপে উপবিষ্ট হইতে বলিলেন। অনন্তর গিবি উপবিষ্ট হইলে আচার্য তাঁহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"গিবি! তুমি অসীম গুরুভক্তিবলে আজ সর্ববিদ্যার অধিকারী হইলে। তোমাব গুরুভক্তি জগতে আদর্শস্থানীয় হইবে।"

গিরি অবনতমস্তকে আচার্যেব আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক প্রভৃতি সকলে গিবিকে প্রণাম করিলেন। অপর শিষ্যগণ গিবির পদধূলি লইলেন। গিরির আর সে পূর্বভাব নাই, তাঁহার মুখে আজ এক অপূর্ব হাসি। "ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা" যেন সে হাসিব মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। সকলেই বলিতে লাগিলেন—"ধন্য গিবি! ধন্য তোমার গুরুভক্তি! আর আজ আমরাও ধন্য যে, এমন আচার্য এবং এমন গুরুভক্ত ভ্রাতা পাইয়াছি।" দর্শকবৃন্দ এবং শৃঙ্গেরীবাসী সকলেই বিস্ময়বিহ্বল। সকলেরই মুখে আচার্যের মহিমাব কথা। শৃঙ্গেরী যেন এমন একটি মহা আনন্দের ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। অনন্তর একটি শুভদিন দেখিয়া আচার্য গিবিকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। গিরির নাম হইল—তোটকাচার্য।

বার্তিক রচনা

তোটকাচার্যকে উপলক্ষ করিয়া আচার্য শিষ্যগণকে আবার প্রারম্ভ হইতে ভাষ্য পড়াইতে লাগিলেন। পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক তাঁহাদের শিষ্যবর্গের সহিত সকলেই আবার ভাষ্য পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। দিনরাত এই আলোচনা। সকলেই বিদ্যানন্দে বিভোর।

কিছুদিন পরে প্রস্থানত্রয় ভাষ্যের পাঠ সমাপ্ত হইয়া গেল। সুরেশ্বরাচার্যের

যেটুকু জানিবার বা বুঝিবার অবশিষ্ট ছিল, তাহা পূর্ণ হইল। তিনি একদিন নিভৃতে আচার্যের নিকট আসিয়া ভক্তিভাবে আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"ভগবন্! আপনার কৃপায় ভাষ্যাদি তো সবই বহুবার আলোচনা হইল। আমার আর কোনরূপ সংশয় নাই। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আদেশ করুন। পূর্বে একবার শুনিয়াছিলাম আমার দ্বারা কিছু করাইবার আপনার নাকি ইচ্ছা আছে।"

আচার্য বলিলেন—"হাঁ, সুরেশ্বর! সূত্রভাষ্যের উপর একটি বার্ত্তিক রচনা করিলে হয় না? বার্তিক ভিন্ন তো ভাষ্যের দোষগুণ বিচারপূর্বক কোন ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয় না। অতএব তুমি এই কার্য কর।"

সুরেশ্বর ইহা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন—"ভগবন্! আপনার ভাষ্যের উপর বার্তিক রচনা করিতে হইবে! ইহা কি আমার দ্বারা সম্ভব? আমার মনে হয়— আপনার ভাষ্যের উপর বার্তিক রচনা করা তো দূরের কথা, উহার সম্যক আলোচনা করিবার শক্তিও আমার নাই।"

আচার্য বলিলেন—"না, সুরেশ্বর! তুমিই এই কার্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তোমার যেরূপ সর্বতোমুখী প্রতিভা তাহাতে তুমি এ কার্য করিলে ভালই হইবার কথা।"

সুরেশ্বর বলিলেন—"ভগবন্! আপনার যখন আদেশ তখন আমার সাধ্যে যতদূর হয় তাহার ত্রুটি করিব না।" এই বলিয়া সুরেশ্বর ক্ষণকাল আচার্যসমীপে মৌনভাবে থাকিয়া আচার্যকে প্রণাম করিয়া নিজ আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

কিন্তু মনে তাঁহার নানারূপ চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। কখন ভাবেন "আচার্যের কি নিরভিমানিতা! আমাকে তিনি টীকা করিতে না বলিয়া বার্তিক রচনা করিতে বলিলেন। শিষ্যে গুরুর দোষগুণ বিচার করিবে! আর ইহাতেই তিনি উৎসাহ দিতেছেন! এরূপ না হইলে কি লোকে জগৎপূজ্য হয়।" কখন ভাবেন—'ইহা তাঁহার শুধু নিরভিমানিতা নহে, পরন্তু ইহা তাঁহার শিষ্যকে উচ্চ আসন দিবার অতি বলবতী স্পৃহা।" আবার কখন বা ভাবেন "না, ইহা তাঁহার সত্যানুরাগেরই ফল।" যাহা হউক সুরেশ্বর এখন মহা চিন্তাকুল। কোথায় কোন বিষয় সন্নিবিষ্ট করিবেন ও কিভাবে তাহা আলোচনা করিবেন—এই চিন্তায় তিনি ব্যাপৃত। তিনি আর পূর্বের মত পদ্মপাদের সঙ্গে অথবা নিজ শিষ্যগণের সহিত বাক্যালাপ করেন না। সর্বদাই যেন কি ভাবেন। সকলেই ইহা লক্ষ্য করিলেন।

ক্রমে সুরেশ্বর বার্তিকরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পদ্মপাদ এবং অপর সকলেই বুঝিলেন – সুরেশ্বর আচার্যের আদেশ লইয়া সূত্রভাষ্যের উপর বার্তিকরচনা করিতেছেন। কিন্তু এই বিষয়টি সকলের প্রীতিকর হইল না। পদ্মপাদ প্রভৃতি ভাবিলেন—"আচার্য সুরেশ্বরকে টীকারচনা করিতে না বলিয়া বার্তিকরচনা করিতে বলিলেন কেন? বার্তিকে যে দোষগুণ বিচার করিতে হয়। সুরেশ্বর পূর্বে কর্মকাণ্ডের জন্য অতিশয় আগ্রহ করিতেন। তাঁহাকে কর্মকাণ্ডের গোঁড়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ভাষ্যের দোষপ্রদর্শন যেরূপ করিতে পারিবেন, তাহার সমাধান বা ভাষ্যের গুণপ্রদর্শন সেরূপভাবে করিতে পারিবেন কি?"

ক্রমে কথায় কথায় পদ্মপাদ একদিন এ কথা শিষ্যগণের নিকট প্রকাশ করেন। শিষ্যগণ বলিলেন "ঠিক কথা। সুরেশ্বর নিশ্চয়ই ভাষ্যের উপর অবিচার করিয়া ফেলিবেন। না- আমরা এ কথা আচার্যকে জানাইব।" পদ্মপাদ বলিলেন— "শিষ্যগণ। এ কথা না বলাই ভাল। আচার্য হয় তো মনে ভাবিবেন—আমিই বুঝি ইহা করিতে চাহি। আর আচার্য যদি এরূপ নাও ভাবেন, তাহা হইলে সুরেশ্বর ইহা শুনিলে হয়ত এরূপই ভাবিবেন। অতএব তোমরা এ বিষয়ে বিরত হও।"

পদ্মপাদের শিষ্যগণ বলিলেন "ভগবন! যখন এত বড় একটা কার্য হইতেছে, যাহা ভবিষ্যতে সত্যপ্রচারের অবলম্বন হইবে, তাহাতে কি ত্রুটি থাকা উচিত? আপনি নিষেধ করিবেন না আমরা এ কথা আচার্যকে বলিব।

পদ্মপাদ তাহাদিগকে ভাবিয়া মৌন হইয়া রহিলেন। অনন্তর পদ্মপাদের শিষ্যগণ একদিন সময় বুঝিয়া আচার্যচরণে এই সকল কথা নিবেদন করিলেন

আচার্য বলিলেন--"তোমরা কি এইরূপ সন্দেহ কর? আমার বোধ হয় সুরেশ্বরে এরূপ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না।"

শিষ্যগণ বলিলেন--"ভগবন্! আপনি ইহা ভাবেন না সত্য, আমরাও না হয় ইহা ভাবিব না কিন্তু পরবর্তী কালে পণ্ডিতগণ কি এরূপ কল্পনা করিবেন না? আর এইজন্যই আপনার ভাষ্যের কি বিপরীত অর্থ তাহারা করিবেন না?"

আচার্য ইহা শুনিয়া বলিলেন তাঁহার ভাষ্যের বার্তিক রচনা হয়—ইহা বিধাতার ইচ্ছা নহে। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"তাহা হইলে তোমরা কাহাকে এ কার্যের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা কর?"

শিষ্যগণ বলিলেন--"ভগবন্! এ কার্য যদি আবশ্যকই হয়, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের আচার্য পদ্মপাদই এ কার্যের উপযুক্ত। অথবা তোটকাচার্য এ কার্যের

উপযুক্ত। অবশ্য এ কথা আপনাকে বলিতে পদ্মপাদাচার্যই আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইহা আপনাকে নিবেদন করিতেছি।"

শিষ্যগণ এই কথা বলিতে বলিতে পদ্মপাদ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য পদ্মপাদকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"পদ্মপাদ তোমার কি মত? সুরেশ্বরের বার্তিক কি ভাল হইবে না?"

পদ্মপাদ বলিলেন—"ভগবন্! আপনার ভাষ্যের উপর বার্তিক আবার কেন? সূত্রভাষ্যে কি কোন দোষ আছে যে বার্তিকদ্বারা তাহার খণ্ডনমণ্ডন করা আবশ্যক? আর যদি শিষ্যকীর্তি প্রচার করিবার জন্য আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে হস্তামলকাচার্য এই কার্য করুন, তিনিও সিদ্ধপুরুষ। সুরেশ্বরাচার্য এ কার্য করিলে অন্যলোকে ভবিষ্যতে আপনার ভাষ্যের দোষপক্ষকে প্রবল করিয়া কল্পনা করিবে বলিয়া মনে হয়। শিষ্যগণ আমাকে এ কার্য করিতে অনুরোধ করিতেছিলেন, আমি কিন্তু তাহা করিবার পক্ষে আমাকে অনুপযুক্তই বিবেচনা করি। আর সুরেশ্বরকে যখন আপনি বলিয়াছেন তখন আর আমার পক্ষে ইহার জন্য চেষ্টা করাও অন্যায়।"

আচার্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কিন্তু পদ্মপাদ! হস্তামলকের দ্বারা এ কার্য সম্ভব নহে। হস্তামলক যেরূপ অন্তর্মুখ হইয়া অবস্থিতি করে, তাহাতে সে এ কার্য করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। আর গিরির পক্ষেও এ কার্য সম্ভব হইবে না।"

পদ্মপাদের শিষ্যগণ তখন বলিলেন—"ভগবন্! এজন্য আপনি পদ্মপাদাচার্যকেই আদেশ করুন। আপনি বলিলে তিনি অন্যথা করিতে পারিবেন না।" ইহা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিলেন—"ভগবন্! এ আদেশ আমায় করিবেন না। সুরেশ্বরকে যখন ইহার জন্য বলিয়াছেন তখন আর আমাকে এরূপ আদেশ করা ভাল দেখাইবে না।"

আচার্য বলিলেন—"আচ্ছা, এই সকল শিষ্যগণের যখন এত আগ্রহ যে তুমি আমার ভাষ্যের উপর বার্তিক কর, তখন তুমি আমার ভাষ্যের উপর বার্তিক না করিয়া টীকা রচনা কর, আর তাহাতে তোমার বক্তব্য যত তাহা লিপিবদ্ধ কর।"

যাহা হউক আচার্য বুঝিলেন—"পদ্মপাদের ইচ্ছা নয় যে, সুরেশ্বর বার্তিক রচনা করেন। আর বিষয়টি যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে আর বার্তিক রচনা না হওয়াই ভাল। পক্ষান্তরে সুরেশ্বর ইহা শুনিলে দুঃখিত হইবে।" সুরেশ্বর

অদূরেই ছিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যগণের মুখে এই সব কথা শুনিয়া আচার্য-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুরেশ্বর আসিবামাত্র আচার্য বলিলেন—"সুরেশ্বর! তুমি সূত্রভাষ্যের বার্তিক রচনা করিলে কি কর্মের দিকে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ফেলিবে?"

সুরেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভগবন্! কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন শুনিতেছি। তবে যদি আমার অজ্ঞাতসারে ইহা ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা আমি নিবারণ করিব কিরূপে?"

আচার্য তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আচ্ছা, সুরেশ্বর! তুমি অগ্রে এমন একখানি গ্রন্থ রচনা কর, যাহাতে তোমার উপর ইঁহাদের এরূপ আশঙ্কা বিদূরিত হয়।"

সুরেশ্বর "তথাস্তু" বলিয়া আচার্যকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই "নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি" নামক একখানি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া আচার্য চরণে নিবেদন করিলেন।

আচার্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন, অনন্তর সকলকে আহ্বান করিয়া গ্রন্থখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদ, হস্তামলক, তোটক এবং অপর শিষ্যবর্গ সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সুরেশ্বরের পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞাননিষ্ঠায় কাহারও আর কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তাহা হইলেও সূত্রভাষ্যের উপর বার্তিক রচনা হয়, ইহা কাহারও ইচ্ছা হইল না। পদ্মপাদ অতি ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন— "ভগবন্! সুরেশ্বরের উপর আমাদের কোনরূপ ঈর্ষা নাই, তিনি আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু আপনার সূত্রভাষ্যে উপর বার্তিক রচনার কথা যখনই মনে হয়, তখনই আমাদের চিত্ত অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। আপনার ভাষ্যের দোষগুণ বিচার হয়, ইহা আমাদের ভাল লাগে না। আপনার ভাষ্যের আবার দোষ! যাঁহারা আপনার নিকট ভাষ্য না পড়িয়াছেন, তাঁহারা করুক, কিন্তু আমরা তাহা কি করিয়া করি?"

শিষ্যগণও পদ্মপাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। তাঁহারাও অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হস্তামলক ও তোটক নীরব, তাঁহারা কোনরূপ ভাবই প্রকাশ করিলেন না। অনন্তর আচার্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সুরেশ্বরকে বলিলেন— "সুরেশ্বর! দেখিতেছি ইহা দৈব-বিড়ম্বনা। যা হউক, তুমি আর সূত্রভাষ্যের উপর বার্তিক রচনা করিও না। তুমি আমার বৃহদারণ্যক ভাষ্য এবং তৈত্তিরীয়

ভাষ্যের উপর বার্তিক রচনা কর এবং যেরূপ নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি করিয়াছ তদ্রূপ ব্রহ্মসিদ্ধি ও ইষ্টসিদ্ধি নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা কর। ইহাতেই তোমার কীর্তি অতুলনীয় ও অক্ষয় হইবে। সুরেশ্বর! তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার এখনও একজন্ম অবশিষ্ট আছে। তুমি সেই জন্মে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে এবং তখন তুমি আমার ভাষ্যের উপর এক অপূর্ব টীকা রচনা করিবে। আমি আশীর্বাদ করিতেছি তোমার সেই টীকাই সর্বশ্রেষ্ঠ টীকা হইবে। পণ্ডিতগণ উহাকেই বার্তিক বলিয়া অভিহিত করিবেন।''

সুরেশ্বর ইহা শুনিয়া আচার্যচরণে প্রণাম করিয়া আবেগভরে বলিলেন ''ভগবন্! আমার নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি দেখিয়া আপনি এবং এই সকল বিদ্বদ্বর্গ সকলেই সন্তুষ্ট হইলেও যখন আমি বার্তিকরচনা করিলে আমি আপনার ভাষ্যের উপর অবিচার করিব বলিয়া ইঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন, তখন ইঁহারা যে বিদ্বানের সমদর্শন এবং সংস্কারবিজয় বিশ্বাস করেন না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়। যাহা হউক, আমি বার্তিকরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে নিরস্ত হইলাম। তবে আমার যদি আপনার চরণে ভক্তি থাকে তাহা হইলে যতবড় বিদ্বানই আপনার ভাষ্যের উপর টীকাদি রচনা করুন না কেন তাহার টীকা যেন সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ না হয়। ভগবন্! আমার সঙ্গে বিচারকালে আপনি বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন যে আমি তর্কশক্তি বা বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে আপনার নিকট পরাজয় স্বীকার করি নাই, প্রত্যুত বিষয়ের দোষেই আমার পরাজয় হইয়াছিল। সে যাহাই হউক আমায় যেরূপ আদেশ করিলেন আমি তাহাই করিব।'' এই বলিয়া সুরেশ্বর আচার্যচরণে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পদ্মপাদ এবং অপরাপর শিষ্যগণ সকলেই লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। পদ্মপাদ আচার্যকে বলিলেন—''ভগবন! এ অপরাধ যদি কাহারও হইয়া থাকে তাহা হইলে আমারই হইয়াছে। আমিই সুরেশ্বরের বার্তিকরচনায় প্রথমে সন্দিহান হই। আমার কথাতেই এই সকল শিষ্য আপত্তি তুলিয়াছে। এক্ষণে বলুন আমি টীকা রচনা করিব কি না? আমি ইতোমধ্যেই চতুঃসূত্রী সমাপ্ত করিয়াছি। সুরেশ্বর যাহা বলিলেন—তাহাতে আমার আর উৎসাহ হইতেছে না।''

আচার্য বলিলেন —''পদ্মপাদ! দুঃখিত হইও না। মানব যাহা করে সকলই দৈবায়ত্ত। তুমি কি করিবে? তুমি ঈর্ষাবশে সুরেশ্বরের বার্তিকরচনায় আপত্তি কর নাই সত্য এবং এই শিষ্যগণও ঈর্ষাবশে তাহা করে নাই। তা' এজন্য আর দুঃখ

কেন? যাহা ঘটে তাহাই ভাল। আচ্ছা! তুমি যে টীকা করিয়াছ তাহা আমাকে শুনাও দেখি।”

পদ্মপাদ তৎক্ষণাৎ টীকাটি আনিয়া আচার্যকে শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। আচার্য ধীরে ধীরে চারিসূত্রের সমুদয় টীকাটি শুনিলেন এবং পদ্মপাদের বিচারপটুতা এবং নিপুণতার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। অনন্তর তিনি পদ্মপাদকে বলিলেন—“পদ্মপাদ! তুমি টীকা রচনায় বিরত হইও না। ইহা প্রচারিত হইলে বেদান্তের বিজয়ডিণ্ডিম বিঘোষিত হইবে সন্দেহ নাই। অবশ্য সুরেশ্বরের কীর্তি তোমার কীর্তিকে অভিভূত করিবে। কিন্তু তাহাতে তোমার দুঃখিত বা নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই। তোমাদের ভাগ্যই এইরূপ। ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ম করাই পণ্ডিতের স্বভাব।”

বুদ্ধিমান পদ্মপাদ আচার্যের মনোভাব বুঝিলেন এবং আচার্যকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে আগমন করিলেন। অতঃপর পূর্ববৎ শিষ্যগণ নিজ নিজ কর্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। শৃঙ্গেরী মঠে অধ্যয়ন অধ্যাপনা যেরূপ চলিতেছিল সেইরূপই চলিতে লাগিল। অধিকন্তু পদ্মপাদ ও সুরেশ্বর নিজ নিজ টীকাদির প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আচার্যকে শুনাইতে লাগিলেন। আচার্য তাঁহাদের এই সব কথা শুনিয়া [illegible] প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে এই শৃঙ্গেরী মঠে শিষ্যগণের [illegible] সাধিত হইল। অধ্যয়নের পর অধ্যাপনা করিলে বিদ্যা পূর্ণ হয়, এইরূপে গ্রন্থরচনা দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ হইল।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। শিষ্যগণের বহু গ্রন্থ সম্পন্ন হইয়া গেল। পদ্মপাদ সূত্রভাষ্যের টীকাটির নাম রাখিলেন “বিজয়ডিণ্ডিম”। সুরেশ্বরের বার্তিকাদি বহুগ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল। আচার্যের অপর শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের অনুরোধে আচার্যও নানা স্তবস্তুতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিলেন। এইরূপে শৃঙ্গেরীতে ভারতীদেবী যেন মূর্তিমতী হইয়া জগৎকে ব্রহ্মবিদ্যা দিবার জন্য বিরাজমানা হইলেন।

পদ্মপাদের তীর্থযাত্রা

পদ্মপাদের সূত্রভাষ্যটীকা রচনা শেষ হইলে পদ্মপাদ ইহা নিজ শিষ্যগণকে পড়াইতে লাগিলেন। সুরেশ্বরও নিজগ্রন্থ নিজ শিষ্যগণকে পড়াইতে লাগিলেন। উভয়ের শিষ্যদলের পরস্পরের মধ্যে উৎকর্ষলাভের জন্য প্রতিযোগিতাও বেশ হইতে লাগিল। আচার্য অনেক সময় ইহা দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। বিদ্যার্থিগণের এ জাতীয় বিচার অনেক সময়ই অধ্যাপকগণের আনন্দের বিষয়ই হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেই বা তাহা হইবে না কেন?

কিন্তু ইহার অন্য একটা দিকও আছে। শিষ্যগণের বিচার ঘনীভূত হইয়া উঠিলে মধ্যে মধ্যে অধ্যাপকে অধ্যাপকেও বিচার বাধিয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও কখন কখন তাহা হইত। সুরেশ্বর ও পদ্মপাদের মধ্যে কখন কখন বিচার হইত। অনন্তর একদিন পদ্মপাদের কি মনে হইল, তিনি আচার্যকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন— "ভগবন্"! আমার টীকার বিষয় আপনি প্রায় সবই শুনিয়াছেন। আপনার মুখে উহার দোষগুণ এবং উহার ভবিষ্যৎ সবই শুনিতে ইচ্ছা হয়। সুরেশ্বর সে দিন যাহা বলিয়াছেন এবং সেদিন আপনি তাঁহাকে যেরূপ আশীর্বাদ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে আমার চিত্ত মধ্যে মধ্যে অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। আপনার স্মরণ আছে—তিনি বলিয়াছিলেন—যে সূত্রভাষ্যের উপর কাহারও টীকা যেন সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত না হয়। আপনিও বলিয়াছিলেন যে সুরেশ্বর পরজন্মে যে টীকা রচনা করিবেন, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে। ভগবন্! এই চিন্তা যখনই আমার মনে উদয় হয়, তখন আমার বড়ই হতাশা আসে। আপনি বলুন আমার টিকার ভবিষ্যৎ কি?"

আচার্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন— "পদ্মপাদ! তোমার টীকা নিশ্চিতই অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ ভাল নহে । ইহার প্রচারে বিঘ্ন হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। এ কথা তো আমি পূর্বই তোমায় বলিয়াছি। কিন্তু তাহাতে দুঃখ কি? সন্ন্যাসীর আবার ফলের প্রতি দৃষ্টি কেন?"

পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া বিমর্ষভাব ধারণ করিলেন এবং ক্ষণকাল পরে আচার্যচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মনে মনে এ সময় যে কত চিন্তারই উদয় হইতে লাগিল, তাহা আর কে বুঝিবে! অবশেষে স্থির করিলেন যে, তাঁহারই দোষে তাঁহার এই দূরদৃষ্ট সঞ্চিত হইয়াছে। আচার্য যখন সুরেশ্বরকে বার্তিক রচনা করিতে বলিয়াছিলেন তখন আমি কেন তাহাতে আপত্তি করি! আমি কি তাঁহার অপেক্ষা অধিক বুঝি! সুরেশ্বরেরই বা দোষ কি? এরূপ ক্ষেত্রে সুরেশ্বর যদি ভাবেন—আমি তাঁহার প্রতি ঈর্ষাবশতঃই বার্তিকরচনায় আপত্তি তুলিয়াছি তাহা হইলে তাহা অন্যায় হইতে পারে না। অতএব এ দোষ আমারই। আমার ইহাতে মহাপাপ হইয়াছে। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমায় করিতেই হইবে। উপবাস, দান ও তীর্থভ্রমণাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হয়। তা আমি তীর্থভ্রমণ দ্বারা এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

এইরূপ সংকল্প করিয়া পদ্মপাদ একদিন আচার্যকে বলিলেন— "ভগবন্! আপনি যদি অনুমতি করেন তো আমি একবার·রামেশ্বর তীর্থটি দর্শন করিয়া

আসি। আমার এই তীর্থ এখনও দর্শন হয় নাই, এজন্য বড়ই বাসনা হইতেছে।"

আচার্য পদ্মপাদের অভিপ্রায় বুঝিলেন। তিনি ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন—"পদ্মপাদ! তোমার সহসা এরূপ বাসনা উদিত হইল কেন? তুমি তো আমাকে ত্যাগ করিয়া এক মুহূর্তও যে থাকিতে পার না?"

পদ্মপাদ দেখিলেন আচার্য তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন, সুতরাং এখন সকল কথাই বলা ভাল। তিনি তাঁহার মনোভাব সমুদয় বলিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন একাকী তীর্থভ্রমণদ্বারা তিনি তাঁহার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সংকল্প করিয়াছেন।

আচার্য সকল কার্যেই উদাসীনস্বভাব। তিনি বড় কাহাকেও কোন কর্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করিতে আগ্রহ করেন না। তথাপি পদ্মপাদের উপর স্নেহ-বাৎসল্য তাঁহাকে যেন একটু বিচলিত করিল। আচার্য বলিলেন—"পদ্মপাদ! তুমি রামেশ্বর যাইতে চাহিতেছ, কিন্তু এই স্থান হইতে রামেশ্বরের পথ বড়ই দুর্গম। পথে কদাচারী শূদ্রবহুল বহু গ্রামাদি আছে। শুনিয়াছি—সদাচারী সন্ন্যাসীর পক্ষে সে সকল স্থানের মধ্যদিয়া গমনাগমন বড়ই বিপদসঙ্কুল ব্যাপার; অতএব এ কার্যে নিবৃত্ত হইলেই বোধ হয় ভাল হয়। দেখ গুরুই সকলের তীর্থস্বরূপ, গুরু-সন্নিধানে থাকিবার সুবিধা হইলে আর অন্য তীর্থ আবশ্যক হয় না। অতএব তুমি ও বাসনা পরিত্যাগ কর।"

পদ্মপাদ বলিলেন—"ভগবন্! যাহা ঘটিবার তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি বিঘ্ন হইবার হয়, হইবেই, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। যখন আপনার চরণপ্রান্তে থাকিয়াই আমার বুদ্ধিদোষে আমায় এই পাপ স্পর্শ করিল, তখন একবার ক্লেশ-ভোগ করিয়া তাহা ক্ষয় করা উচিত। অতএব আপনি যদি অনুমতি করেন তো আমি অল্পদিনের মধ্যেই রামেশ্বর দর্শন করিয়া আসি।"

আচার্য পদ্মপাদের ইচ্ছাধিক্য দেখিয়া নিষেধ করা আর উচিত বিবেচনা করিলেন না। তিনি তখন তাঁহাকে নানাবিষয়ে সতর্ক করিয়া বিদায় দিলেন।

রামেশ্বরের পথে পদ্মপাদাচার্য

শৃঙ্গেরী পরিত্যাগ করিয়া পদ্মপাদ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে কালহস্তীশ্বর নামক প্রসিদ্ধ তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে কালহস্তীশ্বরে শিবের সর্বাঙ্গে সুন্দর সর্প বিরাজিত, মস্তকে চন্দ্রকলা, পার্বতী করুণা-বিগলিতচিত্তে ভগবান শূলপাণিকে আলিঙ্গন করিতেছেন এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ

তাঁহার স্তব করিতেছেন। পদ্মপাদ এখানে সুবর্ণমুখরী নামক নদীতে স্নান করিয়া তাঁহার দর্শন করিলেন এবং ভাবময় পুষ্পদ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া মনে মনে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন।

কালহস্তীশ্বর পরিত্যাগ করিয়া পদ্মপাদ সুপ্রসিদ্ধ কাঞ্চীক্ষেত্রে আগমন করিলেন। এখানে একাম্রকাননে ভগবান বিশ্বেশ্বর বিরাজমান। পদ্মপাদ তাঁহাকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া ভগবতীর বিগ্রহ দর্শন করিলেন এবং যথাবিধি তাঁহারও অর্চনা করিয়া কল্লালেশ নামক তীর্থোদ্দেশ্যে প্রস্থিত হইলেন।

কল্লালেশতীর্থে পুরাণপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত বিরাজমান। পদ্মপাদ ভক্তিসহকারে তাঁহার দর্শন করিয়া তাঁহার পূজাদি করিলেন। পরে পুণ্ডরীকপুর নামক তীর্থোদ্দেশ্যে গমন করিলেন।

পুণ্ডরীকপুরে পার্বতীকর্তৃক বীক্ষ্যমাণ সদাশিবের নিরন্তর নৃত্যকারী মূর্তি বিরাজমান। পদ্মপাদ এই শিবমূর্তি দর্শন করিলেন এবং যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিলেন।

পুণ্ডরীকপুর পরিত্যাগ করিয়া পদ্মপাদ শিবগঙ্গা নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। এখানে গঙ্গা শিবকর্তৃক আরাধিতা হইয়া উদ্ভূতা হন। কেহ কেহ বলেন শিব নৃত্য করিতে করিতে যখন কাতর হন, তখন তাঁহার শ্রম অপনোদন করিবার জন্য গঙ্গা এখানে আবির্ভূতা হন। শিবের এই নৃত্যমূর্তি দর্শন করিয়া এই শিবগঙ্গায় অবগাহন করিলে সর্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। পদ্মপাদ যথাবিধি এই শিবমূর্তি দর্শনাদি করিয়া শিবগঙ্গায় স্নান করিলেন।

শিবগঙ্গা পরিত্যাগ করিয়া পদ্মপাদ কাবেরী তীরবর্তী শ্রীরঙ্গমে আসিলেন এবং তথায় শ্রীরঙ্গনাথমূর্তি দর্শন করিলেন। এই রঙ্গনাথমূর্তি অতীব সুন্দর। পদ্মপাদ যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে সেতুবন্ধ রামেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পদ্মপাদের মাতুলালয়ে আগমন

শ্রীরঙ্গম হইতে অদূরে পদ্মপাদের মাতুলালয়। পদ্মপাদ পথিমধ্যে মাতুলালয় দেখিতে পাইয়া মাতুলসমীপে উপস্থিত হইলেন। পদ্মপাদের মাতুল একজন পরম পণ্ডিত ও সদাচারী ব্যক্তি। কর্মকাণ্ডে তিনি প্রভাকরমতাবলম্বী এবং উপাসনাবিষয়ে তিনি দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন। ভাগিনেয়কে সন্ন্যাসীর বেশে সমাগত দেখিয়া মাতুল যুগপৎ আনন্দিত ও দুঃখিত হইলেন। দুঃখের

কারণ—ভাগিনেয় সংসারী না হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন এবং আনন্দের কারণ—বহুদিনের পর ভাগিনেয়ের দর্শন পাইলেন।

গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ পদ্মপাদকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদেরও বাল্যসখাগণকে দেখিয়া বাল্যজীবনের কথা মনে পড়িতে লাগিল এবং পরস্পর পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন।

পদ্মপাদের মাতুল ক্রমে ভাগিনেয়ের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি ভাগিনেয়ের পথশ্রান্তি অপনোদনের ব্যবস্থা করিয়া নানাবিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

পদ্মপাদ নিজগুরুর পরিচয় প্রভৃতি দিয়া শাস্ত্রীয় কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। পদ্মপাদের গাম্ভীর্য ও বিদ্যাবত্তা দেখিয়া মাতুলের অপার আনন্দ হইল। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ অশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। সকলেরই ইচ্ছা যে পদ্মপাদ তাঁহাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। মাতুল কিন্তু কাহারও সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দিলেন না।

অতঃপর ভিক্ষাদি গ্রহণের পর পথশ্রান্তি বিদূরিত হইলে পদ্মপাদের সহিত মাতুলের শাস্ত্রীয় আলাপ হইতে লাগিল। মাতুল বৈষ্ণব, পদ্মপাদও বৈষ্ণব। মাতুল দ্বৈতবাদী, পদ্মপাদ কিন্তু অদ্বৈতবাদী। পদ্মপাদের সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদ দেখিয়া মাতুলের মনে মহা দুঃখ হইল। তিনি তখন ভাগিনেয়ের সঙ্গে মহা বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকক্ষণ বিচার করিতে হইল না। পদ্মপাদ মাতুলের সকল যুক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া নিজপক্ষ অখণ্ডনীয়রূপে স্থাপন করিলেন। মাতুল এইবার মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন—যাঁহার শিষ্যের এইরূপ প্রভাব, তাঁহার গুরুর না জানি কতই বিদ্যাবত্তা। ইঁহারা যদি এই মতপ্রচারে কৃতকার্য হন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের দ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না।

অনন্তর মাতুল বিচার পরিত্যাগ করিয়া অন্য কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। মনে মনে কেবলই চিন্তা, কি করিয়া ভাগিনেয়ের মতপ্রচারে বাধা দিবেন। কথায় কথায় পদ্মপাদের সঙ্গে বস্ত্রাবৃত একখানি বৃহৎ পুস্তকের উপর মাতুলের দৃষ্টি পড়িল। তিনি তখন ভাগিনেয়কে এই পুস্তকখানির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মপাদ বলিলেন—"ইহা তাঁহার গুরুদেবের কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর স্বকৃত 'বিজয়ডিণ্ডিম' নামক টীকা।"

ইহা শুনিয়া মাতুলের এই গ্রন্থখানি দেখিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। সরলচিত্ত পদ্মপাদ মাতুলের মনোভাব কিছুই বুঝিলেন না। তিনি সাগ্রহে পুস্তকখানি দেখিতে দিলেন। মাতুল কিয়ৎক্ষণ পাঠ করিয়া ক্রোধে এবং ঈর্ষায় অন্ধ হইয়া গেলেন। সংকল্প হইল—যেমন করিয়া পারি এই গ্রন্থখানির ধ্বংসসাধন করিতে হইবে।

দুর্বলের মনে দুরভিসন্ধি হইলে কপটতা সর্বাগ্রে তাহাকে আশ্রয় করে। মাতুল কেবল মুখে পদ্মপাদের অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া যেন একেবারে গলিয়া গেলেন। প্রতিপক্ষ বলিয়া মাতুলের উপর তাঁহার যেটুকু অননুরাগের সম্ভাবনা ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল। মাতুল ক্রমে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন—এইরূপ ভান করিতে লাগিলেন এবং কৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন কবিয়া শীঘ্র বিদায় দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

পদ্মপাদের হৃদয়ে আর লেশমাত্রও সন্দেহ রহিল না। তিনি মাতুলের গৃহে ত্রিরাত্র অবস্থিতি করিতে সম্মত হইলেন। মাতুলও এই অবকাশে পদ্মপাদের যতটুকু বিশ্বাসভাজন হওয়া আবশ্যক তাহার সর্ববিধ উপায়ই অনুষ্ঠান করিলেন।

অতঃপর পদ্মপাদ রামেশ্বরাভিমুখে গমনোদ্যত হইলে মাতুল বলিলেন -- "পদ্মপাদ! এই বৃহৎ পুস্তকখানি কেন বহন করিয়া লইয়া যাইবে, ফিরিয়া যাইবার সময় যদি লইয়া যাও, তবে এই কয়দিনে আমি গ্রন্থখানি আরও দেখিতে পারি। ইহা পড়িতে পারিলে আর আমার কোন সন্দেহই থাকিবে না---মনে হইতেছে।"

খলের দুরভিসন্ধি ভেদ করা কি সরলচিত্ত সাধুর পক্ষে সম্ভব হয়? এমন স্নেহশীল, সত্যানুরাগী মাতুল গ্রন্থখানিকে ভাল বলিয়া দেখিতে চাহিতেছেন . ইহাতে কি পদ্মপাদ আর অন্য মত করিতে পারেন? পুস্তক সম্বন্ধে পদ্মপাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা বিলুপ্ত হইল। তিনি পুস্তকখানি মাতুলের নিকট রাখিয়া রামেশ্বরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াই থাকে, তাহাকে বাধা দেয়—সাধ্য কাহার। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে আজ একটি অমূল্যরত্ন বিলুপ্ত হইতে চলিল।

পুনরায় রামেশ্বর-পথে পদ্মপাদ

মাতুলালয় হইতে বহির্গত হইয়া পদ্মপাদ দর্ভশয়ন নামক তীর্থে আগমন করিলেন। ইহা ফুল্লমুনির আশ্রম নামেও প্রসিদ্ধ। এইস্থানে জানকীর শোকে কাতর, কুশোপরি উপবিষ্ট রামচন্দ্রকে অগস্ত্যমুনি এক জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্য দিয়া

আবির্ভূত হইয়া সেতুবন্ধনের উপদেশ দেন। পদ্মপাদ তীর্থস্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দর্শন করিলেন।

দর্ভশয়ন হইতে পদ্মপাদ রামেশ্বর এবং সেতুবন্ধতীর্থে আগমন করিলেন। এখানে তীর্থস্নানাদি সমাপনপূর্বক পদ্মপাদ রামচন্দ্রেব প্রতিষ্ঠিত সেই রামেশ্বর শিব দর্শন করিলেন এবং হৃদয়ে অপার শান্তিলাভ করিলেন। তিনি যে মনোবেদনা লইয়া শ্রীগুরুচরণপ্রান্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এইবার তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। তিনি কিছুদিন এখানে অতিবাহিত করিবার সংকল্প করিলেন।

মাসাবধিকাল অবস্থিতির পর পদ্মপাদের শ্রীগুরুচরণপ্রান্তে ফিরিবার বাসনা উদ্রিক্ত হইল। তিনি রামেশ্বর পরিত্যাগ কবিয়া মাতুলালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পদ্মপাদের বিজয়ডিণ্ডিম ভস্মীভূত

রামেশ্বর দর্শন করিয়া পদ্মপাদ নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে মাতুলালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পদ্মপাদ দূর হইতেই দেখিলেন—মাতুল-ভবন ভস্মীভূত! মাতুল দূর হইতে পদ্মপাদকে দেখিয়া অতি-দুঃখিত-ভাব ধারণ করিয়া গৃহান্তরে উপবিষ্টই রহিলেন। পদ্মপাদ মাতুলের বিপদ দেখিয়া বিষণ্ণভাবে মাতুলের নিকট আসিলেন। মাতুল বাসভবনের জন্য শোক করিতে করিতে পদ্মপাদের গ্রন্থের পরিণাম জ্ঞাপন কবিলেন এবং বলিলেন—বাসভবনের নাশে যত কষ্ট হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট তাঁহার গ্রন্থনাশে তিনি অনুভব করিতেছেন। মাতুল যে গ্রন্থখানি বিনষ্ট করিবার জন্য নিজ বাসভবন পর্যন্ত দগ্ধ করিবেন, ইহা আর পদ্মপাদ ভাবিযা উঠিতে পারিলেন না। তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"মামা! আমার বহু পরিশ্রমের ধন আজ আপনার নিকট রাখিয়া গিয়া হারাইলাম।"

কপটাচারী মাতুল তখন ভাগিনেয়কে শান্ত করিবার নিমিত্ত গ্রন্থের জন্য শোকের মাত্রা আরও বর্ধিত করিলেন। যেন পদ্মপাদ অপেক্ষা গ্রন্থনাশে তাঁহারই কষ্ট অধিক হইয়াছে। পদ্মপাদ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন—"তা মামা! যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে! আপনার আশীর্বাদে আমি এবার আরও সুযুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিব। আমার সহিত বিচারকালে আপনি যেসব অভিনব পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছিলেন আমি এবার সে সকলেরও উত্তমরূপে খণ্ডন করিব।"

পদ্মপাদের এই কথা শুনিয়া মাতুলের শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি

ভাবিলেন—পদ্মপাদ সে গ্রন্থ অপেক্ষাও উত্তম গ্রন্থ লিখিবে! তাহা হইলে আর কি করিলাম! গৃহও গেল, উদ্দেশ্যও পণ্ড হইল!

বস্তুতঃ পদ্মপাদ সেই দিনই সেই মাতুলগৃহেই টীকারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মাতুল ইহা দেখিয়া মর্মান্তিক-দুঃখে অভিভূত হইলেন। তিনি তখন নিরুপায় ভাবিয়া ভাগিনেয়কে বিষপ্রয়োগের দ্বারা উন্মত্ত করিয়া দিবার সংকল্প করিলেন এবং পাছে পদ্মপাদ তৎপূর্বেই চলিয়া যান এইজন্য মহা কৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সাম্প্রদায়িক দ্বেষ এতদপেক্ষা আর কি ভীষণ কদর্যরূপ ধারণ করিতে পারে!

দুরাত্মা মাতুল সেই রাত্রেই পদ্মপাদকে বিষান্ন প্রদান করিলেন। কিন্তু কি ভাবিয়া আর পদ্মপাদের শিষ্যটিকে সে অন্ন দিলেন না। রাত্রিশেষেই পদ্মপাদের উন্মত্তলক্ষণসমূহ দেখা দিল। পদ্মপাদ আরক্তনয়নে ভীষণ মুখভঙ্গী করিয়া জড়ের ন্যায় উপবিষ্ট হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে হাস্য ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শিষ্যটির এই শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গুরুর সহসা এইরূপ অবস্থা দেখিয়া একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া গৃহান্তরে যাইয়া নিদ্রিত মাতুলকে এই সংবাদ দিলেন।

মাতুল ভাগিনেয়ের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু লোকলজ্জা প্রভৃতির ভয়ে ভান করিয়া ব্যাকুলতা সহকারে ভাগিনেয়কে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য মহা যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই গ্রামস্থ বৃদ্ধগণকে আহ্বান করিলেন এবং চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিলেন—"হায় ইহা বিষভক্ষণের ফল, অথবা ভূতাবেশের পরিণাম, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।"

যাহা হউক, চিকিৎসকের যত্নে পদ্মপাদ শীঘ্রই একটু শান্তভাব ধারণ করিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন না। মাতুল ভাবিলেন—এই অবস্থায় তাঁহার সম্প্রদায়-শত্রুকে বিসর্জন করাই উচিত, নচেৎ চিকিৎসকের যত্নে পদ্মপাদ আরোগ্যলাভও করিতে পারে এবং ভবিষ্যতে তাঁহার নিজের বিপদও ঘটিতে পারে। তিনি পদ্মপাদের শিষ্যটিকে বলিলেন---"ওহে, তুমি তোমাদের গুরুকে তোমাদের সেই আচার্যের নিকট লইয়া যাও, তিনি যদি ইহাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিতে পারেন। আমার নিকটে আসিয়া ভাগিনেয়ের এই দশা হইল। হায়! হায়! ভাগিনেয়ের কি হইল—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি অবিলম্বে সেই শঙ্করাচার্যের নিকট লইয়া যাও।"

মাতুলের এইরূপ ব্যবহার পদ্মপাদের শিষ্যের আর বুঝিতে বিলম্ব রহিল না। দৈবক্রমে তাঁহার গুরু যে বিষভক্ষণ করেন নাই, অথবা ইহা যে ভূতাবেশ নহে— ইহা শিষ্যটি উত্তমরূপেই বুঝিলেন।

পদ্মপাদ এখন একটু সুস্থ হইয়াছেন। তিনিও শিষ্যটিকে বলিলেন 'তুমি আমায় গুরুদেবের নিকট লইয়া চল, এখানে আর তিলমাত্র অবস্থিতি করিব না। দৈবক্রমে আমি বিষভক্ষণই করিয়াছি—সন্দেহ নাই। আমি গুরুদেবের কথা না শুনিয়া এই ফল লাভ করিলাম।"

শিষ্যটি বলিলেন—"ভগবন! এক্ষেত্রে আপনি দৈবক্রমে বিষভক্ষণ করিয়াছেন, এ কথা আর বলা উচিত নহে। ইহা আপনার মাতুলের দুরভিসন্ধির ফল। ভেদবাদে অত্যধিক আগ্রহ থাকিলে অনেক সময় এইরূপ কদর্য কর্ম আচরিত হইয়া থাকে।"

পদ্মপাদ বলিলেন—"বৎস! সন্ন্যাসীর পরদোষ অন্বেষণ করা উচিত নহে, যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটে তাহাতে তাহার প্রাক্তন কর্মই কারণ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।"

শিষ্যটি এতক্ষণ কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এক্ষণে গুরুর কথা শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং সেইদিনই শৃঙ্গেরী অভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। পদ্মপাদ মাতুলকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। যাহা ঘটিবার ঘটিল। দর্শনরাজ্যের একটি অমূল্য রত্ন চিরতরে হারাইয়া গেল, সুরেশ্বরের মনোবেদনা মূর্তিমতী হইয়া পদ্মপাদের এই সর্বনাশ সাধন করিল।

ভগবান একমূর্তিতে যেমন সংহার করেন অন্যমূর্তিতে তদ্রূপ রক্ষাও করেন। পদ্মপাদ শিষ্যসঙ্গে কিয়দ্দূর আসিয়াই পথিমধ্যে একদিন একদল তীর্থযাত্রীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা শৃঙ্গেরীতে আচার্যকে দর্শন করিয়া রামেশ্বর অভিমুখে যাইতেছেন। তাহারা পদ্মপাদের পরিচয় পাইয়া পদ্মপাদকে চিনিতে পারিলেন। অনন্তর ইঁহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে পদ্মপাদ শুনিলেন—আচার্য কেরলদেশে বিচরণ করিতেছেন। তখন সকলেরই ইচ্ছা হইল—শৃঙ্গেরী না যাইয়া কেরল দেশেই গমন করিবেন। সুতরাং পদ্মপাদ সশিষ্য কেরলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শঙ্করের জননীর অন্তিমকাল

এদিকে আচার্য শঙ্কর প্রিয়শিষ্য পদ্মপাদকে বিদায় দিয়া শৃঙ্গেরীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং শিষ্য প্রশিষ্যগণকে পূর্ববৎ অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পদ্মপাদের এইভাবে তীর্থভ্রমণে প্রস্থান, অনেকেরই পক্ষে চিন্তার বিষয় হইল। যিনি আচার্যগতপ্রাণ, আচার্যকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করেন, তিনি সহসা দূরদেশে চলিয়া যাইতে পারেন—ইহা যেন অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তাহার পর এতাদৃশ প্রিয়শিষ্যের বিরহে আচার্যের সম্পূর্ণ অবিচলিত ভাব এবং ঔদাসীন্য দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। ব্রহ্মজ্ঞ যে সকল কর্মে সকল বিষয়ে উদাসীনের ন্যায় আসীন থাকেন, তাহা আচার্যের ভাব দেখিয়া সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

সুরেশ্বর পদ্মপাদের তীর্থভ্রমণ-কথা ক্রমে ক্রমে সমুদয় শুনিলেন এবং মনে মনে নিতান্তই অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু কি আর করিবেন? সর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞান জানিয়া তিনি তাহারই শরণগ্রহণ করিলেন। সুতরাং শৃঙ্গেরীতে পঠনপাঠন সমানভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু পদ্মপাদের অভাব সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন। পদ্মপাদের শিষ্যগণ আচার্যের নিকট পড়িতে লাগিলেন।

একদিন আচার্য অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত, এমন সময় তিনি তাঁহার জিহ্বায় মাতৃস্তনদুগ্ধের আস্বাদ অনুভব করিলেন। তিনি বুঝিলেন—জননীর অন্তিম সময় উপস্থিত, তাই তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছেন। সন্ন্যাসগ্রহণকালে জননীর নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এইবার মনে পড়িল।

তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সুরেশ্বরপ্রমুখ শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সুরেশ্বর! আমার জননী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। তাঁহার অন্তিমকালে আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় আমি তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাসে অনুমতি পাই। অতএব আমি আকাশপথে এখনই তাঁহার নিকটে যাইতেছি, তোমরা ক্রমে তথায় আসিও।"

শিষ্যগণ কি আর বলিবেন! সকলেই যারপরনাই বিস্ময়াভিভূত। আচার্য সর্বসমক্ষে যোগশক্তিপ্রভাবে আকাশে উত্থিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন এবং শতক্রোশ দূরপথ মুহূর্তমধ্যে অতিক্রম করিয়া নিজগ্রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শূন্যমার্গ হইতে ভূপৃষ্ঠের দৃশ্য অন্যরূপ। নদ নদী ভূধর প্রান্তর সবই ক্ষুদ্র দেখায়। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর নির্ণয় একটা দুষ্কর ব্যাপার। 'কালাডি' গ্রামে নারিকেল বৃক্ষ সর্বাপেক্ষা প্রচুর এবং সকল গৃহেই তোরণ-দ্বার থাকায় আচার্য ভাবিলেন—এতাদৃশ গ্রামেই অবতরণ করা শ্রেয়। কিন্তু ইহার ফলে আচার্য

নিকটবর্তী আর একটি অনুরূপ গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে পদব্রজেই নিজগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মুমূর্ষু জননী-সমীপে আচার্য

আচার্য দ্রুতপদসঞ্চারে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন—জননী মুমূর্ষুই বটে। পার্শ্বে বৃদ্ধা পরিচারিকা এবং সম্পত্তির অধিকারী সেই জ্ঞাতির পরিবর্তে অপর একজন জ্ঞাতি উপবিষ্ট। বিশিষ্টা পুত্রকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ক্ষণকাল পরে অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"বাবা! এত বিলম্ব হইল কেন? তোমার বিলম্ব দেখিয়া মনে হইতেছিল— বুঝি এ জীবনে আর তোমায় দেখিতে পাইলাম না। তোমার হাতের আগুন বুঝি আর ভাগ্যে ঘটিল না।"

আচার্য জননীর পদধূলি লইয়া তাঁহার আগমনবার্তার পরিচয় দিলেন। জননীর হৃদয়ে বিস্ময় ও আনন্দের আর সীমা রহিল না। কিন্তু পরক্ষণেই রোগযন্ত্রণায় বলিয়া ফেলিলেন—"আঃ, সেই গ্রামটিও আমাদের গ্রামের ন্যায় শোভাধারণ করিয়া তোমার আগমনে বিলম্ব ঘটাইল। ভগবান করুন এখন হইতে তাহাদের নারিকেল বৃক্ষ রোপণ এবং তোরণ নির্মাণ-প্রবৃত্তি যেন অন্তর্হিত হয়। বৃদ্ধা পরিচারিকা এই বৃত্তান্তটি শুনিল এবং ইহাই ভবিষ্যতে সেই গ্রামের নারিকেলবৃক্ষ এবং তোরণদ্বারশূন্য হইবার কারণ হইল।

আচার্য জননীপার্শ্বে বসিয়া জননীসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। যাহার নিকট সমুদয় ব্রহ্ম ব্রহ্মাভিন্ন কিছুই প্রতিভাত হয় না, তিনি আজ মাতৃভক্ত সন্তানের ন্যায় জননীসেবায় নিযুক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান সাধনকালেই বিধিনিষেধ মানিতে হয়, কর্তব্যের নিয়মাদি থাকে, কিন্তু সিদ্ধিলাভ করিলে প্রারব্ধবশে যাহা উপস্থিত হয় ব্রহ্মজ্ঞ তাহাই সম্পাদন করেন, কেবল তাহাই নহে, তাহা অতি সুচারুভাবে, অতি দক্ষতার সহিতই করিয়া থাকেন। বৃক্ষ যতদিন ক্ষুদ্র থাকে ততদিন বেষ্টনীদ্বারা রক্ষা করিতে হয় পরে বৃক্ষ বড় হইলে বেষ্টনীর আর আবশ্যকতা থাকে না এবং সেই বৃক্ষই তখন অপর সকলকে রক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং সন্ন্যাসী বলিয়া আচার্যের মাতৃসেবায় আর কোন সঙ্কোচ বা ইতস্ততঃ ভাব হইল না।

* আচার্যের দেশে অন্য প্রবাদও আছে। আচার্যকে ভূতগণ শূন্যমার্গে বহন করিয়া আনিতেছিল। সেই ভূতগণ ভুলক্রমে তোরণশোভিত ও নারিকেলবৃক্ষ বহুল অন্য গ্রামে আচার্যকে নামাইয়া দেয়। ইহাতে আচার্যের মাতৃসকাশে গমনে বিলম্ব হয়। ইহা দেখিয়া ভূতগণ উক্ত গ্রামবাসীকে অভিসম্পাত করে যেন তাহারা আর গ্রামে তোরণ না বাঁধে এবং ঐ উদ্যানে নারিকেল বৃক্ষ না রোপণ করে। শুনিলাম এখনও সেই গ্রামবাসী ইহা প্রতিপালন করে।

বিশিষ্টাদেবী পুত্রকে পাইয়া যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। তিনি তখন পুত্রকে তাঁহার রোগের বৃত্তান্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন---"বৎস! যে জন্য গৃহত্যাগী হইয়াছ তাহা সিদ্ধ হইয়াছে তো? আমি বোধ হয় এই কথাটি শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া বাঁচিয়া আছি।"

শঙ্কর আর কি বলিবেন---তিনি নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রসন্নগম্ভীর ভাব সে কথার যেন উত্তর দিল। বিশিষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নভাব ধারণ করিলেন। মাতাপুত্রে যেন প্রাণে প্রাণে কতই কথাবার্তা হইয়া গেল।

এদিকে সেই জ্ঞাতিটি শঙ্করের আগমনবার্তা শুনিয়া অগ্নিশর্মা হইয়া বিশিষ্টার নিকট আসিলেন এবং শঙ্করের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া 'বিশিষ্টা বড় অসাবধানা, স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্যহীন' বলিয়া তাহার জননীর নিন্দা করিতে লাগিলেন। আচার্য তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিলেন।

বিশিষ্টা বলিলেন---"বৎস শঙ্কর ! তোমার সম্পত্তিগ্রহণকারী জ্ঞাতি আমায় বড় অযত্ন করিয়াছেন। কিন্তু এই দরিদ্র জ্ঞাতিটির যত্নে আমি কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া ছিলাম। যদি পার এই সম্পত্তি এই ব্যক্তিকে দাও। ইহারই এই সম্পত্তি পাওয়া উচিত।"

আচার্য শঙ্কর জননীকে শান্ত করিয়া বলিলেন- "আচ্ছা মা! যাহা বলিলেন তাহাই হইবে। আপনি এক্ষণে ও চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টচিন্তায় মনোনিবেশ করুন।"

শঙ্করের শ্রদ্ধাপূর্ণ মধুরবাক্যে বিশিষ্টার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তিনি তখন ধীরে ধীরে বলিলেন- "বৎস! ভিক্ষাদি সমাপন করিয়া আমার নিকট আইস। যে আশায় আমি তোমায় সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দিয়াছি, আমার সেই আশা এখন পূর্ণ কর।"

শঙ্কর জননীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন- -"মা! আপনি নিশ্চিন্ত হউন ভগবান আপনার বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। আপনার আশীর্বাদ ব্যর্থ হইতে পারে না।"

বিশিষ্টার চক্ষে জল আসিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, তিনি ক্ষণকালের জন্য যেন রোগমুক্ত হইলেন। তিনি গদগদস্বরে বলিলেন - "বৎস! তাহা হইলে আর কালবিলম্ব করিও না, যাও স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া আইস, আমার আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না।"

জননীকে ভগবদরূপ প্রদর্শন

অনন্তর আচার্য সেই চূর্ণা নদীর সেই ঘাটে স্নান করিতে আসিলেন। যেখানে কুম্ভীর আক্রমণ করায় তাঁহার জননীর নিকট তিনি সন্ন্যাসে অনুমতি পাইয়াছিলেন, দেখিলেন---সেই ঘাট সেই অবস্থায়ই বর্তমান। তিনি তথায় যথাবিধি স্নানাদি সমাপন করিয়া সেই কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের দর্শনে আসিলেন। দেখিলেন---গ্রামবাসিগণ তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানেই ভগবানের একটি মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া দেখেন—গ্রামবাসিগণ দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন। আচার্য সকলকেই সুমিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিলেন। কত লোক বাল্যকালের কথা তুলিয়া আচার্যকে অভিনন্দিত করিল। আচার্য সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করিলেন। আচার্যের ব্যবহারে সকলেই যারপরনাই আনন্দিত হইলেন।

এদিকে আচার্যের ভিক্ষার জন্য আচার্যের সেই দরিদ্র জ্ঞাতিটি এবং সেই ধনাধিকারী উভয়েই অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছেন। আচার্য গৃহে আসিবামাত্র সেই দরিদ্র জ্ঞাতিটি তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। ধনাধিকারী জ্ঞাতি আসিয়া শুনিলেন—আচার্য অন্য জ্ঞাতির গৃহে ভিক্ষার্থ গিয়াছেন। ইহার উপর তিনি শুনিয়াছেন—বিশিষ্টাও নাকি ধনসম্পত্তি সেই দরিদ্র জ্ঞাতিকে দিতে বলিয়াছেন। তিনি আর কোথায়! কখন যেন জলে, আর কখন যেন অনলে পতিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন।

ভিক্ষান্তে আচার্য পুনরায় মাতৃপার্শ্বে আসিলেন এবং নানারূপে জননীর সেবা করিতে লাগিলেন। পুত্রের সেবায় জননী যেন সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। তিনি যেন কতই সুস্থতা লাভ করিলেন।

জননীর এইরূপ সুস্থভাব দেখিয়া আচার্য গৃহ হইতে সকলকে ক্ষণকালের জন্য অন্তর্হিত হইতে বলিলেন। সকলে চলিয়া গেলে তিনি জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--"মা! আপনি চিত্ত স্থির করুন, দেখুন দেখি—সম্মুখে কিছু দেখিতে পান কি না?"

এই বলিয়া শঙ্কর আসনবদ্ধভাবে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রভাবে অষ্টমূর্তি শিবের ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠিল এবং ক্ষণপরে তাহা ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দে একটি সুললিত স্তোত্রাকারে পরিণত হইয়া যেন চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিল। শঙ্কর ও বিশিষ্টার সম্মুখ হইতে জগৎ অন্তর্হিত,

দেহাত্মবোধ বিস্মৃত এবং তৎপরিবর্তে একমাত্র শান্তিময় পরমজ্যোতিঃ শিবস্বরূপ উভয়ের সম্মুখে বিরাজমান হইলেন।

কিয়ৎকালপরে বিশিষ্টার দেহাত্মবোধ ফিরিয়া আসিল। তিনি অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া সেই শয্যাশায়িনী অবস্থায় করজোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিলেন এবং মনে মনে ষোড়শোপচারে প্রাণ ভরিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর ভগবান প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে "মনস্কামনা পূর্ণ হউক" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অন্তর্ধান করিলেন। বিশিষ্টা ধন্য হইলেন।

কিন্তু উপাসক মাত্রেরই নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতা থাকেন। অভীষ্ট দেবতামূর্তি দেখিয়া তাঁহারা যেমন তৃপ্তি ও আনন্দ পান, সে তৃপ্তি ও সে আনন্দ যেন অন্যমূর্তির দর্শনে লব্ধ হয় না। অন্য দেবতামূর্তিদর্শনে আনন্দ বা তৃপ্তি অপার হইলেও নিজ ইষ্টমূর্তিদর্শনজন্য আনন্দ ও তৃপ্তিমধ্যে যেন কিছু বিশেষত্ব থাকে। ইহার পরিচয় তাঁহারা দিতে না পারিলেও তাঁহারা অন্তরে অন্তরে ইহা বুঝিয়া থাকেন।

এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বিশিষ্টার ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যে অন্তিমকালে তাঁহার দর্শনাভিলাষিণী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তিনি তখন পুত্রকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—"বৎস! আমায় সেই আমাদের কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণমূর্তি দেখাও। আমি অন্তিমকালে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করি। বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারিলেই আমি কৃতার্থ হইব।"

আচার্য বলিলেন—"আচ্ছা, মা! তাহাই হইবে। আপনি পূর্ববৎ চিত্ত স্থির করুন, ভগবান এখনই আপনার সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন।"

এই বলিয়া আচার্য সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণমূর্তির ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পূর্ববৎ প্রাণের আবেগে সদ্যঃরচিত একটি স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। যিনি সেই নির্গুণ ও পূর্ণ ব্রহ্মভাবে অবস্থিতিশীল, যিনি সকল উপাস্যমধ্যে আত্মরূপে বর্তমান, সেই নির্গুণ ও পূর্ণ ব্রহ্মভাব যাঁহার অধিগত, যাঁহার আত্মা সেই ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া সাক্ষাৎকার হইয়াছে, সুতরাং যিনি সকল উপাস্য ঈশ্বরভাবের আত্মস্বরূপ, তাঁহার নিকট ব্রহ্মের কি কোনরূপ বা কোনভাব অন্তর্হিত থাকে?

স্তোত্র সমাপ্ত হইবামাত্র একটি জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল। এ জ্যোতিঃ যেন কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল এবং কোটি সূর্যের ন্যায় প্রকাশশীল। বিশিষ্টা সেই

জ্যোতিঃমধ্যে দেখিলেন—অনন্তশয়নে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ ভগবান নারায়ণ বিরাজমান। কমলা তাঁহার চরণদ্বয় নিজ অঙ্কে স্থাপন করিয়া সাদরে সম্বাহন করিতেছেন। লীলা ও বসুধা নামক ভার্যাদ্বয় চামর ব্যজন করিতেছেন। বিনতানন্দন গরুড় রথ লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অপেক্ষা করিতেছেন। অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীল মণিময় পর্বতকে যেন পরিহাস করিতেছে। মস্তকের মুকুটমণি চারিদিক শুভ্রজ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কপালে ও গণ্ডে শ্বেতচন্দনবিন্দুসমূহ মুক্তামালাকে নিন্দা করিতেছে। করুণাপূর্ণ দৃষ্টি ও সুমধুর হাস্য যেন দেব ও ঋষিগণের নিজত্ববোধ বিলুপ্ত করিতেছে।

বিশিষ্টার পরমগতি লাভ

বিশিষ্টা দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইলেন এবং ক্ষণপরে তাঁহার প্রাণবায়ু সেই মহাপ্রাণে মিশিয়া গেল। বিশিষ্টার পরমগতি লাভ হইল। শঙ্করকে গর্ভে ধারণ বিশিষ্টার সার্থক হইল। যাঁহারা আচার্যের অনুরোধে গৃহান্তরে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে মাতাপুত্রের এই ব্যাপার গোপনে অবলোকন করিতেছিলেন, তাঁহারা এইবার কৌতূহলপরবশ হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন বিশিষ্টার নশ্বর দেহ নিশ্চল, নিস্পন্দ, বদন প্রসন্ন, বিশিষ্টা মহাসমাধিনিমগ্না। আর শঙ্কর তাঁহার পার্শ্বে স্থিরভাবে নির্নিমেষনয়নে উপবিষ্ট। জননীর শোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই!

মাতৃ-সৎকার ও জ্ঞাতিগণের দুর্ব্যবহার

মুহূর্তমধ্যে এই সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল। সকলে বিশিষ্টার শেষকার্য দেখিতে আসিল। কাহারও চক্ষে জল, কেহ বা বিষণ্ণ, কেহ বা [illegible]ীর, কেহ বা বিশিষ্টার গুণকীর্তনে প্রবৃত্ত। সম্পত্তি গ্রহণকারী জ্ঞাতিটি ক্রোধে এতক্ষণ আসেন নাই। তিনি এইবার নিজ দলবল লইয়া ধীরে ধীরে আসিলেন এবং ক্ষণকাল পরে এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়া আচার্যকে বলিলেন—"আপনি আর কেন শবপার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন। আপনি সন্ন্যাসী, আপনার তো আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অধিকার নাই। আপনি এইস্থানে অবস্থিতি করুন, আমরা যাহা কর্তব্য তাহা করিতেছি।"

আচার্য বলিলেন—"সে ভাল কথা, কিন্তু জননীর মুখাগ্নি করিতে আমাকেই হইবে। কারণ, এজন্য আমি জননীর নিকট প্রতিশ্রুত আছি।"

জ্ঞাতির ধূমায়িত ক্রোধাগ্নি এইবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, বুঝিয়াছি, সন্ন্যাসী হইয়া কষ্ট দেখিয়া গৃহী হইতে ইচ্ছা

হইয়াছে। তাই জননীর মুখাগ্নি করিয়া সম্পত্তির অধিকারী হইবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে তাহা করিতে দিব না। কলিকালে সন্ন্যাস নাই। তুমি সেই সন্ন্যাস লইয়া বেদমার্গ হইতে বহির্ভূত হইয়াছ, কেরল ত্যাগ করিয়া অন্যদেশে গিয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, নম্বুরী ব্রাহ্মণ কেহ কখন কেরল ত্যাগ করেন না—এই চিরন্তনপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া তুমি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছ এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণের সনাতন প্রথা অমান্য করিয়াছ। তোমাকে আমরা সম্পত্তির অধিকারী হইতে দিব না। তোমার মত কদাচারী সম্পত্তির অধিকারী হইলে সমাজ কলঙ্কিত হইবে। তোমাকে আমরা কখনই মুখাগ্নি করিতে দিব না।"

আচার্য তখন বিনীতভাবে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মহাত্মন্! আমি সন্ন্যাসী, আমি সম্পত্তির অধিকারী হইবার ইচ্ছা করি নাই। জননীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলিয়া এ কার্য করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি সম্পত্তির অধিকারী হইব না। তবে অন্তিমকালে জননীর ইচ্ছানুসারে এই দরিদ্র জ্ঞাতিটিকেই সম্পত্তি দিতে হইবে। আপনারা তো জননীকে কোন যত্নই করেন নাই, ইনিই যাহা কিছু করিয়াছেন। আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, ইহারই সাহায্যে আমিই জননীর শেষকার্য সম্পন্ন করিব।"

জ্ঞাতিটি তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমরা বাঁচিয়া থাকিতে কে তোমাকে সাহায্য করে—করুক দেখি। তুমি যে মুখাগ্নি করিয়া সম্পত্তি অধিকার করিয়া উহাকে দিবে, তাহা দাও দেখি। তুমি ভ্রষ্টার সন্তান, তোমার পিতার বৃদ্ধাবস্থায় তুমি জন্মিয়াছ, তাহা তুমি শুন নাই? তুমি মুখাগ্নি করিলেও সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে না, তাহা তুমি জানিও। সম্পত্তি তো আমাদের হস্তে, কি করিয়া গ্রহণ করিবে, কর দেখি। আমরা ধর্মাধিষ্ঠানে যাইয়া প্রমাণ করিব—তুমি ব্যভিচারিণীর সন্তান। আর ঐ ব্যক্তি যদি সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহাকেই সমাজচ্যুত করিব—ইহা স্থির জানিও।"

জ্ঞাতিটির এই দারুণ দুর্বাক্য শুনিয়া শঙ্করের আপাদমস্তক যেন জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ সংযম করিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি তাহাকে কি বলিবেন এবং কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আচার্য জীবনেও এরূপ দুর্বাক্য কখনও শুনেন নাই। এক্ষণে তিনি নিজ প্রারব্ধ স্মরণ করিয়া উদাসীনভাব ধারণ করিলেন।

এ দিকে যাহারা বিশিষ্টার শেষকার্য দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা এইরূপ বিবাদ দেখিয়া প্রথমে মীমাংসার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু জ্ঞাতিটির প্রচণ্ডভাব

দেখিয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়স্কর ভাবিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র জ্ঞাতিটিও অপমানভয়ে পলায়ন করিলেন।

অনন্তর সেই বৃদ্ধা রাজপরিচারিকার দ্বারা গ্রামস্থ অপর ব্যক্তিগণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন, কিন্তু সেই দুর্দান্ত জ্ঞাতিটির ভয়ে কেহই আর আচার্যকে সাহায্য করিতে সাহসী হইল না। দুর্বৃত্ত সকলকেই নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল।

এইবার আচার্য-হৃদয়ে দ্বিবিধ প্রারব্ধের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। ইহজীবনের সাধনজন্য প্রারব্ধ তাঁহাকে উদাসীন থাকিতে বলে এবং পূর্বপ্রারব্ধ তাঁহাকে দুর্বৃত্তের শাসনজন্য উত্তেজিত করে। জ্ঞানী কিন্তু প্রবৃত্তির দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। অগত্যা শাসনভার নিজহস্তে লওয়াই উচিত বিবেচনা করিলেন। পূর্ব প্রারব্ধ প্রবল হওয়ায় তিনি ভাবিতে লাগিলেন—যখন আমাকে পুত্ররূপে জননীর কার্য করিতে হইতেছে, তখন যে এই দুরাচারগণ আমার সমক্ষে আমার স্বর্গগত জননীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে নারীজাতির প্রাণান্তকর কলঙ্ক আরোপ করিবে, তাহা কখনই সঙ্গত হয় না। আমি জননীর প্রতি পুত্রের কর্ম করিতে বসিয়া যদি জননীর এই বৃথা কলঙ্কের প্রতিকার না করি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সকলেই আমার জননীকে অসতী বলিয়া জ্ঞান করিবে। আর তাহা হইলে জননীর মুখাগ্নি করিবারই বা আমার কি প্রয়োজন? আচার্যের জ্ঞানানুসারেই আচার্যের মনে এই চিন্তা হইল।

শঙ্করাবতার শঙ্কর তখন রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া সেই জ্ঞাতিটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "আপনি মহা দুষ্ট ব্যক্তি! যতদিন আপনার সম্পত্তি পাইবার আশা ছিল, ততদিন আপনি আমার জননীর চরিত্রে কোন দোষ দেখেন নাই; যতক্ষণ শুনেন নাই 'আমি মুখাগ্নি করিব ও অপরকে আমি সম্পত্তি দিব' ততক্ষণ আপনারা অস্পৃশ্য কলঙ্কিনীর সংকারে উদ্যত ছিলেন। আর যেমন শুনিলেন 'আমি মুখাগ্নি করিব এবং অন্য জ্ঞাতিকে সম্পত্তি দিব' অমনি আমার জননী ভ্রষ্টা ব্যভিচারিণী হইলেন। আপনাদের কপটতাপূর্ণ মিষ্ট ব্যবহারে ভ্রান্ত হইয়া আমি আমার সমুদয় সম্পত্তি আপনাকে দিয়া গিয়াছিলাম—একমাত্র আশা যে, আপনি জননীর সেবা শুশ্রূষা করিবেন। কিন্তু তাহা আপনি করেন নাই বৈদিক কর্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া আপনি আমাকে বেদমার্গ বহির্ভূত জাতিভ্রষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু আপনারা মূর্খ এবং আপনাদের অসাধ্য দুষ্কর্ম কিছুই নাই। আপনাদিগকে আর কি বলিব—আপনারা যে কয় ঘর

আজ এই কার্যে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যেন আজ হইতে বেদহীন হন এবং সন্ন্যাসী যেন আপনাদের গৃহে ভিক্ষা না করেন, আর যেমন আমার জননীকে আমি আমার গৃহোদ্যানের প্রান্তে সৎকার করিতেছি আপনারাও যেন অতঃপর তাহাই করেন।"

এই বলিয়া আচার্য শঙ্কর সেই বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বলিলেন—"তুমি নদীতীরে ঐ উদ্যানপ্রান্তে কাষ্ঠ বহন কর, আমি জননীকে ঐ স্থানেই সৎকার করিব।"

বৃদ্ধা পরিচারিকা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। শঙ্কর জননীর শবদেহ একাকীই ক্রোড়ে করিয়া উদ্যানপ্রান্তে আনয়ন করিলেন এবং চিতা সজ্জিত করিলেন। কিন্তু অগ্নি কোথায়? শঙ্কর তখন অপর জ্ঞাতিগণের নিকট অগ্নি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত জ্ঞাতির ভয়ে তাহারাও অগ্নিদানে পরাঙ্মুখ হইল।

আচার্য শঙ্কর আর কাহাকেও কিছুই বলিলেন না। অনন্তর জলপাত্র ধারণপূর্বক মাতার দক্ষিণ হস্তে অরণি কাষ্ঠ লইয়া অগ্নিমন্থন করিলেন এবং সেই অগ্নিতেই মাতৃদেহ সৎকার করিলেন। দুর্বৃত্ত জ্ঞাতিটি আচার্যভবন বলপূর্বক অধিকার করিবার জন্য আশপাশে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আচার্য ইহা দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

রাজা রাজশেখরকর্তৃক জ্ঞাতিগণের বিচার

এদিকে রাজ রাজশেখর এই সংবাদ পাইলেন। তিনি আচার্যের উপর জ্ঞাতিগণের দুর্ব্যবহার শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ আচার্যের স্বচ্ছন্দতার জন্য রাজপুরুষ প্রেরণ করিলেন এবং পরদিন স্বয়ং আসিবেন, সুতরাং আচার্য যেন স্থানান্তরে চলিয়া না যান—ইহাও বলিয়া পাঠাইলেন।

প্রভাত হইলে আচার্য নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে সুখাসনে উপবিষ্ট, এমন সময় রাজা রাজশেখর হস্তীপৃষ্ঠে সদলবলে আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যেন দ্বিতীয় শুকদেব ধরাধামে অবতীর্ণ। আচার্য পূর্বপরিচিত এবং রাজাকে যেভাবে অভ্যর্থনা করিতে হয় তাহাই করিলেন। রাজাও পরিচিত সন্ন্যাসীকে যেরূপ সম্মান করিতে হয় তাহাই করিলেন।

অনন্তর পরস্পর পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা রাজশেখর আচার্যের প্রতি জ্ঞাতিগণের দুর্ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং এ সম্বন্ধে আচার্যের অভিপ্রায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য আমূল বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে রাজসমীপে নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন "এ সম্বন্ধে যাহা কর্তব্য তাহা আপনিই করুন।"

রাজা আচার্য মুখে সমুদয় কথা শুনিয়া তখনই মন্ত্রীকে বলিলেন— এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিচার করা আবশ্যক। জ্ঞাতিগণকে সংবাদ দিন আমিই এই বিচার করিব। মন্ত্রী "তথাস্তু" বলিয়া তখনই জ্ঞাতিগণকে রাজসমীপে উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। দুর্বৃত্ত জ্ঞাতিটি ইতোমধ্যে এই সংবাদ পাইয়া সাক্ষ্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার আদেশ শ্রবণমাত্র তাহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে ব্যক্তি ভয়-কম্পিত-কলেবরে রাজসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা রাজশেখর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রামস্থ প্রবীণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বৃদ্ধগণকে আমন্ত্রণ করা হইল। উভয়পক্ষের সাক্ষী সমুদয় আহ্বান করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। জ্ঞাতি শত্রুটিকে নিজপক্ষসমর্থনের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইল। আজ প্রায় ষোড়শবর্ষ পরে শঙ্করের আগমন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে সাক্ষী অতি অল্প। সেই দরিদ্র জ্ঞাতি, সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা এবং কয়েকজন বৃদ্ধ পণ্ডিতই তাঁহার পক্ষের সাক্ষ্য হইলেন। দুর্বৃত্ত জ্ঞাতিটি অর্থবলে অধিক লোককেই হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিল।

সমস্তদিন ধরিয়া বিচার হইল। বিশিষ্টার অপবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। অনন্তর বিচার্য বিষয় হইল যে, শঙ্করের মুখাগ্নিতে অধিকার আছে কি না, কেরল ত্যাগ করায় জাতি নষ্ট হইয়াছে কি না, এবং কলিকালে সন্ন্যাসের অধিকার আছে কি না। সুতরাং সম্পত্তি কাহার প্রাপ্য।

এবার শাস্ত্রীয় বিষয়ের বিচার। সুতরাং রাজা রাজশেখর আচার্যের যুক্তি শ্রবণ করিতে চাহিলেন। আচার্য শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা নিজপক্ষ স্থাপন করিলেন এবং পরমত খণ্ডন করিলেন। বিপক্ষ জ্ঞাতির পক্ষের কয়েকজন পণ্ডিত তাহার প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু আচার্যের নিকট কতক্ষণ তাঁহারা কথা কহিবেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে নিরুত্তর হইলেন।

অনন্তর রাজা রাজশেখর আচার্যকে বলিলেন—"মহাত্মন্! এক্ষণে বলুন— আপনার বিপক্ষকে আপনি শাস্তি দিবেন, কি আমি শাস্তি দিব।"

আচার্য বলিলেন—"আপনি রাজা! শাস্তিদান আপনার কার্য, আপনি যাহা কর্তব্য বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন, আমার এ সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই।"

রাজশেখর বলিলেন—"মহাত্মন্! আমার বিচারে উহাদিগকে নির্বাসিত করাই উচিত। আপনি যদি কিছু না বলেন, তাহা হইলে এ দুরাত্মাগণকে এইরূপ শাস্তিই প্রদান করিব।"

রাজা নির্বাসিত কবিতে চাহেন—শুনিবামাত্র দুষ্ট জ্ঞাতিগণ বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা তখন নিজদোষ স্বীকার করিয়া রাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজা রাজশেখর ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণগণের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ অনেকটা প্রশমিত হইল। তিনি তখন বলিলেন—"আপনারা আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন কেন? যাঁহার নিকট আপনারা অপরাধী, তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করুন। আপনারা যেরূপ অপরাধ করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাদিগকে কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করিতে পারি না। আজকাল এদেশে এই পথ অবলম্বন করিয়া অনেকেই অনেকের সম্পত্তি হরণ করিতেছে। আমি বিবেচনা করি—এরূপ অপরাধের বিশেষ কঠোর শাস্তি হওয়াই উচিত।"

জ্ঞাতিগণ তখন আচার্যের পদযুগলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং নিজ কৃতকর্মের জন্য অতিশয় অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। দয়ার অবতার শঙ্কর আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—"এ ক্ষেত্রে আমি আর কি করিতে পারি, আমার বিবেচনায় আপনাদিগের যে শাস্তি হওয়া উচিত তাহা তৎকালেই আমার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে মহারাজ যাহা করিবেন তাহাই হইবে। আপনারা তাঁহার শরণাপন্ন হউন।"

জ্ঞাতিগণ তখন আবার মহারাজের দয়াভিক্ষার জন্য নানারূপ কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। রাজা রাজশেখর তখন আচার্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ভগবন্! আপনি ইহাদিগের উপর কি অভিসম্পাত করিয়াছেন বলুন। যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে আমিও তাহাতেই ইহাদিগকে বাধ্য করিব।"

আচার্য বলিলেন—"মহারাজ! ইহারা যখন নিজ বেদজ্ঞানের অভিমান করিয়া সন্ন্যাসের নিন্দা করিতেছিলেন এবং পাছে আমি জননীর মুখাগ্নি করিয়া বিষয়ের অধিকারী হইয়া জননীর ইচ্ছানুসারে এই দরিদ্র জ্ঞাতিটিকে আমার বিষয় সম্পত্তি দিই, তজ্জন্য আমাকে ইহারা ব্যভিচারিণীর সন্তান বলিয়াছিলেন, তখন আমি বলিয়া ফেলিয়াছিলাম—"তোমরা যে বেদজ্ঞানের এত অভিমান করিতেছ, তোমরা সেই বেদহীন হও, আর কোনও সন্ন্যাসী যেন তোমাদের গৃহে ভিক্ষা না করেন এবং এখন হইতে আমার মতো সকলে যেন গৃহোদ্যানেই মৃতের সংকার করে।"

রাজা রাজশেখর বলিলেন—"ভগবন্! আপনি যদি বিবেচনা করেন—ইহাই

যথেষ্ট, তাহা হইলে আমি ইহাদিগকে এই তিনটি প্রতিপালনে বাধ্য করিব, কিন্তু তাহা হইলেও আমি ইহাদিগকে আপনার সম্পত্তি গ্রহণ করিতে দিব না। আপনার জননীর শেষ ইচ্ছানুসারে আপনার সেই দরিদ্র জ্ঞাতিটিকেই আমি আপনার সম্পত্তি প্রদান করিব।"

আচার্য বলিলেন—"মহারাজ! আপনি দেশের রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন আপনার কার্য, আপনি যাহা করিবেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্য কি আছে।"

জ্ঞাতিগণ ভাবিলেন —"রক্ষা পাইলাম বটে, কিন্তু বেদহীন হইলে তো ব্রাহ্মণত্বই থাকিবে না, অতএব ইহা যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর শাস্তি।" তখন সেই ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—"যতিবর! যদি দয়া করিয়া ক্ষমাই করিলেন, তাহা হইলে আর আমাদিগকে বেদহীন করিবেন না। ইহা আমাদের মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক। আমরা অপর দুইটি শাস্তি অবনতমস্তকে বরণ করিয়া লইতেছি। আমরা বংশপরম্পরায় ইহা আনন্দের সহিত পালন করিব।"

ক্ষমাগুণের প্রতিমূর্তি শঙ্কর জ্ঞাতিগণের বেদানুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্বয়ংই রাজার নিকট তাঁহাদের জন্য দয়া প্রার্থনা করিলেন। রাজা রাজশেখর কি আর বলিবেন? তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বিদায় দিলেন এবং আচার্যের সম্পত্তি আচার্যের সেই দরিদ্র জ্ঞাতিটিকে প্রদান করিলেন।

সভাস্থ ব্যক্তিগণ তখন সকলেই আচার্য শঙ্কর ও রাজা রাজশেখরের 'জয় জয়কার' করিয়া বিশিষ্টাদেবীর গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন - 'ধর্মেরই জয় শেষে হইয়া থাকে। ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করেন" ইত্যাদি। অনন্তর রাজা রাজশেখর সেই রাত্রেই অমাত্যবর্গসহ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ সকলেই পরম শান্তি লাভ করিল।

রাজা রাজশেখরের স্বদেশসংস্কার-বাসনা

রাজা রাজশেখর এই বিচারকার্য শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে দেশের এইরূপ নানা নৈতিক অবনতির জন্য বিষম দুশ্চিন্তা হইতে লাগিল। তাঁহার অনেক দিন হইতেই ইচ্ছা হইতেছিল--দেশের সংস্কারসাধন করেন। কিন্তু কি উপায়ে কোন পথে তাহা করিবেন এবং কাহাকেই বা তাঁহার পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করিবেন ইহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। যে ব্রাহ্মণগণ সদাচারের আদর্শ, যাঁহাদিগকে দেখিয়া অপর সকলে স্বধর্মপরায়ণ হইবে, সেই ব্রাহ্মণগণই অধঃপতিত। ব্রাহ্মণসমাজের সংস্কার অপরে করিতে

যাইলে ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করিবেন কেন? রাজশক্তির দ্বারা দুষ্টের দমন হয় বটে, কিন্তু সমাজসংস্কার ও ধর্ম-সংস্কার রাজশক্তির সাধ্য নহে। এজন্য মহাপুরুষ আবশ্যক, এজন্য সর্বমান্য শক্তিশালী মহাত্মার প্রয়োজন। রাজা রাজশেখর ইহা ভাবিয়া এতদিন নিরুপায় হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, এক্ষণে আচার্যকে পাইয়া তাঁহার সেই সংস্কারস্পৃহা বলবতী হইল। তিনি পরদিন আবার আচার্যসমীপে গমনের সঙ্কল্প করিলেন।

পরদিন প্রভাতেই রাজা রাজশেখর আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইচ্ছা—আচার্যের সহিত কথোপকথন করিয়া দেখিবেন—আচার্য তাঁহার সংকল্পিত কার্যের সহায় হইবেন কিনা?

আচার্য প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নিজভাবে উপবিষ্ট, এমন সময় রাজা রাজশেখর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য দেখিবামাত্র তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। রাজাও আচার্যচরণে প্রণামপূর্বক আচার্যসমীপে উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রুতিধর আচার্য কর্তৃক রাজার নষ্টগ্রন্থ-উদ্ধার

উভয়ের মধ্যে নানারূপ কথাবার্তা চলিতে লাগিল। ষোড়শ বৎসরের পর দেখা—কত কথাই হইল। কথায় কথায় আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ! আর কোন গ্রন্থাদি রচনা হইয়াছে কি?"

রাজা রাজশেখর মহাদুঃখিত হইয়া বলিলেন—"আচার্যবর! [illegible] কি বলিব? কিছুদিন পূর্বে রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ হয়, তাহাতে [illegible] গ্রন্থ তিনখানি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। আমি মনের দুঃখে [illegible] রচনা করি নাই।"

আচার্য ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মহারাজ! এজন্য [illegible] করিতেছেন কেন? আপনি যদি ইচ্ছা করেন তো আমি বলিতেছি, আপনি লিখিয়া লউন—উহা আমার অবিকল মনে আছে।"

রাজা রাজশেখর বিস্ময়ে ও আনন্দে যেন বিহ্বল হইয়া গেলেন [illegible] অতিশয় বিস্মিতভাবে বলিলেন—"আপনার সমস্তই স্মরণ আছে! আমি [illegible] লিখিতেছি—আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

আচার্য বলিতে লাগিলেন, রাজা লিখিতে লাগিলেন। রাজার যতদূর মনে ছিল, তাহাতে তাঁহার মনে হইল—আচার্য অবিকল তাঁহার গ্রন্থই বলিতেছেন।

কোনরূপ অন্যথাই হইতেছে না। রাজা অন্যকথা পরিত্যাগ করিয়া যারপরনাই আনন্দিত চিত্তে কেবল গ্রন্থই লিখিতে লাগিলেন।

পরদিন রাজা একটি লেখককে লিখিতে আদেশ করিলেন এবং তিনি স্বয়ং শুনিতে লাগিলেন। অন্য কোন কথাই নাই, কেবলই লেখা চলিতে লাগিল। আচার্য অনর্গল বলিতে লাগিলেন—লেখক রাজার সমক্ষে বসিয়া লিখিতে লাগিলেন। দর্শকবৃন্দ সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন।

এইভাবে কয়েকদিন উপর্যুপরি পরিশ্রমের পর "বালরামায়ণ", "বালভারত" প্রভৃতি গ্রন্থ তিনখানি লিখিত হইল। রাজার আর আনন্দ ধরে না। তিনি পুনঃ পুনঃ আচার্যের পদধূলি লইয়া আচার্যের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আচার্যের এই অদ্ভুত শক্তির কথা দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িল।

স্বদেশ সংস্কারকার্যে আচার্য

রাজা রাজশেখর আচার্যের এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন—আচার্যই তাঁহার অভীপ্সিত দেশসংস্কারকার্যে উপযুক্ত ব্যক্তি। আচার্যের শক্তি ও উপযুক্ততা সম্বন্ধে যেটুকু তাঁহার সংশয় ছিল তাহা বিলুপ্ত হইল।

দেশময় এ আচার্যের অদ্ভুত কীর্তির কথা এখনও রাজশেখরের কর্ণগোচর হয় নাই। আচার্যও আর নিজে কিছুই বলেন নাই। আচার্যের শিষ্যবর্গও কেহ সঙ্গে নাই যে তাহাদের মুখে আচার্য কীর্তি তিনি শুনিবেন। সেসব কথা শুনিলে আর আচার্যের উপযুক্ততা সম্বন্ধে তাহার কোন সংশয়ই থাকিত না। যাহা হউক তিনি এইবার আচার্যের নিকট সমাজসংস্কারের প্রস্তাব করিলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণজ্ঞানীত সকল কার্য সদাই প্রস্তুত। আর আচার্যের এ বিষয়ে আপত্তিই বা কি? গুরু বিশ্বেশ্বর ও ব্যাসদেবের আদেশে তিনি এতদিন যে সকল কার্য করিয়া আসিয়াছেন ইহা তো এক প্রকার তাহারই অন্তর্গত। আচার্য বলিলেন "মহারাজ! আপনার সাধুসংকল্প, এ শরীর দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহার ত্রুটি হইবে না। আপনি কি করিতে ইচ্ছা করেন—বলুন।"

রাজা রাজশেখর তখন নানাদিক ভাবিয়া বলিলেন—"ভগবন্! ... আমাদের একটি স্মৃতিসমন্বয় আবশ্যক। দেশের পণ্ডিতগণ নানা মতের দোহাই দিয়া নানারূপ ব্যবস্থা দেন - তাহা অনেক সময় পরস্পর বিরোধী এবং অনেক

সময় অশাস্ত্রীয়ও হয়। অতএব সর্বাগ্রে একটি সর্বমান্য ব্যবস্থা নিরূপণ করা উচিত, তাহা হইলে তদনুসারে সকলেই চলিতে পারিবে। আপনি সর্বাগ্রে ইহাই করিয়া দিন, অতঃপর যাহা করিতে হয়, আমরাই করিব।"

আচার্য বলিলেন—"উত্তম কথা। আপনি লেখকের ব্যবস্থা করুন, আমি বলিব—তিনি লিখিবেন। বাস্তবিক এইরূপ গ্রন্থই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।" রাজার আদেশমাত্র লেখক উপস্থিত হইলেন। আচার্যের যাবতীয় শাস্ত্রই কণ্ঠস্থ। তিনি বলিয়া যান আর লেখক লিখিতে থাকেন। বিষয়টি যেন কতই চিন্তিত। তিনি যেন কণ্ঠস্থ গ্রন্থই বলিতেছেন। এইরূপে কয়েক দিনের মধ্যেই স্মৃতিসমন্বয় রচিত হইয়া গেল। রাজা গ্রন্থের নাম রাখিলেন "শঙ্কর স্মৃতি"। অনন্তর রাজা আচার্যের সহিত পরামর্শ করিয়া সমাজের পবিত্রতারক্ষার জন্য ৬৪ প্রকার বিশেষ আচার নির্দেশ করিলেন এবং নাম রাখিলেন "চতুঃষষ্ঠী অনাচারম্"। তৎপরে এই সময় বিষয়লোলুপ ব্যক্তিগণ সুবিধা পাইলেই কুলললনাগণের দুশ্চরিত্রতার অপবাদ রটাইয়া নাবালক উত্তরাধিকারিগণকে বিষয়াধিকারে বঞ্চিত করিত বলিয়া রাজা নারীজাতির এতাদৃশ অপবাদ নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি বিশেষ বিচারপদ্ধতি উদ্ভাবিত করিলেন। তাহার পর নায়ার জাতির সংখ্যা এদেশে যথেষ্ট। ইহারা সাধারণতঃ সদ্গুণসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান। ব্রাহ্মণের ঔরসে ও নায়ার রমণীর গর্ভে ইহাদের অধিকাংশের জন্ম। ইহারা ব্রাহ্মণের গৃহে দাস্যকর্ম করিত অথচ এ সময় ইহারা জলাচরণীয় ছিল না। এক্ষণে ইহাদিগকে জলাচরণীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হইল। রাজা রাজশেখর আচার্যকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ নানা সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

কিন্তু দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এবং জনসাধারণ কি সহজে নূতন সিদ্ধান্ত বা নূতন আচার গ্রহণ করিবার পাত্র? বিশেষতঃ একখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ মানিয়া চলিলে পণ্ডিতগণের স্বেচ্ছাচার বা নিজত্ব আর থাকে কৈ? তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া রাজাকে বলিলেন—"মহারাজ! আপনি সন্ন্যাসী শঙ্করের বিদ্যাবত্তায় তুষ্ট হইয়া দেশাচারের পরিবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা উহা গ্রহণ করিব কিরূপে? আমরা যতক্ষণ না উহা নির্দোষ ও শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারি ততক্ষণ আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি না।"

রাজশেখর বলিলেন—"আপনারা বিচার করিয়া দেখুন উহা নির্দোষ এবং উত্তম হইয়াছে কি না? আপনাদিগের বিচারে উহা যদি নির্দোষ এবং অপেক্ষাকৃত উত্তম বোধ হয় তাহা হইলে আপনারা উহা গ্রহণ করিবেন--ইহাই আমার ইচ্ছা।"

এইবার সমগ্র কেরল দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। নানাস্থানে নানা লোকে নানারূপ আপত্তি উত্থাপিত করিতে লাগিলেন। যাঁহারা আচার্যের সঙ্গে বিচার করিতে আসেন, তাঁহারাই আচার্যের নিকট পরাভূত হইয়া যান। ক্রমে একে একে সকল প্রধান পণ্ডিতই পরাজিত হইলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা আচার্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। আচার্যের সম্মুখে কিছুই বলিতে পারেন না, কিন্তু অসাক্ষাতে যথেষ্ট আপত্তি করেন।

মহারাজ পণ্ডিতগণেব এই অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতগণকে নানারূপ বুঝাইতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে অল্পবিস্তর পীড়াপীড়িও কবিতে লাগিলেন। ইহাতে কিন্তু কতকগুলি পণ্ডিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন—শঙ্করকে কৌশলে অপদস্থ করিতে হইবে। শঙ্কবকে কোনরূপে অপদস্থ করিতে না পারিলে আর বক্ষা নাই।

আচার্যের সর্বজ্ঞত্ব-পরীক্ষা

অনন্তব স্থিব হইল দুইটি দূরবর্তী স্থানে এককালে দুইটি বিচার-সভা আহ্বান কবিতে হইবে, এবং যে সভায় তিনি উপস্থিত হইতে পাবিবেন না, সেই সভা হইতে শঙ্কবেব পবাজয় ঘোষণা কবিতে হইবে। এইরূপ একটি গণ্ডগোলের সৃষ্টি কবিতে না পাবিলে রাজাকে আব নিবৃত্ত করিতে পাবা যাইবে না।

পবামর্শ কার্যে পবিণত হইল। কতকগুলি গণ্যমান্য পণ্ডিত মহারাজকে বলিলেন—"মহাবাজ! আমবা সকলে দলবদ্ধ হইয়া শঙ্করের সহিত বিচার কবিতে চাহি। শঙ্কব যদি আমাদেব সকল কথাব উত্তব দিতে পারেন তাহা হইলে আমবা তাঁহাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিব, নচেৎ আমবা তাঁহার মত ণ করিতে পাবি না।"

বাজশেখব বলিলেন—"ভাল কথা, সভা আহূত হউক, আচার্য বোধ হয় তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।" এই বলিযা বাজা তখনই লোক দ্বারা আচার্যের সম্মতি জিজ্ঞাসা কবিলেন। আচার্য উত্তরে সম্মতি প্রদান কবিলেন। দিন ও স্থান নির্দিষ্ট হইল। দেশীয় বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হইতে লাগিল। সকলেই রাজার অতিথি। বিরাট সভাব আযোজন হইতে লাগিল।

এ দিকে প্রায় ৫০শ ক্রোশ দূরে উত্তর মালাবারে আর একটি স্থানে সভার আয়োজন অপর কতকগুলি পণ্ডিত গোপনে গোপনে কবিলেন। তাঁহারা নির্দিষ্টদিনের পূর্বদিনে রাজাকে এবং আচার্যকে এই সংবাদ দিলেন। একই দিনে

একই সময়ে এতদূরে এই সভা শুনিয়া রাজশেখর আপত্তি করিলেন। দূরবর্তী সভার পণ্ডিতগণ কিন্তু তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাহারা বলিলেন—"নানাস্থানের গণ্যমান্য পণ্ডিতের ঐ সময়ে সমাবেশ হইবে স্থির হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সময়পরিবর্তন অসম্ভব।"

রাজা চিন্তিত হইলেন, তিনি নিরুপায় হইয়া আচার্যের নিকট দেশের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নিজ সভার সময় পিছাইয়া দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও নানা অসুবিধা। যেহেতু তাহা হইলে অনেকেই আবার এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না।

আচার্য শঙ্কর পণ্ডিতগণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মহারাজ! আপনি চিন্তিত হইবেন না। ইঁহারা আমার শক্তি পরীক্ষা করিতেই চাহিতেছেন। বিচার করা ইঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। বিচারে ইঁহারা সকলেই একে একে পরাজিত হইয়াছেন—তাহা আপনার অবিদিত নাই। সাধারণ লোকে শক্তি দেখিয়াই শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করে। যাহা হউক আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি উভয় সভাতেই উপস্থিত হইব।"

আচার্যের কথা শুনিয়া রাজা রাজশেখর যারপরনাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি আচার্যের শক্তির পরিচয় যেটুকু পাইয়াছেন, তাহাতে আচার্যের পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে ভাবিয়া আর কিছুই বলিলেন না। তিনি বিস্মিত অথচ চিন্তাকুলিত চিত্তে দূরবর্তী স্থানে সভার্থ সমাগত পণ্ডিতগণকে আচার্যের সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন এইবার তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে চলিল।

যথাসময়ে সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে সহস্রাধিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত সভায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর মহারাজ আচার্যকে সম্মুখীন করিয়া ধীরে ধীরে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সকলে আচার্যের সেই অপূর্ব সৌম্যমূর্তি দেখিয়া বিস্মিত এবং বিগতমৎসর হইলেন। অনেকেই নিজ দুষ্টাভিসন্ধি ভুলিয়া গেলেন। সকলেই আসনত্যাগ করিয়া আচার্যের অভ্যর্থনা করিলেন।

একদিকে আচার্যের আসন, অপরদিকে দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের আসন, মধ্যে মহারাজের রাজসিংহাসন। আচার্য আসন পরিগ্রহ করিলে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর মহারাজ দেশের দুরবস্থা ও দুরাচারের কথা বলিয়া সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। মহারাজ স্বয়ং

সুপণ্ডিত। সুতরাং তাঁহার যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া অনেকেই যথার্থ বিচারের পক্ষপাতী হইলেন। যে সব পণ্ডিত দুষ্টাভিসন্ধি করিয়া এই সভার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদেরও মধ্যে অনেকে কপটতা পরিত্যাগ করিলেন এবং মহারাজের ইচ্ছানুসারে যাবতীয় পণ্ডিতগণের একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিলেন। স্থির হইল—ইঁহার জয় বা পরাজয়ে সকলের জয় বা পরাজয় হইবে।

বিচার আরম্ভ হইল। কিয়ৎকাল বিচারের পর তিনি আচার্যের সর্বতোমুখী প্রতিভার নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন। এমন কি বলিলেন—দেশাচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যদি কোন শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে আচার্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।'

কিন্তু ইহাতেও কতিপয় বিপক্ষ পক্ষীয় ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাহারা তখন পৃথকভাবে বিচারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। উদ্দেশ্য কোনরূপে একটা গণ্ডগোল উৎপন্ন করা। কিন্তু কিয়ৎকাল চেষ্টার পর সকলেই ভগ্নমনোরথ হইলেন। মহারাজের "জয় জয়কার" হইল। সভার উদ্যোগকর্তা দুই একজন ব্যক্তির এখন একমাত্র আশা রহিল—অন্য সভার ফলাফল। কিন্তু তাহারও ফল একইরূপ। সেখানেও শঙ্কর যোগসিদ্ধি প্রভাবে উপস্থিত হইয়া সকলের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহারাও আচার্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অবিলম্বে উভয় সভারই সংবাদ উভয়পক্ষের নিকট পঁহুছিল। তখন সকলেই আচার্যের দৈবশক্তি উপলব্ধি করিয়া আচার্যের মতানুসরণে কৃতসংকল্প হইলেন। যাঁহার অন্তরে যত অধিক বিদ্বেষভাব ছিল তিনিই ততোধিক আচার্যের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। রাজা রাজশেখরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। দেশের অনাচার নিবারিত হইল। আচার্য এইবার স্বদেশেও পূজিত হইতে লাগিলেন এবং দিন দিন বহুলোকে তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল।

আচার্যের শিষ্যসমাগম ও কেরল দেশভ্রমণ

এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই শৃঙ্গেরী হইতে আচার্যের শিষ্যবৃন্দ আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা রাজশেখর এবং কেরলবাসিগণ আচার্যের শিষ্যগণকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধি, ত্যাগ, সদাচার ও শান্তভাব দেখিয়া সকলেই মোহিত। কর্মকাণ্ডে আগ্রহান্বিত যে সকল পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারা মণ্ডনমিশ্রই সুরেশ্বরাচার্য নামে আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উপর তাঁহাদের যে মজ্জাগত বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল, তাহা একেবারে বিস্মৃত হইলেন। এদেশে কুমারিলভট্ট মতাবলম্বী

মীমাংসকগণ খুব প্রবল ছিলেন। তাঁহারা উক্ত ঘটনায় আচার্যের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এইবার সকলেই বেদান্তমতের শ্রেষ্ঠতা শিরোধার্য করিলেন। কেরলের গগনে একটা মহা পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া গেল।

অনন্তর মহারাজ, আচার্য ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে লইয়া স্বদেশের নানা-স্থানে পরিভ্রমণের ইচ্ছা করিলেন। উদ্দেশ্য—দেশের সর্বত্র আচার্যের আদর্শ প্রদর্শন করা এবং তীর্থস্থানগুলির সংস্কার সাধন করা। পরিব্রাজক আচার্যের আর তাহাতে আপত্তি কি? তিনি মহারাজের প্রার্থনায় তাহার সঙ্গে কেরলের নানাস্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আচার্যের চরণস্পর্শে পবিত্র হইতে লাগিল।

পদ্মপাদ-সমাগম ও নষ্ট টীকাগ্রন্থের পুনরুদ্ধার

এ দিকে পদ্মপাদ তাহার সেই শিষ্যটিকে সঙ্গে লইয়া আচার্যের উদ্দেশে আসিতেছেন। তিনি কেরলে প্রবেশ করিয়া কিছুদূর আসিতে না আসিতেই আচার্যের অবস্থিতি-স্থানের সংবাদ পাইলেন। দেখিলেন— বহু লোকেই আচার্যদর্শনে চলিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে আচার্য সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আচার্য দূর হইতেই পদ্মপাদের মূর্তি দেখিয়া বুঝিয়াছেন— কোন অশুভ ঘটিয়াছে। পদ্মপাদ তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার পূর্বেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "পদ্মপাদ! তোমার সব কুশল তো?"

পদ্মপাদ উত্তরে কিছু না বলিয়াই আচার্যচরণে মস্তক রাখিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। আচার্য তাঁহার মস্তকে হস্তপ্রদানপূর্বক আশীর্বাদ করিয়া তাঁহাকে উত্থিত করিলেন এবং সান্ত্বনা করিয়া কাতরতার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন পদ্মপাদ নিজ শিষ্যটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন - "বৎস! তুমি সব আচার্যের নিকট বল, আমি কি করিয়াছিলাম, আর তাহার পর কি ঘটিয়াছিল—তুমি সে সকল ঠিক করিয়া বলিতে পারিবে।"

শিষ্য আচার্যের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। সুরেশ্বর, হস্তামলক, গিরি প্রভৃতি সমুদয় শিষ্যবৃন্দ ক্রমে আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পদ্মপাদের এই ভাবান্তর দেখিয়া সকলেই যারপরনাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। পদ্মপাদের মাতুলের কীর্তি শুনিয়া সকলে একেবারে স্তম্ভিত। কাহার মুখে আর কোনরূপ বাক্যস্ফূর্তি নাই। পদ্মপাদের শিষ্যগণ সকলেই মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন—"আহা! গুরুদেব

আমাদিগকে যদি সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে আর এই দুঃখভোগ করিতে হইত না। আমরাই দুর্ভাগা, তাই আজ আমাদের এই দুর্দশা। ভেদবাদীর অসাধ্য কি আর কিছুই নাই!"

আচার্য স্থির ও গম্ভীরভাবে সবই শুনিলেন এবং শান্তভাবে বলিলেন—"পদ্মপাদ! ব্যাকুল হইও না, তুমি শীঘ্রই তোমার পূর্বস্মৃতি লাভ করিবে। তোমার দুরন্ত প্রারব্ধবশতঃই ইহা ঘটিয়াছে! কাহারও দোষ নাই। যদি দোষ কাহারও থাকে তো তাহা তোমার নিজকর্মই জানিবে। দুঃখ যদি ভবিতব্য হয় তো ভোগেই তাহার ক্ষয় হয়, তাহার প্রতিকারচেষ্টা জ্ঞানী কখন করেন না। তোমার কর্ম ক্ষয় হইয়া গেল—ভালই হইল। ব্রহ্মজ্ঞান কখন বিনষ্ট হয় না। অগ্নিকণা যেমন সুবৃহৎ তুলারাশি ভস্মীভূত করে, ইহাও তাহাই করিয়া থাকে। মোহ বা উন্মাদ-রোগেও ব্রহ্মজ্ঞান বিলুপ্ত করিতে পারে না।"

তখন পদ্মপাদ আচার্যের চরণযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন—"ভগবন্! আমার বড় সাধের ভাষ্যটীকা সেই 'বিজযডিণ্ডিম' ভস্মীভূত হইয়াছে, উহা আর কি আমি লিখিতে পারিব? ইহাতেই আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে। ইহা আমার মৃত্যু অপেক্ষা অধিক হইয়াছে।"

আচার্য বলিলেন—"বৎস পদ্মপাদ! ইহার জন্যই বা দুঃখ কি? স্মরণ কর দেখি এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি নিত্য কিছু আছে? ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মিথ্যা, সকলই বিনশ্বর। তোমার টীকাই কি চিরদিন থাকিবে। এই যে তোমার গ্রন্থের উপর আসক্তি - ইহা তোমার যশের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ইহার মতো শত্রু খুব অল্প আছে, তুমি এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য শোক করিও না। আর তথাপি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যতটা [illegible] আমাকে শুনাইয়াছিলে তাহা সবই আমার কণ্ঠস্থ আছে, আমি বলিতেছি, তুমি লিখিয়া লও। আর যশের আকাঙ্ক্ষা যদি কর, তাহা হইলে আমি আশীর্বাদ করিতেছি—তোমার এই চারিসূত্রের ভাষ্যটীকাই তোমায় অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু পদ্মপাদ! এ সকলই অতি হেয়, অতি তুচ্ছ। আত্মবিস্মৃত হইও না, আত্মচিন্তা কর, সকল প্রকার বুদ্ধিবিকার, সকল প্রকার রোগ শোক আদি ব্যাধি অচিরে বিদূরিত হইবে।"

আচার্য এই কথা বলিয়া স্নেহভরে পদ্মপাদের মস্তকে হস্তপ্রদান করিলেন। পদ্মপাদের শরীরে যেন বিদ্যুতের ক্রিয়া হইয়া গেল। পদ্মপাদের নবজীবন সঞ্চার হইল। যেন মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড সহসা রাহুমুক্ত হইয়া [illegible]। পদ্মপাদ তখন আচার্যচরণে পতিত হইয়া অজস্র প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। জননীবিরহবিধুর শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে আসিয়া ক্রন্দন করে, আজ পদ্মপাদের সেই দশা উপস্থিত।

অনন্তর সকলে পদ্মপাদের শুশ্রূষার জন্য ব্যস্ত হইলেন। পদ্মপাদ, গুরুভ্রাতা এবং শিষ্যবর্গের যত্নে অচিরে স্বাস্থ্যলাভ করিলেন এবং সুস্থ হইয়া আচার্যের নিকট হইতে নিজ টীকাটি চারিসূত্র পর্যন্ত লিখিয়া লইলেন।

টীকাটি লিখিয়া লইবার পর পদ্মপাদের মনোভাবও পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাঁহার গ্রন্থরচনার স্পৃহাই বিলুপ্ত হইল। তিনি আচার্যকে বলিলেন—"ভগবন্! আশীর্বাদ করুন যেন আমি আর অপরা বিদ্যার বন্ধনে আবদ্ধ না হই। আমি এখন বুঝিতেছি—অবিদ্যার বন্ধন অপেক্ষা অপরা বিদ্যার বন্ধন কোন অংশে কম নহে।"

আচার্যের স্নেহপূর্ণ সহাস্যবদন পদ্মপাদের উক্তির সমর্থন করিল। যাহা হউক পদ্মপাদ এইবার একবারে শান্ত হইয়া গেলেন। অনেকেই বলিতে লাগিলেন— পদ্মপাদের এই দুর্ভাগ্য আজ তাঁহার মুক্তিপথের সকল প্রতিবন্ধক বিনষ্ট করিল। তাঁহার এই দুর্ঘটনা না হইলে তাঁহার উপর আজ আচার্যের এত দয়া হইত না।

সুধন্বারাজ-সমাগম

পরমহংস পবিব্রাজক সন্ন্যাসীর ত্রিরাত্র একস্থানে বাস করিতে নাই। সুতরাং আচার্য সশিষ্য কেরলের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ওদিকে কর্ণাট উজ্জয়িনীর রাজা সুধন্বারাজ বহুদিন শৃঙ্গেরীতে থাকিয়া সেখানে মঠভবনাদি নির্মাণ করিয়া কিছুদিনের জন্য নিজরাজ্যে গিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহার আচার্য-সমীপে আসিবার ইচ্ছা হইল। তিনি শৃঙ্গেরী যাইবার আয়োজন করিতেছেন এমন সময় শুনিলেন—আচার্য কেরল দেশে। সুতরাং তিনি কেরলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজা রাজশেখর কেরলের রাজা, সুধন্বা কর্ণাট উজ্জয়িনীর রাজা। উভয়েই আবার কাঞ্চীর পল্লবংশীয় রাজাদিগের অধীন। তবে এ অধীনতা তাদৃশ স্থায়ী বা দৃঢ় ছিল না; কারণ, এ সময় চালুক্যবংশীয় রাজাদিগের সহিত ইঁহারা বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া কখন জয়ী হইতেছেন, কখন বা পরাজিত হইতেছেন। এজন্য ইঁহারা পরাধীন রাজা হইলেও কার্যত স্বাধীন।

এখন সুধন্বারাজ কেরলে আসিতে ইচ্ছা করিয়া রাজা রাজশেখরকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রাজা রাজশেখর সুধন্বারাজকে আচার্যের শিষ্য জানিয়া এবং আচার্যমুখে সুধন্বারাজের বৈরাগ্যভাবের কথা শুনিয়া আর আপত্তি করিলেন না। ইঁহার ফলে সুধন্বারাজ কেরলে আচার্যসমীপে অবাধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আচার্যসমীপে আসিয়া সুধন্বারাজ পদ্মপাদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনিলেন এবং দেশের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ভাবিলেন—আচার্যদ্বারা এক্ষণে ধর্মসংস্কার-সাধন করাই সমীচীন। যে দেশে ধর্মের জন্য এরূপ দুষ্কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, যে দেশে পদ্মপাদের মত সাধুকে বিষপ্রয়োগ করিতে কোনরূপ সংকোচ হয় না, সে দেশে ধর্মসংস্কার ভিন্ন আর কি করা যাইতে পারে?

আচার্যের শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেরই ইতঃপূর্বেই পদ্মপাদের অবস্থা দেখিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আচার্যকে আশ্রয় করিয়া দেশের ধর্মসংস্কার করা। এক্ষণে সুধন্বারাজেরও সেইরূপই ইচ্ছা হইল। সকলে এজন্য পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন- -আচার্যকে লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবেন এবং ধর্মান্ধগণকে সৎপথে আনয়ন করিবেন।

আচার্যের দিগ্বিজয়-যাত্রা

একদিন সুধন্বারাজ ও আচার্যের শিষ্যগণ মিলিত হইয়া আচার্যের নিকট দিগ্বিজয়ের প্রস্তাব করিলেন এবং সেজন্য সর্বাগ্রে রামেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যেহেতু এই অঞ্চলেই এই সময় নানা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব এবং সকলেই নিজ নিজ প্রাধান্যের জন্য যারপরনাই আগ্রহান্বিত, তাই ইহারই ফলে পদ্মপাদের প্রাণসংশয় হইয়াছিল। পরিব্রাজকের আর ভ্রমণে আপত্তি কি? এই উপলক্ষে যদি দিগ্বিজয় হয়, তাহাতেই বা বাধা কি? ব্যাসদেবের আদেশে তিনি শৃঙ্গেরীতে আগমনের পূর্বপর্যন্ত তো দিগ্বিজয়েই ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন-- "তোমাদের যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে তো চল।"

আচার্য সশিষ্য সুধন্বারাজার সঙ্গে রামেশ্বর যাইতেছেন শুনিয়া বহুলোক আচার্যের সঙ্গী হইল। ধনী দরিদ্র গৃহস্থ বানপ্রস্থ বহুলোক আজ আচার্যের অনুগামী। কারণ, ইহাতে তাহাদের প্রথমতঃ আচার্যের সঙ্গলাভ হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ এ সময় এ অঞ্চলে রাজায় রাজায় যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই হইয়া থাকে, বহুলোক দলবদ্ধ হইতে না পারিলে দূরদেশে গমন নিরাপদ হইত না। সুতরাং আচার্য রামেশ্বর যাইতেছেন শুনিয়া সহস্রাধিক লোক আজ দলবদ্ধ হইয়া আচার্যের সঙ্গী হইল।

আচার্যের শিষ্যবর্গও বড় অল্প নহে। সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, হস্তামলক, সমিৎপাণি, চিদ্বিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্তি, ভানুমরীচি, কৃষ্ণদর্শন, বুদ্ধিবিরিঞ্চি, পাদশুদ্ধান্ত এবং আনন্দগিরি ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গ লইয়া আচার্যের শিষ্যবর্গেরও একটি বৃহৎ দল হইল। ইহারা আচার্যকে লইয়া অগ্রগামী হইলেন এবং সুধন্বারাজ ও অপরাপর জনসমূহ ইঁহাদের পশ্চাদ্‌বর্তী হইলেন।

ইঁহারা সকলে যখন দলবদ্ধ হইয়া চলিতে থাকেন, তখন এক অপূর্ব দৃশ্য হয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার ধ্বজাপতাকা ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানা বাদ্যাদি-সহকারে ভগবন্নাম কীর্তন করিতে থাকে। অনেকে আবার আচার্য শঙ্কররচিত মোহমুদ্গর কিংবা স্তোত্রসমূহ সমস্বরে গান করিতে করিতে চলে। ফলতঃ আচার্যের দিগ্বিজয়বাহিনী পথ চলিবার কালে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে। বহুলোকে ইহা দেখিয়াই ধর্মের বিষয় চিন্তা করিবার আবশ্যকতা বুঝিতে লাগিল।

মধ্যার্জুনে শঙ্কর এবং শিবাবির্ভাব

কিছুদিন এইভাবে পথ চলিতে চলিতে আচার্য ক্রমে মধ্যার্জুন নামক একটি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে কালী, তারা, মহাবিদ্যাদ্বয় এবং ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি বিদ্যাসকল মধ্যার্জুন নামক শিববিগ্রহের পাদপদ্ম পূজা করিতেছেন। আচার্য এখানে আসিয়া জ্ঞানস্বরূপ উপচারদ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিলেন। সকলেই এই শিববিগ্রহ দেখিয়া যেন ধন্য হইলেন। আচার্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গ কিন্তু মন্দিরেই আসনগ্রহণ করিলেন।

মধ্যার্জুন নগরে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। সকলেই কর্মকাণ্ডী কিংবা উপাসনাপরায়ণ। মূর্খ ধর্মহীন ব্যক্তি মধ্যার্জুনে প্রায় নাই। আচার্য শঙ্কর দিগ্বিজয়ে আসিয়াছেন এবং তাঁহার মত অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি শুনিয়া অপরাহ্নে নগরবাসী বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সমাবেশ হইল। মন্দিরপ্রাঙ্গণে শিবের সম্মুখে মহাসভার অধিবেশন হইল।

সকলেই আচার্যের যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কেহ বা আচার্যের মতগ্রহণে উৎসাহিত হইলেন, আর কেহ বা অসম্মত হইলেন। এইরূপে সেই সভাক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে একটা মহা মতবিরোধ উপস্থিত হইল। অনন্তর সন্ধ্যা-সমাগমে নিত্যকর্মানুরোধে সভাভঙ্গ হইল। কিন্তু মধ্যার্জুনে যে কর্ম ও উপাসনার স্রোত স্মরণাতীত কাল হইতে অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা আজ শৈলশৃঙ্গপ্রতিহত-নদীগতির ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মধ্যার্জুনবাসী সকলেই বিচলিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন—এ গৃহবিচ্ছেদ কি করিয়া নিবারণ করা যায়।

গৃহে ফিরিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের আবার সভা হইল। বহু আলোচনার পর স্থির হইল—পরদিন বিচারসভায় শঙ্কর যদি মধ্যার্জুন শিবদ্বারা সর্বসমক্ষে "অদ্বৈত সত্য" বলাইতে পারেন, তবেই তাঁহার মত গ্রাহ্য হইবে, নচেৎ নহে।

পরদিন শিবসমক্ষে আবার মহাসভা। সহস্র সহস্র লোক সমবেত। নগরবাসী কেহই বোধ হয় আর অনুপস্থিত নহেন। বহুক্ষণ আচার্যের বাক্য শ্রবণের পর মধ্যার্জুনবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যতিবর। সভা করিয়া বিচারদ্বারা সত্যনির্ণয় হয় না। যাঁহার বাকচাতুর্য অধিক, যিনি বড় তার্কিক, তিনিই জয়লাভ করেন। আপনার বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু আবহমানকালের সংস্কার আমাদের যাইতেছে না, আপনি যদি ঐ মধ্যার্জুন শিববিগ্রহের মুখ দিয়া বলাইতে পারেন যে, অদ্বৈতই সত্য, তাহা হইলে আমরা আপনার মত গ্রহণ করিতে পারি, নচেৎ নহে।" প্রতিনিধির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই মধ্যার্জুনবাসী সকলেই বলিয়া উঠিলেন "আমাদেরও ইহাই মত," "ইহাই আমাদের বক্তব্য" ইত্যাদি।

প্রতিপক্ষগণের প্রতিনিধির মুখে এই কথা শুনিয়া আচার্য একটু বিস্ময় সহকারে স্তম্ভিত-ভাব ধারণ করিলেন। আচার্যের শিষ্যগণের মধ্যে বিস্ময় ও উদ্বেগ দেখা দিল। পণ্ডিতমণ্ডলী তখন সহাস্যবদনে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলেরই দৃষ্টি আচার্যের মুখের দিকে পতিত হইল। আচার্য নিমেষমধ্যে এই দৃশ্যটি দেখিয়া নিজ কর্তব্য স্থির করিলেন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া শিষ্যগণকে বসিবার ইঙ্গিত করিয়া আসন ত্যাগ করিয়া মন্দিরদ্বারে আসিলেন এবং নতজানু হইয়া ভগবানের স্তব করিতে করিতে বলিলেন— "ভগবন। আপনারই আদেশ প্রতিপালন করিতেছি । এখন নিজমূর্তি প্রদর্শন করিয়া সবসমক্ষে অদ্বৈত সত্য যদি না বলেন তাহা হইলে সকলই পণ্ড হয় এবং প্রচারকার্য হইতে আমাকে নিবৃত্ত হইতে হয়।"

সহসা মন্দিরাভ্যন্তর হইতে যেন সহস্রসূর্যালোক সমুদ্ভাসিত হইল সমগ্র দর্শকবৃন্দের বিস্ময় সমুৎপাদন করিয়া ভগবান ভবানীপতি জ্যোতির্ময় মূর্তিতে সর্বসমক্ষে আবির্ভূত হইয়া জলদ গম্ভীরস্বরে বলিলেন— 'অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য অদ্বৈত সত্য।' যাঁহার যেমন পুণ্য তাঁহার তেমন দর্শন কেহ তেজ পুঞ্জজ্যোতি মাত্র দেখিয়া অন্ধপ্রায় হইয়া গেল, কেহ বা তন্মধ্যে কিছু আকৃতি দেখিল এবং কতিপয় ভাগ্যবানই ভগবানের স্পষ্টরূপ দেখিতে পাইলেন কিন্তু সকলেই শুনিল— "অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য, অদ্বৈত সত্য।'

অসম্ভব সম্ভব হইল। জীবনে যাহা না ঘটিবার তাহাই আজ সকলের ভাগ্যে ঘটিল। সকলে আচার্যের চরণস্পর্শের জন্য ব্যস্ত। 'অদ্বৈতের জয়' ও 'আচার্যের জয়' এই ধ্বনিতে সমস্ত মধ্যার্জুননগরী যেন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

নিমেষমধ্যে মধ্যার্জুনের সর্বত্র এই সংবাদ প্রচারিত হইল। নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আচার্যদর্শনে আসিতে লাগিল। অনন্তর সকলেই আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার উপাসনাপরায়ণ হইয়া অদ্বৈত-ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেন।

অতঃপর আচার্য এখানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া মধ্যার্জুনবাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বেদান্তশাস্ত্র পঠনপাঠনের জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থ বিতরণ করিয়া রামেশ্বরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। কিন্তু তথাপি বহু মধ্যার্জুনবাসী তাঁহার সঙ্গ লাভের আশায় তাঁহার অনুগমন করিল। আচার্যের দিগ্বিজয়বাহিনী ইহাতে বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ এই ঘটনার পর আচার্যকে আর কাহারও সঙ্গে বড় বেশি শাস্ত্রীয় বিচার করিতে হয় নাই।

তুলাভবানীতে শঙ্কর—শাক্তমত-সংস্কার

মধ্যার্জুন পরিত্যাগ করিয়া আচার্য ক্রমে তুলাভবানী নামক তীর্থে আগমন করিলেন। এখানে আচার্য তীর্থকৃত্য সমাপন করিয়া উপবিষ্ট আছেন এমন সময় কয়েকজন ভবানী-উপাসক শাক্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভবানীর উপাসকগণের মধ্যে অদ্বৈতমত-প্রচার

আচার্যের নিকট সকলেরই অবারিত দ্বার। ইঁহারা আচার্যসমীপে আসিয়া বলিলেন—"মহাত্মন্! আমাদের মত শুনিয়া বলুন—আমরা ঠিক পথে আছি কি না?

"দেখুন, আমাদের মতে এক আদ্যাশক্তিই সমস্ত কার্যের কারণ, তাঁহার গুণাবলী শম্ভুর গুণাবলী হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই আদ্যাশক্তিরই মায়াবশতঃ সর্বজীবের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি বাক্যমনের অগোচর। এজন্য তাঁহার সেবা অসম্ভব। আর সেই কারণে আমরা তাঁহার অংশস্বরূপা ভবানীর সেবা করিয়া থাকি। ইনিই পুরুষরূপিণী প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ও ঈশ্বর শম্ভু অভিন্ন। ভবানী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি সেই আদ্যাশক্তিরই অংশ। যাহা হউক এইজন্য চিহ্নবিশেষ ধারণ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। আর এইরূপে ইঁহারই উপাসনাতে মুক্তিলাভ ঘটে।"

আচার্য ইঁহাদের এইরূপ মত শুনিয়া বলিলেন—"আপনারা যাহা বলিতেছেন, তাহা একরূপ সত্য। তবে প্রকৃতি হইতে পুরুষই শ্রেষ্ঠ এবং পুরুষের জ্ঞানেই মুক্তি হইয়া থাকে। ভবানীর জ্ঞানে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানেই মুক্তি হয়, 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হন'। আপনারা চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া এই পথের

পথিক হউন, দেখিবেন—মুক্তি অদূরে অবস্থিত।" আচার্যের এইরূপ সুমিষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইলেন এবং আচার্যের উপদিষ্ট মার্গই গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা চিহ্নাদিধারণ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া স্নান ও সন্ধ্যাপরায়ণ এবং পঞ্চদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মহালক্ষ্মীর উপাসকগণের মধ্যে অদ্বৈতমত-প্রচার

ইঁহারা যাইতে না যাইতে একদল মহালক্ষ্মীর উপাসক আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"মহাত্মন! নিখিল ফলদাত্রী, সর্বজননী মহালক্ষ্মী সেই অমলতনু পরমপুরুষের আদ্যা প্রকৃতি। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মাদি দেবগণের উৎপত্তি। তাঁহাতেই পরমেশ্বরের অন্তর্ভাব রহিয়াছে। যাঁহারা পদ্মাক্ষমালাদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া পদ্মচিহ্ন ধারণপূর্বক মস্তক কুঙ্কুমদ্বারা অঙ্কিত করিয়া এই মহালক্ষ্মীর আরাধনা করেন, তাঁহাদের মুক্তি করতলস্থিত হয়। ইহাই আমাদের মত; এক্ষণে বলুন—আমাদের মত ঠিক কি না?"

আচার্য ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনাদের মত অতি অদ্ভুত বটে। এক্ষণে শুনুন প্রকৃত তত্ত্ব কি? দেখুন, পরমাত্মাই সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক অদ্বিতীয় সদসৎস্বরূপ, তিনিই তত্ত্ব, তিনিই আত্মা, তিনি আনন্দস্বরূপ ও সদা বর্তমান প্রকৃতি তাঁহার অধীন। তিনি মুক্তিদাত্রী নহেন। 'অহং ব্রহ্ম' এইরূপ ধ্যানেই মুক্তি হয়। যাঁহারা অনিত্যের উপাসক তাঁহাদের নানাবিধ লোকাদিপ্রাপ্তি হয়, অতএব আপনারা চিহ্নাদিধারণ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈতবিদ্যা সমাশ্রয় করুন।"

আচার্যের এই উপদেশ শুনিয়া তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাঁহারা সকলেই আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রয় করিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার উপাসনাপরায়ণ হইলেন।

সরস্বতীর উপাসকগণের মধ্যে অদ্বৈতমত-প্রচার

ইঁহারা চলিয়া গেলে কয়েকজন সরস্বতী উপাসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই পুস্তক ও পুস্তচিহ্নে চিহ্নিত কলেবর। ইঁহারা আসিয়া আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "স্বামিন্! আমাদের মত শ্রবণ করুন—বেদ নিত্য বলিয়া সরস্বতীও নিত্য। তিনি সকলের কারণ ও পরাৎপররূপিণী। 'জগৎকর্ত্রী' ও 'বাগ্বাক' এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে উদাহৃত হয়েন। তিনি গুণাতীতস্বরূপা এবং মুমুক্ষুগণের সেব্যা। অতএব আপনারা তাঁহারই উপাসনা করুন।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"কণ্ঠতালু ইত্যাদির যোগে বেদবাক্য উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা নিত্য কিরূপে হইবে? 'যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ' বেদ যাঁহার নিঃশ্বাসস্বরূপ এই বেদবাক্যদ্বারা প্রমাণ হয় বেদ জন্য-পদার্থ। সূর্যসিদ্ধান্তগ্রন্থেও* বেদের উৎপত্তির কথা আছে। এই সকল কারণে বেদরূপা সরস্বতী নিত্যা কিরূপে হন? চতুর্মুখ ব্রহ্মা সকলের আদি জীব এবং তিনি অনিত্য। সেই ব্রহ্মার মুখে শারদাদেবী অবস্থিতা; অতএব সে শারদাদেবী নিত্যা কিরূপে হইবেন? পরমাপ্রকৃতি সরস্বতীই মহৎতত্ত্বাদির কারণ—একথা ঠিক নহে। পরমাত্মাই সর্বকারণ। পরমাত্মা সর্বময় বাক্যমনের অগোচর ও সৎস্বরূপ। এই পরমাত্মার জ্ঞানেই মুক্তি হয়। আপনারা স্নানাদি সকল কার্যের ফল তাঁহাতে অর্পণ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈতব্রহ্মে রত হউন। এই পরমাত্মার জ্ঞানে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন।"

আচার্যের এইরূপ উপদেশ শুনিয়া ইঁহারা সকলেই আচার্যের শিষ্য হইলেন, অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব আশ্রয়পূর্বক পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার উপাসনাপরায়ণ হইলেন।

বামাচারিগণের মধ্যে অদ্বৈতমত-প্রচার

ইঁহার পর কয়েকজন বামাচারী সাধক আসিয়া আচার্যকে বলিলেন—"মহাশয়! আপনি জ্ঞানের স্বরূপ না জানিয়া বৃথা সন্ন্যাসবেশ ধারণ করিয়াছেন এবং বন্ধ্যানারীর পুত্রের ন্যায় অনিত্য অদ্বৈতবিজ্ঞানে অনুরক্ত হইয়াছেন প্রলয়কালেও ভেদ থাকায় অদ্বৈত সম্ভবপরই নহে। ঈশ্বরেও জ্ঞান পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত। যে শক্তি ব্যতীত ঈশ্বরেরও ক্রিয়া থাকে না, তিনি স্বতন্ত্রা, জগদ্ধাত্রী ও শিবের বীজস্বরূপা। তিনি বিদ্যাত্মিকা। তাঁহাতে যাঁহাদের রতি, তাঁহাদের মুক্তি করতলস্থ। আমরা তাঁহার সেবা করি, এজন্য আমরা বিধিনিষেধের অতীত। আপনারা তাঁহাকেই অবলম্বন করুন।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"আপনারা একরূপ বলিবেন না। বেদমধ্যে আত্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়, অন্য কাহারও জ্ঞানে হয় না—ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, অতএব শক্তির জ্ঞানে বা আত্মশূন্য অনিত্য প্রকৃতির উপাসনার দ্বারা মুক্তি হয় না। যাহারা কলঞ্জ অর্থাৎ বিষলিপ্ত শরাহত মৃগমাংস ভক্ষণ করে, অথবা সুরাপানাদি অবৈধ কার্য করে, তাহাদের যেমন ব্রাহ্মণ্য থাকে না, তদ্রূপ

* এই সূর্যসিদ্ধান্ত বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্ত হইলে শঙ্কর ৪২৭ শকের পূর্বে নহেন। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত প্রাচীন সূর্যসিদ্ধান্তে বেদের আবির্ভাবাদির কথা নাই।

আপনাদেরও ব্রাহ্মণ্য নাই। আপনারা ব্রাহ্মণজাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, এক্ষণে বিমূঢ়তা পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করুন।"

আচার্যের এইরূপ উপদেশশ্রবণ করিয়া তাঁহারা আচার্যকে প্রণামপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অদ্বৈততত্ত্বানুরক্ত হইয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার উপাসনাপরায়ণ হইলেন।

যাহা হউক এইরূপে তুলাভবানীর শাক্তগণ একে একে আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর তিনি রামেশ্বর তীর্থাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রামেশ্বরতীর্থে অদ্বৈতমত-প্রচার

তুলাভবানী হইতে রামেশ্বর-পথে সকল স্থলেই আচার্য মানবগণকে স্বধর্মনিষ্ঠ করিয়া রামেশ্বর তীর্থে আসিলেন।

রামেশ্বর শিব ভগবান রামচন্দ্রকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এ দিকের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান তীর্থ। আচার্য এখানে আসিয়া—

"রামেশ্বরং রামকৃতপ্রতিষ্ঠং কামেশ্বরী-ভূষিত-বামভাগম্।
মহেন্দ্রনীলোজ্জ্বলমুৎকিরীটং ভীমেশ্বরং ত্বামিহ পূজয়ামি।।"

এই মন্ত্রদ্বারা নির্মল গঙ্গাজল, বিল্বদল, কমল ও অন্যান্য বনপুষ্প দিয়া আচার্য শঙ্কর কায়মনোবাক্যে ভগবান রামেশ্বর শিবের পূজা করিলেন এবং সকলের ইচ্ছানুসারে এই রামেশ্বর তীর্থে কিছুদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইতঃপূর্বে পদ্মপাদাচার্যের রামেশ্বর আগমনে রামেশ্বরবাসীর বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়গণ অদ্বৈতমতের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই পদ্মপাদাচার্যের গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য বিপুল দিগ্বিজয়বাহিনী সঙ্গে রামেশ্বরতীর্থে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা সকলেই আচার্যকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন।

শৈবমত সংস্কার

রামেশ্বর তীর্থে শৈবগণের প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক। ইহারা আবার ... সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং সকলেই অদ্বৈতমতের শত্রু। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা শৈব নামে খ্যাত, তাঁহারা ভুজদ্বয়ে শিবলিঙ্গ অঙ্কিত করেন এবং ললাটে শূলচিহ্ন ধারণ করেন। রুদ্র উপাসক ভক্তগণ সর্বাঙ্গে শিবলিঙ্গ-চিহ্ন ও বাহুদ্বয়ে ডমরুচিহ্ন অঙ্কিত করেন। কিন্তু উগ্র ভক্তগণ হৃদয়ে শূলচিহ্ন ও মস্তকে লিঙ্গচিহ্ন ধারণ করেন। আর জঙ্গম নামক শৈবগণ ললাট, হৃদয়, নাভি ও বাহুতে শূলচিহ্ন অঙ্কিত করেন। ইঁহাদের মধ্যে শিবতত্ত্বে মতভেদ না থাকিলেও উপাসনাতত্ত্বে মতভেদ বর্তমান, আর সেই কারণেই এইরূপ সম্প্রদায় ভেদ।

ইঁহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বেদ, গীতা ও শিবরহস্য প্রভৃতি নানা গ্রন্থ হইতে বহু বাক্য উদ্ধারপূর্বক শিবই পরমাত্মা, শিবই জগৎকারণ—ইত্যাদি নিজমত সপ্রমাণ করিয়া আচার্যকে রুদ্রপূজা, রুদ্রসূক্তজপ, পঞ্চাক্ষরী জপ, রুদ্রাক্ষের আভরণধারণ, সর্বাঙ্গে বিভূতিলেপন ও সর্বদা ধ্যানমগ্ন হইয়া রুদ্রদেবের অর্চনা করিতে বলিলেন।

আচার্য ধীরভাবে ইঁহাদের সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—"আপনারা যে পরমাত্মাকে জগৎকারণ বলিতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মাদিরূপে সৃষ্টিস্থিতিসংহার করেন বলিতেছেন—ইহা আমারও মত। কিন্তু লিঙ্গাদির ধারণ যে মুক্তির উপায়—ইঁহার কোন মূল নাই।" অনন্তর আচার্য নানা বেদপ্রমাণ দ্বারা অদ্বৈতমত তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শন করিলেন।

আচার্যবাক্য শুনিয়া ইঁহারা এতই মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে, "বিদ্বেষনীর" নামক ইঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান শৈব তন্মুহূর্তেই আচার্যের শরণাপন্ন হইলেন। পরে ইনি অদ্বৈতমত প্রচার করিয়া নিজ কুল, গ্রাম ও দেশস্থ সকলকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া তুলিলেন।

'বিদ্বেষনীর' প্রমুখ প্রধান শৈবগণ আচার্যের শরণাপন্ন হইয়াছেন শুনিয়া রামেশ্বরের অপর কয়েকজন শৈব যারপরনাই ব্যথিত হইলেন এবং আচার্য ও তাঁহার শিষ্যদিগকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে সকলে দলবদ্ধ হইয়া শূলপ্রভৃতি অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইঁহারা আসিয়াই আচার্যকে বলিলেন—"ওহে মুনিসত্তম! তুমি প্রামাণিক মত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মায়াবেশধারণপূর্বক কোথায় যাইতেছ? তোমার নাম কি?" আচার্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রসন্নগম্ভীর ভাবই এই সকল শৈবগণের এই সুমিষ্ট সম্বোধনের যথোচিত উত্তর প্রদান করিল। তাঁহারা আচার্যের বা তাঁহার শিষ্যবর্গের মনে কোনরূপ ক্ষোভ উৎপাদন করিতে অসমর্থ হইয়া নিজমত স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইঁহাদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি বহু ছিলেন। ইঁহারা নিজমত-খ্যাপন প্রসঙ্গে বেদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, স্কন্দপুরাণ, যামল, অথর্ববেদ, শিবরহস্য, রুদ্রকাণ্ড, শিবগীতা, কালাগ্নিরুদ্র উপনিষদ্, অগস্ত্যসংহিতা প্রভৃতি নানাশাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে রুদ্র বা শিবের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বকারণকারণত্ব প্রতিপাদন করিলেন। অনন্তর তপ্তলিঙ্গাদি, রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি প্রভৃতির ধারণ, পীঠাদির অর্চনা, রুদ্রাধ্যায় জপ

ও পাশুপত ব্রত প্রভৃতিই মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দেশ করিলেন। ইহাতেই রুদ্র প্রসন্ন হইয়া জীবকে কৈবল্য দান করেন। ইঁহারই মাহেশ্বরী শক্তি হইতে মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি যাবতীয় দেবতাগণের উৎপত্তি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ সকলেরই মূল এই শিব। শিবভক্ত কোটি কোটি সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। অধিক কি, ইহারা বিবেচনা করেন —চৌর্য, গুরুদারগমন, সুরাপান ও ব্রহ্মহত্যা করিয়া মানব ভস্মাচ্ছাদিত কলেবর হইলে, ভস্মশয্যায় শয়ন ও রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিলে, সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মুক্তিতে ইঁহাদের শৈব-শরীর হয় অর্থাৎ ইঁহারা শিবসদৃশ হন। শিব সর্বব্যাপী ও সর্বান্তর্যামী। তিনি সর্বান্তর্যামী হইয়াও শরীরী। জীব মুক্তিতে শিবের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় না। জীব নীলকণ্ঠতনু হয় এবং ব্রাহ্মণ হইলে পরাৎপর হন।

আচার্য ধীরভাবে ইঁহাদের সমুদয় বক্তব্যই শুনিলেন এবং শেষে কহিলেন— "আপনারা যাহা বলিলেন তাহা সঙ্গত নহে। প্রথমতঃ দেখুন—তপ্তচিহ্নাদি ধারণ অবৈধ। বৃহন্নারদীয় পুরাণে আছে—তপ্ত-লিঙ্গচিহ্নিত বা তপ্ত-শঙ্খচক্রাদি চিহ্নিত শরীর দেখিলে স্নান করিয়া সূর্যদর্শন করিতে হয়। তাহারা পাষণ্ডাচারপরায়ণ, তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে নাই, তাহারা শূদ্রবৎ পরিত্যাজ্য এবং শবের মত অস্পৃশ্য। ইহাদিগকে দেখিয়া মন্ত্রপূত অন্নও ভক্ষণ করিতে নাই, ইত্যাদি। তাহার পর দেখুন—মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে—'পুরাকালে ব্রাহ্মণদিগের সহিত গায়ত্রীর বিবাদ হয়, তাহাতে গায়ত্রী দেবী শাপ দেন যে, তাঁহারা কলিযুগে বেদোক্ত কর্মহীন, তান্ত্রিক-আচারতৎপর, পাষণ্ড এবং দেবতা-উপাসক হইয়া জন্মিবে। এই কারণে কলিকাল উপস্থিত হইলে দ্বিজাধম সকল বেদার্থহীন, লিঙ্গ-চক্রাদি-চিহ্নিত, পাষণ্ড, জ্ঞানকর্ম-পথভ্রষ্ট, কামক্রোধাদিপীড়িত, দুরাত্মা, সত্যধর্মবর্জিত এবং শাপভাগী হইবে। কলির তিনসহস্রবৎসর* গত হইলে পুনর্বার তাহারা নষ্ট হইবে এবং তৎপরে অদ্বৈতমতের অর্থচিন্তক ব্রাহ্মণসকল পুনর্বার সত্যধর্মপরায়ণ হইয়া জন্মিবেন ইত্যাদি। অতএব তপ্তচিহ্নাদিধারণ অবৈধ আর তজ্জন্য আপনারা ইহা পরিত্যাগ করুন।"

"তাহার পর শিবের উপাসনা কর্তব্য বটে, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি থাকা আবশ্যক। এই ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর এবং সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, এক ও অদ্বিতীয় ; তদ্ভিন্ন সমুদয় মিথ্যা। ইহাই বেদের তাৎপর্য।"

---

* এতদ্দ্বারা মনে হয় আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব কাল কলির তিন হাজার বৎসর পরে হওয়াই উচিত।

আচার্যের এই কথা শুনিতে শুনিতে ভক্ত শৈব-সম্প্রদায়ের মধ্যস্থ একজন নিজমত খণ্ডিত হইতেছে দেখিয়া অধীর হইয়া শাস্ত্র সাহায্যে আবার শিবের শ্রেষ্ঠত্ব এবং লিঙ্গাদিধারণের কর্তব্যতাপ্রতিপাদনে অগ্রসর হইলেন এবং বলিলেন—"দেখুন, পুরাকালে দেবগণ ত্রিপুরাসুর বিনাশ করিবার নিমিত্ত যখন শিবের শরণাপন্ন হন, তখন দেবগণও লিঙ্গশূলাদি চিহ্ন ধারণ করেন, ইহা শাস্ত্রেই আছে। অতএব লিঙ্গাদি চিহ্নধারণ অবশ্যকর্তব্য।"

আচার্য ইঁহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বলিলেন—"আপনার এ বাক্যের কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে দেখুন—কৈবল্যোপনিষদে আছে—শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানযোগে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, অতএব শূলাদি চিহ্নধারণ কখন জ্ঞানের অঙ্গ নহে। তদ্ব্যতীত দেখুন—শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—"তাঁহাকেই জানিয়া মুক্তি হয়, আর অন্য পথ নাই।" অতএব ওরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক বেদোক্ত কর্মসকল পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়া অনন্যমনে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য অনুসন্ধান করুন। এইরূপে জীবাভিন্ন পরমাত্মজ্ঞান হইলে এবং তাহার ফলে অজ্ঞানের নাশ হইলে মুক্তি হইয়া থাকে। মুক্তির আর অন্য পথ নাই।

শৈবগণ আচার্যের এই সকল কথা শুনিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা নিজমত পরিত্যাগপূর্বক আচার্যকে প্রণাম করিয়া আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন এবং গৃহে যাইয়া সপরিবারে পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত চিহ্নাদি ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতমতের সমাশ্রয় করিলেন।

রামেশ্বরে অপর বহু সম্প্রদায়ও বাস করিতেন। শৈবগণ আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা আর আচার্যের সহিত বিচারে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু আচার্যের অদ্বৈতমতের প্রচারে তাঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর অজ্ঞাতসারেই অদ্বৈতমতাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। এইরূপে আচার্য রামেশ্বরে তিনমাস কাল থাকিয়া সশিষ্য অনন্তশয়নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তশয়ন বা শ্রীরঙ্গমে অদ্বৈতমত-প্রচার

রামেশ্বর হইতে বহির্গত হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে আচার্য সেই বিপুল দিগ্বিজয়বাহিনী-সঙ্গে অনন্তশয়ন বা শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে যে সব গ্রাম ও নগর পতিত হইয়াছিল তাহাদের অধিবাসিগণ সকলেই ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইলেন। পদ্মপাদের মাতুল শ্রীরঙ্গমের নিকটেই বাস করিতেন। তিনি দূর হইতে আচার্যের এই দিগ্বিজয়বাহিনী দর্শন করিলেন এবং গোপনে গোপনে ভাগিনেয়ের সংবাদ লইলেন। দেখিলেন—তাঁহার উদ্দেশ্য

সম্পূর্ণই পণ্ড হইয়াছে এবং তাঁহার দুষ্কৃতের ফলেই আজ তাঁহার শত্রুপক্ষের এই দিগ্বিজয় অভিযান সম্ভব হইয়াছে। অপরাধীর মন সততই শঙ্কিত, নিয়তই প্রতিকূলচিন্তায় ব্যাকুল। পদ্মপাদের মাতুল আর আচার্য-সমীপে আসিলেন না। তিনি নিজগৃহে থাকিয়াই অন্তর্দাহ ভোগ করিতে লাগিলেন।

এ সময় এখানে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্মহীন নামে ছয় প্রকার বৈষ্ণব বাস করিতেন। ইঁহারা আচার্যের আগমনে বিচলিত হইলেন। কারণ, ইঁহাদের মত দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত। আর আচার্যের মত অদ্বৈত।

ভক্তসম্প্রদায়ভুক্ত বিষ্ণুশর্মাদলের সংস্কার

এখানে আসিয়া আচার্য দেবদর্শনাদি করিয়া নিজভাবে উপবিষ্ট আছেন। চারিদিকে শিষ্যবৃন্দ। তৎপরে ভক্ত এবং দর্শকবর্গ। যেন একটি মহাসভা, কিন্তু কাহারও মুখে কথাবার্তা নাই, সকলেই যেন আচার্যের ভাবমাত্র গ্রহণের জন্য নীরব। এমন সময় ভক্তসম্প্রদায়ভুক্ত দুই দল বৈষ্ণব আচার্য-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য কথায় কথায় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কোন্ সম্প্রদায়? আপনাদের লক্ষণ কি?"

ইঁহারা বলিলেন—"মহাত্মন্! আমরা দুই সম্প্রদায়ভুক্ত। একদল জ্ঞানী, অপর দল কর্মী। যাঁহারা কর্মী, তাঁহারা অদূরে উপবিষ্ট ঐ ব্রহ্মগুপ্তের শিষ্য এবং যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা এই আমরা বিষ্ণুশর্মার শিষ্য। আমরা উভয়েই বাসুদেবকে সর্বজ্ঞ ও পরমেশ্বরজ্ঞানে পূজা করি। তাঁহারই উপাসনায় আমরা মুক্ত হইয়া তাঁহারই পদ পাইব।"

ভক্তগণের মধ্যে একজন এই কথা বলিলে আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা! বলুন দেখি, জ্ঞান কাহাকে বলে?"

ইহা শুনিয়া বিষ্ণুশর্মা অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"মহাত্মন্! 'অনন্ত ভগবানের পদকমলই পরম শরণ' এই বুদ্ধিতে মৌন থাকাই জ্ঞান। কারণ, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত একখণ্ড তৃণও সঞ্চারিত হয় না।"

আচার্য দেখিলেন ইহারা ভগবানের নাম করিয়া কর্তব্যকর্মও পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছে। যথাশাস্ত্র ভগবানের পূজাও ইহারা করে না। অনন্তর তিনি বলিলেন—"দেখুন,

'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ কর্মণা জায়তে দ্বিজঃ।'

—অর্থাৎ জন্মিয়াই মানব শূদ্র হয় এবং কর্মদ্বারা দ্বিজ হয়। এজন্য প্রত্যহ

সন্ধ্যাবন্দনা করিবে এবং প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে অগ্নিহোত্র করিবে। ইহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। এজন্য সকলেরই শ্রুত্যুক্ত কর্ম করা উচিত। মনু বলিয়াছেন—'জীবিত থাকিয়া যে নর কর্মত্যাগ করে, সে নরাধম, মূঢ, প্রলয়কাল পর্যন্ত নরকে বাস করে।' যতিগণেরও স্নান ও অর্চনাদিরূপ কর্ম আছে। নচেৎ ব্রাহ্মণ্যহানি হয়। সকলকেই কিছুদিন এইভাবে কর্ম করিয়া অবস্থান কবিতে হয়।"

ইহা শুনিয়া বিষ্ণুশর্মা বলিলেন—"প্রভো! আমার সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত আমারই তুল্য। আমার পিতা কেবল কিঞ্চিৎ কর্মের অনুষ্ঠান কবিতেন---ইহা আমি বাল্যকালে শুনিয়াছি।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"তবে আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন, আপনাকে আর কি বলিব?"

সাধুসঙ্গ সকলেরই সুপ্ত সৎপ্রবৃত্তি জাগবিত কবিয়া তুলে। বিষ্ণুশর্মা ইহা শুনিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন এবং সদলবলে ভূতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—"ভগবন্! আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আমবা আপনাব শবণ গ্রহণ কবিলাম।" সাধুসঙ্গের কি অদ্ভুত প্রভাব! এই অল্পক্ষণেব মধ্যেই ইঁহাদেব মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

দয়ার্দ্র হৃদয় শঙ্কর তখনই গলিযা গেলেন। তিনি পদ্মপাদপ্রভৃতি নিজ শিষ্যগণকে বলিলেন—"পদ্মপাদ! তোমবা ইঁহাদের জন্য প্রাযশ্চিত্তেব ব্যবস্থা কব। প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত ইঁহাদিগকে কোনরূপ উপদেশ প্রদান সম্ভবপব নহে।"*

পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ ইঁহাদিগকে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেন। ইঁহারাও ব্যবস্থানুযাযী প্রায়শ্চিত্ত কবিয়া সকলে শুদ্ধ হইলেন এবং আচার্যের নিকট আসিয়া বলিলেন—"ভগবন্! আপনাব কৃপায আমাদিগেব আজ ব্রাহ্মণ্য লাভ হইল, এক্ষণে আমাদিগকে মুক্তির উপায় উপদেশ করুন।"

আচার্য তখন ইঁহাদিগকে পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং পঞ্চদেবতাব পূজা করিতে বলিলেন এবং জীবব্রহ্মেব অভেদতত্ত্ব উপদেশ কবিলেন। অনন্তব বিষ্ণুশর্মা শত শিষ্যসহ স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচাব অবলম্বন কবিয়া আচার্যেব উপদেশমত নিত্যকর্মানুষ্ঠানে বত হইলেন। ভস্ম ও চন্দন দ্বাবা ত্রিপুণ্ড্রধাবণ, ব্রতনিয়মাদিব অনুষ্ঠান ও স্নানান্তে মৃত্তিকা দ্বাবা ঊর্ধ্বপুণ্ড্রধাবণ প্রভৃতি যাবতীয় আচারেব আব কোন অন্যথাই করিলেন না।

* ইহা সপ্তম পুরুষেব পব প্রায়শ্চিত্ত দ্বাবা ব্রাহ্মণ্যলাভেব নিদর্শন।

ভক্তসম্প্রদায় ব্রহ্মগুপ্তদলের সংস্কার

বিষ্ণুশর্মার দল চলিয়া যাইবার পর কর্মশীল ব্রহ্মগুপ্তের দল আচার্যের সম্মুখে আসিয়া বসিল। ইহাদিগের নেতা ব্রহ্মগুপ্ত আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন - "প্রভো! আমরা ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে স্মৃতিশাস্ত্রমতে কর্ম করি।"

আচার্য বলিলেন—"খুব ভাল কথা, কিন্তু ইহার উপর পঞ্চদেবতার-পূজাপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। ইহাতে মানবের চিত্ত নির্মল হয়। আর উহার ফলে ভেদসংস্কার বিদূরিত হইয়া আত্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎপরে অন্তদেহনির্মুক্ত হইয়া মানব অদ্বয়সচ্চিদানন্দস্বরূপতা লাভ করে।"

ব্রহ্মগুপ্ত এই কথা শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। আচার্যের সস্নেহ কথা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তাঁহার যেটুকু সংশয় ছিল তাহা দূর হইল। তিনি আচার্যকে প্রণাম করিয়া সুস্থ ও আনন্দিত মনে বিদায়গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে কর্ম করায় ইহাদের চিত্ত অনেকটাই নির্মল ছিল, তাই আচার্যের অল্প কথায় প্রাণে শান্তি আসিল ইহারা সম্মুখের পথ পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন।

ভাগবতসম্প্রদায়ের সংস্কার

ব্রহ্মগুপ্তের দল বিদায় গ্রহণ করিবার পর ভাগবতসম্প্রদায়ের একজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ আচার্যসমীপে আসিয়া বলিলেন "প্রভো! আপনি আমাদের মত শ্রবণ করুন। মহাত্মন! আমরা—

'সর্ববেদেষু যৎপুণ্যং সর্বতীর্থেষু যৎ ফলম
তৎ ফলং নর আপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দনম॥'

এই বচন অনুসারে অহরহ বিষ্ণুর গুণকীর্তনে আসক্ত এবং শঙ্খচক্রাদি বিষ্ণুচিহ্নদ্বারা আমরা সমস্ত দেহ অঙ্কিত করি, গলায় তুলসী-মালা ধারণ করি এবং ঊর্ধ্বতিলক গ্রহণ করিয়া এই স্থানে বাস করিতেছি ইহাতেই আমাদের মুক্তি করতলস্থিত বিবেচনা করি।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন "ভগবানের গুণকীর্তন উত্তম কার্য সন্দেহ নাই কিন্তু বিষ্ণুর চিহ্নধারণে মুক্তি হয় ইহা কে বলিল? [illegible] তোমরা বিষ্ণুর চিহ্নধারণ করিবেই বা কিরূপে? তিনি চারিমূর্তি [illegible] একমূর্তি- বাক্যমনের অগোচর, দ্বিতীয়--সর্বলোকাদি [illegible], তৃতীয় মৎস্যাদি বিভূতিমূর্তি এবং চতুর্থ - অর্চনায়। তোমরা কোন মূর্তির চিহ্ন ধারণ করিবে? অতএব কর্মফল পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া নিত্য কর্তব্যকর্ম কর। ইহাতে তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে

অদ্বৈতমতাবলম্বী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিও, তাহা হইলে কর্মবন্ধন নষ্ট হইবে এবং অচিরে মুক্ত হইতে পারিবে।"

ভাগবত বৈষ্ণবটি এইরূপ নানা কথা শুনিয়া নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং আচার্যের শরণ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর আচার্য তাহার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণপ্রবর! চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্মানুষ্ঠান কর এবং 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ চিন্তা কর। ইহাতে তুমি অচিরে মুক্ত হইতে পারিবে।"

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংস্কার

ভাগবতসম্প্রদায়ের নেতা বিদায় গ্রহণ করিলে "শার্ঙ্গপাণি" নামে একজন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অগ্রণী "নমো নারায়ণায়, নমো নারায়ণায়" বলিতে বলিতে আচার্যের নিকট আসিলেন। শার্ঙ্গপাণি আচার্যকে কোনরূপ প্রণামাদি না করিয়াই বলিলেন—"আমি বিষ্ণুর মুদ্রাদি এবং শঙ্খচক্রাদি চিহ্নদ্বারা সুচিহ্নিত হইয়াছি। আমি একজন বৈষ্ণব। অতএব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে বৈকুণ্ঠে যাইব। কারণ, আমার মতো অনেকে তথায় বাস করেন। আর চিহ্নধারণ সম্বন্ধে আপনি 'কোন প্রমাণ' নাই ইতঃপূর্বে বলিতেছিলেন, কিন্তু তাহা নহে। পুরাণে ইহার প্রমাণ আছে; যথা—

'যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রা,
যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা।
যে বামললাটফলকে সদূর্ধ্বপুণ্ড্র
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥' ইত্যাদি।

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"কিন্তু এ বিষয়ে বেদের কোন প্রমাণ নাই। দেখ, মোক্ষের কারণ ব্রহ্মজ্ঞান এবং পাপধ্বংসের কারণ কষ্টকর তপস্যা, স্ব স্ব কর্ম এবং ভগবদ্ধ্যানই কথিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বৃহন্নারদীয়পুরাণে তপ্তচিহ্নধারণের নিষেধই আছে। শূদ্র যেমন শিখা যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিলে ব্রাহ্মণ হয় না, ইহাও তদ্রূপ মনঃকল্পনামাত্র জানিবে। 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলে জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। দেখ, শিবগীতাতে আছে—'আমি শিব' বলিতে বলিতে আত্মার সহিত অভেদ হয়। অতএব তুমি পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হইয়া এই পথে অবস্থিত হও।"

আচার্যের এই কথা শুনিয়া শার্ঙ্গপাণি ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"ভগবন! আমি অদ্য হইতে আপনার মত গ্রহণ করিলাম।

আপনার উপদেশে আমি কৃতার্থ হইলাম। অদ্য হইতে আমি আপনার উপদেশ সর্বতোভাবে পালন করিব।''

আচার্য ইঁহার সরলতায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—''আমি আশীর্বাদ করিতেছি 'তুমি মুক্ত হও'।'' অনন্তর শার্ঙ্গপাণি পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হইয়া ক্রমে স্বদেশবাসী সকলকে অদ্বৈতবাদী করিয়া তুলিলেন।

পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের সংস্কার

এইভাবে প্রত্যহই বহুলোক আচার্যের শরণ গ্রহণ করিতে লাগিল। আচার্যের নিকট সকলের অবারিত দ্বার। আচার্য সকলকেই যথাবিধ উপদেশ দিয়া থাকেন।

অতঃপর একদিন পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে দীক্ষিত এক বৈষ্ণব আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—''যতিবর! ভগবৎ প্রতিষ্ঠাদির মূল আমাদের শাস্ত্র। অতএব সকল ব্রাহ্মণেরই আমাদের শাস্ত্র আশ্রয় করা উচিত।''

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—''উত্তম কথা, যদি আপনাদিগের আগমের সহিত বেদের কোন বিরোধ না ঘটে, তাহা হইলে আপনাদিগের আচারগ্রহণে কোন বাধা নাই। কিন্তু বলুন দেখি—আপনাদের অভিমত বৈষ্ণবত্ব কি করিয়া হইতে পারে? আপনাদের শাস্ত্রে আছে 'অন্যমন্ত্র গ্রহণ করিলে বৈষ্ণবত্ব থাকে না', কিন্তু গায়ত্রী গ্রহণ না করিলেও ব্রাহ্মণত্ব থাকে না—শতবিষ্ণুমন্ত্রেও ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না অতএব আপনাদিগের আচার ব্রাহ্মণের গ্রাহ্য কিরূপে হয়? আর যদি বলা হয়—'তাহা হইলেও আপনি বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণত্বের হানি না হয় হইবে, তাহাতে ক্ষতি নাই'; কিন্তু তাহা হইলে আপনি ভ্রষ্ট বলিয়া উপেক্ষণীয় হইবেন।''

এইরূপ নানা কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় ''মাধব'' নামে অপর একজন পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব আচার্যকে বলিলেন—''মহাত্মন্! পাঞ্চরাত্র আগমে আছে—'তপ্তশঙ্খাদি চিহ্নধারণ করিলে মানব বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আপনার বাক্য শুনিয়া দেখিতেছি শাস্ত্রের নাশ হয়।''

মাধবের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—''দেখুন বেদানুকূল আগমোক্ত আচারাদি অবশ্য গ্রাহ্য, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ আচারাদি অগ্রাহ্য। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বেদই প্রমাণ। যদি ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিতে হয়, তবে স্বধর্মপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং পরে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে। এই তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি হয়। অতএব মোক্ষের জন্য পাষণ্ডচিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতনিষ্ঠ হউন।''

মাধব আচার্যের এই বাক্য শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এবং আচার্যের শিষ্যত্ব

গ্রহণ করিয়া ক্রমে নিজ কুল গ্রাম ও দেশস্থ লোকদিগকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া তুলিলেন। ইহার ফলে সকলেই সন্ধ্যা ও অগ্নিহোত্রযাগ প্রভৃতি বৈদিক কর্মরত হইয়া উঠিলেন। মাধবের দেশে আবার বৈদিকধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

বৈখানস বৈষ্ণবগণের সংস্কার

ইঁহার পর একদিন "ব্যাসদাস" নামক একজন বিখ্যাত বৈখানস সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি কথাপ্রসঙ্গে আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে যতিবর! ব্রহ্মাও আমার পক্ষ নিবারণ করিতে অক্ষম। দেখুন —নারায়ণই আমাদের মতে সকলের শ্রেষ্ঠ ও সকলের কারণ। অতএব তাঁহারই সেবা করা উচিত ; আর তাঁহার ভক্ত হইতে গেলে শঙ্খচক্রাদি চিহ্নিতদেহ হইয়া উর্ধ্বপুণ্ড্রাদিধারণ করা আবশ্যক।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"আপনি যদি বিষ্ণুভক্ত হন, তবে তাঁহার প্রীতির জন্য কর্ম করুন। চক্রাদি ধারণ করিলে যে ফল হয় তাহা কর্মের ফলের সমান হয় না। বেদবিরুদ্ধশাস্ত্রাচার অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণ্যের নাশ হইয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের ফলে যে পদ লাভ হয় তাহার আর ক্ষয় হয় না।"

ব্যাসদাস আচার্যের এই কথা শুনিয়া বলিলেন- "মহাত্মন! আপনি চিহ্নধারণের অনাবশ্যকতা বলিতেছেন, কিন্তু পূর্বে দত্তাত্রেয় প্রভৃতি মুনিও পঞ্চমুদ্রারূপ চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। এইজন্য মুমুক্ষুগণ উহা ধারণ করিবেন।"

আচার্য বলিলেন—"না, এ কথা সঙ্গত নহে। দত্তাত্রেয় সম্বন্ধে এরূপ কোন কথা নাই। দেখুন—প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, ধ্রুব, হনুমান, দ্রৌপদী এবং ব্রজবাসিদিগের মধ্যে কেহই চক্রাদি ধারণ করেন নাই। অতএব মূঢ়বুদ্ধি বিসর্জন করিয়া পাষণ্ড চিহ্ন পরিত্যাগ করুন। 'আমি ব্রহ্ম' এই চিন্তা সমাশ্রয় করুন, শীঘ্র মোক্ষপদ লাভ করিবেন।"

আচার্যের এইরূপ নানা উপদেশ শুনিয়া ব্যাসদাসের মন পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি ভূতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন "ভগবন্! আপনি আমার গুরু। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। যাহাতে আমার শুদ্ধ অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান হয় তাহাই আমায় উপদেশ করুন।"

করুণানিধি শঙ্কর, ব্যাসদাসের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"হে বিপ্র! সর্বদা 'আমি ব্রহ্ম, অসংসারী এবং মুক্ত' এইরূপ ভাবনা কর। ইহাতে যদি অসমর্থ হও তবে এই বাক্য সর্বদা জপ কর। এইরূপ অভ্যাসদ্বারা শীতোষ্ণাদি সহ্য করিবার এবং ষড়্‌রিপু দমন করিবার ক্ষমতা

জন্মিলে, ক্রমে পরমাত্মাকে জানিতে পারিবে। এতদ্ভিন্ন আর কোন উপায়ে মুক্ত হওয়া যায় না।"

ব্যাসদাস আচার্যের এই কথা শুনিয়া অন্তরে যারপরনাই শান্তিলাভ করিলেন এবং "আমি কৃতার্থ হইলাম" "আমি ব্রহ্ম" এরূপ বলিতে বলিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্যাসদাসের সঙ্গে সঙ্গে বহু বৈখানস বৈষ্ণব আচার্য মতাবলম্বী হইলেন।

কর্মহীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংস্কার

অতঃপর কর্মহীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত "নামতীর্থ" নামক এক বৈষ্ণব আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন--"প্রভো! আমাদের মত শ্রবণ করুন। এই মত সহস্রমুখে ফণিপতি অনন্তও খণ্ডন করিতে সমর্থ নহেন। দেখুন--এইসমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়। মোক্ষদাতা কেবল গুরুই হন। যেহেতু গুরুই শিষ্যের জন্য ভগবানের নিকট মোক্ষ প্রার্থনা করিলে ভগবান তাহাকে মোক্ষদান করেন। অতএব আমাদের আর পুনর্জন্ম হইবে না। আমি জীবন্মুক্ত আপনিও কর্মহীন ও মোক্ষার্থী হইয়া বিষ্ণুকে অবলম্বন করুন মুক্ত হইবেন।

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন- "সত্য কথাই বলিয়াছ। তুমি কর্মহীন হইয়া যে জীবন্মুক্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই কিন্তু, কি নিন্দনীয়, কি প্রশংসনীয় --কোনরূপ কার্য না করিয়া কি পিশাচের ন্যায় স্থিত হইতে হইবে না? বেদোক্ত কর্ম সকল করিয়া তাহার ফল ব্রহ্মে অর্পণ করিতে হয়, ইহাই জ্ঞানমার্গ। কিন্তু যেহেতু তুমি কর্মভ্রষ্ট, সেই হেতু তুমি বিষ্ণুভক্তও নহ। যিনি নিজ বর্ণধর্ম হইতে বিচলিত হন না, যিনি শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতি সমদর্শী, যিনি কাহাকেও ত্যাগ বা হিংসা করেন না, সেই নির্মলচিত্ত ব্যক্তিকে বিষ্ণুভক্ত বলা হইয়া থাকে। দেখ, ভগবানই বলিয়াছেন - 'শ্রুতি ও স্মৃতি' এই দুইটি আমার আজ্ঞা। যে ব্যক্তি তাহা লঙ্ঘন করে, সে আমার দ্রোহী। সে আমার ভক্ত হইলেও বৈষ্ণব নহে। শেষে ইহাদের নরকই হয়। 'ব্রাহ্মণ কর্ম করিবে' 'দ্বিজাতিগণের অগ্নিই দেবতা।' ইহাই শাস্ত্র বলিতেছেন। অতএব কর্মত্যাগ কখনই উচিত নহে। ত্রৈকালিক সন্ধ্যা না করিলে তিনটি চান্দ্রায়ণব্রত করা আবশ্যক হয় নচেৎ দ্বিজত্ব থাকে না। 'কর্মদ্বারা নহে, কিন্তু ত্যাগ দ্বারা মোক্ষলাভ হয়' এই বেদবাক্যও প্রথমে কর্মানুষ্ঠানের বোধক। কর্ম অনুষ্ঠান না করিলে কাহার ত্যাগ করিবে? অতএব তুমি কর্ম পরায়ণ হও পরে সন্ন্যাসী হইয়া কর্মত্যাগ করিও।"

আচার্যের এইরূপ উপদেশ শুনিয়া নামতীর্থের মন পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি আচার্যের শিষ্য হইলেন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া অপব বহু ব্যক্তি আচার্যের মত অবলম্বন করিলেন। সকলেই অদ্বৈততত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ত্রিপুণ্ড্রধারণ এবং বেদোক্ত কর্মপরায়ণ হইলেন। এইরূপে এখানে একমাস কাল অতিবাহিত করিয়া আচার্য সশিষ্য কুমারস্থান সুব্রহ্মণ্য দেশাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

সুব্রহ্মণ্যদেশে অদ্বৈতমত-প্রচার

অনন্তশয়ন পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সেই বিপুল দিগ্বিজয়বাহিনী-সহ পাঁচ দিনে সুব্রহ্মণ্য দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে অনন্তরূপী কার্তিকেয় মূর্তি পূজিত হন। আচার্য সশিষ্য কুমারধারা নদীতে স্নান করিয়া ভক্তিসহকাবে তাঁহার অর্চনা করিলেন এবং একটি নির্জন স্থান দেখিয়া তথায় আসন গ্রহণ করিলেন। সুধন্বারাজ এবং অপরাপর লোক সকল দূরে অবস্থান কবিতে লাগিলেন। তাঁহারা আচার্যের নির্জনপ্রিয়তা বুঝিয়া কখনই নিকটে থাকিতেন না, এখানেও সেজন্য দূরে অবস্থান করিলেন।

সন্ন্যাসের আচার অনুসারে আচার্য নিত্যই কষায়বস্ত্রপরিধান, দণ্ডকমণ্ডলুধাবণ এবং সর্বাঙ্গে বিভূতিলেপন করিয়া সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় শোভা ধাবণ কবেন। এখানে আজ আচার্য এইভাবে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় হিবণ্যগর্ভ সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন ব্রাহ্মণ আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হিরণ্যগর্ভোপাসকগণের সংস্কার

এই সকল হিরণ্যগর্ভোপাসক ব্রাহ্মণগণ আচার্যেব এই অপূর্ব রূপ দেখিয়া ভাবিলেন যেন সাক্ষাৎ রুদ্রদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আমরা ব্রহ্মকুলোৎপন্ন দ্বিজ। আমরা মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ-প্রদর্শিত সদাচার ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। হিরণ্যগর্ভের পূজা করিয়া আমরা শুদ্ধচিত্ত হইয়া স্থৈর্য লাভ করিয়াছি। দেখুন—এই হিরণ্যগর্ভই সকলের অগ্রে বর্তমান ছিলেন। ইনি ভূতপতি, পৃথিবী ও স্বর্গের সদা আধার, সর্বকর্তা, সর্বপালক ও সকলের লয়কর্তা, নিখিলোত্তম ও সর্বাধিক আনন্দযুক্ত। ইনিই নিজ বাহুদ্বয় হইতে বিষ্ণু ও শিবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মার মধ্যে লয়ই মোক্ষ। আমরা ইঁহার ভক্ত এবং জ্ঞান ও কর্মনিষ্ঠ আর এজন্য আমরা ভ্রযুগলের মধ্যে কমণ্ডলুচিহ্ন ধারণ করি, আপনাকে দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম।"

হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ এইরূপ নানা বেদবচনদ্বাবা হিরণ্যগর্ভেব স্বরূপ বর্ণনা করিয়া আচার্যকে তাঁহাদেব মত গ্রহণ কবিতে অনুরোধ কবিলেন। আচার্য তাঁহাদেব কথা শুনিয়া বলিলেন—"আপনাবা হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু বেদে আছে— 'হিবণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্মাদি ভূত সকল যাহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহাকে জানিলে মুক্তি হয।' আব তাঁহাব জ্ঞানেব কাবণ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন —ইহা দ্বারাই মুক্তি হয। এজন্য পদার্থসমূহেব যে লয তাহা মোক্ষ নহে, চিহ্নধাবণ কবিলেই মুক্তি হয না।"

কর্মাদিব দ্বাবা চিত্তশুদ্ধ হইলে অল্পকালেই জ্ঞানোদয হয় আচার্যেব মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহাবা নিজেদেব ভ্রম বুঝিতে পাবিলেন এবং চিহ্নধাবণ পবিত্যাগ কবিযা আচার্যেব শিষ্যত্ব স্বীকাবপূর্বক শুদ্ধ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইলেন।

বহ্নিমতাবলম্বিগণেব সংস্কাব

ইহাব পব বহ্নিমতাবলম্বী কযেকজন লোক আচার্যেব নিকট আসিযা উপস্থিত হইলেন। ইঁহাবা আচার্যকে প্রণাম কবিযা বলিলেন—"স্বামিন। আমবা বহ্নিমতানুবর্তী। বেদমধ্যে অগ্নিকে দেবগণেব মধ্যে প্রথম বলা হইযাছে। অগ্নিই দ্বিজগণেব দেবতা। ব্রাহ্মণগণ ইঁহাব উপাসনা কবিযা মুক্ত হন, ইনি পাপহাবী এবং অলক্ষ্মীনাশক। বেদমধ্যে অগ্নিদেবতাব শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে এইরূপ বিস্তব প্রমাণ আছে। আপনাবাও ইঁহাবই উপাসনা কবিযা কৃতার্থ হউন।"

ইঁহাদেব কথা শুনিযা আচার্য বলিলেন—'দেখুন' বহ্নি দেবতাদিগেব মধ্যে অধম, বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দেবতাগণ তন্মধ্যবর্তী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইযাছে। অগ্নি কর্মেব দেবতা এবং তিনি দেবতাগণেব ভাগ প্রদান করেন যে অগ্নিকে যে কাবণ বলা হয, তাহা ভৌতিক অগ্নিকে লক্ষ্য কবিয়া বলা হইয়াছে। অতএব বহ্নিসাধ্য যে সমস্ত কর্ম আছে, আপনাবা তাহাদেব অনুষ্ঠান এবং বিষ্ণুব আবাধনা কবিযা শুদ্ধ অদ্বৈতব্রহ্মপবাযণ হউন, তাহা হইলে মুক্তি লাভ কবিতে পাবিবেন।"

আচার্যেব এই বাক্যে তাঁহাদেব অজ্ঞানান্ধকাব দূবীভূত হইল। তাঁহাবা আচার্যকে প্রণাম কবিয়া সকলেই অদ্বৈতমত গ্রহণ কবিলেন।

সূর্যোপাসকগণের সংস্কাব

অতঃপব "সুহোত্র" এবং "দিবাকব" নামক দুইজন সূর্যোপাসকগণেব মধ্যে প্রধান ব্যক্তি, নিজ দলবল সহ আচার্যেব নিকট আসিযা উপস্থিত হইলেন। সুহোত্রেব দলভুক্ত ব্যক্তিগণ বক্তপুষ্পেব মালাধাবণ কবিযাছিলেন এবং দিবাকব

ও তাঁহার শিষ্যগণ পূর্ণমণ্ডলাকার তিলক ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর দিবাকর আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! আমাদের মত শ্রবণ করুন।

দেখুন, বেদমধ্যে সূর্যকে সর্বলোকের চক্ষু বলা হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মাদিরূপেরও সৃষ্টিস্থিতির হেতু। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই সূর্য হইতে উৎপন্ন। অতএব আদিত্যই ব্রহ্ম। শাস্ত্রে আছে—এই সূর্যের উপাসকগণ মস্তকে রক্তচন্দন লেপন করিবে, গলে রক্তপুষ্পের মাল্য ধারণ করিবে। মোক্ষার্থী ব্যক্তির এই সূর্যদেবকে আরাধনা করা উচিত। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে আবার ছয়টি সম্প্রদায় আছে। এক সম্প্রদায়—উদীয়মান সূর্যমণ্ডলকে সর্বকারণ এবং ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া ভজনা করেন ; দ্বিতীয় সম্প্রদায়—তাঁহাকে আকাশমধ্যস্থ ঈশ্বররূপে ভজনা করেন ; তৃতীয় সম্প্রদায়—তাঁহাকে জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ বলিয়া ভজনা করেন। চতুর্থ সম্প্রদায়—অস্তগামী সূর্যকে বিষ্ণুস্বরূপ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানরূপ ত্রিমূর্ত্যাত্মক বিম্বে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে পূজা করেন। পঞ্চম সম্প্রদায়—সূর্যমণ্ডলমধ্যে হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশাদিযুক্ত যে পুরুষ অবস্থিত তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সেই সূর্যমণ্ডলের প্রতি ঈক্ষণরূপ ব্রত ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার একদল এই রূপ দর্শন করিয়া পাদ্যাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া অন্নগ্রহণ করেন, অন্যরা অন্নগ্রহণই করেন না। ষষ্ঠ সম্প্রদায়—তপ্ত লৌহদ্বারা ললাট, বাহু ও বক্ষঃস্থলে মণ্ডলচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া অনুক্ষণ তাঁহার ধ্যান করেন। ফলতঃ এই সকল রূপেই সূর্যের উপাসনা করিতে হয়। গীতা, পুরুষসূক্ত প্রভৃতি সর্বত্রই এই সূর্যকে পুরুষ বা বিষ্ণু বলা হইয়াছে। ইঁহার আরাধনা করাই সর্বশাস্ত্রের তাৎপর্য।"

সূর্যোপাসকগণের এইরূপ নানা কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য বলিলেন—"ওহে দিবাকর! তুমি অতি মূঢ়। এক্ষণে তুমি আমার কথা শুন—দেখ, চন্দ্রমা তাঁহার মন হইতে এবং সূর্য তাঁহার চক্ষু হইতে উৎপন্ন। এই বেদবাক্যদ্বারা সিদ্ধ হয়—সূর্য জন্যপদার্থ অর্থাৎ অনিত্য বস্তু। বিচারদ্বারা যাহার অনিত্যতা সিদ্ধ হয় তাহাকে ব্রহ্ম বলিবে কিরূপে? সূর্যের ব্রহ্মত্ববিষয়ে তোমরা যেসব শ্রুতি বলিলে, তাহা সূর্যনিষ্ঠ ব্রহ্মের বোধক। দেখ, 'ঈশ্বরের আজ্ঞায় এই সূর্য ভ্রমণ করেন, তাঁহার আজ্ঞায় সূর্য উদিত হন, যেখানে সূর্য প্রকাশ পায় না,' এই সব শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সিদ্ধ হয়—পরমেশ্বরই সকলের মূল ; তাঁহার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ। অধিক কি, জ্যোতিঃশাস্ত্রেও সূর্যের উৎপত্তির কথা আছে। ব্রহ্মার দিবাতে আকাশাদি সমুদয় চরাচরের সৃষ্টি এবং রাত্রিতে সেই সমুদয় বিলীন হয়।

সূর্যাদিও সেই সঙ্গে উৎপন্ন ও লয়প্রাপ্ত হন। এতাদৃশ সূর্যকে তুমি ব্রহ্মাদির জনক বল কিরূপে? বেদমধ্যে যে সূর্যের স্তব আছে, তাহা সূর্যস্থিত ব্রহ্মের স্তব জানিও। অতএব পাষণ্ডচিহ্নসকল পরিত্যাগ করিযা আচারপরায়ণ হও, পরে শুদ্ধ অদ্বৈতব্রহ্মবস্তুর জ্ঞানদ্বারা মুক্ত হইবে।"

আচার্যের এইরূপ অনুভবযুক্ত যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া এই সূর্যোপাসকগণ সকলেই আচার্যের শিষ্য হইলেন। অনন্তর এতদ্দেশবাসী অপর সকলেই আচার্যের শিষ্য হইয়া আচার্যের অর্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সুব্রহ্মণ্য দেশে কয়েকদিন মধ্যে আচার্যের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল। আচার্যের শিষ্যবর্গ ইহা দেখিয়া গণপতির উপাসক-প্রধান শুভগণবরপুরের উদ্দেশে বায়ুকোণাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

শুভগণবরপুরে তিনসহস্র শিষ্যসহ আচার্য

সুব্রহ্মণ্যদেশে আসিয়া আচার্যের শিষ্যসংখ্যা প্রায় তিন সহস্রে পরিণত হইল। শুভগণবরপুরের পথে ইঁহারা শঙ্খঘণ্টাদি নানারূপ বাদ্যসহকারে আচার্যের যশোগান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ করতালি দিয়া, কেহ ময়ূরপুচ্ছ এবং কেহ বা চামর ব্যজন করিয়া আচার্যের অর্চনা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। এতদ্দেশবাসী বহু বিপ্র ইহা দেখিয়াই আচার্যের শিষ্য হইলেন। এইরূপে কয়েকদিন পথ চলিয়া আচার্য সশিষ্য শুভগণবরপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এখানে কৌমুদী নামক একটি নদী প্রবাহিতা; ইঁহার নিকট গণপতি দেবের একটি প্রকাণ্ড মন্দির বিরাজমান। আচার্য এই নদীতে স্নান করিয়া অনুচরবর্গের সহিত বিঘ্নবিনাশন গণপতির পূজা করিলেন এবং একটি নিরুপদ্রব স্থান দেখিয়া তথায় আসন গ্রহণ করিলেন।

সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্যগণ ব্যাপৃত হইলেন। ইঁহাদের উপদেশ শুনিয়া সকলে ইঁহাদিগকে দিগ্‌গজস্বরূপ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ সকলেই পঞ্চদেবতাপূজাপরায়ণ ছিলেন, এজন্য ইঁহাদিগকে দেখিয়াই সকলে সদাচার শিক্ষা করিতে লাগিল। বিপক্ষগণ বিচার করিতে আসিলে ইঁহারাই সগর্বে তাঁহাদিগের সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। সকলের ভরণপোষণের ভার সুধন্বারাজের উপর ন্যস্ত থাকিলেও শিষ্যসংখ্যা অধিক হওয়ায় পদ্মপাদের কথানুসারে একজন শিষ্য অপর শিষ্যগণের জন্য পাকাদি কার্যের তত্ত্বাবধানভার লইলেন। তিনি গুরুপূজা করিয়া আচার্যকে ভিক্ষাদান করিলে পদ্মপাদ নিত্য ব্রহ্মার্পণ মন্ত্র স্মরণপূর্বক অপর শিষ্যগণ সহ ষড়রসপূর্ণ

ভোজ্য গ্রহণ করিতেন। সায়ংকালে শিষ্যগণ আচার্যদেবকে দ্বাদশবার প্রণাম করিয়া ঢক্কার তাল দিয়া শিবের স্তব করিতে করিতে নৃত্য করিতেন এবং শ্রান্ত হইলে আচার্যসমীপে উপবিষ্ট হইয়া শ্রান্তি দূর কবিতেন। শুভগণবরপুরে শিষ্যগণ এইরূপে অপার আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।

মহাগণপতি উপাসকগণের সংস্কার

একদিন গণপতি-উপাসক কয়েকজন নগরবাসী ব্রাহ্মণ আচার্যদর্শনে আসিয়াছেন, এমন সময় সন্ধ্যা হওয়ায় শিষ্যগণ নিত্যকর্মসমাপনপূর্বক বাক্যমনের অগোচর সেই ব্রহ্মস্বরূপের গান করিতে করিতে নৃত্য করিয়া শ্রান্ত হইয়া আচার্যসমীপে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর সেই গণপতি-উপাসকগণেব মধ্যে 'গিরিরাজাসুত" নামক একজন প্রধান ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন—"একি! যাহারা দেখিবে, তাহারাই বলিবে—আপনাদিগের মত ভাল নহে। কারণ, আপনাদিগেব মতে ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচব, আকাশের মত নিবালম্ব ও অদ্বৈত। অতএব এরূপ মত অজ্ঞগণকে উপদেশ দিবার যোগ্য কি করিয়া হইতে পাবে? এ কাবণ, শুভপ্রাপ্তির জন্য, হে যতিবর! আপনি আমাদেব মত অবলম্বন করুন। যাহা হউক এক্ষণে আমাদের মত শ্রবণ করুন—

"আমরা মহাগণপতির উপাসক। আমাদের মধ্যে আবাব ছযটি প্রকাব ভেদ আছে। তাহা হইলেও সমস্ত বেদের তাৎপর্য এই মতেই নিহিত আছে। এই মতই সকল মানবের শান্তি ও মোক্ষদায়ক। আমাদের মতে গণপতিই নিখিল জগতের মূলকারণ ও নিয়ন্তা। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার মায়াবলে জন্মিযাছেন। সমস্ত লয় পাইলেও এই গণপতি বিদ্যমান থাকেন—ইহা বেদেও কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি তুণ্ড ও একদন্তচিহ্নযুক্ত এবং শক্তিসমন্বিত এই মহাগণপতিকে ধ্যান করেন, তাঁহার মূলমন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার চিহ্নাদি অঙ্কিত করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ এবং তিনিই অবলীলাক্রমে মোক্ষলাভ করেন।"

ইহা শুনিয়া আচার্য সস্নেহে তাহাকে বলিলেন—"ওহে মূঢ়! ব্রহ্মই জগতের আদি কারণ, তোমাদের গণপতি মহাদেবের পুত্র। তিনি কি করিয়া জগতের কারণ হইবেন? অতএব 'গণপতিই মূলকারণ' ইত্যাদি যাহা বলিলে তাহাতে পরমব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হয়। আর চিহ্নধারণ কি করিয়া মুক্তির কারণ হইবে? ব্রাহ্মণের লক্ষণ—ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, শিখাদিধারণ এবং বেদোক্তকর্মানুষ্ঠান। চিহ্নমাত্র ধারণ করিলে ব্রাহ্মণত্ব কি করিয়া সিদ্ধ হইবে?"

গিরিজাসুত বলিলেন—"যতিবর! আপনার কথা সত্য। পরমব্রহ্মই আমাদের

উপাস্য গণপতি—না হয় বুঝিলাম, কিন্তু ভক্তব্যক্তি চিহ্নধারণ না করিয়া কি প্রকারে অভীষ্ট দেবের নিকট যাইবে?"

আচার্য বলিলেন—"দেখ, বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানেই ব্রাহ্মণত্ব থাকে, ব্রাহ্মণ তাহাতেই কৃতকার্য হন। মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ কখন বেদবিরুদ্ধ ও পুরাণনিন্দিত কর্ম করেন না। তুমি যে গণপতির চিহ্নধারণ করিবে, সে গণপতি তো তোমার দেহমধ্যে চতুর্দল মূলাধার চক্রে বাস করেন। তদ্রূপ বিদ্রুমাকার ষড়দল স্বাধিষ্ঠানচক্রে ব্রহ্মা বাস করেন। নীলবর্ণ দশদল মণিপুরচক্রে বিষ্ণু অবস্থান করেন। পিঙ্গলবর্ণ দ্বাদশদল অনাহত চক্রে রুদ্রদেব বাস করেন। ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল বিশুদ্ধচক্রে জীবাত্মা বাস করেন এবং দ্বিদল আজ্ঞাচক্রে ও সহস্রদল সহস্রারে পরমাত্মা বাস করেন। এমত অবস্থায় দেবচিহ্নধারণের ফল কি? তুমি সেই আজ্ঞাচক্রস্থিত সর্বব্যাপী সকলের প্রেরক সাক্ষী, নির্গুণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ সনাতন, অখিলোত্তম পরমাত্মার ধ্যান কর, তাহা হইলেই তুমি মুক্ত হইবে।"

আচার্যের এই কথা শুনিয়া গিরিজাসুতের চরণাশ্রয়কারী বিনমিত হইল। তিনি চিহ্নাদি ত্যাগ করিয়া শিষ্যসমভিব্যাহারে আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চতত্ত্বের উপদেশক হইয়া আচার্যের সেবা ও শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন।

হরিদ্রাগণপতি-উপাসকগণের মতসংস্কার

মহাগণপতি উপাসকগণ আচার্যের শিষ্য হইয়াছেন শুনিয়া হরিদ্রাগণপতি-উপাসক "গণকুমার" নামক একজন আচার্যের নিকট আগমন করিলেন এবং নিজ সাম্প্রদায়িক মত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের মতেও গণপতি উপাসকগণের মতের ন্যায় প্রায় একই গণপতির ধ্যানে ও উপাসনায়। অনন্তর ইনি স্কন্দপুরাণ হইতে হরিদ্রাগণপতির ধ্যান ও মহিমাপ্রভৃতি কীর্তন করিয়া বলিলেন "যে ব্যক্তি এই গণপতির ধ্যান করে এবং দুই হস্তে তপ্তলৌহদ্বারা তুণ্ডাকার ও দন্তাকার চিহ্ন অঙ্কিত করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুক্ত হয়" ইত্যাদি।

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন "তুমি যে বলিলে পরমাত্মা জগৎকর্তা ইহা সত্য। গণপতি শব্দে সর্বনাম মহেশ্বরকেই বুঝায়। অংশ ও অংশী অভিন্ন বলিয়া রুদ্রপুত্র গণপতিও স্বয়ং পরমাত্মার স্বরূপ এবং সগুণোপাসকগণের উপাসনীয় হয়েন। তাহা হইলেও মুমুক্ষু বিপ্রগণের পাঁচটি পঞ্চদেবতার পূজা করা উচিত; কিন্তু তুণ্ডাদি চিহ্নধারণ বেদ ও পুরাণ বিরুদ্ধ, অতএব তুমি চিহ্নাদি ত্যাগ

করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞপরায়ণ হও, তাহা হইলে তুমি ক্রমে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।"

আচার্যের এই কথা শুনিয়া গণকুমার হৃদয়ে অপূর্ব শান্তি অনুভব করিলেন এবং আচার্যকে দ্বাদশবার প্রণাম করিয়া তাঁহার শরণ ভিক্ষা করিলেন। অনন্তর গণকুমার আচার্যের কটাক্ষমাত্রে পবিত্রতা লাভ করিলেন এবং পরমগুরুর ধ্যান ও পূজাদিনিরত হইয়া অপরিমিত সুখলাভ করিতে লাগিলেন।

উচ্ছিষ্টগণপতি-উপাসকগণের মতসংস্কার

গণকুমার আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর "হেরম্বসুত" নামক একজন উচ্ছিষ্টগণপতির উপাসক আচার্য-সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"যতিবর! শৈবাগমে ছয়প্রকার গণপতি-উপাসকের কথা আছে। ইঁহাদের উপাস্যদেবতা, যথা—(১) **মহাগণপতি**, (২) **হরিদ্রাগণপতি**, (৩) **উচ্ছিষ্টগণপতি**, (৪) **নবনীত গণপতি**, (৫) **স্বর্ণগণপতি**, এবং (৬) **সন্তানগণপতি**। ইঁহাদের মধ্যে আমি উচ্ছিষ্টগণপতির উপাসক। এই উচ্ছিষ্টগণপতির বাম অঙ্কে দেবী উপবিষ্টা। জীব ও পরমাত্মার যেমন ঐক্য ভাবিতে হয়, তদ্রূপ এই দেবী ও গণপতির ঐক্য ভাবিতে হয়। ললাটে কুঙ্কুমচিহ্ন ধারণপূর্বক ইচ্ছামত কার্য করিয়া ইঁহার ভজনা করিতে হয়। আমিও তাহাই করিয়া থাকি। আমাদের এই মতের তুল্য আর মত নাই। দেখুন, এ মতে সকল মানবই এক জাতি। তদ্রূপ সকল স্ত্রীও একজাতি। যে কোন স্ত্রী-পুরুষের সহিত যে কোন স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ-বিয়োগে কোন দোষ নাই। 'ইনি আমার পতি' এরূপ কোন নিয়ম নাই। স্বেচ্ছামত স্ত্রীপুরুষ-সংযোগজন্য আনন্দের নামই মুক্তি। গণপতিই সেই আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার অংশ। অংশ ও অংশী অভিন্ন। কর্ম মোক্ষের হেতু নহে। কিন্তু সহিষ্ণুতা-সহকারে ত্যাগ করিলেই মোক্ষ হয়।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"দেখ, সুরাপান, পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি বেদমধ্যে নিষিদ্ধ কর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে মতে এই সব কর্ম করিতে বলে, সে মত দূর হইতে পরিত্যাজ্য। 'ন কর্মণা ন প্রজয়া" অর্থাৎ কর্মের দ্বারা নয়—ইত্যাদি যে কর্মত্যাগের কথা বেদে আছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞানী সর্বপাপশূন্য যতির জন্য বুঝিতে হইবে। হেরম্বসুত! তুমি এই দুষ্ট মত পরিত্যাগ কর, পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপরায়ণ হও। মূলাধারাদি ষট্‌চক্রে গণেশাদি দেবতার ধ্যান এবং 'সোঽহং' এই অজপা মন্ত্রের জপ কর। তাহা হইলে তুমি অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিবে।"

আচার্যের বাক্য শুনিয়া হেরম্বসুতের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি আচার্যের উপদেশ শিরোধার্য করিয়া আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং আচার্যোপদিষ্ট পথে কর্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

নবনীত, স্বর্ণ এবং সন্তানগণপতি-উপাসকগণের মতসংস্কার

উচ্ছিষ্ট গণপতির উপাসক হেরম্বসুত আচার্যের মত গ্রহণ করিলেন দেখিয়া নবনীতগণপতি, স্বর্ণগণপতি এবং সন্তানগণপতির উপাসকগণের মধ্যে প্রধান তিন ব্যক্তি নিজ দলবল সহ আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই তিন জনের মধ্যে আবার যিনি প্রধান ছিলেন তাঁহার নাম "বীরভদ্র"। বীরভদ্র সকলের প্রতিনিধিরূপে আচার্যকে বলিলেন—"স্বামিন্! সমুদয় জগৎ গণপতি হইতে সমুদ্ভূত। মোক্ষের জন্য আমরা তাঁহারই ধ্যান করি। সকল শুভার্থীর তিনিই পূজ্য। আপনি কি করিয়া আমাদের মতে দোষারোপ করিতেছেন?"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"দেখ, তোমরা মূর্খ। শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য কিছুই জান না। এক্ষণে শুন। দেখ, পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে মহৎতত্ত্বের উৎপত্তি এবং মহৎ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। এই অহঙ্কার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক। ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপী। তন্মধ্যে গণেশ, কার্তিকেয় ও ভৈরব—ইঁহারা রুদ্রের পুত্র। নিজ নিজ অধিকার নির্বাহ করায়, ইঁহারা পূজার পাত্র। অতএব ব্রাহ্মণগণ সযত্নে মূলাধারাদিচক্রে অবস্থিত গণেশাদি দেবতার ধ্যান করিবেন। আর যদি তাহাতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে শিবাদি পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হইবে।"

আচার্যের এই কথা শুনিয়া বীরভদ্রাদি ব্রাহ্মণগণ পরমগুরু শঙ্করকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা সমস্ত চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতমতানুসারে পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ হইলেন।

এইরূপে একমাসকাল সময়ের মধ্যে শুভগণবরপুরের যাবতীয় ব্যক্তি আচার্যের শরণগ্রহণ করিল। দেশময় অদ্বৈতমতের প্রচার হইল। শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া বুঝিলেন—এ স্থানের কার্য শেষ হইয়াছে। অনন্তর তাঁহারা আচার্যকে লইয়া উত্তরদিকে কাঞ্চীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কাঞ্চীপুরে আচার্য-শঙ্কর

শুভগণবরপুর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে কাঞ্চী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তখন পল্লভবংশীয় রাজগণ রাজত্ব

করিতেছিলেন। ইঁহারা এ সময় উত্তরপশ্চিমে চালুক্যবংশীয় রাজগণের সহিত বিরোধে এতই বিব্রত হন যে, ধর্মরক্ষা বা তাঁহার প্রচারে বিশেষভাবে মনোযোগ দিবার সময় পাইতেন না। ধর্মপরিচালক ও রক্ষক কেবল শাস্ত্রসেবী ও দরিদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ। শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ থাকিলেও সকলই ভগ্নদশাগ্রস্ত। রাজশক্তির সম্যক্ সহায়তা না পাইয়া সাধারণের ধর্মভাব বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় দিন দিন মলিন হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম এ সময় ক্রমেই হীনপ্রভ হইতেছে, কেবল জৈনধর্ম যেন উন্নতিশীল। বৈদিকধর্মের মধ্যে কুমারিলের প্রযত্নে কর্মকাণ্ডই প্রসারলাভ করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও সাধারণের মধ্যে এ ভাব নাই। সাধারণ মানব দিন দিন ধর্মহীনই হইতেছে।

কর্ণাট উজ্জয়িনীর রাজা সুধন্বাসহ আচার্য শঙ্কর তিনচারি সহস্র শিষ্য লইয়া কাঞ্চী আসিতেছেন —ইহা শুনিয়া মহারাজ নন্দীবর্মন তাঁহার অভ্যর্থনায় আসিলেন। আচার্য তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া নগরের বহির্দেশে পুরাণপ্রসিদ্ধ সেই একাম্রকাননে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, রাজার আর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন না।

কাঞ্চীরাজ আচার্যের এই বিরক্তভাব দেখিয়া নিতান্ত শ্রদ্ধান্বিত হইলেন এবং আচার্যের চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন—"আপনার যখন যাহা আবশ্যক হইবে, অসংকোচে তাহা আদেশ করিবেন, তখনই তাহা অনুষ্ঠিত হইবে। আপনার এবং আপনার অনুচরবর্গের যেন কোনরূপ অসুবিধা না হয় ইহাই আমার প্রার্থনা।" আচার্য কাঞ্চীরাজের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

কাঞ্চীতে কামাক্ষীদেবীর প্রতিষ্ঠা

এখানে আসিয়া আচার্য প্রথমেই তান্ত্রিকগণের প্রাধান্য বেশ অনুভব করিলেন। তিনি তাহাদের সংস্কারকামনায় ভগবতী কামাক্ষী দেবীর এক যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং শ্রুতিসম্মত পূজার প্রবর্তন করিয়া কাঞ্চীরাজকে তদুপরি মন্দিরাদি নির্মাণের আদেশ করিলেন। তান্ত্রিকগণ পবিত্রতা-সহকারে শক্তিপূজারই প্রচার হইতেছে দেখিয়া আর আচার্যের বিরোধী হইলেন না। প্রত্যুত তাঁহারা আচার্যের অনুগামী হইলেন।

শিবকাঞ্চীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা

শিবকাঞ্চীতে ভগবান ভবানীপতি স্বকীয় পৃথিবী-মূর্তিতে লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হন এবং তদবধি অম্বরেশ লিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার মন্দিরের দুরবস্থা

এবং সেবার অব্যবস্থা দেখিয়া আচার্য ইঁহার পুনরুদ্ধারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চারিদিকে ব্রাহ্মণপল্লী প্রতিষ্ঠিত হইল। মন্দিরেরও সংস্কার হইতে লাগিল। এইরূপে অচিরে শিবকাঞ্চী একটি ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হইল।

বিষ্ণুকাঞ্চী পুনঃপ্রতিষ্ঠা

শিবকাঞ্চীর অনতিদূরে বিষ্ণুকাঞ্চী। এখানে বরদরাজ বিষ্ণু পূর্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ সময় ইঁহারও দুর্দশা যথেষ্ট। কাঞ্চীর রাজগণ পরমধার্মিক হইলেও চালুক্যবংশীয় রাজগণের সহিত বহুদিন হইতে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় এই সব দেবস্থানের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই। আচার্য এই বরদরাজেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার মন্দিরাদিসংস্কারের ব্যবস্থা করিয়া ভক্ত ব্রাহ্মণগণের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। এইরূপে ইহাও ক্রমে একটি ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হইল।

আচার্য অদ্বৈতবাদী হইয়াও উপাসনার জন্য দেবপূজার যেরূপ ব্যবস্থা এই কাঞ্চী নগরীতে করিলেন, তাহাতে উপাসক-সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে ভ্রান্তি বিদূরিত হইল। অদ্বৈতবাদী হইলে উপাসনাদি নিষ্প্রয়োজন এই ভ্রান্তির বশেই বহু লোকে অদ্বৈতমতের আদর করে না। এক্ষণে কাঞ্চীবাসীর আর সে ভ্রান্তি থাকিল না। সকলেই অদ্বৈতমতাবলম্বী হইয়াই ভগবানের ও ভগবতীর সেবায় তৎপর হইলেন। বৌদ্ধ ও জৈনগণ একরূপ নিষ্প্রভ হইল।

তাম্রপর্ণীতটবাসী দ্বৈতবাদিগণের সংস্কার

কাঞ্চী হইতে কিছু দূরে তাম্রপর্ণী নদী প্রবাহিতা। এই সময়ে তাহার তীরে বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বাস ছিল। এইবার তাঁহারাও চার্যদর্শনে আসিলেন। ইঁহারা সকলেই ভেদবাদী। এজন্য ইঁহারা আসিয়াই আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"স্বামিন্! এই লোকে দেহাদিভেদ প্রত্যক্ষ, শাস্ত্রেও বিশেষ বিশেষ কর্ম এবং বিশেষ বিশেষ উপাসনার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকপ্রাপ্তির কথা আছে, অতএব ভেদ মিথ্যা কিরূপে হয়? প্রত্যুত ভেদকে সত্যই তো বলিতে হইবে।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"হে দ্বিজগণ! আপনারা পরমতত্ত্ব না জানিয়া এইরূপ বলিতেছেন। দেখুন, শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—'যখন সকলই আত্মা হয় তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে?' ' ষ্টি করিয়া তন্মধ্যে সেই আত্মা অনুপ্রবিষ্ট হইলেন,' 'এই জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া আমি নাম ও রূপ প্রকাশ করিব' ইত্যাদি। ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদই তো সিদ্ধ হয়।

যদি বল বেদমধ্যেই আছে—'কত দেবতা?' অনন্তর এইরূপ প্রশ্নের পর উত্তর আছে 'তিনটি দেবতা', 'তিন শত দেবতা' 'তিন সহস্র দেবতা' ইত্যাদি। এইরূপে তো দেবতার বহুত্বই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও 'একই দেব, ইনিই প্রাণ' এইরূপ বলায় এবং তৎপরে 'আমি বহু হইয়া জন্মিব' এইরূপ উক্ত হওয়ায় বহুত্ব একত্বেরই অনুবর্তী ও একমাত্র আত্মাই সত্য—ইহাই সিদ্ধ হয়। অতএব আপনারা জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং দেবতাপ্রভৃতির মধ্যে পরমার্থভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা মুক্ত হউন।"

আচার্যের এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ অদ্বৈতমতের উৎকর্ষ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা সকলেই তখন অদ্বৈতমত সমাশ্রয় করিলেন। আর তাহার ফলে এই দেশে সর্বত্র অদ্বৈতমতের প্রচার হইল। এইরূপে আচার্য এক মাসকাল এই কাঞ্চীক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়া অন্ধ্র দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বেঙ্কটাচলে আচার্য শঙ্কর

কাঞ্চী হইতে অন্ধ্রদেশে যাইতে হইলে মধ্যে তিরুপতি বা বেঙ্কটাচল তীর্থ পতিত হয়। বেঙ্কটাচল সমতল ক্ষেত্র হইতে সহসা উচ্চ পার্বত্য ভূমিব উপবে অতিবিস্তৃত ভূখণ্ড। শীতল সমীরণ ও পুষ্পপাদপপ্রচুর এই ভূখণ্ড, প্রাকৃতিক শোভায় যেন অতুলনীয় বলিয়া মনে হয়। নবাগতের নিকট ইহা যেন স্বর্গরাজ্য বলিয়া ভ্রম হয়।

এখানে যে দেববিগ্রহ বিরাজমান তাহা অতি প্রাচীন। যখন যে ধর্মেব প্রাধান্য হইয়াছে, তখন তিনি সেই ধর্মের দেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সুতরাং বেঙ্কটাচলেশ কোন্ দেবতা—এই বিবাদ এতদ্দেশবাসিগণমধ্যে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

আচার্যের আগমনে বেঙ্কটাচলের অধিবাসিগণ আচার্যেব নিকট ইঁহার মীমাংসার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্যের কীর্তি-কাহিনী শুনিয়া উভয়পক্ষই আচার্যের উপর মীমাংসার ভার অর্পণ করিলেন। আচার্য এই দেবমূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া ইঁহাকে শিববিগ্রহ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। সুতরাং সকলেই বেঙ্কটাচলেশকে এখন হইতে শিবমূর্তি বলিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে বেঙ্কটাচলে শিবের পূজা প্রবর্তিত করিয়া আচার্য এখান হইতে উত্তরপশ্চিম কোণে বিদর্ভরাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিদর্ভ-রাজধানীতে আচার্য শঙ্কর

বেঙ্কটাচল হইতে আচার্য সশিষ্য বিদর্ভরাজধানীতে আসিলেন। এখানে এ সময় চালুক্যবংশের বিজয়াদিত্যের রাজত্ব। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় ইন্দ্র, নাসিকের নিকট ময়ূরখণ্ডী প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের নামতঃ অধীন থাকিয়া শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন। ইঁহার পুত্র সাহসতুঙ্গ দন্তিদুর্গ চালুক্যগণের বাদামীনগরী অধিকারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এখানে ভৈরবতন্ত্রাবলম্বী বহু দুষ্ট লোকের বাস। বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ প্রায় লুপ্ত বলিলেই হয়।

বিদর্ভরাজ অত্যন্ত ভক্তিসহকারে আচার্যের অভ্যর্থনা করিলেন এবং সশিষ্য আচার্যের সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনন্তর আচার্যের কীর্তিকলাপ এবং মতবাদ প্রভৃতি শুনিয়া তিনি নিজ রাজ্যের প্রজাবর্গের সংস্কারবাসনায় ভৈরব-তন্ত্রাবলম্বিগণের অত্যাচারের কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন।

আচার্য পদ্মপাদকে বলিলেন— "পদ্মপাদ! বিদর্ভরাজের অভিপ্রায় অবগত হইলে? এক্ষণে যথাশক্তি তোমরা ইহার প্রতিবিধান কর। এদিকে আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া ভৈরবমতাবলম্বিগণ আচার্য দর্শনে নিত্যই আসিতে আরম্ভ করিল। পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ তাহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

এইভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে আচার্য শুনিলেন—কর্ণাট দেশে উজ্জয়িনী নগর সমীপে বহু দুষ্ট কাপালিকের বাস। তথায় বেদোক্ত ধর্মের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত। সমগ্র ভারতে কাপালিক কুলের ইহারাই নেতা। ইহাদের যিনি প্রধান তিনিই কাপালিক রাজ্যের রাজা। ইহা শুনিয়া পদ্মপাদ আচার্যকে বলিলেন— "ভগবন্ ! তবে সেখানে একবার যাওয়া আবশ্যক।" আচার্যের আর তাহাতে আপত্তি কি? তিনি সদাই প্রস্তুত।

আচার্য কর্ণাট উজ্জয়িনী যাইতে উদ্যত হইয়াছেন শুনিয়া বিদর্ভরাজ আচার্যসমীপে আসিয়া বলিলেন—"ভগবন্ সেখানে যাইবেন না। তথায় যাইলে আপনাদিগের বিপদ ঘটিবে। উহা আপনাদিগের পক্ষে এক প্রকার অগম্য স্থান। সেখানকার কাপালিকগণ বেদের উপর ভীষণ ঈর্ষান্বিত। মহৎ লোকের সহিত বিবাদ করিতে তাহারা বড়ই উৎসাহান্বিত। তাহারা সে দেশের একপ্রকার রাজা। বহু সহস্র সহস্র কাপালিক সৈন্য তাহাদের রক্ষক আপনারা সেখানে যাইবেন না।"

সুধন্বারাজ সেই স্থলেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই কর্ণাট উজ্জয়িনীর রাজা, কিন্তু তিনি এ পর্যন্ত তাহাদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করেন নাই। কারণ, তাহারা

যাহাই করে, ধর্মের নাম দিয়াই করে। ধর্মের বিরুদ্ধে রাজশক্তি 'প্রয়োগ করা' রাজাদিগের স্বভাব নহে। এজন্য সুধন্বারাজের রাজ্যে তাহারা নিরাপদে বাস করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে বিদর্ভরাজের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ভগবন্! আমি যতক্ষণ রহিয়াছি ততক্ষণ আপনাদের কোনরূপ ভয়ের কারণ নেই। আমি সসৈন্যে আপনাদিগের অনুগমন করিব।"

আচার্য সুধন্বারাজের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না। ঔদাসীন্য-পূর্ণ মৌনই তাঁহার নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিল। বিদর্ভরাজ ইহা দেখিয়া কিছুই বলিলেন না। সুধন্বারাজ যেন একটু লজ্জিত হইলেন। অনন্তর আচার্য পদ্মপাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন চল, একবার সেস্থলে যাওয়া যাউক।"

কর্ণাট উজ্জয়িনীদেশে আচার্য

বিদর্ভরাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সেই দিগ্বিজয়-বাহিনী সহ কর্ণাট উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাঁহারা তীর্থদর্শনাভিপ্রায়ে আচার্যের সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাপালিকের ভয়ে আর আচার্যের অনুগমন করিলেন না। সুধন্বারাজার রাজধানী এই কর্ণাট উজ্জয়িনীর নিকটে কাপালিকগণ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া বাস করিয়া আসিতেছিল। আচার্য অন্য কোথাও না যাইয়া তাঁহাদেরই রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। যিনি স্বয়ং অভয়স্বরূপ তাঁহার আবার ভয় কি?

কাপালিকরাজ ক্রকচের উদ্ধার

কাপালিকগণের গুরু "ক্রকচ" তাঁহাদের রাজা। তিনি পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এক্ষণে আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া তিনি কতিপয় অনুচর সহ আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রকচের সর্বাঙ্গ শ্মশানের ভস্মদ্বারা পরিলিপ্ত। এক হস্তে নরকপাল এবং অপর হস্তে পরশুযুক্ত শূল, পরিধানে কৌপীন ও রক্তবর্ণ বহির্বাস—দেখিলে সহজেই ভীতির সঞ্চার হয়। অনুচরবর্গের মূর্তি ক্রকচেরই অনুরূপ—যেন সাক্ষাৎ যমকিঙ্কর!

ক্রকচের প্রকৃতি এমনই ভীষণ যে শান্তমূর্তি আচার্যকে দেখিয়া তাঁহার কোনরূপ পরিবর্তন হইল না। না হইবার কারণ আর কিছুই নয়, বোধহয় ক্রকচ নিজ সাধনায় সিদ্ধ ও নিজভাবে পূর্ণমনোরথ। তিনি সগর্বে আচার্যকে বলিলেন—"ওহে! তুমি ভস্ম ধারণ করিয়া তো ভালই করিয়াছ, কিন্তু পরম পবিত্র নরকপাল ত্যাগ করিয়া অপবিত্র মৃন্ময় খর্পর বহন করিতেছ কেন? এবং

আমাদের গুরু ভৈরবেরই বা উপাসনা কর না কেন? রুধিরাক্ত নরমুণ্ডরূপ কমল এবং মদ্যদ্বারা ভৈরব অর্চিত না হইলে এবং নিজানুরূপা কমলাক্ষী উমারূপিণী রমণীকর্তৃক আলিঙ্গিতদেহ না হইলে কি করিয়া ভৈরব সন্তুষ্ট হইবেন?"

ক্রকচের এইরূপ অশ্লীল বাক্য শুনিয়াও আচার্য নীরব ও নিশ্চল রহিলেন। তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রসন্নগম্ভীর ভাবের কোন ব্যতিক্রম হইল না। শিষ্যগণ পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সুধন্বারাজ কুপিত হইয়া নিজ অনুচরবর্গকে বলিলেন—"এই দুরাচারকে এস্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া দাও।"

ক্রকচ ইহা শুনিয়া মুখমণ্ডল ভ্রূকুটিকুটিল করিয়া ওষ্ঠাধর কম্পিত করিতে করিতে শাণিত পরশু উত্তোলনপূর্বক বলিলেন—"যদি আমি এতদ্দ্বারা তোমাদের মুণ্ডচ্ছেদ না করি, তাহা হইলে আমার নাম ক্রকচই নহে।" এমন সময় সুধন্বারাজের অনুচরবর্গ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ক্রকচ অনুচরসহ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনতিদূরে ক্রকচের বহু শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহারা ক্রকচের এই অপমানবার্তা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং কাপালিকসৈন্যকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। ইহাতে কাপালিক সৈন্য ভীষণ তর্জন গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রকচ অদূরে আসিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আচার্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্যদিকে সুধন্বারাজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

শিষ্যগণ যুদ্ধোদ্যত কাপালিক সৈন্যসহ ক্রকচকে আসিতে দেখিয়া ভীত ও ব্যাকুল হইলেন। আচার্য পূর্ববৎ নীরব ও নিশ্চল। তাঁহার কোনরূপ উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা নাই। কিন্তু শিষ্যগণের ভাব দেখিয়া সুধন্বারাজ কয়েকজন সৈন্যকে কাপালিক সৈন্যের গতিরোধ করিবার আদেশ দিলেন এবং কয়েকজন সৈন্য লইয়া অন্যদিকে কাপালিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সুধন্বারাজ স্বরাজ্যে আসিতেছেন শুনিয়া তাঁহার অমাত্যবর্গ বহু সৈন্যসহ পথিমধ্যেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, সুতরাং সুধন্বারাজের যুদ্ধায়োজন করিবার জন্য কালবিলম্ব হইল না। মুহূর্ত মধ্যে উভয় সৈন্যের মধ্যে সামান্য সংঘর্ষ হইয়া গেল। উভয়পক্ষের বহু সৈন্য হতাহতও হইল। *

---

* মতান্তরে আচার্য ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ হুঙ্কারসমুত্থিত অনল দ্বারা বহু কাপালিক সৈন্যকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন।

ক্রকচ ইহা দেখিয়া নিজ সৈন্যগণকে নিরস্ত করিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কয়েকজন মাত্র অনুচরসহ আচার্যের অভিমুখে আসিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া রাজসৈন্য আর কিছু বলিল না। ক্রকচ অবাধে আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"রে দুষ্ট ! তুমি এখনই আমার ক্ষমতা দেখ, এখনই আমি তোমাকে সমুচিত শাস্তি দিতেছি।"

এই বলিয়া ক্রকচ করতলে নৃকপাল রাখিয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ক্ষণকাল ধ্যান করিলেন। দেখিতে দেখিতে নৃকপালটি মদিরাপূর্ণ হইয়া গেল। ক্রকচ তখন অর্ধেক মদিরা পান করিয়া নৃকপালটি রাখিয়া সংহারভৈরবকে স্মরণ করিলেন। মুহূর্তমধ্যে সংহারভৈরব বিকট অট্টহাস্য করিতে করিতে আবির্ভূত হইলেন। গলায় তাঁহার নরকপাল মালা, অনলশিখার মত প্রদীপ্ত জটাভার লম্বমান, হস্তে ত্রিশূল, অঙ্গজ্যোতিঃতে চারিদিক যেমন সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ক্রকচ সংহারভৈরবকে প্রণাম করিয়া আচার্যকে দেখাইয়া বলিলেন--"ভগবন্! এই ব্যক্তি আপনার ভক্তের উপর হিংসা করিতেছে, আপনি আমাদের উপর কৃপা করিয়া ইহাকে বধ করুন।"

আচার্যও ভৈরবকে দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে স্তবশেষে প্রণাম করিয়া আমূলবৃত্তান্ত ভৈরবসমীপে নিবেদন করিলেন।

আচার্যের কথা শুনিয়া সংহারভৈরব ক্রকচকে বলিলেন—"ওহে ক্রকচ। স্বয়ং শঙ্কর দুষ্ট ব্রাহ্মণগণকে দণ্ড দিবার জন্য জগতে আগমন করিয়াছেন। তোমরা সকলে তাঁহার পূজা কর।" অনন্তর তিনি আচার্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন --"হে শঙ্কর! তুমি যাহা করিয়াছ তাহা আমারই কার্য জানিবে। কলি প্রবল হওয়ায় এই সকল ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই সকল কাপালিকগণকে ব্রাহ্মণাচারপরায়ণ কর। আমি মন্ত্রবদ্ধ হইয়া তোমাদের প্রত্যক্ষ হইলাম, ধর্মতঃ হই নাই, জানিও।"

সংহারভৈরব এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। ক্রকচপ্রমুখ কাপালিকগণ ইহা শুনিয়া ভীত হইলেন এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিতে করিতে আচার্যকে দ্বাদশবার প্রণাম করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন।*

* মতান্তরে —ভৈরব ক্রকচের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রকচকে বলেন যে, তুমি শঙ্করের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আমার নিকটেই অপরাধ করিয়াছ এবং ইহা বলিয়াই তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন।

দয়ার্দ্রহৃদয় আচার্য ইহা দেখিয়া পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্যগণকে বলিলেন— "পদ্মপাদ! তোমরা ইহাদিগের বিশুদ্ধির ব্যবস্থা কর।" আচার্যের আদেশ পাইয়া পদ্মপাদ তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা শুদ্ধ করিয়া প্রাতঃস্নান , সন্ধ্যাবন্দনা, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং পঞ্চদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত করিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে ভারতে কাপালিক প্রাধান্য অন্তর্হিত হইল। কাপালিকগণ আচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া গেল। তথাপি আচার্যপ্রণীত প্রপঞ্চসার প্রভৃতি তন্ত্রই ইহাদের প্রধান অবলম্বনীয় হইল।

উন্মত্তভৈরব নামক দুষ্টের তিরস্কার

ক্রকচের পরাভব হইবার পর আচার্য কর্ণাট দেশের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন একস্থানে উন্মত্তভৈরব নামক এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। উন্মত্তভৈরব ক্রকচের রাজ্যে বাস করিলে[illegible] একট স্বাধীনভাবেই অবস্থান করিত।

উন্মত্তভৈরব আচার্যকে দেখিয়া বলিল—"প্রভো! যদি কাপালিক মতে কোন ত্রুটি থাকে, তাহা হইলে কোথাও কোন ফলই নাই।" এই বলিয়া সে ব্যক্তি যুক্তিসহকারে নিজ ম[illegible] বলিতে লাগিল। যথা—এ মতে জাতিভেদ নাই, পাপপুণ্য নাই, গম্যাগম্য বিচার নাই, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, স্বেচ্ছামত স্ত্রীসঙ্গই পরম আনন্দ, ইহাই ভৈরবের স্বরূপ এবং দেহনাশই মোক্ষ ইত্যাদি।

ইহা শুনিয়া আচার্য তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু উত্তরে উন্মত্তভৈরব যাহা বলিল তাহাতে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। উন্মত্ত[illegible]রবের পিতা সুরাকর দীক্ষিত। তাহার মাতা সেই সুরাকরের কন্যা এবং বারবনিতা [illegible]ত্তি তাহার অবলম্বন। সুরাপান ও সুরাব্যবসায় দীক্ষিতের কার্য ছিল। দেবগণ নাকি সর্বদা তাহার সন্নিহিত থাকিতেন, ইত্যাদি। উন্মত্তভৈরব এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া আচার্যকে তাহার পূজা করিতে বলিল। ধৃষ্টতার চরম হইল!

আচার্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ ধীরভাবে এই সব কথাই শুনিলেন। অনন্তর আচার্য তাহাকে বলিলেন- "দেখ, আমি ব্রাহ্মণগণের সংস্কার সাধন করিবার জন্য আসিয়াছি, অতএব তুমি স্বস্থানে গমন কর।" আচার্যের এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ তাহাকে সেইস্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বলিলেন। [illegible] গত্যা উন্মত্তভৈরবের আর আচার্যকে শিষ্য করা হইল না। সর্পদষ্ট অঙ্গুলি যেমন ছেদন করিয়া ফেলিতে হয় তদ্রূপ অতিশয় দুর্বৃত্ত ব্যক্তিকে উপেক্ষা করাই উচিত।

জনৈক চার্বাকের পরিবর্তন

কর্ণাটদেশে এ সময় দুষ্ট মতের অভাব ছিল না। আচার্যের সহিত বিচার করিবার মানসে একদিন এক চার্বাক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ধারণা আচার্য যে মত প্রচার করিতেছেন তাহাতে জগতের মহা অনিষ্ট হইয়াই আসিতেছে। দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বীকারই যত অনর্থের মূল। এই মত আচার্য যেভাবে প্রচার করিতেছেন তাহাতে ইহা অচিরে সমাজে বদ্ধমূল হইবে এবং ইহাতে মানবসমাজেব মহা অকল্যাণ হইবে। তিনি আসিয়াই আচার্যকে মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু উত্তর শ্রবণের পূর্বেই বলিলেন—"আচ্ছা, অগ্রে আমাদের মতটি শ্রবণ করুন, পরে আপনার কথা শুনা যাইবে।" এই বলিয়া চার্বাক বলিতে লাগিল—"দেখুন! জীবের দেহই আত্মা। দেহের নাশই মোক্ষ। পুনর্জন্ম বা স্বর্গ বা নরক অথবা পরলোক বলিয়া কিছুই নাই। সুখই স্বর্গ এবং দুঃখকষ্টই নরক। আর তাহা ইহলোকেই দেখা যায়। প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অনুমান ও শব্দপ্রভৃতিকে প্রমাণ বলা যায় না ; যেহেতু তাহাতে ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। জীবের ভেদ স্বীকার করিলেও রূপবিহীন বলিয়া ঘটাকাশের মতো তাহার গমনাগমন সম্ভবপর নহে ইত্যাদি।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"দেখ, অলৌকিক বিষয়ে বেদই প্রমাণ, আর সৃষ্টির যাহা মূল তাহা সেই অলৌকিক তত্ত্বই হয়। এজন্য সৃষ্টির মূল যে অলৌকিক আত্মতত্ত্ব তদ্বিষয়ে বেদই প্রমাণ। আর আত্মা যে দেহভিন্ন তাহা অনুভবরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ। দেখ, হস্তপদাদি ছিন্ন হইলে 'আমি' পদবাচ্য আত্মা ছিন্ন বলিয়া বোধ হয় না, প্রত্যুত আমার হস্তপদাদি ছিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। তৎপরে ব্যক্তিবিশেষে সুখদুঃখের তারতম্যবশতঃ পূর্বজন্মের কর্মফল মানিতেই হয়। অগত্যা পরলোকাদিও স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যক্ষ কারণেও ভ্রমের সম্ভাবনা আছে এবং অনুমানাদির দ্বারা যে যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহা সকলেই দেখিতেছে। প্রত্যক্ষের ভ্রমসম্ভাবনাসত্ত্বেও যেমন প্রত্যক্ষহেতু 'প্রমাণ' হয়, তদ্রূপ অনুমানাদিও 'প্রমাণ' হয়। মানবজন্মের পর মানবকে যেমন ভাষাশিক্ষা করিতেই হয়, তদ্রূপ অলৌকিকতত্ত্বের অস্তিত্বপ্রভৃতিও শিক্ষা করিতেই হয়। মানব নিজে নিজে ভাষা আবিষ্কার করে নাই। এজন্য মূলে কোন সর্বজ্ঞপুরুষের নিকট সেই সব শিক্ষা করা হইয়াছে বলা হয়। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করা চলে না। কারণ না থাকিলে কার্য হয় না। হঠাৎ কখন কার্য হয় না। যে কারণবশতঃ মানবে ভাষা ও তজ্জন্য জ্ঞান আবির্ভূত হইয়াছে, মানবাবির্ভাবের পূর্বে সেই 'কারণে' ভাষা ও তজ্জাত জ্ঞান অব্যক্তভাবে ছিল। সেই কারণ—ঈশ্বর। এজন্য

ঈশ্বরে স্থিত যে উক্ত ভাষাদি তাহারই কিয়দংশ বেদ। ইহার প্রামাণ্য অবশ্যস্বীকার্য।

"দেখ, এই বেদে আছে—'দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মা ভিন্ন। পরমাত্মা চিরমুক্ত, তাঁহাকে জানিলেই মুক্তি হয়। জ্ঞানাগ্নিদ্বারা যাহার কর্ম দগ্ধ হয় তাহারই ব্রহ্মলাভ হয়। দেহ নষ্ট হইলেও লিঙ্গদেহ থাকে, তাহারই পরলোকগতি হয়। শ্রাদ্ধ এবং গয়াতে পিণ্ডদান করিলে জীবের প্রেতত্বপরিহার হয়, ইত্যাদি।' যাহা হউক দেখিতেছি, তুমি অতি মূঢ়। যদি কল্যাণ কামনা কর তবে এই মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ কর এবং মৌন হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর।"

আচার্যের তিরস্কারেও যেন কি মাধুর্য থাকিত। চার্বাক আচার্যের এই সব কথা শুনিয়া স্বীয় বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া আচার্যের চরণযুগলে পতিত হইল এবং তাঁহার শরণ গ্রহণ করিল। অতঃপর এই চার্বাক আচার্যের পুস্তকের ভার বহন করিতে ইচ্ছা করিল এবং আচার্যের সঙ্গে আচার্যের পুস্তক বহন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল। ঔষধ তিক্ত হইলেও তাহাতে উপকার পাইলে আরোগ্যকামী তাহা ত্যাগ করে না।

জনৈক সৌগতের মতপরিবর্তন

চার্বাকের মতপরিবর্তন হইয়াছে শুনিয়া এক স্থূলকায় বৌদ্ধের ইচ্ছা হইল—তিনি আচার্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বৌদ্ধটি আসিয়া আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিল— "মহাশয়! আমার বিশ্বাস—এই সব লোক মূঢ়তাবশতঃ সর্বদা কর্মের অনুশীলন করে। ভৌতিক শরীরের স্নানাদির দ্বারা কিছুতেই শুদ্ধি হইতে পারে না। জীব সর্বদা নির্মল। দেহপতনের পর জীব বিমুক্ত হয়। জীব ঋণবশতঃ পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ইহা মূর্খগণের জল্পনা ও কল্পনা। জীবের অদৃষ্টবশেই ধনাদি লাভ হয়। ইহাও মূর্খের কথা। এই কারণে ঋণ করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিবে এবং দেহের পুষ্টি সাধন করিবে। যে ব্যক্তি সকল প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করে সেই সুখী হয়, সেই মুক্ত।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"দেখ, শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই পরলোকাদির কথা আছে। যে ব্যক্তি ঋণ করে তাহার পুনর্জন্ম নিশ্চিত, তুমি অজ্ঞান ও পাপবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সাধুগণসেবিত পথ অবলম্বন কর।"

সৌগত বলিল— "দেখুন, পূর্বকালে 'সুগত' নামে কোন এক মুনি সমুদয় পৃথিবী পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণিগণের উপাসনা করাই কর্তব্য বলিয়া স্থির করেন, এজন্য অহিংসাই পরমধর্ম বলিয়া তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই ভাগ্যপরিবর্তন হয়, ইহাতেই জীব মুক্ত হয়। আমরা তাঁহার চরণযুগল

ধ্যান করি এবং সর্বজীবে দয়া করিয়া থাকি। ইহাই সকল ধর্মের সার, ইহাই আমাদের মত।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"দেখ, বেদোক্ত আচার অবলম্বন করাই পরম ধর্ম, বেদোক্ত আচারবিহীন ব্যক্তিমাত্রই পাষণ্ড। যাহারা বেদ নিন্দা করে, যাহারা বেদবিবর্জিত, তাহারা ব্রহ্মবীর্যে উৎপন্ন হইলেও অন্তিমে নরকে গমন করে। বেদেতে অগ্নিষ্টোমাদি যাগবিশেষে পশুহিংসার কথা আছে। তাহার ফলে জীবের স্বর্গ হয়। অতএব সর্বত্রই পশুহিংসা অধর্ম কিরূপে বলা যাইতে পারে? অধর্মেই নরক, আর ধর্মেই স্বর্গ হয়। অতএব তুমি যথাধিকার বেদোক্ত আচার অবলম্বন কর, তাহাতেই তুমি মুক্ত হইতে পারিবে।"

আচার্যের এইরূপ সুমিষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিয়া সৌগত অহঙ্কার বিসর্জন করিল এবং আচার্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিল। অনন্তর এই সৌগত, আচার্য এবং তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণের এতই ভক্ত হইল যে সে তাঁহাদের পাদুকাবহন এবং প্রসাদভক্ষণ করিয়া শরীরধারণ করিতে লাগিল।

জনৈক ক্ষপণকের মতপরিবর্তন

ইঁহার পর একদিন "সময়" নামক একজন কৌপীনমাত্রধারী ক্ষপণক আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার একহস্তে একটি গোলাকার যন্ত্র এবং অপর হস্তে একটি তুরী যন্ত্র। ক্ষপণক আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আমার মত শ্রবণ করুন। আমি পূর্ণ, আমার নাম 'সময়'। আমি এই দুইটি যন্ত্রের দ্বারা কালপ্রবর্তক সূর্যদেবকে আবদ্ধ করিয়া ত্রৈলোক্যের শুভাশুভ সকলই বলিতে পারি। আমার মতে কালই পরম দেবতা। আমার এই মত পরমেশ্বরও অন্যথা করিতে পারেন না।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"তুমি যে কালের কথা বলিলে তাহা আমিও জানি। এক্ষণে তুমি আমাদের নিকটে কিছুদিন অবস্থান কর, পরে সময় আসিলে তোমার কথা পরীক্ষা করা যাইবে।" ক্ষপণক ইহা শুনিয়া আচার্য-সমীপেই অবস্থান করিলে লাগিলেন।

জনৈক জৈনের শিষ্যত্বগ্রহণ

একদিন একজন কৌপীনধারী জৈন কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে আচার্যের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহার সর্বাঙ্গ মলদ্বারা পরিলিপ্ত। মুখে 'অর্হন্ নমঃ' এই মন্ত্র সর্বদা উচ্চারণ করিতেছেন। শরীরে অন্য কোন চিহ্নাদি নাই,

কেবল ললাটে বিন্দু ও পুণ্ড্র দেখা যাইতেছিল। তাহার আকৃতি এমনই ভয়াবহ যে, দেখিলে সাক্ষাৎ পিশাচ বলিয়া বোধ হয়। ইনি আসিয়াই আচার্যকে বলিলেন—"দেখুন, জিনদেবই সকলের মুক্তিদাতা। তিনি সকলের হৃদয়ে জীবাত্মা সহ অবস্থিত। জ্ঞানেই জীবের মুক্তি হয়। দেহের পতনে জীব নির্মলভাবে বিদ্যমান থাকে। মলপিণ্ড দেহ স্নানাদির দ্বারা কদাচ শুদ্ধ হইতে পারে না। এ কারণ বৃথা স্নানাদিকার্য কদাচ কর্তব্য নহে।"

জৈনের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"ওহে নির্বোধ! তুমি এ কথা বলিতে পার না। জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ তিনটি দেহ আছে। এই তিনটি শরীরের মধ্যে স্থূলদেহ সূক্ষ্মশরীরে এবং সূক্ষ্মশরীর কারণশরীরে বিলীন হয়। এই কারণশরীর আবার সচ্চিদানন্দে লয় পায়। এই কারণশরীরই অবিদ্যা। 'আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন' এই বুদ্ধিই এই অবিদ্যা। জীব এই অবিদ্যাতেই আবদ্ধ হয়। এইজন্য জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞানে এই অবিদ্যার নাশ হয় এবং অবিদ্যার নাশে মোক্ষ হয়। এই মোক্ষ দেহপাতমাত্র হইলে কিরূপে হইবে?"

জৈনটি আচার্যের এই কথা শুনিয়া নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং নিজ শিষ্যগণসহ নিজ বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া আচার্যের শিষ্য হইলেন। অতঃপর পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণ এই জৈন শিষ্যটিকে সন্ন্যাসিগণের জন্য ধান্যকর্ষণাদি কার্যে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাতে সে ব্যক্তি ক্রমশঃ বণিক হইয়া উঠিলেন।

জনৈক বৌদ্ধের মতপরিবর্তন

এই ঘটনার পর একদিন "শবল" নামে একজন বৌদ্ধ আচার্যসমীপে আসিয়া বলিলেন—"যতিবর! আপনার যাবতীয় জ্ঞান বৃথা হইয়াছে। মনুষ্যে শৃঙ্গ যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ অসম্ভব। আপনি সর্বজ্ঞ হইয়া কি কারণে ইহাতে প্রবৃত্ত হইতেছেন? প্রত্যক্ষ দৃষ্টফল পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত অদৃষ্টফলের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন? ইহাতে আপনি দৃষ্টদ্রোহী হইতেছেন না কি? যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা শূন্য, তদ্বিষয়ক ফলকামনা বৃথা। আপনার মত নির্জীব বলিয়া বিফল। কিন্তু আমার মতে আত্মা একই ও তাহা চেতন। তিনি অনেক হইয়া হৃদয়প্রভৃতি প্রেরক। তিনি নিত্যমুক্ত, দ্বৈতশূন্য এবং সুখস্বরূপ। এই আত্মা 'আমি কর্তা, ভোক্তা ও পরমানন্দরূপ' মনে করিয়া—যাবৎ স্বীয় অভীষ্ট বর্তমান থাকে, তাবৎ—এই দেহে ক্রীড়া করে, পশ্চাৎ দেহত্যাগ করিয়া মুক্ত হয়।"

বৌদ্ধের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"দেখুন, জীব শাস্ত্রবিহিত কর্ম ও উপাসনার দ্বারা মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোকপ্রভৃতি নানালোকে গমন

করে, ইহা শাস্ত্রে নানারূপে কথিত হইয়াছে ; সুতরাং পরলোক অবশ্যস্বীকার্য এবং দেহক্ষয় হইলেই মুক্তি হয় না। ' যে ব্যক্তি সর্বভূতে আত্মদর্শন করে এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করে, সেইব্যক্তি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ইহার অন্যথা হয় না।' —এইরূপ বেদ বচনদ্বারা জ্ঞানব্যতীত মোক্ষ হয় না ইহা সিদ্ধ হয়। এজন্য পরমাত্মাকে জানিলেই মুক্তি হয়। কল্পিত জীবভাব ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দরূপে সর্বদা অবস্থিতির নাম মুক্তি। অতএব আপনি মূঢ়তা ত্যাগ করিয়া স্বস্থ হউন।"

আচার্যের বাক্যে বৌদ্ধের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি সশিষ্য আচার্যকে প্রণাম করিয়া আচার্যের শিষ্যত্ব প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর ইঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ বন্দী, কেহ মাগধ, কেহ বা সূতের কার্য করিতে লাগিল। সকলেই আচার্যের স্তুতিপাঠক হইয়া আচার্যসমীপে অবস্থান করিতে লাগিল। যাহার যেমন অধিকার আচার্যের শিষ্য হইয়া সে ব্যক্তি সেইরূপ কর্মই নির্বাচন করিয়া লইল।

এইভাবে ধীরে ধীরে আচার্য কর্ণাট দেশের নানাস্থান ভ্রমণ করিলেন এবং সর্বত্র অদ্বৈতবাদের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিলেন।

ইতঃপূর্বে আচার্য কাঞ্চীনগরীতে যখন অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন অন্ধ্রদেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত আচার্যকে তাঁহাদের দেশে লইয়া যাইবার জন্য আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা আবার আচার্যকে অন্ধ্রদেশে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

অন্ধ্রদেশ এক্ষণে পূর্বচালুক্যগণের অধীন। রাজমহেন্দ্রীর নিকট বেঙ্গী ইহার রাজধানী। শকীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কীর্তিবর্মণ প্রথমের পুত্র কুব্জবিষ্ণুবর্ধন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহারই বংশধর জয়সিংহ দ্বিতীয় এখন রাজা। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের অনুরোধে আচার্য কর্ণাটদেশ হইতে পুনর্বার উত্তরপূর্বদিকে যাত্রা করিলেন।

মল্লপুরে কুক্কুরসেবক ব্রাহ্মণগণের সংস্কার

কর্ণাটদেশ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সশিষ্য অন্ধ্রদেশাভিমুখে যাইতে যাইতে মল্লপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। আচার্যের আগমনে এই সকল ব্রাহ্মণগণ আচার্যদর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আচার্য ইহাদের বেশভূষা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইবার কারণের বাস্তবিক কোন অভাবই ছিল না। কারণ, বহুদিন ভারতে একচ্ছত্র নৃপতির

অভাবে ভারতের নানাদেশে নানারূপ আচার ব্যবহার এবং বিবিধ ধর্ম্মমতের উৎপত্তি হইয়াছে। সকলেই স্বস্বপ্রধান, সুতরাং এই ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহার যে আচার্য্যের বিস্ময়ের হেতু হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

আচার্য ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন—"আপনাদের ঐহিক কার্যকলাপ কিরূপ?"

ব্রাহ্মণগণ আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আমরা মল্লারি ভগবানের উপাসক। পরমেশ্বর মল্লাসুরকে বধ করিয়া জগতে 'মল্লারি' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আমরা প্রতিদিন তাঁহার মূর্তির পূজা করিয়া থাকি এবং ভক্তিপূর্বক তাঁহার বাহন কুক্কুরেরও সেবা করিয়া থাকি। এজন্য আমরা কুক্কুরের বেশধারণ করি, কুক্কুরের ভাষার অনুকরণ করি, অধিক কি তাহাদের মত গলায় কপর্দকও ধারণ করিয়া থাকি। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে নৃত্য বাদ্য ও গীতদ্বারা প্রভু মল্লারিকে আমরা প্রসন্ন করি। কারণ সকল বস্তুই তাঁহার কটাক্ষপ্রসূত। এই দৃশ্যমান বস্তুনিচয় তাঁহার গর্ভগত এই বলিয়া আমরা সর্বদা তাঁহার ধ্যান করি এবং সুখবাসনা বা অন্য কোন চিন্তাই করি না। এরূপ করিবার কারণ, বেদে তাঁহার এবং তাঁহার বাহনের সর্বময়ত্ব কথিত হইয়াছে। এজন্য ইহার নাম পরমতত্ত্ব। দেখুন, বেদে আছে 'শ্বভো নঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ'। অতএব আপনারা সকলে আমাদের এই আচার গ্রহণ করুন।

মল্লারি সেবক ব্রাহ্মণগণের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন— দেখুন, বেদমধ্যে এক অদ্বিতীয় সর্বসাক্ষী সদবস্তু হইতে এই জগতের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। তিনিই পরেশ, তিনিই নিজ মায়ার দ্বারা সর্বজগৎ [illegible] রুদ্র বিরিঞ্চিপ্রভৃতি দেবগণ তাঁহারই গর্ভগত।' এইরূপে আচার্য তাঁহাদিগকে অদ্বৈত ব্রহ্মাবস্থার স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন — দেখুন, যাহাকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণদিগের মুক্তিকাস্নান করিতে হয়, তাহার বেশ ও চিহ্নাদিধারণে যে বন্ধ হয় তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? আপনারা এইরূপে বংশানুক্রমে কুক্কুরের বেশভূষাদি ধারণ করিয়া, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাদি পরিত্যাগ করিয়া এবং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে নৃত্যাদিতে আসক্ত থাকিয়া আপনারা ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়াছেন। 'আপনাদিগকে দেখিলে সূর্যদর্শন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ও মৌন থাকিতে হয়' এইরূপই শাস্ত্রে কথিত আছে।

আচার্যের এই কথা শুনিয়া মল্লারি সেবকগণ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় আচার্যের চরণে পতিত হইলেন। দয়ার্দ্রহৃদয় শঙ্কর তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া পদ্মপাদকে

লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"দেখ, পদ্মপাদ! ইহাদিগকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ব্রাহ্মণ্যপথের পথিক কর।"

গুরু-আজ্ঞা পাইয়া পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ তাঁহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া নদীতে অযুত স্নান করাইলেন। পরে মৃত্তিকার দ্বারা পরিলিপ্ত করাইয়া শতবার স্নান করাইলেন এবং তৎপরে যোগ্য প্রায়শ্চিত্তদ্বারা শুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে শৌচ ও স্নানাদি ব্রাহ্মণের কর্তব্য কর্ম শিক্ষা দিলেন। ইহাতে সেই দেশের ব্রাহ্মণগণ ক্রমে পঞ্চদেবতার পূজা, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং শাস্ত্রাধ্যয়নপরায়ণ হইলেন। আচার্যের কৃপায় আজ বহুপুরুষ ধরিয়া পতিত ব্রাহ্মণগণ পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়া পাইলেন। এইরূপে তিন সপ্তাহকাল সশিষ্য আচার্য এইস্থানে থাকিয়া এদেশে পুনরায় বৈদিক ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

মরুন্ধনগরে বিম্বক্সেন-উপাসকগণের সংস্কার

মল্লপুর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সশিষ্য পশ্চিমপথে মরুন্ধনগরে আসিলেন। নবাগত বহুশিষ্য ঢক্কাদি বাদ্যসহকারে আচার্যের বন্দনা কবিয়া নিজ নিজ গুরুভক্তির আবেগ শান্ত কবিতে লাগিলেন।

এই নগবে বিম্বক্সেনের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। বিম্বক্সেন বৈকুণ্ঠে নারায়ণের সেনাপতি এবং পরম ভক্ত। মন্দিরের পুরোদ্বারটি অতি বমণীয়। আচার্য তাহাব পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পান্থশালা ও নানাবিধ গৃহাদি নির্মাণ কবাইয়া কুশাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া "মনোম্মনি" নামক যোগাবলম্বনে কালাতিপাত কবিতে লাগিলেন।

এই নগরীতে বহু বিম্বক্সেনভক্ত বাস করিতেন। ইঁহাদের সকলেবই প্রায় বাহুতে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন বিরাজমান। ইঁহারা আচার্যের পরিচয় পাইয়া একদিন আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আচার্যকে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে করিতে বলিলেন—"প্রভো! আমাদের মত শ্রবণ করুন। আমাদের এই মত অতি সুন্দর। বিম্বক্সেন আমাদের দেবতা, তিনি অতি পুণ্যপ্রদ। আমরা তাঁহার ভক্ত বলিয়া আমাদের যমভয়ও নাই। দেহান্তে তাঁহার সৈন্যগণ আসিয়া আমাদিগকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবেন।"

বিম্বক্সেনের উপাসকগণের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"আপনারা এরূপ কথা বলিতে পারেন না। বিম্বক্সেন নারায়ণের একজন ভক্ত। বৈকুণ্ঠে এইরূপ ভক্ত অনেক আছেন। যদি কেবলই ভক্তের পূজা করা হয়, তাহা হইলে

কিরূপে ভগবানের উপাসনা হইবে? যাঁহারা বৈকুণ্ঠে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। যদি সাক্ষাৎভাবে মুক্তি-কামনা থাকে, তাহা হইলে গুরু ও শাস্ত্রোপদেশানুসারে সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত নিজ আত্মার অভেদ ধ্যান করা আবশ্যক।"

বিষ্বক্‌সেন ভক্তগণ আচার্যের এই কথা শুনিয়া পরম শ্রদ্ধান্বিত হইলেন এবং চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া স্মৃত্যাদি-শাস্ত্রবিহিত কর্মে অনুরক্ত হইলেন।

কামদেবভক্তের মত পরিবর্তন

একদিন "ক্রৌঞ্চবিৎ" প্রমুখ কতকগুলি কামদেব ভক্ত আচার্যদর্শনে আসিলেন। ইঁহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আমাদের মত শ্রবণ করুন। দেখুন—কামদেবই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, তিনিই স্বর্গাদির কর্তা। সকল লোককেই তিনি বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব যাঁহারা সর্বার্থ কামনা করেন, তাঁহারা সর্বপূজ্য পরমাত্মার স্বরূপ সেই কামদেবের উপাসনা করিবেন। কামই পূর্ণসুখস্বরূপ। আর সেই কামস্বরূপ পূর্ণসুখের লাভই মোক্ষ। অতএব আপনারা যদি মন্মথোৎসবে পঞ্চশরের চিহ্ন ধারণ করিয়া যত্নপূর্বক সেই অনন্তসুখে যুক্ত হন, তাহা হইলে মুক্ত হইবেন।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"আপনারা এরূপ কথা বলিবেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা। সূর্যের পুত্রের যেমন প্রভা নাই, তদ্রূপ বিষ্ণুর পুত্র অনঙ্গও পালক নহেন। 'মুমুক্ষুগণ স্ত্রীগণসঙ্গ অথবা স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ দূরে ত্যাগ করিবেন'—ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। অতএব আপনাদিগের মত ভাল নহে। আর কামদেব যে মোক্ষদান করিবেন বলিতেছেন, তাঁহার সে শক্তি কোথায়? বরং প্রদ্যুম্নই জগতের সৃষ্টিকর্তা ইহাই শুনা যায়।"

'ক্রৌঞ্চবিৎ' প্রভৃতি কামদেবভক্তগণ ইহা শুনিয়া আচার্যের শরণ গ্রহণ করিলেন এবং পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চযজ্ঞপরায়ণ হইলেন।

পুরীধামে জগন্নাথদেবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

মকুন্দ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য অন্ধ্রদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে কতিপয় কলিঙ্গদেশবাসীর অনুরোধে ক্রমে ক্রমে পুরীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময় কিছুদিন ধরিয়া কেশরীবংশীয় রাজগণ পুরীধামে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইঁহারা কখন মগধের অধীনতা স্বীকার করিয়া, কখন বা পূর্বচালুক্যগণের অধীনতা স্বীকার করিয়া এক প্রকার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াই

আসিতেছিলেন। তাঁহাদের যত্নে দেশে বৈদিক ধর্মের, শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিলেও ধর্মরহস্যপ্রচার সম্বন্ধে তাঁহারা কোন সহায়তা করিতে পারেন নাই।

এখানে আসিয়া আচার্য দেখিলেন—পূর্ববর্তী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেশবাসিগণের মনে বিশেষভাবেই প্রবেশ করিয়াছে। আচার্য সশিষ্য জগন্নাথদেবের মন্দিরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সেই বিশাল দিগ্বিজয়বাহিনী সমুদ্রতীরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ সমাগত ব্যক্তিগণকে ধর্মোপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আচার্য দেখিলেন—মন্দিরে পূজাদি হয় বটে, কিন্তু কোন বিগ্রহ নাই। ক্রমে শুনিলেন—পূর্বে কোন সময়ে বিধর্মিগণের লুণ্ঠনভয়ে পূজকগণ চিল্কা হ্রদের তীরে একস্থানে জগন্নাথদেবের রত্নপেটিকা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কালক্রমে প্রকৃতস্থান বিস্মৃত হওয়ায় তাহার আর পুনরুদ্ধার হয় নাই। এজন্য বহু চেষ্টা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সকলই বিফল হইয়াছে। আর সেই কারণে চিরপ্রচলিত দারুময় বিগ্রহেরও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। শালগ্রাম শিলা প্রভৃতিতেই ভগবানের পূজা হইয়া থাকে। আচার্য স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া জগন্নাথদেবকে মনে মনে পূজা করিয়া নিজভাবে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় পুরীবাসী কতিপয় ব্যক্তি আচার্যের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইঁহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"ভগবন্! আপনার কীর্তিকলাপের কথা যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে মহাভাগ্যক্রমে আমরা আপনার দর্শন পাইলাম, এক্ষণে যদি আপনি যোগবলে জগন্নাথদেবের রত্নপেটিকা কোথায় আছে, আমাদিগকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার পূজা করিয়া ধন্য হই।"

আচার্য ইঁহাদিগের সাধু সঙ্কল্প শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"আপনাদিগের যখন এরূপ সঙ্কল্প হইয়াছে, তখন ভগবদিচ্ছায় তাহা পূর্ণই হইবে।" এই বলিয়া আচার্য ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্নভাবে থাকিয়া "হে জগন্নাথ স্বামি! আমার নয়ন পথগামী হউন" এইরূপ অর্থযুক্ত একটি মনোমুগ্ধকর স্তোত্র রচনা করিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার দর্শনপ্রার্থনা করিলেন।

অবিলম্বে আচার্যের মানসপটে চিল্কা হ্রদের তীরবর্তী সেই রত্নপেটিকার বিস্মৃত স্থানটি প্রতিফলিত হইল। আচার্য তাঁহাদিগকে বলিলেন—"দেখুন, আপনারা যে হ্রদের কথা বলিতেছেন, তাহার তীরে যেখানে একটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিবেন, তাহারই তলে মৃত্তিকামধ্যে সেই রত্নপেটিকা আছে, খনন করিলেই পাইবেন।"

আচার্যের বাক্য শুনিয়া রাজপুরুষগণ-সমভিব্যাহারে বহুলোক সেইদিনই চিল্কা হ্রদাভিমুখে প্রস্থিত হইল। তাহারা তথায় যাইয়া তীরবর্তী বৃহত্তম বটবৃক্ষ নির্ণয় করিয়া কিয়দ্দূর খনন করিবার পরই রত্নপেটিকা লাভ করিল। পুরীবাসিগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না, তাঁহারা মহাসমারোহে সেই রত্নপেটিকা লইয়া আচার্যসমীপে আসিল। অনন্তর যথারীতি শুভদিনে জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। পুরীবাসিগণ জগন্নাথদেবের পূজা করিয়া ধন্য হইলেন। এ প্রদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এখনও যথেষ্ট ছিল, এই ঘটনার পর সে প্রভাব একপ্রকার বিলুপ্ত হইল। অনন্তর আচার্য পুরীবাসিগণের মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধান্তসম্মত পঞ্চদেবতার পূজা এবং পঞ্চমহাযজ্ঞের প্রবর্তন করিয়া মগধ রাজ্যের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

মগধপুরে কুবের-উপাসকগণের সংস্কার

পুরীধাম পবিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত উত্তর পশ্চিমাভিমুখে পথ চলিতে চলিতে সশিষ্য আচার্য পরমরমণীয় মগধ দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশাল মগধরাজ্যের ইহা সুদূর দক্ষিণ প্রান্ত। পূর্বে ইহা 'দক্ষিণ কোশল' নামে অভিহিত হইত। হৈহয়বংশীয় রাজগণও এইস্থানে একদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এখানে বহু কুবের-উপাসকের বাস। আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া "কুবের" নামক একজন প্রধান ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া নবরত্নখচিত সুবর্ণপদকধারী কয়েকজন কুবের-উপাসক আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আচার্য তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কুবের বলিলেন "প্রভো! কুবেরদেব সর্ববিধ ধনের অধিপতি, সুতরাং সকল লোকের তিনিই স্বামী। আমরা তাঁহার ভক্ত। এজন্য আমাদের দারিদ্র্য-দুঃখ হইবে না। আর সেই কারণে আমাদের ব্রহ্মরূপ পূর্ণানন্দ বিদ্যমান। দেখুন, সংসারের সকল কর্ম অর্থমূলক। আমাদেব প্রভুই সেই অর্থদ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণকে পালন করেন। মোক্ষার্থী সকলেরই এই কুবেরদেবের পূজা করা আবশ্যক। যাহারা অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারা মূঢ়মতি সন্দেহ নাই।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"আপনাদের বাক্যে কোন প্রমাণ নাই। কুবের অর্থের প্রধান স্বামী হইলেও অর্থদ্বারা কেহই তৃপ্ত নহে। যে ব্যক্তি লোভী তাহার তৃপ্তি কোথায় এবং তাহার ধর্মলাভের সম্ভাবনাই বা কি? সুতরাং কুবেরের উপাসনা করিলে যে মোক্ষ হইবে, তাহা বহু দূরের কথা। অর্থ অনর্থেরই রূপ, এজন্য তাহা ত্যাগ করাই উচিত। যে বস্তু পাইলে আর তাহার বিয়োগ হয়

না, মোক্ষার্থী সাধুগণ তাহারই সেবা করিবেন। ধনের জন্য কুবেরকেই বা সেবা করিতে হইবে কেন? পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকিলেই লোকে ধনাঢ্য হয়। দেখ, পূর্বজন্মের সুকৃতি-বলে ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভ; বিষ্ণু—লক্ষ্মীপতি, শিব— হিরণ্যবীর্য হয়েন এবং ইন্দ্র— সুবর্ণাচলস্থিত হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ কুবেরের ধনে জীবিত থাকেন—এ বলা কথা অতিশয় সাহসমাত্র। অতএব মহৎ লোকের নিন্দাবাক্য আর উচ্চারণ করিবেন না। আপনারা চিহ্নসকল পরিত্যাগ করিয়া স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে থাকুন—সর্বদা অদ্বৈতবিদ্যার অনুশীলন এবং পঞ্চ দেবতার পূজাপরায়ণ হউন।"

আচার্যের এইরূপ সুমিষ্ট বাক্য তাঁহাদের মর্মস্পর্শ করিল; অনন্তর তাঁহারা আচার্যের শরণ গ্রহণ করিয়া পঞ্চদেবতার পূজাপ্রভৃতি সৎকর্মানুষ্ঠানে রত হইলেন।

ইন্দ্রোপাসকগণের সংস্কার

এই ঘটনার পর একদিন কয়েকজন ইন্দ্রোপাসক আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আমরা ইন্দ্রের উপাসক। কারণ ইন্দ্রই সকলের ঈশ্বর ও সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা। দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব, প্রভৃতি সকলে তাঁহারই উপাসনা করে। ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর। বেদে ইঁহারই স্তুতি করা হইয়াছে। বামনদেব ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহারই গৃহে সমুদয় রত্ন ও অমৃত বিদ্যমান। ইনি যতিগণের শিক্ষক। ইনিই ক্ষুদ্র প্রাণিদিগের উদ্দেশ্যে স্বার্থহীন যতিগণকে দান করেন; ইনি সকলের আত্মা, ইনি নির্বিশেষ, পরমাত্মা ও সর্বাতীত। শ্রেয়স্কামী ও মোক্ষার্থিগণের ইঁহারই সেবা করা উচিত।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"না, আপনারা এরূপ কথা বলিবেন না। 'ব্রহ্ম' শব্দের ন্যায় 'ইন্দ্র' শব্দ নহে। 'ইন্দ্র' শব্দ যখন পূর্ণৈশ্বর্য সচ্চিদানন্দকে বুঝায়, তখন আর বজ্রহস্ত ইন্দ্রকে বুঝায় না। 'সদেব' ইত্যাদি বেদবাক্যে পরব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলা হইয়াছে। তাহা হইতেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির উৎপত্তি। সেই ব্রহ্মা হইতে ইন্দ্র ও বহ্নি প্রভৃতি দেবগণের জন্ম হইয়াছে। ইন্দ্র জগৎকারণ হইলে লোকপালগণও জগৎকারণ কেন হইবেন না? ব্রহ্মার একদিন—সহস্র যুগ। ইন্দ্র পরমেশ্বর হইলে তিনি সেই ব্রহ্মার একদিনের চতুর্দশ ভাগপর্যন্ত কি করিয়া জীবিত থাকেন? এজন্য সর্বলয়ে সচ্চিদানন্দই থাকেন যিনি, বেদ তাঁহাকেই প্রতিপাদন করে। তিনিই জগৎকারণ। ভদ্রহরি (ভর্তৃহরি)* প্রভৃতি পণ্ডিতগণও

* এই ভদ্রহরি সম্ভবতঃ ভর্তৃহরি বা ভর্তৃপ্রপঞ্চ। ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় হরিকারিকা এখনও পাওয়া যায়।

বেদরূপ প্রমাণসাহায্যে সেই শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মেরই নিরূপণ করিয়াছেন। আপনারা সেই শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনা করুন, তাহাতেই মোক্ষলাভ হইবে।" আচার্যের এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রোপাসকগণ নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা অতঃপর সকলেই আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা এবং পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

যমপ্রস্থপুরে যমোপাসকগণের সংস্কার

মাগধপুর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য শিষ্যগণসঙ্গে ক্রমে ক্রমে 'যমপ্রস্থপুর' নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে বহু যমের উপাসক বাস করিতেন। আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া "কিঙ্কর" প্রমুখ কয়েকজন যমোপাসক আচার্যের নিকটে আগমন করিলেন।

ইঁহাদের বাহুতে মহিষ এবং তপ্তলৌহের চিহ্ন, সর্বদাই নৃত্য করিতে উদ্যত। "কিঙ্কর" আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন —"যতিবর! আমরা যমের উপাসক আমাদের মতে যমই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্তা। যাঁহারা যমের উপাসনা করেন তাঁহাদের মুক্তি সুনিশ্চিত। 'যমায় সোমম্' ইত্যাদি বেদবাক্যে যমকেই যজ্ঞভোক্তা বলা হইয়াছে। অতএব যমই পরম ব্রহ্ম। যমের শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই মূর্তি আছে। যাহা শুক্ল তাহাই পরম ব্রহ্ম। 'যৎ শুক্লং তৎ পরং ব্রহ্ম' এইরূপ শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। ইনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। ইহা হইতে মহত্ত্বপ্রভৃতি ঐশ্বর্যসহ রুদ্রদেবতার উৎপন্ন হন। এই রুদ্র হইতে বিষ্ণুনামক কৃষ্ণবর্ণ যম উৎপন্ন হন। ইঁহার নাভিসরোজ হইতে রক্তবর্ণ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। আর সেই ব্রহ্মা হইতে অষ্টদিক্‌পাল সূর্যাদিগ্রহ সমুদয় ও চরাচর জগৎ উৎপন্ন হয়। এই যমই লোকশিক্ষার্থ স্বগুহ মহিষারূঢ় হইয়া দক্ষিণদিগের অধিপতি হন। ভস্মের দ্বারা যেমন অঙ্গারের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ এই যমই ইন্দ্রাদিদেবতামধ্যে পরিলক্ষিত হন। এই যমই সত্যস্বরূপ, শুদ্ধবুদ্ধনিত্যমুক্তস্বভাব, ইনিই সকল পদার্থের কারণ। ইঁহার অংশই সগুণ। কেহ কখন নির্গুণের উপাসনা করিতে পারে না। এই কারণে আমরা সর্বদা কৃষ্ণবর্ণ যমের উপাসনা করিয়া থাকি। এই সগুণ যমের উপাসনা করিলে মূল অজ্ঞান

আচার্য উপনিষদভাষ্যোক্ত তত্ত্বপ্রসঙ্গকে ঔপনিষদ সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়াছেন। বৌদ্ধগণও ভর্তৃহরিকে মহাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। চীন পরিব্রাজক ইৎসিং ৬৯১, ২ খ্রীস্টাব্দে ভারতভ্রমণ-গ্রন্থ লেখেন। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার ৪০ বৎসর পূর্বে ভর্তৃহরি দেহত্যাগ করেন, কুমারিল ভর্তৃহরির বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কুমারিল শঙ্করের যৌবনে বৃদ্ধ। শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বর, শৃঙ্গেরী মঠের গুরুতালিকানুসারে, ৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। এই সব কারণে শঙ্করকে ৬৮৬ ৭২০ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত করা হয়। তৎপূর্বে বা ৭৮৮ হইতে ৮২০ খ্রীস্টাব্দে স্থাপন করা যায় না।

নষ্ট হয়। অজ্ঞান নষ্ট হইলে 'যমই সর্বময়' এই জ্ঞান হয়। অনন্তর শুক্লবর্ণ যমের রূপাতীত আকৃতি যে মোক্ষ তাহাই লব্ধ হয়। আপনারা সকলেই মোক্ষার্থী, অতএব অনন্যমনে এই যমের উপাসনা করুন—মুক্তি লাভ করিবেন।"

যমোপাসকের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"আপনারা এরূপ শ্রুতিবিরুদ্ধ কথা কখন বলিবেন না। আপনারা কঠোপনিষদের কথা স্মরণ করুন। তাহাতে দেখিবেন—যম ব্রহ্ম নহেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখুন—ভক্তবৎসল মহাদেব যমকে পীড়ন করিয়া আপনার ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন। শিবরাত্রিতে জাগরণের ফলে সুন্দর নামক ব্যক্তিকে যমদূত লইতে পারে নাই। শিবদূতগণ যমদূতকে বিতাড়িত করেন। অজামিল মৃত্যুকালে নারায়ণ নাম করায় বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যমদূতেবা তাঁহাকে লইয়া যাইতে পাবে নাই। অতএব আপনারা যমকে ব্রহ্ম বলেন কিরূপে? তাহাব পব চিহ্নধারণ কখন মুক্তির হেতু হইতে পারে না। জ্ঞানই মুক্তির হেতু। অতএব আপনারা চিহ্নসকল পবিত্যাগ করুন এবং এক অদ্বৈত ব্রহ্মপবাযণ হউন। কিন্তু চিত্তশুদ্ধিব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান দৃঢ় হয় না, এহেতু চিত্তশুদ্ধির জন্য বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠান করিতে থাকুন। অনন্তর চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান দৃঢ় হইলে মুক্তিলাভ ঘটিবে।"

আচার্যের এইরূপ সস্নেহ যুক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া যমোপাসকগণ চিত্তে পরম শান্তিলাভ করিলেন এবং আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকাব করিয়া অদ্বৈতনিষ্ঠাসহকারে পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞপরাযণ হইলেন।

এইভাবে আচার্য এখানে একমাসকাল অবস্থিতি করিয়া এতদ্দেশবাসী যাবতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন।

প্রয়াগে আচার্য শঙ্কব

যমপ্রস্থপুর পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানের মধ্য দিয়া ক্রমে আচার্য শিষ্যগণসমভিব্যাহারে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল সেই তীর্থরাজ প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহস্রাধিক শিষ্যসঙ্গে আচার্য আর কোথায় থাকিবেন? নগরের বহির্ভাগে ত্রিবেণীসঙ্গমের উন্মুক্তক্ষেত্রে সকলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নগরবাসিগণ এই সংবাদ পাইয়া দলে দলে আচার্যকে দর্শন করিবার উদ্দেশে আসিতে লাগিল। কুমারিল স্বামীর মৃত্যুকালে আচার্য একবার এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার প্রতি নগরবাসিগণের দৃষ্টি এভাবে পতিত হয় নাই। তখন আচার্যের প্রচাররূপ ধর্মবৃক্ষের অঙ্কুরাবস্থা ছিল, আজ সেই বৃক্ষ ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া অগণিত মানবের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছে।

বরুণ, বায়ু, ভূমি ও তীর্থ উপাসকগণের সংস্কার

ক্রমে সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণের জিজ্ঞাসা ও বিজীগিষা প্রবৃত্তি প্রবলা হইল। দুই এক দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই একদিন "তীর্থপতি" নামক একজন পাশচিহ্নধারী বরুণোপাসক, "প্রাণনাথ" নামক একজন ধ্বজাচিহ্নধারী বায়ুর উপাসক, "অনন্ত" নামক একজন পূর্ণচিহ্নধারী ভূমির উপাসক এবং "জীবনদ" নামক একজন বিন্দুচিহ্নধারী তীর্থোপাসক নিজ নিজ অনুচরবর্গসহ আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর বরুণোপাসক "তীর্থপতি" আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যতিরাজ! আপনি আমাদের রমণীয় মত শ্রবণ করুন। আমাদের মতে বরুণদেব সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত জীবের জীবনদাতা। দেবগণ ইঁহার বন্দনা করেন অতএব সকলেরই বরুণের উপাসনা করা উচিত।"

ইহা শুনিয়া বায়ুর উপাসক "প্রাণনাথ" বলিলেন—"যতিবর! আমাদের মতে বায়ুই সকলের প্রাণ, সুতরাং বায়ুদেবতারই উপাসনা করা বিধেয়।"

অনন্তর ভূমির উপাসক "অনন্ত" বলিলেন—"মহাত্মন! ভূমিই সকলের আশ্রয়, অতএব ইনিই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং ইঁহারই উপাসনা করা উচিত।"

অতঃপর তীর্থোপাসক "জীবনদ" বলিলেন—"ভগবন! যাঁহারা সুখের আশা করেন তাঁহাদের তীর্থসেবা করাই উচিত। তন্মধ্যে ত্রিবেণীতীর্থই সর্বাপেক্ষা প্রধান। ইঁহার বিন্দুমাত্র সর্বপাপ হরণ করে। নারদ বলিয়াছেন--'ইঁহার দর্শনমাত্রেই মানব মুক্ত হয়'। তীর্থ শব্দের অর্থ জল। বেদে আছে— 'আপো বৈ স্যরিদং সর্বম্' এই সমস্ত জগৎ জলই ছিল। অতএব জলই ব্রহ্ম। এ কারণ যাঁহারা মোক্ষ কামনা করিবেন তাঁহারা এই জলেরই উপাসনা করিবেন।"

এইরূপে ইঁহারা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত বর্ণন করিয়া ক্ষান্ত হইলে আচার্য বলিলেন —"দেখুন! অনিত্যবস্তুর সেবা করিয়া কখন সেই নিত্যবস্তুস্বরূপ যে মোক্ষ সেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে না। মোক্ষের সাধন আত্মজ্ঞান। অতএব আপনারা মোহ ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানের সাধনায় যত্নবান হউন। জগতে যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানেই সুখ অধিক ও শ্রেষ্ঠ। আপনারা আত্মজ্ঞানার্জন করিয়া অচিরে মুক্ত হউন।"

আচার্যের বাক্যের কী এক মোহিনী শক্তি। এইরূপ দুই একটি কথা শুনিয়াই তাঁহাদের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাঁহারা চিহ্নধারণ পরিত্যাগ করিয়া আচার্যোপদিষ্ট পথের পথিক হইলেন।

আকাশোপাসক শূন্যবাদীর সংস্কার

বায়ু ও বরুণোপাসকগণ আচার্যের শিষ্য হইয়াছেন শুনিয়া "নিরালম্ব" নামে একজন আকাশোপাসক শূন্যবাদী আচার্যকে পরীক্ষা করিবার মানসে আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি আচার্যকে নমস্কার করিয়া আচার্যের প্রচারিত মায়াবাদকে উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন— "যতিশ্রেষ্ঠ! আমি পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম। যাইতে যাইতে কিন্তু এক অতি অদ্ভুতবস্তু দর্শন করিলাম। দেখিলাম—একটি বন্ধ্যাপুত্র মৃগতৃষ্ণার জলে স্নান করিয়া আকাশকুসুমের মাল্য পরিধান করিয়া এবং শশশৃঙ্গের ধনুঃ ধারণ করিয়া যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া আমি তাঁহাকে দেবভাবে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলাম এবং অবিলম্বে আপনার নিকট আসিলাম।".

ইহা শুনিয়া আচার্য একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত প্রবর! আপনার নাম কি?" নিরালম্ব দেখিলেন আচার্য তাঁহার উপহাসে বিচলিত হন নাই। অগত্যা বিনয় সহকারে বলিলেন— "প্রভো! আমার নাম 'নিরালম্ব', আমার পিতার নাম 'ক্লৃপ্ত'। তিনিই আমাদের মতের প্রবক্তা।"

আচার্য বলিলেন—"বুঝিয়াছি, আপনি বলিতে চাহেন—সকলের মূলে শূন্য। শূন্যই সকলের স্বরূপ। কিন্তু এ মত নিন্দনীয়। শূন্যপদার্থের কখন ব্রহ্মভাব থাকিতে পারে না। 'তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্' অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশে সকলের প্রকাশ—এই বেদবচন দ্বারা সকলের মূলে এক স্বপ্রকাশ বস্তু বিদ্যমান। তাহা কখন শূন্য হইতে পারে না। অতএব দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতবিদ্যা সমাশ্রয় করুন।'

নিরালম্ব বলিলেন—"মহাত্মন্! বেদেই আছে 'খং ব্রহ্ম' ইত্যাদি। অর্থাৎ আকাশই ব্রহ্ম। আকাশই সর্বভূত অপেক্ষা প্রধান। আকাশ সকলের আশ্রয়, সকল বস্তু আকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মসূত্রেও আছে—'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ' অর্থাৎ তাঁহার লিঙ্গ আকাশ। অতএব আকাশই ব্রহ্ম। অতএব আপনার অভিমত ব্রহ্ম, বেদের অভিপ্রেত নহে।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"দেখুন, আকাশ সগুণ বস্তু, শব্দ উহার গুণ। এ কারণে আকাশ ব্রহ্ম হয় না ; কারণ, ব্রহ্ম নির্গুণ। তদ্রূপ পবনকেও ব্রহ্ম বলা যায় না। কারণ, ব্রহ্ম আকাশ অপেক্ষাও প্রধান। ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে আকাশকে ব্রহ্ম বলা হয় নাই। পরন্তু 'আকাশ' শব্দে ব্রহ্মই বুঝায়—ইহাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম সন্মাত্র, আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপ। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি এক ও অদ্বৈত।"

নিরালম্ব আচার্যের এই কথা শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং আচার্যের নিকট হইতে অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণের জন্য অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

জিজ্ঞাসুকে উপদেশদানে আচার্যের নিতান্তই উৎসাহ। আচার্য বলিলেন—"দেখুন, বেদমধ্যে আকাশকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—ব্রহ্মকে আকাশের ন্যায় অনন্ত জ্ঞান করিয়া উপাসনা করা। এই ব্রহ্ম আত্মরূপে হৃদয়ে অবস্থিত। অতএব হৃদয়ে এই আকাশরূপী ব্রহ্মের উপাসনা করিবার জন্যই বেদের উপদেশ। আপনি এইরূপে উপাসনা করুন—মোক্ষলাভ হইবে।"

ইহা শুনিয়া শূন্যবাদী নিরালম্ব নিজ মত বিসর্জন দিয়া আচার্যের শিষ্য হইলেন।

বরাহমন্ত্রোপাসকের সংস্কার

ইহার পর একদিন "লক্ষ্মণ" নামক একজন বরাহমন্ত্রের উপাসক আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ আচার্যকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"যতিবর! আপনি আমাদের মতটি শুনুন। দেখুন—ইহা কেমন সুন্দর। আমাদের মতে ভগবানকে বরাহরূপে উপাসনা করা হয়। ইহার কারণ—এই পৃথিবী প্রলয়কালে যখন জলনিমগ্ন ছিল, তখন ভগবান বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। এই কারণে বরাহরূপী ভগবানের উপাসনা করিলেই জীব উদ্ধার পাইবে। আর আমরাও সেই কারণে বরাহের দংষ্ট্রাচিহ্নাদি ধারণ করিয়া তাঁহার ভজনা করিয়া থাকি। আপনিও তাহারই ভজনা করুন।"

লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"না, এরূপ কথা বলিবেন না। ব্রাহ্মণ যত্নপূর্বক কেবলমাত্র উপাসনাই করিবেন। বেদোক্ত চিহ্নধারণেই যদি আগ্রহ থাকে, তবে মৎস্যকূর্মাদিরও চিহ্নধারণ করা কি আবশ্যক নয়? বস্তুতঃ বেদোক্ত কর্ম ভিন্ন ব্রাহ্মণের আর কোন কর্ম বিধেয় নাই। আর যদি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করাই সিদ্ধান্ত হয়, তবে অনন্যচিত্তে শিববিষ্ণুপ্রভৃতি রূপের ভজনা করাই ভাল। ব্রাহ্মণ যদি সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম ত্যাগ করেন, তবে তিনি পতিত হন। অতএব দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া চিহ্নধারণের সংকল্প পরিত্যাগ আবশ্যক। অতঃপর কুলোচিত কর্মাদি করিলেই চিত্তশুদ্ধ হইবে। চিত্তশুদ্ধ হইলে জ্ঞানলাভ হইবে এবং জ্ঞানলাভ হইলে মুক্ত হইবে।"

আচার্যের এই কথা শুনিয়া বরাহোপাসক লক্ষ্মণের হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত হইল। তিনি আচার্যের শিষ্য হইয়া ক্রমে একজন পরমহংসশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

মনুলোকের উপাসকের সংস্কার

অতঃপর একদিন "কামকর্মা" নামে এক মনুলোকের উপাসক আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামকর্মা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—'মহাত্মন্! এই জগতে যে লোকসমূহ আছে তাহার সমষ্টিই পরমেশ্বর। মুমুক্ষুগণ তাঁহারই উপাসনা করিবেন। চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে সত্যলোকের নাম মুক্তি। সেই মুক্তি ইচ্ছা হইলে এই পরমেশ্বরেরই সেবা করা উচিত। আপনারাও তাঁহারই সেবা করেন না কেন?"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"দেখিতেছি তুমি সর্বাপেক্ষা মূঢ়বুদ্ধি। যে বস্তু মিথ্যা, যাহা অনিত্য, তাহার সেবা করিলে সত্যস্বরূপ মুক্তিলাভ হয়—এ কথা তোমায় কে বলিল?"

কামকর্মা আচার্যের এই একটি মাত্র কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তাঁহার বিজিগীষা প্রবৃত্তি সমূলে বিলুপ্ত হইল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আচার্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং অদ্বৈত মত সমাশ্রয় করিলেন।

গুণবাদীর সংস্কার

ইহার পর একদিন গুণবাদী কয়েকজন ব্যক্তি আচার্যের দর্শনে আসিলেন। ইঁহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভো! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের সমষ্টিই জগতের কারণ। ঐ গুণসমষ্টিই ব্রহ্মাদি দেবগণেরও সৃষ্টিকর্তা। আমরা সেই গুণসমষ্টিরূপ জগৎকারণের উপাসনা করি। আমরা তাহাতেই কৃতার্থ, তাহাতেই জগৎপূজ্য। অতএব আপনারাও তাঁহারই সেবা করুন।"

ইঁহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"দেখুন, মোক্ষলাভের জন্য ব্রহ্মই উপাস্য। তজ্জন্য অন্য বস্তুর উপাসনা অত্যন্ত অবৈধ। অতএব আপনারা যদি মোক্ষলাভের ইচ্ছা করেন, তবে সেই ব্রহ্মবস্তুরই উপাসনা করুন।"

আচার্যের এই কথামাত্র শ্রবণ করিয়া গুণবাদিগণের মন পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাঁহারা আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আচার্যের তাহাতে আর আপত্তি কি? তিনি এই জন্যই দিগ্বিজয়ে বহির্গত। অনন্তর তাঁহারা আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অদ্বৈত মত অবলম্বন করিলেন।

সাঙ্খ্যমতাবলম্বী জ্ঞানীর সংস্কার

গুণবাদী পণ্ডিতগণ আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াই অদ্বৈতমতাবলম্বী হইয়াছেন শুনিয়া একজন সাঙ্খ্যমতাবলম্বী প্রকৃতিবাদী পণ্ডিত আচার্যের দর্শনে

আসিলেন। ইনি আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন—"যতিরাজ! আমরা প্রকৃতিবাদী সাঙ্খ্যমতাবলম্বী। আমাদের মতে প্রধান বা প্রকৃতিই জগতে উপাদানকারণ। মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিসমূহ আমাদের এই মতে প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হয়। গুণের সাম্যাবস্থাই এই প্রধান বা প্রকৃতি। ইহা হইতেই মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত হন। এই জগৎ তাঁহার ব্যক্তাবস্থা। এইহেতু জগতে এই প্রকৃতিই একমাত্র পরাৎপর। আর তাঁহার উপাসনাতেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। আর যেহেতু ইহাই স্মৃতিসম্মত, সেইহেতু সকলেরই এই মত গ্রহণ করা উচিত।"

আচার্য সাঙ্খ্যমতাবলম্বীর এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"আপনি এরূপ কথা বলিতে পারেন না। যেহেতু এরূপ বলিলে বেদবিরুদ্ধ হয়। দেখুন—স্মৃতির যে প্রামাণ্য তাহা বেদানুকূল বলিয়াই। বেদবিরোধী হইলে স্মৃতি প্রমাণ হয় না। প্রধান বা প্রকৃতি বেদের তাৎপর্য নহে বলিয়া প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না। বেদে যে জগৎসৃষ্টির কথা আছে, তাহাতে ঈক্ষণপূর্বক জগৎসৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। প্রধান বা প্রকৃতি জড়স্বরূপা। তাঁহার ঈক্ষণ সম্ভব হয় না। ঈক্ষণকার্য চেতনেরই সম্ভব। সেই চেতনই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মই জগতের কারণ, প্রধান বা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে। এইহেতু আপনি এই দুর্বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতব্রহ্মনিষ্ঠ হউন।"

ইহা শুনিয়া সাঙ্খ্যমতাবলম্বী বলিলেন—"যতিবর! আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? শ্রুতিতে তো প্রধানের কথা রহিয়াছে। দেখুন— 'অচিন্ত্যম্ অব্যক্তম্ অরূপম্ অব্যয়ম্' এই কঠশ্রুতিতে যে 'অব্যক্ত' শব্দ রহিয়াছে, ইহা আমাদের অভিমত প্রধান বা প্রকৃতি।"

আচার্য ইহা শুনিয়া বলিলেন—"না, এরূপও বলা সঙ্গত নহে ; কারণ, প্রকরণবলে এই 'অব্যক্ত' শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। ইহা প্রকৃতিকে বুঝায় না। তাহার পর সত্ত্বাদি তিন গুণের সাম্যাবস্থাই যখন প্রকৃতি, তখন ঈক্ষণকার্যের জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক, সত্ত্বগুণের ধর্ম সেই জ্ঞান এতাদৃশ প্রকৃতি হইতে কিরূপে সম্ভবপর হয়? অতএব আপনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতব্রহ্মবিদ্যা সমাশ্রয় করুন।"

সাঙ্খ্যমতাবলম্বী আচার্যের এই কথা শুনিয়া নিজ ভ্রম বুঝিলেন এবং সাঙ্খ্যমত ত্যাগপূর্বক অদ্বৈতমত অবলম্বন করিয়া আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

সাঙ্খ্যমতাবলম্বী যোগীর সংস্কার

সাঙ্খ্যমতাবলম্বী জ্ঞানী আচার্যের শিষ্য হইয়াছেন শুনিয়া জনৈক সাঙ্খ্যমতাবলম্বী যোগী আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যতিবর! সাঙ্খ্যজ্ঞানী আপনার মত গ্রহণ করিয়াছেন শুনিলাম, আচ্ছা, আপনি আমার মতটি শ্রবণ করুন। দেখুন—ইহা কতদূর যুক্তিযুক্ত এবং প্রামাণিক।"

এই বলিয়া সাঙ্খ্যযোগী বলিতে লাগিলেন—"দেখুন, আমাদের মতে যোগ হইতেই মুক্তি হয়। আর সেই যোগের জন্য নির্জন স্থানে পবিত্রভাবে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া মস্তক, গ্রীবা ও শরীর সমান রাখিতে হয়। এজন্য সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা আবশ্যক এবং সকল ইন্দ্রিয় নিরোধ করা প্রয়োজন। অনন্তর ভক্তিসহকারে নিজ গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া হৃদ্‌পদ্মকে বিশুদ্ধ চিন্তার দ্বারা বিরজ করিয়া তন্মধ্যে উমাসহায় ত্রিলোচন নীলকণ্ঠকে চিদানন্দরূপে ধ্যান করিতে হয়। এ বিষয়ে 'হৃদ্‌পুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধম্' ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনই প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত আগমমধ্যে যথাবিধি জপবিদ্যা এবং ষট্‌চক্রভেদেরও উপদেশ আছে। যাঁহারা মুক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের এই বিষয়েই বিশেষ যত্ন করা উচিত।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"হে যোগবিৎ পণ্ডিত! আপনি এ কথা বলিতে পারেন না। বেদমধ্যে 'দহর' নামক বিদ্যাকে মোক্ষের হেতু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। আপনি যে যোগের কথা বলিলেন তাহা কখন মোক্ষের কারণ হইতে পারে না। অজপা-বিদ্যার মূলমন্ত্র হইতে 'সোঽহম্' এই অর্থ নিশ্চয় হইয়া থাকে। আপনি যে যোগের কথা বলিলেন, তাহাতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ থাকে, সুতরাং তাদৃশ যোগের দ্বারা কিরূপে মোক্ষ হইবে? যে ব্যক্তি আত্মাকে সর্বভূতে বর্তমান এবং সকল বস্তু আত্মাতে অবস্থিত দর্শন করেন, সেই ব্যক্তি পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। অন্য উপায়ে ব্রহ্মলাভ হয় না। অতএব জ্ঞানই মোক্ষের হেতু। এই জ্ঞান বেদান্তার্থ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন হইতে হয়, ষট্‌চক্রাদিসাধন চিত্তের একাগ্রতার সহায় মাত্র।"

কাপিল যোগী ইহা শুনিয়া বলিলেন— "হে যতিরাজ! আপনি অজ্ঞানবশতঃ এরূপ বলিতেছেন। দেখুন, শাস্ত্রে আছে—যে ব্রাহ্মণ খেচরী মুদ্রা না জানিয়া 'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী' বলেন, তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবে। এইরূপ নদীত্রয়ের সংযোগরূপ ত্রিকূট, শৃঙ্গাটক, মনোন্মনি ও অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের স্থান ইত্যাদি না জানিয়া যিনি 'আমি ব্রহ্ম' বলেন তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে।

বস্তুতঃ যিনি লয়বিৎ, যিনি হঠবিৎ তিনিই সনাতন ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, অন্যে নহে। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। অতএব আপনি যদি মোক্ষাকাঙ্ক্ষী হন, তাহা হইলে আপনিও এই যোগেরই অনুষ্ঠান করুন।"

যোগীর কথা শেষ হইলে আচার্য বলিলেন—"আপনি অজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়াই এইরূপ বলিতেছেন। অষ্টাঙ্গযোগে মুক্তি হয় না। তবে তাহাতে চিত্তের বিশুদ্ধি ও একাগ্রতা হইয়া থাকে। খেচরী মুদ্রার জ্ঞান না হইলে যে ব্রহ্ম জ্ঞান হয় না—ইহা বলা আপনার সাহস মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়—ইহাই বেদের উপদেশ। বেদান্তের অধিকারী হইয়া অর্থাৎ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া তত্ত্বমসি বাক্যার্থের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিলেই মানব মুক্তি লাভ করে। অতএব আপনি আর বৃথা বিপথে গমন করিবেন না।"

আচার্যের এই কথা শুনিয়া যোগবিদের চিত্ত পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি ভক্তিভাবে আচার্যের পদযুগলে প্রণাম করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন। অনন্তর ইনি জীবনের শেষভাগ আচার্যোপদিষ্ট পথেই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

পরমাণু-কারণবাদীর মতসংস্কার

অতঃপর "ধীর্বশিব" নামক এক পণ্ডিত কয়েকজন পণ্ডিতসহ আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "ধীর্বশিব" আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "যতিবর! শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে জগৎকর্তা বলা হইয়াছে। সেই পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে নিত্য ক্ষিত্যাদি চতুর্বিধ পরমাণুর সংযোগ করেন এবং প্রলয় কালে তাহাদের বিভাগ করিয়া থাকেন। তাহাতেই জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয় হইয়া থাকে। ইরূপে পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া নিত্য পূর্ণস্বরূপে সাক্ষীর ন্যায় অবস্থিতি করেন। এই পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে তাঁহার কৃপায় জ্ঞানোদয় হয় এবং তাহাতেই মুক্তি হয়, অতএব আপনারা তাঁহারই সেবা করেন না কেন?"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন "আপনি এরূপ বেদবিরুদ্ধ কথা বলিবেন না। দেখুন, বেদে পরমাত্মা হইতেই আকাশাদি ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে—কথিত আছে। অতএব পরমাণুনিচয় নিত্য হয় কিরূপে? আপনি যেরূপ গৌতমীয় ন্যায় মত বর্ণনা করিতেছেন তাহার বিশেষ নিন্দাও শ্রুত হইয়া থাকে, যথা

'অধীত্য গৌতমীং বিদ্যাং শার্গালীং যোনিমাবিশেৎ'

—অর্থাৎ গৌতমীয় বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে শৃগালযোনি প্রাপ্তি ঘটে—ইত্যাদি। অতএব আপনারা উক্ত নিন্দনীয় মত পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতবিদ্যার সমাশ্রয় করুন। এই পথে ক্রমে যতই গুরুভক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই শুদ্ধ আত্মজ্ঞান দৃঢ় হইতে থাকিবে। আর তাহারই ফলে অচিরে মুক্তিলাভ ঘটিবে।"

আচার্যের এই কথা শুনিয়া "ধীরশিব" প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিজ মত বিসর্জন করিলেন এবং অবিলম্বে আচার্যের শিষ্য হইলেন।

এইরূপে প্রয়াগে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া আচার্য সমাগত যাবতীয় ব্যক্তিবৃন্দের মোহ দূর করিলেন। প্রয়াগে অদ্বৈতবিদ্যার বিজয়দুন্দুভি চারিদিকে বাজিয়া উঠিল। প্রয়াগের নানা ধর্মমত আজ অদ্বৈতসাগরে বিলীন হইয়া গেল।

কাশীধামে আচার্য শঙ্কর

এইরূপে প্রয়াগে প্রচারকার্য শেষ হইলে একদিন প্রাতঃকালে ত্রিবেণীতে স্নান করিয়া আচার্য শঙ্কর শিষ্যগণসমভিব্যাহারে পূর্বদিকে কাশীধামাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সাত দিন পথ চলিয়া কাশীনগরী মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর পরে আচার্য পুনরায় সেই বিশ্বেশ্বরের কাশী নগরীতে আসিলেন। যে বিশ্বেশ্বরের আদেশে তাঁহার এই ধর্মপ্রচারের প্রবৃত্তি, আজ সেই বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে তাঁহার পুনরাগমন। সুতরাং পূর্বকথা সকলই ক্রমে ক্রমে আচার্যের স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল। আচার্য অন্য কোথাও না যাইয়া একেবারে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। দেখিলেন—নগরবাসিগণের মধ্যে কেহ বা স্তবপাঠ, কেহ বা শঙ্খধ্বনি করিতেছে আর কেহ বা করতালি দিতেছে। কাশীনগরী আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যেন এক অপূর্বভাব ধারণ করিয়াছে।

আচার্য যথাবিধি বিশ্বেশ্বরের অর্চনাদি করিয়া মণিকর্ণিকাসমীপে আসন গ্রহণ করিলেন। শিষ্যগণ গঙ্গাতীরে নানাস্থানে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাশীধাম আজ আচার্যসঙ্গে যেন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কাশীবাসী সকলে মহা আগ্রহে আচার্যদর্শনে আসিতে লাগিল।

কর্মবাদিগণের মতসংস্কার

এবার এখানে আসিবার পর প্রথমেই কয়েকজন কর্মবাদী মীমাংসক আচার্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন— "প্রভো! আপনার অদ্ভুত কীর্তির কথা শুনিয়া আমরা আপনার দর্শনে আসিলাম। আমরা কর্মবাদী। এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিস্থিতিলয় কেবল কর্ম হইতেই হইয়া

থাকে। উত্তম কর্ম করিলে ব্রাহ্মণাদি উত্তমকুলে জন্ম হয় এবং পাপকর্ম করিলে শূদ্রাদি যোনিপ্রাপ্তি হয়। জনকাদি মহাত্মাগণ কেবল কর্মদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব যাঁহারা মোক্ষাভিলাষী তাঁহারা সযত্নে কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন। কর্ম হইতে সুখ হয়, আর সেই সুখের লাভই মোক্ষ। দেখুন - আমাদের মত কেমন সুন্দর।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন -"না, আপনারা এরূপ কথা বলিতে পারেন না। 'যস্য এতৎ কর্ম' যাঁহার এই কর্ম এইরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা এই জগৎ ব্রহ্মের কার্য বলা হইয়াছে। 'সেই জগৎকারণের ধ্যান করিবে' এইরূপ উপক্রম করিয়া বেদমধ্যে কথিত হইয়াছে যে, তিনি শম্ভু, তিনি আকাশমধ্যগত, তিনিই শত সত্যস্বরূপ। অতএব সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ, কর্ম কখন জগতের কারণ হইতে পারে না। যাহারা মন্দমতি তাহারাই কেবল এইরূপ বলিয়া থাকেন।"

কর্মবাদিগণ আচার্যের এই কথা শুনিয়াই নিরুত্তর হইলেন। তাঁহারা আচার্যের কথার আর কোনরূপই প্রতিবাদ করিলেন না। অনন্তর তাঁহারা সকলে অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যাচার্য আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

চন্দ্রোপাসকগণের সংস্কার

অনন্তর 'বাভবণ" নামে এক ব্যক্তি একদিন কয়েকজন শিষ্যসহ আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাভবণ আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "মহাত্মন! আমরা চন্দ্রের উপাসক, আপনাকে দর্শন করিবার মানসে আসিলাম।"

আচার্য বলিলেন -"আপনারা চন্দ্রের উপাসনা করেন কেন?"

বাভবণ বলিলেন "যতিবর! চন্দ্রই সকল লোকের প্রকাশক, তিনিই বেদাদির পালক। এজন্য পূর্ণিমাদি তিথিতে সুসংযতকায়ে তাঁহারই পূজা করা উচিত। তাঁহারই উপাসনাতে মুক্তি হয়। এইজন্য আমরা চন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকি।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন "দেখুন, চন্দ্র অনিত্য বস্তু। অনিত্যের উপাসনাতে কখনই নিত্য মোক্ষ হইতে পারে না। শাস্ত্রে আছে - ইষ্টাপূর্তাদি কর্ম করিলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়, তৎপরে পুনরায় এই মর্ত্যধামে ফিরিয়া আসিতে হয়। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন--যোগী চান্দ্রমস জ্যোতিঃ পাইয়া ফিরিয়া আসে। বেদে উক্ত হইয়াছে চন্দ্র দেবতাদিগের অন্ন। ঐ অন্নের সেবা করিলে মুক্তি হয়

না। অতএব আপনারা মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈতবিদ্যা অবলম্বন করুন, তাহা হইলেই মুক্ত হইতে পারিবেন।''

আচার্যের এই কথা শুনিয়া চন্দ্রোপাসকগণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আচার্যের শিষ্য হইলেন।

মঙ্গলাদি গ্রহোপাসকগণের সংস্কার

চন্দ্রোপাসকগণ আচার্যের শিষ্য হইয়াছেন শুনিয়া মঙ্গলাদি গ্রহোপাসকগণ একদিন মিলিত হইয়া আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—''প্রভো! আমরা মঙ্গলাদি গ্রহগণের উপাসক। বেদে আছে—মঙ্গলাদি গ্রহগণের উপাসনা করিলে মুক্তি হয়। এজন্য আমরা সকলে তাঁহাদেরই উপাসনা করি।''

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—''হ্যাঁ, গ্রহপীড়া শান্তির জন্য গ্রহসেবা আবশ্যক বটে, কিন্তু মুক্তির জন্য গ্রহপূজা আবশ্যক—এরূপ কথা তো সত্য নহে। প্রত্যুত এইরূপই বেদে আছে যে, চৈতন্যবোধে সৎস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করিলে মুক্তি হয়।''

আচার্যের এই কথা শুনিয়াই তাঁহারা নিজ মতে আস্থাশূন্য হইলেন। অনন্তর তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যালাভের আশায় সকলেই আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

পূর্বোক্ত ক্ষপণকের অদ্বৈতমতগ্রহণ

কর্ণাটদেশ ভ্রমণকালে ''সময়'' নামক একজন কালজ্ঞ কৌপীনধারী ক্ষপণক আচার্যের সঙ্গ গ্রহণ করেন। তিনি এ যাবৎ আচার্যের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন, কিন্তু কিছুই বলেন নাই। এক্ষণে তাঁহার কি মনে হইল, তিনি আচার্যের নিকট আসিয়া বলিলেন—''ভগবন্! ছয় মাস অতীত হইল—আমি আপনাদের সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু আমার কি কর্তব্য তাহা তো বলিলেন না?''

আচার্যের পূর্বকথা মনে পড়িল। তিনি বলিলেন —''আচ্ছা, বলুন—আপনার কি বক্তব্য।''

ক্ষপণক বলিলেন—''এক্ষণে আপনি আমাদের মত শ্রবণ করুন এবং বলুন—আমাদের মত ঠিক কিনা?'' আচার্য বলিলেন—''বেশ, বলুন,আপনাদের কি মত?''

ক্ষপণক বলিলেন—''দেখুন আপনাদের মতে এই যে কাল, এই কালই পরব্রহ্ম। ইনিই সকলের কারণ, মুক্তির জন্য ইঁহারই সেবা করা উচিত।''

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"আপনি যে কালকে পরব্রহ্ম বলিতেছেন, সেই কাল ব্রহ্ম নহেন। দেখুন, কালের জন্ম আছে। বেদে আছে 'তাহা হইতে সংবৎসর নামক কাল উৎপন্ন হইলেন' ইত্যাদি। যাহার উৎপত্তি আছে তাহা অনিত্য। ব্রহ্ম কিন্তু নিত্য, অতএব কাল ব্রহ্ম হন কি প্রকারে? অতএব আপনি কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা আশ্রয় করুন, তাহাতেই মুক্ত হইবেন।"

কালবাদী "সময়" আচার্যের এই কথা শুনিয়া আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"ভগবন! আমায় অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করুন, আমি আপনার শিষ্য হইলাম।" অতঃপর এই কালবাদী পণ্ডিতটি অদ্বৈত বিদ্যানুশীলনে একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

পিতৃলোকোপাসকের সংস্কার

অনন্তর একদিন পিতৃলোকের উপাসক "সত্যশর্মা" নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন লোকসঙ্গে আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া আচার্যকে বলিলেন "মহাত্মন! আমরা পিতৃলোকের উপাসক। আমাদের মতে পিতৃলোকের উপাসনা করিলেই মুক্তি হয়। অগ্নিষ্বাত্ত প্রভৃতি পিতৃলোকগণ চন্দ্রমণ্ডলের উপরে বাস করেন। ইঁহারা নিত্যমুক্ত। তন্মধ্যে তিন জন মূর্তিহীন এবং চারিজন মূর্তিবিশিষ্ট। ইঁহাদের সেবা করিলে ধর্মাদি ফললাভ হয় এবং পরিশেষে ইঁহারাই মুক্তিদান করিয়া থাকেন।"

ইহাদিগের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—'আপনারা রূপ কথা বলিবেন না। কারণ, বেদে আছে 'কর্মে কখন মুক্তি হয় না।' প্রত্যুত ইহাই আছে যে, আত্মজ্ঞানেই মুক্তি হয়। অতএব কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইলে কর্মসমূহ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে গুরুমুখ হইতে পরমাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে এবং তৎপরে তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবে। এই বিচারের নাম মনন। ইহার পর সেই তত্ত্বেরই নিরন্তর ধ্যানরূপ নিদিধ্যাসন করিলে মানব মুক্ত হয়। অতএব আপনারা বৃথা কালক্ষয় করিবেন না।'

আচার্যের কথা শুনিয়া "সত্যশর্মা" প্রভৃতি আচার্যের শিষ্য হইবার জ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে আচার্যের উপদেশ অনুসারে কৃতকৃত্য হইলেন।

অনন্তদেবোপাসকের সংস্কার

ইহার পর একদিন অনন্তদেবের উপাসক "শঙ্খপাদ" ও "কুজ্জলীড়" নামক দুই ব্যক্তি আচার্যদর্শনে আসিলেন। ইহারা আসিয়া আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"যতীশ্বর! যাঁহার উপর নারায়ণ শয়ন করেন, তিনি সেই শেষরূপী ঈশ্বর। এই শেষই অনন্তদেব। গরুড় মুক্তিকামনায় ইহারই বাহন হইয়াছিলেন। অতএব মুক্তিকামনা করিলে ইহারই উপাসনা করা কর্তব্য। আমরা ইহারই উপাসনা করিয়া থাকি। এক্ষণে বলুন—আমাদের মত ঠিক কি না?"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"যদি আপনাদিগের তাহাই বাসনা হয, তবে নারায়ণের উপাসনা করুন না কেন? তাহার দ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি হইবে। শেষে গুরুমুখ হইতে পরমতত্ত্ব শুনিয়া—তাহার বিচার করিয়া তাহার জ্ঞান হইলে মুক্তিলাভ করিবেন।"

আচার্যের এই কথা শুনিয়া "শঙ্খপাদ" ও "কুজ্জলীড" উভয়েই আচার্যের শিষ্য হইলেন।

সিদ্ধোপাসকগণের সংস্কার

অতঃপর একদিন "চিরকীর্তি" প্রভৃতি কয়েকজন সিদ্ধোপাসক আচার্যসকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "মহাত্মন! আমরা সিদ্ধোপাসক। শ্রীশৈল প্রভৃতি পর্বতে 'সত্যনাথ' প্রভৃতি সিদ্ধগণ সিদ্ধমন্ত্রাদি লাভ করিয়া কৃতার্থ এবং চিরজীবী হইযা অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে মন্ত্রাদি লাভ করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধোপদেশবলে তাঁহাদেরই সমান হইয়াছি। 'বিচিত্রাঞ্জন' প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যা আছে তাহার প্রভাবে আমরা সর্বজ্ঞ হইয়াছি। আমাদের এই মত খণ্ডন করেন এমন ব্যক্তি কেহই নাই।"

ইহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন— "দেখুন, যাহারা আপাতরম্য ফলকামনা করে, যাহারা কেবল বিচিত্রবেশে সজ্জিত হইয়া অবস্থান করে, তাহাদের সহিত আলাপাদিও করিতে নাই, ইহাতে কোন ফলোদয় নাই। তাহার পর বলুন দেখি, চিরজীবন লাভ করিলেই বা ফল কি? উহার কি কখনও ক্ষয হইবে না? আর এই দেহই তো সর্বদা দুঃখময়। ভবিষ্যতেও দেহ না হয়—এইভাবে এই দেহের নাশ না হইলে তো মোক্ষ হইতে পারে না। অতএব বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া দেহত্যাগপূর্বক বিমুক্তির উপায় সাধন করাই উচিত।"

আচার্যের কথা শুনিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। যে জীবনরক্ষার জন্য মানবমাত্রের এত চেষ্টা—তাহারই এত নিন্দা! ইহাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা নিজ মত ত্যাগ করিয়া আচার্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

গন্ধর্বোপাসকগণের সংস্কার

ইহার পর একদিন গন্ধর্বোপাসক কয়েকজন ব্যক্তি আচার্যের দর্শনে আসিলেন। ইহারা আচার্যকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আমরা 'বিশ্বাবসু' নামক গন্ধর্বের উপাসক। তাঁহার কৃপায় নাদবিজ্ঞান এবং বিন্দুকলার জ্ঞানদ্বারা আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। যাঁহারা মুক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেই আমাদের পন্থানুসরণ করা উচিত।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"আপনাদিগের মত বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং অগ্রাহ্য। বেদে ব্রহ্মকে 'অশব্দ অস্পর্শ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শব্দাতীত বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি নাদ ও বিন্দুকলার অতীত পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ। আপনারা সেই ব্রহ্মের উপাসনা করুন, তাহা হইলেই মুক্ত হইবেন।"

আচার্যের এই কথা শুনিয়া ইহারা সকলেই আচার্যের শিষ্য হইলেন।

বেতালোপাসকগণের সংস্কার

অনন্তর একদিন কতিপয় বেতালোপাসক আচার্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাদের সর্বাঙ্গ চিতাভস্মের দ্বারা লিপ্ত এবং ইহারা ভূত ও প্রেতাদির সেবায় সমাসক্ত। ইহারা আচার্যকে বলিলেন—"প্রভো! যাঁহারা ভূত ও বেতালাদির উপাসনা করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারেন। আর এতদপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কি হইতে পারে?"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"আপনাদের কথা নিতান্ত অসঙ্গত। ব্রাহ্মণগণের বিশেষতঃ ভূতাদির উপাসনা একেবারে নিষিদ্ধ। 'অপসর্পন্তু যে ভূতাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা শিবাজ্ঞায় ভূতগণের বিনাশের কথা উক্ত হইতেছে। অতএব আপনাদের বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আপনারা এইরূপ ভ্রষ্টাচার ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ বর্ণোচিত আচার অবলম্বন করুন এবং অদ্বৈতমত গ্রহণ করুন। যাহারা স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম করে না তাহাদের সদ্গতি হয় না।"

আচার্যের বাক্য শুনিয়া ইহারা সকলেই ভক্তিভাবে আচার্যকে প্রণাম করিলেন এবং স্ব স্ব বর্ণোচিত আচার অবলম্বন করিলেন। সকলেই পঞ্চদেবতার পূজা ও

পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানে রত হইলেন। এইভাবে কাশীধামে তিনমাস অতীত হইয়া গেল। কাশীবাসী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যাবতীয় ব্যক্তি আজ আচার্যের মহিমা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেন। অনেকেই নিজ নিজ মত পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতমত অবলম্বন করিলেন। যাঁহারা তাহা করিলেন না, তাঁহাবা অদ্বৈতসিদ্ধান্তদ্বারা নিজ নিজ মতের সংস্কার করিয়া লইলেন। পঞ্চদেবতার পূজা, পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতি বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ কাশীবাসী অধিকাংশ লোকই অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই আচার্যপ্রণীত গ্রন্থাবলীর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদ্যালয়সমূহে বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা আরম্ভ হইল। অপবাপব দর্শনালোচনা নিম্নাসন প্রাপ্ত হইল। জনসাধাবণ সকলেই এখন বেদান্তসিদ্ধান্ত শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত। আচার্যেব প্রণীত ভাষ্যাদির আলোচনাই এখন কাশীধামের মনীষীমণ্ডলীর প্রধান কার্য হইল। অদ্বৈতবেদান্ত-পাদপ এই কাশীধামে এই অল্পসময়মধ্যে যেমন বদ্ধমূল হইল এমন আব কোথাও হইল না। ইহা আচার্যের শিষ্যবর্গ সকলেই অনুভব করিলেন। প্রভুব আদেশ পালন কবিযা ভৃত্য যেমন নিশ্চিন্ত হয়, আজ বিশ্বেশ্ববের আদেশ পালন কবিযা আচার্যেব সেই দশা উপস্থিত। সমাধিকালে আচার্য ব্রহ্মাকাশে বিলীন হন এবং সমাধিভঙ্গে বিশ্বেশ্বব ও বিশ্বেশ্বরীর স্বরূপকীর্তনে প্রবৃত্ত হন। আচার্যেব এই অবস্থা দেখিযা শিষ্যগণেব মধ্যে অনেকের অনুরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল। আচার্যেব শিষ্যগণ আজ কাশীধামে আসিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান কবিলেন।

সৌরাষ্ট্রাভিমুখে যাত্রা

কাশীধাম সকলদেশেব সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেব পবম আদবেব স্থান সকল দেশের লোকই এইস্থানে বাস কবেন। এক্ষণে সৌবাষ্ট্রদেশবাসিগণ আচার্যকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ কবিলেন। এ সময় মৈত্রক বা বল্লভিরাজ পঞ্চম শিলাদিত্য এই দেশেব রাজা। ইঁহাবা বৈষ্ণব ছিলেন, আব তাহার ফলে এ সময় এ দেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবই অধিক ছিল। ইঁহাদেব আচার-ব্যবহাবের কথা শুনিয়া পদ্মপাদ প্রভৃতি ভাবিলেন এ দেশে আচার্যেব একবার যাওয়া আবশ্যক। সংকল্প কার্যে পরিণত হইল। শিষ্যগণ সৌরাষ্ট্র যাইবাব জন্য আচার্যকে অনুরোধ করিলেন। আচার্যের আর তাহাতে আপত্তি কি? সর্বত্রই ব্রহ্মদৃষ্টি যাঁহার অভ্যস্ত তাঁহার আবার এদেশ ওদেশ গমনাগমনে বাধা কি? সুতরাং আচার্যেব দিগ্বিজয়বাহিনী কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়া আবাব পশ্চিমদিকে সৌরাষ্ট্রাভিমুখে যাত্রা করিল।

অবন্তীরাজ্যে আচার্য শঙ্কর

কাশী হইতে সৌরাষ্ট্র যাইতে হইলে মধ্যে মালব বা অবন্তীরাজ্য পতিত হয়। পূর্বে ইহা সম্বৎপ্রবর্তক একছত্রাধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের রাজ্য ছিল। তৎপরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীতে যশোধর্মদেব হূনদিগকে বিতাড়িত করিয়া বিক্রমাদিত্য নামে কিছুদিনের জন্য প্রায় একছত্র নরপতি হন। তৎপরে ইহা কান্যকুব্জের হর্ষবর্ধনের রাজ্যভুক্ত হয়। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুতে ইহা কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। কখন সৌরাষ্ট্রাধিপতি ইহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত, কখন বা মগধাধিপতি ইহাকে করায়ত্ত করিবার জন্য সচেষ্ট। নর্মদার দক্ষিণে চালুক্য বিক্রমাদিত্য বংশধরগণেরও ইহার উপরে যে লোলুপ দৃষ্টি নাই তাহা কে বলিবে?

বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতগণ অবন্তীরাজ্যে এখন যেন মুমূর্ষুভাবাপন্ন। কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দিগ্বিজয় ফলে ইহাদের সর্বত্রই এখন এই দশা এবং তাহার ফলে বৈষ্ণব শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ এখন মস্তকোত্তোলন করিবার জন্য সমুদ্যত। অবন্তীরাজ্যের যেসব নগরীতে আচার্য উপস্থিত হইয়াছেন, সেখানে ইহারাই আচার্যদর্শনে আসিতে লাগিলেন।

আচার্যের বিরাট দিগ্বিজয়বাহিনী দেখিয়া ও আচার্যের কীর্তিকলাপের কথা শুনিয়া ইহারা আর আচার্যের সহিত বিচার করিবার বাসনা করিলেন না। সকলেই আচার্যের দর্শন ও পদ্মপাদাদির নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণ করিয়া আচার্যমত অবলম্বন করিতে লাগিলেন এইরূপে বেদান্ত সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে করিতে আচার্য সশিষ্য ক্রমে অবন্তীরাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন

উজ্জয়িনীতে আচার্য শঙ্কর

উজ্জয়িনী আসিয়া আচার্য শিপ্রা নদীতে স্নানাদি করিয়া মহাকালের মন্দিরে আসিলেন এবং ওঙ্কারনাথ ও মহাকাল শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। নর্মদাতীরে ওঙ্কারনাথ তীর্থে আচার্য যখন গুরুসন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন, তখন সেখানে ওঙ্কারনাথের উচ্চস্থান এবং মহাকালের নিম্নস্থান দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে এখানে এই উজ্জয়িনীতে দেখিলেন মহাকালের উচ্চস্থান এবং ওঙ্কারনাথের নিম্নস্থান সকলেই বুঝিলেন - ভগবানের ভাববিশেষের ভক্তগণের এই কীর্তি। একভাবের ভক্ত নিজ উপাস্যকে বড় করিতেছেন, অন্যভাবের ভক্ত অন্য উপাস্যকে বড় করিতেছেন।

যাহা হউক আচার্য সদ্যসদ্য একটি মনোজ্ঞ স্তোত্র রচনা করিয়া ভগবানের পূজা করিলেন। অনন্তর শিষ্যগণও আচার্যের অনুবর্তন করিয়া যথাবিধি ভগবানের পূজা করিলেন এবং পূজান্তে সকলে আসিয়া মন্দিরের সেই বিশাল মণ্ডপমধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

নগরবাসিগণ এত শিষ্যসহ এরূপ সন্ন্যাসীর দল কখনও দেখে নাই। তাহারা এক্ষণে সকলে মিলিয়া দলে দলে আচার্যদর্শনে আসিতে লাগিল। পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ শাস্ত্রোপদেশ দিয়া সমাগত দর্শকবৃন্দের যথোচিত সংস্কার করিতে লাগিলেন। উজ্জয়িনীতে যেন এক মহোৎসব চলিতে লাগিল।

ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত বিচার

এ সময় উজ্জয়িনী নগরীতে ভাস্কর নামে একজন বেদজ্ঞ প্রধান পণ্ডিত বাস করিতেন। তিনি জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়বাদী অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞান একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হইলে তবে জীব মুক্ত হয়। আচার্যমতে যেমন কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়, জ্ঞানানুষ্ঠানকালে কর্মের যেমন আবশ্যকতা নাই, ভাস্করের মত সেরূপ নহে। তাহার পর জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ তাহা ভেদাভেদ সম্বন্ধ, অর্থাৎ জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদও আছে অভেদও আছে। আচার্যের মতে ব্রহ্মই সত্য, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, জগতাদি মিথ্যা, সুতরাং জীবব্রহ্মে অভেদ সম্বন্ধ এবং জগতের সহিত ব্রহ্মের আধ্যাসিক সম্বন্ধ। জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত মাত্র।

যাহা হউক, আচার্য শঙ্কর যখন শৃঙ্গেরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, এই ভাস্কর পণ্ডিত তখন আচার্যমতের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি আচার্যের ভাষ্যাদি সংগ্রহ করিয়া ইতোমধ্যে তাহার প্রতিবাদ করিয়া একখানি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং সর্বসাধারণমধ্যে তাহার প্রচারও করিতেছেন। পদ্মপাদ লোকপরম্পরায় ইহা শুনিয়া আচার্যসমীপে আসিয়া বলিলেন—"ভগবন্! এই নগরীতে ভাস্কর নামে একজন পণ্ডিত নাকি আপনার ভাষ্যের প্রতিবাদ করিয়া একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আমরা উহার প্রতিবাদ আবশ্যক বিবেচনা করি। আপনি যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বিচারে আহ্বান করি।"

আচার্য বলিলেন—"বেশ, ভিক্ষাগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিও।"

অনন্তর সকলের পথশ্রান্তি দূর হইলে পদ্মপাদ কতিপয় এতদ্দেশবাসীসহ

ভাস্করপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আচার্যের আগমন বার্তা জানাইয়া বলিলেন—"পণ্ডিতপ্রবর। পণ্ডিতগণ সত্যপ্রচারের জন্য জীবনধারণ করেন। আমাদের আচার্য ভগবান শঙ্কর অদ্বৈতমতে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া প্রচার করিতেছেন। শুনিতেছি আপনি নাকি তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। অতএব এ বিষযটি নির্ণীত হইলে কি ভাল হয় না?"

ভাস্কর বলিলেন—"হ্যাঁ, এ বিষযটি অতীব প্রয়োজনীয়। ইহা অচিরে মীমাংসিত হওয়া আবশ্যক। আমার মনে হয—আপনাদিগের আচার্য আমাদের অকাট্য যুক্তি শ্রবণ করেন নাই। উহা শুনিলে তিনি আর অদ্বৈতমত প্রচার করিতেন না। যাহা হউক আপনি অগ্রণী হউন, আমরা যাইতেছি।"*

মুহূর্তমধ্যে এই সংবাদ নগরের সর্বত্র প্রচারিত হইল। ভাস্করের পক্ষপাতী পণ্ডিতগণ একত্র হইলেন। অপরাহ্নে মহাকালের মণ্ডপে বৃহতী সভার অধিবেশন হইল। আচার্যের দর্শনমাত্রে ভাস্কর পদ্যময় বাক্যে আচার্যকে সম্ভাষণ করিলেন আচার্যও অনুরূপ পদ্যচ্ছন্দে তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন।

এইরূপে কথার ছলেই বিচার আরম্ভ হইয়া গেল। উভয়েই বক্তা, বাকচাতুর উভয়েরই চমৎকার। যিনি যখন যাহাই বলেন শ্রোতৃবৃন্দ তাহাই অকাট্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে কথোপকথনের পর ভাস্কর দেখিলেন—এরূপ বাদীর নিকট নিজপক্ষ সমর্থন অপেক্ষা পরপক্ষ আক্রমণ করাই সুবিধা। কারণ, ইহাতে বিপক্ষকে পরাজিত না করিতে পারিলেও নিজপক্ষের দুর্বলতা প্রকাশ পায় না।

ভাস্কর বলিলেন—"আপনার মতে প্রকৃতিই জীব ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ করিয়া দেয। ইহা কিন্তু অসম্ভব। কারণ, প্রকৃতি জীবাশ্রিতই হউক অথবা পরমাত্মাশ্রিতই হউক, জীবভাব এবং পরমাত্মভাব—উভয়ই প্রকৃতির পর উৎপন্ন হয।"

আচার্য বলিলেন—"আচ্ছা, তবে বলুন, দর্পণ কিরূপে বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের ভেদক হয? মুখমাত্র থাকিলেই যেমন দর্পণ বিম্ব ও প্রতিবিম্বের ভেদক হয, তদ্রূপ চৈতন্যমাত্রকে আশ্রয করিয়া প্রকৃতিও জীব ও পরমাত্মার ভেদক হইবে না কেন?"

* এই ভাস্কর যদি প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার "ভট্টভাস্কর" হয়েন তাহা হইলে শঙ্করের ইনি বহু পরবর্তী এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। অনুমান বাস্তবিক একেবারে অমূলক নহে। তবে ভাস্কর নামে বহু পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া যে ইহা শঙ্করবিজয়ে মাধবাচার্যের ভুল তাহা একেবারে বলা যায না। বেদভাষ্যকার ভাস্কর ও এই ভাস্কর বিভিন্ন, এ বিষয়ে যে যুক্তি নাই, তাহা নহে।

আচার্যের এই কথা লইয়া উভয়ের মধ্যে অনেক বিচার হইল। অতঃপর আচার্য নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া ভাস্করের ভেদাভেদ পক্ষ আক্রমণ করিলেন। মৃৎপিণ্ড ও ঘটবস্তুর মধ্যে ঘটত্ব ও পিণ্ডত্ব-ধর্মে ভেদ ও মৃত্তিকাত্ব-ধর্মে অভেদ হয় বটে, কিন্তু একই ধর্মে ভেদ এবং অভেদ তো হয় না, সুতরাং ভেদাভেদ বলা অন্যায়, উহাকে ভেদ বলাই তো সঙ্গত। আচার্য বহু যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিলেন।

ভাস্কর আচার্যের এই সকল কথার উত্তর দিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইলেন। ইহা দেখিয়া সভাস্থ সকলেই আচার্যের বিজয় ঘোষণা করিলেন। ভাস্কব নীরবে সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। উজ্জয়িনীতে অদ্বৈতমতের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল।

ইহার পর আচার্য উজ্জয়িনীর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে বাণ, ময়ূর ও দণ্ডী প্রভৃতি উজ্জয়িনীর গৌরবস্বরূপ পণ্ডিতগণের যশোরবি অস্তমিত হইয়া গেল। লোকে তাঁহাদের কথা ভুলিয়া গেল। আচার্যেব মত সর্বমান্য বলিয়া গৃহীত হইল। অতঃপর আচার্য ধীরে ধীবে সৌরাষ্ট্রাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

সৌরাষ্ট্রদেশে বেদান্তপ্রচার

অবন্তীরাজ্য অতিক্রম করিয়া আচার্য সশিষ্য ধীরে ধীরে প্রাচীন কাম্বোজ বা সৌরাষ্ট্রদেশে প্রবেশ করিলেন। এখানে কুমারিলেব প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম নিষ্প্রভ হইলেও জৈনধর্ম ততদূর নিষ্প্রভ হয় নাই। জৈনগণের মধ্যে বৈশ্যজাতীয় প্রভাব অধিক থাকায় তাঁহারা কৌশলে আত্মরক্ষা কবিতেছিলেন। বৈদিক ধর্মাবলম্বী যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণবই অধিক ছিলেন।

আচার্যের দিগ্বিজয়কাহিনী শ্রবণ করিয়া ইঁহারা কেহই আর আচার্যের সহিত বিচারে সম্মুখীন হইলেন না। আচার্য সমাগত ব্যক্তিগণমধ্যে অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে করিতে দ্বারকাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

গির্ণার, সোমনাথ ও প্রভাসে আচার্য শঙ্কর

সৌরাষ্ট্রমধ্যে গির্ণার, সোমনাথ ও প্রভাসতীর্থ অতি প্রসিদ্ধ স্থান। আচার্য সশিষ্য একে একে এই সকল স্থানই দর্শন করিতে লাগিলেন। গির্ণার সাধুতপস্বিগণের জন্য বিখ্যাত। তিনি প্রথমে গির্ণারে আসিয়া শৈলশৃঙ্গোপরি অম্বিকাদেবী দর্শন করিয়া তাঁহাকে একটি স্তবদ্বারা অর্চনা করিলেন। অনন্তর

তৎপার্শ্ববর্তী গোরক্ষনাথ শৃঙ্গ এবং দত্তাত্রেয় শৃঙ্গ দর্শন করিয়া গির্ণারবাসিগণের মধ্যে বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রচার করিলেন। গির্ণারবাসী সকলেই অবনত মস্তকে আচার্যের উপদেশ গ্রহণ করিলেন।

গির্ণারের পর আচার্য দক্ষিণাভিমুখে সোমনাথ তীর্থে আগমন করিলেন। এখানে সেই অতি প্রাচীনকাল হইতে পূজিত সোমনাথ শিবলিঙ্গের দর্শন করিয়া আচার্য তাঁহারও যথাবিধি পূজা করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণের দেহত্যাগস্থান প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের মধ্যে অদ্বৈতমত প্রচার করিলেন। এখানে বৈষ্ণবগণের সংখ্যাই অধিক। আচার্যের উপদেশে সকলেই অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুসারে উপাসনাপরায়ণ হইলেন। অনন্তর সোমনাথ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সমুদ্রতীর ধরিয়া ক্রমে ক্রমে প্রভাস তীর্থে আগমন করিলেন।

প্রভাসে আসিয়া আচার্য কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রগুলি একে একে দর্শন করিলেন এবং অধিব[illegible] মধ্যে অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বপ্রচার করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। এখানেও বৈষ্ণবগণের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু আচার্যের উপদিষ্ট অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ইঁহারা অদ্বৈতসিদ্ধান্তানুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বারকাতে পাঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের সংস্কার

প্রভাস হইতে সশিষ্য আচার্য সমুদ্রতীর অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দ্বারকাপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে সুবৃহৎ মন্দিরমধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইয়া থাকে। আচার্য এখানে গো[illegible]তী তীর্থে [illegible] করিয়া ভগবানের দর্শনাদি করিলেন এবং একটি উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। সকলেই দ্বারকানাথের দ্বারকালীলা স্মরণ করিয়া বিভোর হইলেন।

এ সময় এখানে পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। তাঁহারা তপ্ত লৌহদ্বারা হস্তাদিতে শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন অঙ্কন করিয়া ধারণ করিতেন। ললাটে শরের মত প্রশস্ত তিলক অঙ্কন, গলে তুলসীমালা এবং কর্ণে তুলসী পত্র ধারণ করিতেন। উপাসনাই ইঁহাদের মুখ্য অবলম্বন ছিল।

ইঁহারা আচার্যের নিকট আসিয়া নিজমত ব্যক্ত করিলেন। ইঁহাদের মতে পঞ্চপ্রকার ভেদ স্বীকৃত হয়। যথা, জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জীবে জীবে ভেদ, জড়ে জীবে ভেদ, জড়ে ঈশ্বরে ভেদ এবং জড়ে জড়ে ভেদ। সুতরাং ইঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বৈতবাদী।

ইঁহাদের কথা শুনিয়া আচার্যের শিষ্যগণ ইঁহাদিগকে অদ্বৈতমতটি বুঝাইয়া দিলেন এবং ভেদবাদে যে জীবের শান্তি নাই, প্রাণের পিপাসা যে চিরতরে মিটে না—ইত্যাদি ভেদবাদের যাবতীয় দুর্বলতা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলেন। ইহাতে ইঁহারা সকলে আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং চিহ্নাদিধারণাভ্যাস ত্যাগ করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে আচার্যের আগমনে এ দেশের ভাব বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

কঙ্কন ও গুর্জররাজ্যে আচার্য শঙ্কর

দ্বারকা হইতে পূর্বাভিমুখী হইয়া আচার্য সশিষ্য আবার উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং ক্রমে কঙ্কনরাজ্যের (বর্তমান সিদ্ধপুর প্রভৃতির) মধ্যদিয়া গুর্জর রাজ্যের (বর্তমান রাজপুতানার) মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কঙ্কনরাজ্যে শিলারস বংশীয় রাজগণ তখন রাজত্ব করিতেছিলেন এবং গুর্জররাজ্যে তৃতীয় জয়ভট্ট রাজা ছিলেন।

কঙ্কনরাজ্যের সিদ্ধপুরে বহু রুদ্রভক্ত বাস করিতেছিলেন। এখানে রুদ্রদেবের পূজা মহাসমারোহে তখন হইত এবং পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইত। আচার্যের আগমনে বহুলোক আচার্যদর্শনে আসিতে লাগিলেন। আচার্য এই সকল লোকের মধ্যে অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব উত্তমরূপে প্রচার করিলেন এবং বৈদিক কর্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডের প্রকৃত লক্ষ্য যে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা সকলের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিলেন।

গুর্জর রাজ্যের রাজধানী এ সময় শ্রীমাল। ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্বে আরাবল্লী পর্বতশৃঙ্গে আবু পর্বত অবস্থিত। এখানে জৈনগণের তখন প্রবল প্রভাব। আচার্য ক্রমে ক্রমে এখানেও আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বেদান্ত প্রচার করিলেন। ইঁহারা আচার্যের কীর্তিকলাপের কথা শুনিয়া আর বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। কারণ, কুমারিল ভট্টের দিগ্বিজয় ইঁহারা তখনও বিস্মৃত হন নাই সুতরাং আচার্য অবাধে এই দেশে বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে করিতে ক্রমে উত্তর-পূর্বাভিমুখে পুষ্করতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পুষ্করতীর্থে আচার্য শঙ্কর

পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার উপাসক বহু লোকের বাস। এখানে মরুভূমি বেষ্টিত শৈলমালা পরিবেষ্টিত কয়েকটি হ্রদ বিদ্যমান। বিকশিত কমলদল এই সকল হ্রদের অনির্বচনীয় শোভাসম্পাদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, সাবিত্রী ও গায়ত্রীদেবীর পূজা এখানে বহু সমারোহে হইয়া থাকে। আচার্য যথাবিধি ইঁহাদের পূজা করিয়া

অধিবাসিগণের মধ্যে অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। ইহাতে এ দেশবাসী সকলেই অদ্বৈতমতানুসারে পঞ্চদেবতার উপাসনা এবং পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপরায়ণ হইলেন।

সিন্ধুদেশে আচার্য শঙ্কর

পুষ্করতীর্থ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য একটি নদীর তীর ধরিয়া আবার দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন এবং নানাস্থানের মধ্যদিয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমসমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তথা হইতে আচার্য ধীরে ধীরে সিন্ধুদেশে সিন্ধুসাগর-সঙ্গমস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময় এখানে একজন শূদ্র রাজা। বৌদ্ধ ও জৈনগণের প্রভাবে বৈদিক ধর্মের নিতান্ত হীনাবস্থা। বৈদিক ধর্মসেবীর মধ্যে এখানে শাক্তগণের প্রাধান্য বেশ ছিল। কিন্তু তাঁহারা কেহই বিদ্বান ছিলেন না। আচার্য তথাপি সমাগত ব্যক্তিগণকে বৈদিক ধর্মের উপদেশ দিয়া স্বধর্মানুষ্ঠানে উৎসাহিত করিলেন।

গান্ধারদেশে আচার্য শঙ্কর

সিন্ধুসঙ্গম পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সিন্ধুনদীর তীর অবলম্বনে নানা তীর্থ, গ্রাম ও নগরীর মধ্যদিয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন। এই সিন্ধু দেশে কয়েক শতাব্দী হইতে রাজনৈতিক বিপ্লবে লোকের মনে ধর্মভাব ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। যবন, পারসিক ও শকাদি নানাজাতীয় নৃপতিবৃন্দের উপর্যুপরি [illegible] এ দেশবাসী যেন আত্মরক্ষার্থেই সতত বিব্রত। আচার্য তথাপি সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে বৈদিকধর্মের রহস্য প্রচার করিতে করিতে ক্রমে গান্ধার রাজ্যের পুরুষপুর নগরে (বর্তমান পেশোয়ারে) উপস্থিত হইলেন।

পুরুষপুরে আচার্য দেখিলেন, বৌদ্ধগণ বেশ প্রবল। তখনও বৌদ্ধবিহার-সমূহে বহু বিদ্যার্থী বিদ্যাচর্চা করিতেছেন। অনেক বৌদ্ধ আচার্য সেখানে বাস করিতেছেন। কিন্তু কেহই আর আচার্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধের [illegible] যে অশনি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা তখনও সকলের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে এবং বৌদ্ধগণ আচার্যপ্রচারিত অদ্বৈতমতের সহিত বৌদ্ধমতের যে কি প্রভেদ তদ্বিষয়ে স্পষ্ট কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ এ সময় বৌদ্ধগণই এ বিষয়ে পরস্পরে বিরোধই করিতেছেন। পতনোন্মুখ সম্প্রদায়ের যে দশা, আজ তাঁহাদেরও তাহাই উপস্থিত। অতএব পুরুষপুরবাসী সত্যান্বেষী ব্যক্তিবৃন্দ অবাধে আচার্যের উপদেশ শুনিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আচার্যাগমনে এ দেশে আবার পঞ্চদেবতার উপাসনা ও পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রবল হইল।

বাহ্লিকদেশে আচার্য শঙ্কর

পুরুষপুরে অবস্থিতিকালে আচার্য বাহ্লিক-দেশবাসিগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। এই বাহ্লিকদেশ পুরুষপুরের উত্তরপশ্চিমে কিছুদূরে অবস্থিত। এখানে এখন কাশ্মীরাধিপতি কার্কোতকবংশীয় রাজগণ আধিপত্য বিস্তার করিতেছেন। কারণ, অক্ষনদীর তীরবাসী হূনগণের রাজা মিহিরকুল, শকীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে মগধের গুপ্তরাজ বালাদিত্য এবং মালবরাজ যশোবর্মার নিকট পরাজিত হইয়া ভারতসাম্রাজ্য হারাইয়াছেন ও তুর্কগণকর্তৃক বিপর্যস্ত হইয়া বহুদিন পূর্বে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। ওদিকে অদূরে মহম্মদীয় যবনগণের আধিপত্য বিস্তার হইতেছে। ধর্মরাজ্যে শকজাতীয় বৈদিক ধর্মাবলম্বিগণ বৌদ্ধ ও জৈনগণের প্রভাবে নিতান্ত ম্রিয়মাণ। আর এইজন্যই ইহারা আচার্যকে স্বদেশে আহ্বান করিয়াছিল। পরিব্রাজক পণ্ডিত-সন্ন্যাসীর পক্ষে এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিবার আর হেতু কি আছে? আচার্য সশিষ্য বাহ্লিকদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পুরুষপুর হইতে বাহ্লিকদেশ পর্যন্ত পরম রমণীয় পার্বত্যপ্রদেশ। সর্বত্র বৃহৎ ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত নানাবিধ পাদপাদিমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ এবং মধ্যে মধ্যে স্রোতস্বতীশোভিত ফলফুলাদিপরিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতলক্ষেত্র। জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। প্রাকৃতিক শোভা ভারতীয় শোভা হইতে বিশেষ বিলক্ষণ। আচার্যের দিগ্বিজয়বাহিনী এই অপূর্ব শোভা দেখিয়া যারপরনাই কৌতূহলাবিষ্ট।

জৈনগণসহ আচার্যের বিচার

বাহ্লিকদেশে আসিয়া আচার্য বেদান্তমত প্রচার করিতেছেন শুনিয়া জৈনগণ প্রথমে আচার্যের নিকট বিচারপ্রার্থী হইলেন। কুমারিল স্বামীর দিগ্বিজয়প্রভাব এতদূরে তখনও ইঁহাদের তাদৃশ ভীতি উৎপাদন করিতে পারে নাই। তাই ইঁহারা আজ আচার্যের সহিত বিচারপ্রার্থী হইয়াছেন।

জৈনগণ আসিয়া আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন —"আপনি স্যাদ্‌বাদ মত গ্রহণ করেন না কেন? এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট যুক্তিসঙ্গত মত আর নাই।" এই বলিয়া তাঁহারা আচার্যসমীপে স্যাদ্‌বাদ সিদ্ধান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

আচার্য নীরবে ইঁহাদের মতব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। অনন্তর ইঁহাদের বক্তব্য শেষ হইলে আচার্য বলিলেন—"আচ্ছা, আপনাদের মতে জীবের স্বরূপ কি—তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন দেখি।"

জৈন পণ্ডিতটি বলিলেন—"জীব নিত্য, উহা মহৎ নয়, অণুও নয়, কিন্তু মধ্যম পরিমাণ। উহা জ্ঞান ও সুখের আশ্রয়। অনন্ত আকাশে নিয়ত ঊর্ধ্বগতিই মোক্ষ," ইত্যাদি।

ইহাতে আচার্য বলিলেন—"তাহা হইলে জীব আপনাদের মতেই নিত্য হয় কি প্রকারে? মধ্যম পরিমাণ কখন নিত্য হয় না। আর দেহপরিমাণ জীব হইলে হস্তাদি ছিন্নাবস্থায় জীবেরও অঙ্গচ্ছেদ হইল।"

জৈন পণ্ডিত বলিলেন—"যদিও জীব উক্তরূপ বটে তথাপি স্যাদবাদরূপ সপ্তভঙ্গী ন্যায়ানুসারে জীব অন্যরূপও বটে। যেহেতু 'স্যাদস্তি' অর্থাৎ হয়ত আছে, 'স্যান্নাস্তি' অর্থাৎ হয়ত নাই, 'স্যাৎ অস্তি নাস্তি' অর্থাৎ হয়ত আছে এবং নাই, 'স্যাৎ অব্যক্তব্য' অর্থাৎ হয়ত অব্যক্তব্য, 'স্যাৎ অস্তি চ অব্যক্তব্য' অর্থাৎ হয়ত আছে এবং অব্যক্তব্য, 'স্যাৎ নাস্তি অব্যক্তব্য' অর্থাৎ হয়তো নাই এবং অব্যক্তব্য এবং 'স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি অব্যক্তব্যঃ' অর্থাৎ হয়তো আছে এবং নাই এবং অব্যক্তব্য এই সাতটিই সকল পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়। যেমন, ঘট সংযোগ সম্বন্ধে ভূতলে আছে বা ঘটত্বরূপে আছে কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে ভূতলে নাই বা পটত্বরূপে নাই—ইহা একই ঘট সম্বন্ধে বলা যায়, তদ্রূপ উক্ত সাতটি অবস্থাই ঘটের হয়। আর সেইরূপ জীবের পক্ষেও বলা যায়।"

ইহাতে আচার্য বলিলেন—"একরূপ বলা সঙ্গত নয় কারণ একই বস্তুতে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব কখনই সঙ্গত হয় না। যেহেতু, ঘট যখন ঘটত্বরূপে থাকে এবং পটত্বরূপে না থাকে বলা হয়, তখন সেই ঘটত্ব ও পটত্বকে আছে বলিয়া ধরিয়া লইয়াই বলা হয়। আর যদি সেই ঘটত্ব ও পটত্বের ঐ সপ্তাবস্থা আছে বলিয়া ধরিয়া লইয়া ঘট আছে বলিতে হয়, তাহা হইলে আর ঘট আছে বলা হয় না। এইরূপে ঘটের সপ্তাবস্থাও স্থির হয় না। আর কোন জ্ঞানই স্থির না হওয়ায় কোন ব্যবহারই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু ব্যবহার যখন হইতেছে তখন তন্মধ্যে একটা জ্ঞান হইতেছেই বলিতে হইবে। উক্ত সাতটি জ্ঞান প্রত্যেক স্থলে হইলে আর ব্যবহারই হয় না। আর ঐ সাতটির জ্ঞান এককালেও হয় না। অতএব আপনাদের মতটি দুষ্টমত। আপনারা বাস্তবিক অনির্বচনীয়বাদের ছায়া অবলম্বন করিয়াই এই সব কথা বলেন, কিন্তু অনির্বচনীয়বাদের প্রকৃত রহস্য অবগত নহেন। আপনারা জগৎ সত্য বলিবেন অথচ সপ্তভঙ্গীন্যায়দ্বারা তাহাকে অস্থির বা অনৈকান্তিক বলিবেন। ইহা পরস্পর বিরুদ্ধ কথা। এইজন্য আমরা জগৎ অনির্বচনীয়, অর্থাৎ সৎও নহে, অসৎও নহে অথচ ইহা প্রতীয়মান হয় বলিয়া থাকি। দেখুন দেখি, আপনাদের কথা যুক্তিসঙ্গত, কি আমাদের কথা যুক্তিসঙ্গত?"

"এতদ্ব্যতীত, বেদ না মানিয়া বা বেদোক্তপথে না চলিয়া অজ্ঞ জীবের সর্বজ্ঞত্ব সম্ভব হয় না এবং অলৌকিক বিষয়ে সর্বজ্ঞের বাক্যই প্রমাণ হয়। অজ্ঞ

কখন নিজে নিজে সর্বজ্ঞ হইতে পারে না, সুতরাং অলৌকিক তত্ত্বের কথাও বলিতে পারে না। সেই সর্বজ্ঞের বাক্যই বেদ। আপনারা সেই বেদ না মানায় আপনাদেব মত নির্মূল মত। উহা কখনই সাধুজনেব গ্রাহ্য হইতে পাবে না। আপনাদের মতে মহাবীর প্রভৃতির কথা প্রমাণ বলা হয় ; কারণ, তিনি সর্বজ্ঞ। কিন্তু তিনি জন্মাবধি তো সর্বজ্ঞ নহেন। অগ্রে অজ্ঞ ছিলেন পরে সাধনদ্বাবা সর্বজ্ঞ হয়েন। আচ্ছা, এই সাধন তিনি অজ্ঞাবস্থায় কি করিয়া জানিতে পারিলেন? যদি বলেন পূর্ব জৈনগণের নিকট হইতে জানিলেন, তবে মূলে একজন জন্মহীন সর্বজ্ঞই কল্পনা কবা হয়। আমরা তাঁহাকেই ঈশ্বর বলি, আর তাঁহার বাক্যই বেদ বলি। অতএব আপনারা বেদেবই শরণ গ্রহণ করুন।"

ইহা শুনিয়া জৈন পণ্ডিতটি বলিলেন—"আপনি এরূপ আপত্তি কবিতে পাবেন না। কাবণ, আপনার মতেও জগতাদি অনির্বচনীয়। আমাদেব মতে যেমন সকল বস্তুই অনৈকান্তিক বলিয়া তাহা একপ্রকাব দুর্নির্ণেয। আপনাবাও তো তাহাই বলেন। সুতবাং আপনি তো আব আমাদেব মতে দোষাবোপ কবিতে পারেন না।"

আচার্য বলিলেন—"না, আপনাদের মতেব সহিত আমাদেব মতের ঐক্য নাই। আপনাবা জগৎকে সং বলিযা অনৈকান্তিক বলেন, আমবা জগৎকে সদসদভিন্ন বলিয়া অনির্বচনীয বলি। যাহা 'সৎ' তাহা আবাব 'নাই', 'আছে ও নাই' 'উভযই' এরূপ হইতে পারে না। আমাদেব মতে অজ্ঞান হইতে ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক সত্তাসম্পন্ন জগৎ উৎপন্ন হয়, আব তাহা তৎকালে আছেই, কিন্তু পবমার্থতঃ নাই। মুক্তিকালে অজ্ঞান নষ্ট হইলে তাহা আব থাকিবে না। আপনাদের মতে অনৈকান্তিক জগৎ চিবকালই থাকিবে। অতএব আপনাদেব মতের সহিত আমাদের মতের অনেক প্রভেদ।"

জৈন পণ্ডিত বলিলেন—"তাহা হইলে আপনার মতে অজ্ঞান আসে কোথা হইতে? উহার মূল চির সত্য।"

আচার্য বলিলেন—"আপনার মতেই বা উহা আসে কোথা হইতে? আমবা বলি—জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে এই অনাদি অজ্ঞান আশ্রিত, অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারাবৃত্তি হইলে এই অজ্ঞান চিরতরে নষ্ট হয, ব্রহ্ম অজ্ঞানেব বিরোধী নহে, কিন্তু আমি ব্রহ্ম এইরূপ বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞানেব বিরোধী। ইহাই অজ্ঞানের স্বভাব। স্বভাবের উপর আর প্রশ্ন হয় না।"

এইরূপে আচার্য জৈনমতে নানা দোষারোপ করিলে উভয়ের মধ্যে মহা বিচাব

আরম্ভ হইল। জৈনপণ্ডিত কোনরূপেই আত্মপক্ষ-সমর্থনে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর জৈনপণ্ডিত বিচারে জয়ী হইতে না পারিয়া বিমর্ষ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সভাস্থ বৈদিক ধর্মাবলম্বিগণ ইহাতে পরম উৎসাহিত হইলেন এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। আর ইহার ফলে অতঃপর জৈনপ্রভাব এদেশে ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল।

মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের সহিত বিচার

বাহ্লিকদেশে এ সময় মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের প্রভাবও বড় অল্প নহে। কনিষ্ক নামক শক নরপতির সময় হইতে এদেশে মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ বেশ আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ সময় জৈনগণ ও বৌদ্ধগণের মধ্যে মহাবিরোধ চলিতেছিল। তাঁহারা জৈনগণের পরাজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া আচার্যের সহিত বিচারার্থ আগমন করিলেন। কারণ, তাঁহারা ভাবিলেন আচার্যকে জয় করিতে পারিলে তাঁহাদের প্রভাব জৈনগণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

বৌদ্ধপণ্ডিত আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যতিবর! আপনি যে মত প্রচার করিতেছেন, উহা তো আমাদের মতেরই ছায়াবিশেষ। আপনার ব্রহ্মে ও আমাদের শূন্যে তো কোন ভেদ নাই। আপনার ব্রহ্ম যেমন নির্গুণ, নির্বিশেষ, বাক্যমনের অতীত অথচ সকলের মূল, আমাদের শূন্যও তো তাহাই। আপনার মতে সকল বস্তুর সত্তা যেমন ব্রহ্মই, আমাদের মতে তদ্রূপ সকল বস্তুর যাহা স্বরূপ তাহা শূন্যই। আপনারা যেমন ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করেন না, তদ্রূপ আমরাও শূন্যের সত্তা স্বীকার করি না। অতএব আপনি আমাদেরই মত প্রচার করেন এই কথাই বলেন না কেন?"

আচার্য বলিলেন—"আপনাদের শূন্যবাদ তো আমাদের ব্রহ্মবাদ নহে। কারণ, আপনারা নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকার করেন; রজ্জু নাই সর্প নাই তথাপি ভ্রম হয়—বলেন। আমরা বলি—সর্প না থাকিলেও কেবল রজ্জু ও সর্পজ্ঞান মাত্র থাকিলেই সর্প ভ্রম হয়, কিন্তু অধিষ্ঠানস্বরূপ রজ্জু না থাকিলে সর্পভ্রম হয় না। আমাদের ব্রহ্মের সত্তা নাই বটে, কিন্তু সে ব্রহ্ম তো সৎ-স্বরূপ। আপনারা কি শূন্যকে সৎস্বরূপ বলেন না। অতএব আপনাদের মতের সহিত আমাদের মতের অভেদ কোথায়?"

বৌদ্ধ বলিলেন—"শূন্যকে সৎস্বরূপ বলা যায় না। উহা কিছুই নহে। দেখুন—এই যে ঘট ইহা উৎপত্তির পূর্বে ছিল না, সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে অসৎ অর্থাৎ শূন্যস্বরূপ, আবার ভাঙ্গিয়া গেলে থাকিবে না সুতরাং শূন্যে বা অসতে

পরিণত হইল। বর্তমানে যে রহিয়াছে তাহাও নহে। কারণ বর্তমান নাই। যেহেতু যাহাকে বর্তমান বলিতেছেন, তাহা বলিবামাত্রই অতীত এবং বলিবার পূর্বে ভবিষ্যৎ। সুতরাং বর্তমানই নাই বলিয়া ঘট বর্তমানেও নাই, অর্থাৎ অসৎ বা শূন্যস্বরূপ। অতএব শূন্যকে সৎস্বরূপ বলা যায় না। সৎ বলিতে গেলেই বর্তমান কালকেও বুঝায়। অতএব নিরধিষ্ঠান ভ্রমই স্বীকার্য, অর্থাৎ সকলই শূন্য, সকলই অসৎ , আর এই মতই সমীচীন।''

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—''না, এ কথা বলা যায় না। কারণ, যাহাকে আপনি অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিতেছেন, তাহাকে বর্তমানের সহিত তুলনা করিয়াই বলিতেছেন। বর্তমান বলিয়া একটা কিছু না থাকিলে তাহার অতীত বা ভবিষ্যৎ বলা যায় না। অতএব বর্তমান মানিয়া আপনারা বর্তমান খণ্ডন করায় আপনারা বিরুদ্ধ কথাই বলিতেছেন। এইহেতু আপনাদের এই যুক্তি তো গ্রাহ্য হয় না। যাহা 'কিছুই নহে' তাহা 'এই' বলিয়া গ্রাহ্য হইবে কেন?

''আর যদি বলেন—একটা বিজ্ঞানধারাবশতঃ ঐরূপ বোধ হয় মাত্র। কিন্তু তাহা 'এই' আকারের একটা বিজ্ঞানধারা। নির্বাণ হইলে ঐ বিজ্ঞানধারাও বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং সকলই স্বরূপতঃ শূন্য বা অসৎ। তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, সে বিজ্ঞানধারাও যখন আপনাদের মতে স্বরূপতঃ অসৎ অর্থাৎ শূন্য, তখন তাহার জন্য কেন ঘটপদাদি জ্ঞান হইবে? আর শূন্যেই ঘটপদাদির জ্ঞানকে ভ্রমও বলিতে পারেন না। যেহেতু শূন্য তো কিছুই নহে, কিন্তু ভ্রমের মধ্যে আরোপের সত্তা অপেক্ষা অধিষ্ঠানের সত্তা অধিক। অতএব শূন্যবাদের কোনরূপ সম্ভাবনাই নাই এবং উহা আমাদের মতের সহিত অভিন্ন হইতে পারে না।''

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের সহিত বিচার

আচার্যের এই কথা শুনিয়া একজন বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলিলেন—''মহাত্মন! আপনি ভাল কথাই বলিয়াছেন , কারণ, বিজ্ঞান না থাকিলে শূন্য বলিবেই বা কে? এই জন্য আমরা সকলই বিজ্ঞানস্বরূপ বলি। আর উহা ক্ষণিক অর্থাৎ নিয়ত উৎপত্তি ও বিনাশশীল বলিয়া সদৃশ সবিষয়ক বিজ্ঞানের ধারা কল্পনা করিয়া থাকি। নির্বাণকালে এই বিজ্ঞানধারার বিলোপ হয় না, কিন্তু নির্বিষয় সদৃশধারা বহিতে থাকে অর্থাৎ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতে থাকে। অদৃষ্টরূপ অব্যক্ত বিজ্ঞানধারাবশতঃ এই ব্যক্তি সবিষয় বিজ্ঞানধারা প্রবাহিত হয়, নির্বাণে সেই অদৃষ্টের উচ্ছেদ হওয়ায় বিজ্ঞানধারা নির্বিষয় হয়—শূন্য হয় না। এই জন্য আমরা শূন্যবাদ স্বীকার করি না কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদই স্বীকার করিয়া থাকি।''

আচার্য বলিলেন—"না, আপনাদের মতও সমীচীন নহে। কারণ, যাহা স্থির বস্তু তাহারই যে প্রবাহ বা অবস্থান্তর, তাহাই ধারা। যাহার উৎপত্তি ও নাশ হইতেছে তাহারই মূলে একটা স্থির বস্তু থাকা আবশ্যক। ঘটের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতে গেলে মৃত্তিকারূপ স্থির বস্তু আবশ্যক। অতএব যে বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে তাহার মূল স্বরূপ তাহা হইলে আর একটি স্থির বিজ্ঞান স্বীকার করুন ; নচেৎ এই ধারার সাক্ষিস্বরূপ দ্রষ্টা কে হইবে? ব্যক্ত বিজ্ঞানের মূল যদি অব্যক্ত বিজ্ঞানধারা হয়, তবে তাহারও সাক্ষী স্থির বিজ্ঞান আবশ্যক। এইরূপে ক্ষণিক বিজ্ঞানের মূলে স্থির বিজ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য। এজন্য আপনারা প্রকারান্তরে ব্রহ্মবাদই বিকৃত করিয়া প্রচার করিতেছেন।"

"তাহার পর যাহাকে ক্ষণিক বলা হয় তাহার স্থিতিক্ষণ স্বীকার করিয়াই ক্ষণিক বলা হয়। স্থিতিক্ষণ না থাকিলে কাহার ক্ষণিকত্ব বলা হইবে। উৎপত্তির পরই যদি নাশ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উৎপত্তিক্ষণ ও নাশক্ষণের মধ্যে উৎপত্তিনাশশূন্য একটি ক্ষণ স্বীকার করা হয়। উহাই ত স্থিতিক্ষণ। উহা না স্বীকার করিলে উৎপত্তিশীলেরই নাশ স্বীকার করা হইল। উৎপত্তি ও নাশ একত্রই থাকিল; অন্য কথায় উৎপত্তির কারণের সহিত নাশের কারণ থাকিল। কিন্তু উৎপত্তির কারণের সহিত নাশের কারণ থাকিলে উৎপত্তিই সম্ভব হয় না। অতএব নাশের কারণ উৎপন্ন ঘটে থাকে, ঘটের কারণে থাকে না; আর উৎপত্তিকে একক্ষণের অধিকক্ষণস্থায়ী যদি বলা যায়, তাহা হইলে উর্ধ্বনিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডের পতনারম্ভের পূর্বে তাহা যেমন স্থির হয়, তদ্রূপ উৎপত্তি ও নাশের মধ্যে স্থিতিক্ষণ স্বীকার করা হয়। তাহার পর উৎপত্তিক্ষণের পরই নাশক্ষণ হইলে এই উভয় ক্ষণের সাক্ষী কে হইবে? স্থিতিক্ষণ না মানিলে আর ক্ষণিকত্ব সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ যাবৎ বস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল বলিয়া এবং তাহাতেই উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশরূপ ধর্মের সমাবেশ ঘটায় উহাকে সৎ বা অসৎ বা সদসৎ না বলিয়া সদসদ্‌ভিন্ন বা অনির্বচনীয় বলাই যুক্তিসঙ্গত। আর ইহাই ভ্রম এবং এই ভ্রমের মূলে সৎস্বরূপ অপরিবর্তনশীল ব্রহ্ম বিদ্যমান। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। অতএব আপনাদের মতের সহিত আমাদের মতের অভেদ কোথায়?"

"তাহার পর এই যে বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব বা সর্ববস্তুর শূন্যস্বরূপত্ব অথবা আপনাদের উভয়মতে নির্বাণের তত্ত্ব, তাহা আপনারা কিরূপে জানিলেন? ইহা তো অলৌকিক বিষয়? অলৌকিক বিষয়ে নিত্যসিদ্ধ সর্বজ্ঞের বাক্যই প্রমাণ হয়। আর অজ্ঞ কখন তাদৃশ সর্বজ্ঞকথিত উপদেশভিন্ন সর্বজ্ঞ হয় না। সেই সর্বজ্ঞের উপদেশই বেদ। আপনারা সেই বেদবিরোধী মত প্রচার করেন বলিয়া

আপনাদের মত অপ্রমাণ। ভগবান বুদ্ধ এই বেদজ্ঞান সাহায্যেই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। আপনারা তাঁহার কথা না বুঝিয়াই বিরোধ করিয়া থাকেন।"*

আচার্যের এই কথা শুনিয়া উভয়পক্ষে তুমুল বিচার আরম্ভ হইল। অবশেষে আচার্যের ব্রহ্মানুভবসমুজ্জ্বল সমাধিসিদ্ধ বুদ্ধির নিকট তাঁহারা পরাজয় স্বীকার করিলেন। আচার্যের অদ্বৈতবাদের জয়জয়কার হইল। বাহ্লিকদেশে আবার বেদান্তমত প্রচারিত হইল। বৌদ্ধগণ সম্প্রদায়ানুরোধে বৌদ্ধ থাকিলেও অন্তরে অন্তরে বেদান্তী হইয়া গেলেন।

কাম্বোজদেশে আচার্য শঙ্কর

বাহ্লিক হইতে আচার্য সশিষ্য তিব্বতের পশ্চিমপ্রান্তে কাম্বোজ দেশে আসিলেন। এখানে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকের প্রবল প্রতাপ। সুতরাং আচার্যের সহিত বিচার করিবার জন্য কেহই উপস্থিত হইলেন না। আচার্য সমাগত জিজ্ঞাসুগণকে ধর্মতত্ত্বোপদেশ দিয়া এখান হইতে দক্ষিণদিকে দরদদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দরদদেশে আচার্য শঙ্কর

দরদদেশ কাশ্মীরের উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। কাশ্মীররাজ কার্কোটকবংশীয় চন্দ্রাপীঠ এ সময় এ দেশের রাজা। চিরতুষারমণ্ডিত অতি উচ্চ শৈলশৃঙ্গ চারিদিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া বিরাজমান। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমতল ক্ষেত্র এবং পার্বত্য নদীপ্রভৃতি স্থানের মনোরম অপূর্বতা সম্পাদন করিয়াছে।

শকজাতীয় বৌদ্ধগণের প্রভাবে এখানে বৈদিকধর্মের অতি দুরবস্থা। আচার্য এখানে আসিয়া অধিবাসিগণের মধ্যে বর্ণাশ্রমাচারধর্মের প্রচার করিলেন এবং বেদান্তের সিদ্ধান্ত শুনাইয়া ইহাদিগকে স্বধর্মানুষ্ঠানে উৎসাহিত করিলেন।

শারদাপীঠে গমনের উপলক্ষ

এখানে একদিন আচার্য কৃষ্ণগঙ্গা নদীতীরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় কতিপয় শিষ্য একটি কোলাহল শুনিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। শিষ্যগণ শুনিলেন, কয়েকজন লোক বলিতেছে—"আমরা শঙ্করাচার্যের মত গ্রহণ করিতে পারি না ; কৈ, তিনি শারদাপীঠের পণ্ডিতমণ্ডলীকে তো পরাজিত করিতে পারেন নাই। কৈ, সরস্বতী দেবী তো তাঁহার মত নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। ইহা না হইলে তাঁহার মত কি করিয়া গ্রহণ করা যায়?"

* বস্তুতঃ আচার্য শঙ্কর বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্রমধ্যে বুদ্ধকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া আচার্যসমীপে আসিয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন এবং শারদাপীঠে যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধভোগে প্রবৃত্ত আচার্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা! তোমাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন চল।"

আচার্যের সম্মতি পাইয়া শিষ্যগণ শারদাপীঠে গমনের আয়োজন করিলেন এবং কৃষ্ণগঙ্গার তীর অবলম্বন করিয়া "নারদা" প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিতে করিতে শারদা পীঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কাশ্মীর শারদাপীঠে আচার্য শঙ্কর

শারদাক্ষেত্রে স্থানের শৈত্য এবং সৌন্দর্য যেন পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষা করিতেছে। চিরতুষারাবৃত সাতটি শৈলশৃঙ্গ যেন সাতটি নৈবেদ্যস্বরূপ হইয়া শারদাক্ষেত্রকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মন্দিরের পশ্চিম দিক দিয়া কৃষ্ণগঙ্গা সরল গতিতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিতা। পূর্বদিক হইতে মধুমতী নদী আসিয়া কৃষ্ণগঙ্গায় সম্মিলিতা। এই সঙ্গমস্থলের পূর্বোত্তর ভাগে ক্রমোচ্চ বিশাল সমতলক্ষেত্রই এই শারদাক্ষেত্র। ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে অতি নির্মল পবিত্রসলিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকুণ্ড বা প্রস্রবণ। এই সকল জলকুণ্ডের মধ্যে একটি কুণ্ডেই শারদাদেবী অধিষ্ঠিতা। এখানে শারদাদেবীর এতই প্রকটভাব ও ভক্তগণের প্রতি তাঁহার এতই দয়া যে, তিনি প্রায়ই ভক্তবিশেষের নিকট সাক্ষাৎ হন ; নচেৎ তাঁহার অশরীরী বাণী সময়বিশেষে আপামরসাধারণ সকলেই শুনিয়া থাকে। ইহার জল পান করিলে লোকের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

শারদামাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ

কথিত আছে প্রাচীনকালে মহামুনি বশিষ্ঠের ঔরসে এক চর্মকারকন্যার গর্ভে শাণ্ডিল্যের জন্ম হয়। তিনি ইহার তীরে তপস্যা করিয়া সুবর্ণময় দেহ লাভ করেন এবং তদবধি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হন।

শারদামাহাত্ম্যে মহিষকর্ণ রাজার পুনর্জীবন

ইহার বহু পরে এককালে এই শারদাক্ষেত্র মহিষকর্ণ নামে এক রাজার রাজধানী হইয়াছিল। এই রাজা দক্ষিণ দেশে (কোলাপুরের নিকট কোন স্থানে) রাজত্ব করিতেন। তাঁহার কর্ণ মহিষ সদৃশ ছিল বলিয়া তিনি সততই দুঃখিত থাকিতেন। অবশেষে এই শারদাদেবীর মাহাত্ম্য শুনিয়া তিনি ইহার জলস্পর্শমানসে কাশ্মীরে আগমন করেন।

প্রবাদ আছে—কাশ্মীররাজ ইঁহাকে শারদাদেবী দর্শনে অনুমতি দিলেও ইঁহার উপর কাশ্মীর-রাজকুমারীর কি কারণে ক্রোধ হয়। আর তাহার ফলে কাশ্মীররাজ ইঁহার অনুচরবর্গকে নিহত করিয়া ইঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবার আদেশ দেন।

ভাগ্যক্রমে মহিষকর্ণের দেহ যেভাবে খণ্ডিত হইল, তাহাতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই। তিনি তখন কাশ্মীররাজের নিকট এই ভিক্ষা করিলেন যে তিনি যেন শারদাকুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। মুমূর্ষুর কাতর প্রার্থনায় রাজার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল। মহিষকর্ণের অবশিষ্ট এক মাত্র অনুচর তাঁহাকে একটি ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া মস্তকে করিয়া ধীরে ধীরে শারদাক্ষেত্রে আনয়ন করিল।

শারদাকুণ্ডে আসিয়া মহিষকর্ণের এই অনুচরটি পথশ্রান্তিবশতঃ ঝুড়িটি ভূমিতে রাখিতে অসমর্থ হইয়া অসাবধানতা সহকারে কুণ্ডতীরে প্রস্তরময় প্রাচারের উপরেই রাখিয়াছিল। এমন সময় একটি কাক রাজার খণ্ডিতদেহের রক্তপান লালসায় যেমন ঝুড়িটির উপর বসিল, অমনি সেই ঝুড়ি সহিত রাজা কুণ্ডমধ্যে পতিত হইলেন।

দেবীর অপার মহিমায় রাজা সেই জলস্পর্শমাত্রেই সুন্দর পূর্ণদেহ লাভ করিলেন এবং কিছুদিন পরে তিনিই তথায় রাজা হইলেন। অতঃপর এই মহিষকর্ণের যত্নে এই শারদাক্ষেত্র অচিরে একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হইল। কাশীধাম যেমন বিদ্যার জন্য বিখ্যাত এই শারদাপীঠও তদ্রূপ এদেশে বিদ্যার জন্য বিখ্যাত হইল। ক্রমে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের ইহা আবাসস্থল হইয়া উঠিল।

শুধু তাহাই নহে, সকল দেশ হইতে পণ্ডিতগণ এখানে আসিয়া বিদ্যার পরীক্ষা দিয়া শারদাদেবীর নিকট হইতে নানাবিধ উপাধি লাভ করিতে লাগিলেন। আর সেই সকল উপাধির মধ্যে "সর্বজ্ঞ" উপাধিই এস্থানে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি বলিয়া বিবেচিত হইল।

বস্তুতঃ এই সর্বজ্ঞ উপাধিদানের রীতি এক বড়ই অপূর্ব অনুষ্ঠান। এই উপাধি লাভ করিতে হইলে মন্দিরের দ্বারে অবস্থিত চারিশ্রেণীতে বিভক্ত সর্বসম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গের যথেচ্ছ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। পণ্ডিতগণের সম্মতি পাইলে মন্দিরমধ্যে প্রবেশাধিকার হয় এবং তখন সরস্বতীদেবী অলক্ষিত থাকিয়া তাঁহাকে স্বয়ংই প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের উত্তর যদি সন্তোষজনক হয়, তবেই সরস্বতীদেবী

স্বয়ং তাঁহাকে সর্বজ্ঞ উপাধি দেন; তাঁহাকে তখন কুণ্ডের জল স্পর্শ করিতে দেওয়া হয়। নচেৎ পূজকগণকর্তৃক আনীত জলপান করিয়া এবং দূর হইতে দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে হয়।

পণ্ডিতগণকর্তৃক আচার্যের সর্বজ্ঞত্ব পরীক্ষা

আচার্য শঙ্কর দিগ্বিজয় করিতে করিতে সশিষ্য আসিয়াছেন এবং শারদাদেবীর সর্বোচ্চ উপাধি গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন— ইহা শুনিয়া শারদাক্ষেত্রের যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী মন্দিরে সমবেত হইলেন। বিচারের দিন নির্ধারিত হইল। পণ্ডিতগণ মন্দিরদ্বারে উত্তরোত্তর চারিটি মণ্ডপ মধ্যে চারিটি সভা করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

যথাসময়ে আচার্য শঙ্কর নিজ দিগ্বিজয়বাহিনীর পণ্ডিতবর্গকে মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে ইঙ্গিত করিয়া পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক ও আনন্দগিরিপ্রমুখ কয়েক জন প্রধান শিষ্যসহ মন্দিরদ্বারে আসিলেন এবং দ্বারমধ্যে প্রবেশোদ্যত হইবামাত্র কয়েকজন পণ্ডিত আচার্যকে সন্ন্যাসিগণোচিত সম্মানে সম্মানিত করিয়া পুরোবর্তী ন্যায় ও বৈশেষিক মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের সভায় আহ্বান করিলেন।

কিন্তু আচার্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডকমণ্ডলুধারী, গৈরিকবসন পরিহিত জ্যোতির্ময় কান্তিমূর্তির ও প্রসন্নদর্শন মূর্তি দেখিয়া উপস্থিত সুধীবর্গের মস্তক স্বতঃই অবনত হইয়া গেল। তাঁহারা মনে মনে আচার্যকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের জিগীষাপ্রবৃত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। তাঁহাদের ভাবী পরাজয় এই স্থলেই সুনিশ্চিত হইয়া গেল।

আচার্য এই কণাদ ও গৌতমমতাবলম্বী পণ্ডিতগণের সভায় শিষ্যসহ আসন গ্রহণ করিলে কণাদমতাবলম্বী একজন পণ্ডিত বলিলেন—"যতি! আপনি যদি সর্বজ্ঞ হন তবে বলুন বৈশেষিকমতে পদার্থতত্ত্ব কিরূপ এবং দুইটি অণু মিলিত হইয়া যে দ্ব্যণুক হয় তাহার প্রতি কারণ কি?"

আচার্য হাসিতে হাসিতে সপ্তপদার্থের নাম করিয়া বলিলেন—"দ্বিত্বসংখ্যাই দ্ব্যণুকের কারণ।"

অনন্তর পদার্থতত্ত্বের রহস্য সম্বন্ধে উভয়পক্ষে নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। কথায় কথায় আচার্য যখন বলিলেন—"এই পদার্থ-বিভাগের উদ্দেশ্য আত্মবিষয়ক মনন, আত্মজ্ঞানেই মুক্তি—ইহাই মহর্ষি কণাদের মত", তখন কণাদমতাবলম্বী পণ্ডিতটি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন – "যতিবর! আর আমার পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, আপনারা প্রসন্নমনে মন্দিরাভ্যন্তরে অগ্রসর হউন।"

ইহা শুনিয়া গৌতমমতাবলম্বী একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত বলিলেন— "মহাত্মন্! আমার একটি প্রশ্ন আছে। আচ্ছা! বলুন দেখি— কণাদসম্মত মুক্তির সহিত গৌতমসম্মত মুক্তির মধ্যে পার্থক্য কি? এবং আমাদের মধ্যে পদার্থতত্ত্বই বা কিরূপ?"

আচার্য সস্মিতবদনে বলিলেন—"পণ্ডিতবর! ন্যায়মতে ষোলটি পদার্থ। উহাদের সহিত কণাদের সপ্তপদার্থের কোন বিরোধ নাই। উহাদেরও তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি হয়। একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন পথমাত্র। কণাদের মুক্তিতে আত্মরূপ দ্রব্যটি সম্পূর্ণরূপে বিশেষগুণশূন্য হয় এবং পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনারহিত হইয়া আকাশের ন্যায় নিষ্ক্রিয় ও অসঙ্গভাবে অবস্থান করে। কিন্তু গৌতমমতে মুক্তিটি জ্ঞান ও আনন্দশূন্য হয় না।"

ইহা শুনিয়া নৈয়ায়িক পণ্ডিতটি প্রণাম করিয়া বলিলেন—"যতিরাজ! যাউন, মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করুন। আপনি শাস্ত্রের যে যথার্থ রহস্যবেত্তা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

অনন্তর আচার্য সশিষ্য দ্বিতীয় দ্বারে আসিলেন। দ্বিতীয় দ্বারে সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতাবলম্বী পণ্ডিতগণের সভা। আসনগ্রহণ করিবামাত্র ইঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন—"মহাত্মন্! বলুন দেখি- মূলপ্রকৃতি স্বাধীনভাবে জগতের কারণ, অথবা চৈতন্যাধিষ্ঠিত হইয়া কারণ?"

আচার্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন- "পণ্ডিতপ্রবর! এ মতে স্বাধীনা মূল প্রকৃতিই জগতের কারণ।" অনন্তর উভয়পক্ষে প্রাসঙ্গিক নানা কথায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং আচার্যের কথায় পরম পরিতুষ্টি লাভ করিয়া সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিতটি বলিলেন—"ভগবন্! আপনারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন।"

তৃতীয় দ্বারে জৈন ও বৌদ্ধগণের সভা। বৌদ্ধগণের মধ্যে এখানে মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই চারি সম্প্রদায়ই বিদ্যমান। জৈনগণের মধ্যেও দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়ই বর্তমান। আচার্যের আগমনে ইঁহারা অভ্যর্থনাসহকারে আসন দান করিয়া বলিলেন—"যতিবর! বলুন দেখি - আমাদের চারি সম্প্রদায় বৌদ্ধগণের মধ্যে কোথায় বিশেষত্ব এবং বেদান্ত মতের সহিত ইহাদের বৈলক্ষণ্যই বা কোথায়?"

আচার্য স্বভাবসুলভ সহাস্যবদনে বলিলেন—"পণ্ডিতপ্রবর! সৌত্রান্তিকমতে সমুদায় জ্ঞেয় বস্তু অনুমানগম্য। বৈভাষিক বলেন—তাহা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। তবে উভয়মতেই সকল পদার্থ ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ ক্ষণিক। বিজ্ঞানবাদী বা যোগাচার

সম্প্রদায়ের মতে সমস্ত বস্তুই বিজ্ঞানমাত্র এবং তাহাও ক্ষণিক ও বহু। শূন্যবাদী মাধ্যমিক মতে সমস্তই স্বরূপতঃ শূন্য, তদ্‌ভিন্ন কিছুই নাই। সবিষয় ক্ষণিক বিজ্ঞানধারাবশতঃ জগৎ প্রতীত হইতেছে, নির্বাণে উহারও নাশ হয়; সুতরাং সবই শূন্য হয়। বেদান্তমতে এক নিত্য বিজ্ঞানই সত্য, অপর সকলই মিথ্যা। শূন্যবাদী শূন্যকে যদি সৎ বলেন এবং বিজ্ঞানবাদী যদি বিজ্ঞানকে স্থির বলেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের সহিত বেদান্তমতের কোন পার্থক্য থাকে না। বিজ্ঞানবাদী প্রভৃতির মতে ভ্রমে আত্মখ্যাতি হয় অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ আত্মারই অন্তরে বাহ্য ভ্রম হয়, শূন্যবাদীর মতে ভ্রমে অসৎখ্যাতি হয় অর্থাৎ অসৎকে সৎ বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু বেদান্তমতে অনির্বচনীয়খ্যাতি স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ ভ্রমকালে সদ্যঃ অজ্ঞানোৎপন্ন পদার্থের ভান হয়, জ্ঞানমাত্র তাহার বিলোপ ঘটে।"

এইরূপ নানা কথাবার্তার পর বৌদ্ধপণ্ডিতগণ বলিলেন—"ব্রহ্মণ্! আপনাকে পরীক্ষা করা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র, আপনি মন্দিরমধ্যে আনন্দে প্রবেশ করুন।"

বৌদ্ধগণের পার্শ্বেই জৈনগণ ছিলেন। তাঁহারা স্থানীয় নিয়মানুরোধেই বলিলেন—"আচ্ছা! বলুন দেখি—জৈনমতের 'অস্তিকায়' শব্দের প্রকৃত রহস্য কি?"

আচার্য বলিলেন—"জীবাস্তিকায়, পুদ্‌গলাস্তিকায়, ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায় পদবাচ্য জীবাদি পাঁচটি পদার্থ জৈনমতে স্বীকৃত হয়। 'অস্তি' এই বাক্যটি যাহাতে ধ্বনিত হয় তাহরই নাম অস্তিকায়। 'কৈ' ধাতুর অর্থ শব্দ, আর তাহা হইতেই অস্তিকায় শব্দ নিষ্পন্ন।"

ইহা শুনিয়া জৈনপণ্ডিতগণ বলিলেন—"মহাত্মন্! আর বলিতে হবে না। আপনি এইবার আপনাদের অনুরূপ মতাবলম্বিগণের নিকট গমন করুন। উহাই আপনার শেষ পরীক্ষাস্থল।"

চতুর্থ দ্বারে জৈমিনীয় মতাবলম্বী মীমাংসকগণ বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহারা আচার্যের এই বিজয়ব্যাপার দেখিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যথোচিত সম্মানসহকারে আসন প্রদান করিয়া বলিলেন—"যতিরাজ! আপনাকে আর কি জিজ্ঞাসা করিব? স্বয়ং মণ্ডনমিশ্র যখন আপনার অনুগামী, তখন আমাদের জিজ্ঞাসা আর কিছুই নাই। আপনি যেদিন মণ্ডনমিশ্রকে জয় করিয়াছেন, সেইদিন ভারতের সমুদয় বিবুধমণ্ডলীকে জয় করিয়াছেন। তবে নিয়মানুরোধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি তাহার উত্তর দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করুন।"

মীমাংসকগণ বলিলেন—"আচ্ছা, বলুন দেখি—জৈমিনি মতে শব্দ কি প্রকার? উহা দ্রব্য না গুণ? উহার স্বরূপই বা কি?"

আচার্য বলিলেন—"হে সুধীবর্গ! জৈমিনি মতে বর্ণ-সকল নিত্য ও ব্যাপক। কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা তাহার যখন অনুভব হয় তখন তাহার উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। আর উহা জৈমিনিমতে দ্রব্য, উহা গুণ নহে।"

এই কথা শুনিতে শুনিতে মীমাংসকগণ প্রণাম করিয়া বলিলেন—"যতিবর! আর বলিতে হইবে না। চিরন্তন প্রথার অনুরোধে আপনাকে জিজ্ঞাসা মাত্র করিয়াছি। আপনি আনন্দিত মনে শিষ্যগণ সহ শারদাদেবীব নিকট গমন করুন।" অনন্তর তাঁহারা সুরেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা কবিলেন এবং সকলকে সঙ্গে করিয়া শারদাসদনে লইয়া গেলেন।

আচার্য হাসিতে হাসিতে বামহস্তে পদ্মপাদের হস্তধাবণ কবিযা দক্ষিণপার্শ্বে সুরেশ্বর এবং পশ্চাতে তোটক ও হস্তামলককে লইযা মন্দিব মধ্যে দেবীব নিকট আগমন করিলেন।

চারিদিকে নানা বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মন্দিরপ্রাঙ্গণেব জনতা "শঙ্কবাচার্যেব জয়" এই ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত কবিযা তুলিল। পণ্ডিতেব মান্য পণ্ডিতগণই দিতে জানেন। সকলে বলিতে লাগিলেন "অহো ভাগ্য! আজ বহুকাল পরে একজন সর্বজ্ঞ মহাপুরুষের দর্শনলাভ হইল।" কেহ বলিলেন "শুনিয়াছি, উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বদিক হইতে এক একজন পণ্ডিত ইতঃপূর্বে এই সর্বজ্ঞ উপাধি লাভ কবিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দক্ষিণ দিক হইতে কেহ আসিযা এই উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। আজ তাহাই হইল। আজ দক্ষিণদেশবাসী পণ্ডিতও সর্বজ্ঞ উপাধিতে ভূষিত হইলেন।"

আচার্য সশিষ্য কুণ্ডপার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন - নানা মণিমাণিক্যখচিত বহুমূল্যবস্ত্রাদিমণ্ডিত একটি নির্মলসলিল অপূর্বদর্শন জলকুণ্ড। তিনি সেই কুণ্ডপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া একটি সদ্যঃবচিত স্তোত্রদ্বারা প্রাণ ভবিযা ভগবতী শারদাদেবীর অর্চনা করিলেন। পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ ষোড়শোপচারে মনে মনে ভগবতীর পূজা করিলেন।

অনন্তর আচার্য যেমন কুণ্ডবারি স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ভগবতী শারদাদেবী অলক্ষিতভাবে বলিতে লাগিলেন—"শঙ্কর! আমার অধিষ্ঠানভূত এই কুণ্ডবারি অপবিত্র করিও না। তুমি সর্বজ্ঞ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু

তুমি যে বিশুদ্ধচিত্ত তাহা কি করিয়া বলিব? তুমি তো মণ্ডনপত্নীর কামশাস্ত্রীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অমরুক রাজার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলে। সেখানে রাজমহিষীগণ কর্তৃক পরিবৃত থাকিয়া কামশাস্ত্রীয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলে। তোমার এই স্থূলশরীর অপবিত্র না হইলেও কামচিন্তাবশতঃ তোমার চিত্ত দূষিত হইয়াছে, তোমার সূক্ষ্মশরীর অপবিত্র হইয়াছে। তুমি বারি স্পর্শ করিলে আমার আসন অপবিত্র হইবে।"

শারদাদেবীর এই অশরীরী বাণী শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। আচার্যও স্তম্ভিত। কিন্তু তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ঈষৎহাস্যসহকারে বলিলেন—"মাতঃ! আপনি সর্বান্তর্যামিনী। আপনার তো অবিদিত কিছুই নাই। আচ্ছা, জননি! বলুন দেখি, অসঙ্গ আত্মস্বরূপ বোধের পর প্রারব্ধবশতঃ যেসব মনোবৃত্তি উদিত হইতে থাকে, তাহাতে কি সংস্কার উৎপন্ন হয়? তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তি কি আবদ্ধ হন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে গোপরমণীগণসহ লীলা করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রসমরের যে অধিনায়ক হইয়াছিলেন তাহাতে কি তিনি সংস্পৃষ্ট হইয়াছিলেন? আমি যতিধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য এবং বাদের নিয়মানুরোধে রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া এই কার্য করিয়াছি, নচেৎ আপনার কৃপায় আমি যোগবলে তখনই উত্তর দিতে পারিতাম কেবল লোকশিক্ষার অনুরোধে তাহা করি নাই। মাতঃ! এ বিষয়ে আপনিই তো সাক্ষী আপনিই তো মণ্ডনপত্নীরূপে এই লীলা করিয়াছেন।" শারদাদেবী আচার্যের মুখ দিয়া এই উত্তরই শুনিবেন বলিয়া এবং শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মেরই মতো নির্লেপ স্বভাব হইয়াছেন ইহাই প্রচার করিবেন বলিয়া তিনি আচার্যকে ওরূপ কথা বলিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি বলিলেন—"বৎস! শঙ্কর! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আনন্দচিত্তে আমার কুশাসন গ্রহণ কর। আমি আশীর্বাদ করিতেছি তোমার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক শারদীয় পূর্ণশশীর ন্যায় চিরকাল বিরাজ করিবে। তোমার চরিত্র যতিগণের আদর্শ হইবে। যাহারা তোমার চরিত্র ধ্যান করিবে তাহারাও তোমার মতো হইবে। তুমি মৎপ্রদত্ত সর্বজ্ঞ-উপাধি মণ্ডিত হইয়া জগতে আরও কিছুদিন বিচরণ কর, তোমার কার্য প্রায় শেষ হইয়াছে।"

এই বলিয়া শারদাদেবী নীরব হইলেন। আচার্য ভক্তিগদগদ ভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভগবতী শারদাদেবীকে প্রণাম করিলেন। পদ্মপাদপ্রমুখ শিষ্যগণ সজলনয়নে আচার্যের অনুকরণ করিলেন। সমবেত স্থানীয় পণ্ডিতগণ বিহ্বলভাবে আচার্যের পাদস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হইলেন। "শঙ্করাচার্যের জয়" এই ধ্বনিতে শারদামন্দির মুহুর্মুহুঃ মুখরিত হইতে লাগিল। অনন্তর আচার্য শঙ্কর পদ্মপাদাদি শিষ্যগণকে

কুণ্ডবারি পান করাইয়া কিয়ৎক্ষণ সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন এবং ভগবতীর স্বরূপ ও মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়া নিজ আসনে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর আচার্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনীসহ শারদাক্ষেত্রে কয়েকদিন মাত্র অবস্থিতি করেন এবং সেই অবকাশে জনসাধারণকে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া শ্রীনগরপ্রভৃতি কাশ্মীরের অপরাপর দর্শনীয় স্থানসমূহের দর্শনমানসে প্রস্থিত হইলেন।*

কাশ্মীর শ্রীনগরে আচার্য শঙ্কর

শারদাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া একটি অত্যুচ্চ শৈলশ্রেণী অতিক্রমপূর্বক আচার্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনীসহ কাশ্মীরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কাশ্মীরক্ষেত্রের অপূর্ব শোভা সকলেরই চিত্তহরণ করিল। চারিদিকে তুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ প্রাচীরের ন্যায় পর্বতমালা পরিবেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, দেখিলেন—কোথাও সাগরোপম তরঙ্গায়িত সুবৃহৎ স্বাদুজলপূর্ণ হ্রদ, কোথাও অলিকুলগুঞ্জিত প্রস্ফুটিত কুমুদ ও কমলদল শোভিত সুবিশাল সরোবর। কোথাও বা এই সকল সরোবরমধ্যে ভাসমান কৃষিক্ষেত্র। কোথাও বা বিস্তীর্ণা খরস্রোতা স্রোতস্বতী তরতর বেগে প্রবাহিতা। কোথাও বা জলপ্রপাত, কোথাও বা প্রস্রবণ। আবার মধ্যে মধ্যে কৃষিক্ষেত্র ও পুষ্পোদ্যান-পরিবেষ্টিত জনপূর্ণ নগরী এবং অত্যুত্তম ফলবৃক্ষ ও পুষ্পপাদপের অরণ্য। নরনারী পশুপক্ষী সকলই যেন অপূর্ব সুন্দর। বিধাতা যেন সর্ববিধ অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সম্মিলিত করিবার জন্য এই কাশ্মীর ক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আচার্য দেখিলেন—শিষ্যগণ কাশ্মীরক্ষেত্রের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া বিমোহিত। সকলেরই মুখে সৌন্দর্যের কথা। অন্তরাত্মার অসীম সৌন্দর্য যেন তাঁহাদের বিস্মৃত । তিনি পথ চলিতে চলিতে "অনাত্মশ্রীবিগর্হন" নামক কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়া শিষ্যগণকে প্রবুদ্ধ করিলেন।

এইরূপে আচার্য শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে কাশ্মীরের নানা দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে শ্রীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে এ সময় শৈব ও শাক্তগণের প্রাধান্য। বৌদ্ধগণও বুদ্ধের উচ্চ আদর্শ ভুলিয়া তান্ত্রিক সিদ্ধির জন্য

* মাধবাচার্য এ স্থলে বোধ হয় ভুল করিয়াছেন । শারদা মন্দিরে আচার্যের পীঠোপরি অধিষ্ঠান ইত্যাদি তাঁহার বর্ণনা এস্থলে সঠিক হইতে পারে না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি ইহা শারদাদেবীর কুণ্ড, বসিবার পীঠ নহে।

লালায়িত। বৌদ্ধগণের অত্যাচারে বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি এক প্রকার বিলুপ্ত। রাজা চন্দ্রাপীড় রাজ্যসংগঠনেই অধিক ব্যস্ত। তিনি আচার্যের এবং তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আচার্য এখানে একটি সুদৃশ্য শৈলশৃঙ্গোপরি একটি শিবমন্দির দেখিয়া এই শৃঙ্গোপরিই আসন স্থাপন করিলেন।

এই শৈলতলে একটি কুণ্ড ভগবতীর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। স্থানটি যেমনই সুন্দর ভগবতীর কৃপালাভও এস্থানে তেমনই সুলভ ছিল। এজন্য ইহার তীরে বহু সাধু ও মনীষীবর্গ ভগবতীর উপাসনাভিপ্রায়ে বাস করিতেন। আচার্য এখানে আসিয়া ভগবতীর মহিমা-প্রভৃতি কীর্তন করিয়া একটি অপূর্ব স্তবদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। অতঃপর ইহাই সৌন্দর্যলহরী বা আনন্দলহরী নামে প্রসিদ্ধ হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই আচার্যের উপর অধিবাসিগণের শ্রদ্ধা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, এই শৈল-শৃঙ্গটি "শঙ্করাচার্য পর্বত" নামেই অভিহিত হইল।

তক্ষশিলায় আচার্য শঙ্কর

শ্রীনগর পরিত্যাগ করিয়া আচার্যের দিগ্বিজয়বাহিনী চন্দ্রভাগা নদীর তীর অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে ভারতের সমতল ক্ষেত্রাভিমুখে আসিতে লাগিল। এ সময়ও তক্ষশিলা বৌদ্ধগণের একটি প্রধান স্থান ছিল। বহু বিদ্যার্থী বৌদ্ধাচার্যগণের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ বৌদ্ধ-বিহারসমূহে বাস করিতেন। যে স্থানটি একদিন শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের পুত্র "তক্ষে"র রাজধানী ছিল, আজ তাহা বৌদ্ধগণের একটি সর্বপ্রধান স্থান। পদ্মপাদাদি শিষ্যগণের ইচ্ছা হইল—এই তক্ষশিলায়ও তাঁহারা বৈদিক ধর্ম প্রচার করিবেন। অগত্যা আচার্যের দিগ্বিজয়বাহিনী ধীরে ধীরে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৌদ্ধগণ সহস্রাধিক অনুচরবর্গসহ আচার্যকে দেখিয়া এবং বাহ্লিক ও শারদা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার দিগ্বিজয়বার্তা প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া কুমারিলের বিজয় কথা স্মরণ করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—এ স্রোত রুদ্ধ করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। তাঁহারা পূর্বের মত বিচারে পরাক্রম-প্রদর্শন-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। একে তো বেদবিরোধী ধর্মাবলম্বিগণের সহিত বিচার করিয়া স্বধর্মে আনয়ন করিবার প্রবৃত্তি বৈদিকধর্ম-প্রচারকের প্রকৃতিই নহে, তাঁহারা যে পরমত খণ্ডন করেন তাহা তাঁহাদের আত্মরক্ষার্থ মাত্র, তাহাতে আচার্যে ইহা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিতই ছিল। সুতরাং তিনিও বৌদ্ধ-পরাজয়ের জন্য বিচারের ইচ্ছা করিলেন না। বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি সূক্ষ্মদার্শনিকতাপূর্ণ মতগুলির যে অংশ খণ্ডনাই

তাহাই আচার্য স্বমতে নিষ্ঠার নিমিত্ত ভাষ্যমধ্যেই খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং যে সব বৌদ্ধগণ জিজ্ঞাসু হইয়া আচার্যের নিকট আসিতে লাগিলেন, পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ তাঁহাদিগকেই উপদেশ দিলেন ও আচার্যের ভাষ্য অনুশীলন করিতে বলিলেন। ইহার ফলে প্রকারান্তরে বৈদিকধর্মেরই জয়-জয়কার হইল। সাধারণে ভাবিল—বৌদ্ধধর্মে সার থাকিলে বৌদ্ধগণ আর অবাধে বৈদিকধর্মের প্রচার হইতে দিতেন না। যাহা হউক, এইরূপে জনসাধারণের মধ্যে বেদান্তসিদ্ধান্তানুযায়ী পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচার করিয়া আচার্য হিমালয়ের পাদদেশ দিয়া পূর্বাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

জ্বালামুখী তীর্থে আচার্য শঙ্কর

তক্ষশিলা হইতে পূর্বাভিমুখে আসিতে আসিতে আচার্য ক্রমে জ্বালামুখী তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দেবীর জ্যোতির্মূর্তি দর্শন করিয়া একটি স্তবদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিদ্বারবাসী সাধুগণ আচার্যকে পূর্বেও দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে এই বিশাল দিগ্বিজয়বাহিনীর সঙ্গে আচার্যকে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে শিবাবতার বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

নৈমিষারণ্যে আচার্য শঙ্কর

আচার্য এই হরিদ্বারে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া সশিষ্য হিমালয়ের পাদদেশস্থ জনপদসমূহের মধ্য দিয়া ক্রমে নৈমিষক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নৈমিষক্ষেত্রমধ্যেও বহুতীর্থ বিদ্যমান। কিন্তু সর্বত্রই বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের প্রাধান্য। আচার্য এই সব স্থলে বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে করিতে ক্রমে শৌনকাদি ঋষির সেই পুরাণবর্ণনার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৌদ্ধপ্রভাবে এসব স্থলে আর সে যজ্ঞধূমের পবিত্র গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত করে না, বেদধ্বনি আর চারিদিক মুখরিত করে না। বুদ্ধদেব যে জ্ঞানকাণ্ডের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণে অসমর্থ হইয়া লোকে উপাসনাকাণ্ড আশ্রয় করে, আর সেই উপাসনাকাণ্ড এখন তান্ত্রিকাচারে পরিণত হইয়াছে। বাস্তবিক কর্মানুষ্ঠান ভিন্ন উপাসনাতেও অধিকার হয় না, জ্ঞানাধিকার তো দূরের কথা।

যাহা হউক, আচার্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনী সহিত এখানে কয়েক দিন অবস্থিতি করিলেন এবং সমাগত জনমণ্ডলীর মধ্যে বেদান্তসিদ্ধান্তানুযায়ী কর্ম ও উপাসনাতত্ত্ব প্রচার করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অযোধ্যায় আচার্য শঙ্কর

অযোধ্যা-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিন পরে আচার্য অযোধ্যা নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শ্রীরামচন্দ্রের লীলাস্থল সকল দেখিয়া সকলেই হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। এখানে বৌদ্ধগণ কিভাবে আর্যকীর্তি দমিত করিয়া নিজ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন এবং তৎপরে শুঙ্গ ও কণ্ববংশীয় রাজগণ এবং উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য রাজ কিভাবে তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে সকলই আচার্যের চিত্ত আকর্ষণ করিল। তথাপি এখনও এখানে বৌদ্ধপ্রভাব যথেষ্টই ছিল, তবে বৈদিক ধর্মের অভ্যুত্থানে তাঁহারা পরাক্রমশূন্য হইয়াছেন—এইমাত্র। এজন্য এখানকার বৌদ্ধগণ আচার্যের সঙ্গে কোনরূপ শাস্ত্রীয় বিচারাদি করিতে আর প্রবৃত্ত হইলেন না।

আচার্য শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানে শ্রীরামমূর্তির যথাবিধি পূজাদি করিলেন এবং সদ্যসদ্য একটি সুললিত ভক্তিভাবপূর্ণ স্তব রচনা করিয়া প্রাণের আবেগ নিবৃত্তি করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক যেসব বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদী থাকিলেও আচার্যের মতবাদে কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা আচার্যের সর্বদেবসাধারণ ব্রহ্মবাদ শুনিয়া উচ্চ আদর্শই পাইলেন এবং আচার্যের ভক্তিভাব দেখিয়া আপ্যায়িতই হইলেন। ইহার ফলে আচার্য এখানে বৈদিকধর্মের বিজয়পতাকা অবাধে প্রোথিত করিয়া পূর্বোত্তরদিকে মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মিথিলায় আচার্য শঙ্কর

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য অতিক্রম করিয়া আচার্য ক্রমে রাজর্ষি জনকের বিদেহরাজ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পথিমধ্যে নানা তীর্থাদি দর্শন করিতে করিতে মিথিলা নগরীমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেখানে মহর্ষি গৌতম ন্যায়শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, যেখানে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যপ্রমুখ মহর্ষিগণ জগতে অমূল্য অদ্বৈতজ্ঞানরত্ন বিতরণ করিয়াছিলেন, যেখানে শুকদেব জনকের নিকট অধ্যাত্মশাস্ত্রের শেষ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, যেখানে মহর্ষি অষ্টাবক্রের অদ্বয়তত্ত্বোপদেশ প্রচারিত হইয়াছিল, যেখানে বর্ণাশ্রমাচারের অনুরোধে ধর্মব্যাধ ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও মাংসবিক্রয় করিয়াছিলেন, আচার্য আজ সেইস্থানে আসিয়া এই সব ব্যাপার যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

এ সময় মিথিলায় কোন স্বাধীন বা প্রবল রাজা ছিলেন না। কিছুদিন হইতে ইহা কখন লিচ্ছবিবংশীয় রাজগণের পদানত, কখন বা মগধের অধীন, কখন বা

গৌড়াধিপের করায়ত্ত হইতেছিল। অল্পদিন পূর্বে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্মন ইহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। বৌদ্ধপ্রভাবে তান্ত্রিকতার প্রাধান্য হইলেও মীমাংসক ও নৈয়ায়িকগণ নিজ নিজ শাস্ত্রীয় চিন্তায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বেদবিরোধী মতসমূহের এবং নাস্তিকগণের শাসনের জন্য ন্যায়শাস্ত্র মহর্ষি গৌতম রচনা করেন। বৌদ্ধগণ তাহাকে আক্রমণ করায় মহর্ষি বাৎস্যায়ন তাহা নিবারণ করেন। বহুপরে বসুবন্ধুশিষ্য বৌদ্ধ দিঙ্নাগ তাহাতে দোষারোপ করিলে পাশুপতাচার্য উদ্যোতকর অবিলম্বে তাহার উদ্ধার সাধন করেন। এক্ষণে দিঙ্নাগশিষ্য শঙ্করস্বামী, ধর্মপাল ও কর্মকীর্তি প্রভৃতি তাহাতে আবার আপত্তি করায় মিথিলার পণ্ডিতকুল তাহার উত্তর নির্ণয়ের জন্য সমাহিত। যাহা প্রায় তিনশত বৎসর পরে বাচস্পতি মিশ্রের লেখনীনিঃসৃত হইবে এবং তৎপরে উদয়ন ও গঙ্গেশাদির গ্রন্থে পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইবে, মিথিলার পণ্ডিতকুল আজ সেই চিন্তার বীজ সংগ্রহ করিতেছেন। ওদিকে বৈশেষিক সম্প্রদায়ও নীরব নহেন। প্রশস্তপাদের ভাষ্যাবলম্বনে ব্যোমশিব প্রভৃতি যেরূপ সপ্তপদার্থমূলক জ্ঞান ও বিচারপদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন তাহার সহিত ন্যায়ের সংমিশ্রণচিন্তাও এই সময় এই সকল পণ্ডিতকুলের মনে উদিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন ও মীমাংসকগণের বিচারপদ্ধতি আত্মসাৎ করিয়া আত্মপুষ্টিরও চেষ্টা চলিয়াছে।

আচার্য পণ্ডিতমণ্ডলীর এইরূপ উদ্যম দেখিয়া বেদান্তের সিদ্ধান্ত এবং বিচারপদ্ধতি তাঁহাদের সম্মুখে সমুপস্থাপিত করিলেন। তাঁহারা ইহার উপযোগিতা এবং উপাদেয়তা অনুভব করিয়া অবনতমস্তকে ইহা গ্রহণ করিলেন। সকলেই আবার তান্ত্রিক আচারব্যবহারের পরিবর্তে বৈদিক আচারব্যবহারের অনুরাগী হইলেন। মিথিলায় আবার পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান ও পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রবল হইল, বেদান্তের পঠন-পাঠন আবার আরম্ভ হইল। ইহা দেখিয়া আচার্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনীসহ দক্ষিণদিকে মগধরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মগধরাজ্যে আচার্য শঙ্কর

মগধরাজ্য এ সময় ছিন্নভিন্ন এবং ভগ্নদশাগ্রস্ত হইলেও সাম্রাজ্যের সম্মান হইতে বঞ্চিত নহে। আচার্য মগধরাজ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে রাজধানী পাটলিপুত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থাকিলেও বৈদিকধর্মও নিতান্ত নির্জীব নহে। সম্রাট বিষ্ণুগুপ্তের পিতামহ আদিত্যসেনের অধিনায়কত্বে নালান্দার বৌদ্ধাচার্য ধর্মপাল, শীলভদ্র ও ধর্মকীর্তি প্রভৃতি বহুবার ব্রাহ্মণগণকে পরাজিত করিলেও শেষে কুমারিলের নিকট তাঁহারা পরাজিত হন

এবং তাহার ফলে তিনি অশ্বমেধযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিছুপূর্বে শকীয় পঞ্চমশতাব্দীর শেষপাদে স্কন্দগুপ্ত বৌদ্ধাচার্য বসুবন্ধুকে নিজ সভায় আনাইয়া বৌদ্ধধর্মের প্রচার করায় ব্রাহ্মণসমাজের মনে গুপ্তবংশের ধ্বংসবীজ উপ্ত হয়। তাহারই ফলে মগধরাজ্য দিন দিন ক্ষীণ হইতেছিল। কান্যকুব্জের হর্ষবর্ধন, গৌড়ের শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্মণের অভ্যুদয়ে এ সময় বিষ্ণুগুপ্ত নামেই সম্রাট। শিশুনাগ, শুঙ্গ, কণ্ব, মৌর্য ও গুপ্তের শাখা সন্তানগণ এখন ধনী গৃহস্থের ন্যায় বাস করিয়া ঐশ্বর্যের নশ্বরতা প্রচার করিতেছেন।

মহারাজ বিষ্ণুগুপ্ত আচার্যের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। আচার্যের দিগ্বিজয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্থানীয় পণ্ডিতগণ আর কোনরূপ প্রতিবাদের কল্পনাও করিলেন না। সুতরাং আচার্য এখানে অদ্বৈতবেদান্তসিদ্ধান্ত অবাধে প্রচার করিয়া এ দিকের প্রধান তীর্থ গয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নালন্দায় আচার্য শঙ্কর

পাটলিপুত্র হইতে দক্ষিণাভিমুখে আচার্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনীসহ ক্রমে বৌদ্ধগণের সর্বপ্রধান স্থান নালন্দায় আসিলেন। তখনও নালন্দা বিহারে বৌদ্ধগণের যথেষ্ট প্রভাব। বিনীতদেব চন্দ্রগোমিন, চন্দ্রকীর্তি, রবিগুপ্ত শান্তরক্ষিত প্রভৃতি বহু বৌদ্ধাচার্য তখন বর্তমান। এ বিহারটি তখনও তাহার বিশালতম কলেবরে সুবৃহৎ অট্টালিকাসমূহে শোভিত। শাস্ত্রের ও সুখের আগার সমান।

আচার্য দিগ্বিজয় উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া নালন্দায় আসিয়াছেন শুনিয়া বৌদ্ধগণ আর বিচারার্থী হইলেন না। কারণ, যে যুক্তি লইয়া কুমারিলের নিকট ইঁহাদের গুরু ও পরমগুরুস্থানীয়গণের শোচনীয় পরাজয় হইয়াছে তাহার উত্তর আর ইঁহারা পান নাই, আর সেই কুমারিলশিষ্য মণ্ডন আচার্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া শিষ্য হইয়াছেন। তাহার পর আচার্যের অদ্বৈতমত প্রকারান্তরে বৌদ্ধমত কি না, এ বিষয়ে বৌদ্ধাচার্যগণেরও মতবিরোধ ঘটিয়াছে। এ দিকে আচার্যপক্ষ হইতেও বিচারের জন্য কোনরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করা হইল না, কারণ, বেদবিরোধিগণকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈদিকধর্মে দীক্ষিত করাও আচার্যের অভিপ্রেত নহে, পরন্তু যাঁহারা বেদ মান্য করেন তাঁহারা সংস্কারার্হ হইলে তাঁহাদের সংস্কার করাই আচার্যের অভিপ্রায়, অথবা যাহারা বিধর্মী বৈদিক ধর্মের উপর আক্রমণ করে তাহারা বিচারার্থী হইলে তাহাদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষাই আচার্যপক্ষের উদ্দেশ্য। এই কারণে নালন্দায় বৌদ্ধগণের সহিত আচার্যের আর বিচার হইল না। ইহার ফলে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম বৈদিকধর্মের উদরসাৎই হইয়া গেল।

যাহা হউক আচার্য নালান্দাবাসী সমাগত বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে বেদান্ত সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভারতে বেদান্তধর্ম একচ্ছত্র অধীশ্বর হইল।

রাজগৃহে আচার্য শঙ্কর

নালান্দার অদূরে রাজগৃহ। ইহা সেই মহারাজ জরাসন্ধের রাজধানী। এই জরাসন্ধ একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময়ও এই রাজগৃহই মগধের রাজধানী ছিল। আচার্য সশিষ্য রাজগৃহের দেবস্থান এবং কৃষ্ণলীলার স্থলগুলি দর্শন করিলেন এবং অধিবাসিগণের মধ্যে বেদান্তসম্মত কর্ম ও উপাসনাতত্ত্ব প্রচার করিয়া গয়াধামাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

গয়াধামে আচার্য শঙ্কর

গয়াধাম অতি প্রাচীনকাল হইতেই সর্বপ্রধান পিতৃতীর্থ। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পর্যন্ত এই স্থানে পিতৃপিণ্ডদান করিয়াছিলেন। এই স্থানে শৈব গয়াসুরকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ভগবান গদাধর বিষ্ণু তাঁহার মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বহু দেশদেশান্তর হইতে এই স্থানে লোকসমাগম হয়। ভগবান বুদ্ধদেবও এই স্থানেরই অদূরে বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন। এজন্য বৌদ্ধগণেরও এই স্থানটি একটি প্রধান তীর্থ।

বুদ্ধদেব যেখানে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রচারকল্পে মহারাজ অশোক তথায় একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। তদবধি বৈদিকধর্মাবলম্বিগণ এখানে এক প্রকার ম্রিয়মাণ অবস্থায় দিনপাত করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে স্বদলভুক্ত রাজা বা সাধুসন্ন্যাসিগণের সমাগমে তাঁহারা মস্তকোত্তোলন করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এ যাবৎ সে চেষ্টা বিফল হইয়া আসিতেছিল। কেবল অর্ধশতাব্দী পূর্ব হইতে গৌড় দেশের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্মনের যত্নে ইঁহাদের প্রভাব কিছু বিস্তৃত হইয়াছে। কারণ, যে বোধিবৃক্ষের নিম্নে বুদ্ধদেব জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং যে বোধিবৃক্ষকে বৌদ্ধগণ অশেষ ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া আসিতেছিলেন সেই বোধিবৃক্ষই ইনি উপর্যুপরি দুইবার ছেদন করিয়াছিলেন এবং অশোকনির্মিত মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বুদ্ধমূর্তি অপসারিত করিয়া তৎস্থানে মহেশ্বরের মূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। অশোকবংশের শেষরাজা পূর্ণবর্মা বার বার সেই বোধিবৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধার সাধন করিবার চেষ্টা করিলেও সহসা তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি বৈদিকধর্মাবলম্বিগণেরই অনুকূল হয়। এক্ষণে ইঁহারা আচার্যকে পাইয়া মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন।

গয়াবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কপিল ও দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়ের প্রাধান্য যথেষ্ট ছিল। তাঁহারা আচার্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এতই উৎফুল্ল হইলেন যে তাঁহারা মহর্ষি কপিল ও মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের চরণচিহ্নের পার্শ্বে আচার্যের চরণচিহ্ন স্থাপন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

এদিকে আচার্য শঙ্কর ভগবান বিষ্ণুর যে দশাবতার স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান বুদ্ধেরও স্থান ছিল। ইহা দেখিয়া গয়াবাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বুদ্ধদেবকে ভগবান বিষ্ণুর অবতারজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধবিজয় যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, এইবার তাহাই পূর্ণ হইল। আচার্যের সাহায্য পাইয়া বৈদিকধর্ম আজ বৌদ্ধধর্মকে সম্পূর্ণরূপেই গ্রাস করিয়া ফেলিল। 'বৈরিতার দ্বারা শত্রুতা বিনষ্ট হয় না, মৈত্রীর দ্বারাই হয়' বুদ্ধের এই উপদেশ আজ বৌদ্ধ বৈরিকর্তৃক কার্যতঃ অনুষ্ঠিত হইল।

বঙ্গদেশে আচার্য শঙ্কর

গয়াধামে অবস্থিতিকালে আচার্য বঙ্গদেশে বৈদিকধর্মের দুরবস্থার কথা বিশেষরূপে শুনিলেন। শুনিলেন—বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধপ্রভাবাপন্ন তান্ত্রিকতাই প্রায় সর্বত্র প্রবল। শৈব ও শাক্তধর্ম স্থলে স্থলে প্রবল হইলেও তাহা বিকৃত। বেদ কাহাকে বলে—তাহা স্থানে স্থানে দু' চারিটি পণ্ডিতই কেবল জানেন, তাঁহাও অধ্যয়ন অধ্যাপনা করা হয় না। জনসাধারণ বুদ্ধিমান কিন্তু শাস্ত্র ও আচার্যাভাবে বৌদ্ধাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য। ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—"পদ্মপাদ! তাহা হইলে এ দেশেও একবার যাওয়া আবশ্যক।"

পদ্মপাদ তো এ বিষয়ে সততই উদ্যত। সুতরাং গয়াধাম পারত্যাগ করিয়া আচার্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনীসহ বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

এ সময় বঙ্গদেশের দক্ষিণপশ্চিমে তাম্রলিপ্ত, পূর্বদক্ষিণে সমতট, উত্তরপশ্চিমে গৌড় এবং উত্তরপূর্বে পৌণ্ড্রবর্ধন প্রদেশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

তাম্রলিপ্ত গঙ্গানদীর শাখা রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত। বিষ্ণুর কালীরূপ ধারণ করিয়া অসুরবধকালে এইস্থানে ঘর্মবিন্দু পতিত হয়। তদবধি ইহা পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। এখানে কালী ও জিষ্ণুহরির মূর্তি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত বাণিজ্যের জন্য এই স্থানটি এ দিকের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধগণের বিহারাদি যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান।

আচার্য গয়াধাম হইতে পূর্বাভিমুখে বিরাটরাজের গোগৃহপ্রভৃতি নানা স্থানের

মধ্য দিয়া ক্রমে এই তাম্রলিপ্ত নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে বৈদিকধর্মেব উচ্চ আদর্শ প্রচাব কবিলেন। বৌদ্ধপ্রভাব সত্ত্বেও ইহাব ফলে এতদ্দেশবাসী অনেকে আবাব বৈদিকধর্মানুবাগী হইলেন।

তাম্রলিপ্ত পবিত্যাগ কবিযা আচার্য ভাগীবথী পাব হইযা সমতটেব অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে তখন বৌদ্ধ ও জৈনগণেব বেশ প্রভাব বিদ্যমান। পৌরাণিক তীর্থের মধ্যে এখানে এখন লাঙ্গলবন্ধ, পঞ্চমীঘাট, পবশুবামতলা এবং ত্রিবেণী প্রসিদ্ধ। এখানেই বৈদিক বা পৌবাণিক ধর্মেব চিহ্ন কিঞ্চিৎ বিদ্যমান।

লাঙ্গলবন্ধে বলরাম লাঙ্গলদ্বাবা ব্রহ্মপুত্রকে এই স্থান পর্যন্ত আনিবাব পব তাঁহাব লাঙ্গল আবদ্ধ হইযা যায। এখানে কালী ও অন্নপূর্ণাবও পূজা হয।

পঞ্চমীঘাটে পাণ্ডবগণ বনবাসকালে যখন লৌহিত্যতীর্থ দর্শন কবিতে যান, তখন স্নান অর্চনাদি কবিযাছিলেন।

পবশুবামতলা পবশুবামেব বিশ্রামস্থান বলিযা প্রসিদ্ধ।

ত্রিবেণী—মেঘনাদ, ধলেশ্বরী ও লাক্ষানদীব সঙ্গমস্থল। ইহা যযাতি রাজার ষষ্ঠপুত্র দ্রুহ্য বাজাব বাজধানী ছিল। রামপাল এ সময় এই সমতটের রাজধানী। মহাবাজ আদিশূব এ দেশের এখন রাজা। আচার্য এখানে আসিয়া বৈদিকধর্ম প্রচাব কবিলে জনসাধাবণকে বেদপ্রামাণ্যে শ্রদ্ধান্বিত করিলেন। মহারাজও আসিয়া বেদান্তসিদ্ধান্ত শ্রবণ কবিযা তাহার উপাদেযতা এতই হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে পরে কান্যকুব্জ হইতে সদব্রাহ্মণ আনাইয়া দেশে আবার বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তনে বদ্ধপবিকব হইলেন।

সমতট পবিত্যাগ কবিয়া উত্তরদিকে আচার্য ক্রমে ডবাক প্রদেশে আসিলেন। এখানেও বৌদ্ধ ও জৈনগণের প্রভাব যথেষ্ট দেখিলেন শুনিলেন। এই প্রদেশ হইতে শীলভদ্রেব ন্যায় অনেক বৌদ্ধাচার্যের আবির্ভাব হইয়াছে এবং এখনও বৌদ্ধশাস্ত্রে পণ্ডিতগণ অপ্রচুব নহে। কিন্তু আচার্যের ভাষ্য ব্যাখ্যাদি শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। এতদিন এ জাতীয় কথা ইহাদের কর্ণগোচর হয় নাই। অগত্যা বৌদ্ধধর্মই ইঁহাদেব অবলম্বন হইয়াছিল। এক্ষণে আচার্য সম্প্রদায়ের আচারব্যবহার ও উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া ইঁহারা সকলেই বৈদিক ধর্মে আস্থাসম্পন্ন হইলেন, পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান আবার আরম্ভ হইল। অনন্তব আচার্য এখানে ব্রহ্মপুত্র নদতীরে সাধারণ জনগণের আগ্রহে একটি বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানীয় তীর্থসমূহ দর্শন করিতে করিতে কামরূপ যাত্রা করিলেন।

কামরূপে আচার্য শঙ্কর

ঢবাক্ পরিত্যাগ করিয়া আচার্য ব্রহ্মপুত্র নদের তীর অনুসরণ করিয়া ক্রমে প্রাগ্‌জ্যোতিষ (বর্তমান আসাম) নামক প্রদেশে প্রবেশ করিলেন।

এ স্থলে এ সময় শাক্ত তান্ত্রিকগণের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। মন্ত্রশাস্ত্রে অনেকেই সুপণ্ডিত এবং অনেকেই সিদ্ধমনোরথ। এই স্থান হইতে দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী দেশবিদেশে গিয়া ধর্মপ্রচার করিয়া থাকেন। কামরূপমহিমা ভারতের সর্বত্র অল্পবিস্তর প্রচারিত। কামরূপ অনেকেরই গুরুস্থান। কিছুদিন পূর্বে এখানেও বৌদ্ধপ্রভাব অত্যধিক মাত্রায় বর্তমান ছিল। কিন্তু ভাস্করবর্মা নামক এ দেশের এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি মধ্যভারতের সম্পর্কে আসিয়া এবং বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থান দেখিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া দেশে আবার বৈদিকধর্মের সূত্রপাত করিয়াছেন। এই ভাস্করবর্মাকে কান্যকুব্জের মহারাজ হর্ষবর্ধন পরাজিত করিতে না পারিয়া ইঁহাকে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছি[illegible]. উনিই প্রয়াগে সেই হর্ষবর্ধনের দানযজ্ঞে বহু অশ্ব হস্তী প্রভৃতি সহ উপস্থিত হইয়া হর্ষবর্ধনের শোভাযাত্রার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষের অন্তর্গত বহু করদরাজ্য ইঁহার অধীন ছিল। ইঁহার পরাক্রমে গৌড়াধিপতি শশাঙ্কনরেন্দ্র বর্মন ক্রমে হীনবল হইতেছিলেন।

এ সময় কিন্তু এই ভাস্করবর্মা পরলোকে। ইহার পর শালস্তম্ভ বংশের শ্রীহরিষ বা শ্রীহর্ষ এ সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া ইনি আচার্যের অভ্যর্থনায় অগ্রসর হইলেন। আচার্য ইঁহার সঙ্গে সেই বিরাট দিগ্বিজয়বাহিনী লইয়া ক্রমে কামরূপে সেই পুরাণপ্রসিদ্ধ কামাখ্যাদেবীর শৈলতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কামাখ্যা [illegible]র্থে দেবীর যোনি অঙ্গ পতিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মপুত্রে স্নানাদি করিয়া সশিষ্য আচার্য শৈলোপরি ভগবতীর দর্শন করিলেন এবং একটি উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহার অর্চনা করিলেন। শিষ্যগণও আচার্যের অনুসরণ করিয়া ভগবতীর পূজাদি করিলেন। ভগবতীর মাহাত্ম্য এবং স্থানীয় শোভা সকলেরই চিত্তে অপূর্ব শান্তি প্রদান করিল।

দেখিতে দেখিতে কামরূপের জনসাধারণ আচার্যদর্শনে আসিতে লাগিল। আচার্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ যথাধিকার সকলকে সকলরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু আচার্যের বৈরাগ্যপ্রধান জ্ঞানোপদেশ তাঁহাদের সকলের ভাল লাগিল না। কারণ, ইহাদের লক্ষ্য—ভক্তি ও মুক্তি, আর সে মুক্তিও নির্বাণ-মুক্তি নহে।

পথভেদের কারণ, বস্তুতঃ লক্ষ্যভেদ। লক্ষ্য ঠিক একই হইলে পথভেদ অসম্ভব। আর সেইজন্য ইহাদের লক্ষ্যবস্তু নির্গুণ ব্রহ্ম নহে, কিন্তু শক্তিসমন্বিত সগুণ ব্রহ্ম, আর জীব মুক্তিতে ব্রহ্মস্বরূপ হয়, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম হয় না।

দুই এক দিনের মধ্যে কামরূপের কয়েকজন সাধক-প্রধানের সহিত আচার্যের একটু ভালরূপ বিচার হইয়া গেল। তাঁহারা আচার্যের যুক্তিতর্কভেদ করিতেও পারিলেন না এবং আচার্যের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিতেও সমর্থ হইলেন না। কিন্তু তথাপি জনসাধারণ বৈদিকধর্মের অনুরাগী হইতে লাগিলেন। পঞ্চদেবতার পূজা, পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং মনু যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি ঋষিগণ-সম্মত আচার অবলম্বনে অনেকের আগ্রহ জন্মিতে লাগিল। তান্ত্রিক পঞ্চমকারাদিসাধনে অনেকের অনাস্থা-উদয় হইল।

উক্ত সাধকপ্রধানগণের মধ্যে অভিনবগুপ্ত নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। পাণ্ডিত্যের জন্য ইঁহার খ্যাতিও যথেষ্ট ছিল। ইনি ব্রহ্মসূত্রের একটি শাক্তভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। আচার্যের নিকট তান্ত্রিকসম্প্রদায়ের পরাজয় ইঁহার যত হৃদয়বিদারক হইল, এত আর কাহারও হইল না। ইনি মর্মাহত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কি করিয়া আচার্যের এই আধিপত্য নষ্ট করা যায়?*

অভিনবগুপ্তের অভিচারে শঙ্করের ভগন্দর রোগ

ক্রমে অভিনবগুপ্ত শুনিলেন যে, আচার্য উগ্রভৈরব ও ক্রকচের বিনাশের হেতু। তাহার পর তিনি তান্ত্রিক সমাজকে আত্মসাৎ করিয়া নিজেই তাঁহাদের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন। তাঁহাদের জন্য "প্রপঞ্চসার" নামক তন্ত্রশাস্ত্রও রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাতে অভিনবগুপ্তের ক্রোধ চরম মাত্রায় উপনীত হইল। তিনি ভাবিলেন—কৌশলে বা মন্ত্রশক্তিদ্বারা আচার্যের প্রাণ সংহার করিবেন।

কিন্তু কিরূপে সে কার্য করিবেন? অভিনবগুপ্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ ভীরু কাপুরুষের পথ অবলম্বন করিলেন। সম্প্রদায়হিতকামনা তাঁহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল। তিনি আচার্যের নিকট আসিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া আচার্যের শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন।

আচার্যের নিকট সকলেরই অবারিতদ্বার। অভিনবগুপ্ত আচার্যের শিষ্যত্ব লাভ

---

* এই অভিনবগুপ্ত ও কাশ্মীরের অভিনবগুপ্ত এক ব্যক্তি নহেন। কাশ্মীরের অভিনবগুপ্ত পরবর্তী কালের ব্যক্তি। মাধবাচার্য যদি ভ্রমে পতিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই অভিনবগুপ্ত শঙ্করের সমসাময়িক একজন পৃথক ব্যক্তি। মাধবাচার্য, উদয়ন ও শ্রীহর্ষের সহিত শঙ্করকে সমসাময়িক ভাবিয়া যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

করিলেন এবং কপটতাসহকারে আচার্যসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে গোপনে অভিচারক্রিয়া আরম্ভ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে কয়েকদিনের মধ্যে আচার্যের গুহ্যদ্বারে একটি স্ফোটক দেখা দিল। দুইএক দিনের মধ্যেই তাহা বিদীর্ণ হইয়া প্রভূত পরিমাণে পূঁজরক্ত নির্গত হইতে লাগিল। আচার্য কিন্তু অচল অটল।

শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া ভীত হইলেন। তোটকাচার্য আচার্যের কষ্টে ক্ষণ মানসে স্বয়ংই নির্বিকারচিত্তে সেই পূঁজরক্ত পরিষ্কার করিতেন, আচার্যকে কিছুই করিতে দিতেন না।

কিন্তু রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আচার্যের শরীর বৃন্তচ্যুত কমলের ন্যায় দিন দিন ম্লান হইতে লাগিল। উত্থানশক্তি ক্রমে রহিত হইল। শিষ্যগণ তখন চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং বৈদ্য আনয়নের জন্য আচার্যের সম্মতি প্রার্থনা করিলেন। আচার্য কিন্তু ঈষৎ হাস্য করিয়া সে অনুরোধ উপেক্ষা করেন। ইচ্ছা করিলেই যাঁহার শরীরের অনুভব বিলুপ্ত হয় রোগযন্ত্রণায় তাঁহার কি করিবে?

অবশেষে শিষ্যগণের নিতান্ত কাতরতা দেখিয়া আচার্য বৈদ্য আনয়নে অনুমতি দিলেন। শিষ্যগণ নিকটবর্তী রাজবৈদ্যকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। কামরূপ-রাজ আচার্যের চিকিৎসার জন্য বৈদ্যগণকে বিশেষ যত্ন লইতে বলিলেন।

চিকিৎসা রীতিমত চলিতে লাগিল। উত্তমোত্তম চরম ঔষধ সকল প্রদত্ত হইল। কিন্তু রোগের কোনরূপ উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বৈদ্যগণ হতাশ হইয়া বলিলেন—"যতিরাজ! দেখিতেছি—ইহা অসাধ্য ব্যাধি। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না। আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শক্তিশালী ঔষধও ব্যর্থ হইয়া গেল। এক্ষণে কি অনুমতি হয়, বলুন।"

আচার্য বলিলেন—"আপনাদিগের আর এখানে থাকা উচিত নহে। আপনারা রাজবৈদ্য, রাজার নিকট সর্বদা থাকা আবশ্যক। আপনারা কৃতকার্য হইতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত হইবেন না। কর্মজ ব্যাধি চিকিৎসায় নিবৃত্ত হয় না, কর্মক্ষয় হইলেই উহার নিবৃত্তি হয়। আমি আশীর্বাদ করিতেছি—আপনাদের মঙ্গল হইবে।" বৈদ্যগণ আর কি করিবেন! তাঁহারা অতি বিষণ্ণমনে আচার্যচরণে প্রণিপাত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এইবার কিন্তু শিষ্যগণের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ সমাগতপ্রায় আর এই সময় এই ব্যাধির উদয়। পদ্মপাদ ব্যাসদেবের বাক্য স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। আচার্য শিষ্যগণকে অন্তিম উপদেশ দিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন— আচার্য এইবারই দেহরক্ষা করিবেন।

গুরুগতপ্রাণ পদ্মপাদ কিন্তু ইহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি গুরুদেবকে বিদায় দিতে প্রস্তুত নহেন। গুরুদেবের সর্বস্ব এখনও তাঁহার অধিকারে আসে নাই। সুতরাং নৃসিংহদেব যাঁহার সহায় তিনি সহজেই বা নিরুপায় হইবেন কেন? তিনি কাতরপ্রাণে নিজ অভীষ্টদেব ভগবান নৃসিংহদেবের স্মরণ করিতে লাগিলেন।

নিজ বরদ্বারা আবদ্ধ থাকায় নৃসিংহদেব স্বপ্নযোগে পদ্মপাদকে দর্শন দিয়া বলিলেন— "বৎস! স্বর্গীয় বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ কর, তাঁহারা ইহার ব্যবস্থা করিবেন।"*

পদ্মপাদ তাহাই করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় পদ্মপাদকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন— 'বৎস! তোমার গুরুদেবের শরীরে কোন রোগ হয় নাই। ইহা কোন দুষ্ট লোকের মন্ত্রশক্তির প্রভাব। তুমি যদি প্রত্যভিচার করিতে পার, তবেই তোমার গুরুদেব নিরাময় হইবেন, নচেৎ ইহাতেই তাঁহার জীবনান্ত হইবে।'

ক্রোধে অধীর হইয়া পদ্মপাদ প্রভাতেই আচার্যসমীপে আসিয়া বলিলেন, "ভগবন! ইহা আপনার রোগ নহে। ইহা কোন দুষ্ট লোকের অভিচারের ফল। ইহার প্রতিকার নিমিত্ত যদি প্রত্যভিচার করা হয়, তবেই আপনি নীরোগ হইবেন, নচেৎ ইহাতেই আপনার প্রাণান্ত হইবে। ইহা আমি গতরাত্রিতে স্বপ্নযোগে ভগবান অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি—ভগবন! এক্ষণে আমিই ইহার প্রতিকার করিতেছি।"

আচার্য ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে অবস্থিত থাকিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তা কি হইয়াছে? এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরদ্বারা যদি কাহারও কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহাতে আপত্তি কেন? পদ্মপাদ! তুমি এমন কর্ম করিও না, প্রত্যভিচার কখনও করিও না। সন্ন্যাসী কি কখন প্রতিকার করে? প্রারব্ধক্ষয়ের জন্য সুখদুঃখ যখন যাহা উপস্থিত হয়, তাহাই তখন আনন্দিতচিত্তে ভোগ করেন। এ কার্য কি তোমার শোভা পায়? না, আমারই তাহাতে সম্মতি দেওয়া উচিত?"

* মতান্তরে আচার্য স্বয়ংই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করেন।

পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া বলিলেন—"ভগবন্ ! আপনার শরীররক্ষার জন্য যাহা কর্তব্য তাহাতে আপনি কোন কথা বলিবেন না। আপনার শরীরে আপনার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন আছে। আপনি এ বিষয়ে আমায় বাধা দিবেন না। আমি নিশ্চিতই ইহার প্রতিকার করিব।"

আচার্য পদ্মপাদের দৃঢ়তা দেখিয়া বলিলেন—"পদ্মপাদ! এমন কর্ম কখনও করিও না। আমার বাক্য তোমার পালন করা উচিত। আমি নিষেধ করিতেছি—ইহা করিও না। দেখ, তুমি এই কার্য করিলে তোমায় নরহত্যা পাপ স্পর্শ করিবে পাপসত্ত্বে জ্ঞানের স্থিরতা হয় না। আর লোকে তোমার গুরুকেই নিন্দা করিবে জগতে ব্রহ্মজ্ঞের আদর্শ হীন হইয়া যাইবে। সকলে বলিবে—দেহরক্ষার জন্য ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিও নরহত্যা অনুমোদন করেন। যে ব্রহ্মজ্ঞানবিস্তারের জন্য তোমরা এত পরিশ্রম স্বীকার করিলে তাহারই হানি হইবে। অতএব এ কার্য হইতে বিরত হও।"

পদ্মপাদ বলিলেন—"ভগবন্! আপনার দেহ অভিচারের ফলে বিনষ্ট হইবে, ইহা আমার সহ্য হইতে পারে না। আপনি স্বেচ্ছায় যোগবলে দেহত্যাগ করেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু একপভাবে দুষ্ট লোকের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে দিব না। আপনি আমায় নিষেধ করিবেন না। আপনার দেহ রক্ষা করিতে যাইয়া আমার যদি নরকও হয় তাহা আমি আনন্দিতচিত্তে বরণ করিব। আপনি ইচ্ছা করিলেই ত এখনই রোগমুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা যখন করিতেছেন না, তখন ইহা আমাকেই করিতে হইবে। আত্মরক্ষার্থ শত্রুনাশে পাপ হয় না। এতাদৃশ নরহত্যা পাপে আমার জ্ঞান আবৃত হইবে—ইহা আমার বোধ হয় না। অতএব আপনি এ বিষয়ে আর কিছু বলিবেন না, আমি নিশ্চিত প্রত্যভিচার করিব।"

সুরেশ্বরপ্রভৃতি অপরাপর শিষ্যগণ বলিলেন—"ধন্য পদ্মপাদ! ধন্য তোমার গুরুভক্তি! আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি—তুমি সফলকাম হও।" আচার্য ভবিতব্য স্মরণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। পদ্মপাদ আচার্যের পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং প্রত্যভিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। অভিনবগুপ্ত সকলই দেখিলেন।

এইবার অভিনবগুপ্ত মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি আত্মরক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

উভয়ের মন্ত্রশক্তির তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ক্রমে গুরুভক্ত পদ্মপাদ জয়ী হইলেন। দিবসত্রয়মধ্যেই অভিনবগুপ্ত ভগন্দর রোগের সূচনা দেখিতে পাইয়া

গোপনে স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অচিরে সকলই প্রকাশিত হইল। অভিনবগুপ্ত ভগন্দর রোগে শায়িত হইয়াছেন—এ সংবাদ আচার্যসমীপে আসিল। অভিনবগুপ্ত যতই পীড়িত হইতে লাগিলেন, আচার্যও ততই নীরোগ হইতে লাগিলেন। ক্রমে আচার্য সুস্থ হইলেন এবং অভিনবগুপ্ত ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই পদ্মপাদকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কেবল আচার্যই ইহাতে আনন্দ অনুভব করিলেন না।

কামাখ্যাবাসী সকলেই এই ঘটনায় অতিশয় বিস্মিত এবং ভীত হইলেন। অতঃপর সকলেই আচার্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। সকলেই বেদোক্তমার্গের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন। যাঁহারা জ্ঞানমার্গের অনধিকারী এবং তান্ত্রিক আচারে একান্ত অভ্যস্ত, তাঁহারা আচার্যের প্রণীত প্রপঞ্চসার তন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তান্ত্রিক সাধনার ফল ক্ষুদ্র সিদ্ধি নহে—ইহা বুঝিলেন। ভারতের তান্ত্রিক সম্প্রদায় এইবার আচার্যের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিল। অদ্বৈতসিদ্ধান্ত এখন হইতে তন্ত্রের লক্ষ্য হইল। অতঃপর আচার্য শরীরে একটু বল পাইলে সকলে পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

পৌণ্ড্রবর্ধনদেশে আচার্য শঙ্কর

কামরূপ হইতে গৌড়দেশে যাইবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মপুত্রনদের তীর অবলম্বন করিয়া আচার্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনীসহ ক্রমে পৌণ্ড্রবর্ধন রাজ্যে (বর্তমান রাজসাহী প্রভৃতি প্রদেশ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এ সময় পৌণ্ড্রবর্ধনের অবস্থা ভাল নহে। শৈলোদ্ভবরংশীয় প্রচণ্ডদেব এ সময় এখানকার রাজা। কিন্তু রাজকীয় দুরবস্থা এ সময় এখানে অত্যন্ত অধিক। আর সেই রাজকীয় দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চা ও ধর্মবিষয়ে হীনদশা ঘটিয়াছে। ধর্মচর্চা যাহা কিছু হয়, তাহাতে বৌদ্ধপ্রভাব ও তান্ত্রিকভাব অংশই অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। আচার্য সমাগত ব্যক্তিবৃন্দের নিকট বৈদিকধর্মের আদর্শ যথাসম্ভব প্রদর্শন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজা প্রচণ্ডদেব আচার্যের উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ধর্মানুরাগী হইয়া পড়িলেন। অধিক কি—এই অনুরাগের ফলে তিনি কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী হইয়া নেপালে শেষজীবন অতিবাহিত করেন।

গৌড়রাজ্যে আচার্য শঙ্কর

গৌড়দেশের অবস্থা কিন্তু এ সময় অপেক্ষাকৃত ভাল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে গৌড়ের অন্তর্গত কর্ণ-সুবর্ণের (বহরমপুরের নিকট বর্তমান কানসুনিয়ার)

অধীশ্বর মহারাজ শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্মন নিজ বাহুবলে যে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহার মূলে ধর্মস্থাপনও একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইনি শৈবধর্মানুরাগী হইয়া বৌদ্ধ ধর্মের উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। আর এজন্য থানেশ্বরের প্রভাকর-বর্ধনের পুত্র হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে নিহত করেন। ইনিই বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম উপর্যুপরি ছেদন করেন। পাটলিপুত্র নগরবাসী অশোকরাজবংশের শেষ রাজা পূর্ণবর্মা যতবার ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতেন ইনি ততবারই তাহাকে ছেদন করেন। মন্দিরাভ্যন্তরের বুদ্ধমূর্তি অপসারিত করিয়া মহেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন * এবং বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করিয়া দেন। ইঁহার রাজ্য দক্ষিণে জগন্নাথধাম, পশ্চিমে মগধ, পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

ইহার পর গৌড়ে আদিশূর রাজা হন। পূর্ববঙ্গে রামপাল এবং পশ্চিমবঙ্গে গৌড় ইহার রাজধানী ছিল। আচার্যের আদর্শ দেখিয়া এবং আচার্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া হান বঙ্গদেশে আবাব বৈদিক ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত কবিতে কৃতসংকল্প হন।

মুরারি মিশ্রসহ আচার্যের শাস্ত্রালাপ

এ সময় গৌড়ে মীমাংসকপ্রবর মুবারি মিশ্র এবং ধর্মগুপ্ত প্রধান পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। আচার্যের আগমনে ইঁহারা আচার্যের সহিত বিচার কবিবার ইচ্ছা করিযাছিলেন, কিন্তু মীমাংসকশিরোমণি মণ্ডন মিশ্রকে আচার্যের শিষ্যরূপে দেখিয়া ইঁহারা সে বাসনা পরিত্যাগ করিলেন।

মুরারি মিশ্র আচার্যকে প্রণাম কবিয়া বলিলেন—"যতিবব! বেদা সিদ্ধান্তের সহিত যে মীমাংসাসিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই—ইহা আপনার মুখে একবার শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনার ভাষ্য ইতোমধ্যে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু আপনার মুখে শুনিলে যেমন বুঝিব তেমনটি কখনই স্বয়ং আলোচনা কবিয়া বুঝিব বলিয়া বোধ হয় না।"

আচার্য বলিলেন—"পণ্ডিতপ্রবর, কর্মফল অনিত্য বলিয়াই বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি। বেদান্তশাস্ত্র যে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান উপদেশ করে, তাহাতে অজ্ঞান নষ্ট হইয়া নিত্যলব্ধ মোক্ষস্বরূপ লাভ হয়। জ্ঞানদ্বারা যে অজ্ঞাননাশরূপ মোক্ষ লাভ হয়,

* সম্ভবতঃ ইহাব সময় ন্যাযবার্তিককার পাশুপতাচার্য উদ্যোতকর বিদ্যমান ছিলেন। শঙ্কবেব গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্যেব সহিত এই গৌড়দেশেই আচার্যেব সাক্ষাৎ হয় বলিযা ইহাব প্রভাবে অথবা উদ্যোতকরের প্রভাবে হয়ত শশাঙ্কনরেন্দ্রবর্মনের এইরূপ শৈবধর্মানুবাগ জন্মিয়াছিল।

তাহা কর্মের ফল নহে। এজন্য মোক্ষ অনিত্য নহে। নিষ্ক্রিয়ভাব না ঘটিলে নিস্তার নাই। সকাম ব্যক্তিগণের জন্য কর্ম আবশ্যক। তাহাতে তাহাদের অভীষ্ট সুখলাভের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি হয়, আর তাহার ফলে তাহার জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার জন্মে। প্রণিধানসহকারে উপনিষদ্‌ভাগ অধ্যয়ন করিলে দেখিবেন — বেদান্তে যে ব্রহ্মবস্তুর উপদেশ আছে, তাহা কর্ম পূর্ণ হইবে বলিয়া ব্রহ্মভাবের ভাবনামাত্রের উদ্দেশ্যে নহে। তাহা কর্মাঙ্গ নহে। কর্মকাণ্ড মধ্যে যে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ আছে, তাহা তো কর্মাঙ্গ বটে, কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ সে উদ্দেশ্যে নহে। আর বেদান্তের ব্রহ্ম যদি কর্মাঙ্গ হইত, তাহা হইলে যুক্তির দ্বারা সেই ব্রহ্মবস্তুর উপপাদন উপনিষদমধ্যে থাকিত না দেখুন মানব সুখলাভ যতই করে, ততই তাহার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়। এই আকাঙ্ক্ষাই মহাদুঃখ। কিন্তু তাহার আত্মাই সেই পূর্ণসুখস্বরূপ বুঝিলে কি আর সুখ লভ্যরূপে থাকে? তাহা তখন ত লব্ধস্বরূপই হইয়া যায়। অতএব দেহাদি অনাত্মবস্তুতে যে 'আমি জ্ঞান' তাহা ভ্রম বুঝিয়া 'আমি সেই অসঙ্গ পূর্ণ সচ্চিদ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই' ইহা বুঝিয়া সুখদুঃখের অতীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনারা আমার ভাষ্য এবং সুরেশ্বরের বার্তিক প্রভৃতি আলোচনা করুন, দেখিবেন — কোন সন্দেহই থাকিবে না।

এইরূপ পরস্পরে অনেক কথাবার্তার পর মুরারি মিশ্র আচার্যকে বলিলেন, "ভগবন্! পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন একশাস্ত্র বলিতে আপনার আপত্তি কেন? ভাষ্যমধ্যে আপনি পৃথক শাস্ত্ররূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আচার্য বলিলেন—"সুধীবর! উহারা বেদার্থের মীমাংসা বলিয়া একশাস্ত্র বলা যায়। কিন্তু একই বিষয় উহারা প্রতিপাদন করে না। বেদমধ্যে তিনটি কাণ্ড আছে যথা—কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান। কর্মের মীমাংসা পূর্বমীমাংসার মধ্যে উপাসনা ও জ্ঞানের মীমাংসা উত্তর মীমাংসামধ্যে আছে—এই মাত্র প্রভেদ। যাঁহারা বলেন কর্মকাণ্ডের জ্ঞান না হইলে অর্থাৎ কর্ম কি করিয়া করিতে হয় তাহা না জানিতে পারিলে উত্তরমীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকার জন্মে না, অর্থাৎ বুঝিতে পারা যায় না, তাঁহাদের কথায় আমি আপত্তি করিয়াছি। যে ব্যক্তি শুকাদির ন্যায় জন্মাবধি বৈরাগ্যবান ও বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি সমগ্র বেদমাত্র অধ্যয়ন করিয়া কি ব্রহ্মবিচারশাস্ত্র এই উত্তরমীমাংসা বুঝিতে পারিবে না— ইহা কি কখন সম্ভব? এরূপ কল্পনা কি নিতান্ত অসঙ্গত নহে? জৈমিনির ন্যায় মহর্ষি কি শেষ চারি অধ্যায় লিখিতে পারিতেন না। আর জৈমিনির গুরু ব্যাস কি পূর্বমীমাংসা লিখিতে অক্ষম? ইহা অসম্ভব কথা। এরূপ কল্পনা নিতান্ত অসার, নিতান্ত যুক্তিহীন।"

এইরূপ নানা কথার পর মুরারি মিশ্র আচার্যের সিদ্ধান্ত অকপটে শিরোধার্য করিলেন এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তানুসারে পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার উপাসনাপ্রভৃতি জনসাধারণমধ্যে প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। গৌড়দেশের জনবৃন্দ সংযত, পবিত্র ও ত্যাগী সন্ন্যাসীর আদর্শ পাইয়া যথার্থ ধর্মজীবন লাভ করিল। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকাচারপ্লাবিত বঙ্গদেশে আবার বৈদিক ধর্মের প্রচার হইল।

গৌড়পাদাচার্যের সহিত আচার্যের সাক্ষাৎকার

গৌড় নগরী পরিত্যাগ করিয়া গৌড়রাজ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে আচার্য ক্রমে গঙ্গাতীরে একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে গঙ্গাতীরবর্তী উন্মুক্ত প্রশান্ত বালুকাময় ক্ষেত্রের শোভা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। আচার্য যেন এই স্থানে আসিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থবোধ করিতে লাগিলেন। সুতরাং সকলেই যেন এখানে একটু বিশ্রামসুখের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

একদিন সায়ংকালে আচার্য যথাবিধি সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া একাকী বসিয়া আছেন। অদূরে শিষ্যগণ কর্তব্যকর্ম সমাপন করিয়া নিজনিজ ভাবে উপবিষ্ট। নির্মল অনন্ত আকাশে সান্ধ্যজ্যোতিঃমাত্র বিদ্যমান। গঙ্গার মৃদুমন্দ কুলকুলধ্বনি এবং শীতল সমীরণ সকলেরই ব্রহ্মচিন্তার অনুকূলতা করিতেছে, এমন সময় আচার্য দেখিলেন অদূরে সম্মুখে যেন একটি তেজঃপুঞ্জ সহসা আবির্ভূত হইল। ক্রমে দেখিলেন, একটি যোগিপুরুষের ন্যায় কে যেন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আরও একটু নিকটবর্তী হইলে দেখিলেন—বামহস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণহস্তে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে গৈরিক বসন, গলে রুদ্রাক্ষমালা, মুখে অপূর্ব জ্যোতিঃ, চরণযুগল যেন প্রস্ফুটিত পদ্মরাগে রঞ্জিত—এক অপূর্বদর্শন পুরুষ।

ইহা দেখিয়া আচার্য ভাবিলেন – ইনি কে? ইনি তো সাধারণ মনুষ্য নহেন। অনন্তর ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্ন হইয়া জানিতে পারিলেন —ইনি তাঁহার সেই দীক্ষাগুরু ভগবান্ গোবিন্দপাদের গুরু সিদ্ধযোগী ভগবান গৌড়পাদাচার্য।

আচার্য তৎক্ষণাৎ আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিজ আসন গ্রহণে অনুরোধ করিলেন।

আচার্য গৌড়পাদ প্রসন্নভাবে আচার্যের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্যবদনে আসনগ্রহণ করিলেন। পদ্মপাদাদি দ্রুতপদসঞ্চারে আসিয়া আচার্যকে একটি আসন দান করিয়া উভয়ের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর সুরেশ্বরপ্রভৃতি শিষ্যগণ আসিয়া উভয়কে প্রণাম করিয়া আচার্যের পার্শ্বে

দণ্ডায়মান হইলেন। গৌড়পাদাচার্য আচার্যের এই শিষ্যগণকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং সকলকে আশীর্বাদ করিলেন।

অনন্তর গৌড়পাদাচার্য বলিলেন—"বৎস শঙ্কর! আমি তোমার কার্যকলাপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি গোবিন্দপাদের নিকট হইতে তাঁহার সমুদয় বিদ্যা লাভ করিয়াছ তো? তোমার সর্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে তো?"

আচার্য অবনতমস্তকে পরমগুরুদেবের চরণধূলি লইয়া বলিলেন—"ভগবন! আপনার আশীর্বাদে আপনার শিষ্যানুশিষ্যের অপূর্ণ কিছুই নাই। আপনার কৃপাকটাক্ষ যাহার উপর পতিত হয়, তাহার কি কোন অভাব থাকে?"

আচার্য গৌড়পাদ বলিলেন—"গোবিন্দপাদের মুখে শুনিয়াছিলাম— তুমি যখন তাঁহার নিকট ছিলে, তখন তুমি আমার মাণ্ডুক্যকারিকার অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে শুনাইতে এবং তাহাতে আমার হৃদগত আশয় নাকি অতি উত্তমরূপে ব্যক্ত হইত। গোবিন্দপাদ তাহাতে বড়ই আহ্লাদিত হইতেন। তুমি কি আমার সেই কারিকারও ভাষ্য রচনা করিয়াছ?"

আচার্য শঙ্কর বলিলেন—"ভগবন্! আপনার কারিকারও ভাষ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যদি অনুমতি করেন তবে এখনই উহা আবৃত্তি করি।"

আচার্য গৌড়পাদ বলিলেন—"হাঁ, শুনিতে ইচ্ছা হয়।"

আচার্য শঙ্কর তখন কারিকাভাষ্য আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ আচার্যের এই অসাধারণ মেধাশক্তি দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইলেন। কণ্ঠস্থ বিষয় আবৃত্তি করিতে কতক্ষণ লাগে? কিয়ৎকালের মধ্যে সমগ্র ভাষ্য আচার্য তাঁহার পরমগুরুকে শুনাইলেন। আহ্লাদে গৌড়পাদাচার্যের বদনকমল বিকশিত হইল। তিনি বলিলেন—"বৎস! বর প্রার্থনা কর, আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমাদের দর্শন ব্যর্থ হয় না।"

আচার্য শঙ্কর বলিলেন—"ভগবন্! আপনার আশীর্বাদে আমার অপ্রাপ্য কিছুই নাই। তথাপি যখন বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিতেছেন, তখন এই বর দিন—যেন আমার চিত্ত নিরন্তর চিন্ময়তত্ত্বে বিলীন থাকে।"

আচার্য গৌড়পাদ বুঝিলেন—শঙ্কর আর অধিকদিন দেহধারণ করিবেন না। তিনি আর কিছু না বলিয়া বলিলেন—"বৎস! তোমার কার্য শেষ হইয়াছে, আমি এইজন্যই তোমাকে একবার দেখিতে আসিলাম। আচ্ছা, আমার আশীর্বাদে তোমার তাহাই হইবে।"

এই বলিয়া গৌড়পাদ তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ শরীর অনন্ত আকাশে যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। আচার্যও সমাধিমগ্ন হইয়া গেলেন। শিষ্যগণও প্রায় তদবস্থ হইলেন। অনন্তর বহুক্ষণ পরে আচার্যের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি তখন শিষ্যগণসমক্ষে সিদ্ধযোগী নিজ পরম গুরুদেবের অদ্ভুত শক্তি ও সিদ্ধির কথা বলিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ ইহা শুনিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

নেপালে আচার্য শঙ্কর

এই ঘটনার দুই একদিন পরে সকলে শুনিলেন—নেপালে পশুপতিনাথের যথাবিধি পূজাদি আর হয় না। বৌদ্ধগণ ভোজনান্তে মন্দিরে উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া থাকে। তথায় জনসাধারণ বৌদ্ধ। তাহারা কদর্য তান্ত্রিক আচার অবলম্বন করিয়া কেবল অনাচারের প্রশ্রয় দিতেছে। বৈদিক ধর্ম সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত। বর্ণাশ্রমধর্ম আর প্রতিপালিত হয় না। বর্ণাশ্রমধর্মের পরিবর্তে লোকে ভিক্ষু, শ্রাবক, তান্ত্রিক বা আচার্য এবং গৃহস্থ—এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। কিছুদিন হইতে গোরক্ষনাথের যোগিসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। শাস্ত্রচর্চা কেহই করে না।

ইহা শুনিয়া শিষ্যগণ আচার্যকে বলিলেন—"ভগবন্! একবার নেপালে যাইলে কি ভাল হয় না? সেখানে পশুপতিনাথের আর পূজাদি হয় না। ভারতের সর্বত্রই আপনার পদার্পণে বৈদিকধর্মের পুনরভ্যুত্থান হইয়াছে, নেপাল প্রদেশটি কেন বঞ্চিত হয়?"

পরেচ্ছার্জিত প্রারব্ধভোগই যাহার স্বভাব, তাঁহার আর ইহাতে আপত্তি কি হইতে পারে? তিনি চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থিত হইয়াও তাঁহার সেই বিরাট দিগ্বিজয়বাহিনী লইয়া নেপালাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া সকলে হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে একটি অতিদুরারোহ পর্বত অতিক্রম করিয়া নেপালক্ষেত্রে সকলে অবতরণ করিলেন।

এ সময় নেপালে ঠাকুরী বা রাজপুতবংশীয় নরেন্দ্রদেব বর্মার পুত্র শিবদেব বা বরদেবের রাজত্ব। নরেন্দ্রদেবকে চীন সম্রাট নেপালের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতের রাজন্যবর্গের এ সময় এমনই দুরবস্থা যে চীনসম্রাট যাহাকে যে দেশের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন তিনি যেন তাঁহার রাজত্ব সুদৃঢ় মনে করেন। এই নরেন্দ্র দেবের সময় মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের প্রাদুর্ভাব হয় (৩৬২৩ কল্যব্দ)। ক্রমে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব এতই বিস্তৃত হয় যে,

নরেন্দ্রদেবের পুত্র বরদেব আচারে বৌদ্ধ হইলেও মৎস্যেন্দ্রনাথের পূজা করিতেন। তখন ইহাদের রাজধানী ছিল পাটন।

আচার্যের আগমনে বরদেব বা শিবদেব আচার্যের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। আচার্য অন্য কোথাও কালক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে পশুপতিনাথের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—পশুপতিনাথের পূজাদি আর হয় না। মন্দির আবর্জনায় পরিপূর্ণ। আচার্যের শিষ্যবর্গ অবিলম্বে মন্দির পরিষ্কৃত করাইলেন ও ভগবানের যথাবিধি পূজার ব্যবস্থা করিলেন। স্বয়ং আচার্য চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থিত হইলেও একটি মনোজ্ঞ স্তোত্র রচনা করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তদনন্তর শিষ্যবর্গ একে একে পরমেশ্বরের যথাবিধি পূজা করিলেন। রাজা, আচার্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের আচারব্যবহার ও সৌম্যভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি আচার্যের উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া আচার্যের শিষ্য হইলেন।

এ সময় এখানে যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের এমনই অবস্থা যে, তাঁহারা রাজা আচার্যের শিষ্য হইয়াছেন শুনিয়া আচার্যের সহিত শাস্ত্রীয় বিচার না করিয়াই ভিক্ষুভাদি দূর দেশে পলায়ন করিলেন।

ওদিকে জনসাধারণ বেদান্তের আদর্শ গ্রহণ করিবার একেবারেই অনুপযুক্ত। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদিক ধর্মের উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গমই করিতে পারিল না। যাহারা বৈদিক ধর্মানুষ্ঠানে ইচ্ছা প্রকাশ করিল, কেবল তাহাদেরই মধ্যে বৈদিক সংস্কার প্রবর্তিত করিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ ও পঞ্চদেবতার পূজাদির ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল। বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বিবাহ করিয়া আবার গৃহস্থ হইল। অনেকে দূরদেশে পলায়ন করিল। বৌদ্ধগণ নানারূপে এই সব ব্যাপারে বাধাদানের চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজশক্তির প্রভাবে তাঁহারা ক্রমে নিবৃত্ত হন। অনেকে এজন্য মন্ত্রশক্তির শরণ গ্রহণও করিয়াছিলেন এবং সময়ে সময়ে আচার্যের গতিরোধ করিবার জন্য দৈব-উৎপাতও সংঘটন করাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সকলই বিফল হয়। রাজা আচার্যের এতই ভক্ত হন যে, আচার্যের নামের অনুকরণে সদ্যোজাত পুত্রের নাম "শঙ্করদেব" রাখিলেন। পশুপতিনাথের পূজার জন্য সদাচারী দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা হইল। এইরূপে কিছুদিনের মধ্যে নেপালে আবার বৈদিকধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। আবার বেদ-বেদান্তের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইতে লাগিল।*

* নেপালে আচার্য সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ আছে। ইহার কারণ, পরবর্তী বহু শঙ্করাচার্য বিভিন্ন সময়ে নেপালে গিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছেন এবং বৌদ্ধগণের সঙ্গে তাহাদের নানারূপ সংঘর্ষ হইয়াছিল। তাহার

বদরিকাশ্রমাভিমুখে আচার্য শঙ্কর

নেপালের পশুপতিনাথ হইতে পার্বত্যপথ দিয়া যাইলে বদরিকাশ্রম বহুদূর নহে। যে সকল দক্ষিণদেশবাসী তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া আচার্য সহ ভারতভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারা এই সুযোগে বদরিনাথ দর্শনে অভিলাষী হইলেন। তাঁহারা এজন্য আচার্যকে বদরিকাশ্রমে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

নেপালের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে আচার্য পূর্বস্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিয়া পাইয়াছেন, সুতরাং পার্বত্যপথে বদরিকাশ্রমে যাইতে আচার্যের কষ্ট হইবে না ভাবিয়া পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণ আর আপত্তি করিলেন না। পরমগুরু গৌড়পাদের দর্শনের পর হইতে আচার্যের চিত্ত আর বড় বহির্বিষয় অবলম্বন করিয়া থাকে না। সন্ধ্যাসমাগমে নীড়াভিমুখী বিহঙ্গকুলের ন্যায় নিজ চিন্মাত্রস্বরূপে বিলীন হইবার জন্য আচার্যের চিত্ত যেন সতত প্রবৃত্ত। সুতরাং এ প্রস্তাবে আর আচার্যের বলিবারই বা কি থাকিতে পারে? প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। আচার্যের দিগ্বিজয়বাহিনী বদরিকাশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিল।

কিছুদূর যাইবার পর জ্যোতির্ধামাধীশ্বর কত্যুরি বংশীয় নরপতির রাজ্য সকলে প্রবেশ করিলেন। এই নৃপতি ইতঃপূর্বেই আচার্যের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। প্রথমবারে বদরিকাশ্রমে আগমনকালে ইঁনি আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উত্তরাখণ্ডের যাবতীয় তীর্থ উদ্ধার করিয়াছিলেন। সুতরাং আচার্যের আগমন বার্তায় রাজা তাঁহার অভ্যর্থনায় অগ্রসর হইলেন এবং আচার্যকে সঙ্গে করিয়া নিজ নগরীতে আনয়ন করিলেন।

পর ইতিহাসাদি লিখিবার রীতি না থাকায় এবং মূর্খ জনসাধারণের মধ্য দিয়া প্রবাদগুলি প্রচলিত হওয়ায় সেগুলি নানারূপে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি লিপিবদ্ধ করা গেল

(১) একটি প্রবাদ এই যে আদি শঙ্কর সূর্যবংশীয় বৃষদেব বর্মার সময় নেপালে যান। ইহা সত্য হইলে শঙ্করের সময় বহু পূর্বে হয়। যেহেতু সূর্যবংশীয় ৩১ জন রাজার মধ্যে বৃষদেব ১৮শ রাজা। ৩১শ রাজার পর ঠাকুরী বংশীয় অংশুবর্মার রাজ্য আরম্ভ হয়, তখন কলিগতাব্দ ৩০০০ বৎসর মাত্র। এখন প্রবাদ এই যে, বৃষদেবের মৃত্যুকালে রাণী গর্ভবতী ছিলেন। বৃষদেবের ভ্রাতা বালার্চনদেব রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এই সময় শঙ্কর নেপাল গমন করেন বলিয়া ঐ পুত্রের নাম শঙ্করদেব রাখা হয়। এই বালার্চন বৌদ্ধ ছিলেন। আচার্য ইঁহাকে বৈদিকধর্ম গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু ইনি অস্বীকার করেন। তাহাতে আচার্য বলপূর্বক তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দেন, উপবীত কাড়িয়া লয়েন এবং ভিক্ষু সাজাইয়া এক ভিক্ষুণীর সঙ্গে বিবাহ দেন। জনসাধারণকে বৌদ্ধাচরণ করিতে বাধা দেন। কেবল কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির কয়েকজনকে বুদ্ধপূজার জন্য ছাড়িয়া দেন। ভিক্ষুগণকে গৃহস্থ করেন। বহু বৌদ্ধ পলাইয়া যায় বহু বৌদ্ধ নিহত হয়। ফলতঃ নেপালে অতি অল্প বৌদ্ধই থাকিয়া যায়। যেসব ব্রাহ্মণসন্তান উপবীত ধারণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম পালন করিতেন, তাহাদের উপবীত কাড়িয়া লয়েন। প্রায় ৮৪০০০ বৌদ্ধগ্রন্থ বিনষ্ট করেন। তিনি তৎপরে মণিচুর পর্বতে বৌদ্ধবিনাশের জন্য গমন করেন। সেখানে দেবী মণিযোগিনী

জ্যোতির্ধামাধিপতি আচার্যের এই দিগ্বিজয়বাহিনী ও শিষ্যৈশ্বর্য দেখিয়া আনন্দে আপ্লুত হইলেন। তৎপরে আচার্যের দিগ্বিজয়বার্তা শুনিতে শুনিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি আচার্যের সেবা করিয়াই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। অনন্তর আচার্য এখানে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া নগরবাসী সকলকে অপত্যনির্বিশেষে বেদার্থ উপদেশ করিয়া বদরিকাশ্রম অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

বদরিকাশ্রমে পুনর্বার আচার্য শঙ্কর

জ্যোতির্ধাম হইতে বদরিনারায়ণের পথ বহু তীর্থে পূর্ণ। আচার্যের নবাগত শিষ্যবর্গ ও দিগ্বিজয়বাহিনীর জনবৃন্দ সেই সব দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে নারায়ণসমীপে উপস্থিত হইলেন।

আচার্য সেই নারদকুণ্ড হইতে উদ্ধৃত স্বপ্রতিষ্ঠিত সেই ভগবদ্ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। দেখিলেন—ভগবানের সেবা বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই চলিয়াছে। রাজপ্রদত্ত মণিমাণিক্যাদিতে বিগ্রহ অপূর্ব সুন্দররূপ ধারণ করিয়াছেন। মন্দির সংস্কৃত হইয়া নবভাব ধারণ করিয়াছে। চারিদিক ধ্বজপতাকাদি শোভিত হইয়া যেন হাসিতেছে। দেবগণ যেন অন্তরীক্ষ হইতে নিয়ত পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন।

ছয়বার ঝটিকা উৎপাদন করিয়া তাঁহার গমনে বাধা দেন, কিন্তু শঙ্কর সপ্তমবারে কৃতকার্য হন ও মণিযোগিনী দেবীকে বজ্রযোগিনী বলিয়া প্রচার করেন। তিনি মহাকালের সম্মুখে বলির বিধান দেন ও শৈবধর্মের প্রবর্তন করেন। ইহা একটি প্রবাদ।

(২) দ্বিতীয় প্রবাদ—শঙ্কর ছয় জন্ম ধরিয়া নেপালে বৌদ্ধগণের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। শেষকালে সপ্তমজন্মে কৃতকার্য হন। এই সময় ১৬ জন বোধিসত্ত্ব উত্তরদিকে পলাইয়া যান এবং [illegible] পতিত হন।

(৩) তৃতীয় প্রবাদ—যে সকল বৌদ্ধ, পশুপতিনাথের মন্দিরে উচ্ছিষ্ট ফেলিত, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য শঙ্কর তাহাদের ভৃত্য হন এবং তাহাদের উচ্ছিষ্ট ফেলিবার সময় তাহাদের সুবর্ণময় মূর্তি (স্বর্ণচূড়া) ফেলিয়া দেন, এই সুবর্ণময় বৃষের প্রসাদে বৌদ্ধগণ খাদ্যাদি পাইতেন। ইহাতে বৌদ্ধগণ ভীত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করেন।

(৪) চতুর্থ প্রবাদ—শঙ্কর ব্রাহ্মণবেশে ভোট অর্থাৎ তিব্বতে লাসা নগরে গমন করেন। তথাকার লামা ভুটিয়া বেশে তাঁহার সম্মুখে আসেন এবং ব্রাহ্মণের স্নানকালে তাঁহার সম্মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া লামাকে অসুর ও চণ্ডাল বলেন। তাহাতে লামা ছুরিকা দ্বারা নিজ উদর দ্বিখণ্ড করিয়া দেখান এবং ব্রাহ্মণকে তদ্রূপ করিতে বলেন। ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া চিলের আকার ধারণ করিয়া পলাইতে যান। কিন্তু লামা তাঁহার ছায়াতে ছুরিকা প্রোথিত করিয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করেন এবং তাঁহার উপরে প্রস্তর স্থাপন করিয়া তদুপরে সাধনা করিতে পারেন। লাসাখোলা যেখানে পার হইতে হয় সেই স্থানে এই স্থলটি এখনও নাকি প্রদর্শিত হয়।

(৫) পঞ্চম প্রবাদ—শঙ্কর একটি তৈলকটাহ লইয়া দিগ্বিজয় করিতেন। তিব্বতে হুঙ্কর কটাহ নামক একটি স্থানে তিনি লামার নিকট পরাজিত হইয়া নিজের কটাহে নিজ প্রাণ ত্যাগ করেন, ইত্যাদি।

ভক্তিভাবের আলম্বন ভগবানকে দেখিয়া আচার্যের হৃদয়ে ভক্তির প্রস্রবণ ছুটিল এবং তাহা নৃত্যশীলা অলকানন্দার সুর ও তানে মিলিত হইয়া আচার্যের বদনকমল হইতে একটি স্তোত্রাকারে নির্গত হইল।

কবিকুলচূড়ামণি আচার্য শঙ্কর চিন্মাত্রস্বরূপে থাকিয়াও "হরিমীড়ে" অর্থাৎ "হরিকে ভজনা করি" এইরূপ বাক্যশেষযুক্ত একটি অদ্বৈতজ্ঞানপূর্ণ স্তোত্র সুললিত ছন্দে সদ্যসদ্য রচনা করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভগবানের পূজা করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে যে যে ব্যক্তি ইহা শুনিল, সকলেই যেন ভগবানকে নিজ নিজ আত্মার সহিত অভেদে সাক্ষাৎকার করিল—ভগবদ্‌ভাবে সকলেই বিভোর হইয়া গেল। স্তোত্র-সংগীতের মূর্ছনায় সকলেই যেন মূর্ছিত-প্রায় হইল।

অতঃপর আচার্যের শিষ্য এবং সঙ্গিগণ ভগবানের পূজাদি করিতে লাগিলেন। আচার্য মন্দিরভবনেই আসন গ্রহণ করিলেন। পূর্বের মত এবার আর ব্যাসগুহায় গেলেন না। শিষ্যগণ এবং সঙ্গিগণ বদরিকাক্ষেত্রের অগণিত তীর্থগুলি দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আচার্য মন্দিরভবনেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বদরিকাশ্রমের সাধুসন্ন্যাসী ও বিবুধমণ্ডলী, যাঁহারা পূর্বে আচার্যকে দেখিয়াছিলেন বা তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে আবার আচার্যকে দেখিতে আসিলেন। দেখিলেন—আচার্য সত্যসত্যই জগতে অদ্বিতীয়জ্ঞানরত্ন বিতরণের জন্যই আসিয়াছেন। দেখিলেন—আচার্য যথার্থই ভারতে বৈদিকধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দেহধারণ করিয়াছেন। দেখিলেন—ভারতের যাবতীয় ধর্মরাজ্যের উপর সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াও আচার্যের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোন অন্যথা ঘটে নাই। পক্ষান্তরে ভগবানের জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বীর্য, বল যশঃ ও শ্রী —এই ছয়টি রূপ ধর্মেরই পূর্ণতা যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে—আচার্য যেন সত্যসত্যই শিবাবতার।

অতঃপর কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে আচার্যের শিষ্য ও সঙ্গিগণের তীর্থদর্শন-পিপাসা মিটিয়া গেল এবং তাঁহারা এইবার কেদারক্ষেত্র দর্শনাভিলাষী হইলেন। আচার্যের পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ এজন্য প্রস্তুতই ছিলেন। সুতরাং সকলে এইবার আচার্যসঙ্গে কেদারক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই প্রবাদগুলি প্রাচীন কোন গ্রন্থে নাই। কিন্তু রাইট সাহেবের নেপালের ইতিহাস এবং রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের তিব্বত ভ্রমণ এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গেজেটে যে দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্যের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বিগণকর্তৃক লিখিত এই প্রবাদগুলি যে অমূলক ও মিথ্যা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আচার্যচরিত্রের অপরাংশ আলোচনা করিলেই ইহা বুঝা যায়, তদ্ভিন্ন আচার্যের সাত-জন্ম প্রভৃতি বিষয়গুলি যে অসম্ভব কল্পনা, তাহা বলাই বাহুল্য।

কেদারক্ষেত্রে আচার্যের পুনরাগমন

বদরীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া আচার্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনী-সঙ্গে নানা তীর্থস্থানের মধ্যদিয়া ক্রমে আবার সেই কেদারক্ষেত্রে আগমন করিলেন। পথিমধ্যে পূর্বে যেসব স্থানে তাঁহার আগমনে মন্দিরসংস্কার ও দেবতাপ্রতিষ্ঠাদি হইয়াছিল, দেখিলেন—রাজার যত্নে এবং স্থানীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর অনুরাগে সেই সকল স্থলেই পূজাপাঠাদি যথাবিধি চলিতেছে। আচার্যের শিষ্য ও সঙ্গিগণ এই সকল স্থলের অতীত বিবরণ শুনিয়া এবং বর্তমান অবস্থা দেখিয়া আচার্যকীর্তির মহিমা উপলব্ধি করিলেন।

কেদারে আসিয়া আচার্য শঙ্কর একটি সুললিত স্তোত্র রচনা করিয়া ভগবান কেদারেশ্বরের যথাবিধি পূজাদি করিলেন। আচার্যের পূজা শেষ হইলে শিষ্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন এবং একে একে তথাকার তীর্থগুলি দর্শন করিতে লাগিলেন।

আচার্য মন্দিরসমক্ষেই একস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। এখানে শীতাধিক্যনিবন্ধন যাত্রিগণ প্রায়ই রাত্রিবাস করে না। সকলেই প্রায় কিছু নিম্নে গৌরীকুণ্ডে গিয়া অবস্থান করে। এজন্য এখানে যাত্রিগণের বাসোপযোগী স্থান অল্প। সুতরাং অনেকেই রাত্রিযাপনোদ্দেশ্যে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই গৌরীকুণ্ডেই চলিয়া গেলেন। যাঁহারা থাকিলেন তাঁহারা পূর্বযাত্রায় আচার্যকর্তৃক আনীত তপ্তবারিধারার সাহায্যে শীতনিবারণপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেদারক্ষেত্রের শান্তগম্ভীর ভাবে সকলেই শান্তভাব ধারণ করিলেন।

আচার্যের অন্তর্ধান

এদিকে আচার্যের হৃদয়ে কিন্তু মহাভাবান্তর উপস্থিত। তাঁহার অন্তরে দেহত্যাগের প্রবৃত্তি দেখা দিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল আর কেন? ভগবান ব্যাসদেবের আদেশে তো ভারতের সর্বত্রই ভ্রমণ করা হইয়াছে। বেদবিরোধী বা বেদের বিকৃতার্থাবলম্বী সকলেই তো অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার বা শরণ গ্রহণ করিয়াছে। আর কেন? শিষ্যগণও উপযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের আর আকাঙ্ক্ষিতব্য বিষয়ও কিছু নাই। সুতরাং আর দেহাভিমান সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যকতা কি?

আচার্য মনোমধ্যে এইরূপ প্রবৃত্তি উদিত হইতেছে দেখিয়া স্মরণ করিলেন—তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ কিছুদিন হইল অতীত, ব্যাসাশীর্বাদলব্ধ আয়ু তাঁহার নিঃশেষিত।

তিনি একদিন শিষ্যগণকে উপদেশদান কার্য শেষ করিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ, এ দেহের প্রারব্ধ শেষ হইয়াছে, এখন তোমরা তোমাদের কর্তব্য নির্ণয় করিয়া লও, অথবা যদি কিছু জ্ঞাতব্য থাকে তো জিজ্ঞাসা কর।"

আচার্যের বাক্য শুনিয়া শিষ্যগণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের বাক্‌শক্তি যেন বিলুপ্ত হইল। বস্তুতঃ তাঁহাদের আর বলিবার বা জিজ্ঞাসা করিবারও কিছুই নাই। যে পদ্মপাদ আচার্যের দেহরক্ষার জন্য কতবার অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, আচার্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তিনিও আজ নীরব। আচার্যকে আরও কিছুদিন ইহলোকে ধরিয়া রাখিবার জন্য আর তাঁহারও মনে আগ্রহ হইল না। কাল পূর্ণ হইলে কালের অনুকূল সকলই ঘটে; সুতরাং পদ্মপাদের মনে আর পূর্বের ন্যায় প্রবৃত্তির উদয় হইল না। অগত্যা তিনিও আজ নির্বাক।

অনেকক্ষণ পরে পদ্মপাদ সজলনয়নে বিহ্বলভাবে বলিলেন—"ভগবন! আমাদের আর জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। আপনার কৃপায় আমরা সকলেই পূর্ণমনোরথ। আমাদের আর কোন বিষয়ে কোন আগ্রহ নাই। এক্ষণে বলুন—আমাদিগকে কি করিতে হইবে? আমাদিগকে বিশেষ কিছু যদি করিতে হয় তো বলুন। আপনি যেমন ব্যাসদেবের আদেশে আসমুদ্র-হিমাচল ভারত ভ্রমণ করিলেন, এক্ষণে আমাদিগকে কি সেরূপ কিছু করিতে হইবে, তাহাই বলুন।" ইহা বলিয়াই পদ্মপাদের কণ্ঠরোধ হইল। সুরেশ্বর, তোটক, হস্তামলক সকলেই মস্তক অবনত করিয়া পদ্মপাদের কথার সমর্থন করিলেন।

আচার্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"এই দেহীরই বা বলিবার কি আছে? যাহাদের প্রেরণায় এই শঙ্করোপাধির আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহাদের ইচ্ছায় এই দেহীকে এই দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে, তাঁহাদের আদেশ যখন প্রতিপালিত হইয়াছে, তখন এই দেহীরই বা বলিবার কি থাকিতে পারে? ভ্রষ্টবীজে কি অঙ্কুর উৎপন্ন হয়? আমিত্ব না থাকিলে কি ইচ্ছা জন্মে? যাঁহারা দিকপাল, যাঁহারা জগতে ব্যবস্থার জন্য বর্তমান, সেই সব দেব ও ঋষিগণ তোমাদিগকে যেরূপ প্রবৃত্তি দিবেন, তাহাই তোমরা করিবে, তাহাই তোমাদের প্রারব্ধস্থানীয় হইয়া তোমাদের কর্ম করাইবে। সুতরাং এ দেহীর বলিবার আর কিছুই নাই।"

ইহা শুনিয়া সুধন্বারাজ বলিলেন—"ভগবন্! যাহা বলিলেন তাহা সত্য। তবে আপনার কীর্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য আমরা আপনার এই চারিজন শিষ্যদ্বারা দেশভেদে মঠ স্থাপন করিয়া শিষ্য ও সম্প্রদায়ভেদে এই ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করিতে

ইচ্ছা করি। বিদ্যা সম্প্রদায়ানুগত না হইলে তো ফলবতী হয় না। অতএব এ বিষয়ে আপনি যেরূপ নির্দেশ করিবেন তাহাই আমাদের অবলম্বনীয় হওয়া উচিত।"

সিদ্ধসংকল্পের কোনও কার্যে বিলম্ব বা বাধা ঘটে না। আচার্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক, তোটক! তোমরা ভারতের চারিপ্রান্তে বিষ্ণুর চারিধামে চারিটি মঠ স্থাপন কর। দ্বারকায় বিশ্বরূপ সুরেশ্বর, পুরীধামে পদ্মপাদ, জ্যোতির্ধামে তোটক এবং শৃঙ্গেরীতে পৃথ্বীধর (হস্তামলক) আচার্য হউক এবং তদনুসারে সমগ্র ভারতভূমি বিভক্ত করিয়া ধর্ম উপদেশ করিতে থাকুক।

"ইহাদের মধ্যে দ্বারকায় যে মঠ হইবে তাহা শারদা মঠ নামে, পুরীধামে যে মঠ হইবে তাহা গোবর্ধন মঠ নামে, জ্যোতির্ধামে যে মঠ হইবে তাহা জ্যোতির্মঠ নামে এবং রামেশ্বরে যে মঠ হইয়াছে তাহা শৃঙ্গেরী মঠ নামে অভিহিত করিও।

"দ্বারকার শারদা মঠের অধীন— তীর্থ ও আশ্রম সম্প্রদায়, পুরীধামে গোবর্ধন মঠের অধীন বন ও অরণ্য সম্প্রদায়, জ্যোতির্ধামে জ্যোতির্মঠের অধীন—গিরি, পর্বত ও সাগর সম্প্রদায় এবং শৃঙ্গেরী মঠের অধীন- সরস্বতী ভারতী ও পুরী সম্প্রদায় থাকুক।

"শারদা মঠে সামবেদের, গোবর্ধন মঠে ঋগবেদের, জ্যোতির্মঠে অথর্ববেদের এবং শৃঙ্গেরী মঠে যজুর্বেদের প্রাধান্য থাকুক। সুতরাং 'তত্ত্বমসি' 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই চারিটি মহাবাক্য যথাক্রমে এই চারিটি মঠের অবলম্বনীয় হউক।

"ব্রহ্মচারীর উপাধি শারদামঠে 'স্বরূপ', গোবর্ধন মঠে 'প্রকাশ', জ্যোতির্মঠে 'আনন্দ' এবং শৃঙ্গেরী মঠে 'চৈতন্য' রাখিও।"

এই বলিয়া আচার্য সুধন্বারাজকে বলিলেন--" কেমন, এইরূপ বিভাগ করাই তো ভাল?" সুধন্বারাজ বলিলেন—"আপনার যেরূপ আজ্ঞা হইবে তাহাই অনুষ্ঠিত হইবে।"

ইহা শুনিয়া আচার্য বলিলেন- "আচ্ছা, তবে লিখিয়া লও, আরও বিশেষভাবে কিছু বলা আবশ্যক।" আচার্য বলিতে লাগিলেন -সুধন্বারাজ লিখিতে লাগিলেন। অবিলম্বে আচার্য মঠবিষয়ক সকল কথাই বলিলেন। মঠের শিষ্যনির্বাচন, মঠাধীশের গুণগ্রামপ্রভৃতি মঠবিষয়ক সকল কথাই আচার্য বলিলেন।

সুধন্বারাজ বলিলেন—"ভগবন্! এই নিয়মাবলী কি নামে অভিহিত করা হইবে?"

আচার্য বলিলেন—"ইহার নাম মঠাম্নায় রাখিতে পার। আম্নায় শব্দের অর্থ—বেদ। বেদ যেমন সকলের অবলম্বনীয়, মঠবিষয়ে ইহাও তদ্রূপ সকলের অবলম্বনীয় হইবে।"

সুধন্বারাজ যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইলেন। আনন্দে তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আচার্যের তিরোধানদুঃখে তাঁহার হৃদয়াকাশ অন্ধকারময় করিয়া ফেলিল। কিন্তু জ্ঞানী সুধন্বারাজ তাহাতে মুগ্ধ হইলেন না। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া রাজস্বভাবসুলভ দূরদর্শিতা বলে বলিলেন—"ভগবন্! আপনার এই অনুশাসন মধ্যে অনুশাসনকর্তার স্বরূপ বা যোগ্যতা কীর্তন থাকা আবশ্যক; আর তাহা তাঁহারই নিজের উক্তি হওয়াই উচিত। বেদ যে নিত্য ও স্বতঃপ্রমাণ তাহা বেদই বলিয়া দিয়াছেন।"

আচার্য ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন - "সুধন্বা ! তুমি শ্রেষ্ঠ রাজবুদ্ধির পরিচয় দিলে। আচ্ছা, সর্বশেষে লিখ—

কৃতে বিশ্বগুরুর্ব্রহ্মা, ত্রেতায়াং ঋষিসত্তমঃ।

দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্র ভবাম্যহম্।।

সত্যযুগে ব্রহ্মা বিশ্বগুরু, ত্রেতাযুগে মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বগুরু, দ্বাপরে ব্যাসই বিশ্বগুরু আর এই কলিতে আমিই হইয়াছি।"

যাঁহাতে ব্রহ্মভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত, তাঁহাতে ঈশ্বরভাব বা [illegible] গুরুভাব, আবশ্যক হইলে, কি উদয় হইতে বিলম্ব ঘটে? পূর্ণ হইতে পূর্ণ [illegible] পূর্ণই থাকে- -"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

আচার্যের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া শিষ্যবর্গপ্রভৃতি সকলেই আনন্দ, বিস্ময় ও ভক্তিভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কাহারও মুখে আর কোন কথা নাই। সকলেই নীরব নিস্পন্দ।

শিষ্যগণ নীরব নিস্পন্দ হইলেও কেহ ভাবিতেছেন—ভগবানকে কি জিজ্ঞাসা করি। আর তো পরে তাঁহার উপদেশ শুনিতে পাইব না। কিন্তু এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখনই যাঁহার মনে কোন প্রশ্নের উদয় হয় আশ্চর্যের বিষয় আচার্যের বদনকমলের প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্রই তাহার তাহা মীমাংসিত হইয়া যায়। কাহারও আর কিছুই জিজ্ঞাস্য থাকিল না। সকলেই আনন্দে মগ্ন। আচার্য যেমন প্রসন্ন, শিষ্যগণ ও দর্শকবৃন্দও তদ্রূপ প্রসন্নভাবাপন্ন।

অনন্তর এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর সুধন্বারাজ বলিলেন—"ভগবন্! আর তো আপনার মধুর বাণী শুনিতে পাইব না। এইসব শিষ্যগণ কৃতার্থ হইয়াছেন। ইঁহাদের জিজ্ঞাস্য কিছুই নাই। আমার কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

আচার্য বলিলেন—"বল, কি তোমার জিজ্ঞাস্য ?"

সুধন্বা বলিলেন—"ভগবন্! বেদান্তসিদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ কি, স্বল্প কথায় আমায় আর একবার বলুন। এ বিষয়ে আপনার কৃপায় যথেষ্ট শুনিয়াছি। আপনি নানারূপে বহু কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু আপনার কোন্ কথাগুলি আমরা বিশেষভাবে অবলম্বন করিব তাহাই আর একবারমাত্র বলুন।"

আচার্য বলিলেন - "মহারাজ! এই প্রশ্ন আমার গুরুদেব তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আর আমি এতদুত্তরে তাঁহার নিকট যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই আবার তোমায় বলিতেছি। প্রণিধান করিলে ইহার ভিতরে সকল কথাই পাইবে। শুন, তাহা এই —

(সিদ্ধান্তবিন্দু বা নির্বাণদশক) *

ন ভূমির্ন তোয়ং ন তেজো ন বায়ুঃ
ন খং নেন্দ্রিয়ং বা ন তেষাং সমূহঃ।
অনৈকান্তিকত্বাৎ সুষুপ্ত্যেকসিদ্ধঃ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্।। ১

ক্ষিতি বারি বহ্নি বায়ু ব্যোম "আমি" নয়।
অথবা নয়ন-আদি ইন্দ্রিয়-নিচয়।।
পঞ্চভূত-দশেন্দ্রিয়-সমষ্টি যে দেহ।
এই সকলের মধ্যে "আমি" নহে কেহ ।।
কেন না এদের নিত্য হয় রূপান্তর।
জনম বিনাশশীল ইহারা নশ্বর ।।
অতিক্রমি এই সব সুষুপ্তি সময়।
নির্বিকল্প নির্বিকার নির্লিপ্ত যে রয়।।
"আমি" সেই নিত্যমুক্ত অতীত-সকল।
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল।। ১

ন বর্ণা ন বর্ণাশ্রমাচারধর্মা
ন মে ধারণাধ্যানযোগাদয়োঽপি।

* শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্বর রায়সাহেব শ্রীগোপিনলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কৃত পদ্যানুবাদ

অনাত্মাশ্রয়োঽহং মমাধ্যাসহানাৎ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্।। ২

ব্রাহ্মণাদি জাতিবর্ণ না আছে আমার।
অথবা আশ্রম-ধর্ম-বিহিত আচার ।।
না আছে ধারণা ধ্যান যোগাদি অভ্যাস।
অনাত্মা-আশ্রয় আমি, আমার অধ্যাস।।
নাহি বলে "আমি" হই বর্জিত সকল।
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল।।২

ন মাতা পিতা বা ন দেবা ন লোকাঃ
ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ব্রুবন্তি।
সুষুপ্তৌ নিরস্তাতিশূন্যাত্মকত্বাৎ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম।। ৩

না আছে আমার মাতা পিতা বা দেবতা।
স্বর্গাদি না চাহে "আমি" তপঃসার্থকতা।।
বেদাভ্যাস যাগ যজ্ঞ তীর্থপর্যটন।
কিছুই না করে "আমি" শাস্ত্রের বচন ।।
নিরস্ত হইলে মনোবুদ্ধি সুষুপ্তিতে।
সর্বভূতসাক্ষিরূপে থাকে সমাধিতে ।।
স্বরূপাবস্থিত "আমি" অতীত সকল।
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ।। ৩

ন সাংখ্যং ন শৈবং ন তৎ পাঞ্চরাত্রম
ন জৈনং ন মীমাংসকাদের্মতং বা।
বিশিষ্টানুভূত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বাৎ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম ।। ৪

সাংখ্য শৈব পাঞ্চরাত্র জৈন মীমাংসক।
আদি যত ধর্মমত পৃথক্ পৃথক্ ।।
"আমি"তে কিছুতে তার না আছে আভাস।
অনুভূতি বিশেষেই যাহার বিকাশ।।
"আমি" সেই নিত্য শুদ্ধ আত্মা নিরমল।
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ।। ৪

ন চোর্দ্ধং ন চাধো ন চান্ত র্ন বাহ্যম্
ন মধ্যং ন তির্যঙ ন পূর্বাঽপরা দিক।
বিয়দব্যাপকত্বাদখণ্ডৈকরূপঃ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ।।৫

ঊর্দ্ধ অধো নাহি যার বাহির অন্তর।
মধ্য পার্শ্ব কোণ কিংবা দিক পূর্বাপর।।
যে আছে ব্যাপিয়া ব্যোম বিশ্বচরাচরে।
অনন্ত অখণ্ড এক দিব্যরূপ ধরে'।।
"আমি" সেই সর্বব্যাপী সর্বসুমঙ্গল।
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল।।৫

ন শুক্লং ন কৃষ্ণং ন রক্তং ন পীতম্
ন কুব্জং ন পীনং ন হ্রস্বং ন দীর্ঘম্।
অরূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাৎ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ।। ৬

শুক্ল কৃষ্ণ রক্ত পীত না আছে বরণ।
কুব্জ স্থূল হ্রস্ব দীর্ঘ নাহি আয়তন।।
নাহি যার কোনরূপ রূপের নির্ণয়।
যাবতীয় ভিন্নরূপ যাতে হয় লয়।।
"আমি" সেই শুদ্ধ জ্যোতিঃ নিত্য নিরমল।
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ।। ৬

ন শাস্তা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা
ন চ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ।
স্বরূপাববোধো বিকল্পাসহিষ্ণুঃ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ।। ৭

শাস্তা শাস্ত্র শিষ্য শিক্ষা কিছু নাহি যার।
"তুমি আমি" জ্ঞান নাহি প্রপঞ্চ-বিচার।।
যে নিজ স্বরূপ জ্ঞানে স্বতন্ত্র প্রকাশ।
যাতে না সম্ভবে কভু বিকল্প আভাস।।
"আমি" সেই নিত্য শুদ্ধ আত্মা নিরমল।
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল।। ৭

ন জাগ্রন্ন মে স্বপ্নকা বা সুষুপ্তিঃ
ন বিশ্বো ন বা তৈজসঃ প্রাজ্ঞকা বা।
অবিদ্যাত্মকত্বাৎ ত্রয়াণাং তুরীয়ঃ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ।। ৮

জাগ্রত সুষুপ্তি স্বপ্ন তিন অবস্থার।
নাহি মোর অনুভূতি বিভিন্ন প্রকার ।।
বিশ্ব বা তৈজস প্রাজ্ঞ "আমি" কভু নয়।

কেন না অবিদ্যারূপ এই তিন হয়।।
সেহেতু তূরীয় আমি শুদ্ধ নিরমল।
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ।। ৮

অপি ব্যাপকত্বাদ্ হি তত্ত্বপ্রয়োগাৎ
স্বতঃসিদ্ধভাবাদনন্যাশ্রয়ত্বাৎ।
জগৎতুচ্ছমেতৎ সমস্তং তদন্যৎ
তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ।। ৯

বিশ্বচরাচর ব্যাপি যে আছে সতত।
তত্ত্বরূপ বলি যার প্রয়োগ বিদিত।।
স্বতঃসিদ্ধ, নাহি অন্য আশ্রয় যাহার।
যাহা ছাড়া সব তুচ্ছ নিখিল সংসার।।
"আমি" সেই নিত্য শুদ্ধ সর্ব সুমঙ্গল।
এক অবশিষ্ট শিবস্বরূপ কেবল ।। ৯

ন চৈকং তদন্যদ্ দ্বিতীয়ং কুতঃ স্যাৎ
ন বা কেবলত্বং ন চাকেবলত্বম্ ।
ন শূন্যং ন চাশূন্যমদ্বৈতকত্বাৎ
কথং সর্ববেদান্তসিদ্ধং ব্রবীমি।। ১০

একত্ববহিত, কোথা দ্বিতীয় তাহার
কেবল বা অকেবল ভাব নাহি যার।।
শূন্য বা অশূন্য নহে অদ্বৈত বলিয়া ।
কেমনে বেদান্ত-সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশিয়া।। ১০

এই কবিতাগুলি সুধন্বার প্রায় একরূপ অভ্যস্তই ছিল। কিন্তু এক্ষণে আচার্যমুখে যেভাবে শুনিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। সুধন্বার তত্ত্ববুভুক্ষা চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া গেল। সুধন্বার হৃদয়ে পরমা শান্তি আবির্ভূত হইল। সুধন্বা ধন্য হইলেন।

সুধন্বারাজের এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আচার্যের সঙ্গী, ভক্ত এবং শিষ্যানুশিষ্যগণ যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই যেন ধন্য হইয়া গেলেন। সকলেই শান্ত ও প্রসন্নভাবে বিভোর হইলেন।

এইভাবে আরও কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর আচার্য যোগাবলম্বনে

দেহত্যাগ করিলেন।* সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই পঞ্চভৌতিক দেহও অদৃশ্য হইয়া গেল। শিষ্যগণ প্রণবধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন। আচার্য ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হইয়া গেলেন। জগতে শঙ্করাবতারের কার্য পূর্ণ হইল। শিবভাব স্থাবর, জঙ্গম, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সর্বত্র যেন ছড়াইয়া পড়িল।

আচার্যের তিরোধানে শিষ্যগণের হৃদয়ে মহা বৈরাগ্যের উদয় হইল। তাঁহারা এখন নিরন্তর সমাধিতে অবস্থান করিতেই ভালবাসেন। সকল বিষয়ে সর্ববিধ প্রবৃত্তি যেন বিলুপ্ত করিতেই তাঁহারা প্রবৃত্ত।

ইহা দেখিয়া সুধন্বারাজ ভাবিলেন—শিষ্যগণ যদি এরূপ অন্তর্মুখী হইয়া অবস্থান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে আচার্যপ্রচারিত ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার কিরূপে হইবে? সম্প্রদায় রক্ষিত না হইলে এই বিদ্যা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আবার অমানিশা মানবসমাজকে সমাচ্ছন্ন করিবে। ইহা ভাবিয়া সুধন্বারাজ আচার্যের শিষ্যবর্গকে আচার্যের মঠাম্নায়ের কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ধর্মসংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং নানারূপ যুক্তিপ্রদর্শন ও বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শিষ্যগণের হৃদয়ে এ ভাবের কিঞ্চিৎ উপশম হইল। অনন্তর সুধন্বারাজের অনুরোধে তাঁহারা নিজ নিজ নির্দিষ্ট দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আচার্যের দিগ্বিজয়বাহিনী নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিল। শঙ্করের কার্য এইবার শঙ্করসেবকগণ গ্রহণ করিলেন। এক শঙ্কর বহু শঙ্করে পরিণত হইলেন।

ইতি শঙ্কর-চরিত্র সম্পূর্ণ

* আচার্যের অন্তর্ধান সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। মাধবের মতটি প্রসিদ্ধ এবং উহাই গ্রন্থমধ্যে অনূদিত হইল। দ্বিতীয় মতে তিনি শৃঙ্গেরীতে শারদা দেবীর সম্মুখে দেহত্যাগ করেন এবং তাঁহার দেহ শারদা দেবীর সম্মুখে ভূগর্ভে সমাহিত করা হয়। এখানে এখনও একটি প্রস্তরময় গৃহ বর্তমান। ইহা রাইস্ সাহেব মাইসোর গেজেটিয়ারে লিখিয়াছেন। তৃতীয় মতে তিনি মালাবার জেলার অন্তর্গত ত্রিচুর নগরে পরশুরাম মন্দিরে শিবশরীরে মিলিত হন। চতুর্থ মতে তিনি কাঞ্চীতে কামাক্ষীদেবীর সমক্ষে দেহরক্ষা করেন আর তাঁহার দেহ মন্দিরের দ্বারদেশে সমাহিত করা হয়। পঞ্চম মতে বোম্বাইয়ের নিকট নির্মলা নামক একটি দ্বীপে তিনি দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের কাল ৬৪০, ৬৪২ বা ৬৪৪ শকাব্দ আমরা ৬৪২ শকাব্দ গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীরঙ্গমের রামানুজাচার্য মূর্তি

ইহা রামানুজের জীবিত অবস্থায় নির্মিত হয়

রামানুজ-চরিত্র

জন্মভূমির পরিচয়

ভারতের দক্ষিণদিকে পূর্ব সমুদ্রতীরে পাণ্ড্যরাজ্য অবস্থিত। * এখানে প্রায় ১৩ অক্ষাংশে শ্রীপেরেম্বুদুর বা শ্রীমহাপ্রভূতপুরী নামক গ্রাম আছে।

জাতি পরিচয়

এইস্থানে বহু দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের বাস। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ বেদবিদ্যাকুশল, সদাচারসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান। অদ্যাবধি সদাচারের জন্য তাঁহারা সর্বত্র সম্মানিত।

মাতৃ-পিতৃপরিচয়

ভূতপুরীনিবাসী "আসুরি কেশবাচার্য দীক্ষিত" এই দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ। ইনি সাতিশয় যজ্ঞনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ ইঁহাকে 'সর্বক্রতু' উপাধিদানে ভূষিত করিয়াছিলেন। কেশবাচার্য, "শ্রীশৈলপূর্ণ" বা "পেরিয়া তিরুমলাই নম্বি" নামক এক পরম ধার্মিক ব্যক্তির ভগিনী "কান্তিমতী"র পাণিগ্রহণ করেন।

এই শ্রীশৈলপূর্ণ প্রসিদ্ধ যামুনাচার্যের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ কনিষ্ঠা ভগ্নী কান্তিমতীর বিবাহের কিছুদিন পরে সর্ব কনিষ্ঠা ভগ্নী "দ্যুদেবী"র বিবাহ দিয়া যামুনাচার্যের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীরঙ্গমে গুরুসন্নিধানে থাকিয়াই জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিতে থাকেন।

যামুনাচার্য এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রভাবে অর্ধেক পাণ্ড্যরাজ্যের রাজপদবী পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে বার্ধক্যে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গমে সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি একাধারে যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত ছিলেন। জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইঁহার যে সিদ্ধান্ত তাহা বিশিষ্টাদ্বৈতমত বলিয়া প্রসিদ্ধ।**

* বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের অংশবিশেষ

** ইঁহার সিদ্ধিত্রয়, আগমপ্রামাণ্য এবং পদ্ম গীতার একটি টীকা গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়

রামানুজ-জন্মের উপলক্ষ

বিবাহের পর বহুদিন অতীত হইল, কিন্তু কেশবের কোনও সন্তানাদি হইল না। এজন্য সর্বদা কেশব অত্যন্ত দুঃখিত থাকিতেন। অবশেষে কেশব ভাবিলেন—যজ্ঞদ্বারা শ্রীভগবানকে তুষ্ট করিতে পারিলে নিশ্চয়ই পুত্র মুখ দেখিতে পাইব।

এই সময়ে কয়েক দিন পরে একটি চন্দ্রগ্রহণ হয়। তিনি এই চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে (বর্তমান মাদ্রাজের সমীপবর্তী) কৈরবিণী-সাগর-সঙ্গমে স্নানার্থ সস্ত্রীক আগমন করেন।

নিকটেই প্রসিদ্ধ শ্রীপার্থসারথির মন্দির। তিনি স্নানান্তে শ্রীমূর্তির দর্শনার্থ আসিলেন। ভগবদ্ দর্শনান্তর তাহার মনে হইল—এইখানেই ভগবৎ-সমীপে পুত্রার্থ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যাউক। সংকল্প-কার্যে পরিণত হইল। তিনি শ্রীপার্থসারথির সম্মুখে মন্দিরসংলগ্ন সরোবরতীরে পুত্রকামনায় এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন।

নিশাকালে কেশব স্বপ্ন দেখিলেন—যেন ভগবান পার্থসারথি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে সর্বক্রতো! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। জগতে ধর্মসংস্থাপনার্থ আমার অবতার গ্রহণ আবশ্যক হইয়াছে, সুতরাং আমাকেই তুমি পুত্ররূপে লাভ করিবে।" স্বপ্ন দেখিয়া কেশব যারপরনাই প্রীত হইলেন। ভাবিলেন—এইবার ভগবানের কৃপায় নিশ্চয়ই পুত্রলাভ হইবে।

রামানুজের জন্ম

কেশব হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যথাসময়ে কান্তিমতীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। অনন্তর ৯৪১ শকাব্দ সৌর বৈশাখ ১ম দিনে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে, সোমবার শুভক্ষণে ভাগ্যবতী কান্তিমতী এক পুত্র-রত্ন প্রসব করিলেন।* ইনিই সেই পরমভাগবত ভগবান অনন্তদেবের অবতার শ্রীরামানুজাচার্য।

রামানুজের নামকরণ

ভক্তপ্রবর বৃদ্ধ মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ এই সংবাদ পাইলেন। তিনি ত্বরাপূর্বক

* (২) মতান্তরে ৪১১৮ কল্যব্দ, ৯৩৯ শকাব্দ, খ্রীস্টাব্দ ১০১৭ পঞ্চমীতিথি বৃহস্পতিবার আর্দ্রা নক্ষত্র মধ্যাহ্নকাল কর্কট-লগ্ন। (৩) ১৩ই চৈত্র বৃহস্পতিবার শুক্লপক্ষ। (৪) ৯৪০ শকাব্দ পিঙ্গলা বৎসর চৈত্রমাস। জন্মকুণ্ডলী পরে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীরঙ্গম হইতে ভূতপুরীতে আসিলেন। দেখিলেন—তাহার দুইটি ভগ্নীই ভূতপুরীতে রহিয়াছেন। দুইটিরই ক্রোড়ে দুইটি নবজাত শিশু। কান্তিমতীর সন্তানকে দেখিবার জন্য মহাদেবীও নিজ সন্তানকে লইয়া কান্তিমতীর নিকট আসিয়াছেন। কান্তিমতীর সন্তানজন্মের কয়েক দিন পরেই মহাদেবীরও একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। ভাগিনেয়দ্বয়কে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। কান্তিমতীর শিশুর লক্ষ্মণাবলী দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। দেখিলেন—লক্ষণগুলি অনন্ত-শয়ন ভগবান অনন্তের অবতার ভগবান লক্ষ্মণদেবের লক্ষণাবলীর সদৃশ। ইহা দেখিয়া তিনি এই শিশুটির নাম রাখিলেন 'লক্ষ্মণ' এবং মহাদেবীর পুত্রের নাম রাখিলেন 'গোবিন্দ'। গোবিন্দ লক্ষ্মণ অপেক্ষা কয়েকদিনের কনিষ্ঠ। লক্ষ্মণের পর লক্ষ্মণের দুইটি ভগ্নী জন্মগ্রহণ করেন। এক জনের নাম—ভূমি এবং অপরের নাম—কমলা।

রামানুজের শৈশব

ক্রমে যথা ... লক্ষ্মণের সংস্কারগুলি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলে লক্ষ্মণের উপনয়ন-সংস্কারও হইল। উপনয়নের পর পিতা স্বয়ংই তাঁহার শিক্ষাভার গ্রহণ করিলেন। বালক লক্ষ্মণের বুদ্ধি অসাধারণ তীক্ষ্ণই ছিল। বিদ্যাভ্যাসে যেমন তাঁহার প্রতিভা লক্ষিত হইত, ধর্মানুষ্ঠান এবং ধার্মিক-সহবাসেও তাঁহার তেমনই অনুরাগ দেখা যাইত।

রামানুজের সজ্জনানুরাগ

এই সময় কাঞ্চীনগরী-সমীপে পুণামেলিগ্রামে "কাঞ্চীপূর্ণ" নামে শূদ্রকুলপাবন এক পরম ভাগবত বাস করিতেন। ইঁহার ভক্তি এ... নিষ্ঠা সর্বজন... ছিল। অনেকে ভাবিত—বিষ্ণুকাঞ্চীতে প্রতিষ্ঠিত ভগবান "শ্রীবরদারাজ" ইঁহার প্রত্যক্ষ হয়েন। অনেকে আবার তাঁহাকে "শ্রীবরদরাজে"র নিকট নিজ নিজ মনস্কামনার উত্তর প্রার্থনা করিবার জন্য অনুরোধ করিত।

এই কাঞ্চীপূর্ণ প্রতিদিন ভগবৎ পূজার্থ নিজ জন্মভূমি পুণামেলি হইতে কাঞ্চীপুরীতে গমন করিতেন। পুণামেলির পথ শ্রীপেরেম্বুদুর ভেদ করিয়া লক্ষ্মণের বাটির সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং কাঞ্চীপূর্ণকে নিত্য লক্ষ্মণের বাটির সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতে হইত।

একদা সায়ংকালে লক্ষ্মণ বাটির সম্মুখে পথিমধ্যে যদৃচ্ছা-বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় কাঞ্চীপূর্ণকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন। কাঞ্চীপূর্ণের মুখ-জ্যোতিঃ লক্ষ্মণের চিত্ত আকর্ষণ করিল। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধের ন্যায়

তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বালকের কোমল মুখকান্তি ও মহাপুরুষ-সঙ্কাশ লক্ষণাবলী দেখিয়া কাঞ্চীপূর্ণও তাঁহার প্রতি পুনঃপুনঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং নিকটে আসিয়া সস্নেহে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। "লক্ষ্মণ" পরিচয় দিয়া বিনীতভাবে কাঞ্চীপূর্ণকে তাঁহার বাটীতে সেই দিন ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণ বালকের আতিথ্য অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি লক্ষ্মণের বাটিতে আসিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিয়াই দ্রুতবেগে পিতার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন—"বাবা! আমি এই মহাপুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। ইঁহাকে আজ আমাদের বাটিতে রাখিতে হইবে।"

কেশব কাঞ্চীপূর্ণকে চিনিতেন। তিনি পুত্রের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া বলিলেন—"বৎস! বেশ করিয়াছ, উনি একজন পরম ভাগবত, তুমি খুব যত্ন করিয়া তাঁহার সেবা কর।" কেশব এই কথা বলিতে বলিতে কাঞ্চীপূর্ণের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণ হাসিতে হাসিতে কেশবকে তাঁহার পুত্রের নিমন্ত্রণ কথা বলিলেন। কেশব বলিলেন—"মহাত্মন! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আজ আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। আশীর্বাদ করুন, বালকের যেন ভগবৎ চরণে ভক্তি হয়।" কাঞ্চীপূর্ণ তখন বালকের সুলক্ষণের কথা উল্লেখ করিয়া কেশবের ভাগ্যের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রামানুজ শূদ্র-পদসেবায় উদ্যত

ভোজনকাল উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ, কাঞ্চীপূর্ণকে সুন্দররূপে ভোজন করাইলেন এবং শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে উদ্যত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের আচরণে চমৎকৃত হইলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে লক্ষ্মণকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি নীচ শূদ্র, আর তুমি সদ্‌ব্রাহ্মণ তনয় বৈষ্ণব। কোথায় আমি তোমার পদসেবা করিব, না - তুমি আমার পদসেবা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ। ছি! এমন কার্য করিও না।"

লক্ষ্মণ একটু লজ্জিত হইয়া নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"কেন প্রভো! শুনিয়াছি—শাস্ত্রে আছে যিনি হরিভক্তিপরায়ণ, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ; এইতো 'তিরুপ্পান্ন আলোয়ার' চণ্ডাল

হইয়াও ব্রাহ্মণের পূজনীয় হইয়াছিলেন। আপনি যখন হরিভক্তিপরায়ণ তখন আপনার পদসেবা করিতে দোষ কি?"

লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া কাঞ্চীপূর্ণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি অন্য কথার অবতারণা করিয়া বালককে নিরস্ত করিলেন, কিন্তু ভাবিলেন—'এ বালক কখনও সামান্য মানব হইতে পারেন না। ভবিষ্যতে ইনি বহু লোকের নিশ্চয়ই ভবকর্ণধার হইবেন।' তিনি মনে মনে মহা আনন্দিত হইয়া ভগবৎ-কথায় লক্ষ্মণের গৃহে সেই রাত্রি যাপন করিলেন এবং পরদিন প্রাতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণ ও কাঞ্চীপূর্ণ এক দিনের জন্য মিলিত হইলেন বটে, কিন্তু ইহার সংস্কার লক্ষ্মণের হৃদয়ে আজীবন বদ্ধমূল হইল। রামানুজের দাস্য-ভক্তি এবং বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বীজ এই স্থানেই রোপিত হইল।

রামানুজের বিবাহ

ক্রমে লক্ষ্মণ ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিলেন। পিতা কেশব পুত্রের এবং ক্রমে ক্রমে কন্যাদ্বয় ভূমি ও কমলার বিবাহ দিলেন, কিন্তু পুত্রবধূ লইয়া অধিক দিন সংসার সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। বিবাহের অল্পদিন পরেই সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া কেশব ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণ পিতৃশোকে কাতর হইলেন বটে, কিন্তু শোকে অভিভূত হইলেন না। তিনি জননীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ও কর্তব্যনির্ধারণে মনোনিবেশ করিলেন।

রামানুজের গুরুগৃহে বাস

পিতৃবিয়োগে লক্ষ্মণের পাঠ বন্ধ হইয়া গেল। কারণ, তাঁহাকে পড়াইতে পারেন, তখন এমন কেহ তথায় ছিলেন না। তিনি শুনিলেন—কাঞ্চীপুরে অদ্বৈত-মতাবলম্বী শ্রীযাদবপ্রকাশ নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সন্ন্যাসী বহু বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল—এই শ্রীযাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। তিনি জননীর নিকট তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জননী পুত্রের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হইলেন না।

একটি শুভদিনে লক্ষ্মণ মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কাঞ্চীপুর অভিমুখে গমন করিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া যাদবপ্রকাশের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাদবপ্রকাশ লক্ষ্মণকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি বিদ্যাদানে সম্মত হইয়া লক্ষ্মণকে নিজ আশ্রমেই থাকিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং লক্ষ্মণের সকল ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

রামানুজের বিদ্যাভ্যাস

লক্ষ্মণ যাদবপ্রকাশের নিকট আসিয়া প্রথম হইতে বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কারণ, বেদ ও বেদাঙ্গ তিনি পিতার নিকটই শেষ করিয়াছিলেন। এদিকে জননী ভাবিলেন—পুত্রকে প্রবাসে পাঠাইয়া কেবল পুত্রবধূকে লইয়া ভূতপুরীতে থাকিয়া ফল কি? বরং পুত্রের নিকট থাকিলে পুত্রের সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া তিনি পুত্রবধূকে লইয়া কাঞ্চীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাদবপ্রকাশের আশ্রমের নিকট একটি পৃথকস্থানে বাস করিতে লাগিলেন।*

গোবিন্দকে সহাধ্যায়ী লাভ

"কান্তিমতী" পুত্রসহ কাঞ্চীপুরীতে বাস করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা-ভগ্নী মহাদেবী অপর নাম "দ্যুতিমতী" নিজ-পুত্র গোবিন্দকেও তথায় পাঠাইয়া দিলেন। "দ্যুতিমতী" তাঁহার স্বামী কমলাক্ষভট্টের গৃহে"মল্লনমঙ্গলম্" নামক স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি আর কাঞ্চীপুরীতে আসিলেন না।

গোবিন্দ ও লক্ষ্মণ প্রায় সমবয়স্ক। গোবিন্দ কিছু ছোট। গোবিন্দের আগমনে লক্ষ্মণ যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন এবং দুই ভাই একসঙ্গে যাদবপ্রকাশের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

গুরুর সহিত মতভেদ

কিছুদিন অধ্যয়নের পর লক্ষ্মণেব সহিত যাদবপ্রকাশের মতের অমিল হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতী ভক্ত-বৈষ্ণব-বংশ-সম্ভূত, তাহার উপর কাঞ্চীপূর্ণের সেব্যসেবকভাবে ভাবিত; যাদবপ্রকাশ কিন্তু সন্ন্যাসী—কর্মকাণ্ডহীন, শঙ্করাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিয়াও পরে নিজেই এক অভিনব মতের প্রবর্তনকর্তা। উভয়ের সংস্কার নিতান্ত পৃথক। ফলতঃ যাদবপ্রকাশের সঙ্গ এবং উপদেশে লক্ষ্মণের হৃদয়ে অলক্ষ্যে অশান্তির ছায়া পতিত হইতে থাকিল। তাঁহার স্বভাবসুলভ ভগবদভক্তি ও বিনয়প্রভৃতি সদগুণরাশি অশান্তির ছায়ায় ম্লান হইতে লাগিল।

রামানুজের ভক্তিভাবাতিশয্যই মতভেদের হেতু

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। একদিন শিষ্যসকলের প্রাতঃকালীন পাঠ সমাপ্তির পর লক্ষ্ম' গুরুদেবের অঙ্গে তৈল মর্দন করিতেছেন, এমন সময় একটি শিষ্য তাহার সন্দেহ দূরীকরণার্থ পুনরায় আচার্য সমীপে আসিয়া শাস্ত্র-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। আলোচ্য বিষয়—ছান্দোগ্য উপনিষদের "তস্য যথা কপ্যাসং

---

* মতান্তরে এক সঙ্গে আসেন।

পুণ্ডরীকমেবাক্ষিণী" এই মন্ত্রাংশ। যাদবপ্রকাশ মন্ত্রের অর্থ বলিলেন—"সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের চক্ষু দুইটি আরক্তিম; কিরূপ আরক্তিম? তাহার জন্য মন্ত্রে 'কপ্যাস' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, কপির—অর্থাৎ বানরের পশ্চাদভাগ যেমন আরক্তিম তদ্রূপ সেই সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের চক্ষুদ্বয়ও রক্তাভ।"

গুরুদেবের এইরূপ ব্যাখ্যায় লক্ষ্মণের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি ভাবিলেন—হায়! ভগবানের চক্ষুর বর্ণ বানরের পশ্চাদভাগের সহিত তুলিত হইল? যিনি নিখিল কল্যাণ গুণের আকর, যাঁহাতে কোনরূপ দোষ স্পর্শ করে না, তাঁহাব রূপের এইরূপ বর্ণনা কি বেদমধ্যে থাকিতে পারে? কি সর্বনাশ! ইহা কখনই হইতে পারে না, নিশ্চয়ই ইহার অন্য অর্থ আছে। এই ভাবিয়া তিনি সকরুণ-প্রাণে ইহার সদর্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভগবান—সর্বান্তর্যামী এবং অপার দয়ার আধার। তাঁহার কৃপায় অবিলম্বে লক্ষ্মণের মনে সদর্থের উদয় হইল। তিনি নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে গুরুদেবের [illegible] তৈল মর্দন কবিতে লাগিলেন। ভবিতব্য কিন্তু অন্যরূপ। লক্ষ্মণের অশ্রুবিন্দু যাদবের অঙ্গে পতিত হইল। তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখেন. লক্ষ্মণের নেত্র বাষ্পাকুলিত এবং মনোদুঃখে অতীব ম্রিয়মাণ।

রামানুজেব বিনয়

যাদব লক্ষ্মণের এই ভাব দেখিয়া আগ্রহ-সহকারে বলিলেন—"লক্ষ্মণ, কি হইয়াছে? তুমি কাঁদিতেছ কেন?" বিনীত স্বভাব লক্ষ্মণ কি কবিয়া গুরুবাক্যের প্রতিবাদ করিবেন—ভাবিয়া আকুল হইলেন। গুরুদেব কিন্তু পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ নম্রভাবে বলিলে[illegible]—"প্রভো! ভ[illegible]ানের চক্ষু বানবেব পশ্চাদ্ভাগের সহিত তুলিত হওযায় আমার বড়ই কষ্ট হইতে[illegible]ছে!"

যাদব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"বৎস! আচার্য শঙ্করও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে দোষ কি?" লক্ষ্মণ জানিতেন গুরুদেব শঙ্করমতের সর্বথা অনুগামী নহেন। তিনি স্বয়ং আচার্যের মতের প্রতিবাদ কবিয়া এক অভিনব মতের প্রবর্তন করিয়াছেন। সুতরাং যাদব আচার্য-শঙ্করের দোহাই দিয়া গুরুভক্তির উদ্রেক করিয়া লক্ষ্মণকে বু[illegible]ইলে লক্ষ্মণ বুঝিবেন কেন? যিনি নিজে গুরুভক্ত নহেন, তিনি শিষ্যকে কি কারিয়া গুরুভক্ত করিতে পারেন?

রামানুজের প্রতিভা

লক্ষ্মণ বলিলেন—"প্রভো! যদি ইহার অন্য অর্থ করিয়া এই হীনোপমা দোষ দূর করা যায় ; তাহা হইলে ক্ষতি কি?"

যাদব উপহাস করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা—ভাল, তুমিই তবে অর্থ কর।"

যাদব ভাবিয়াছিলেন, এরূপ পরিচিত শব্দের ব্যাখ্যান্তর অসম্ভব। কিন্তু লক্ষ্মণ বলিলেন—'কপ্যাস' শব্দের 'কং' পদের অর্থ জলকে, আর 'পিবতি' অর্থ যে পান বা আকর্ষণ করে ; সুতরাং 'কপি' অর্থে সূর্য। 'আস' অংশটি আস্ ধাতুর রূপ, ইহার অর্থ—বিকশিত ; সুতরাং সমুদয়ের অর্থ হইল—সূর্যের দ্বারা যাহা বিকশিত হয় অর্থাৎ পদ্ম। এখন তাহা হইলে সমুদয় শ্রুতির অর্থ হইল—সেই সুবর্ণবর্ণ আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষের চক্ষু দুইটি সূর্যদ্বারা বিকশিত পদ্মের ন্যায়।

যাদব ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে মনে বুঝিলেন— লক্ষ্মণ অতি তীক্ষ্মধী সন্দেহ নাই, তবে দ্বৈতবাদের পক্ষপাতী—ভক্ত। তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও মুখে তাহার খুব প্রশংসা করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন।*

রামানুজকর্তৃক ভূতাপসারণ

যাদব যেমন পণ্ডিত ছিলেন, মন্ত্র-শাস্ত্রেও তাঁহার তেমনি অসাধারণ অধিকার ছিল। ভূত-পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আনীত হইলে মন্ত্রবলে তিনি তাহাকে নিরাময় করিতে পারিতেন। এজন্য তাঁহার খ্যাতিও দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল।

এক সময় কাঞ্চীপুরীর রাজকুমারী ব্রহ্মদৈত্যকর্তৃক আক্রান্তা হন। বহু চেষ্টা চরিত্র করিয়াও তাঁহাকে কেহ রোগমুক্ত করিতে পারে নাই। ক্রমে যাদবপ্রকাশের এই ক্ষমতা রাজার কর্ণ-গোচর হইল। সুতরাং রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে আনিতে পাঠাইলেন।

দূতমুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া যাদবপ্রকাশ গর্ব-সহকারে বলিলেন,"যখন আমাকে লইতে আসিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই এই ব্রহ্মদৈত্য খুব বলবান, তা- ভাল, যাও ফিরিয়া গিয়া আমার নাম কর, তাহা হইলেই ব্রহ্মদৈত্য পলাইবে।" অবিলম্বে তাহাই করা হইল, কিন্তু ফল হইল বিপরীত। ব্রহ্মদৈত্য প্রত্যুত্তরে যাদবকেই দেশ ত্যাগের পরামর্শ দিল। ফলে যাদবকে শীঘ্র রাজ-বাটিতে আনা হইল। লক্ষ্মণ প্রভৃতি কয়েকটি শিষ্য যাদবের সঙ্গে আসিলেন।

অবিলম্বে রাজকুমারী যাদবের সম্মুখে আনীত হইলেন। তিনি ক্রমে যথাশক্তি মন্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। ব্রহ্মদৈত্য যাদবের

* মতান্তরে, (১) এই ঘটনাটি যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুজের বিচ্ছেদের কারণ। (২) কাহারও মতে ইহা দ্বিতীয়বার বিবাদের হেতু

মন্ত্র-প্রয়োগে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"ওহে ব্রাহ্মণ! আমাকে তাড়াইবার তোমার ক্ষমতা নাই, তুমি আমা অপেক্ষা হীনবল। তুমি যে মন্ত্র প্রয়োগ করিতেছ, তাহা আমি অবগত আছি। কিন্তু তুমি কি জান—আমি পূর্বে কি ছিলাম?" যাদব তখন বস্তুতই বিস্মিত হইলেন। তথাপি আত্ম-সম্মান-রক্ষার্থ বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, তুমিই বল—তুমি ও আমি পূর্বজন্মে কি ছিলাম?" ব্রহ্মদৈত্য তখন হাসিতে হাসিতে বলিল—"তুমি পূর্বজন্মে গোসাপ ছিলে, এক বৈষ্ণবের পাতার উচ্ছিষ্টাবশেষ খাইয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছ এবং আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম, যজ্ঞে কিঞ্চিৎ ক্রটি হওয়ায় ব্রহ্মদৈত্য হইয়াছি।"

রামানুজের মহত্ত্ব

যাদব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন এবং বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, যখন দেখিতেছি তুমি সর্বজ্ঞ, তখন তুমিই বল, কি করিলে তুমি ঐ রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিবে?" ব্রহ্মদৈত্য ক্রোধভরে বলিয়া ফেলিল—"যদি তোমার ঐ পরম বৈষ্ণব-শিষ্য লক্ষ্মণ দয়া করিয়া আমার মস্তকোপরি পদার্পণ করেন তাহা হইলে আমি যাইব, নচেৎ নহে।" যাদবের আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহাই অনুষ্ঠিত হইল—ব্রহ্মদৈত্য রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিল।

রামানুজের ত্যাগ

রাজা ও রাণী উভয়েই পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মণ ও যাদবকে বহু সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া সম্মানিত করিয়া বিদায় দিলেন। লক্ষ্মণ উক্ত সুবর্ণ দ্রাব কিছুই লইলেন না। সমুদয় গুরুপদে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। যাদব মুখে লক্ষ্মণের উপর খুব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভ্যুদয় হইতেছে দেখিয়া এবং সভামধ্যে ব্রহ্মদৈত্য কর্তৃক অপমানিত হইয়া মনে-মনে মর্মান্তিক দুঃখে জর্জরিত হইতে লাগিলেন।

গুরুর সহিত পুনর্বার মতভেদ

কিছুদিন পরে লক্ষ্মণের তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ পাঠ আরম্ভ হইল। এক দিন এই উপনিষদের "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন—আচার্যের ব্যাখ্যানুসারে ব্রহ্ম যদি সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ বা অনন্তস্বরূপ হয়েন, তাহা হইলে ভগবানের সদগুণ, * দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি

* মতান্তরে ইহা রামানুজের সহিত মতভেদের প্রথম ঘটনা।

গুণগুলি কোথায় গেল? ভগবানধর্মী এবং এইগুলি তাঁহারই ধর্ম বা গুণ হওয়াই উচিত। ব্রহ্ম নির্গুণ নির্ধর্মক হইলে জীব-ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধান্তই স্থির হইয়া যায়। আর ব্রহ্ম যদি অভিন্ন হয়, তবে ভগবানের উপাসনা এবং যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড সবই মিথ্যা হইল, এ সকলই লোপ পাইতে বসিল। উপাসনা ব্যতীত লোকস্থিতি সম্ভবপর নহে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্মণের হৃদয়ে মুহূর্তমধ্যে দ্বৈতপর ব্যাখ্যা উদিত হইল। তিনি নম্রভাবে ধীরে ধীরে গুরুদেব-কৃত ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শনপূর্বক দ্বৈতপর ব্যাখ্যার সমর্থন করিতে লাগিলেন, সৎ, চিৎ ও অনন্তকে ব্রহ্মের স্বরূপ না বলিয়া ব্রহ্মের গুণ বা ধর্ম প্রতিপন্ন করিলেন।

যাদব বহু বিচার করিয়াও লক্ষ্মণের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না, ক্রমে তাঁহার অত্যন্ত অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধে লক্ষ্মণকে অযথা তিরস্কার করিলেন এবং সর্ব-সমক্ষে অপমান করিয়া আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিলেন। অগত্যা লক্ষ্মণ স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং মাতৃসন্নিধানে থাকিয়া স্বয়ং বেদান্ত-চর্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গে ভক্তি-চর্চা

কাঞ্চীপূর্ণ পূর্বে ভূতপুরীতে লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু কাঞ্চীতে লক্ষ্মণ যাদবের নিকট থাকিতেন বলিয়া উভয়ে বড় দেখাসাক্ষাৎ হইত না , তথাপি কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। এক্ষণে তিনি বাটি আসিয়াছেন শুনিয়া কাঞ্চীপূর্ণ প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও ভগবৎ-কথায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি লক্ষ্মণের অনুরাগ বর্ধিত হইতে লাগিল—কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন।

পুনরায় যাদবের নিকট অধ্যয়ন

এ দিকে লক্ষ্মণকে বিতাড়িত করিয়া যাদব নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন—এ বালক যেরূপ ধীসম্পন্ন, তাহার উপর দৈবও ইহার প্রতি যেরূপ অনুকূল, তাহাতে ভবিষ্যতে এ-ব্যক্তি অদ্বৈতবাদের মহাশত্রু হইয়া উঠিবে। হইবার যোগাযোগও দেখিতেছি যথেষ্ট; কারণ, শুনিতে পাই, সেই দ্বৈতবাদী, শূদ্র, ভণ্ড কাঞ্চীপূর্ণের উপর ইহার বড় প্রীতি; প্রায়ই উভয়ে মিলিত হইয়া থাকে।

যাদবপ্রকাশের আরও চিন্তা—তিনি নিজে লক্ষ্মণের তুলনায় রাজসভাতে

নিকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বিচারস্থলেও সকল শিষ্যসমক্ষে মুখে পরাজয় স্বীকার না করিলেও মনে-মনে পরাজয় বুঝিতে পারিয়াছেন; শিষ্যবর্গও এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছে। এ অপমান কি সহ্য করা যায়।

যাহা হউক, এই সকল কারণে জগতে লক্ষ্মণের অস্তিত্ব যাদবের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি শিষ্যগণের সহিত গোপনে লক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, গঙ্গাস্নান-গমনোপলক্ষে পথে কোন গহন অরণ্য মধ্যে লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি অপর শিষ্যগণদ্বারা লক্ষ্মণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং কপট স্নেহ প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে নিজ সন্নিধানে পুনবায় অধ্যয়ন করিবার আদেশ দিলেন। শাস্ত্র-জ্ঞানের ফলে যদি মান অপমান বা সুখদুঃখাদিতে সমান জ্ঞান না হয বিষয়াসক্তি না যায়, তাহা হইলে সে শাস্ত্রজ্ঞান বৃথা। যাদবের এই দুইটিব কোনটিই হয় নাই। তাঁহার অপমানবোধও যায নাই এবং সম্প্রদায়াসক্তিও যায় নাই, তাই তাহার এই দুর্বুদ্ধির উদয়।

যাদবকর্তৃক রামানুজের প্রাণনাশ-চেষ্টা

কিছুদিন পরে যাদবপ্রকাশ গঙ্গাস্নান-যাত্রাব প্রসঙ্গ তুলিলেন। লক্ষ্মণেব নিকটও গঙ্গাস্নান-যাত্রাব প্রস্তাব করা হইল। তিনি গুরুব অভিসন্ধি কিছুই জানিতেন না। সুতরাং তাহাতে সম্মত হইলেন এবং গোবিন্দপ্রভৃতি যাদবের অপব শিষ্যগণসহ গুরুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহারা বিন্ধ্যাচলপ্রদেশস্থ গোণ্ডারণ্যে আগমন কবিলেন এই প্রদেশ জন-মানব-শূন্য এবং হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। ভাবিলেন—এইস্থানে লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিতে হইবে এবং প্রচার করিতে হইবে—হিংস্রজন্তুতে লক্ষ্মণকে বিনষ্ট করিয়াছে। এই ভাবিয়া যাদব তাঁহার কতিপয় প্রিয় শিষ্যকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শিষ্যগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুরুর আজ্ঞাপালনে সম্মত হইলেন এবং বধের অবকাশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ভগবান যাঁহার সহায তাঁহাকে মারে কে? লক্ষ্মণের ভ্রাতা গোবিন্দ. লক্ষ্মণবধের এই ভীষণ অভিসন্ধি হঠাৎ শুনিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণকে ইহা বলিয়া দিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

শত্রুকবল হইতে রামানুজের পলায়ন

একদিন একস্থানে উষার অন্ধকারে লক্ষ্মণ শৌচোদ্দেশ্যে একটি পার্বত্য

প্রস্রবণের নিকট গিয়াছেন, অপর শিষ্যগণ তখন জাগরিত হন নাই। এমন সময়ে গোবিন্দ দ্রুতপদে লক্ষ্মণের নিকট আসিয়া সকল কথা বলিয়া দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন।

লক্ষ্মণ গোবিন্দের কথায় সন্দেহ না করিয়া তম্মুহূর্তেই সে স্থান ত্যাগ করিলেন। নিবিড় অরণ্যমধ্যে যে দিকে মনুষ্যপদ-চিহ্ন দেখিলেন, সেই দিকেই প্রাণের দায়ে উর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হইলেন; লক্ষ্য—কেবল দক্ষিণ দিক; যেহেতু দক্ষিণ দিকেই তাঁহাকে যাইতে হইবে—দক্ষিণ দিক হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন।

কিছুদূর যাইয়াই তিনি পথ হারাইলেন। মনুষ্যপদ-চিহ্ন আর লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন না। নিবিড় অরণ্য যেন তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত। লক্ষ্মণ ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অনন্তর ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

চলিতে চলিতে লক্ষ্মণের পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত ও স্ফীত হইয়া উঠিল। দেহে কতই কণ্টক বিদ্ধ হইল। মধ্যাহ্নমার্তণ্ডতাপে সর্বাঙ্গ গলদঘর্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর দুর্বল ও ক্লান্ত, জিহ্বা শুষ্ক এবং বদন-মণ্ডল বিশীর্ণ হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ নিরুপায় হইয়া ভগবচ্চরণ ধ্যান করিতে করিতে এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে তিনি আর বসিয়া থাকিতেও পারিলেন না, সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

ভগবৎকৃপায় প্রাণরক্ষা

ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপার কি শেষ আছে? ডাকার মত ডাকিতে পারিলে কি তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? যিনি জগতের সমগ্র ভক্তসম্প্রদায়ের গুরু হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ডাকা কি নিষ্ফল হয়? সর্বান্তর্যামী ভগবান লক্ষ্মণকে যেন ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, তিনি লক্ষ্মণের মূর্ছা অপনোদন করিলেন।

মূর্ছান্তে লক্ষ্মণ দেখিলেন—বেলা অপরাহ্ন। কোথা হইতে এক ব্যাধ দম্পতি আসিয়া তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট। লক্ষ্মণের শরীরে যেন নূতন বল আসিয়াছে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

নিবিড় অরণ্যমধ্যে সমস্ত দিনের পর নরমূর্তি দেখিয়া তাঁহার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। ভাবিলেন —ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পথ জানিয়া লই। এমন সময় ব্যাধ-পত্নীই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে বাপু? একা এখানে কেন? এ যে অতি গহন বন, এখানে দস্যুগণও আসিতে ভীত হয়। তোমার বাটি কোথায়—কোথায় যাইবে?"

লক্ষ্মণ বলিলেন—"আমি বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণসন্তান। কাঞ্চী হইতে গঙ্গাস্নানোদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছিলাম, কিন্তু সঙ্গিগণের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমি কাঞ্চী ফিরিয়া যাইতেছি। আপনারা দয়া করিয়া যদি আমায় পথ দেখাইয়া দেন—"

ব্যাধ বলিলেন—"বেশ হইয়াছে, আমরাও কাঞ্চীযাত্রী, চল এক সঙ্গেই যাইব।"

ব্যাধদম্পতির সঙ্গে লক্ষ্মণ চলিতে লাগিলেন। কথায়বার্তায় কোথায় ও কতদূর যাইতেছেন, তাহা বুঝিবার আর তাঁহার অবকাশ রহিল না। বহুক্ষণ চলিবার পর সন্ধ্যা সমাগত হইল। লক্ষ্মণ তাঁহাদের সঙ্গে এক স্রোতস্বিনী তীরে রাত্রি-যাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রির ঘন অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সকলেই একটি সমতল প্রস্তর-খণ্ডে শয়ন করিলেন।

রামানুজের পরোপকার প্রবৃত্তি

রাত্রি অধিক হইলে ব্যাধপত্নীর বড় পিপাসা বোধ হইল। তিনি নিকটবর্তী একটি কূপ হইতে জলানয়নের জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্ধকার অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়াছিল বলিয়া ব্যাধ তথায় যাইতে চাহিলেন না, পরদিন প্রাতঃকাল পর্যন্ত পত্নীকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

লক্ষ্মণ শায়িত অবস্থায় ব্যাধ-দম্পতির কথোপকথন শুনিলেন। তিনি তখন নিজেই জল আনিয়া দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু একে অন্ধকার, তাহাতে ঠিক কোথায় সেই কূপ বিদ্যমান, তাহা জানা নাই। অগত্যা ভাবিলেন—ব্যাধের নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিয়া এই রাত্রেই জল আনিয়া দিই! যাঁহাদের কৃপায় আমি এই জনশূন্য অরণ্যে পথ পাইলাম, যাঁহাদের কৃপায় আমার প্রাণরক্ষা হইল, সামান্য তৃষ্ণার জল তাঁহাদিগকে দিতে পারিব না—ইহা অপেক্ষা ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

লক্ষ্মণ আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া বসিলেন ও জল আনিবার জন্য ব্যাধের নিকট পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাধ বলিলেন—"এ অন্ধকারে তুমি সে স্থলে যাইতে পারিবে না; ইচ্ছা হয় কল্য প্রাতে আনিও।" অগত্যা লক্ষ্মণের প্রত্যুপকারপ্রবৃত্তি আর পূর্ণ হইল না। তিনি বাধ্য হইয়া সেই প্রস্তরোপরি আবার শুইয়া পড়িলেন।

প্রভাত হইল। লক্ষ্মণ জল আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সর্বাগ্রেই গাত্রোত্থান করিলেন। কোন দিকে না চাহিয়া ব্যাধপত্নীর দিকে দৃষ্টি করিলেন। ব্যাধপত্নী তাঁহাকে জাগরিত দেখিয়া বলিলেন—"বৎস! তুমি গত রাত্রে জল আনিবার জন্য আগ্রহ করিয়াছিলে, চল আমরা সেই কূপের নিকট যাই।"

কাঞ্চীপুরীতে প্রত্যাগত

লক্ষ্মণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের সহিত কূপের অভিমুখে চলিলেন। ক্ষণকাল পথ চলিবার পর তিনি দেখিলেন অরণ্য শেষ হইয়াছে, অদূরে প্রান্তরমধ্যস্থ কতিপয় বৃক্ষতলে সোপানবদ্ধ একটি দিব্য কূপ। জল-সংগ্রহের জন্য অনেক নরনারী তথায় সমাগত। দেশটিও যেন কতকটা পরিচিত। তিনি আগ্রহ-সহকারে হস্ত-পদপ্রক্ষালনপূর্বক অঞ্জলি পূরিয়া জল আনিয়া ব্যাধ-পত্নীকে পান করাইলেন।* তিন অঞ্জলি জলপানের পর তিনি যেমন পুনর্বার জল আনিবার জন্য কূপ মধ্যে অবতরণ করিয়াছেন, অমনি ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নী অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন, লক্ষ্মণ আসিয়া আর তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। সুদূর প্রান্তরের চারিদিকেই দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দর্শন আর মিলিল না।

লক্ষ্মণ বুঝিলেন—ইহা সেই সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপতি লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা। দুর্গম অরণ্যমধ্যে পথ হারাইয়া তিনি যাঁহাদের চরণে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন তাঁহারাই ব্যাধ-দম্পতি সাজিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর তিনি তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইহা কোন্ স্থান? এখান হইতে কাঞ্চী কতদূর? কোন্ পথ দিয়াই বা তথায় যাইতে হইবে?"

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সকলে অবাক। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "তোমার কি হইয়াছে! তুমি তো যাদবপ্রকাশের নিকট পড়িতে, কাঞ্চী কোথায় জান না? অদূরে বরদারাজের শ্রীমন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া দেখিয়াও কি তুমি এ স্থানটি চিনিতে পারিতেছ না? ইহা যে সেই শালকূপ মহাতীর্থ, চিনিতে পারিতেছ না কেন?"

রামানুজের জীবনগতি-পরিবর্তন

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এতদিনের পথ একরাত্রে অতিক্রম? লক্ষ্মণের মুখে বাক্যস্ফূর্তি নাই, শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষু বাষ্পাকুলিত, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। দেখিতে দেখিতে তিনি মূর্ছিতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল।

* কোন মতে লক্ষ্মণ নিদ্রাভঙ্গের পর আর ব্যাধদম্পতিকে দেখিতে পান নাই এবং আর একটু দক্ষিণাভিমুখে যাইয়াই দেখেন বন শেষ হইয়াছে, দূরে প্রান্তরমধ্যে কতকগুলি লোক কূপ হইতে জল আনিতেছে, ইত্যাদি।

স্থানীয় জনগণের যত্নে লক্ষ্মণের মূর্ছা শীঘ্রই অপনীত হইল। কিন্তু তিনি কাহাকেও কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তিনি কেবলই অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। পরিচিত ব্যক্তিগণ ইহা দেখিয়া আর কোন কথাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। তাঁহারা অতি যত্নসহকারে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাটি লইয়া চলিলেন। বস্তুতঃ ঐ দিন হইতেই লক্ষ্মণের জীবনের গতি ফিরিল। বিদ্যাচর্চা, জ্ঞানলাভ, জগতে গণ্য-মান্য হওয়া, এ সব যে ভগবদ্ভক্তি-লাভের তুলনায় নগণ্য ও অতি তুচ্ছ, ইহাই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল । তিনি বুঝিলেন— ভগবৎ কৃপালাভই জীবের চরম লক্ষ্য হওয়া চাই । ভগবদ্ভক্তের অপ্রাপ্য কিছুই নাই ।

মাতৃসমীপে রামানুজের প্রত্যাগমন

লক্ষ্মণ বাটি আসিলেন । প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে বাটিতে পৌছাইয়া দিয়াই বিদায় গ্রহণ কারলেন । লক্ষ্মণ দেখিলেন—স্নেহময়ী জননী তাঁহার বিবহে ম্রিয়মাণা । তিনি দ্রুতপদসঞ্চারে আসিয়া জননীর পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। জননী কান্তিমতী লক্ষ্মণকে দেখিয়া অবাক্ । তৎপবে লক্ষণের শীর্ণদেহ এবং বিহ্বলভাব দেখিয়া তিনি ভীত ও ব্যাকুল হইলেন । পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন— "লক্ষ্মণ। তোমরা এত শীঘ্র কি কবিয়া ফিরিলে? তোমাদের সর্বপ্রকার কুশল তো?"

লক্ষ্মণ অতিকষ্টে নিজভাব সম্বরণ করিয়া বাষ্পাকুলিত-লোচনে ও রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"মা। ভগবৎকৃপায় এবং আপনার আশীর্বাদে সকল কুশল । গুরুদেব বা আমার সঙ্গিগণ কেহই ফিরেন নাই, কেবল আমিই ফিরিয়া আসিয়াছি।"

জননী লক্ষ্মণের এই উত্তব শুনিয়া এবং অপ্রকৃতিস্থ ভাব দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন । ভযে ও ভাবনায় তাঁহাব শবীব যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল । তিনি আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিতে সাহসী হইলেন না, কেবল পুত্রের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

লক্ষ্মণ স্নান, আহ্নিক এবং আহারাদি একে একে সকলি করিলেন কিন্তু তাঁহার সে বিহ্বলভাব উপশমিত হইল না । ভক্ত ভগবানের এতাদৃশ সাক্ষাৎ কৃপা কি সহজে ভুলিতে পারেন? তিনি ভগবানের অসীম দয়ার কথা স্মরণ করেন আর নীরবে বাষ্পবারি বিসর্জন করেন।

এইবার কান্তিমতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি লক্ষ্মণের পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন—"বৎস! কি হইয়াছে সব বল, আমি তোমার এই ভাবান্তর দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইতেছি। গোবিন্দ ভাল আছে তো? আমায় সব কথা বিশেষভাবে বল।"

লক্ষ্মণ জননীর নিকট যাদবের ভীষণ অভিসন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবানের অসীম কৃপায় তাঁহার আত্মরক্ষা পর্যন্ত সকল কথাই ধীরে ধীরে নিবেদন করিলেন। কান্তিমতী যতই শুনেন ততই তাঁহার প্রাণ ভগবচ্চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। অনন্তর লক্ষ্মণ-জননী বরদরাজের পূজার জন্য যারপরনাই চঞ্চল হইলেন। তিনি বুঝিলেন—বরদরাজের কৃপাতেই যাদবের দুরভিসন্ধি হইতে তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিম পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। তিনি পূজার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় গোবিন্দের গর্ভধারিণী 'মহাদেবী' বা 'দ্যুতিমতী' লক্ষ্মণের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

লক্ষ্মণ যাদবের সহিত গঙ্গাস্নানে যাত্রা করিলে, জননী 'কান্তিমতী' বধূমাতাকে তাঁহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ফলে তিনি একাকিনী যারপরনাই ম্রিয়মাণা হইয়াই দিনযাপন করিতেছিলেন। আর 'দ্যুতিমতী' ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর তিনিও বহুদিন হইতে গোবিন্দের অদর্শনে যারপরনাই কাতর হইয়াছিলেন এজন্য তিনি বধূমাতাকে লইয়া ভগিনীর নিকট বাস করিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন।

কান্তিমতী বধূমাতা সহ কনিষ্ঠা ভগ্নীকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে আপ্লুত হইলেন। একে পুত্রের মৃত্যুমুখ হইতে পুনরাগমন, তাহাতে বধূমাতা ও প্রিয় ভগিনীর সমাগম—এ আনন্দ রাখিবার কি তাঁহার স্থান আছে? তিনি বধূমাতা ও ভগ্নীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া গৃহে আনিলেন এবং লক্ষ্মণ পথ হারাইয়া ভগবৎকৃপায় নির্বিঘ্নে বাটি ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং গোবিন্দ নিরাপদে গুরুর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন— এইমাত্র ভগ্নীকে বলিলেন, যাদবের দুরভিসন্ধির কথা আর ভগ্নীকে বলিলেন না। দ্যুতিমতী ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং ভগ্নীর সহিত নানা সাংসারিক কথায় প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণ-পত্নী পতিদেবকে দেখিয়া গোপনে প্রেমাশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের গৃহে যেন স্বর্গসুখের ছায়া পতিত হইল। কিন্তু তাহা হইলেও কান্তিমতী বরদরাজের পূজার কোনরূপ শৈথিল্য করিলেন না। তিনি সময়ক্ষেপ না করিয়া সর্বাগ্রে বরদরাজের উদ্দেশ্যে

বহু উপচার-বিশিষ্ট ভোগ রন্ধন করিলেন ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া বরদরাজকে নিবেদন করিবার জন্য চলিলেন।

লক্ষ্মণ ভোগ নিবেদন করিয়া কতকটা শান্ত হইলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া দেখেন কাঞ্চীপূর্ণ বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি পূর্বপরিচিত পরম-ভাগবত কাঞ্চীপূর্ণকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তিনি তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণপূর্বক গৃহে আনয়ন করিলেন এবং জননীর আদেশে যাদবের সমুদয় বৃত্তান্ত তৎসমীপে বর্ণনা করিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন—"বৎস! ভগবান বরদরাজ তোমার উপর যারপরনাই প্রসন্ন, তাই তুমি এ বিপদে রক্ষা পাইয়াছে। তুমি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তিনি তোমার নিকট জল পান করিযাছেন । তিনি তোমার সকল পিপাসা মিটাইবেন বলিয়া তিনি তোমার প্রদত্ত জলে তাঁহার পিপাসার শান্তি করিয়াছেন। তুমি এখন হইতে তাঁহার সেবায় নিরত থাক এবং নিত্য সেই শাল-কূপের এক কলস জল আনিয়া তাঁহাকে স্নান করাইও; অচিরে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

ভক্তানুরাগী লক্ষ্মণ পরমভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশ শিরোধার্য করিলেন এবং নিত্য প্রাতে এক কলস করিয়া শালকূপের জলদ্বারা ভগবান বরদরাজকে স্নান করাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে পরম আদরে ভোজন করাইলেন এবং সেই দিনটা উভয়ে ভগবৎ-কথাতেই অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভক্তির আতিশয্যে চিত্ত উদ্বেলিত হইলে ভক্তসঙ্গই তাহা উপশমিত করিতে পারে।

কাঞ্চীপূর্ণের নিকট রামানুজের দীক্ষাবাসনা

লক্ষ্মণ এক্ষণে কি করেন? তিনি আপন ভবনে থাকিয়া ভগবৎ-সেবা ও স্বয়ং বেদান্ত-চর্চা করিতে লাগিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ প্রায় নিত্যই তাঁহার আবাসে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গসুখে লক্ষ্মণ দিন-দিন ভক্তি মাধুর্য বুঝিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, একদিন তিনি স্পষ্টভাবেই কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইবার প্রস্তাব করিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণ কিন্তু তাহাতে সম্মত হইবেন কেন? প্রত্যুত তিনি লোক-বিরুদ্ধ আচরণে লক্ষ্মণকে নিবৃত্ত হইতেই বলিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্র এবং লক্ষ্মণ সদ্ব্রাহ্মণ, তিনি লক্ষ্মণকে দীক্ষা দিবেন কেন? লক্ষ্মণ নিতান্ত ভগ্নমনোরথ হইলেন। তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি তাঁহাকেই

গুরুপদে বরণ করিলেন। ফলতঃ কাঞ্চীপূর্ণ যেমন স্বধর্মনিষ্ঠার আদর্শ দেখাইলেন, লক্ষ্মণও তদ্রূপ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন। উভয়ের সখ্যতা আরও দৃঢ় হইল। এই উপলক্ষে লক্ষ্মণহৃদয়ে দাস্যভক্তির বীজ এই স্থানেই অঙ্কুরিত হইল।

যাদব নিশ্চিন্ত

ওদিকে প্রভাত হইলে আচার্য যাদব ও শিষ্যগণ জাগ্রত হইলেন। শিষ্যগণ দেখিল, সকলেই রহিয়াছে, কিন্তু লক্ষ্মণ নাই। গোবিন্দ লক্ষ্মণের ভাই বলিয়া সকলেই গোবিন্দকে লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিল। গোবিন্দ তখন কপটতা করিয়া নিজের অজ্ঞতা জানাইলেন। ক্রমে যাদবের কর্ণে এই সংবাদ পৌছিল। যাদব তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে অনুসন্ধান করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন। বহু চেষ্টাতেও কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। অবশেষে সকলই স্থির করিল—লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তুকর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। যাদব নিশ্চিন্ত হইলেন, ভাবিলেন—ভগবানই তাঁহার শত্রুসংহার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে সেই লক্ষ্মণ-ভীতির ছায়া তাঁহাকে ম্লান করিতে লাগিল। তিনি মুখে জ্ঞানের কথা বলিয়া গোবিন্দকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

কাশীধামে গোবিন্দের শিবলিঙ্গলাভ

ক্রমে যাদব সশিষ্য বারাণসী ধামে আসিয়া পৌছিলেন। তথায় তাঁহারা নিত্য গঙ্গাস্নান, বিশ্বেশ্বর-দর্শন প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কালক্ষেপ করেন। একদিন সকলে গঙ্গাস্নান করিতেছেন, এমন সময় জল মধ্যে গোবিন্দের হস্তে কি যেন একটা আসিয়া ঠেকিল। গোবিন্দ তুলিয়া দেখেন যে উহা বাণ-লিঙ্গ।

তিনি অবিলম্বে উহা গুরুদেবকে প্রদর্শন করিলেন। যাদব ইহা দেখিয়া এরূপ ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, সকলেই বুঝিল, ইহা যে গোবিন্দের ভাগ্যবলে লব্ধ তাহা নহে, কিন্তু গোবিন্দের উপর ইহা গুরুদেবেরই কৃপাকটাক্ষেরই ফল।

শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া মনে-মনে গোবিন্দের প্রতি হিংসা করিতে লাগিল, তথাপি মুখে যথেষ্ট প্রশংসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিল। গোবিন্দ কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ; তিনি গুরুদেবের লক্ষ্মণকে বধ করিবার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া কিছু দিন হইতে মনে-মনে গুরুদেবের উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে ভাব আর থাকিল না। তিনি ইহা গুরুদেবেরই অনুগ্রহের ফল মনে করিয়া তাঁহার উপর পুনরায় শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। অনন্তর তিনি যাদবের আদেশে সেই বাণ-লিঙ্গের সেবাতে প্রাণমন সমর্পণ করিলেন।

এইরূপে একপক্ষ কাল কাশীধামে অবস্থিতি করিয়া যাদবের দেশে ফিরিবার ইচ্ছা হইল। তিনি হৃষ্টমনে শিষ্যগণসহ জগন্নাথ ও অহোবিলের পথ দিয়া কাঞ্চী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কালহস্তীশ্বরে গোবিন্দের অবস্থিতি

ক্রমে সকলে গোবিন্দের নিবাস-ভূমির নিকটে আসিলেন। এই সময় গোবিন্দ গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভগবন্! যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করি, আমি আর কাঞ্চী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি না, আপনি আমার জননীকে এই শুভ সংবাদ দিবেন। যাদব হৃষ্টচিত্তে গোবিন্দকে অনুমতি প্রদান করিয়া পুনরায় কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গোবিন্দ কালহস্তী-তীর্থের নিকটে মঙ্গলগ্রামে একখণ্ড ভূমিসংগ্রহ করিয়া তথায় শিব প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাঁহার পূজায় জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

যাদবের বিস্ময় ও কপটতা

যথাসময়ে যাদবপ্রকাশ সশিষ্য কাঞ্চী আসিলেন। তিনি গোবিন্দ এবং লক্ষ্মণের সংবাদ দিবার জন্য অবিলম্বে লক্ষ্মণের গৃহে আসিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আসিয়াই দেখেন—লক্ষ্মণ সুস্থশরীরে মনের আনন্দে বসিয়া আছেন।

লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র যাদব প্রথমত বিস্মিত ও ভীত হইলেন। ভাবিলেন—লক্ষ্মণ কি তাঁহার দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়াছে? কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন—"না—লক্ষ্মণ তাঁহার অভিসন্ধি জানিবে কিরূপে?" দুষ্টলোক সদাই ভাবে —তাহার দুরভিসন্ধি অপরে বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, যাদব মৌ চ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"অহো! বৎস! তুমি কি করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে? গোণ্ড্যারণ্যে তোমাকে হারাইয়া আমরা যারপরনাই কাতর হইয়াছিলাম। কত অনুসন্ধানেও তোমার কোন সংবাদ পাই নাই, অবশেষে ভাবিয়াছিলাম, কোন হিংস্র জন্তু, বোধ হয়, তোমায় বিনষ্ট করিয়াছে। যাহা হউক, তুমি যে প্রাণে বাঁচিয়া গৃহে ফিরিয়াছ, ইহাতে আমার যে কি পর্যন্ত আনন্দ হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম, আশীর্বাদ করি— বৎস! তুমি চিরজীবী হও।"

রামানুজের ক্ষমা ও সৌজন্য

লক্ষ্মণ তাঁহাকে পূর্ববৎ প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন—"ভগবন্! গোণ্ডারণ্যে একদিন প্রত্যুষে শৌচাদিমানসে একটি প্রস্রবণের নিকটে যাই।

ফিরিবার কালে পথ হারাইয়া ফেলি। ভগবৎকৃপায় এক ব্যাধদম্পতির দেখা পাই, তাহারা আমায় সঙ্গে করিয়া কাঞ্চী পৌঁছাইয়া দেয়।" যাদব নিশ্চিন্ত হইলেন। ভাবিলেন—লক্ষ্মণ তাঁহার দুরভিসন্ধির কথা তাহা হইলে কিছু জানে নাই। তিনি একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আঃ বাঁচা গেল! ভগবানই তোমাকে ব্যাধ-দম্পতিরূপে রক্ষা করিয়াছেন। যাহা হউক বৎস! তুমি পূর্ববৎ মৎসকাশে পাঠ অভ্যাস করিতে থাক, আমি তোমার উপর প্রীত হইলাম।"

লক্ষ্মণ যাদবের কৌশল ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। তিনি সলজ্জভাবে তাহাতেই সম্মত হইলেন। অনন্তর যাদব দ্যুতিমতীকে তথায় দেখিয়া গোবিন্দের সৌভাগ্য-সংবাদ তাঁহাকে জানাইলেন। দ্যুতিমতীও পুত্রের সংবাদে যারপরনাই সুখী হইলেন এবং যাদব ফিরিয়া গেলে সেই দিনই মঙ্গল-গ্রাম উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

রামানুজের উপর যামুনাচার্যের দৃষ্টি

লক্ষ্মণের কথা ক্রমে দেশ বিদেশ সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। শ্রীরঙ্গমে বৃদ্ধ যামুনাচার্যও একদিন দুইজন বৈষ্ণব-মুখে তাঁহার কথা শুনিলেন। যামুনাচার্য ভাবিলেন—এতদিনে ভগবান আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে মনে হইতেছে, এই লক্ষ্মণই ভবিষ্যতে সমগ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারিবেন। ক্রমে লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য তাঁহার অন্তরে বড়ই ইচ্ছার উদ্রেক হইল। অল্পদিন পরে তিনি কোন এক উপলক্ষে বরদরাজের দর্শন-মানসে কাঞ্চীপুরী আসিলেন।

রামানুজের যামুনাচার্য দর্শন

যামুনাচার্য একদিন বরদরাজ দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন—অদ্বৈতকেশরী যাদবাচার্য লক্ষ্মণের স্কন্ধে হস্ত দিয়া বহু শিষ্যসঙ্গে সেই পথে আসিতেছেন। কাঞ্চীপূর্ণ যামুনাচার্যকে দূর হইতে লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। যামুনাচার্য তাঁহার সৌম্যমূর্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি যারপরনাই আকৃষ্ট হইলেন এবং অনিমিষ নয়নে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, যাঁহার জন্য কাঞ্চীপুরে আগমন, আজ তাঁহাকে দেখিয়াও যামুনাচার্য তাঁহার সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন না।

তিনি ইচ্ছা করিলে কাঞ্চীপূর্ণের মাধ্যমে লক্ষ্মণকে অন্য সময়ে তাঁহার নিকট আহ্বান করিয়া আনিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহাও করিলেন না। কি ভাবিয়া তিনি এরূপ ইচ্ছা করিলেন না, ইহা বাস্তবিক মানববুদ্ধির অগোচর।*

* কেহ কেহ অনুমান করেন, এ সময় লক্ষ্মণের সহিত যামুনাচার্য দেখা করিলে অদ্বৈত কেশরী যাদবের

অবশ্য যামুনাচার্য লক্ষ্মণের সহিত বাক্যালাপ করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে স্বমতে আনিবার জন্য তিনি যেভাবে বরদরাজের নিকট কৃপাভিক্ষা করিলেন, সম্ভবতঃ সেই প্রার্থনারই ফলে লক্ষ্মণ ভবিষ্যতে সেই জগদ্‌গুরু রামানুজাচার্য হইবেন। যামুনাচার্য গৃহে আসিয়া আর কাঞ্চীপুরীতে অবস্থিতি করিলেন না। তিনি অবিলম্বে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রামানুজের জন্য যামুনাচার্যের প্রার্থনা

যামুনাচার্য শ্রীরঙ্গমে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া রহিল লক্ষ্মণের দিকে। লক্ষ্মণ যাহাতে বৈষ্ণব-মার্গ অবলম্বন করেন, তজ্জন্য তিনি সর্বদাই কাতরভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। একদা তিনি লক্ষ্মণকে লাভ করিবেন বলিয়া অপূর্ব মাধুরী পূর্ণ এক স্তোত্ররত্ন রচনা করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে উপহার দিলেন। যাহা হউক লক্ষ্মণের জন্য যামুনাচার্য যে ভগবানের নিকট এইরূপ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেন ক্রমে তাঁহার শিষ্যবর্গও তাহা জানিতে পরিলেন। লক্ষ্মণে অবতারভাবের বিকাশে যামুনের এই প্রার্থনা একটি প্রধান হেতু হইল। বাস্তবিক মানব যখন ভগবানের অবতরণ প্রার্থনা করে তখনই ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখা যায়।

রামানুজের সহিত যাদবাচার্যের তৃতীয়বার মতভেদ †

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইতেছে। যাদব শিষ্যবৃন্দকে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিন এই উপনিষদের "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠ হইতেছে, যাদব খুব বিচক্ষণতার সহিত ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। এমন সময় লক্ষ্মণ ইহা প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। কারণ, যাদবের ব্যাখ্যা অদ্বৈতমতের অনুকূল। তাহাতে জীবব্রহ্মের সেবা-সেবকভাবের সম্ভাবনা থাকে না। ভক্ত লক্ষ্মণ জীবেশ্বরের সেবা-সেবক ভাবের বিলোপ সাধন হয়—ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বিনীতভাবে গুরুর ব্যাখ্যায় আপত্তি করিলেন। যাদব তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিলেন। লক্ষ্মণ পুনরায় আপত্তি করিলেন। ক্রমে উভয়েই তুমুল বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যাদব এই শ্রুতির দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে

সহিত তাঁহার তর্ক-যুদ্ধ অপরিহার্য হইত এবং তাহার ফলে লক্ষ্মণ, [illegible] হয়ত তত অনুরাগী হইতে পারিতেন না। বোধ হয় কথাটা ঠিক্। কারণ, বুদ্ধি-কৌশলে জয় করা অপেক্ষা ভালবাসা বা উক্ত আদর্শ দিয়া জয় করায় অনুরাগ বৃদ্ধি হয়।

† মতান্তরে যাদবাচার্যের সহিত রামানুজের উক্ত শেষ বিবাদটি প্রথমে ঘটিয়াছিল [illegible] না হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম নির্গুণ, ও নির্বিশেষ, তাঁহার জ্ঞানে মুক্তি হয় এবং জগৎ মিথ্যা। লক্ষ্মণ প্রমাণ করিতে চাহেন—ব্রহ্ম সগুণ ও সবিশেষ, তাঁহার উপাসনায় মুক্তি হয়, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর বা অঙ্গভূত বলিয়া ব্রহ্মপদবাচ্য। অঙ্গকে যেমন অঙ্গীর নামে অভিহিত করা যায়, তদ্রূপ সর্বপদবাচ্য জীব ও জগৎকে ব্রহ্ম বলা হয়।

বহুক্ষণ বিচারের পর লক্ষ্মণ গুরুর মতে দোষ প্রদর্শনপূর্বক নিজ পক্ষ স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। তর্কযুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তির প্রায় ক্রোধই সম্বল। যাদব লক্ষ্মণের পক্ষ খণ্ডনে অক্ষম হইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—"লক্ষ্মণ! আমি তোমায় খুব ভালবাসিতাম, কিন্তু বার বার তোমার ধৃষ্টতা সহ্য করিতে পারিব না। তুমি না বুঝিয়া না জানিয়া এই তৃতীয় বার আমার সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি যদি সবই জানিয়া থাক, তবে আমার নিকট অধ্যয়ন কর কেন? যাও, তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও, আমি তোমার মুখদর্শন করিতে চাহি না।"

কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের পথপ্রদর্শক

লক্ষ্মণ ভাবিলেন—ভালই হইল; এরূপ আচার্যের নিকট না পড়াই ভাল। যাঁহার সঙ্গবশে ভগবদভক্তি লোপ পায়, তাঁহার সঙ্গ না করাই ভাল। আর এবার আমার যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছাই ছিল না, কেবল তাঁহার কৃত্রিম সৌজন্য দেখিয়াই অগত্যা তাঁহার নিকট পুনর্বার অধ্যয়নার্থ আসিয়াছিলাম। যাহা হউক, তিনি গৃহে আগমন করিয়া মাতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। জননী বলিলেন—"বৎস! যথেষ্ট হইয়াছে, আর তোমায় যাদবের নিকট বিদ্যা শিখিতে হইবে না। তুমি বাটিতে থাকিয়া বেদান্ত-চর্চা কর। লোকে বলে—কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজের অতিপ্রিয় ভক্ত। তিনি তোমায় পথ প্রদর্শন করিতে পারিবেন।" বাস্তবিক এরূপ সত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহস না থাকিলে কি ভগবান সেই শরীরে আবির্ভূত হন?

রামানুজকর্তৃক কাঞ্চীপূর্ণের শরণ-গ্রহণ

যাদবের নিকট বেদান্ত পড়িতে যাইবার পর লক্ষ্মণ কিছুদিন আর শালকূপের জলদ্বারা বরদরাজকে স্নান করাইতেন না এবং কাঞ্চীপূর্ণের সহিতও তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইত না। জননীর কথা শুনিয়া তিনি কাঞ্চীপূর্ণের নিকট পুনরায় গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—"মহাত্মন্! এখন হইতে আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। আর কখনও আপনার কথার অন্যথা করিব না, ভবিষ্যতে আর আমি যাদবপ্রকাশের নিকট যাইব না। আপনি ক্ষমা করুন, আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।"

কাঞ্চীপূর্ণ বলিলেন—"কেন বৎস! কি হইয়াছে? কেন এত কাতরতা প্রকাশ করিতেছ? বল—আমায় কি করিতে হইবে?" অনন্তর লক্ষ্মণ বিনীতভাবে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন এবং পুনঃপুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। দয়ার্দ্র হৃদয় কাঞ্চীপূর্ণ তখন সস্নেহে লক্ষ্মণকে বলিলেন—"বৎস! যাও, তুমি পুনরায় সেই কূপজলদ্বারা ভগবান বরদরাজের সেবা কর, ভগবদিচ্ছায় তাহাতেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" লক্ষ্মণ অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিলেন এবং তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

লক্ষ্মণ পূর্বেই কাঞ্চীপূর্ণকে মনে-মনে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, কেবল মধ্যে যাদবপ্রকাশের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহার সে নিষ্ঠার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছিল। এইবার আর সেরূপ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। তিনি সর্বতোভাবে কাঞ্চীপূর্ণের উপর আত্মসমর্পণ করিলেন।

রামানুজের মাতৃবিয়োগ

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই লক্ষ্মণের মাতৃ-বিয়োগ হইল। তিনি প্রজ্ঞাবলে বহুকষ্টে শোকসংবরণ করিলেন এবং স্বগৃহেই বেদান্তচর্চা করিতে লাগিলেন।

রামানুজের জন্য যামুনাচার্যের আগ্রহ

ইহারই অব্যবহিত পরে শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্যের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। যামুনাচার্য এখন সমগ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র গুরু ও নেতা। ইনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাগ্যবলে অর্ধেক পাণ্ড্যরাজ্যের রাজপদবী পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে বার্ধক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার বড় ইচ্ছা হইল—লক্ষ্মণকে স্বমতে আনিয়া সমগ্র বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্বপদ তাঁহাকে প্রদান করেন। এজন্য তিনি কাঞ্চীপুরী হইতে আসিয়া অবধি তাঁহার জন্য সর্বদাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

এদিকে যামুনাচার্যের কঠিন পীড়া শুনিয়া কাঞ্চীপুরী হইতে দুইজন বৈষ্ণব তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। যামুনাচার্য কথা-প্রসঙ্গে ইঁহাদিগকে কাঞ্চীপূর্ণ ও লক্ষ্মণের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈষ্ণবদ্বয় বলিলেন—"লক্ষ্মণ এখন যাদবের শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এখন স্বগৃহে থাকিয়াই বেদান্তচর্চা করেন এবং কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ করিয়া থাকেন।"

লক্ষ্মণের সহিত যাদবের বিচ্ছেদ-কথা শুনিয়া যামুনাচার্যের আর আনন্দের সীমা রহিল না ; তিনি অবিলম্বে লক্ষ্মণকে আনিবার জন্য তাঁহার শিষ্য মহাপূর্ণকে

কাঞ্চীপুরীতে প্রেরণ করিলেন এবং লক্ষ্মণের আগমন পর্যন্ত যেন জীবিত থাকিতে পারেন, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মহাপূর্ণের সহিত রামানুজের পরিচয়

মহাপূর্ণ চারিদিন ক্রমাগত পথ চলিয়া কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া তিনি প্রথমেই বরদরাজকে দর্শন করিলেন এবং পরে কাঞ্চীপূর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। এই রাত্রি মহাপূর্ণ কাঞ্চীপূর্ণের গৃহেই অবস্থান করিলেন এবং লক্ষ্মণের বিষয় সবিশেষ অবগত হইলেন। অনন্তর প্রভাত হইলে তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে সেই শালকূপ অভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই দূর হইতে কলসস্কন্ধে লক্ষ্মণ আসিতেছেন দেখিয়া কাঞ্চীপূর্ণ মহাপূর্ণকে বলিলেন—"মহাত্মন্! আমার বরদরাজের মন্দিরে যাইবার সময় হইল, সুতরাং অনুমতি দিন, আমি এখন যাই ; ঐ লক্ষ্মণ আসিতেছেন, আপনি তাঁহাকে যাহা বলিবার বলুন।" এই বলিয়া কাঞ্চীপূর্ণ চলিয়া গেলেন।

ক্রমে লক্ষ্মণ নিকটে আসিলেন। মহাপূর্ণ তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিভাবে যামুনাচার্য-রচিত ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ শ্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে চলিলেন। লক্ষ্মণ শ্লোকগুলি শুনিবার জন্য পথিমধ্যেই একটু দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণপরে অতি বিনীতভাবে মহাপূর্ণকে বলিলেন—"মহাত্মন্! এই শ্লোকাবলীর রচয়িতা কে—জিজ্ঞাসা কবিতে পারি কি?"

মহাপূর্ণ বলিলেন—"মহাশয়! এগুলি আমার প্রভু শ্রীমন্ যামুনাচার্য কর্তৃক রচিত।" লক্ষ্মণ কহিলেন—"মহামুনি যামুনাচার্য? আহা, আমার ভাগ্যে কি সেই মহাপুরুষের দর্শনলাভ ঘটিবে!"

লক্ষ্মণের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই মহাপূর্ণ বলিয়া উঠিলেন—"মহাশয়! আপনি কি যাইবেন? মদীয় প্রভুও আপনাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা করেন, আপনি যদি আগমন করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারি।"

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারও সদ্গুরুলাভের জন্য বহুদিন হইতে প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, বহু চেষ্টাতেও ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করেন নাই, সুতরাং তিনি অতীব উল্লাসের সহিত বলিলেন—"মহাত্মন্! আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন আমি ভগবানকে স্নান করাইয়া এখনই যাত্রা করিব।"

রামানুজ যামুনাচার্যদর্শনে প্রস্থিত

লক্ষ্মণ এই কথা বলিয়া অতি ত্বরাপূর্বক বরদরাজকে স্নান করাইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং তদবস্থাতেই গমনোদ্যত হইলেন। মহাপূর্ণ বলিলেন—"মহাশয়! বাটিতে সংবাদ দেওয়া কি একবার উচিত নহে?"

লক্ষ্মণ বলিলেন—"না, এরূপ সৎকর্মে কালক্ষয় করা বিহিত নয়, চলুন, আমরা এখনই বহির্গত হই।" লক্ষ্মণের আগ্রহ দেখিয়া মহাপূর্ণ আর কোন কথাই বলিলেন না এবং উভয়েই ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীরঙ্গম্ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সাধুদর্শনে এরূপ আগ্রহ না হইলে কি সাধু হওয়া যায়? যাঁহার আগ্রহ দেখিয়া লোক ভগবানের জন্য আগ্রহ শিক্ষা করিবে, তাঁহার নিকট সাংসারিক কর্তব্যজ্ঞান নিতান্ত তুচ্ছই হয়।

যামুনাচার্যের তিরোধান

ভগবানের লীলা বুঝা ভার। চারিদিন অবিশ্রান্ত পথ চলিবার পর লক্ষ্মণ ও মহাপূর্ণ শ্রীরঙ্গমের পার্শ্বস্থ 'কাবেরী' নদী-তীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—পরপারে মহাজনতা। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, যে মহাভাগের উদ্দেশে তাঁহারা অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া আসিতেছেন, আজ তাঁহারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত। শুনিলেন—"মহাত্মা যামুনাচার্য পরমপদ লাভ করিয়াছেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র লক্ষ্মণ, বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাপূর্ণ একেবারে বসিয়া পড়িলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে মহাপূর্ণ কিঞ্চিৎ ধৈর্য লাভ করিলেন। দেখিলেন—লক্ষ্মণ মূর্ছিত, আর কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। অনন্তর তিনি জল আনয়ন করিয়া লক্ষ্মণের চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন এবং তাঁহাকে নানারূপে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

যামুনাচার্যের শবদেহ দর্শন

এক্ষণে সমাধির পূর্বে গুরুদেবকে শেষ-দেখা দেখিবার জন্য মহাপূর্ণ লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া নদী অতিক্রম করিলেন। তাঁহারা সমাধিস্থলে আসিয়া দেখেন—তখনও গুরুদেবের সেই দিব্যমূর্তি বিরাজমান! দেখিবামাত্র মহাপূর্ণ তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অবিরাম অশ্রুধারা বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে লক্ষ্মণের শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। তিনি যামুনের সেই শ্রীবিগ্রহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন—মহামুনির দক্ষিণহস্তের তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মৃত্যুকালে সকল অঙ্গই শিথিল ও বিস্তৃত হয়, কিন্তু যতক্ষণ সর্বাঙ্গ শিথিল না হয়, ততক্ষণ কখনও কখনও জীবন-লেশ থাকে, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহের সঞ্চার হইল। তিনি শিষ্যবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মুনিবরের অঙ্গুলি স্বভাবতই কি এইরূপ মুষ্টিবদ্ধ থাকিত?"

শিষ্যগণ বলিলেন—"না, মহাশয়! উহা তাঁহার স্বাভাবিক ভাব নহে। তিনি যে সময় যোগমার্গ অবলম্বনপূর্বক দেহত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হন, হঠাৎ সেই সময় অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইতে থাকে, আমরা সকলে তখন যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'ভগবন্! কেন আপনি অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন ? বলুন—আমরা কি কিছু করিতে পারি?' তখন ভগবান একে-একে তাঁহার হৃদ্‌গত তিনটি বাসনার কথা বলেন এবং গণনাকালে সকলে যেমন অঙ্গুলি বদ্ধ করে তিনিও তদ্রূপ করেন এবং শেষে বলেন—'আহা! ভবিষ্যতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতা সেই লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমি দেহত্যাগ করিলাম!' তাহারই পর তিনি দেহত্যাগ করেন এবং তদবধি অঙ্গুলিত্রয় ঐ প্রকারই রহিয়াছে।"

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—"মহাত্মন্! সে বাসনা তিনটি কি—জানিতে পারি কি?"

শিষ্যগণ বলিলেন—"তাঁহার প্রথম বাসনা—ব্রহ্মসূত্রের একটি স্ব-মতানুযায়ী ভাষ্য-রচনা। দ্বিতীয়—অজ্ঞানমুগ্ধ জনগণের মধ্যে দ্রাবিড় বেদপ্রচার এবং তৃতীয়—মহামুনি পরাশর ও শঠকোপের নামে দুইজনের নাম-করণ।"

রামানুজের প্রতিজ্ঞা

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া নিতান্ত বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"আজ আমি সর্ব-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে—

১। "আমি সনাতন বিষ্ণুমতে থাকিয়া অজ্ঞানমুগ্ধ জনগণকে পঞ্চসংস্কারযুক্ত, দ্রাবিড় বেদ-বিশারদ এবং নারায়ণের শরণাগত করিয়া সর্বদা তাহাদিগকে রক্ষা করিব।"

২। "আমি লোক-রক্ষার নিমিত্ত সর্বার্থ-সংগ্রহ, সর্বকল্যাণকর, তত্ত্বজ্ঞান-প্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্রের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিব।"

৩। "যে মুনি-শ্রেষ্ঠ পরাশর ও শঠকোপ পুরাণ ও দ্রাবিড় বেদ রচনা করিয়া সর্বভূতের উপকার-সাধন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের নামানুযায়ী দুই জন মহাপুরুষের নাম-করণ করিব।"

আশ্চর্যের বিষয়, লক্ষ্মণের বাক্য যেমন একে-একে উচ্চারিত হইতে লাগিল, সমাধিস্থ মহামুনি যামুনের অঙ্গুলি তিনটিও একে-একে খুলিতে লাগিল।

সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া চমকিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই লক্ষ্মণকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন—"এই যুবকই যে ভবিষ্যতে সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের নেতা হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

যামুনাচার্যের সমাধি

অনন্তর সেই মহামুনির দেহ যথারীতি ভূগর্ভে সমাহিত করা হইল। দর্শকবৃন্দ অশ্রু-বিসর্জন করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। "বররঙ্গ" প্রভৃতি যামুনের প্রধান শিষ্যগণ লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মহাত্মন্! আপনার উপরই গুরুদেবের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। তিনি আমাদিগকে আপনারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং মহাত্মন্! আপনিই আমাদের সকলের কর্ণধার হউন, আমরা আজ ভবসাগরে কর্ণধার-বিহীন তরণীর ন্যায়। আপনি আমাদের আশ্রয় হইলে আমরা কৃতার্থ হইব।"

রামানুজের মহত্ত্ব ও নেতৃত্বপদ গ্রহণ

লক্ষ্মণ সকলকে প্রণিপাতপূর্বক বলিতে লাগিলেন—"মহাশয়গণ, আমি যে আপনাদিগের দাস্য করিতে পারিব, তাহা আশা করি না। তবে এ অধমের দ্বারা আপনাদিগের যে-কোন কার্য সাধিত হইতে পারে, তাহাতে অণুমাত্র ক্রটি হইবে না। আমি অতি হতভাগ্য, নচেৎ আমার ভাগ্যে মুনিবরের দর্শন-লাভ ঘটিল না কেন?" এই বলিয়া রামানুজ যারপরনাই শোক করিতে লাগিলেন। বররঙ্গ লক্ষ্মণকে নিতান্ত শোকাভিভূত দেখিয়া আর কিছুই বলিলেন না। কেবলমাত্র লক্ষ্মণের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিবার জন্য সকলকে আদেশ করিলেন।

ভগবানের উপর অভিমান করিয়া রামানুজের কাঞ্চী প্রত্যাগমন

কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণের এই শোক দারুণ অভিমানে পরিণত হইল। অবশ্য এ অভিমান আর কাহারও উপর নহে, ইহা তাঁহার প্রাণপতি ভগবান শ্রীরঙ্গনাথের উপর। তিনি কাহারও সহিত আর কোন কথা না কহিয়া সহসা কাঞ্চীর অভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন।

সকলে ইহা দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা তখন লক্ষ্মণকে মুনিবরের মঠে যাইয়া বিশ্রামপূর্বক শ্রীরঙ্গনাথদর্শন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি শ্রীরঙ্গনাথের উপর

অভিমান করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে বলিলেন—"যে নিষ্ঠুর আমাকে মহামুনির দর্শনলাভে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি দর্শন করিব না।" এইরূপ অভিমান-ভরে তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাঞ্চীপুরীর উদ্দেশে ধাবিত হইলেন।

কয়েকদিন অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া লক্ষ্মণ স্বগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে পত্নী যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া কাল কাটাইতেছিলেন। তিনি ব্যস্তভাবে পত্নীকে দুই একটি সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া কাঞ্চীপূর্ণের নিকট গমন করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণ, গুরুদেবের পরম-পদপ্রাপ্তির কথা শুনিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলেন এবং উভয়েই বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। অনন্তর কাঞ্চীপূর্ণ বহুকষ্টে শোকসংবরণ করিয়া বরদরাজের সেবার নিমিত্ত উঠিলেন এবং লক্ষ্মণকে গৃহে যাইয়া বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ গৃহে আসিয়া ত্বরাপূর্বক আহারাদি সমাপন করিলেন এবং পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া উভয়ে যামুনাচার্যের কথায় দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণের নিকট রামানুজের দীক্ষাগ্রহণপ্রয়াস

লক্ষ্মণ এখন হইতে অধিক সময় কাঞ্চীপূর্ণের নিকট থাকিতেন। যাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিবেন বলিয়া তিনি শ্রীরঙ্গমে যাইলেন, তাঁহাকে হারাইয়া লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এবার তিনি দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্প করিলেন, যেমন করিয়া হউক কাঞ্চীপূর্ণের নিকট হইতেই দীক্ষিত হইবেন। তিনি একদিন সময় বুঝিয়া কাঞ্চীপূর্ণের নিকট নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ কৌশলপূর্বক তাঁহাকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন। লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণের কথায় নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে আরও দৃঢ়তা বর্ধিত হইল। তিনি ভাবিলেন—কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্রকুলোদ্ভূত বলিয়া যখন আমায় দীক্ষাদান করিতেছেন না, তখন তাঁহার উচ্ছিষ্ট খাইয়া জাতি নষ্ট করিতে পারিলে, হয়ত, তিনি আর আপত্তি করিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে এক দিন নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ফেলিলেন; তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ধন্য লক্ষ্মণের ভগবদ্‌ব্যাকুলতা! গোপীগণ ভগবানের জন্য যখন জাতিকুলমান সর্বস্বত্যাগ করেন, তখনই তাঁহারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন।

ইতঃপূর্বে লক্ষ্মণের জননী স্বর্গগত হইয়াছেন, এজন্য এখন তাঁহার পত্নীই

গৃহকর্ত্রী। লক্ষ্মণ বাটি আসিয়া তাঁহাকে কাঞ্চীপূর্ণের নিমন্ত্রণকথা বলিলেন এবং উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত কবিতে আদেশ করিলেন।

কাঞ্চীপূর্ণের স্বধর্মনিষ্ঠা ও বুদ্ধি-কৌশল

যথাসময়ে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইল। লক্ষ্মণ কাঞ্চীপর্ণের বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ ওদিকে অন্য পথ দিয়া লক্ষ্মণ-ভবনে আসিয়া লক্ষ্মণ-পত্নী জমাম্বাকে * বলিলেন—"মা! যত শীঘ্র পার আমায় অন্ন দাও, আমাকে এখনই মন্দিরে যাইতে হইবে; সুতরাং বিলম্ব করিলে আমার আহাব করা হইবে না।"

জমাম্বা ত্বরাপূর্বক কাঞ্চীপূর্ণের সম্মুখে কদলীপত্রে অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইয়া দিলেন। তিনি পরিতৃপ্তিপূর্বক ভোজন করিয়া স্বয়ংই ব্যস্ততাসহকারে নিজ উচ্ছিষ্ট-পত্রাদি আবর্জনা স্থানে ফেলিয়া দিলেন। জমাম্বাও শূদ্রকে ভোজন করাইয়াছেন বলিয়া দেশের প্রথানুসারে রন্ধন-শালা ও পাকস্থালী প্রভৃতি সমুদয় বিধৌত করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন এবং পতির জন্য পুনরায় পাককার্যে প্রবৃত্তা হইলেন।

পত্নীর উপর রামানুজের বিরক্তি

এদিকে লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণকে নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া কোথায়ও দেখিতে পাইলেন না , শেষে ভাবিলেন—হয়ত তিনি অন্য পথ দিয়া তাঁহার বাটিতেই গিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন—তাঁহার গৃহিণী সদ্যঃ স্নান করিয়া পুনরায় পাকের আয়োজন করিতেছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন—"এ কি! তুমি আবাব 'কি' পাক করিতেছ?—কাঞ্চীপূর্ণ কি আসিয়াছিলেন?"

জমাম্বা বলিলেন—"হাঁ, তিনি অতি ব্যস্তভাবে আসিয়া আপনার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই, ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন।"

লক্ষ্মণ বলিলেন—"কই তিনি কোন্ স্থানে ভোজন করিয়াছেন? চল দেখি।"

জমাম্বা বলিলেন—"তিনি ঐ স্থানে ভোজন করিয়া স্বয়ংই উচ্ছিষ্ট পত্রাদি আবর্জনাস্থানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন ; আমি একটি শূদ্রদ্বারা ঐ স্থান ধৌত করাইয়া রাখিয়াছি এবং তাঁহার ভোজনান্তে অবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন সেই শূদ্রকে দিয়াছি, এক্ষণে স্নান করিয়া পুনরায় আপনার জন্য পাকের আয়োজন করিতেছি।"

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রিকৃত 'রামানুজ-চরিতে' জমাম্বার স্থলে "রক্ষাম্বা" নাম আছে।

লক্ষ্মণ ইহা শুনিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলেন এবং বলিলেন—"ছিঃ, তুমি এমন কর্ম করিয়াছ? তাঁহার প্রতি কি বলিয়া শূদ্রবৎ ব্যবহার করিলে? আমি যে তাঁহার প্রসাদ পাইব বলিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।"

জমাম্বা ইহা শুনিয়া কতকটা লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু শূদ্রের প্রসাদ তাঁহার স্বামী ভোজন করিবেন ভাবিয়া যারপরনাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। তিনি হৃদয়ে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন—"আপনি যে শূদ্রের প্রসাদ খাইবেন, তাহা আমি ভাবি নাই, যদি পূর্বে বলিতেন, তাহা হইলে আমি তাহার উপায় করিতাম।"

রামানুজের দৃঢ়তা

লক্ষ্মণের ভাগ্যে প্রসাদ ভক্ষণ হইল না বটে, কিন্তু এখন হইতে কাঞ্চীপূর্ণের উপর তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিলেন—কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়াই কৌশল করিয়া তাঁহাকে প্রসাদ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তা—ভাল, যেমন করিয়াই হউক তাঁহার নিকট মন্ত্র-লাভ করিতেই হইবে।

দীক্ষাদানভয়ে কাঞ্চীপূর্ণের তিরুপতিতীর্থে বাস

এদিকে কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের আচরণ দেখিয়া ভাবিলেন—ইহা প্রভুরই লীলা! হায়, কোথায় আমি ভক্তের দাসত্ব করিয়া জীবন-যাপন করিব, না লক্ষ্মণের মতো ভক্ত আমার প্রসাদ খাইতে চাহে—'শিষ্য' হইয়া পদ-সেবা করিতে চাহে। তিনি মনের দুঃখে বরদরাজকে বলিলেন—"প্রভো! আমায় তিরুপতি যাইতে অনুমতি দিন, আমি তথায় যাইয়া আপনার বালাজী মূর্তির সেবা করিব, এখানে আর নয়, প্রভো! কি জানি, কোন্ দিন হয়ত কি বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিবে!"

কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজ-সিদ্ধ ছিলেন। বরদরাজ তাঁহার সহিত মনুষ্যের মতো কথা কহিতেন! সুতরাং তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে তিরুপতি যাইতে অনুমতি দিলেন। তিনিও তথায় গিয়া বালাজীর সেবায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় ছয় মাস অতীত হইলে ভগবান বালাজী একদিন কাঞ্চীপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৎস! তুমি কাঞ্চীপুরীতে যাইয়া আমাকে পূর্ববৎ পাখার বাতাস কর, তথায় গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ আমার বড়ই কষ্ট হয়।"

কাঞ্চীপূর্ণের কাঞ্চী প্রত্যাগমন

অগত্যা কাঞ্চীপূর্ণকে আবার কাঞ্চীপুরীতে ফিরিয়া আসিতে হইল। লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণকে হারাইয়া যারপরনাই বিষণ্ণ থাকিতেন, প্রাণের কথা কহিবার আর লোক পাইতেন না। তাঁহার অভাবে লক্ষ্মণ অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, কিন্তু

দিন-দিন তাঁহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছিল। এমন সময় তিনি হঠাৎ একদিন দেখেন—কাঞ্চীপূর্ণ পূর্ব্ববৎ বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া দ্রুতগতিতে তাঁহার নিকট আসিলেন এবং কোন কথা না কহিয়া একেবারে তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন—

রামানুজের উপর কাঞ্চীপূর্ণের দয়া

"ভগবন্! আপনাকে আমায় উদ্ধার করিতেই হইবে ; আপনি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। আমি কতদিন হইতে আপনার নিকট এই ভিক্ষা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আপনি কিছুতেই দয়া-প্রদর্শন করিলেন না, এবার কিন্তু আপনাকে আর আমি ছাড়িব না। আপনি দয়া না করিলে, কে আমায় ভক্তির পথ দেখাইবে? এত শাস্ত্রচর্চা করিয়াও আমার সন্দেহ কিছুতেই যাইল না, সুতরাং আপনি আমায় উদ্ধার না করিলে আমার উপায় নাই।"

ভক্ত কখনও ভক্তের দুঃখ দেখিতে পারেন না। কাঞ্চীপূর্ণ লক্ষ্মণের জন্য যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন—"বৎস! তুমি ভাবিত হইও না, অদ্য আমি বরদরাজকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিব। তিনিই তোমায় গুরু মিলাইয়া দিবেন - তিনিই তোমার সকল সংশয় দূর করিবেন। দেখ---আমি শূদ্র, আমি তোমায় দীক্ষা দিলে আচার-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হইবে। আচার-বিরুদ্ধ কর্ম করিলে লোক সমাজে নিন্দাভাজন হইতে হয়। সুতরাং বৎস! তুমি আমায় এ অনুরোধ করিও না, আমি বলিতেছি—ভগবান বরদরাজ তোমার ব্যবস্থা করিবেন।"

রামানুজের প্রতি বরদরাজের উপদেশ

লক্ষ্মণ এই কথায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং প্রাতে কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজের অভয়বাণী শুনিবেন বলিয়া যারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে নিশীথকাল সমাগত হইল, পুরোহিতগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ও নিদ্রাসুখে অভিভূত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ কিন্তু সেই নির্জ্জন মন্দিরগৃহে সুবৃহৎ তালবৃন্ত লইয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্তবৎসল ভগবান বরদরাজ কাঞ্চীপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৎস! তুমি যেন আমায় কিছু বলিবার জন্য উৎসুক হইয়াছ দেখিতেছি, বল—তোমার কি জিজ্ঞাস্য।"

কাঞ্চীপূর্ণ ভক্তিগদ্গদচিত্তে প্রণতিপুরঃসর বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, আপনি সকলই অবগত আছেন, আমি আজ লক্ষ্মণের

কতিপয় মানসিক প্রশ্নের উত্তরের জন্য আপনার কৃপাভিক্ষা করিতেছি।" বরদরাজ বলিলেন—"বৎস! হাঁ,—আমি সব অবগত আছি ; আর্য রামানুজ 'লক্ষ্মণ' আমার পরম ভক্ত, তাঁহাকে সত্বর তুমি এই কথাগুলি বলিও—

রামানুজমতের মূল—ভগবদুপদিষ্ট

১। " 'অহমেব পরং ব্রহ্ম জগৎ-কারণ-কারণম্।

আমিই জগতের কারণের কারণ পরম-ব্রহ্ম।

২। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে!॥

জীব ও ঈশ্বরেব ভেদ সত্য।

৩। মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্।

মুমুক্ষুজনেব মোক্ষোপায় সর্বসন্ন্যাস অর্থাৎ প্রপত্তি।

৪। মদ্ভক্তানাং জনানাঞ্চ নান্তিম-স্মৃতিরিষ্যতে॥

আমাব ভক্তেব অন্তিমস্মৃতি নিষ্প্রয়োজন।

৫। দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদম্।

আমাব ভক্তের দেহাবসানে আমি তাহাকে পবমপদ দিয়া থাকি।

৬। পূর্ণাচার্যং মহাত্মানং সমাশ্রয় গুণাশ্রয়ম্॥' "

মহাত্মা মহাপূর্ণকে গুরুপদে ববণ কব।

প্রভাত হইতে না হইতেই লক্ষ্মণ কাঞ্চীপূর্ণের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"বৎস 'রামানুজ'! তুমি ধন্য? ভগবান তোমার প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে বরদরাজের সমুদয় আদেশই একে-একে কহিলেন।

লক্ষ্মণের রামানুজ নাম

বরদরাজ লক্ষ্মণকে "রামানুজ" নামে অভিহিত করায় কাঞ্চীপূর্ণও এক্ষণে তাঁহাকে লক্ষ্মণ না বলিয়া "রামানুজ" বলিয়াই সম্বোধন করিলেন এবং ক্রমে ঐ কথা প্রচার হইয়া পড়ায় সকলেই তাঁহাকে "রামানুজ" বলিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে এখন হইতে 'লক্ষ্মণ' "রামানুজ" হইলেন। জগতে রামানুজের কার্যকলাপ আজ হইতে আরম্ভ হইল।

রামানুজের আনন্দ এবং শ্রীরঙ্গমযাত্রা

বরদরাজের উপদেশ শুনিয়া রামানুজ উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিয়া উঠিলেন এবং মধ্যে মধ্যে, কখন বা কাঞ্চীপূর্ণকে, কখন বা বরদারাজের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে

প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। আজ যেন রামানুজ জগৎসংসার বিস্মৃত। তিনি আর গৃহে না ফিরিয়া সেই বেশেই মহাপূর্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের গৃহে আসিয়া জমাম্বাকে তাঁহার পতির শ্রীরঙ্গমে যাত্রার কথা বলিলেন। এরূপ আগ্রহ না হইলে কি সদ্‌গুরু লাভ হয়? লক্ষ্মণ পথ পাইলেন এবং গুরু পাইলেন। ভবিষ্যতে লক্ষ্মণ যে বিশিষ্টাদ্বৈতমতের প্রচার করিবেন ভগবান বরদরাজ তাহাই আজ লক্ষ্মণহৃদয়ক্ষেত্রে রোপন করিয়া দিলেন। লক্ষ্মণের হৃদয় দিন দিন তত্ত্বালোকে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল।

এদিকে শ্রীরঙ্গমে কি ঘটিতেছে, তাহা একবার দেখা যাউক। শ্রীরঙ্গমে শ্রীযামুন-মুনির তিরোভাবের পর মঠে সেরূপ সুমধুর ভাবে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা আর হয় না। তিরুবরাঙ্গ মঠাধ্যক্ষ বটে, কিন্তু তিনি তাদৃশ বাগ্মী ছিলেন না। ভগবৎ-সেবাই তাঁহার জীবন, তাঁহার দ্বারা এ কার্য সুচারুসম্পন্ন হইত না। এইরূপে প্রায় একবৎসর কাল অতীত হইয়া গেল, মঠের দুর্দশা দেখিয়া অনেকেই দুঃখিত।

বৈষ্ণবসভার সিদ্ধান্ত

এই সময় একদিন তিরুবরাঙ্গ সমুদয় ভক্তগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'বন্ধুগণ! গুরুদেবের তিরোভাবে মঠের এবং সমগ্র সমাজের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা তোমরা অবগত আছ। এক্ষণে উপায় কি? গুরুদেব অন্তিমকালে লক্ষ্মণকে আনিবার জন্য মহাপূর্ণকে পাঠাইয়া ছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল—তাঁহাকেই সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীপাদের সমাধি-কালে লক্ষ্মণ তদনুরূপ প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে আমাদের কি করা কর্তব্য?''

তিরুবরাঙ্গের এই কথা শুনিয়া সকলে একবাক্যে স্থির করিলেন—''লক্ষ্মণকে এখানে যেকোন উপায়ে হউক আনিতেই হইবে। এজন্য এখনই মহাপূর্ণকে প্রেরণ করা হউক। তিনি তাঁহাকে কৌশল করিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে থাকুন, সত্বরই হউক বা বিলম্বেই হউক, মহাপূর্ণের সঙ্গগুণে তিনি নিশ্চয়ই এখানে আসিবেন ও আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।''

মহাপূর্ণকে কাঞ্চীপ্রেরণ

তিরুবরাঙ্গ ইহা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। তিনি মহাপূর্ণকে ডাকিয়া বলিলেন—''মহাপূর্ণ! সকলের ইচ্ছা যে তুমি কাঞ্চীপুরী গমন কর এবং লক্ষ্মণকে

'শ্রীতামিলপ্রবন্ধ' অধ্যয়ন করাইয়া তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ পারদর্শী কর। তিনি যদি স্বয়ং আসিতে না চাহেন, তাহা হইলে তাহাকে যেন অনুরোধ করা না হয়। ভগবানের ইচ্ছা তিনি এখানে নিশ্চয়ই আসিবেন। অধিক কি, তাঁহাকে আনিতে যে আমরা তোমাকে পাঠাইলাম, তাহাও যেন তিনি জানিতে না পারেন। মন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে ফললাভ হয় না। অতএব আমাদের সভার এই সিদ্ধান্ত যেন লক্ষ্মণ না জানিতে পারেন; আর সম্ভবতঃ তোমাকে এজন্য সেখানে কিছু দীর্ঘকাল থাকিতে হইবে, সুতরাং তুমি তথায় সস্ত্রীকই যাও।" সভা হইতে এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাপূর্ণ অবিলম্বে কাঞ্চীপুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে গুরু-শিষ্যের মিলন

দিবসদ্বয় পরে মহাপূর্ণ 'মদুরান্তক' নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ সরোবর-তীরে মহাপূর্ণ বিশ্রাম করিতেছিলেন; ওদিকে রামানুজও কাঞ্চীপুরী পরিত্যাগ করিয়া ঠিক সেই সময় মদুরান্তকে আসিয়াছেন। তিনি শ্রীবিগ্রহ-দর্শনান্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখেন,যেন সেই পূর্বদৃষ্ট মহাপূর্ণের মতো একজন কে সরোবরের তীরে বসিয়া রহিয়াছেন। অহো! যাহার জন্য রামানুজ শ্রীরঙ্গমে যাইতেছেন, তিনি আজ তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট! ওদিকে মহাপূর্ণও রামানুজকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু কেহই যেন তখন নিজ নিজ নয়নদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না।

মহাপূর্ণের নিকট রামানুজের দীক্ষা

অনন্তর রামানুজ তাঁহাকেই মহাপূর্ণ নিশ্চয় করিয়া দ্রুতগতিতে আসিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন এবং বলিলেন—"এই যে প্রভু, আপনাকে পাইয়াছি। ভগবন্! আপনি আমার উদ্ধার-কর্তা—কৃপা করিয়া আমায় উদ্ধার করুন।"

মহাপূর্ণ বলিলেন—"অহো! বৎস রামানুজ! তুমি এখানে? তা—বেশ, বড়ই ভাল হইল—চল, কাঞ্চীপুরী যাইয়াই তোমায় দীক্ষাপ্রদান করিব।"

রামানুজ কিন্তু মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। দাবদগ্ধ পিপাসার্ত প্রাণ যেমন বারির জন্য ব্যাকুল হয়, আজ রামানুজের হৃদয়ও তদ্রূপ হইয়াছে। তিনি বলিলেন—"প্রভো! বিলম্ব আর সহ্য হয় না, যদি কৃপা করেন তো এখনই আপনি এ অধমকে চরণতলে স্থান দিন, আমি আর ক্ষণকালও বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছি না।"

মহাপূর্ণ শিষ্যের আগ্রহ বুঝিলেন। তিনি রামানুজকে স্নেহালিঙ্গনপূর্বক বলিলেন—"আচ্ছা, বৎস! তাহাই হউক। তুমি স্নান করিয়া আইস, অদ্যই

তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হউক।" রামানুজ স্নান করিয়া আসিলে মহাপূর্ণ সেই স্থানেই রামানুজকে দীক্ষাদান করিলেন এবং পরে সকলে কাঞ্চীপুরী যাত্রা করিলেন।

কাঞ্চী আসিয়া রামানুজের প্রার্থনায় মহাপূর্ণ জমাম্বাকেও পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং সস্ত্রীক রামানুজের গৃহেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

রামানুজের বৈষ্ণবশাস্ত্রাধ্যয়ন

এইরূপে রামানুজ গুরু-সন্নিধানে থাকিয়া সাধন-ভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়নে দিন-দিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশ্য রামানুজ মহাপূর্ণের নিকট যে-শাস্ত্র পাঠ করিতেন, তাহা অন্য কিছু নহে, তাহা "তামিল-বেদ" বা "দ্রবিড় আম্নায়।" ইহা পূর্বাচার্যগণের সাধন ভজনের অমৃতময় ফল। ইহা অদ্যাবধি দক্ষিণ ভারতে "তিরুবাই-মুড়ি" নামে প্রসিদ্ধ। *

পত্নীর সহিত মনোমালিন্য

গুরুপদ-প্রান্তে বসিয়া রামানুজ শাস্ত্রালোচনায় এতই উন্মত্ত যে তাঁহার আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকিল না। সংসারের কর্তব্য আর পালিত হয় না। পত্নীর প্রতি কর্তব্য একেবারে বিস্মৃত। জমাম্বা এই ধর্মোন্মত্ত পতি[illegible] লইয়া বিব্রত হইয়া-পড়িলেন। যথাসময়ে আহার নিদ্রা উভয়েরই রহিত হইয়া গেল।

ইহার ফলে কিন্তু রামানুজ পত্নী যারপরনাই দুঃখিত অন্তঃকরণে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে পতির উপর তাঁহার হতাশভাব আসিল। ভগবৎ-প্রেমে আকুল চিত্ত রামানুজ পত্নীর মনঃকষ্ট বুঝিবার অবকাশ পাইলেন [illegible]।

মনোমালিন্যের প্রথম উপলক্ষ

এক দিন তৈল-স্নান-দিবসে এক শূদ্র সেবক রামানুজের অঙ্গে তৈল-মর্দন করিতে আসিল। অন্নাভাবে এ ব্যক্তির কলেবর শীর্ণ। ইহাকে দেখিয়া রামানুজের করুণার সঞ্চার হইল। তিনি গৃহিণীকে বলিলেন—"যদি গত দিবসের অন্ন কিছু থাকে, তাহা হইলে ইহাকে দাও. এ ব্যক্তি বোধ হয়, বহু দিন কিছু খায় নাই।"

* এই গ্রন্থ প্রায় ৪০০০ শ্লোকাত্মক, ইহার মধ্যে মহাত্মা

(১) 'পেইহে'	রচিত	১০০	(৫) অণ্ডাল	রচিত	১৪৩	(৯) তিরুপ্পান	রচিত	১০
(২) পুদত্ত	"	১০০	(৬) কুলশেখর	"	১৪৫	(১০) মধুরকবি	"	১১
(৩) পে	"	১০০	(৭) তিরুমড়িশি	"	২১৬	(১২) তিরুমঙ্গই	"	১৩৬০
(৪) পেরিয়া আলোয়ার	"	৪৭৩	(৮) তোণ্ডারাড়ি পেয়াড়ি	"	৫৫	(১২) নম্মা আলোয়ার	"	১২৯৬
						মোট		৪০০৯

"কল্যকার অন্ন কিছুই নাই" বলিয়া গৃহিণী স্নানার্থ চলিয়া গেলেন। রামানুজ কিন্তু পত্নীর বাক্যে সন্দেহ করিলেন। তিনি নিজেই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখেন—প্রচুর অন্ন রহিয়াছে, সুতরাং তিনি গৃহিণীর অপেক্ষা না করিয়া সমুদয় অন্নই তাহাকে প্রদান করিলেন। ফলে, গৃহিণীর উপর রামানুজ খুব বিরক্ত হইলেন।

পত্নীত্যাগের অন্তিম উপলক্ষ

দীক্ষার পর হইতে মহাপূর্ণ রামানুজের গৃহেই বাস করিতেছিলেন। যে-দিন ছয় মাস পূর্ণ হইল, ঠিক সেই দিনই রামানুজের চতুঃসহস্র শ্লোকাত্মক সেই তামিল-বেদ বা তিরুবাই-মুড়ির পাঠ সমাপ্ত হইল। রামানুজ গুরু-দক্ষিণা দিবেন বলিয়া ফল-মূল নববস্ত্রপ্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য আপণে গিয়াছেন। মহাপূর্ণও কি কার্যে স্থানান্তরে গিয়াছেন।

এদিকে ঘটনাক্রমে মহাপূর্ণ-পত্নী ও রামানুজ-পত্নী একই কালে জল আনিবার জন্য কলস লইয়া কূপসমীপে গমন করিলেন। উভয়েই নিজ-নিজ কলস কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কলস পূর্ণ হইলে রজ্জুসহযোগে তুলিবার কালে গুরু-পত্নীর কলসের জল দুই-এক বিন্দু জমাম্বার কলসে পতিত হইল। জমাম্বা ইহাতে যারপরনাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি গুরু-পত্নীকে বলিয়া বসিলেন—"দেখ দেখি, আমার এক কলস জল তুমি নষ্ট করিলে, চোখের মাথা কি খাইয়াছ? গুরু-পত্নী বলিয়া কি স্কন্ধে চড়িতে হয়! তুমি কি—জান না—তোমার পিতৃকুল অপেক্ষা আমার পিতৃকুল কত শ্রেষ্ঠ?"

গুরু-পত্নী জমাম্বার কথা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।* তিনি বিনীতভাবে জমাম্বার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া নীরবে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং গোপনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে মহাপূর্ণ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। পত্নী কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপূর্ণকে সমুদয় বৃত্তান্তই নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন, "আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নহে।"

মহাপূর্ণের প্রস্থান

মহাপূর্ণ বলিলেন—"সত্য বলিয়াছ। ভগবানের ইচ্ছা নয় যে আমরা আর

* রামানুজ পত্নীর এরূপ ব্যবহার যেন অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা হয়—যিনি অবতারপুরুষ তাঁহার পত্নীরও তদনুকূল হওয়াই উচিত। আমাদের বোধ হয় নিরপরাধিনী স্ত্রী-ত্যাগ-সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে জীবন চরিত্র লেখকের ইহা কল্পনামাত্র। রামানুজের স্ত্রী-ত্যাগ অন্যরূপেও সমর্থন করা যায়। যেহেতু ভক্তের নিকট ভগবদ্‌ভজন ভিন্ন সবই ত্যাজ্য।

হইল। তিনি ক্রোধভরে তারস্বরে বলিলেন—"যাও—যাও, যাও অন্যত্র যাও, এখানে অন্ন মিলিবে না।"

ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণমনে ধীরে- ধীরে বরদরাজের মন্দিরের দিকে গমন করিলেন। এদিকে রামানুজও পূজা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া রামানুজেব করুণার সঞ্চাব হইল। তিনি বলিলেন—"মহাত্মন্? আপনাকে বড় শীর্ণ দেখিতেছি—আপনার আহাব হইয়াছে ? কিছু কি আহার করিবেন ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"প্রভো! আমি ভিক্ষাব জন্য আপনারই গৃহে গিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার পত্নী আমাকে তাড়াইয়া দিলেন।"

রামানুজ ইহা শুনিয়া মর্মাহত হইলেন । তিনি ভাবিলেন, এরূপ সহধর্মিণী লইয়া ধর্মসাধন অসম্ভব। ইহার জন্য পদে-পদে আমার বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিতেছে। তিন-তিনবাব ইহাব অপরাধ সহ্য কবিযাছি, কিন্তু আব নহে । এইবাব ইহাকে পবিত্যাগ করিতেই হইবে । অদ্যই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ কবিব । ঐকান্তিক নিষ্ঠাব পক্ষে সন্ন্যাসই সহায়।

রামানুজের বুদ্ধিকৌশল

বামানুজ ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"দেখুন, আপনি যদি একটি কাজ কবিতে পাবেন, তাহা হইলে আপনার উত্তম ভোজন হইতে পারে। আপনাকে আমি একখানি পত্র ও কতিপয় দ্রব্যাদি দিতেছি, আপনি তাহা লইয়া আমাব বাটি যান এবং আমাব পত্নীকে বলুন যে, আপনি তাঁহাব ভ্রাতাব বিবাহের জন্য তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে লইয়া যাইতে আসিযাছেন, যদি ব্রাহ্মণী যাইতে চাহেন, তাহা হইলে আপনাকেই তাঁহাকে সঙ্গে করিযা তাঁহাব পিত্রালয়ে বাখিয়া আসিতে হইবে। আপনি ইহা যদি করিতে পারেন তাহা হইলে আপনাকে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করিব—জানিবেন।"

ব্রাহ্মণ রামানুজের অভিপ্রায় ভালরূপ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর থাকায় তাহাতেই সম্মত হইলেন। বামানুজ বাজার হইতে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও নববস্ত্রপ্রভৃতি ক্রয় করিলেন এবং নিজ শ্বশুব মহাশয়ের উক্তিস্বরূপ একখানি নিমন্ত্রণপত্র লিখিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া ব্রাহ্মণকে স্বগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ উদরের জ্বালায় জমাত্মার পিত্রালয়ের লোক সাজিয়া সেই সকল দ্রব্যাদি লইয়া রামানুজের বাটি আসিলেন।

ওদিকে রামানুজ ব্রাহ্মণকে বিদায় দিয়া অন্যপথ দিয়া একটু বিলম্ব করিয়া স্বগৃহে আসিলেন। ভক্ত ভক্তির প্রতিবন্ধকবিনাশে লৌকিক ধর্মাধর্মের প্রতি লক্ষ্য

রাখিতে পারেন না। নিরন্তর ভগবৎ-সেবাই ভক্তের নিকট ধর্ম, যাহা তাহার বিরোধী তাহাই তাঁহার নিকট অধর্ম । তিনি এ অধর্মবিনাশে কোনরূপে পশ্চাৎপদ হন না !

রামানুজপত্নীর পিত্রালয়ে গমন

পিত্রালয় হইতে লোক আসিয়াছে শুনিয়া জমাম্বা যারপরনাই আহ্লাদিতা। তিনি গৃহকর্ম পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্মণকে বসিবার আসন দিলেন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । অনন্তর ব্রাহ্মণ যে-সমস্ত দ্রব্যাদি আনিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে রাখিয়া পত্রখানি লইয়া তিনি পতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং পূর্ব-ক্রোধের কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন ।

ইতোমধ্যে পতিও গৃহে আসিলেন । জমাম্বা স্মিতমুখে তাঁহার হস্তে পত্রখানি দিলেন ও ভ্রাতার বিবাহকথা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার কলহ-জনিত ক্রোধভাব কোথায় অ[illegible] যেন একজন নূতন ব্যক্তি । রামানুজ পত্রখানি পড়িয়া গৃহিণীকে পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দিলেন এবং বলিলেন—"ইচ্ছা হয় ইঁহার সঙ্গেই তুমি যাইতে পার । আমি বিবাহকালে উপস্থিত হইব।" পতির কথা শুনিয়া জমাম্বার আনন্দ আরও বর্ধিত হইল। দীর্ঘকাল পর পিত্রালয়ে গমন, এ আনন্দ কি[illegible] স্থান আছে ।

এদিকে রামানুজ ভাবিলেন—পত্নীকে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য দ্রব্যাদি সহ পাঠাইতে হইবে নচেৎ পরে আবার কে তাহার তত্ত্বাবধারণ করিবে । তিনি বলিলেন "দেখ, অনেক দিনের পর যাইতেছ, তাহাতে আবার [illegible] বিবাহ, সুতরাং তোমার কিছু দীর্ঘকাল তথায় থাকা আবশ্যক. তুমি তোমার অলঙ্কারাদি মূল্যবান দ্রব্য সকল সঙ্গে লইয়া যাও ।" পতির কথায় জমাম্বা আরও প্রীত হইলেন । তিনি ত্বরাপূর্বক গৃহকর্ম সমাপন করিয়া পতিপদে প্রণামপূর্বক উক্ত ব্রাহ্মণ সঙ্গে পিত্রালয় গমন করিলেন । *

রামানুজের সন্ন্যাস

এদিকে রামানুজও গৃহত্যাগপূর্বক বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন এবং যাইতে যাইতে আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন—"আঃ, বাঁচা গেল! বহুকষ্টে

* মতান্তরে (১) এই ঘটনাটি অন্যদিন ঘটে এবং রামানুজ মন্দিরে বসিয়া ঐ ব্রাহ্মণটিকে নিজ বাটীতে পাঠান। ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলে তিনি কষ্ট হইয়া পত্নীকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। (২) অন্যমতে, তিনি ক্রোধপূর্বক পত্নীকে পিত্রালয়ে পাঠান। শ্বশুরের নামে পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত কোনরূপ প্রবঞ্চনা করেন নাই।

পাপীযসীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম। হে ভগবন্! হে নাবাযণ! এ দাসকে শ্রীপাদপদ্মে স্থান দাও।" অবিলম্বে তিনি হস্তিগিবিপতি ববদবাজেব সম্মুখে আসিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! অদ্য হইতে আমি সর্বতোভাবে আপনাব হইলাম, আপনি কৃপা কবিযা আমায গ্রহণ করুন?" অনন্তব বামানুজ কাঞ্চীপূর্ণ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে ডাকিয়া নিজ মনেব ভাব ব্যক্ত কবিলেন এবং মন্দিবেব সম্মুখস্থ 'অনন্তসবোবরে' স্নান কবিযা যথাবীতি সন্ন্যাস গ্রহণ কবিলেন।*

রামানুজেব শিষ্যসংগ্রহ

বামানুজেব সন্ন্যাস-গ্রহণেব কথা শুনিযা সকলে অবাক হইয়া গেল। তত্রত্য অন্যান্য মঠবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদিগেব মঠাধ্যক্ষ হইবাব জন্য অনুরোধ কবিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাব দুই এক জন শিষ্য হইতে লাগিল। মুডালি আণ্ডান বা 'দাশবথি' নামক তাঁহাব এক ভাগিনেয সর্বাগ্রে তাঁহাব নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ কবেন। ইনি বামানুজেব ভূমি নাম্নী ভগ্নীব সন্তান। দাশবথিব ** পব 'কুবনাথ' বা কুবেশ বা আলবান আসিযা তাঁহাব শিষ্য হইলেন। এই কুবেশ সাধাবণ ব্যক্তি ছিলেন না, ইনি অসাধাবণ পণ্ডিত ও শ্রুতিধব ছিলেন। ইনি একজন ধনী ভূম্যধিকাবী এবং বিখ্যাত দাতা বলিযা দেশেব মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এইরূপে দিন-দিন বামানুজেব যশোববি চতুর্দিক আলোকিত কবিতে লাগিল দলে-দলে নবনাবী নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিতে আবম্ভ কবিল।

যাদবেব প্রতি যাদবজননীব অনুবোধ

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পব এক দিন যাদবপ্রকাশেব বৃদ্ধা জননী ববদবাজকে দর্শন কবিতে আসিলেন এবং মঠমধ্যে সশিষ্য বামানুজকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বামানুজেব দিব্যভাব, প্রসন্নবদন ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া একেবাবেই মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন--"আহা! যদি 'যাদব' আমাব এই মহাপুরুষেব আশ্রয গ্রহণ কবিত, তাহা হইলে তাহাব দারুণ অশান্তি নিশ্চয়ই বিদূবিত হইত। সে এত পণ্ডিত হইয়াও—এতদিন সাধুভাবে জীবনযাপন করিয়াও—ক্রমেই যেন ঘোব অশান্তিব অনলে দগ্ধ হইতেছে। আহা! দেখ দেখি

* মতান্তবে (১) বামানুজ ভূতপুবী যাইয়া পৈতৃক সম্পত্তিব একটা ব্যবস্থা কবিয়া সন্ন্যাস লয়েন এবং ববদবাজেব আদেশে প্রধান পুরোহিত কাঞ্চীতে বামানুজেব জন্য এক মঠ নির্মাণ কবিযা তাঁহাকে সেই মঠেব অধ্যক্ষ কবিয়া দেন ও মহা সমাবোহে ভূতপুরী হইতে তাঁহাকে কাঞ্চীতে আনয়ন কবেন। (২) কোনমতে স্ত্রীব সহিত তাঁহাব তিনবাব মাত্র বিবাদ হয়।

** দাশবথিব অপব নাম আণ্ডান এবং কুবেশেব অপব নাম শ্রীবৎসাঙ্ক বা আলবান

এই যুবক, তাঁহার শিষ্য হইয়াও কেমন শান্তিসুখ ভোগ করিতেছেন। আহা! ইঁহার কেমন প্রফুল্ল বদন, কেমন মধুর উপদেশ।" যাদবের জননী জানিতেন, তাঁহার পুত্র এই মহাপুরুষের সহিত কিরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র যে এই মহাপুরুষের প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাও তিনি শুনিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সেই ঘটনার পর হইতেই যাদবের অশান্তি-বহ্নি যে দিন-দিন বর্ধিত হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছিল, যাদবজননী ইহা উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সাধনাশূন্য পাণ্ডিত্যের অনেক সময় এইরূপ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে।

বৃদ্ধা যাদবের মঠে ফিরিয়া আসিলেন ও ধীরে ধীরে সন্তানকে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। যাদব প্রথমে যেন শিহরিয়া উঠিলেন ও বলিলেন—"মা! কি বলিতেছেন? আপনি কি পাগল হইলেন! ইহা কি কখন সম্ভব?" পুত্রের কথায় জননী নিরস্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণে যাদবই ভাবিলেন—তিনি যে ঘোর পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার যদি সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার জননীর [illegible] করাই উচিত। যতই দিন যাইতে লাগিল যাদবের মাতার কথা যেন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। পণ্ডিতের হৃদয়ে বিবেকের তাড়না বড়ই তীব্র হইয়া থাকে।

যাদব বরদরাজের আদেশপ্রার্থী

একদিন অপরাহ্ণে তিনি মঠের সম্মুখে পাদচারণ করিতেছেন, এমন সময় তিনি কাঞ্চীপূর্ণকে দেখিতে পাইলেন। যাদব এতদিন এই মহাপুরুষকে ভণ্ড ও উন্মত্ত বলিয়া উপহাস করিতেন, কিন্তু রামানুজের অভ্যুদয়ে তিনি ইঁহাকে আর পূর্ববৎ উপেক্ষা করিতেন না। কারণ যাদব জানিতেন রামানুজ ইঁহাকে যারপরনাই সমাদর করিতেন এবং ইঁহারই পরামর্শ লইয়া চলিয়া থাকেন।

কাঞ্চীপূর্ণকে দেখিয়া যাদব তাঁহাকে ডাকিলেন এবং নানা কথার পর বলিলেন— "দেখুন, আমার মনে কিছুদিন হইতে বড়ই অশান্তি ভোগ হইতেছে। শুনিতে পাই বরদরাজ নাকি আপনার সহিত কথা কহেন। আপনি কি অনুগ্রহপূর্বক আমার বিষয় তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিবেন?"

কাঞ্চীপূর্ণের নিকট শত্রু মিত্র সমান, তিনি সসম্মানে বলিলেন— "মহাশয়! আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, তবে আপনার যখন আদেশ, তখন আমি প্রভুকে জানাইব এবং তাঁহার যাহা অনুমতি হয়, তাহা কল্য আপনাকে জানাইব।"

ভগবদাদেশে যাদবের রামানুজশিষ্যত্ব

কিন্তু কি আশ্চর্য! যাদবও সেই রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখিলেন—যেন একজন

মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন, "যাদব! যাও তুমি রামানুজের শরণ গ্রহণ কর, নচেৎ এই অশান্তি তোমার দূর হইবে না। তুমি যে পাপ করিয়াছ, ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত।"

প্রভাত হইল। ওদিকে কাঞ্চীপূর্ণও আসিয়া ঠিক সেই কথাই বলিলেন। এইবার যাদবের আর সন্দেহ রহিল না। তিনি মনে-মনে ভাবিলেন—আর কালবিলম্বে কাজ নাই। যাই রামানুজেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করি, নচেৎ এ অশান্তি দূর হইবার নহে। কিন্তু শিষ্যের শিষ্যত্বগ্রহণই বা কি করিয়া করি?

এইরূপে দুই-একদিন যায়, ক্রমেই তাঁহার অশান্তি বর্ধিত হইতে লাগিল? তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিন তিনি রামানুজের মঠে গমন করিলেন।

এখানে রামানুজ কুরেশ ও দাশরথিকর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়া এক অপূর্ব শোভাধারণ করিয়া রহিয়াছেন। রামানুজের মুখজ্যোতিঃ দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

যাদবপ্রকাশের প্রবেশমাত্রই রামানুজ সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন এবং তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রামানুজের এই সদ্ব্যবহারে যাদব রামানুজের প্রতি যারপরনাই প্রীত হইলেন এবং কথায় কথায় তাঁহার 'মত' ও 'পথ' সম্বন্ধে নানা কথার অবতারণা করিলেন।

যাদবের সহিত রামানুজের বিচার

যাদব বলিলেন—"আচ্ছা লক্ষ্মণ! ব্রহ্মকে সগুণ বা সবিশেষ বলিবার তোমার সর্বপ্রধান যুক্তি কি? তুমি এই বিষয় লইয়া আমার সঙ্গে অনেক তর্ক করিয়াছ, এক্ষণে বল দেখি, এ বিষয়ে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ যুক্তি কি?"

রামানুজ বিনীতভাবে বলিলেন—" দেব! এ সম্বন্ধে সর্বপ্রধান যুক্তি এই যে, জীবজগৎরূপ বৈচিত্র্যময় বিশ্বের মূলে বৈচিত্র্যহীন একরস ব্রহ্ম মাত্রই স্বীকার করিলে এই বিচিত্র জীবজগতের আবির্ভাব হইতে পারিত না। যাহাতে কোন বিশেষত্ব নাই, যাহা একই অদ্বিতীয় এবং কেবলই একরূপ, তাহা হইতে বহু বা নানাবিধ বস্তু উৎপন্ন হয় না। যাহা সম্পূর্ণরূপে দ্বৈতহীন তাহা কি দ্বৈতের জনক হয়? দ্বৈতহীন বস্তু হইতে দ্বৈত উৎপন্ন হইলে কারণব্যতীত কার্য হয়—বলা হয়। ইহাতে মহা দোষ হয়। অতএব এই দৃশ্যমান জীবজগতের মূলে অদৃশ্য বা অতিসূক্ষ্ম জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপ একটি কারণ বস্তু আছেন বলিতে হয়। আর এই পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ নাই বলা যায় না যে, ইহার উৎপত্তি হয় নাই বলিব।

যেহেতু ইহা সকলেবই প্রত্যক্ষ হইতেছে এবং পবীক্ষাব দ্বাবা সেই প্রত্যক্ষও যে ভ্রম নহে তাহাও বুঝা যায়। তাহাব পব জীবজগতেব মূলে কেবলই সূক্ষ্ম জীবজগৎ আছে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বব নাই—ইহাও বলা যায় না, কাবণ, এই স্থূল জগতেব নিয়ন্তা ঈশ্বব যখন স্বীকাব না কবিলে চলে না, তখন জীবজগৎ সূক্ষ্মকাবণরূপে অবস্থিত হইলে যে সেই ঈশ্বব থাকিবেন না—তাহাও বলা যায় না। অতএব চিদচিদবিশিষ্ট ব্রহ্ম বা ঈশ্ববই জগতেব মূলকাবণ বলাই সঙ্গত। নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে কাবণ বলা অসঙ্গত। আব এই কথা ববদবাজই সেই দিন আমাকে মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণদ্বাবা বলিয়া পাঠাইয়াছেন। অতএব ইহাতে সন্দেহ কবিবাব কিছুই নাই।"

ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত বামানুজেব অকাট্যযুক্তিপূর্ণ এই কথাতে যাদবেব বুদ্ধি অভিভূত হইয়া গেল। যাদব স্তম্ভিতভাবে চিন্তামগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ পবে আবাব বলিলেন—"আচ্ছা! মুক্তিতে জীবেব অবস্থা কিরূপ হয়, এ সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়?"

বামানুজ বলিলেন—"মুক্তিতে জীব ব্রহ্মে মিশিয়া যায় না, জীব ভগবানেব নিত্য দাস। নিববচ্ছিন্ন ভগবদ্দাস্যলাভই মুক্তি।"

যাদব বলিলেন—"আচ্ছা! দাসেব কি কখন আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব? দাসেব দুঃখ কখন কি নির্মূল হয়?"

বামানুজ বলিলেন—"ভগবদ্দাস্যে দুঃখ থাকে না, প্রত্যুত উত্তরোত্তর আনন্দই বৃদ্ধি পায়। অপবেব দাস্যে দুঃখ দূব হয় না সত্য, কিন্তু ভগবদ্দাস্যে তাহা অন্যথা হয়। যেহেতু জীব স্বরূপতঃ ভগবানেবই দাস। জীব নিজ স্বরূপে অবস্থিত হইলে দুঃখ পাইবে কেন? স্বরূপ হইতে বিচ্যুতিই তো দুঃখ। যিনি একবাব ইহা কবিয়া থাকেন তিনিই ইহা বুঝিতে পাবেন। জীব সে আনন্দে আত্মহাবা হইয়া যায়। যে না কবে সে ইহা বুঝিতে পাবে না।"

এইবাব যাদবেব অভিমান চূর্ণ হইতে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল। যাদবেব সকল সংশয় দূব হইল। হৃদয়েব অমানিশা পূর্ণশশীব জ্যোৎস্নায় অবসানপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু তথাপি যাদব ভাবিতে লাগিলেন—কি কবিয়া শিষ্যেব চবণে আত্মবিক্রয় কবি? কি কবিয়া বালকেব চবণে মস্তক লুণ্ঠিত কবি। যাদব লোকলজ্জাব ভয়ে ইতস্ততঃ কবিতে লাগিলেন।

আত্মমর্যাদাব জ্ঞান বা অভিমান কি সহজে যায়? ইহাব সমূল বিনাশ কি শীঘ্র

হয়? তিনি তখন শাস্ত্রপ্রমাণের জন্য ইচ্ছা করিলেন এবং বলিলেন—"এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ কিরূপ একবার শুনিতে ইচ্ছা হয়।"

রামানুজ কতকগুলি প্রধান প্রধান প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন— "মহাত্মন্! এই কুরেশের সমুদয় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ, আপনি ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। ইনি আপনার সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দিবেন। কুরেশও তদনুসারে যাদবের যাবতীয় সংশয়ের উত্তর-স্বরূপ শাস্ত্র-বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ কুরেশের কথা শুনিয়া যাদব নীরব হইলেন। পাপে তাঁহার চিত্ত কলুষিত। অদ্বৈততত্ত্ব তাঁহার তো অনুভূত হয় নাই। তাঁহার এই সময় রামানুজ-সম্বন্ধীয় পূর্বকথা সমুদয় কেবল মনে উদিত হইতে লাগিল। নিজ দুরভিসন্ধি, মাতার অনুরোধ, স্বপ্ন-দর্শন, কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজের বাক্য, একে-একে সকলই তাঁহার মনে উদিত হইল। ওদিকে শাস্ত্রার্থবিচারেও দেখিলেন-রামানুজমতে অসঙ্গতি নাই, শাস্ত্র-প্রমাণ ইহার ভূরি ভূরি রহিয়াছে।

এইবার যাদব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া সহসা রামানুজের পদতলে পতিত হইলেন এবং বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। রামানুজ ভগবন্মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া ভক্তিবিহ্বল চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্থিত করিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রামানুজ যাদবের সকল অপরাধ বিস্মৃত হইলেন। বস্তুত এমন না হইলে লোকে তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করিবে কেন?

রামানুজের নিকট যাদবের পুনর্বার সন্ন্যাস

অনন্তর যাদব যথারীতি রামানুজের নিকট পুনরায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার শিষ্যরূপে থাকিয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিলেন। এই সময়ে বৈষ্ণবমার্গের প্রশংসা করিয়া তিনি যে এক উপাদেয় পুস্তক রচনা করেন, তাহা অদ্যাবধি "যতিধর্মসমুচ্চয়" নামে পণ্ডিতসমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি পাপ আচরণ করিয়া ফেলিলে বিবেকের তীব্র দংশনে সে পাপ স্ফূর্তি হয় না।

বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুদয়

এই ঘটনার পর দেশময় মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। যাদবপ্রকাশ রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন!—কথাটা কত লোকে প্রথমতঃ বিশ্বাসই করিল না। যাহা হউক, ইহার ফলে কাঞ্চীতে শৈব প্রাধান্য এক প্রকার নিভিয়া গেল, যে সকল শৈব রহিলেন, তাঁহারা যেন গোপনেই বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীরঙ্গমে রামানুজকে আনয়ন

রামানুজের সন্ন্যাস এবং তাঁহার নিকট যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্বগ্রহণ প্রভৃতি সংবাদ ক্রমে শ্রীরঙ্গমে পঁহুছিল। মহাপূর্ণ রামানুজের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে যামুনাচার্যের শিষ্যগণ একটু ভগ্নমনোরথ হইয়া দুঃখিত মনে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। এই সংবাদে তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে শ্রীরঙ্গমাধীশ শ্রীরঙ্গনাথের নিকট রামানুজকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের প্রার্থনায় ভগবান্ শ্রীরঙ্গনাথ মহাপূর্ণকে একদিন প্রত্যাদেশ করিয়া বলিলেন, "এজন্য তোমরা বররঙ্গকে কাঞ্চীপুরীতে পাঠাও। বররঙ্গের সঙ্গীত শুনিয়া বরদরাজ প্রসন্ন হইয়া যখন তাঁহাকে বর দিতে চাহিবেন তিনি যেন সেই সময় তাঁহার নিকট রামানুজকে ভিক্ষা চান, নচেৎ তিনি রামানুজকে কোন মতেই ছাড়িয়া দিবেন না।"

প্রত্যাদেশ শুনিবামাত্র মহাপূর্ণ সকলকে ইহা জানাইলেন এবং তাঁহারা সকলে একমত হইয়া বররঙ্গকে কাঞ্চীপুরীতে পাঠাইয়া দিলেন। বররঙ্গ কাঞ্চীপুরীতে আসিয়া প্রত্যহ সঙ্গীতদ্বারা ভগবানের স্তুতি করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ যেরূপ প্রত্যাদেশ হইয়াছিল সেইরূপই ঘটিল। বররঙ্গ বরদরাজের নিকট হইতে রামানুজকে ভিক্ষা লইয়া শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন করিলেন। ভক্ত যাহা করেন তাহা ভগবানের জন্যই করেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনাই তাঁহাদের সম্বল।

শ্রীরঙ্গনাথের পূজায় পাঞ্চরাত্র প্রথার প্রবর্তন

রামানুজ সশিষ্য শ্রীরঙ্গমে আসিলেন। এখানে আসিয়া প্রথমেই তিনি রঙ্গনাথের পূজার সুব্যবস্থা করিলেন এবং ভগবৎসেবায় বৈখানস প্রথা বর্জন করিয়া পাঞ্চরাত্র প্রথা প্রবর্তিত করিলেন। ভগবানের সেবাকার্য যাহাতে সুচারু সম্পন্ন হয় তজ্জন্য তিনি প্রত্যেক বিভাগে পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ভগবানের পূজার তত্ত্বাবধানে তিনি "অকলঙ্ক" নামক তাঁহার একজন শিষ্যকে নিযুক্ত করিলেন। ইনি মন্দিরের উন্নতিবিধানে বিশেষভাবে মনোযোগী হইলেন। রামানুজের সকল কার্যে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়া সকলে যারপরনাই বিস্মিত হইল। শ্রীরঙ্গম রঙ্গনাথের পূজোৎসবে মাতিয়া উঠিল।

গোবিন্দের জন্য শ্রীশৈলপূর্ণকে প্রেরণ

ইহারই কিছুদিন পরে রামানুজের মন গোবিন্দের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। গোবিন্দ একে বালসখা, তাহার পর তাঁহারই সাহায্যে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে,

সর্বোপরি—তিনি তখন নিজগ্রাম ত্যাগ করিয়া কালহস্তীতে 'কালহস্তীশ্বর' শিবের আরাধনায় দিনাতিপাত করিতেছিলেন। রামানুজ এজন্য একটু বিচলিত ছিলেন এবং অনেক চিন্তার পর মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণকে বেঙ্কটাচলে এই মর্মে এক পত্র লিখিলেন যে, তিনি সত্বর কালহস্তীতে যাইয়া যেরূপে হউক গোবিন্দকে বুঝাইয়া বৈষ্ণবমতে যেন আনয়ন করেন। শ্রীশৈলপূর্ণ যামুনাচার্যের শিষ্য ও পরম পণ্ডিত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রামানুজের পত্র পাইয়া কালবিলম্ব করিলেন না, পত্রবাহককেই সঙ্গে লইয়া কালহস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। *

গোবিন্দকে বৈষ্ণব করিবার প্রথম চেষ্টা

কালহস্তীশ্বরে আসিয়া শ্রীশৈলপূর্ণ গোবিন্দের গৃহসমীপে একটি বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে গোবিন্দ পুষ্পচয়ন এবং স্নানার্থ এই সরস্তীরে আসিলেন। গোবিন্দ দেখিলেন—একটি দিব্যকান্তি শুভ্রশ্মশ্রু বৃদ্ধ বৈষ্ণব কতিপয় ব্যক্তির সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ না থাকায় তিনি শ্রীশৈলপূর্ণকে নিজ মাতুল বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। শ্রীশৈলপূর্ণও আর কোনরূপ পরিচয় দিলেন না। গোবিন্দ এই শাস্ত্রালাপ শুনিবার অভিপ্রায়ে পুষ্পচয়নচ্ছলে সমীপবর্তী এক পুষ্পপাদপোপরি আরোহণ করিলেন। শাস্ত্রালাপ শুনিয়া বৃদ্ধের উপর গোবিন্দের শ্রদ্ধা জন্মিল ; কিন্তু কোন কথাই বলিলেন না। তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া স্নানার্থ প্রস্থানোদ্যত হইলে শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন—"মহাত্মন্! আপনি কাহার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছেন?"

গোবিন্দ বিনীতভাবে বলিলেন—"মহাত্মন্! শিবপূজার জন্য।"

শ্রীশৈলপূর্ণ বিস্মিতভাবে বলিলেন—"শিবপূজার জন্য! শিব ত বিভূতিভূষণ, পুষ্পদ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হইবেন কেন? আর যদি পুষ্পদ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন করিতে হয়, তবে ধুতরা ফুলই প্রয়োজন হইবে?"

গোবিন্দ ঈষৎ হাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মনে একটা সংশয়বীজ রোপিত হইল।

শ্রীশৈলপূর্ণ গোবিন্দের ভাব বুঝিয়া তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন—"চল এখন আমরা তিরুপতি ফিরি " যাই, পরে আবার আসিব। যে বীজ রোপণ করিলাম ইহার অঙ্কুর জন্মিতে একটু সময় দিতে হইবে।"

*মতান্তরে রামানুজ কাঞ্চীতে অবস্থিতিকালেই গোবিন্দের নিকট শ্রীশৈলপূর্ণকে পাঠাইয়াছিলেন। যে লোকটি রামানুজের পত্র লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি রামানুজ শ্রীবঙ্গমে আসিলে, গোবিন্দের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষার সংবাদ দেন।

শ্রীশৈলপূর্ণ কিছুদিন পরে আবার কালহস্তী তীর্থে আসিলেন। এবারও সঙ্গে সেই পত্রবাহক। এবারও শ্রীশৈলপূর্ণ সেই বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

শেষ চেষ্টা—গোবিন্দকে বৈষ্ণবমতে আনয়ন

যথাসময়ে গোবিন্দের সহিত আবার দেখা।* এবার গোবিন্দ শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং নানা সৎকথার অবতারণা করিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ বুঝিলেন—তাঁহার রোপিত বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। গতবারে যে গোবিন্দ নিজ নিষ্ঠাভরে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন আজ তিনি শ্রদ্ধাসহকারে সৎকথা শুনিতে সমাগত।

শ্রীশৈলপূর্ণ স্নেহভরে কথায় কথায় বলিলেন —"গোবিন্দ! তুমি যেরূপ ভক্তিসহকারে বিভূতিভূষণের সেবা করিতেছ, তাহার কিছুও যদি বিষ্ণুসেবার জন্য করিতে, তাহা হইলে দেখিতে তুমি কত আনন্দ পাইতেছ?"

প্রেমের বন্ধন এতই দৃঢ় হ.। গোবিন্দ বিরুদ্ধভাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া বলিলেন- "কেন? শিবতত্ত্বে ও বিষ্ণুতত্ত্বে কি কিছু বিশেষ প্রভেদ আছে? উভয়ই তো এক ব্রহ্মভাবের বিলাসমাত্র। তত্ত্বে তো কোন ভেদ নাই। কুণ্ডলে ও বলয়ে ভেদ থাকিলেও সুবর্ণাংশে তাহারা তো অভিন্ন।"

শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন—"তা কি করিয়া হইবে? শিবভাবে দেখ—জ্ঞান ও বৈরাগ্যই প্রধান, কিন্তু বিষ্ণুভাবে ঐশ্বর্য ও আনন্দই প্রধান। মানব কি চাহে বল দেখি? মানব চাহে— দুঃখশূন্য সুখ। জ্ঞান ও বৈরা...প্রধান ভাবে... তাহা কি সুলভ হয়? কিন্তু ঐশ্বর্য ও আনন্দপ্রধান ভাবদ্বারা তাহা সুলভই হয়। আর তত্ত্বতঃ ইহারা ব্রহ্মবস্তু বলিলেও ব্রহ্ম তো এই ভাবদ্বয়শূন্য হইয়া থাকেন না। সুবর্ণ কুণ্ডল ও বলয় হইতে ভিন্ন হইলেও পিণ্ডাদির আকারও ত্যাগ করে না। আকারশূন্য তো সুবর্ণ থাকে না। অতএব ব্রহ্মের শিবভাব বা বিষ্ণুভাবপ্রভৃতি সর্বভাব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মও থাকেন না। আর সেই কারণে শিব ও বিষ্ণু তত্ত্বতঃ এক বলিয়া এই ভাবদ্বয়ের প্রতি উপেক্ষা করা চলে না। ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে

---

* মতান্তরে শ্রীশৈলপূর্ণ একখণ্ড পত্রে যামুনাচার্যের একটি শ্লোক লিখিয়া গোবিন্দের পথে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। গোবিন্দ প্রথমে উহা উপেক্ষা করেন, ফিরিবার পরে উহা উঠাইয়া লইয়া পাঠ করেন এবং শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট আসেন। এই শ্লোকের এমনই শক্তি ছিল যে, এই শ্লোকটি পড়িয়া নাকি রামানুজও বৈষ্ণবমত গ্রহণ করেন। কাঞ্চীতে মহাপূর্ণও এই শ্লোকটি একখণ্ড পত্রে লিখিয়া রামানুজের পথে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন।

এইরূপ ভাববিশেষের ভিতর দিয়াই লাভ করিতে হইবে, আর তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে যে ভাবটি ভাল ও সুখপ্রদ সেই ভাবই কি আদরণীয় নহে?

গোবিন্দ বলিলেন—"কেন? আপনি কি নির্গুণ নিরাকার বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না? সগুণ ব্রহ্ম বলিলেই তো নির্গুণ স্বীকার করা হয়। যেহেতু যাহাকে গুণযুক্ত বলা যায়, তাহাকে গুণশূন্য স্বীকার করিয়াই সগুণ বলা হয়।"

শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন—"না, ব্রহ্ম নির্গুণ হইতে পারেন না। নির্গুণ হইলে তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান সম্ভব নহে, আর তাহা হইতে এই চরাচর বিশ্বেরও আবির্ভাব সম্ভব হয় না। আর সগুণ বলিলে যে নির্গুণকে বুঝায় তাহাতে নির্গুণ সিদ্ধ হয় না : কারণ, যাহা নিত্য গুণযুক্ত তাহাকেও সগুণ বলা হয়। নিত্য গুণযুক্ত তো নির্গুণ নহে।"

গোবিন্দ বলিলেন—"ব্রহ্ম মায়াসহযোগে জ্ঞেয় হন এবং এই জগতের কারণ হন। এই মায়া ভ্রমবিশেষ, ব্রহ্মজ্ঞানে এই মায়া নষ্ট হয়, এবং তখন ব্রহ্ম নির্গুণই হন বলিব।"

শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন—"মায়া ব্রহ্মশক্তি বলিয়া উহা নিত্য। উহার নাশ সম্ভব নহে। উহা ভ্রমবিশেষ বলাই ভ্রম। জীবও নিত্য। জীবের অদৃষ্টানুসারে জীবের ভোগের জন্য ব্রহ্ম নিজ শক্তি দ্বারা সূক্ষ্ম কারণরূপ জগৎকে স্থূল জগতে পরিণত করেন। ভগবদিচ্ছায় জীবের অজ্ঞাননাশ হইলে জীব ভগবদ্দাস্যরূপ মুক্তি লাভ করে। ভগবদিচ্ছারূপ মায়া নাশ হয় না। মায়া ও অজ্ঞান পৃথক। সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্ম বলা সঙ্গত নহে।"

গোবিন্দ ইহার উত্তরে কি বলিবেন আর ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি চিন্তাকুলিতচিত্তে এ দিন বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু মনে তাঁহার ভীষণ ঝড় বহিতে লাগিল। তিনি সমস্ত রাত্র মহাসংশয়ে অতিবাহিত করিয়া পরদিন পুনরায় শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট আসিলেন এবং শিবতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ কি বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ - এই বিষয়ে তুমুল বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু এ বিচারেও গোবিন্দ কিছুই সুবিধা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে শিব প্রলয়ের কর্তা এবং বিষ্ণু পালনের কর্তা, অতএব সুখলাভ বিষ্ণুর নিকটে যতটা সম্ভব, এতটা আর শিবের নিকট সম্ভব নহে, প্রত্যুত শিবপূজার দ্বারা তমোগুণ ক্ষীণ হইলে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হয় এবং তখন বিষ্ণুপূজার অধিকারি হয়, আর তখনই জীব অপার আনন্দ পায়—শ্রীশৈলপূর্ণের এই কথায় গোবিন্দ

বিষ্ণুতত্ত্বেরই অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। তিনি বিষ্ণুপূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীশৈলপূর্ণের কার্য শেষ হইল। এইবার তিনি গোবিন্দকে তাঁহার পরিচয় দিলেন এবং রামানুজের উদ্দেশ্য ও ঐশ্বর্যের কথা বলিয়া তাঁহার সহিত যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গোবিন্দ মাতুলচরণে প্রণিপাত করিয়া মাতুলের যথোচিত সম্বর্ধনা করিলেন এবং নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন। এইবার গোবিন্দের মতপরিবর্তনের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা পূর্ণ হইল। গোবিন্দ বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিলেন এবং মাতুলের সঙ্গে প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

কালহস্তীর অধিবাসিগণ এই ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহারা ইহাতে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীশৈলের উপর অত্যাচারের ব্যবস্থা করিলেন এবং বলপূর্বক গোবিন্দের গমনে বাধা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ভগবানের এমনই লীলা, রাত্রিকালে উহাদের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখেন যে, ভগবান কালহস্তীশ্বর যেন বলিতেছেন —'তোমরা গোবিন্দকে বাধা দিও না, আমি উহার পূজায় তুষ্ট হইয়াছি, জগতে বর্তমান অধর্ম-বিনাশে বৈষ্ণবমতই উপযোগী, অতএব তোমরা নিরস্ত হও।

পরদিন প্রাতে এই ব্যক্তি গ্রামবাসী সকলকে তাহার স্বপ্নের কথা জানাইল তাহারা সকলেই ভীত হইয়া গোবিন্দকে ছাড়িয়া দিল

মহাপূর্ণের নিকট রামানুজের সাম্প্রদায়িক বিদ্যালাভ

যথাসময়ে পত্রবাহক এই সংবাদ শ্রীরঙ্গমে রামানুজের নিকট আনিলেন। রামানুজের আর আনন্দের সীমা রহিল না তিনি এক্ষণে নিশ্চিন্তমনে নিজ কর্তব্য পালনে যত্নবান হইলেন। যামুনাচার্যের আসনলাভ বা রাজোচিত সম্মান সম্পদ কেবল সমাজের নেতৃত্ব পদ তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্য-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে পারিল না তিনি অতি দীনভাবে যামুন-মুনির প্রধান প্রধান শিষ্যগণের সন্নিধানে সাম্প্রদায়িক জ্ঞান লাভে যত্নবান হইলেন। দেশমান্য সর্বপ্রধান পণ্ডিত হইয়াও তিনি আবার গুরু সন্নিধানে শাস্ত্রাভ্যাসে নিরত হইলেন। ধন্য রামানুজের জ্ঞান পিপাসা! ক্রমে তিনি নিজ দীক্ষাগুরু মহাপূর্ণের নিকট ন্যাস-তত্ত্ব, গীতার্থ সংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়, ব্যাস সূত্র, পাঞ্চরাত্র আগম প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদয় অধ্যয়ন করিলেন।*

* শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের [illegible] রামানুজ মহাপূর্ণের নিকট [illegible] মাহাত্ম্য, স্তোত্র, সিদ্ধিত্রয়, পাঞ্চরাত্রাগম, গীতার্থ সংগ্রহ এবং ব্যাসসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন

গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট রামানুজের সাম্প্রদায়িক বিদ্যালাভ

রামানুজের প্রতিভা মহাপূর্ণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। মহাপূর্ণ * তাঁহার অত্যদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া শেষে আপন পুত্রকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং অবশিষ্ট বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহাকে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট যাইতে বলিলেন।

গোষ্ঠীপূর্ণ একজন মহা ভক্ত ও মন্ত্রার্থবিৎ জ্ঞানী মহাপুরুষ। ইনি যামুনাচার্যের একজন প্রিয় শিষ্য এবং তিরুকোট্টির বা গোষ্ঠীপুর নামক এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে বাস করিতেন।

গোষ্ঠীপূর্ণকর্তৃক রামানুজের দৃঢ়তা-পরীক্ষা

মহাপূর্ণের বাক্য শুনিয়া রামানুজ অবিলম্বে গোষ্ঠীপুর গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীরঙ্গম হইতে গোষ্ঠীপুর অধিক দূর ছিল না। সুতরাং তিনি অনতিবিলম্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গোষ্ঠীপূর্ণের চরণবন্দনাপূর্বক নিতান্ত বিনীতভাবে নিজ প্রার্থনা নিবেদন করিলেন।

গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের প্রার্থনা শুনিয়া উদাসীনভাবে বলিলেন—"আর একদিন আসিও।" সুতরাং রামানুজ আবার তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া শ্রীরঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন এবং দুই চারিদিন পরে—আর একদিন গোষ্ঠীপূর্ণের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এবারও তিনি পূর্ববৎ গুরুদেবের চরণবন্দনা করিয়া নিজ প্রার্থনা জানাইলেন গোষ্ঠীপূর্ণ এবারও তাঁহাকে "আর একদিন আসিও" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। অগত্যা তিনিও পূর্ববৎ "যে আজ্ঞা" বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এক দিন এক উৎসব উপলক্ষে গোষ্ঠীপূর্ণ শ্রীরঙ্গমে আসিয়াছেন, এমন সময় একজন ভক্ত সহসা ভগবদ্‌ভাবাবিষ্ট হইয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে বলিলেন—"গোষ্ঠীপূর্ণ! তুমি রামানুজকে স-রহস্য মন্ত্র উপদেশ দিও।" গোষ্ঠীপূর্ণ বিস্মিত হইলেন এবং ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"প্রভো! তোমারই নিয়ম 'ইদন্তে নাতপস্কায়' অর্থাৎ অভক্ত অতপস্ককে বিদ্যা দিতে নাই। বলুন আমি কি করি!" ফলতঃ ভাবাবিষ্ট ভক্তের কথাও গোষ্ঠীপূর্ণ কর্ণপাত করিলেন না।

কিন্তু রামানুজও ছাড়িবার পাত্র নহেন। রামানুজ আবার আসিলেন, গোষ্ঠীপূর্ণ

* কোন মতে রামানুজের মন্ত্রদাতা গুরু গোষ্ঠীপূর্ণ - মহাপূর্ণ গ্রন্থার্থদাতা গুরু।

আবার ফিরাইয়া দিলেন। এইরূপে গোষ্ঠীপূর্ণ যতবার তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন, রামানুজও ততবারই তাঁহার নিকট যাইতে লাগিলেন।

অবশেষে গোষ্ঠীপূর্ণের এক শিষ্য শ্রীরঙ্গমে আগমন করিলে রামানুজ তাঁহার নিকট মনোদুঃখ নিবেদন করিলেন। তিনি রামানুজের দুঃখ শুনিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলেন এবং ফিরিয়া গিয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে অতি কর্কশভাবে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন "আপনি কি রামানুজকে না মারিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না?" সকলে এই দৃশ্য দেখিয়া অবাক।

গোষ্ঠীপূর্ণ কিন্তু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, রামানুজকে দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া একাকী আসিতে বলিও। সে যতবার আসে সঙ্গে তাহার চেলা। সঙ্গে আবার দুইজন চেলা কেন?"

রামানুজের শিষ্যপ্রীতি

মুহূর্তমধ্যে এ সংবাদ রামানুজের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি দাশরথি ও শ্রীবৎসাঙ্ককে সঙ্গে লইয়া পূর্ববৎ উপস্থিত হইলেন এবং নিতান্ত কাতরতা প্রকাশপূর্বক মন্ত্রভিক্ষা করিতে লাগিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ বলিলেন—"আমি তো তোমায় একাকী আসিতে বলিয়াছি, সঙ্গে উহাদের আনিলে কেন?"

রামানুজ বলিলেন "প্রভো! দাশরথি আমার দণ্ড ও শ্রীবৎসাঙ্ক আমার কমণ্ডলু।" গোষ্ঠীপূর্ণ শিষ্যের প্রতি রামানুজের প্রগাঢ় ভালবাসা দেখিয়া ঈষৎ হাসিলেন এবং শিষ্যদ্বয়কে বিদায় দিতে বলিয়া অষ্টাদশবারের পর এইবার তাঁহাকে সরহস্য মন্ত্র প্রদান করিলেন।

রামানুজের সর্বসমক্ষে মন্ত্রপ্রকাশ

রামানুজের মন্ত্র প্রাপ্তি মাত্র রামানুজের হৃদয় এক অপূর্ব আলোকে আলোকিত হইল। জীবনের জ্বালা, যন্ত্রণা, সংশয়, অজ্ঞান সব যেন বিদূরিত হইয়া গেল। হৃদয় অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি যেন নবজীবন লাভ করিলেন।

পরদিন শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া রামানুজ শ্রীরঙ্গমের দিকে যাইতেছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে কি-এক ভাবের উদয় হইল—তিনি গোষ্ঠীপুরস্থ 'সৌম্য নারায়ণের' মন্দিরের মহোচ্চ দ্বার অভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইলেন তাহাকেই বলিতে লাগিলেন—"তোমরা আইস আমি আজ তোমাদিগকে এক অমূল্য রত্ন দিব।"

তাঁহার মুখকান্তি ও দিব্য জ্যোতিঃ দেখিয়া দলে-দলে লোকসকল মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। মুহূর্তমধ্যে এই সংবাদ নগরমধ্যে প্রচারিত হইল এবং ক্রমে অসংখ্য নগরবাসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন সময় রামানুজ সেই মন্দিরের মহোচ্চ দ্বারোপরি আরোহণ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"হে প্রাণপ্রতিম ভাই ভগিনিগণ! তোমরা যদি চিরতরে সংসারের যাবতীয় জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাও--তোমরা যদি সেই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম ভগবানকে লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে আমার সঙ্গে এই মন্ত্র বারত্রয় উচ্চারণ কর।"

সকলে তখন তারস্বরে বলিল, "মহাত্মন্! বলুন, কি—সে মন্ত্র, আমরা আপনার কৃপায় কৃতার্থ হই।"

রামানুজ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"বল—ওঁ নমো নারায়ণায়। ওঁ নমো নারায়ণায়। ওঁ নমো নারায়ণায়।"

জনসাধারণ সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে তিন বার ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিল। তাহারা যেমন উচ্চারণ করিল, অমনি তাহারাও যেন কি এক নব ভাবে বিভোর হইয়া গেল--তাহাদের জীবনগতি একেবারে ফিরিয়া গেল।

রামানুজের উপর গোষ্ঠীপূর্ণের ক্রোধশান্তি

এদিকে এ-সংবাদ গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট আসিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিবার জন্য রামানুজকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রামানুজও অবিলম্বে সসম্ভ্রমে গুরু-সন্নিধানে আসিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র চীৎকারপূর্বক বলিলেন--"দূর হও---নরাধম! তোমাকে মহামন্ত্র দিয়া আমি মহাপাপই করিয়াছি, আর যেন তোমার মুখদর্শন করিতে না হয়। জানিও তোমার ভবিষ্যতে অনন্ত নরক!"

রামানুজ কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন "প্রভো! আপনারই বাক্য—'যে এই মন্ত্র লাভ করিবে, সে পরমগতি লাভ করিবে।' যদি আমার ন্যায় এক ক্ষুদ্র জীবের অনন্ত নরক হইয়া এত লোকের মুক্তি হয় তো, আমার অনন্ত নরক, অনন্ত বৈকুণ্ঠবাস অপেক্ষাও বাঞ্ছনীয়।"

গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের কথা শুনিবামাত্র চমকিত হইলেন ও একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার ক্রোধ কোথায় অন্তর্হিত হইল এবং হৃদয় করুণরসে আর্দ্র হইয়া পড়িল। তিনি তখন প্রেমভরে রামানুজকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া

বলিলেন—"রামানুজ। তুমি ধন্য। তুমি শত ধন্য! আব তোমাব সম্পর্কে আজ আমিও ধন্য। তুমিই আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য। যাঁহাব এরূপ মহান হৃদয়, তিনি যে লোকপিতা ভগবান বিষ্ণুর অংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বামানুজ লজ্জাবনতমস্তকে গোষ্ঠীপূর্ণের পাদপদ্ম শিরে ধাবণপূর্বক বলিতে লাগিলেন—"ভগবন্! আপনি আমাব নিত্যগুরু, আপনাব কৃপাবলে আজ আমি ধন্য এবং সহস্র-সহস্র নবনাবীও ধন্য ; আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম।"

"রামানুজ সিদ্ধান্ত" নামকবণ—রামানুজের অবতারত্ব

গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের এই ব্যবহাবে তাঁহাব উপব যাবপবনাই প্রীত হইলেন। তিনি নিজপুত্র "সৌম্য-নারায়ণকে" তাঁহাব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিতে আদেশ কবিলেন এবং অন্যান্য শিষ্যগণকে বলিলেন—"দেখ, তোমরা অদ্য হইতে সমুদয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তকে 'বামানুজ সিদ্ধান্ত' এই নূতন নামে অভিহিত করিবে।" অনন্তব রামানুজ গু[illegible] [illegible]নমতি লইয়া সশিষ্য শ্রীবঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন এবং জনসাধারণ সকলে এখন হইতে বামানুজকে লক্ষ্মণেব অবতাব বলিয়া জ্ঞান কবিতে লাগিল।

কুরেশকে উপদেশদান

বামানুজ শ্রীবঙ্গমে ফিবিযা আসিলে কুবেশ গীতাব চরম-শ্লোকেব * অর্থাবগতিব জন্য তাঁহাব নিকট ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি কুবেশেব আগ্রহ দেখিযা তাঁহাকে এক বৎসব অপেক্ষা করিতে অথবা একমাস অভিমান-শূন্য হইযা ভিক্ষান্নমাত্র ভোজনপূর্বক ** দি[illegible] যাপন করিতে বলিলেন। গুরুভক্ত নিবভিমান কুবেশ তাহাই কবিলেন এবং একমাস পবে গুরুদেবেব নিকট মন্ত্রার্থলাভ কবিযা কৃতার্থ হইলেন।

দাশবথির পরীক্ষা

কুবেশেব পব দাশবথি চবম-শ্লোকেব বহস্য জানিবাব জন্য বামানুজেব কৃপা ভিক্ষা কবিতে লাগিলেন। বামানুজ জানিতেন—দাশবথি কিঞ্চিৎ বিদ্যাভিমানী তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে গোষ্ঠীপূর্ণেব নিকট হইতে উহা লাভ কবিতে বলিলেন দাশবথি তদনুসাবে ছয় মাস কাল গোষ্ঠীপূর্ণেব নিকট যাতাযাত কবিতে লাগিলেন।

* চবমশ্লোক সর্বধর্মান পবিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। গীতা ১৮ অঃ, ৬৬ শ্লোঃ

** মতান্তবে মঠদ্বাবে অনাহাব ও অনিদ্রিত অবস্থায় অবস্থান কবিযা।

কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। পরিশেষে গোষ্ঠীপূর্ণ একদিন দাশরথিকে বলিলেন—"বৎস দাশরথে! তুমি সকল প্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজ গুরুর পাদমূল আশ্রয় কর। তিনিই তোমায় মন্ত্রার্থ দিবেন।"

এই কথা শুনিয়া দাশরথি রামানুজের পদপ্রান্তে আসিয়া পতিত হইলেন এবং মন্ত্রার্থ অবগতির জন্য যাবপরনাই মিনতি করিতে লাগিলেন। রামানুজ কিন্তু তখনও মন্ত্রার্থ প্রদান করিলেন না, তিনি তখনও অপেক্ষা করা উচিত বিবেচনা করিলেন এবং দাশরথিকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন।

দাশরথির পাচক কর্ম

এই সময় হঠাৎ একদিন মহাপূর্ণের কন্যা অতুলা পিতার আদেশে রামানুজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতুলা রামানুজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ভ্রাতঃ! আমি আমার শ্বশুরালয়ে দূর হইতে জল আনিয়া রন্ধন করিতে বড় কষ্টবোধ করিতাম বলিয়া শ্বশ্রূমাতাকে কষ্টের কথা বলি। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'কেন বাছা? বাপের বাটি হইতে পাচক আনিতে পার নাই। আমার এত সংস্থান নাই যে পাচক রাখি।' অদ্য আমি পিতার নিকট আসিয়া এই কথা বলিলাম। তিনি তোমার নিকট আসিতে বলিলেন। এজন্য অদ্য তোমার নিকট আসিয়াছি। বল ভ্রাতঃ! আমার কি কর্তব্য?"

রামানুজ ইহা শুনিবামাত্র দাশরথিকে দেখাইয়া বলিলেন—"যাও ভগিনী! গৃহে যাও, এই দাশরথি তোমার পাচকের কর্ম করিবে।" অতুলা দাশরথিকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। দাশরথিও তথায় কোনরূপ লজ্জা বা অভিমানবোধ না করিয়া পাচকের কর্ম করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে ছয়মাস অতীত হইয়া গেল। একদিন অতুলার শ্বশুর বাটিতে এক বৈষ্ণব পণ্ডিত শাস্ত্রের একটি শ্লোকের ভুল ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। দাশরথি তাহা শুনিয়া বিনীতভাবে ইহার প্রতিবাদ করেন।

ব্যাখ্যাকর্তা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"মূঢ়! তুমি পাচক ব্রাহ্মণ, তুমি শাস্ত্রের অর্থ কি জান? কর দেখি ইহার ব্যাখ্যা।" দাশরথি তিলমাত্র দুঃখিত না হইয়া ধীরভাবে ইহার সদ্‌ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া যারপরনাই পরিতুষ্ট হইলেন, কিন্তু ইহার পরই দাশরথি আসিয়া তাঁহার পদস্পর্শপূর্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

ইহা দেখিয়া সকলে তাঁহার এইরূপ দাস্যবৃত্তির হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দাশরথি বলিলেন—তিনি তাঁহার গুরুদেব রামানুজের আদেশপালনার্থ এই কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। দাশরথির কথা শুনিয়া সকলে নির্বাক। ইহাতে সকলেই দাশরথিকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে সেই সকল লোক দলবদ্ধ হইয়া শ্রীরঙ্গমে আসিয়া রামানুজকে বলিলেন—"মহাত্মন্ ! দাশরথির প্রতি আপনার এত কঠোর আদেশ কেন? তিনি নিতান্ত নিরভিমান ও সাক্ষাৎ পরমহংসস্বরূপ, তাঁহার মতো ব্যক্তি পাচকের কর্ম করিবেন—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।" রামানুজ ইহাদের কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং স্বয়ং তাহাদের সহিত গমন করিয়া দাশরথিকে শ্রীরঙ্গমে আনিয়া মন্ত্রার্থ প্রদান করিলেন।

মালাধরের নিকট রামানুজের শিক্ষা

ইহার কিছুদিন পরে গোষ্ঠীপূর্ণের ইচ্ছানুসারে রামানুজ মালাধরের নিকট শঠারিসূক্ত বা সহস্রগীতি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অধ্যয়নকালে তিনি মালাধরের ব্যাখ্যা অপেক্ষা স্থলে স্থলে উত্তম ব্যাখ্যা যোজনা করিয়া সে সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে চাহিতেন। মালাধর কিন্তু ইহা রামানুজের পক্ষে ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এমন কি, অবশেষে তিনি অধ্যাপনা-কার্যেই বিরত হয়েন।

কিছুদিন পরে গোষ্ঠীপূর্ণ ইহা জানিতে পারেন এবং মালাধরের নিকট রামানুজের মহত্ত্ব কীর্তন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে অধ্যয়ন-কার্যে সম্মত করেন। ইহার পরও আবার একদিন মালাধরের ব্যাখ্যা শুনিয়া রামানুজ নিজে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু মালাধর এবার তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পুত্র, 'সুন্দরবাহু'র সহিত স্বয়ং তাঁহাকে গুরু বলিয়া সম্মানিত করিলেন। রামানুজ কিন্তু তথাপি মালাধরকে পূর্বের ন্যায় গুরুজ্ঞানেই পূজা করিতেন একদিনের জন্যও কখন অন্যথাচরণ করেন নাই।

বররঙ্গের নিকট রামানুজের শিক্ষা

মালাধরের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইলে মহাপূর্ণ রামানুজকে বররঙ্গের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে বলেন। বররঙ্গ যামুন-মুনির প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তিনি নৃত্যগীতদ্বারা রঙ্গনাথের সেবা করিতেন। রামানুজ ছয় মাস কাল তাঁহার সর্বপ্রকার সেবাকার্যে নিযুক্ত রহিলেন। গাত্রে হরিদ্রাচূর্ণ-মর্দন, ক্ষীরপ্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কর্মদ্বারা তিনি গুরুদেবের সন্তোষ বিধান করিয়া পরিশেষে তাঁহার নিকট পরমপুরুষার্থ জ্ঞানলাভ করিলেন। এই সময় তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করেন,

উহা তদবধি 'গদ্যত্রয়' নামে জনসমাজে বিখ্যাত হইল। এখানেও রামানুজের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বররঙ্গ নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করেন।

রামানুজ বৈষ্ণবসমাজের নেতা

রামানুজ এইরূপে কাঞ্চীপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গের নিকট হইতে নিখিল বিদ্যা লাভ করিলেন। যামুন-মুনির এই পাঁচজন অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন, ইঁহারা প্রত্যেকে তাঁহার এক-একটি ভাব মাত্র লইতে পারিয়াছিলেন, সমগ্র ভাব কেহই গ্রহণে সমর্থ হয়েন নাই। এক্ষণে রামানুজে তাহাই আবার একত্রিত হইল। রামানুজ যামুনাচার্যের সকল প্রধান শিষ্যের নিকট শিক্ষা লাভ করায় কাহারও আর কোন বিষয়ে তাঁহার সম্বন্ধে কোন আপত্তির হেতু রহিল না। এখন সকলের চক্ষেই তিনি সর্বগুণসম্পন্ন ও বৈষ্ণবসমাজের নেতা হইলেন।

শ্রীরঙ্গনাথের অর্চকগণকর্তৃক রামানুজের প্রাণনাশচেষ্টা

রামানুজের সর্ববিষয়ে আধিপত্য ও মন্দিরের নূতন ব্যবস্থাদর্শনে শ্রীরঙ্গনাথের অর্চকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা স্বার্থহানির ভয়ে রামানুজের প্রাণনাশে সচেষ্ট হইলেন। রামানুজ নিয়মপূর্বক সাত বাড়ী ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। একদিন তিনি যে গৃহে ভিক্ষা করিবেন, অর্চকগণ তাহা স্থির করিলেন এবং গৃহস্বামীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া বিষ-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন।

গৃহস্বামী গোপনে নিজ গৃহিণীকে রামানুজের অন্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। গৃহিণীর ইহাতে ঘোর আপত্তি থাকিলেও পতির উৎপীড়নভয়ে অগত্যা তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। যথাসময়ে রামানুজ আসিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহার পাদবন্দনাচ্ছলে অঙ্গুলিদ্বারা রামানুজের পাদদেশে ইঙ্গিত করিলেন এবং পরে সেই বিষান্ন আনিয়া দিলেন।

রামানুজ বুঝিতে পারিয়া উক্ত অন্ন হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া একটি কুকুরকে দিলেন। কুক্কুরটি উহা খাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর রামানুজ কাবেরীতীরে যাইয়া অবশিষ্ট অন্ন জলে ফেলিয়া দিলেন ও নিজে অপরাধী ভাবিয়া অনাহারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে এই কথা গোষ্ঠীপূর্ণের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ত্বরাপূর্বক শ্রীরঙ্গম-উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ আসিতেছেন শুনিয়া রামানুজও

সশিষ্য তাঁহার অভ্যর্থনা-নিমিত্ত বালুকাময় নদীর তীরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল। গোষ্ঠীপূর্ণ এপারে আসিবামাত্র রামানুজ ছিন্নমূল তরুবরের ন্যায় সেই তপ্ত বালুকার উপর তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন।

রামানুজের ধৈর্য পরীক্ষা

গোষ্ঠীপূর্ণ কিন্তু অপরের মুখে বিষপ্রয়োগের কথা শুনিতে ব্যস্ত—রামানুজকে আর উঠিতে বলেন না। সুতরাং রামানুজ সেই তপ্ত বালুকার উপরই দগ্ধ হইতে লাগিলেন! এদিকে "প্রণতার্তিহর" নামক রামানুজের এক শিষ্য গোষ্ঠীপূর্ণের এই আচরণে যারপরনাই ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া রামানুজকে বলপূর্বক স্কন্ধে তুলিয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে বলিলেন—"আপনি কি আমাদের গুরুদেবকে মারিয়া ফেলিতে চাহেন? এমন দয়ার সাগর গুরু কি আর আছে? প্রণতার্তিহরের ব্যবহারে রামানুজ প্রভৃতি সকলেই যারপরনাই ভীত হইলেন, কি জানি—গোষ্ঠীপূর্ণ যদি ক্রুদ্ধ হন।

রামানুজের ভিক্ষাগ্রহণ বন্ধ

গোষ্ঠীপূর্ণ তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"রামানুজ! আজ হইতে তুমি তোমার এই শিষ্যদ্বারা পাক করাইয়া ভোজন করিও, আমার আজ্ঞা, ইহাতে তোমার যতিধর্ম নষ্ট হইবে না! আমি দেখিতেছিলাম, তোমাকে ভালবাসে এমন তোমার কোন শিষ্য আছে কি না? প্রণতার্তিহর! তুমি ধন্য। আমি আশীর্বাদ করি, অচিরে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হউক।"*

রামানুজকর্তৃক বিষ জীর্ণ

অর্চকগণের এই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহারা যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন এবং এবার প্রধান অর্চক স্বয়ংই এ কার্য সম্পন্ন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রামানুজ নিত্য সন্ধ্যাকালে ভগবদ্দর্শন করিয়া মঠে ফিরিতেন। একদিন প্রধান অর্চক এই সময় রামানুজকে একাকী দেখিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিতে ইচ্ছা করিলেন।

রামানুজ মহাভাগ্য জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে প্রসাদ গ্রহণপূর্বক আনন্দে তাহা

---

* মতান্তরে, প্রধান অর্চক, নিজ গৃহিণী দ্বারা রামানুজকে বিষান্ন প্রদান করেন, কিন্তু তিনি ঐ যতির অমিয়কান্তি দেখিয়া বাৎসল্যভাবে মুগ্ধ হইয়া কৌশলে তাঁহাকে সাব[illegible] করিয়া দেন। রামানুজ নিজকে অপরাধী ভাবিয়া নদীতীরে যাইয়া বালুকোপরি অনাহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং গোষ্ঠীপূর্ণ আসিলে প্রধান অর্চকের উদ্ধারের জন্য রোদন করিতে থাকেন। গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে বুঝাইয়া মঠে ফিরাইয়া আনেন। ইত্যাদি।

ভক্ষণ করিলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন যে ইহার সহিত বিষ মিশ্রিত আছে। নিমেষমধ্যে শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইল। তিনি টলিতে টলিতে কোন মতে মঠে আসিলেন। ক্রমে শিষ্যগণও ইহা বুঝিতে পারিয়া যারপরনাই কাতর হইলেন ও বিষশান্তির নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামানুজ কিন্তু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন এবং সমস্ত রাত্রি ভগবৎস্মরণ করিয়া সেই বিষ জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

অর্চকগণ ভাবিয়াছিলেন পরদিন প্রাতে আর রামানুজকে জীবিত থাকিতে হইবে না ; কিন্তু ফল বিপরীত ঘটিল। * প্রাতে শিষ্যগণ রামানুজকে লইয়া মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উদ্দাম নৃত্যে মেদিনী কম্পিত ও আনন্দধ্বনিতে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

রামানুজের দয়া ও ক্ষমা

প্রধান অর্চক ইহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং অনুতাপের দারুণ দাবানলে দগ্ধ হইয়া বাতাহত ছিন্ন তরুশাখার ন্যায় রামানুজের পদতলে আসিয়া পতিত হইলেন। দয়ার সাগর রামানুজ ইঁহার মর্মবিদারক কাতরতা দেখিয়া বিচলিত হইলেন। তিনি সস্নেহে তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গনপূর্বক বলিলেন "ভ্রাতঃ! যাহা হইবার হইয়াছে, আর এইরূপ কর্ম করিওনা। ভগবান তোমার অপরাধ মার্জনা করিবেন।"

প্রধান অর্চক একেই তো রামানুজের দৈবশক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবার তাঁহার ক্ষমাগুণ দেখিয়া তাঁহাকে ভগবদবতার বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং যাবজ্জীবন তাঁহার ক্রীতদাস হইয়া রহিলেন।

অদ্বৈতবাদী যজ্ঞমূর্তির সহিত বিচার

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল রামানুজের কীর্তি ও মহত্ত্ব দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সময় "যজ্ঞমূর্তি" নামক এক অদ্বৈতবাদী মহাপণ্ডিত কাশীতে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ইঁহার সঙ্গে সর্বদা বহু শিষ্য ও এক গাড়ী পুস্তক থাকিত।

ইনি একদিন শুনিতে পাইলেন---রামানুজাচার্য নামক কোন এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী শ্রীরঙ্গমে অদ্বৈতবাদখণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিতেছেন। ইহা শুনিবামাত্র যজ্ঞমূর্তি শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রামানুজকে বিচারে আহ্বান করিলেন। আচার্য রামানুজ ভক্ত হইলেও মহাপণ্ডিত--তিনি পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন।

* (১) মতান্তরে প্রসাদ নহে চরণামৃত। (২) 'গরুড়বাহন' বৈদ্য চিকিৎসার দ্বারা রামানুজকে অনাময় করেন। এই বৈদ্য রামানুজের একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন।

"মুমুক্ষুবদ্ধজীব—কৈবল্যপর এবং মোক্ষপরভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে মোক্ষপর মুমুক্ষুবদ্ধ জীব—ভক্ত ও প্রপন্নভেদে দ্বিবিধ। এই প্রপন্ন আবার একান্তী ও পরমৈকান্তীভেদে দুই প্রকার এবং পরমৈকান্তী প্রপন্ন—দৃপ্ত ও আর্তভেদে দুই প্রকার হয়।

"পর ঈশ্বর একমাত্র, তিনি নারায়ণ। ব্যূহ—কেশবাদি এবং বাসুদেবাদিভেদে প্রথমতঃ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে বাসুদেবাদি ব্যূহ—বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, সংকর্ষণ ও প্রদ্যুম্নভেদে চারি প্রকার। বিভব—মৎস্যাদি অবতার, ইহা অনন্ত। অন্তর্যামী—প্রতিশরীরবর্তী এবং অর্চাবতার—বহু ; যথা—শ্রীরঙ্গনাথ, বেঙ্কটনাথ প্রভৃতি। ইহাই হইল স্থূলতঃ আমাদের মতে পদার্থবিভাগ।

"আর এক কথায় যদি বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, চিৎ অর্থাৎ চেতন যথা—জীবাদি এবং অচিৎ অর্থাৎ জড় যথা—প্রকৃতি, কাল প্রভৃতি এতদ্ উভয়বিশিষ্ট ঈশ্বর। এই ঈশ্বর চেতনজীবেরও চেতন, সুতরাং চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ থাকিলেও ইহারা ঈশ্বরের শরীর, আর শরীর বলিয়া ঈশ্বরের সহিত ইহাদের অভেদও আছে।"

যজ্ঞমূর্তি বলিলেন—"আচ্ছা, এক্ষণে আপনি উক্ত পদার্থগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করুন। কারণ, আপনাদের সিদ্ধান্ত দেখিতেছি এক প্রকার স্বতন্ত্র। আপনারা সকল মতেরই কিছু কিছু লইয়া একটি পৃথক মত গঠন করিয়াছেন।"

আচার্য রামানুজ বলিলেন—"বেশ কথা, আপনি শুনুন, আমি একে-একে বলিতেছি।" এই বলিয়া আচার্য রামানুজ নিজ মত বলিতে লাগিলেন এবং অপরাপর মতের সহিত নিজের কোথায় পার্থক্য তাহাও প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ যাঁহারা এই বিচারসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন সকলেই রামানুজাচার্যের প্রতিভা এবং যজ্ঞমূর্তির গাম্ভীর্য দেখিয়া উভয়কেই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উভয়ের বিবাদ যেন এক অপূর্ব দৃশ্য হইয়া উঠিল। *

এইভাবে কয়েক দিন পর্যন্ত আচার্য রামানুজ নিজমত বিবৃত করিলেন এবং যজ্ঞমূর্তিও ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন। অনন্তর যজ্ঞমূর্তি আচার্যকে বলিলেন—"আচ্ছা এক্ষণে বলুন—অদ্বৈতমতে অসামঞ্জস্য কোথায়? আমি তাহার উত্তর প্রদান করিব, তৎপরে আপনার মতের দোষ প্রদর্শন করিব।"

---

* রামানুজাচার্যের মতটি সংক্ষেপে সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে শ্রীনিবাস দাস বিরচিত যতীন্দ্রমতদীপিকা নামক গ্রন্থখানি উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। প্রাপ্তিস্থান : পুণা, আনন্দাশ্রম। মূল্য ৫ সিকা মাত্র।

অদ্বৈতমতের দোষ

আচার্য বলিলেন—"বেশ কথা, তবে শুনুন, অদ্বৈতমত সম্বন্ধে আমরা কি বলিয়া থাকি। আমাদের বিবেচনায় অদ্বৈতমতে বহু দোষ, এক্ষণে প্রধান কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি। যথা-—(১) আশ্রয়ানুপপত্তি (২) তিরোধানানুপপত্তি (৩) স্বরূপানুপপত্তি (৪) অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তি, (৫) প্রমাণানুপপত্তি (৬) নিবর্তকানুপপত্তি এবং (৭) নিবৃত্ত্যনুপপত্তি। আপনি ইহাদের উত্তর দিন।

"প্রথম দোষ-— আশ্রয়ানুপপত্তি। অর্থাৎ অবিদ্যার আশ্রয়নির্ণয় হয় না। কারণ অবিদ্যাবশে যদি জীবের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে সেই অবিদ্যা জীবে থাকিতে পারে না—অন্যত্রই তাহাকে থাকিতে হইবে। জীবাশ্রিত অবিদ্যা জীবের উৎপাদক হয় না, হইলে অন্যোন্যাশ্রয় হয়। তাহার পর এই অবিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মও হন না। কারণ, ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানস্বরূপ, তাহাতে অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা থাকিবে কিরূপে? সূর্যালোকে অন্ধকার তো থাকে না। অতএব অবিদ্যার আশ্রয়নির্ণয় হয় না। সুতরাং বেদান্তীর অবিদ্যাই অসিদ্ধ।

"দ্বিতীয় দোষ-—তিরোধান অনুপপত্তি, অর্থাৎ অবিদ্যা ব্রহ্মকে কোনরূপে তিরোধান করিতে বা আবরণ করিতে পারে না। যিনি জ্ঞানস্বরূপ তাঁহাকে অবিদ্যা আবৃত করিবে কিরূপে? ইহা হইলে ব্রহ্মেরই স্বরূপহানি স্বীকার করিতে হয়। অতএব ব্রহ্মের তিরোধান অবিদ্যাবশে হয়— ইহা সিদ্ধ হইল না। সুতরাং অদ্বৈতবাদের মূলই উচ্ছিন্ন হইল।

"তৃতীয় দোষ স্বরূপানুপপত্তি অর্থাৎ অবিদ্যাকে যখন একটা কিছু বলিতে হইবে, তখন ইহা হয় সৎস্বরূপ, কিংবা অসৎস্বরূপ। কিন্তু অদ্বৈতমতে ইহাকে সৎস্বরূপও বলা হয় না বা অসৎস্বরূপও বলা হয় না। বস্তুতঃ যতক্ষণ ইহাকে যথার্থ অনর্থকারক ভ্রম এবং ব্রহ্মাভিন্ন না বলা যায়, ততক্ষণ ইহার মায়িকত্বই সিদ্ধ হয় না। মায়াই তো যত অনর্থের মূল। অতএব অদ্বৈতমতে অবিদ্যা যে সদসদ্ভিন্নস্বরূপ তাহাই উৎপন্ন হয় না। এজন্য অদ্বৈতমতে অবিদ্যার স্বরূপই অসিদ্ধ

"চতুর্থ দোষ- অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তি অর্থাৎ অদ্বৈতমতে যে অঘটনঘটন-পটিয়সী মায়া বা অবিদ্যা স্বীকার করা হয়, তাহা ভাবস্বরূপ কিংবা অভাবস্বরূপ নহে বলিয়া তাহার কোনরূপ লক্ষণই সম্ভবপর হয় না। জ্ঞানমাত্রই ভাব বা অভাববস্তুকেই বিষয় করে। কিন্তু যদি বলা হয়—জ্ঞানের যে বিষয় তাহা ভাবরূপও নহে, অভাবরূপও নহে, তাহা হইলে সকল বস্তুই সকল জ্ঞানের বিষয়

হইতে পারে। অতএব অবিদ্যাকে যে অনির্বচনীয়স্বরূপ বলিয়া তাহার লক্ষণ সম্ভব বলিবে—তাহাও বলা যায় না। অনির্বচনীয় বলিলেই তাহা ভাব বা অভাবের অন্তর্গত হইবে। অতএব অদ্বৈতমতে অবিদ্যার লক্ষণই অসিদ্ধ।

"পঞ্চম দোষ—প্রমাণানুপপত্তি অর্থাৎ এতাদৃশ অবিদ্যার কোন প্রমাণ নাই। অর্থাৎ ইহার কি প্রত্যক্ষ, কি অনুমান এবং কি শব্দ—কোন প্রমাণই নাই। অতএব অবিদ্যাস্বীকারে প্রমাণেরও অনুপপত্তি হয়।

"ষষ্ঠ দোষ- -নিবর্তকানুপপত্তি অর্থাৎ নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানে এই অবিদ্যার নিবৃত্তিও হইতে পারে না। কারণ, নির্গুণব্রহ্মের জ্ঞানই অসম্ভব। জ্ঞান যাহারই হয় তাহাই সগুণ। অতএব নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানে যে এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে—তাহাও হইল না।

"সপ্তম দোষ—নিবৃত্তি অনুপপত্তি অর্থাৎ অদ্বৈতমতের যে অবিদ্যা তাহার নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। কারণ, অদ্বৈতমতে অবিদ্যা অনাদি ভাবরূপ। অনাদি ভাবরূপ বস্তুর আত্যন্তিক বিনাশ অসম্ভব।

"এই সাতটি অখণ্ডনীয় দোষবশতঃ অদ্বৈতমত যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন। এক্ষণে আপনি ইহার কি খণ্ডন করিবেন করুন।"

যজ্ঞমূর্তিকর্তৃক অদ্বৈতমতের দোষোদ্ধার

যজ্ঞমূর্তি বলিলেন—"আপনি যে সাতটি দোষ প্রদর্শন করিলেন সে সকলই অবিদ্যা ও ব্রহ্মসংক্রান্ত। ইহাদের উত্তর আচার্যগণ উত্তমরূপেই প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে শুনুন—আমি একে একে ইহাদের উত্তর দিতেছি।

"প্রথম—আশ্রয়ানুপপত্তি নামক যে দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই। দেখুন—অদ্বৈতসম্প্রদায়ের কোন কোন আচার্য ব্রহ্মকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়াছেন এবং কোন কোন আচার্য জীবকেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়াছেন। উভয় মতেই কোন অসঙ্গতি হয় না। প্রথম, ব্রহ্মকে যখন অবিদ্যার আশ্রয় বলা হয়, তখন বলা হয়—এই অবিদ্যা মিথ্যাবস্তু, সুতরাং ইহাতে ব্রহ্মের কোন অন্যথাভাব বা অসঙ্গত্বের হানি হয় না। যেটুকু বোধ হয় তাহাও মিথ্যাই হয়। সূর্যালোকে যে অন্ধকার থাকে না—বলা হয়, তাহা সঙ্গত দৃষ্টান্ত হয় নাই। কারণ, সূর্য যেরূপ সত্তাসম্পন্ন, অন্ধকারও তদ্রূপ সত্তাসম্পন্ন, এজন্য তাহাদের বিরোধ দুরপনেয়। কিন্তু ব্রহ্মের সত্তা ও অবিদ্যার সত্তা তো সমান নহে। ব্রহ্ম তিন কালেই একরূপে বর্তমান, আর অবিদ্যা বর্তমানকালে মাত্র বর্তমান বলিয়া বোধ হয়, অর্থাৎ তাহার প্রতীতি হয় বলিয়া তাহাকে সৎ বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্ম সৎ

বলিয়াই প্রতীত হন। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার বিরোধ কোথায়? রজ্জুকে যে সর্প আশ্রয় করে, তাহাতে কি রজ্জুর সহিত বিরোধ হয়? অবিদ্যা যদি ব্রহ্মের ন্যায় সদ্বস্তু হইত, তাহা হইলে আপনাব আপত্তি সার্থক হইত।

"তাহাব পব জীবকে যদি অবিদ্যাব আশ্রয় বলা যায়, তাহাতেও দোষ নাই। কাবণ, অবিদ্যাবশে জীবের যে উৎপত্তি বলা হয়, সে উৎপত্তি যথার্থ উৎপত্তি নহে। জীব এবং অবিদ্যা উভয়েই অদ্বৈতমতে অনাদি। অনাদি বস্তুকে উৎপন্ন বলা—ব্যবহাবমাত্র। তাহা যথার্থ উৎপত্তিই নহে। অবিদ্যাবশে যে জীবেব উৎপত্তি, সেই জীব তাহাব আশ্রয় হয় বলিলে আপনার অভিপ্রেত যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ তাহা হইত। দর্পণ ও প্রতিবিম্বেব কি জন্যজনকভাব আছে? বীজ হইতে বৃক্ষ হয় এবং বৃক্ষ হইতে বীজ হয়, আব সেই বীজ বৃক্ষেব আশ্রয় হয় এবং বৃক্ষও বীজেব আশ্রয় হয়, ইহাতে কি অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়? অনাদি বস্তুতে এ দোষ হয় না। এই জীবও বস্তুতঃ অর্থাৎ পবমার্থতঃ শুদ্ধ ব্রহ্মই, সুতবাং পূর্বোক্ত মত এবং এই মত বস্তুতঃ অভিন্ন এবং কোন মতেই অসঙ্গতি নাই।

"দ্বিতীয়—তিরোধানানুপপত্তি বলিয়া যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত। কাবণ, অবিদ্যা যে ব্রহ্মকে আবৃত কবিতে পাবে না—বলিয়াছেন, তাহা আলোক ও অন্ধকারেব ন্যায় সমসত্তাক বিরোধ নহে যে, অসম্ভব হইবে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের যে বিরোধ তাহা বৃত্তিজ্ঞানের সম্বন্ধেই অদ্বৈতবাদী বলেন। যেমন ঘটজ্ঞানকালে ঘটবিষয়ক অজ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ ঘটাকার বৃত্তিজ্ঞান ঘটবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী, ব্রহ্ম তদ্রূপ অজ্ঞানের বিরোধী নহে, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক বৃত্তিজ্ঞানই সেই ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের বিরোধী। আর এই ঘটবিষয়ক বা ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের পূর্বে ঘটবিষয়ক বা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানই থাকে বলিয়া ঘট বা ব্রহ্ম উক্ত অজ্ঞানদ্বারা আবৃত বা তিরোহিত বলা হয়। যেমন রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান রজ্জুকে তিরোহিতই করিয়া রাখে। কিন্তু বস্তুতঃ রজ্জু তিরোহিত নহে, তদ্রূপ ব্রহ্ম কখনই যথার্থরূপে তিরোহিত নহে। শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিদ্যা কোন কালেই নাই। কেবল প্রপঞ্চদর্শনকালে মিথ্যা সম্বন্ধেই অবিদ্যা স্বীকার করা হয়, আর সুতরাং তাহার দ্বারা ব্রহ্মে, তাদৃশ তিরোধান হইবে না কেন? অতএব এই আপত্তিও আপনাদের অসার বলিতে হইবে।

"তৃতীয়—এই স্বরূপানুপপত্তি অর্থাৎ অবিদ্যা স্বরূপই সিদ্ধ হয় না—এই যাহা বলিয়াছেন, তাহাও যুক্তিসহ নহে। কাবণ, সৎ এবং অসৎ ভিন্ন যে কিছু নাই ইহা বলা যায় না। যাহা মিথ্যা, তাহা সৎও নহে এবং অসৎও নহে।

তাহাকে সদসদ্‌ভিন্নই বলা হয় ; কারণ, যাহা সৎ তাহার বিনাশ হইতে পারে না এবং যাহা অসৎ তাহার জ্ঞানও হয় না । যেমন সদ্ ব্রহ্মের বিনাশ নাই এবং অসৎ বন্ধ্যাপুত্রের কখনও জ্ঞান হয় না । "বন্ধ্যাপুত্র" এই শব্দজন্য যে জ্ঞান তাহাও জ্ঞান নহে । তাহা বিকল্প নামক বৃত্তিবিশেষ । কিন্তু রজ্জুতে যে সর্পের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের বিষয় যে সর্প, সেই সর্প দেখাও যায় এবং নাইও বটে । রজ্জুতে সর্প সৎ হইলে তাহার অন্যথাজ্ঞান হইত না এবং অসৎ হইলে দেখাও যাইত না। অতএব অবিদ্যা 'একটা কিছু' বলিয়া যে তাহা হয় সৎ, না হয় অসৎ হইবে এরূপ বলা যায় না । তাহার পর যাহা মায়িক হইবে, তাহাই যে যথার্থ অনর্থকর হইবে বলা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত । কারণ, মায়ার অনর্থকারিতা যথার্থ বলিবার আবশ্যকতা নাই । মায়াজন্য যে অনর্থ, তাহা মায়ারই মতো যথার্থ, মায়ার নাশে তাহার নাশ হয় । যথার্থ অনর্থ নাই তথাপি তাহাকে যথার্থ মনে করা হয়—ইহাই আমাদের মতে মায়া।

"চতুর্থ—যে অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তি, অর্থাৎ অবিদ্যা ভাব বা অভাবের মধ্যে কোন প্রকার না বলিলে জ্ঞানের বিষয় হয় না, সুতরাং ইহার লক্ষণ নাই, ইত্যাদি—যাহা বলিয়াছেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে । অদ্বৈতী অবিদ্যাকে অভাববিলক্ষণ অভিপ্রায়ে ভাববস্তুই বলেন । ইহা অনাদি এবং ব্রহ্মজ্ঞানে ইহার নিরবশেষ বিনাশ হয় বলা হয় । ইহার প্রতীতিকালে ইহা ভাবরূপ আর ব্রহ্মজ্ঞানে ইহা অভাবরূপ । এই ভাবরূপ অবিদ্যা সৎ নহে, অসৎও নহে, কিন্তু সদসদ্‌ভিন্ন অর্থাৎ অনির্বচনীয় । এজন্য অনির্বচনীয়ত্বই ইহার লক্ষণ । অর্থাৎ ইহা ভাবরূপ হইয়া ব্রহ্মের ন্যায় সৎ নহে এবং বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎও নহে, কিন্তু রজ্জুসর্পের ন্যায় সদসদ্‌ভিন্ন মিথ্যারূপ । অতএব ইহার লক্ষণ নাই যে বলা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থই হইল।

"পঞ্চম—যে প্রমাণানুপপত্তি অর্থাৎ অবিদ্যার প্রমাণ নাই বলা হইয়াছিল তাহাও অসঙ্গত । কারণ,'আমি অজ্ঞ' ইহাই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্' এই শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি বহু শ্রুতিই ইহার শাব্দ প্রমাণ । এইরূপ অনুমান প্রমাণ, যথা— প্রমাজ্ঞানমাত্র, নিজ প্রাগভাব হইতে অতিরিক্ত কোন অনাদি বস্তুর নিবর্তক, যেহেতু তাহা প্রমা, এজন্য ঘটপ্রমাকে পক্ষ করিয়া ঘটপ্রমার প্রাগভাবাতিরিক্ত অনাদিনাশকত্ব সাধ্য করিলে প্রমাত্বই তাহার হেতু হইবে। পটপ্রমা তাহার দৃষ্টান্ত। এস্থলে পটপ্রমা ঘটপ্রমার প্রাগভাবাতিরিক্ত পটপ্রমার প্রাগভাবনিবর্তক হইতেছে বলিয়া সাধ্যপ্রসিদ্ধি আছে, পক্ষধর্মতাবলে এই সাধ্য পক্ষে সিদ্ধ হইলেই অনাদি অবিদ্যার সিদ্ধি হয়---এইরূপ বহু প্রমাণই আছে।

"ষষ্ঠ—নিবর্তকানুপপত্তি অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানে এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে না, যেহেতু নির্গুণের জ্ঞানই হয় না—ইত্যাদি, যাহা বলিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত। কারণ, গুণের যে জ্ঞান তাহা তো নির্গুণেরই জ্ঞান। যেহেতু গুণ নির্গুণই হয়। আর যাবতীয় সগুণ বস্তুর জ্ঞানেই নির্গুণের জ্ঞান প্রকারান্তরে পূর্বেই হইয়া থাকে। গুণযুক্ত বলিলে গুণশূন্য কিছুর একটা জ্ঞানই হয়। প্রথমে নির্গুণের জ্ঞান না হইলে, গুণযুক্তের জ্ঞানই হয় না।

"যদি বলা যায়---যাহা নিত্যগুণযুক্ত তাহাকে যে গুণযুক্ত বলিয়া জ্ঞান হয়, সে জ্ঞানে তো প্রথমে নির্গুণের জ্ঞান স্বীকার্য নহে। তাহার উত্তর এই যে, যাহা নিত্যগুণযুক্ত তাহাতে গুণগুণিভাবকল্পনাই ভ্রমমাত্র। যে গুণ নিত্যযুক্ত তাহা তাহার গুণ নহে, তাহা তাহার স্বরূপ।

"যদি বলা হয় নির্গুণ শব্দের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা 'বন্ধ্যাপুত্র'এই শব্দজন্য একটা বিকল্পবৃত্তি, তাহা জ্ঞান নহে। তাহা হইলে বলিব—তাহাও নহে। কারণ, নির্গুণ পদে 'একটা কিছু' বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু এই 'বন্ধ্যাপুত্র' শব্দ হইতে 'একটা কিছু' এরূপ জ্ঞানও হয় না। অবিদ্যাই ব্রহ্মকে সগুণ করে বলিয়া নির্গুণব্রহ্মের জ্ঞানে অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিদ্যাহীন---এই জ্ঞানে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। অতএব এ আপত্তিও নিরর্থক।

"সপ্তম--যে নিবৃত্তির অনুপপত্তি, তাহাও অন্যায় আশঙ্কা। কারণ, অধিষ্ঠানজ্ঞানে যে ভ্রমনিবৃত্তি হয়, তাহা রজ্জুসর্পাদিস্থলে প্রত্যক্ষই হয়। অবিদ্যা ভাবরূপ ও অনাদি বলিয়া যে তাহার নাশ অসম্ভব—একথাও বলা যায় না। কারণ, অনাদি প্রাগভাবের নাশ আছে এবং ভাববিরোধী অনাদি অত্যন্তাভাবেরও বিনাশ নাই। অতএব ভাববস্তু অনাদি বলিয়াই যে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না বলিবেন---তাহাও বলা যায় না।"

আচার্য রামানুজ যজ্ঞমূর্তির এই উত্তর শুনিয়া অতি সূক্ষ্ম জটিল তর্কের অবতারণা করিলেন, যজ্ঞমূর্তিও তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। আচার্য বহু চেষ্টাতেও যজ্ঞমূর্তির প্রতিভা খর্ব করিতে পারিলেন না। অনন্তর যজ্ঞমূর্তি আচার্যকে বলিলেন—"আচ্ছা—আপনি এক্ষণে আমার আপত্তির উত্তর দিন। আপনার আপত্তির উত্তর আমি যাহা দিয়াছি তাহার খণ্ডন আপনি যাহাই করিলেন, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না। দেখিব—এক্ষণে আপনি আমার আপত্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া স্বীকার করেন কি না।"

দৈববলে বলীয়ান অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন আচার্য রামানুজ তাহাতে পশ্চাৎপদ হইবেন কেন? তিনি যজ্ঞমূর্তির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যজ্ঞমূর্তি বলিতে

লাগিলেন—"আমি অধিক কথা বলিব না। আপনার মতে আমার বহু আপত্তি থাকিলেও আমি কয়েকটি মাত্র বলিব। আপনি তাহাব উত্তর দিন।"

যজ্ঞমূর্তির রামানুজমত আক্রমণ

যজ্ঞমূর্তি বলিলেন—"আচ্ছা বলুন দেখি—আপনার অভিমত যে চিদচিদ্‌বিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তাঁহার শরীর যদি এই জীব ও জগৎ হয়, তবে সেই শরীরের সহিত তাঁহার ভেদ আছে কি নাই?"

"দেখুন—যদি বলেন ঈশ্বরের সহিত তাঁহার শরীরের ভেদ আছে, তাহা হইলে 'ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে' ইত্যাদি যে শ্রুতিবাক্য সকল, তাহাদের অন্যথা হয়। আর যদি বলেন—ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বেব ব্রহ্মাণ্ডের কোনও ভেদ নাই, অথচ ইহারা সত্য, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিকাবী হন। আর যদি বলেন—ইহারা সত্য নহে, তাহা হইলে অদ্বৈতমতে প্রবিষ্ট হইলেন। অথবা যদি বলেন—ঈশ্বরের সহিত তাঁহাব শরীবেব ভেদও আছে, অভেদও আছে, তাহা হইলে নিজ বাক্যের ব্যাঘাতই হয়। একই জিনিসে একই বিষয়ে একই কালে ভেদ ও অভেদ উভয়ই—থাকা অসম্ভব।"

আচার্য রামানুজ বলিলেন—"কেন। ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকিতে দোষ কি? আমার শরীরকে আমরা 'আমি' ও বলি এবং 'আমাব'ও বলি, এস্থলে ভেদসত্ত্বেও তো অভেদ বলি। সুতরাং ভেদাভেদপক্ষে দোষ কোথায়?"

যজ্ঞমূর্তি বলিলেন—"যখন আমরা আমাদের শরীরকে 'আমি' বলি তখন আমরা শরীরের সহিত আমাদের অভেদ ভ্রম করিয়াই বলি, ভেদ ভুলিয়াই বলি। আর যখন 'আমার' বলি, তখন ভেদজ্ঞানেই বলি। ভেদজ্ঞানসহকারে আমবা কখনই আমাদের শরীরকে 'আমি' বলি না। দেখুন—'আমার' পদবাচ্য গৃহাদিকে কখনই আমরা 'আমি' বলি না। যেহেতু সেখানে আমাদেব গৃহে 'আমি' বলিয়া আমাদের ভ্রম হয় না। আর পুরুষকে যখন সিংহ বলি, ব্রাহ্মণকুমারকে যখন অগ্নি বলি, তখনও অভেদজ্ঞানে বলি না, তখনও ভেদ জ্ঞানেই বলি। অতএব ভেদাভেদপক্ষ অসঙ্গত।"

আচার্য রামানুজ বলিলেন—"আমরা আপনাদের সম্মত ভ্রমজ্ঞানই স্বীকার করি না। কারণ, শুক্তিতে যে রজতভ্রম হয় বলা হয়, তাহা আপনাদেব অভিমত ভ্রম নহে। তাহাও যথার্থ জ্ঞান। যেহেতু শুক্তিতে, সৃষ্টির পূর্বে পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া অনুসারে, রজতপরমাণু সকল মিশ্রিত হইয়া থাকে। সেই সকল রজতাংশ শুক্তিতে রজতজ্ঞান জন্মায়, সুতরাং বস্তুতঃ শুক্তি-অংশে রজতজ্ঞান হয় না, কিন্তু

রজতাংশেই রজতজ্ঞান হয়। এইরূপ যুক্তি-অনুসারে শরীরকে 'আমি' বলা ভ্রম নহে। আত্মা যেমন অনাদি, শরীরের উপাদান সূক্ষ্মভূতও তদ্রূপ অনাদি। আত্মা ও শরীর সুতরাং নিত্যসম্বন্ধ। আত্মভিন্ন শরীর নাই, শরীরভিন্নও আত্মা নাই। এজন্য শরীরকে যে আত্মা বলা হয়; তাহা সত্যজ্ঞানেই বলা হয়। অতএব শরীরশরীরীতে ভেদাভেদ সম্বন্ধ হইতে বাধা নাই।"

যজ্ঞমূর্তি বলিলেন—"শুক্তিতে রজতজ্ঞান ভ্রমই বলিতে হইবে। যেটি যেরূপ নহে তাহাকে সেরূপ বলাই তো ভ্রম। শুক্তির রজতাংশে রজতজ্ঞান হইলে এবং শুক্তি অংশে না হইলে শুক্তি লইয়া লোকে রজতাংশ নির্ণয় করিয়া ব্যবহার করিত, কিন্তু তাহা তো হয় না। অন্যধাতুমিশ্রিত সুবর্ণকে কষ্টিপাথরে কষিয়া সুবর্ণাংশ নির্ণয় করিয়া সুবর্ণের ব্যবহার হয়। কিন্তু শুক্তিকে রজত বলিয়া হস্তে করিয়া বিশেষদর্শনের পর লোকে তাহাকে 'রজত নহে' বলিয়া ফেলিয়া দেয়। অতএব আপনার কথা অসঙ্গত। আর তাহা হইলে এই যুক্তি-অনুসারে শরীরকে 'আমি' বলা ভ্রম নহে বলিলে আপনার সঙ্গতি থাকে কোথায়? তাহার পর আত্মা ও তাহার শরীর অনাদি, শরীরহীন আত্মা থাকে না, শরীরও আত্মহীন থাকে না—একথাও বলা চলে না। কারণ, শ্রুতিতে 'ব্রহ্মের শরীর—এই জীব জগৎ' যেমন বলা হইয়াছে, তদ্রূপ তাঁহাকে 'অশরীরী'ও বলা হইয়াছে। শরীর আত্মার সহিত নিত্যসম্বদ্ধ হইলে ব্রহ্মও বিকারী হইবেন। আর ব্রহ্মের বা আত্মার শরীর আছে এবং নাই—এই দুইরূপ শ্রুতি থাকিলে 'শরীর নাই' শ্রুতিই প্রবল হইবে কারণ—জীবের শরীর আছে, ইহা অন্য প্রমাণদ্বারা জানা যায় বলিয়া এ কথা শ্রুতি বলিলে শ্রুতি অনুবাদ হয়, উহার আর প্রামাণ্য থাকে না। যার সঙ্গে যাহার নিত্য সম্বন্ধ সে তৎস্বরূপই হয়। তাহাদের মধ্যে ভেদাভেদকল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ।"

আচার্য রামানুজ বলিলেন—"ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ হন, জীব ও জগৎ যদি তাহাতে একেবারে না থাকে, তবে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আসিল কোথা হইতে? নির্বিশেষ এক অদ্বিতীয় বস্তু হইতে সবিশেষ দ্বৈত বস্তুর আবির্ভাব হইবে কিরূপে? অতএব জগৎ ও জীব প্রলয়ে অতি সূক্ষ্মাবস্থায় ব্রহ্মশরীরভূত হইয়া থাকে এবং কালে তাহারই অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ একেবারেই উন্মত্তপ্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

যজ্ঞমূর্তি বলিলেন—"হাঁ, এ কথা সত্য হইত যদি জগৎ ও ব্রহ্ম সমান সত্তাসম্পন্ন হইত। অগ্রে জগতের সত্তা কোথায় স্থির করুন, তৎপরে ইহার

আবির্ভাবের জন্য ইহার মূল অন্বেষণ করিবেন। জগতের সত্তা যদি ব্রহ্মসত্তার অধীন হয়, তবে তাহার সত্তা অল্প এবং ব্রহ্মের সত্তা অধিক হয়। আমরা বলি—ব্রহ্ম হইতে ন্যূনসত্তাসম্পন্ন অনাদি অবিদ্যা যতক্ষণ, ততক্ষণ ইহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের প্রসঙ্গ ; ব্রহ্মজ্ঞানে উহার লয় হইলে আর সে কথাই সম্ভাবিত নহে। আর সূক্ষ্ম জগৎ হইতে যদি স্থূল জগৎ উৎপন্ন হয়, তবে ব্রহ্ম হইতে আর জগতের উৎপত্তি হইল না, ব্রহ্ম সর্বকারণকারণ আর নহেন। অথচ আপনারাও তাহা স্বীকার করেন। তাহার পর কার্য যদি কারণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ও অধিক বা বিলক্ষণ না হয় তাহা হইলে তাহা তো কার্যই নহে, তাহা কারণই রহিয়া যায়। এইরূপ সবিশেষ বা দ্বৈতরূপ কার্যের মূলে নির্বিশেষ বা অদ্বৈত স্বীকার না করিলে সেই সবিশেষ বা দ্বৈতের উৎপত্তিই অন্বেষণ করা হইল না। ঘটকার্য উৎপত্তির পূর্বে 'ঘট ছিলনা'ই বলিতে হইবে। থাকিলে আবার উৎপত্তি কি? ঘটের উপাদান মৃত্তিকা ঘটকালে ও পূর্বকালে থাকিলেও ঘটরূপে তাহা ঘটের পূর্বকালে থাকে না বলিতেই হইবে। অতএব নির্বিশেষ হইতেই সবিশেষের উৎপত্তি বলিতেই হইবে। সৃষ্টির পূর্বে যে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, তাহা শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই বলেন। অতএব আপনার আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না।"

আচার্য রামানুজ বলিলেন—"আপনারাই বা ব্রহ্মকে জগৎকারণ কিরূপে বলিবেন? আপনারাও তো অবিদ্যার পরিণতি এই জগৎ বলেন, আমরা না হয়—সূক্ষ্মজগৎকে স্থূলজগতের কারণ বলিলাম তাহাতে দোষ কি।"

যজ্ঞমূর্তি বলিলেন—"আপনার সূক্ষ্মজগতের সত্তা ব্রহ্মসম নিত্য, আমাদের অবিদ্যার সত্তা অল্প। সুতরাং অবিদ্যা অনিত্য। আপনাদের মতে সূক্ষ্মজগতের আত্যন্তিক বিনাশ নাই, আমাদের মতে তাহা আছে। আপনাদের মতে জীব ঈশ্বরকৃপায় মুক্ত হয়—আমাদের মতে জীব জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞানে মুক্ত হয়। আর ঈশ্বরের কৃপায় মুক্তি হইলে ঈশ্বর এই অনাদিকালেও জীবকে মুক্তি দিতে পারিলেন না কেন। জীবকে যদি কর্তা বলেন, তবে ঈশ্বর জীবেরও আত্মা ও জীব তাঁহার শরীর—কি করিয়া হইল? শরীর কি কর্মের কর্তা হয়? অতএব আপনি দেখুন—আপনাদের মতে দোষের আর অবধি নাই।

আচার্য রামানুজ বলিলেন—"যদি মানিয়াও লই যে, অবিদ্যা ও তজ্জাত বিশ্বসংসার ব্রহ্ম হইতে অল্পসত্তাসম্পন্ন এবং যতক্ষণ প্রতীত হয় ততক্ষণ তাহার সত্তা, যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ তাহার বিলোপ নাই, সুতরাং তদ্দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব ঘটে না, ইত্যাদি, তাহা হইলে তাহা নির্বিশেষ অদ্বৈত ব্রহ্মে আবির্ভূত

হওয়ায় যাবৎ তাঁহার স্থিতি, তাবৎ ব্রহ্ম তজ্জন্য সবিশেষ হইবেন। আর তাঁহার আবির্ভাবই বা হয় কোথা হইতে? সে তো ব্রহ্মে থাকে না এবং ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নাই যে তাহাতে তাহা থাকিবে? তাহার পর তাহার আবির্ভাবের হেতুই বা কি? অবিদ্যা ভ্রম হইলেও, সে ভ্রমই বা কেন হয়? সে ভ্রমের হেতুই বা থাকে কোথায়? এই কারণে বিশ্বসংসারের মূল কোন সত্য বস্তু, আর তাহাই ব্রহ্মের শরীর।"

যজ্ঞমূর্তি বলিলেন—"অবিদ্যা ও তজ্জন্য সংসারের সত্তা ও ব্রহ্মসত্তা একরূপই নহে। রজ্জুতে যে সর্পের সত্তা প্রতীত হয়, তাহা কি রজ্জুর মত সত্তাবান হইয়া ক্ষণকালও থাকে? কখনই নহে। কেবল মনে হয় উহা রজ্জুর মতো সত্তাসম্পন্ন। এই জন্য অবিদ্যাকে সৎও বলা হয় না এবং অসৎও বলা হয় না। ব্রহ্মে অধ্যস্ত এই বিশ্বসংসার ব্রহ্মে ক্ষণমাত্রও নাই, ছিল না এবং থাকিবেও না, তথাপি উহা প্রতীয়মান হয় বলিয়া উহাকে 'আছে' বলা হয় মাত্র। উহা অসৎও নহে, তাহা হইলে উহা প্রতীতও হইত না। এইজন্য অবিদ্যাকে অনির্বচনীয় বা মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যার অর্থই অনির্বচনীয়। আর অবিদ্যা ও তজ্জাত বিশ্বসংসার যদি এইরূপই হয় তবে উহার আশ্রয় কি, উহার নিমিত্ত কি, উহার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মের সবিশেষত্ব হয় কি না—প্রশ্ন হয় কি করিয়া? আপনারা অবিদ্যার স্বরূপ, অদ্বৈতবাদী যেরূপ বলে, তাহা না বুঝিয়া তাহাদের মত খণ্ডনে উদ্যত হন, এইমাত্র। বিশ্বসংসার বা অবিদ্যা 'আছে' বলিয়া জ্ঞানের বিষয় হইলে উহা সৎ হইত, ব্রহ্ম আছেন বলিয়া জ্ঞেয় হন, এজন্য উহা সৎ, কিন্তু অবিদ্যাদি 'আছে' বলিয়া জ্ঞানের বিষয় হয় না, বস্তুতঃ, উহা প্রতীয়মান হয় বলিয়াই উহাকে 'আছে' বলিয়া লোকে ব্যবহার করে। অস্তিত্ববশতঃ প্রতীতিগোচরতা এবং প্রতীতিগোচরতাবশতঃ অস্তিত্ব—পৃথক বস্তু। অবিদ্যাদি বিশ্বসংসার যদি ব্রহ্মবৎ সৎ বলিয়া জ্ঞানের বিষয় হইত, তবে উহার উৎপত্তি কেন হইল, কোথা হইতে হইল, তজ্জন্য ব্রহ্ম সবিশেষ কি না—ইত্যাদি প্রশ্ন হইত। এই কারণে বলা হয়—ব্রহ্মে এই অবিদ্যারূপ মায়াবশতঃ ব্রহ্মেরই এই সংসারভ্রম হইতেছে এবং সেই মায়ার পরিণতিরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিতে ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সেই মায়া বিলুপ্ত হয়—ইহাই বিশ্বসংসারের রহস্য। ইহা না বুঝিয়া বিশ্বসংসারকে সত্য বলিয়া আপনারা ইহাকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়া কল্পনা করেন। বলুন দেখি—ইহা যদি তাঁহার শরীর হয়, আর এই শরীরবিশিষ্ট যদি তিনি হন, তাহা হইলে এই শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মভিন্ন অন্যও কিছু স্বীকার করিতে হইবে কি না- যদ্দ্বারা এই শরীর ও ব্রহ্মে কথঞ্চিৎ ভেদও স্বীকার করিতে পারা যায়। যাহা যদ্বিশিষ্ট হয়, তাহা তদ্ভিন্ন না বলিলে বিশিষ্টভাবেরই সম্ভাবনা থাকে

না। অতএব পত্রের সঙ্গে বৃক্ষের সম্বন্ধসিদ্ধির জন্য যেমন তদ্ভিন্ন আকাশ বা দেশাদি কিছুই স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ জীব ও জগৎরূপ শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্ম স্বীকারের জন্য তাদৃশ ব্রহ্মভিন্ন আরও কিছু স্বীকার্য হয়। অতএব আপনাদের অভীষ্ট জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের শরীরশরীরীভাব কোন মতেই সিদ্ধি হয় না।"

আচার্য রামানুজ বলিলেন—"আপনি অবিদ্যাকে যতই তুচ্ছ বলুন, ব্রহ্মে তাহা মিথ্যাসম্বন্ধে থাকিলেও তাহার সেই মিথ্যাসম্বন্ধই বা কেন? আপনি কূটতর্কদ্বারা যতই আমাকে প্রশ্ন হইতে নিবৃত্ত করুন না, ইহা শুদ্ধব্রহ্মে প্রতীত হইল কেন—এই প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারিতেছেন না।"

যজ্ঞমূর্তি বলিলেন—"ইহা যতক্ষণ প্রতীত ততক্ষণ এই প্রশ্ন। জাগ্রতাবস্থায় যেমন স্বপ্ন বিষয়ে 'কেন হইল' প্রশ্ন হয় না—ইহাও তদ্রূপ। ভ্রমান্তে যেমন 'কেন ভ্রম হইল' প্রশ্ন হয় না—ইহাও তদ্রূপ। অবিদ্যা এই প্রকার স্বভাবাপন্ন। স্বভাবের উপর প্রশ্ন করিলে কে কি উত্তর দিবে? অবিদ্যা এই প্রকারই বলিয়া জানিতে হইবে।

"আচ্ছা, আপনার ঈশ্বর লীলাময় কেন—বলিলে আপনি কি উত্তর দিবেন? প্রশ্ন তো পাগলেও করে। আর তাহার কি উত্তর আছে? ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যা এই ভাবে সংসার প্রদর্শন করে এবং ব্রহ্মজ্ঞানে তাহা বিলুপ্ত হয়; তাহার বীজ ছিল না এবং বিনাশেও কিছু থাকিবে না—ইহাই তাহার স্বভাব , ইহা এজন্য অনির্বচনীয়। এতাদৃশ অবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্ম সবিশেষ কিরূপে হইবেন? যেরূপ সত্তা স্বীকার করিয়া ব্রহ্মে ইহা 'কেন প্রতীত হইল' জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাতে ব্রহ্মে ইহা প্রতীত হয় নাই বলিতেও পারা যায়।"

আচার্য রামানুজ বলিলেন—"আচ্ছা, আপনারা যে ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি হয় বলেন—তাহার আকার কি? অবশ্যই আপনারা বলিবেন যে, তাহার আকার 'আমি ব্রহ্ম'। কিন্তু বলুন দেখি—'আমি ব্রহ্ম' কি করিয়া বলা যায়? কারণ, 'আমি' বলিতে অজ্ঞান বা অজ্ঞানসম্ভূত অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য যদি বলা যায়, আর তাহাদের সেই বৈশিষ্ট্য যদি অনাদি হয়, তবে 'আমি' তো কখন শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতেই পারে না। আমির মধ্যে জ্ঞানাংশ—চৈতন্য এবং আমি তাহার—উপাধি। উপাধিরূপ আমিকে ব্রহ্ম বলা যায় না। জ্ঞান ত ব্রহ্মই। তাহা এক অখণ্ড, সুতরাং তাহাকে ব্রহ্ম বলা আর ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলা—একই কথা হয়। কিন্তু 'আমি' বলিতে আমিত্ববিশিষ্ট জ্ঞান বুঝায় বলিয়া এবং সেই আমি-উপাধি অনাদি বলিয়া

আমিত্ববিশিষ্ট জ্ঞানরূপ জীব নিত্য। তাহা ব্রহ্ম কখনই হইতে পারে না। অতএব 'আমি' যে ব্রহ্ম হইবে, সে ব্রহ্ম বিশিষ্টব্রহ্মই হইবে, আর এইজন্য আমি-প্রভৃতি ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় বলাই তো যুক্তিসঙ্গত এবং শুদ্ধব্রহ্মের কল্পনা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আমিরূপ উপাধিকে অন্তঃকরণবৃত্তিই বলুন, বা তাহার মূল অজ্ঞানই বলুন, তাহার সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ যদি অনাদি হয়, তবে চৈতন্য যে সেই আমিরূপ উপাধিভিন্ন কোনও কালে হইবে, তাহা কল্পনা করেন কোথা হইতে? আমি-উপাধিকে যদি কখনও চৈতন্যহীনরূপে দেখিয়া থাকেন, তবে না সেরূপ কল্পনা করা যায়? আমরা এইজন্য আমির মধ্যে উপাধি ও চৈতন্যের পৃথক সত্তাই স্বীকার করি না। অতএব অদ্বৈতবাদীর 'আমি ব্রহ্ম'-জ্ঞানে মুক্তি হয়—ইহা উন্মত্তপ্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

যজ্ঞমূর্তি বলিলেন—"না, এরূপ কথা আপনি বলিতে পারেন না। কারণ, অদ্বৈতমতে যে 'আমি ব্রহ্ম' জ্ঞানে মুক্তি হয়, তাহাতে আমি-উপাধির প্রকাশক যে শুদ্ধ চৈতন্য তাহাকেই আমি বলিয়া লক্ষ্য করা হয়। চৈতন্য না থাকিলে আমি—উপাধিব প্রকাশ হয় না। চৈতন্য স্বপ্রকাশ, আমি কিন্তু স্বপ্রকাশ নহে। চৈতন্যভিন্ন আমিতে জ্ঞানোদয়ই হয় না। আর আমিতে জ্ঞান না মিশিলে আমির সত্তাই সিদ্ধ হয় না। অতএব আমিব সার চৈতন্যই, উপাধির অংশ সাব নহে। আব এই যে আমি-উপাধি ইহা সুষুপ্তিতে বিলুপ্ত, স্বপ্নে অন্তঃকরণে প্রকাশিত এবং জাগ্রতে এই দেহে অবস্থিত। স্বপ্নে ও জাগ্রতে অন্তঃকরণ হইতে দেহ পর্যন্তকে বুঝায়। কেবল 'আমি' বলিয়া কোন 'আমি' নাই। দেহাদিতে আমিবোধ ভ্রম হইলে অন্তঃকবণে আমিবোধ ভ্রম হইবে না কেন? আব ইহা যে ভ্রম তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আর সুষুপ্তিতে যে 'আমি' থাকে বলিবেন, তাহাও প বন না? কারণ, ইহা সকলেই অনুভব করে যে, আমি তখন আমিকে অনুভব কবি না; আমি তখন তাহার কারণে বিলীন থাকে। কার্য যে কারণে থাকে, তাহা অবিভক্ত অবস্থাতেই থাকে, তাহাকে বস্তুতঃ 'থাকে'ও বলা যায় না এবং 'থাকে না'ও বলা যায় না। এই জন্য তাহাকে আমরা অনির্বচনীয়ই বলি। আর তাহা হইলে কোন কালে আমির প্রকাশ হয় এবং কোন কালে হয় না—ইহা বলিতে হয়। আর তাহা যদি হয় তবে আমি-উপাধিব সহিত চৈতন্যেব সম্বন্ধ ও অসম্বন্ধ উভয়ই স্বীকার করিতে হয়। এই সম্বন্ধ অনাদি হইলেও ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব-সহকারেই অনাদি বলিতে হইবে। অনাদি কাল হইতে ইহা 'আবির্ভূতসম্বন্ধ' বলা যায় না। আর তিবোভাবকালে সম্বন্ধ থাকে বলিলে আবির্ভাব আর সিদ্ধ হয় না এবং সুষুপ্তিকালে তাহার অনুভবও থাকে না। যদি বলেন—সুষুপ্তিকালে যে

জীবসাক্ষী থাকে তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে বলিব—অন্তঃকরণোপাধিক 'আমি' ও সাক্ষী 'আমি' এক বস্তু নহে। দেখুন—আমিকে আমি অনুভব কবিবার কালে আমির যেরূপ প্রকাশ এবং ঘটাদি অনুভব করিবার কালে আমির যেরূপ প্রকাশ, সেই প্রকাশের তারতম্য থাকায় আমির সহিত চৈতন্যেব আত্যন্তিক অসম্বন্ধও কল্পনা করা যায়। আর সুষুপ্তিতেও যদি কোনরূপ আমির প্রকাশ হয় বলিয়া আগ্রহ করা হয়, তাহা হইলে জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তিব আমিব প্রকাশের তারতম্য অবশ্যস্বীকার্য। তারতম্য সম্বন্ধাসম্বন্ধঘটিত ভিন্ন আব কিছুই নহে , অতএব উপাধিব সহিত চৈতন্যেব অসম্বন্ধ অনুমান কেন কবা যাইবে না? আর সে কল্পনা শ্রুতিও সমর্থন কবেন। দেখুন—আমিকে যে আমবা অনুভব কবি, তাহাতে প্রথমে দেহাদি ভাসমান হয, কিন্তু যতই শুদ্ধ আমিকে অন্বেষণ কবা যায়, ততই প্রকাশমাত্র আমিরূপই ভাসমান হয। অতএব আমিব সাব—চৈতন্য, উপাধি তাহাতে আসে যায বলিযা আমি যে সেই শুদ্ধ চৈতন্য, তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না। অদ্বৈতবাদী এই শুদ্ধচৈতন্যকে 'আমি ব্রহ্ম' বলিযা লক্ষ্য কবেন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি হয—ইহা সঙ্গত এবং আমিকে চৈতন্যেব শবীরাদিরূপে কল্পনা অসঙ্গত। আপনাবা যে আমিব শবীবত্বসাধক শ্রুতি (বৃ. উ ৩/৭) প্রদর্শন কবেন, তাহাব অর্থ আপনাবা বুঝেন নাই। সেখানেও "এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ" (বৃ,উ ৩/৭) বলিযা জীবকে শুদ্ধব্রহ্মই বলা হইযাছে জীবব্রহ্মে অভেদই বলা সেই শ্রুতিব অভিপ্রায।"

আচার্য বামানুজ যজ্ঞমূর্তিব এই কথা শুনিযা সিংহবিক্রমে তাঁহাব প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যজ্ঞমূর্তিব কূটতর্কে আচার্য ব্যতিব্যস্ত হইযা পডিতে লাগিলেন।

অনন্তব এইভাবে আবও কযেকদিন বিচাব চলিল। ক্রমে সাধাবণ শ্রোতৃবৃন্দেব পক্ষে এই বিচাব একেবাবে দুর্বোধ্য হইযা উঠিল। এইরূপে বিচাবেব সপ্তদশ দিবস সমাগত হইল, আচার্য বামানুজ আব কোনরূপেই আত্মপক্ষসমর্থন কবিতে পাবিলেন না। ভক্তহৃদয কি কখনও তর্কেব আশ্রয লইতে পাবে?

দৈবকৃপায বামানুজেব জয

দিবাবসানে যজ্ঞমূর্তি প্রফুল্ল-চিত্তে বিবাজ কবিতে লাগিলেন, কিন্তু বামানুজ নিজ পবাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া বিমর্ষ হইয়া স্ব মঠে ফিবিলেন। তিনি মঠে আসিয়া মঠস্থ ববদবাজেব বিগ্রহ-সম্মুখে কবজোডে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"হে নাথ, আজ আমি বডই বিপন্ন, যজ্ঞমূর্তি আমাব সমুদয যুক্তি

খণ্ডন করিয়া ফেলিয়াছে, যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে কল্য আমার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, আপনি যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমি নিরুপায়। হায়! আবহমান কাল হইতে যে 'মত' আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে, মহামুনি শঠকোপ হইতে যে মতের বিস্তৃতি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছিল, আজ এই হতভাগ্যের দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইতে চলিল। আপনি কৃপাপূর্বক এই হতভাগ্যকে রক্ষা করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-মতের রক্ষাসাধন করুন।"*

ভগবান তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন। তিনি নিশীথকালে তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে বলিলেন—"বৎস! চিন্তিত হইও না, কল্য আমি তোমায় এক মহাজ্ঞানী ও পণ্ডিত শিষ্য প্রদান করিব, তুমি যামুনাচার্যের রচিত 'সিদ্ধিত্রয়' গ্রন্থের মায়াবাদখণ্ডনের যুক্তি স্মরণ কর।"

যজ্ঞমূর্তির পরাজয় স্বীকার

রামানুজ জাগরিত হইয়া আনন্দে অধীর হইলেন। তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সস্মিত বদনে যজ্ঞমূর্তির নিকটে গমন করিলেন। ওদিকে সেই রাত্রি হইতেই যজ্ঞমূর্তির চিত্ত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আর বিচারে প্রবৃত্তি নাই, এখন তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে—রামানুজের শরণ গ্রহণ করা।**

তিনি রামানুজকে দেখিয়া ভাবিলেন—কল্য ইঁহাকে দুঃখিতহৃদয়ে প্রস্থান করিতে দেখিয়াছি, অদ্য কিন্তু ইনি অতীব প্রফুল্ল ও অদ্ভুত নববলে বলীয়ান। নিশ্চয়ই ইনি দৈববল আশ্রয় করিয়াছেন। ইহার সহিত তর্ক করা বৃথা ; এরূপ মহাপুরুষের শরণাগত হওয়াই শ্রেয়ঃ। আমি এত দিন সাধুপথ অবলম্বন করিয়াছি, কৈ আমার তো এরূপ শক্তি জন্মিল না। এত দেশাবিদেশ ভ্রমণ করিতেছি, কৈ এমন মহাত্মা তো দৃষ্টিপথে পতিত হন নাই। আর তর্কে আবশ্যক নাই, আমি আজ ইঁহার শরণাগত হইয়া জীবন সার্থক করিব।"

এই ভাবিয়া যজ্ঞমূর্তি সহসা রামানুজের চরণতলে পতিত হইলেন এবং নিজ পরাজয় স্বীকার ও দণ্ড ভঙ্গ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

আচার্য রামানুজ যজ্ঞমূর্তির সহসা এই পরিবর্তন দেখিয়া তিলমাত্র বিস্মিত হইলেন না। তিনি বরদরাজের মাহাত্ম্য স্মরণ করিলেন এবং ভক্তিবিহ্বল-ভাব সংযত করিয়া বাষ্পাকুলিত নেত্রে মনে মনে ভগবচ্চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন।

---

* মতান্তরে মন্দিরমধ্যে রঙ্গনাথের সমীপে রামানুজ প্রার্থনা করেন।

** কোন মতে তিনিও রাত্রিকালে স্বপ্নে ভগবৎকর্তৃক রামানুজের শরণ গ্রহণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইজন্যই তাঁহার এই পরিবর্তন।

অনন্তর তিনি যজ্ঞমূর্তিকে বলিলেন—"পণ্ডিতপ্রবর! আপনি ধন্য! বরদরাজ আপনার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন। তাই আপনি বাদে পরাজিত না হইয়াও কূটতর্ক পরিত্যাগ করিয়া অদ্য পরাজয় স্বীকার করিলেন। ইহা নিশ্চয়ই আপনার যারপরনাই সত্যানুরাগেরই ফল; আমি যে মত অবলম্বন করিয়া আপনার সহিত বিচার করিতেছি ইহা সাক্ষাৎ ভগবানেরই উপদেশ। আমি তাঁহারই উপদেশানুসারে আমাদের মত গঠন করিয়াছি এবং তদনুসারেই আপনার সহিত তর্ক করিতেছি। আমার সিদ্ধান্তে এজন্য ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে না। বেদার্থনির্ণয়ে মানব নিজ বুদ্ধি প্রয়োগ করিলে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু ভগবদাদিষ্টপথে সে সম্ভাবনা নাই। ইহাই আমাদের বল। পাণ্ডিত্যে আপনার সমকক্ষ ব্যক্তি অতি অল্প, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন—জীব ব্রহ্মের অভেদভাব এবং জ্ঞানেই মুক্তি প্রভৃতি যেসব অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত তাহাতে কত দোষ।

"দেখুন—জীবব্রহ্মে যদি কোনরূপ ভেদ না থাকে, তবে এই ভেদ প্রতীতি হইতেছে কেন? যাহা সর্বজনপ্রত্যক্ষ, যাহা সকলে মর্মে মর্মে অনুভব করে, কূটতর্কদ্বারা তাহার অপলাপ করা কি সঙ্গত? পরীক্ষিত প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে অনুমান কি প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যায়? তাহার পর জ্ঞানেই যে মুক্তি বলা হয়, তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আপনার ন্যায় পণ্ডিতের বহুপূর্বেই মুক্তি করতলগত হইত। এজন্য ভগবৎকৃপাতেই মুক্তি বলা কি যুক্তিসঙ্গত নহে? আর নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই যদি মুক্তি হয়, তবে জীবের ভাগ্যে সুখ আর হইল কোথায়? সুখের জন্যই জীব লালায়িত, সে সুখই যদি না হইল, তবে মুক্তিতে কি ফল হইল! নির্বিশেষ ব্রহ্মে তো সুখ নাই। বেদান্তী তো তাঁহাকে সুখধর্মী বলেন না, তাঁহাকে সুখস্বরূপই বলেন। অতএব অদ্বৈতমত কি করিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে? আর ভগবৎসেবায় যে কত সুখ এবং তাহাতে যে দুঃখলেশও নাই, তাহা ভগবৎসেবা যাহারা করিয়া থাকে, তাহারাই বুঝিয়া থাকে। যাহারা ইহাতে দুঃখ কল্পনা করে তাহারা ভগবৎসেবা করে নাই।

"অবিদ্যা তন্মতে অনির্বচনীয় হইলেও 'একটা যে কিছু' তাহাতে কি সন্দেহ হয়? আর তাহা হইলে অনাদি অবিদ্যার আত্যন্তিক অভাব হয়—কি করিয়া বলা যায়? এজন্য ভ্রমমূলে প্রকৃতি অবশ্য স্বীকার্য। তদ্রূপ জীবও যদি অনাদি হয়, তবে তাহার নির্বিশেষ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি অসম্ভব। তাহার পর যদি শ্রুতি বিচার করেন তবে দেখুন—দ্বৈতবোধক শ্রুতিগুলি কত স্পষ্ট! আমি কয়েকটি মাত্র প্রধান শ্রুতির উল্লেখ করিতেছি, আপনি দেখুন শ্রুতির তাৎপর্য কি?—

আচার্য রামানুজমতের শাস্ত্রপ্রমাণ

"(১) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১/৬) আছে—'পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা' অর্থাৎ আত্মা এবং প্রেরিতাকে পৃথক ভাবে জানিয়া ; ইহাতে জীব ঈশ্বর—ভিন্ন, ইহাই সিদ্ধ হয়।

"(২) মুণ্ডক উপনিষদে (১/১/৯, ২/২/৭) আছে—'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ' অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ ইত্যাদি; ইহাতে ব্রহ্ম সগুণ বলিয়া প্রমাণিত হন।

"(৩) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬/৮) আছে—'পরাঽস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে' অর্থাৎ ব্রহ্মের পরাশক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয়; ইহাতে ব্রহ্ম সগুণ হন।

"(৪) ছান্দোগ্যোপনিষদে (৮/১/৫, ৮/৭/১, ৮/৭/৩) আছে 'এষ আত্মা . সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" অর্থাৎ এই আত্মা . সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প. ইহাতেও আত্মা সগুণ হয়।

"(৫) অন্যত্র উক্ত শ্রুতিতেই (৬/২/৩) আছে—'তদৈক্ষত' অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন।

"(৬) অন্যত্র উক্ত শ্রুতিতেই (৬/৩/২) আছে—'সেয়ং দেবতৈক্ষত' অর্থাৎ এই সেই দেবতা ইচ্ছা কবিলেন।

"(৭) ঐতরেয় উপনিষদে (১/১) আছে—'স ঈক্ষত—লোকান্ নু সৃজা ইতি' অর্থাৎ তিনি চিন্তা করিলেন—আমি লোক সকল সৃষ্টি করি—এ তিনটিতেও আত্মা সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হয়।

"(৮) কঠ উপনিষদ্ (২/২/১৩) এবং শ্বেতাশ্বতব উপনিষদে (৬/১৩) আছে—'নিত্যোঽ নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্' অর্থাৎ অনিত্য সকলের মধ্যে যিনি নিত্য, সচেতনগণেব মধ্যে যিনি চেতন, ইত্যাদি : ইহাতে জীবেশ্বব ভিন্ন হন।

"(৯) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১/৯) আছে—'জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশা নীশাবজা' অর্থাৎ দুইটিই জন্মরহিত, একটি 'জ্ঞ' আব একটি 'অজ্ঞ'; একটি ঈশ্বর, আব একটি অনীশ্বর: ইহাতে জীবেশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হয়।

"(১০) তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২/৮) আছে—'ভীষাঽস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ' এবং (২/৯) আছে 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্' অর্থাৎ ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য উদিত হয় এবং ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া, ইত্যাদি; ইহাতে ব্রহ্ম সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হন।

"(১১) তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২/১) আছে—'সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি' অর্থাৎ উপাসক বিপশ্চিৎ (সর্বজ্ঞ) ব্রহ্মের সহিত সকল কামনা ভোগ করেন; ইহাতে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্নই হন।

"(১২) অন্যত্র উক্ত শ্রুতিতেই (২/৬) আছে—'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি' অর্থাৎ তিনি (পরব্রহ্ম) চিন্তা করিলেন, আমি বহু হই এবং জন্মগ্রহণ করি ; ইহাতে ব্রহ্ম সগুণই সিদ্ধ হন।

"(১৩) তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৩/২৪) আছে—'অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্' অর্থাৎ তিনি সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট এবং সকলের শাস্তা (শাসনকর্তা); ইহাতেও ব্রহ্ম সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হন।

"(১৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদে মাধ্যন্দিনশাখায় আছে—'য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরো, যম্ আত্ম ন বেদ, যস্য আত্মা শরীরম্, য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি, স ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ।' অর্থাৎ যিনি আত্মায় থাকিয়া আত্মার অন্তবর্তী, যাঁহাকে আত্মা জানে না, যাঁহার শরীর এই আত্মা, যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা অন্তর্যামী ও অমৃত; এখানে জীবেশ্বরের ভেদ এবং জীব তাঁহার শরীর তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইল।

"(১৫) সুবলোপনিষদে (৭/১) আছে—'যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীম্ অন্তরে সঞ্চরন্, যং পৃথিবী না বেদ ... সর্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।' অর্থাৎ পৃথিবী যাঁহার শরীর যিনি পৃথিবীর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, যাঁহাকে পৃথিবী জানে না, ... তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক এবং নারায়ণ। এখানে যাবৎ অচিদ্‌বস্তু ব্রহ্মের শরীর, ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইল।

"(১৬) তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২/৬/১) আছে—'সোঽকাময়ত ... তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য।' অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন ... জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে তিনি সগুণ ও জীবাদির সহিত ভিন্ন—ইহাই সিদ্ধ হয়।

"(১৭) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১/১০) আছে—'ক্ষরং প্রধানম্ অমৃতাক্ষরং হরঃ, ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ' অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু জগৎ ও জীব—এতদুভয়ের তিনি একমাত্র শাসনকর্তা। ইহাতে জীবজগতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ ও ঈশ্বর সগুণ বলিয়া সিদ্ধ হয়।

"(১৮) অন্যত্র উক্ত শ্রুতিতে (৬/৯) আছে—'স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ' অর্থাৎ সেই ঈশ্বরই কারণ, করণসমূহের অধিপতি, ইত্যাদি ; ইহাতেও ঈশ্বর সগুণ সিদ্ধ হন।

"(১৯) মহানারায়ণ উপনিষদে (৩/১) আছে—'পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্,' অর্থাৎ জীবগণের ঈশ্বর নিত্য মঙ্গলস্বরূপ এবং অক্ষয়। ইহাতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদসিদ্ধ হইল।

"(২০) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১/১২) আছে—'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা, সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ' অর্থাৎ ভোক্তা ভোগ্য ও প্রেরিতাকে জানিয়া—এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম সমুদয় কথিত হইল। এখানে ঈশ্বর যে চিৎ ও অচিদ্‌বিশিষ্ট তাহাই বলা হইল।

'(২১) অন্যত্র উক্ত শ্রুতিতেই (৪/৬) আছে—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি' অর্থাৎ দুইটি সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী সুহৃদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া একবৃক্ষে অবস্থিত, ইহাদের মধ্যে একজন সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করে এবং অন্যটি কেবলই দেখিতে থাকে। এখানে জীবেশ্বরের ভেদ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে।

"(২২) ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬/৩/২) আছে—'সেয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্তাহমিমা স্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি।' অর্থাৎ এই জীবরূপ আত্মার দ্বারা এই দেবতাত্রয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি নাম ও রূপ ব্যক্ত করি। এখানেও ব্রহ্ম স[illegible] ও জীব ঈশ[illegible] ভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হন।

"(২৩) তাহাতেই (৮/১/৬) আবার আছে—'য ইহ আত্মানম্ অননুবিদ্য ব্রজন্তি এতাংশ্চ সত্যান কামান তেষাং সর্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি, অথ ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' অর্থাৎ যাহারা ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, আত্মাকে এবং তাহার নিত্য গুণাবলীকে জানিয়া তিনি ইচ্ছামত বিচরণ করেন; এখানে মুক্ত জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ প্রমাণিত হইতেছে।

"(২৪) তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩/১০/৫) আছে—'এতম্ আনন্দময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রম্য, ইমান্ লোকান্ কামান্ নীকামরূপানুসঞ্চরন্ এতৎ সাম গায়ন্ আস্তে—হাবু হাবু হাবু' অর্থাৎ মুক্তপুরুষ আনন্দময় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া

সর্বত্র বিচরণ করেন, যাহা ইচ্ছা তাহাই পান, যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ রূপধারণ করে, ইত্যাদি; এস্থলে মুক্তিতে নির্বাণ হয় না—দেখা যাইতেছে।

"(২৫) ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮/১২/৩) আছে—'স উত্তমপুরুষঃ স তত্র পর্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ'—অর্থাৎ সেই উত্তম পুরুষ সর্বত্র দেখেন, ইত্যাদি; এ স্থলেও মুক্তের নির্বাণ সিদ্ধ হয় না।

"(২৬) মুণ্ডক উপনিষদে (৩/১/৩) আছে—'তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যম্ উপৈতি' অর্থাৎ তখন বিদ্বান পাপপুণ্য শূন্য হইয়া নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য লাভ করেন ; এস্থলেও মুক্তিতে জীবেশ্বরের অভেদ উক্ত হয় নাই।

"(২৭) ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮/৩/৪) আছে—'পরং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে' অর্থাৎ পরম জ্যোতিঃলাভ করিয়া নিজরূপে অবস্থান করেন; এখানেও মুক্তিতে জীবত্ব বিলোপ হয় না—বলা হইল।

"(২৮) বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪/৩/৩০) আছে—'নহি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে' অর্থাৎ জ্ঞাতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না ; এস্থলেও জীবত্ব যায় না—ইহাই বলা হইল।

"(২৯) অন্যত্র তাহাতেই (২/৪/১৪) আছে—'বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ' অর্থাৎ বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে ; এস্থলেও জীবেশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হইতেছে।

"(৩০) পরিশেষে গীতামধ্যেও (১৩/১৯) দেখুন—'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি' অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি বলিয়া জানিও . এস্থলেও ঈশ্বর ও জগতের ভেদ কথিত হইল।

"তৎপরে গীতায়—'নত্বেবাহং' এই ২/১২, 'বহূনি মে ব্যতীতানি' এই (৪/৫), 'মদ্ভাবমাগতাঃ' এই (৪/১০), 'প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্' এই (৭/৫), 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং' এই (৭/৭), 'যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং' এই (৮/৫), 'যং প্রাপ্য' এই (৮/২১), 'পুরুষঃ স পরঃ পার্থ' এই (৮/২২), 'ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ' এই (৯/১০), 'মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায়' এই (১৩/১৮), 'মমসাধর্ম্যমাগতাঃ' এই (১৪/২), 'মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি' এই (১৪/১৯), 'তদ্ধাম পরমং মম' এই (১৫/৬), 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' এই (১৫/৭), 'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ' এই (১৫/১৮) ইত্যাদি গীতার বহু শ্লোকেও জীবেশ্বরের ভেদ সুস্পষ্টই দেখিবেন।

"ব্রহ্ম সূত্রের 'নাত্মা শ্রুতে র্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ' (২/৩/১৭), 'জগদ্‌ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ' (৪/৪/১৭), 'ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ' (৪/৪/২১), "মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাৎ' (১/৩/২), 'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি' (৩/২/১১) ইত্যাদি সূত্রে জীব ও ঈশ্বরভেদ সুস্পষ্ট।

"এইরূপ অন্যান্য শ্রুতি, স্মৃতি এবং বেদান্তসূত্র হইতে ভূরি ভূরি বিশিষ্টাদ্বৈতমতের অনুকূলে প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অতএব আপনি এ মতে আর কোনরূপ সন্দেহ করিতেই পারেন না।"

যজ্ঞমূর্তি আচার্য রামানুজের এই সকল কথা নীরবে শুনিলেন, তিনি আর কোন উত্তরই দিলেন না এবং কোনরূপ প্রতিবাদও করিলেন না। ভগবান তাঁহাকে এখন শুদ্ধ ভক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার আর প্রতিবাদের প্রবৃত্তি হইবে কেন? তিনি কাতরভাবে আচার্য রামানুজের কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞমূর্তির শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া বিষণ্ণ মনে সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন। যজ্ঞমূর্তি আচার্যের অনুগমন করিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণ উচ্চৈঃস্বরে আচার্য রামানুজের জয় জয়কার ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। মুহূর্তমধ্যে এই সংবাদ নগরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং অবিলম্বে সমগ্র দক্ষিণ দেশে আচার্য রামানুজের মহত্ত্ব ও অদ্ভুত শক্তির কথা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ভক্তির জয়, বৈষ্ণবের জয় এইবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

আচার্য রামানুজ যজ্ঞমূর্তিকে সঙ্গে করিয়া প্রথমেই রঙ্গনাথের মন্দিরে আসিলেন। যজ্ঞমূর্তি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া ভক্তিসহকারে ভগবানের পূজা করিলেন। অতঃপর আচার্য যজ্ঞমূর্তিকে সঙ্গে লইয়া নিজ মঠে আসিলেন এবং যজ্ঞমূর্তিকে ভগবান বরদরাজের বিগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"পণ্ডিতপ্রবর! এই ভগবানই আপনাকে আমাদের পক্ষে আনয়ন করিয়াছেন।"

যজ্ঞমূর্তির নিরভিমানিতা

যজ্ঞমূর্তি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ভগবানের পূজা করিলেন। অনন্তর কয়েক দিন নিজ মঠে বাস করিয়া যজ্ঞমূর্তি দেখিলেন— তাহার পাণ্ডিত্যাভিমান দূর হয় নাই, তখনও লোকে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার নিকট পড়িতে চাহে। সুতরাং তিনি নিজ মঠ ত্যাগ করিয়া রামানুজের সঙ্গেই মঠস্থ বরদরাজবিগ্রহের সেবায়

দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি রামানুজমতে দীক্ষিত হইবার পর "দেবরাজ মুনি" নামে পরিচিত হইলেন এবং "জ্ঞানসার," "প্রেমেয়সার" প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থরচনা করিয়া রামানুজমতের পুষ্টি সাধন করিলেন।

যজ্ঞমূর্তির প্রতি রামানুজের সম্মান

এই সময় যজ্ঞেশ, টণ্ডানুর নম্বি এবং মরুড়ুর নম্বি নামক তিনব্যক্তি রামানুজের শিষ্য হইবার জন্য আসেন। রামানুজ কিন্তু তাঁহাদিগকে যজ্ঞমূর্তির হস্তে সমর্পণ করেন। যজ্ঞমূর্তি পাণ্ডিত্যাভিমান বৃদ্ধির ভয়ে প্রথমতঃ অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু রামানুজের ইচ্ছানুসারে তিনি তাঁহাদিগকে শিষ্য করিযাছিলেন। বস্তুতঃ, রামানুজ যজ্ঞমূর্তিকে নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন এবং সময় সময় লোকসমক্ষেও তাহা প্রকাশ করিতেন।

রামানুজের ভক্তিভাব

একদিন রামানুজ শিষ্যগণের নিকট শঠকোপ বিরচিত "সহস্রগীতি" ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন—গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে রহিয়াছে—"যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন ভগবান বেঙ্কটেশকে ভক্তিভাবে সেবা করা কর্তব্য।" তিনি ইহা পাঠ করিয়া শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি আছে, যে তিরুপতি যাইয়া তুলসী-কানন প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া ভগবানের সেবা করিতে পারে?" ইহাতে "অনন্তাচার্য" নামে এক শিষ্য এই ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন এবং রামানুজের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তিরুপতি চলিয়া যান। ইনি তথায় তুলসী কানন প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া এবং রামানুজের নামে তাহার নামকরণ করিয়া নারায়ণের পূজার ব্যবস্থা করেন। এ সময় তিরুপতির দেববিগ্রহ কিন্তু শিবমূর্তি বলিয়াও শৈবগণকর্তৃক উপাসিত হইতেন। "সহস্রগীতি" পড়িয়া রামানুজের তথায় বিষ্ণুপূজাপ্রচারের মানস হয় এবং এই জন্যই আপাততঃ এই ব্যবস্থা করা হইল।

রামানুজের তিরুপতি যাত্রা ও প্রবলশৈবসঙ্গ বর্জন

ইহারই কিছুদিন পরে রামানুজ স্বয়ং তিরুপতিদর্শনে যাত্রা করিলেন। তিনি শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া হরিনাম সংকীর্তন করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। নানা গ্রাম, নগরী অতিক্রম করিয়া ক্রমে তাঁহারা 'দেহলী' নামক নগরীতে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় বিক্রমদেবকে বন্দনা করিয়া "অষ্টসহস্র" গ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই সময় কয়েকজন শিষ্যের "চিত্রকূট" দর্শনের বাঞ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু রামানুজ সে পথ দিয়া যাইলেন না; বলিলেন—"সেখানে

শৈবগণ এখন বড়ই প্রবল, এখন সেখানে যাওয়া উচিত নহে।" এজন্য তিনি অন্য পথ দিয়া চলিতে চলিতে তিরুভেল্লারাই এবং তিরুক্কইলুর তীর্থে আসিলেন এবং তথা হইতে "অষ্টসহস্র" গ্রামাভিমুখে চলিলেন।

অষ্টসহস্র গ্রামে আচার্য রামানুজ

তিরুক্কইলুর আসিয়া আচার্য "অষ্টসহস্র" গ্রামের যজ্ঞেশকে সংবাদ দিলেন। এই "অষ্টসহস্র" গ্রামে রামানুজের দুইজন শিষ্য বাস করিতেন। একজনের নাম 'যজ্ঞেশ', অপরের নাম 'বরদার্য', যজ্ঞেশ—ধনী ও বিদ্বান, বরদার্য—ভক্ত ও দরিদ্র। শিষ্যসহ অতিথিসৎকার করা দরিদ্র শিষ্যের সামর্থ্য হইবে না, এজন্য তিনি যজ্ঞেশের বাটিতে অতিথি হইবেন ভাবিয়া অগ্রে দুইজন শিষ্য প্রেরণ করিলেন। যজ্ঞেশ গুরুদেবের আগমন হইবে শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া দ্রব্যাদি আয়োজনার্থ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, পথশ্রান্ত শিষ্যদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিতে ভুলিয়া গেলেন। শিষ্যদ্বয় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যজ্ঞেশের দেখা না পাইয়া হতাশ ও বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আচার্যসন্নিধানে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। আচার্য ইহা শুনিয়া বলিলেন—"ভালই হইয়াছে, আমরা ভিখারী সন্ন্যাসী, ধন-মদমত্তদিগের সহিত আমাদের তো মিল হইতে পারে না। চল—আমরা সেই দরিদ্র বরদার্যের গৃহে অতিথি হই।"

বরদার্যের আতিথ্যগ্রহণ

এই বলিয়া আচার্য সশিষ্য বরদার্যের গৃহাভিমুখে চলিলেন, যজ্ঞেশের গৃহে আর গমন করিলেন না। আচার্য বরদার্যের গৃহদ্বারে আসিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; দেখিলেন—বরদার্য বাটী নাই, কিন্তু তাঁহার পত্নী বস্ত্রাভাবে গৃহাভ্যন্তর হইতে নিজ অবস্থা জানাইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন।

রামানুজ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নিজ উত্তরীয় বস্ত্রখানি গৃহাভ্যন্তরে ফেলিয়া দিলেন। বরদার্য পত্নী উহা পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন ও যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন।

ব্রাহ্মণী সশিষ্য গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে যারপরনাই চিন্তিত হইলেন, কারণ, গৃহে এমন কিছুই নাই যদ্দ্বারা তাঁহাদের সেবার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে। অথচ পতি যাহা ভিক্ষা করিয়া আনিবেন, তাহাতে তাঁহাদের দুই জনের সঙ্কুলান হয় কিনা সন্দেহ। কারণ, বহুদিন তাঁহাদের দুই বেলার অন্ন সংস্থান হয় নাই।

ব্রাহ্মণী ভাবিলেন—আমাদের মত দরিদ্রের ভাগ্যে গুরুদেবের সেবার সুযোগ ঘটা অসম্ভব। অথচ গুরুদেব স্বয়ং সমাগত। সামান্য পুণ্যে লোকের এ সৌভাগ্য ঘটে না; সুতরাং যে প্রকারে হউক গুরুদেবের সেবা করিতেই হইবে। পরক্ষণেই মনে হইল, গ্রামের ঐ ধনীর গৃহে যাইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনি।

সতীত্বের বিনিময়ে গুরুসেবা

ইহারই পর তাঁহার মনে হইল—আচ্ছা, ঐ বণিকের তো আমার উপর চিরকালই মহা দুষ্টাভিসন্ধি ছিল, দুরাচার এ-যাবৎ কত ধন-রত্নেরই প্রলোভন দেখাইয়া আসিয়াছিল ; অতি অল্প দিন হইল, সে হতাশ হইয়া সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন যদি আমি আমার সতীত্বের বিনিময়ে গুরুসেবাব উপযোগী দ্রব্যসম্ভার প্রার্থনা করি, তাহা হইলে কি সে সম্মত হইতে পারে না? নিন্দা অপযশ যাহা কিছু, তাহা তো এই ক্ষণভঙ্গুর দেহসম্বন্ধে, পাপ-পুণ্য যাহা কিছু, তাহা তো উদ্দেশ্য লইয়া ; কিন্তু গুরুদেবের কৃপা হইলে অমরত্ব পর্যন্ত লাভ হইতে পারে। অবশ্য এ দেহ এখন পতির সম্পত্তি, এস্থলে তাঁহার অনুমতি প্রয়োজন ; কিন্তু তিনি যেরূপ গুরুভক্ত, তাহাতে এ কার্যে তাঁহারও যে আপত্তি হইবে, তাহা তো বোধ হয় না। আমার দেহ কি! গুরুসেবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার অমূল্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিতে সমর্থ। আর অনুমতি লইবার সময়ই বা কোথায়? সুতরাং যাই, এই উপায়ই অবলম্বন করি।

ব্রাহ্মণী এই ভাবিয়া বণিকের গৃহে আসিলেন এবং বলিলেন—"মহাশয়! আমাদের গুরুদেব সশিষ্য আমাদেব গৃহে শুভাগমন করিয়াছেন, অথচ গৃহে একটি তণ্ডুলকণা পর্যন্তও নাই যে তাঁহাদেব সেবা করি· আপনি যদি তাঁহাদেব সেবার উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার বাসনা পূর্ণ করিব।"

এই কথা শুনিবামাত্র বণিকের মহা আনন্দ হইল। বণিক ভাবিল—যাহাকে লাভ করিবার জন্য এত প্রয়াস, অদ্য তাহা সহজেই লভ্য হইল। কিন্তু পবক্ষণেই তাহার হৃদয়ে কেমন একটা বিস্ময়ের ভাব জন্মিল। সতীর সঙ্গ তাহাব অধর্মবুদ্ধি তিরোহিত করিয়া দিয়াছে। বণিক আর অধিক চিন্তা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ নিজ লোকজনদ্বারা যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণীর গৃহে পাঠাইয়া দিল।

ব্রাহ্মণী অতি যত্নসহকারে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া গুরুদেবের সেবা করিলেন এবং প্রসাদ লইয়া পতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছু পরে বরদার্য বাটী ফিরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন—গুরুদেব সশিষ্য তাঁহার পর্ণকুটীর আলোকিত করিয়া বিরাজিত। দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে একই কালে নানাভাবের উদয় হইল। গুরুদেব দর্শনে যেমন আনন্দও হইল, তদ্রূপ তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত মহা উদ্বেগও জন্মিল। তিনি ব্যগ্রভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক গুরুদেবের পাদবন্দনা করিলেন এবং অতি ত্বরাপূর্বক গৃহিণী সকাশে আসিলেন। দেখিলেন—গৃহিণী গুরুদেবের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ লইয়া বসিয়া আছেন।

প্রসাদ দেখিয়াই তাহার হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কাহাকে ধন্যবাদ দিবেন, কাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, তাহা আর স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি সজলনয়নে গদ্গদকণ্ঠে গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ব্রাহ্মণি! ব্যাপার কি?" ব্রাহ্মণী আনুপূর্বিক সমুদয় কথা পতিচরণে নিবেদন করিলেন এবং ভীত ও লজ্জিতভাবে অধোবদনে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

বরদার্য ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন ও পত্নীকে শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণি! চিন্তা করিও না, তোমাব মত গুরু-ভক্তের সতীত্ব নাশ করে, এরূপ দুরাচার জগতে এখনও জন্মে নাই। যাও এই বৈষ্ণবপ্রসাদ লইয়া সেই দুরাচাবকে খাওয়াও, দেখিবে—সে তোমাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া তোমার চরণতলে লুণ্ঠিত হইবে।" উপযুক্ত পত্নীর উপযুক্ত পতি সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণী অবিলম্বে প্রসাদ লইয়া পতির সহিত বণিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন।· বরদার্য বাটীর বহির্দেশেই দণ্ডায়মান রহিলেন এবং ব্রাহ্মণী বণিকের নিব আসিয়া বলিলেন—"মহাশয়! এই আমাদের গুরুদেবের প্রসাদ—আপনার জন্য আনিয়াছি. আপনার অনুগ্রহে আজ আমরা গুরুসেবা করিয়া ধন্য হইয়াছি, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন. আপনি এই প্রসাদ পাইয়া জীবন ধন্য করুন।"

গুরুভক্তির প্রভাবে পাষণ্ড উদ্ধার

বণিক ব্রাহ্মণের বাটীতে দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিয়া নানাবিধ চিন্তাস্রোতে ভাসমান ছিল। সে কখনও ব্রাহ্মণীর গুরুভক্তির কথা ভাবিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতেছিল, কখনও বা অভীষ্টসিদ্ধির কাল্পনিক সুখে আত্মহারা হইতেছিল। আবার কখন বা নিজ প্রবৃত্তির নীচতার মাত্রার সহিত ব্রাহ্মণীর প্রকৃতি়ৢ উচ্চতার মাত্রার তুলনা করিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া তাহার পাশবপ্রবৃত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই পবিত্র প্রসাদ গ্রহণ করিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! প্রসাদ খাইবামাত্র সহসা দাবানলদাহরূপ দারুণ যন্ত্রণায় তাহাকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল। শত বৃশ্চিক-দংশনজ্বালা যেন তাহাকে অভিভূত করিতে লাগিল। সে রোদন করিতে করিতে ব্রাহ্মণীর পদতলে আসিয়া পতিত হইয়া বলিল—"মা! আমায় রক্ষা করুন—দয়া করিয়া আমায় রক্ষা করুন, আমাকে ঘোর অনন্ত নরক হইতে উদ্ধার করুন। আমি মহাপাতকী, আপনি ভিন্ন আর কেহ এ পাতকীকে আর উদ্ধার করিতে পারিবে না। হায়! আমি সাক্ষাৎ ভগবতীর উপর কামদৃষ্টি করিয়াছি।"

বণিকের রোদনধ্বনি বরদার্যের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বণিকের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন,—"বৎস! ক্ষান্ত হও, ক্রন্দন করিও না, চল—তুমি আমাদের দয়ার সাগর গুরুদেবের নিকট চল, তিনি তোমায় নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন।"

বণিক রোদন করিতে করিতে ব্রাহ্মণ-দম্পতির সহিত রামানুজের নিকট আসিল ও তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া সমুদয় নিজ দোষ স্বীকার করিল এবং উদ্ধারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিল। সাধুসঙ্গ কি না করিতে পারে?

যতিরাজ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন এবং ভগবদ্ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বরদার্য ও তাঁহার পত্নীকে অগণ্য-ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন এবং বণিককে উঠাইয়া নানা সদুপদেশ দিয়া যথারীতি বৈষ্ণব-মতে দীক্ষিত করিলেন। বণিকের জীবন এখন হইতে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল; তাহার পাপপ্রবৃত্তি চিরতরে অন্তর্হিত হইল, বণিক মহা সাধু হইয়া উঠিলেন।

যজ্ঞেশকে শিক্ষাদান

এদিকে যখন এই সব ব্যাপার ঘটিতেছে, যজ্ঞেশ তখন গুরুসেবার আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করিয়া গুরুদেবের শিষ্যদ্বয়কে সংবাদ দিবার জন্য বাহিরে আসিলেন। কিন্তু দেখিলেন—শিষ্যদ্বয় চলিয়া গিয়াছেন! তিনি তখন তাঁহাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। সেবার আয়োজন সম্পন্ন করিয়া তিনি শিষ্যদ্বয়কে দেখিতে না পাইয়া প্রাণে বড় ব্যথা পাইতে লাগিলেন। গুরুদেবের জন্য সমুদয় আয়োজন প্রস্তুত, অথচ গুরুদেব আসিবেন না, এ দুঃখ রাখিবার কি আর স্থান আছে?

যজ্ঞেশ মর্মপীড়ায় কাতর হইয়া পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বরদার্যের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—গুরুদেব আহারান্তে সশিষ্য বিশ্রাম করিতেছেন। যজ্ঞেশ আসিয়া আচার্যের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং কি অপরাধে তাঁহার শিষ্যদ্বয় কিঞ্চিৎ অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া আসিলেন, আর কি জন্যই বা তাঁহার গৃহে যতিরাজের শুভাগমন হইল না, বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

যতিরাজ কিন্তু অপরিচিতের ন্যায় যজ্ঞেশকে বলিলেন,—"কে গো তুমি! কই আমরা তো তোমায় জানি না। এই গ্রামে আমাদের 'যজ্ঞেশ' নামে একজন শিষ্য ছিল, সে ব্যক্তি বড়ই সজ্জন ও বিনয়ী, কিন্তু আমার শিষ্যগণ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। অবশ্য সেই নামে আর এক জনকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি গর্বিত ও ধনমদ-মত্ত।"

যজ্ঞেশ সকলই বুঝিলেন এবং বলিলেন—"ভগবন! আমিই সেই হতভাগ্য। প্রভো! কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনার শুভাগমনের জন্য আয়োজন করিতে বাটীর অভ্যন্তরে গিয়াছিলাম, ইত্যবসরে আপনার শিষ্যদ্বয় চলিয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করি নাই প্রভো! আমার এ অপরাধ অজ্ঞানকৃত অপরাধ, আপনি নিজগুণে আমায় ক্ষমা করুন।"

যজ্ঞেশের কথা শুনিয়া যতিরাজ এক শিষ্যকে তাঁহার শরীরে পূতবারি সেচন করিতে আদেশ করিলেন। * শিষ্য তদ্দণ্ডে তাহাই করিল। যজ্ঞেশ বারিস্পর্শে নবজীবন লাভ করিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত হইয়া গেল। আচার্য তখন যজ্ঞেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তাই তো! তুমি যে আমাদের সেই 'যজ্ঞেশ'ই! ভাল করিয়া দেখিয়া এখন চিনিতে পারিতেছি বটে! কিন্তু তবুও তোমার যেন একটু পরিবর্তন হইয়াছে, তোমার পরিচ্ছদ কিঞ্চিৎ মলযুক্ত হইয়াছে—দেখিতেছি। আমার বোধ হয়, তুমি যদি তোমার পরিচ্ছদ পরিষ্কার কর তো ভাল হয়।"

যজ্ঞেশকে ক্ষমা

অনন্তর যতিরাজ যজ্ঞেশকে অতিথিসৎকার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন ও প্রত্যাগমনকালে তাঁহার আলয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত

* কোন জীবনীকার এস্থলে রামানুজের ক্রোধের এবং একজন আচার্যের অভিমানের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, আবার অপরের মতে যজ্ঞেশের বারিস্পর্শের প্রসঙ্গই নাই।

হইলেন। যজ্ঞেশ কিন্তু এই শিক্ষা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তদবধি অতিথি বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-সজ্জনের পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করা এক কর্তব্য কর্মের মধ্যে পরিগণিত করিলেন। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথি পাইলেই তিনি তাঁহার বস্ত্র ধৌত করিয়া দিতেন।

কাঞ্চীপুরীতে আচার্য রামানুজ

পরদিন প্রাতে "অষ্টসহস্র" গ্রাম ত্যাগ করিয়া যতিরাজ মধ্যাহ্নে কাঞ্চীপুরীতে আসিলেন ও প্রথমেই কাঞ্চীপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি গুরুর ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকেই সঙ্গে লইয়া ভগবান বরদরাজের দর্শন করিলেন এবং ভগবানের সহিত কিয়ৎকাল কথোপকথন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এখানে আচার্য ত্রিরাত্র বাস করিয়া শ্রীশৈল বা বেঙ্কটাচলের উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন।

ঘটিকাচলে শূদ্রবেশে ভগবান পথ-প্রদর্শক

এই পথে আচার্য রামানুজ ঘটিকাচলে আসিয়া একবার পথ হারাইয়া ফেলিলেন। শিষ্যগণের মধ্যেও কেহ পথ জানিতেন না ; সুতরাং সকলেই নিকটস্থ কোন গ্রামবাসীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আচার্য দেখিতে পাইলেন—দূরে একজন কৃষক ক্ষেত্রে জলসেচন করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন এবং বিদায়কালে তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

শিষ্যগণ গুরুদেবের আচরণে মনে-মনে বড়ই বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। রামানুজ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং কিয়দ্দূরে আসিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন,—"বৎসগণ! আমি সেই শূদ্রকে প্রণাম করিতেছিলাম দেখিয়া তোমরা সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলে—তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু তোমরা জানিতে পার নাই, তিনি কে? তিনি—সাক্ষাৎ ভগবান।" শিষ্যগণ আচার্যবাক্য শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং নিজ নিজ মূর্খতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট পুনঃপুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

তিরুপতি বা বেঙ্কটাচলের পাদদেশে অবস্থিতি

ক্রমে আচার্য সেই ভূ-বৈকুণ্ঠ বেঙ্কটাচলের পাদদেশে অবস্থিত কাপিলতীর্থে আসিলেন এবং তথায় দশজন প্রতিষ্ঠিত আলবার-মূর্তির পূজা করিলেন, কিন্তু শৈলোপরি আরোহণ করিতে তাঁহার কিছুতেই ইচ্ছা হইল না। তিনি ভাবিলেন—

ইহা সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধাম, এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ সতত বিরাজমান। শেষ দেব ভগবানের জন্য ভূধররূপে এইস্থানে অবস্থান করিতেছেন। এখানে আমার মতো পাপীর পদার্পণ করা উচিত নহে। আমার এই কলুষবহুল দেহ লইয়া ইহার উপর উঠিলে হয়তো ইহাও কলুষিত হইতে পারে। আমাদের গুরু-সম্প্রদায়ভুক্ত শঠকোপপ্রভৃতি আলবারগণও ইহার উপরে আরোহণ করেন নাই ; তাঁহারা এই শৈলের পাদদেশেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অতএব নিশ্চয়ই আমার শৈলোপরি আরোহণ নিতান্ত গর্হিত কর্ম হইবে। যতিরাজ এই ভাবিয়া শৈলোপরি পদার্পণ করিলেন না; তিনি তাহার পাদদেশেই অবস্থিত হইয়া ভূ-বৈকুণ্ঠ-সৌন্দর্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

ভূমিদান গ্রহণ ও ব্রাহ্মণগণকে দান

এই সময় এতদ্দেশীয় রাজা বিঠ্ঠলরায় রামানুজের পাদমূলে আশ্রয় লইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক গুরুদক্ষিণার স্বরূপ তাঁহাকে ইলমণ্ডীয় নামক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করেন। রামানুজাচার্য ঐ সম্পত্তি অঙ্গীকার করিলেন বটে, কিন্তু নিজের অধীন রাখিলেন না; তিনি ইহা দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া পরম নির্বৃত্তি লাভ করিলেন। আচার্য রামানুজ পরে তাঁহার ত্রিশজন শিষ্যকে এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অনুরুদ্ধ হইয়া বেঙ্কটাচলে আরোহণ

এদিকে আচার্যের শিষ্য শ্রীশৈলবাসী অনন্তার্য প্রভৃতি সাধুতপস্বিগণ তাঁহাদের আচার্যের আগমনবার্তা শুনিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং সকলে তাঁহাকে শেষাবতার বলিয়া বুঝাইয়া তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকে শৈলারোহণে সম্মত করাইলেন।

কথিত আছে—একদিন ভগবান স্বয়ং অনন্তার্যের শিষ্যরূপে আসিয়া আচার্যকে একটি আম্র ও খাদ্যাদি দিয়া তাঁহাকে শৈলারোহণের জন্য অনুরোধ করেন। আচার্যের নিকট তিনি নিজকে অনন্তার্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হইয়া যান। আচার্যের শৈলারোহণে প্রবৃত্তি হইবার পক্ষে ইহাও একটি কারণ।

মাতুলের নিকট দীনতা শিক্ষা

রামানুজ শৈলোপরি কিয়দ্দূর গমন করিলে পর বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণ তাঁহার জন্য ভগবচ্চরণোদক লইয়া উপস্থিত হইলেন। রামানুজ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন— "মহাভাগ! আপনি আমার জন্য কেন এত কষ্ট করিলেন, সামান্য এক বালকদ্বারা পাঠাইয়া দিলেই তো হইত?"

শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন—"হাঁ বৎস! সত্য বলিয়াছ ; আমারও তাহাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কি করি, আমা অপেক্ষা হীনমতি বালক আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, এজন্য আমিই নিজে আনিয়াছি।" মাতুলের কথা শুনিয়া যতিরাজ যারপরনাই লজ্জিত হইলেন ও বৈষ্ণবোচিত দীনতাশিক্ষা লাভ-জন্য শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট বিনীতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন।

বেঙ্কটনাথদর্শন ও সমাধিতে অবস্থান

ইহার পর রামানুজাচার্য 'স্বামি পুষ্করিণীর' জলে অবগাহন করিয়া নিজ শিষ্যকৃত "রামানুজ" নামক পুষ্পোদ্যান হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক বেঙ্কটনাথকে দর্শন করিলেন। বেঙ্কটনাথ তাঁহার প্রতি সর্বোত্তম সম্মান প্রদর্শন করিতে পুরোহিতগণকে আদেশ করিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া দরবিগলিত নেত্রে ভগবানের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার চরণে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন।

অতঃপর আচার্য রামানুজ শ্রীশৈলপূর্ণের পরামর্শ অনুসারে ভগবৎসন্নিধানে ত্রিরাত্র অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ অনাহারে সমাধি-যোগে সেই সময় অতিবাহিত করিলেন।

রামায়ণ শিক্ষা

ইহার পর রামানুজ শ্রীশৈল হইতে অবতরণ করিয়া মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণের গৃহে আগমন করিলেন এবং তথায় এক বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া তাঁহার নিকট রামায়ণের গুহ্যতত্ত্ব সকল শিক্ষা করিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ এই সময় তাঁহার পুত্রদ্বয়কে রামানুজ হস্তে সমর্পণ করেন। ইহাদের একজনের নাম শৈলপূর্ণ এবং অপরের নাম পিল্লান ছিল।

গোবিন্দের নিকট গুরুভক্তিশিক্ষা

গোবিন্দ বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইবার পর হইতে এ যাবৎ শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। রামানুজ গোবিন্দের গুরুভক্তি দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হন ; কিন্তু তিনি একদিন গোবিন্দকে নিজ গুরু শ্রীশৈলপূর্ণের শয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন।

তিনি গোবিন্দকে বলিলেন—"ভ্রাতঃ! এ তোমার কিরূপ আচরণ? গুরুতল্পে কি শয়ন করিতে আছে? ইহা যে মহাপাপ! জান না—ইহাতে যে অন্তে অনন্ত নরক হইয়া থাকে!"

গোবিন্দ বলিলেন—"যতিরাজ! ইহা আমি জানি। কিন্তু ইহা আমি ইচ্ছা করিয়া নিত্যই করিয়া থাকি।"

রামানুজ গোবিন্দের এই সাহসপূর্ণ উত্তর শুনিয়া ভাবিলেন—এস্থলে আমার আর কিছু বলা উচিত নহে। বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। এই ভাবিয়া তিনি গোবিন্দকে আর কিছু না বলিয়া মাতুলকে ইহা নিবেদন করিলেন।

শ্রীশৈলপূর্ণ ইহা শুনিয়া কিছু কুপিত হইয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎস! তুমি নাকি নিত্য আমার শয্যায় শয়ন কর?" গোবিন্দ বলিলেন—"হাঁ প্রভু! ইহা সত্য।" শ্রীশৈল বলিলেন—"সে কি? কেন তুমি এমন কর্ম কর, তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি কি জান না—ইহার ফলে অন্তে অনন্ত নরক হয়।"

গোবিন্দ বলিলেন—"প্রভো! উদ্দেশ্য কিছুই নাই, দেখি কেবল—শয্যা সর্বত্র সমান ও কোমল হইয়াছে কি না। প্রভো! আপনার আশীর্বাদে নরকবাসের জন্য আমি আদৌ ভীত নহি। আমার নরক হইয়া যদি আমার গুরুদেবের সুখে সুষুপ্তি হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে নরকবাসই শ্রেয়ঃ।"

রামানুজ ও শ্রীশৈলপূর্ণ ইহা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা গোবিন্দকে আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া সাধুবাদ করিতে করিতে বলিলেন—"গোবিন্দ! তোমার নিকট গুরুভক্তি শিক্ষা করিবার বিষয়, সন্দেহ নাই।"*

গোবিন্দের জীবে দয়া

একদিন আচার্য রামানুজ শ্রীশৈলপূর্ণের উদ্যানমধ্যে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন গোবিন্দ একটি অতি ভীষণ বিষধরের মুখমধ্যে হস্ত প্রবিষ্ট করিতেছেন। আচার্য অতি বিস্মিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া গোবিন্দের এই কার্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন—ক্ষণপরে গোবিন্দ সর্পটিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, সর্পটিও ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অনন্তর গোবিন্দ স্বামিসরোবরে স্নান করিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

---

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এ ঘটনাটি এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা—গোবিন্দ প্রত্যহ রাত্রিকালে গুরু-শয্যার একপার্শ্বে শয়ন করিতেন ও প্রাতে গুরুর নিদ্রাভঙ্গের পূর্বে উঠিয়া যাইতেন। রামানুজ ইহা দেখিয়া বিরক্ত হন ও শ্রীশৈলপূর্ণকে বলিয়া দেন। শ্রীশৈলপূর্ণ গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বৎস, বল দেখি, গুরু-শয্যায় শয়ন করিলে কি পাপ হয়?" গোবিন্দ বলিলেন "তাহার নরকে বাস হয়", শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন, "তবে তুমি তাহা কর কেন?" গোবিন্দ বলিলেন, "প্রভো! আমি আপনার শয্যার একাংশে শয়ন করিলে যদি আপনার সুখে ও নিরুদ্বেগে নিদ্রা হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে নরকবাসই শ্রেয়ঃ।"

আচার্যের বিস্ময় পূর্ণমাত্রায় উপনীত হইল। তিনি গোবিন্দের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ংই মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথেই গোবিন্দের সহিত দেখা। আচার্য বলিলেন—"গোবিন্দ! তুমি উদ্যানমধ্যে এক সর্প লইয়া কি করিতেছিলে?" গোবিন্দ বলিলেন--"যতিরাজ! সর্পটির গলে কণ্টক বিদ্ধ হওয়ায় বড়ই কষ্ট পাইতেছিল, এজন্য আমি তাহার গলদেশ হইতে কণ্টকটি বাহির করিয়া দিতেছিলাম।" আচার্য গোবিন্দের কথা শুনিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, বিস্ময় ও শ্রদ্ধা তাঁহার বলিবার শক্তি অপহরণ করিয়াছে। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন—মাতুলের নিকট হইতে গোবিন্দকে ভিক্ষা লইতেই হইবে। গোবিন্দই তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরম সহায় হইবেন—সন্দেহ নাই।

সময় বুঝিয়া আচার্য মাতুলের নিকট গোবিন্দকে ভিক্ষা করিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণের অদেয় আচার্যকে কি থাকিতে পারে? শ্রীশৈলপূর্ণ গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎস! আজ হইতে তুমি রামানুজের শরণ গ্রহণ কর। তুমি আমায় যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে, আজ হইতে তদ্রূপ রামানুজকে করিও।" গোবিন্দ আর কি বলিবেন? তিনি মৌন থাকিয়া প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন। গোবিন্দ কিন্তু এই প্রভু পরিবর্তনে মনে মনে সুখী হইতে পারিলেন না।

ঘটিকাচল ও পক্ষীতীর্থ হইয়া কাঞ্চী আগমন; গোবিন্দের ত্রুটি মার্জনা

অনন্তর আচার্য এস্থান হইতে ঘটিকাচল বা শোলিঙ্গায় গমন করেন এবং তথায় আসিয়া নৃসিংহদেবকে দর্শনপূর্বক পক্ষীতীর্থ বা তিরুক্কিড্রম্ নামক স্থানে গমন করেন। এখানে তিনি ভগবান বিজয়রাঘবকে দর্শন কবিয়া কাঞ্চীপুরীতে প্রত্যাগত হইলেন।

রামানুজ কাঞ্চীপুরী আসিয়া কাঞ্চীপূর্ণের আশ্রমে অতিথি হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার মুখে গোবিন্দের গুরুভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন , কিন্তু তাঁহার ম্লানমুখ দেখিয়া আচার্যকে বলিলেন—"যতিরাজ! যদি গোবিন্দ শ্রীশৈলপূর্ণের অভাবে এত বিষণ্ন হন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাকে সেই স্থানেই প্রেরণ করা ভাল।"

রামানুজ ইহা বুঝিতে পারিলেন ও গোবিন্দকে অবিলম্বে শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট যাইবার আদেশ দিলেন। গোবিন্দ দ্রুতগতিতে সরলপথ ধরিয়া তদ্দিবসেই মধ্যাহ্নে শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট গিয়া পৌঁছিলেন।

শ্রীশৈলপূর্ণ কিন্তু তাঁহাকে সম্ভাষণ পর্যন্ত করিলেন না। গোবিন্দ সমস্তদিন বাটীর বাহিরে বসিয়াই রহিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণের পত্নীর ইহা দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি পতিকে বলিলেন—"গোবিন্দ পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত, যদি কথা না কহেন, তাহা হইলে উহাকে কি কিছু আহার্য দেওয়াও উচিত নহে?"

শ্রীশৈলপূর্ণ বলিলেন—"বিক্রীত অশ্বকে কি পূর্বস্বামী তৃণোদক দান করে? যে কর্তব্যবোধহীন, তাহার প্রতি আমার তিলার্ধমাত্রও সহানুভূতি নাই।"

গোবিন্দ এই কথা শুনিয়া তদ্দণ্ডেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া পুনরায় রামানুজের সমীপে আগমন করিলেন। রামানুজ গোবিন্দের মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন ও তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক আহার্য দিয়া আপ্যায়িত করিলেন। গোবিন্দ তদবধি রামানুজের দাস্য করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অষ্টসহস্রগ্রামে যজ্ঞেশের আতিথ্যগ্রহণ

রামানুজ কাঞ্চীপুরী ত্যাগ করিয়া আবার অষ্টসহস্র গ্রামে আসিলেন এবং পূর্ব কথামত যজ্ঞেশের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া যজ্ঞেশকে চরিতার্থ করিলেন। ক্ষমা ও দয়া মহাপুরুষের হৃদয়কমল কখনও পরিত্যাগ করে না।

শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন ও গোবিন্দকে সন্ন্যাসদান

অষ্টসহস্রগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আচার্য ধীরে ধীরে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়া কিছুদিন পরে গোবিন্দকে সন্ন্যাস প্রদান করিলেন, কারণ, তিনি দেখিলেন—গোবিন্দের নিজপত্নীতে পত্নীজ্ঞান নাই। তিনি সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জয়ী এবং তাঁহার কোনরূপই ভোগবাসনা নাই। ইন্দ্রিয়জয়ী না হইলে সন্ন্যাসগ্রহণ বিড়ম্বনামাত্র। গোবিন্দের সন্ন্যাস-নাম হইল—এম্বার।

যাহা হউক, এইবার রামানুজ নিশ্চিন্ত হইলেন। এতদিন যেন তাঁহার হৃদয়ে একটা অভাব বোধ ছিল, এখন গোবিন্দকে পাইয়া তাঁহার আর সে অভাব বোধ রহিল না।

শ্রীরঙ্গমে আচার্যের শাস্ত্রালোচনা

আচার্য এক্ষণে অধিক সময় শিষ্যগণকে শিক্ষাদানেই তৎপর থাকিতেন। শিক্ষামধ্যেও বেদান্তবিচার ও ভগবৎকথা ভিন্ন আর কোন কথাই তিনি আলোচনা করিতেন না। অন্যসময়ে তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার, টীকাকার ও ব্যাখ্যাকার—বোধায়ন ঋষি, দ্রমিড়াচার্য, টঙ্ক বা বাক্যকার, গুহদেব, ভারুচি, কপর্দী, ভর্তৃহরি, ভাগবত শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র, নাথমুনি এবং যামুনাচার্য প্রভৃতির গ্রন্থাদি আলোচনায় কালাতিপাত করিতেন।

এইরূপে দীর্ঘকাল আলোচনার ফলে তিনি স্বমতের উৎকর্ষ ও 'অদ্বৈতমত' ও 'যাদবমত' প্রভৃতি অন্যান্য মতের অপকারিতা আরও বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। ক্রমে এই সকল আলোচনার ফল লোকহিতার্থ সংরক্ষণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল।

শ্রীভাষ্য রচনা

তিনি ভাবিলেন—পূর্বাচার্যগণও এইভাবে প্রণোদিত হইয়া ব্যাসশিষ্য ঋষি বোধায়ন প্রণীত ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিকে সংক্ষিপ্তভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তাহা তদানীন্তনীয় অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। এই প্রাচীন আর্য মতাবলম্বনপূর্বক অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে পারিলে লোকের প্রভূত উপকার হইবে—সন্দেহ নাই। ওদিকে যামুনাচার্যের নিকট তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞার কথাও স্মরণ হইল। অনন্তর একদিন তিনি কুরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন-- "দেখ কুরেশ! আমার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নের জন্য ইচ্ছা হইতেছে।

"তোমার ন্যায় সুবুদ্ধি শাস্ত্রপারদর্শী জগতে দুর্লভ, সুতরাং তুমি আমার লেখক হও এবং লিখিবার কালে যদি তুমি কোথাও আমার যুক্তি কোনরূপ অসমীচীন বোধ কর, তাহা হইলে তুমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিও, আমি সেই অবকাশে উহা পুনরায় পর্যালোচনা করিয়া বলিব।" গুরুর আজ্ঞানুবর্তী কুরেশ তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং এইরূপে শ্রীভাষ্য রচনা আরম্ভ হইল।

কুরেশকে পদাঘাত

একদিন ভাষ্য লেখা হইতেছে, এমন সময় রামানুজ বলিলেন -- "জীব নিত্য ও জ্ঞাতা।" কুরেশ ইহা শুনিয়া লেখনী বন্ধ করিলেন। কুরেশের ইচ্ছা আচার্য যেন বলেন—জীব ভগবানের শরীরবিশেষ। ঈশ্বর তাহার আত্মা ও অন্তর্যামিস্বরূপ। সুতরাং জীবের কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই, জীব সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন।

রামানুজ কুরেশের লেখনী স্থির দেখিয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি কুরেশকে লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কুরেশ কিন্তু কোন কথা না বলিয়া স্থিরভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামানুজ যারপরনাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কুরেশ! তুমি যদি এরূপ আচরণ কর, তাহা হইলে তুমিই ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হও, আমি আর কিছু বলিব না।" কুরেশ তথাপি নিরুত্তর, তথাপি স্থির। শেষে আচার্য এতই রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, কুরেশকে পদাঘাতপূর্বক ফেলিয়া দিয়া তথা হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

কুরেশ কিন্তু তদবস্থাতেই পড়িয়া রহিলেন, বহুক্ষণ হইল তথাপি উঠিলেন না। সতীর্থগণ বলিলেন—"ওহে কুরেশ! তুমি আর ওরূপভাবে পড়িয়া রহিয়াছ কেন? এখন কি করিবে কর।"

কুরেশ বলিলেন—"ভাই হে, শিষ্য—গুরুর সম্পত্তি, তিনি যে অবস্থায় রাখিবেন, শিষ্য সেই অবস্থায়ই থাকিতে বাধ্য।"

কুরেশের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা

ওদিকে রামানুজ কিন্তু নিশ্চিন্ত নাই। তিনি গভীর চিন্তামগ্ন। ক্রমে তাঁহার ক্রোধ অন্তর্হিত হইল, হৃদয়ে অনুতাপ আসিল এবং ভগবৎ কৃপায় যথার্থ তত্ত্বের স্ফূর্তি হইল। তিনি নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিনীতভাবে কুরেশের নিকট আসিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং কুরেশ গুরুদেবের এই ব্যবহারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি আচার্যের পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া সজলনয়নে পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং নানারূপে আচার্যকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। গুরুশিষ্যের এই প্রেমবিহ্বলভাব দেখিয়া সকলে অবাক। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত জীবলক্ষণে 'বিষ্ণুকর্তৃক অধিষ্ঠিতত্ব' অংশটি সংযুক্ত করিয়া কুরেশকে পুনরায় লিখিতে বলিলেন এবং কুরেশও সানন্দ-মনে পূর্ববৎ লিখিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য সম্পূর্ণ হইল।*

---

* কোন মতে দেখা যায় পদাঘাতের কথা নাই। কিন্তু বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত ও পণ্ডিত শ্রীনিবাস এ কথা স্পষ্টভাবেই তাঁহার গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন

কোন মতে রামানুজের একরূপ ভুল সর্বশুদ্ধ তিনবার হইয়াছিল এবং একবার তিনি মীমাংসার জন্য কুরেশকে গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট ছয়মাসের জন্য পাঠাইয়াছিলেন

এই শ্রীভাষ্যরচনা সম্বন্ধে জীবনীকারগণের নানামত দৃষ্ট হয়। সংক্ষেপে তাঁহাদের অ[illegible] শয় এই : —

১। কতিপয় ব্যক্তি বলেন, রামানুজ বোধায়ন বৃত্তিসংগ্রহার্থ কুরেশকে সঙ্গে লইয়া প্রথমবার কাশ্মীর যান। কাহারও মতে, সঙ্গে কেবল কুরেশ ছিলেন না, কিন্তু দাশরথি, বেদবিষ্ণু-আচার্য এবং গোবিন্দও ছিলেন। আবার কাহারও মতে, তিনি শ্রীভাষ্য রচনা করিবার পর দিগ্বিজয়কালে একবারই কাশ্মীর গিয়াছিলেন, সঙ্গে বহু শিষ্য ছিল। আমরা এই মতটিই গ্রহণ করিলাম

২। কেহ কেহ কাশ্মীরের শারদাপীঠের পরিবর্তে কাশ্মীরের শ্রীনগর নগরীতে সরস্বতী দেবী ও তাঁহার ভাণ্ডারের কথা বলিয়াছেন কিন্তু শ্রীনগরে শারদাপীঠ নাই।

৩। কেহ বলিয়াছেন - সরস্বতী দেবী স্বয়ং স্বহস্তে রামানুজকে বোধায়নবৃত্তি দিয়াছিলেন, কেহ বলিয়াছেন— রাজাজ্ঞায় পণ্ডিতগণ প্রথমে তাঁহাকে উহা দেখিতে মাত্র দেন এবং পরে রাজাই তাঁহাকে একেবারে দিয়াছিলেন।

৪। কাহারও মতে, কাশ্মীরেও বোধায়ন বৃত্তির ২৫০০০ শ্লোকাত্মক এক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ ছিল। উহার মূলগ্রন্থ দুইলক্ষ শ্লোকাত্মক। কেহ বলেন- না —তাহা এক লক্ষ শ্লোকাত্মক মাত্র। অবশ্য শ্রীভাষ্যের প্রা[illegible] দেখা যায় রামানুজ বলিতেছেন—"তন্মতানুসারে আমি ভাষ্যরচনা করি[illegible]ছি।"

৫। এক মতে— রাজা রামানুজকর্তৃক উদ্ধৃত বোধায়নের বাক্যপ্রমাণের জন্য পণ্ডিতগণকে সভাস্থলে উক্ত গ্রন্থ আনিতে আদেশ করেন ও রামানুজকে একবার মাত্র সমগ্র গ্রন্থ পড়িবার আদেশ দেন।

৬। কাহারও মতে— রামানুজমত সরস্বতী দেবীকর্তৃক গৃহীত হয় কি না—জানিবার জন্য রাজাজ্ঞায় রামানুজ

আচার্যের গ্রন্থাবলী ও রঙ্গনাথকর্তৃক তাঁহার সম্মান

শ্রীভাষ্যের পর তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থরচনা করেন, যথা—বেদান্তদীপ, বেদান্তসারসংগ্রহ, গীতাভাষ্য, গদ্যত্রয় ও নিত্যগ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিখানি বেদান্তসম্বন্ধীয় এবং শেষ দুইখানি সেবা ও অনুভূতি সম্বন্ধীয়। শ্রীভাষ্য সম্পূর্ণ হইলে উহা শ্রীরঙ্গনাথের সমক্ষে পঠিত হয়। শ্রীরঙ্গনাথ প্রীত হইয়া রামানুজকে ব্রহ্মরথ ও শতকলসাভিষেক দ্বারা সম্মানিত করিতে আদেশ করেন। ইহার পর সকলে রামানুজকে শ্রীরঙ্গমের পথে গাড়ীতে বসাইয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইয়াছিল।

আচার্য রামানুজের দিগ্বিজয়যাত্রা

এই প্রকারে শ্রীভাষ্যপ্রভৃতি শ্রীগ্রন্থসমূহ সমাপ্ত হইলে শিষ্যগণের অনুরোধে আচার্য দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হন। ভগবদ্‌ভজন ব্যতীত ভক্তের নিজের ইচ্ছা আব কি হইতে পারে? যাহা হউক, আচার্যের সঙ্গে তাঁহাব ৭৪ জন প্রধান শিষ্য ব্যতীত অসংখ্য শিষ্যসেবক অনুগমন কবিলেন।*

এক বাত্রে "শ্রীভাষ্যের সারস্বরূপ বেদান্তসার-গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা সরস্বতীদেবীর গৃহে রক্ষিত হয়, এবং পরদিন তাহা দেবীর হস্তে বিরাজিত দেখা যায়।

৭ কাহারও মতে সরস্বতীদেবীই রামানুজ ভাষ্য পড়িয়া "শ্রীভাষ্য" নাম দেন —এবং রামানুজের "ভাষ্যকার" নাম দেন।

৮। কাহারও মতে শ্রীভাষ্য সম্পূর্ণ হইতে কতদিন অতীত হয়, অর্থাৎ উহা কুরেশের অন্ধতা আরোপ্য হইলে শেষ হয়।

* আচার্য রামানুজের শিষ্যসেবকের একটি তালিকা পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের গ্রন্থে আছে, নিম্নে তাহাও প্রদত্ত হইল। (১) ছোত্তই নম্বি, আলবান্দরের পুত্র (২) পুণ্ডরীক, মহাপূর্ণের পুত্র, (৩) যামুন গোষ্ঠীপূর্ণের পুত্র, (৪) সুন্দরবাহু, মালাধরের পুত্র, (৫) রামানুজ, শ্রীশৈলপূর্ণের পুত্র, (৬) পরাশর এবং তাঁহার ভ্রাতা আলবানের পুত্র (৭) রামানুজ, আণ্ডানের পুত্র, (৮) মধ্যমার্য, (৯) গোমঠার্য (১০) তিরুকোভেলুর আলবান, (১১) তিরুমোহর আলবান, (১২) পিল্লাই আলবান, (১৩)বরদবিষ্ণু আচার্য বা নডাড়ুর (১৪) বিষ্ণুচিত্ত, (১৫) মরীচার্য, (১৬) নেয্যুন্দালবান, (১৭) বালার্য, (১৮) অনন্তার্য, (১৯) বেদান্তী আলবান্, (২০) কোইল আলবান, (২১) উৎকলার্য, (২২) হরণপুরার্য (২৩) গোবিন্দ, (২৪) প্রণতার্তিহর (২৫) বালার্য ২য়, (২৬) ইজ্জাবাড়ি আচ্চান, (২৭) কোঙ্গিলাচ্চান্, (২৮) ইজ্জামবাড়ি জীয়ার, (২৯) নম্মান তিরুপতি, (৩০) সত্তম্ পিল্লাই জীয়ার, (৩১) তিরুভেল্লারি জীয়ার, (৩২) আটকোণ্ডাভাল্লি জীয়ার (৩৩)তিরুনাগরি পিল্লাই, (৩৪) কারাঞ্জি সোমযাজী, (৩৫) অলঙ্কার বেঙ্কটবার, (৩৬) নম্বি করুত্তেণার (৩৭) দেবরাজ ভট্টার, (৩৮) পিল্লাই উরাঙাই উডায়ার, (৩৯) পিল্লান, (৪০) ভল্লালার, (৪১) আসুরী পেরুমাল, (৪২) আচ্চা কন্নপুর, (৪৩) মুনিপেরুমাল, (৪৪) অম্মাঙ্গি পেরুমাল, (৪৫) মারুতি জ্যেষ্ঠ, (৪৬) মারুতি কনিষ্ঠ; (৪৭) শ্রীরাম ক্রতুনাথার্য, (৪৮) জীয়ারাণ্ডান, (৪৯)ঈশ্বরাণ্ডান, (৫০) ইযুন্নি পিল্লাই আণ্ডান, (৫১) পেরি আণ্ডান; (৫২) আণ্ডান কনিষ্ঠ, (৫৩) আণ্ডান কনিষ্ঠ কুরিঞ্জিপুরবাসী, (৫৪) অম্মঙ্গি আণ্ডান; (৫৫) আলবান্দার আণ্ডান; (৫৬) দেবরাজ মুনি, (৫৭) তোণ্ডানুর নম্বি, (৫৮) মুরুক্কুর নম্বি, (৫৯)মলুক্কুর নম্বি; (৬০) তিরুমল্লসণ্ডি নম্বি; (৬১) কুরুন্ত নম্বি, (৬২) মুদুম্বাই নম্বি, (৬৩) অক্কুর্ণ, (৬৪) বক্কিপুরত্তু নম্বি, (৬৫) পরাঙ্কুশ নম্বি, (৬৬) অম্মঙ্গি অম্মাল, (৬৭) বরদার্য, (৬৮) উৎকল অম্মাল,

দিগ্বিজয়ার্থ কাঞ্চীপুরে আচার্য রামানুজ

শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া আচার্য সশিষ্য প্রথমে চোলরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এখানে আসিয়া সর্বাগ্রে আচার্য কাঞ্চীপুরে আসিলেন এবং বিষ্ণুকাঞ্চিপতি বরদরাজ ভগবানের দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দিগ্বিজয়ের অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। ভক্ত যাহা করিবেন তাহা কি ভগবানের অনুমতি ভিন্ন করিতে পারেন? অতঃপর, এস্থানের যাবতীয় বিরুদ্ধমতাবলম্বী পণ্ডিতবর্গের দর্প খর্ব করিয়া আচার্য ভূতপুরী দর্শনার্থ প্রস্থিত হইলেন। যাঁহারা বাল্যে রামানুজকে দেখিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা আচার্যের এই শিষ্যৈশ্বর্য দেখিয়া যারপরনাই চমৎকৃত হইলেন।

ভূতপুরীতে আচার্য রামানুজ

ভূতপুরী রামানুজাচার্যের জন্মভূমি। এখানে আদিকেশব প্রসিদ্ধ দেবতা। আচার্য এখানে আসিয়া সর্বাগ্রে আদিকেশব ভগবানের দর্শন করিলেন। অতঃপর নিজ বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্ত সর্বসমক্ষে প্রচার করিলেন। ভূতপুরীবাসী রামানুজের এই মাহাত্ম্য দেখিয়া এবং ভগবদ্ ভক্তিপূর্ণ উপদেশ শুনিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা তাঁহাদের আনন্দের বিষয় হইল এই যে, তাঁহাদের গ্রামের সন্তান আজ এই জগদ্গুরুর আসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান আজ ভগবদবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন।

কুম্ভকোণমে আচার্যকর্তৃক স্বমত প্রচার

ভূতপুরী পরিত্যাগ করিয়া আচার্য রামানুজ কুম্ভকোণমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুম্ভকোণমে এ সময় বহু পণ্ডিতের বাস ছিল। আচার্য রামানুজ ইহাদিগের সকলের নিকট বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচার এবং ভগবচ্ছরণাগতির মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়—বহু লোকই আচার্যের মত গ্রহণ করিলেন এবং কেহই আচার্যের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতে সাহসী হইলেন না। অতঃপর নিকটবর্তী তীর্থসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে আচার্য তিরুভালি তিরুনাগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিরুভালি তিরুনাগরীতে আচার্য ও পেরিয়া রমণী

"পরকাল" নামক এক ভক্তপ্রবরের জন্মস্থান বলিয়া এই স্থানটি ভক্ত সমাজের নিকট বড়ই আদরণীয়। আচার্য একদিন এই স্থানের তীর্থগুলি পরিভ্রমণ

(৬৯) ছোত্তাই অম্মাল, (৭০) মুড়ুম্বাই অম্মাল, (৭১) কোমাণ্ডুর পিল্লাই, (৭২) কোমাণ্ডুর ইল্যাবল্লী; (৭৩) কিড়াম্বি পেরুমাল, (৭৪) পিল্লান আর্কটদেশীয়। এতদ্ব্যতীত সন্ন্যাসী শিষ্য ৭০০, একাঙ্গী ১২০০০; কোথী অর্থাৎ স্ত্রীশিষ্যা—৩০০ এবং ব্রাহ্মণেতর শিষ্য অসংখ্য।

করিতেছেন এমন সময় একটি পেরিয়া (অত্যন্ত নীচ জাতীয়া) রমণীকে দেখিয়া তিনি তাহাকে একপার্শ্বে যাইতে বলিলেন। কিন্তু রমণীটি কোন দিকেই না সরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"যতিরাজ! আমি কোন্ দিকে যাইব? সম্মুখে ব্রাহ্মণোত্তম আপনি, পশ্চাতে পবিত্র তিরুকন্নপুরম্, দক্ষিণভাগে তিরুমনন কোল্লাই—যেখানে "পরকাল" ভগবানকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, অথবা ঐ অশ্বত্থবৃক্ষ—যাহার উপর আরোহণ করিয়া "পরকাল" সমুদয় পর্যবেক্ষণ করিতেন, আব বামভাগে ভগবান তিরুভালিপতি অবস্থিত। বলুন—আমি কোন দিকে যাই।"

আচার্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত, ভক্তপূজার ব্যবস্থা

আচার্য লজ্জায় অধোবদন। আচার্য ভাবিলেন—যিনি সর্বত্র ভগবান বা তাঁহাব ভক্তকে দেখেন, তাঁহা অপেক্ষা মহদ্ব্যক্তি আর কে আছেন? তাঁহা অপেক্ষা পবিত্রাত্মা আর কে হইতে পারেন? কিন্তু আমি এমন হতভাগ্য যে ইঁহাকে চিনিতে পারি নাই। এই ভাবিয়া আচার্য অতি বিনীতভাবে বলিলেন—"দেবি! আমায় ক্ষমা করুন, আমি আপনার নিকট যারপরনাই অপরাধী। জাতি কুল ও বিদ্যাভিমান আমায় অন্ধ করিয়া ফেলিযাছে। এই উপবীতাদি এই হতভাগ্য সন্ন্যাসীর যোগ্য নহে, ইহা আপনারই যোগ্য। আমার একান্ত প্রার্থনা আপনি মন্দিরমধ্যে ভগবৎসমীপে অবস্থিতি করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়েব কল্যাণ সাধন করুন।"

পেরিয়া রমণী আর কি বলিবেন? তিনি আচার্যের নিকট যাহা আশা করিতে পারেন তদপেক্ষা অধিকই পাইলেন। বস্তুতঃ, আচার্যের এই বিনয় ও ভক্তিভাব দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

রামেশ্বরপথে বৃষভাদ্রিতে আচার্যকর্তৃক স্বমত প্রচার

তিরুভালি তিরুনাগরী হইতে আচার্য বৃষভাদ্রি তীর্থে (মাদুরার পাঁচক্রোশ উত্তরে) আসিলেন। এখানে আসিয়া আচার্য ভগবান সুন্দরবাহুর যথাবিধি পূজা করিলেন এবং জনসাধারণমধ্যে ভাগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য প্রচার করিলেন।

মাদুরাতে আচার্যকর্তৃক স্বমত প্রচার

বৃষভাদ্রি হইতে আচার্য রামেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সর্বত্র বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত এবং ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য প্রচার করিতে কবিতে চলিলেন। সকলেই আচার্যের উপদেশে কৃতার্থ হইতে লাগিল।

এইরূপে আচার্য তাঁহার দিগ্বিজয়বাহিনী লইয়া ক্রমে মাদুরা নগরীতে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। এখানে মীনাক্ষীদেবীর পূজা মহাসমারোহে হয়। আচার্য এখানে দর্শনীয় তীর্থগুলি দেখিয়া পণ্ডিতসমাজমধ্যে স্বমত প্রচার করিলেন এবং "সঙ্গমে"র (শৈব?) তামিল কবিগণকে পরাজিত করিলেন।

শ্রীভিল্লিপত্তুরে আচার্যকর্তৃক স্বমত প্রচার

মাদুরা হইতে আচার্য শ্রীভিল্লিপত্তুরে আসিলেন। এই স্থানটি পেরিয়া আলোয়ার বা বিষ্ণুচিত্ত এবং রঙ্গমন্নার ও অণ্ডালের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অণ্ডাল আচার্যকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। আচার্য এখানে স্বমত প্রচার করিয়া কুরুকুর তীর্থে যাত্রা করিলেন।

কুরুকুরে আচার্যকর্তৃক ভক্তসম্বর্ধন

কুরুকুরের পথে চিঞ্চাকুটী গ্রামে আসিয়া আচার্য একটি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করেন—"কুরুকুর কতদূর?" বালিকাটি বলিল—"বেশী দূর নহে ডাকিলে শুনা যায়। কেন, আপনি কি সহস্রগীতি পড়েন নাই?" আচার্য বলিলেন "কেন? সহস্রগীতির মধ্যে একথা আছে নাকি?" বালিকাটি হাসিয়া সহস্রগীতির একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিল। আচার্য বালিকার পবিত্র দিব্যভাব দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলেন ভক্তের সমাদর করিতে আচার্য সর্বদাই সকলের অগ্রণী।

ভক্তিপ্রভাবে শূদ্র বা চণ্ডালপাদুকাও পূজনীয়

বালিকার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আচার্য সশিষ্য মহামুনি শঠকোপের পাদুকা দর্শনে চলিলেন। এই শঠকোপ (শূদ্র বা) চণ্ডালবংশসম্ভূত ছিলেন কিন্তু ভক্তির প্রভাবে ইঁহার পাদুকা আজ আচার্যের ন্যায় পবিত্র ব্রাহ্মণগণেরও পূজ্য হইয়াছে। ভক্তকুলতিলক ব্রাহ্মণ মধুরকবি ভক্তির আতিশয্যবশতঃ এই পাদুকাকে নিজনামে অভিহিত করিতেন। তদবধি এই পাদুকার নাম মধুরকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

আচার্যের দীনতা ও গুরুভক্তি

এক্ষণে আচার্য এই পাদুকাসমীপে আসিয়া প্রার্থনা করিলেন—যেন এখন হইতে এই পাদুকা "রামানুজ" নামে প্রসিদ্ধ হয়। আশ্চর্যের বিষয়—আচার্যের এই প্রার্থনা দৈববাণীদ্বারা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করা হইল। অতঃপর আচার্যের ইচ্ছা হইল—তাঁহার কোন শিষ্যকে শঠকোপ নামে আহ্বান করিবেন। শ্রীশৈলপূর্ণের পুত্র পিল্লান এজন্য প্রার্থী হইলেন আচার্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে তদবধি শঠকোপ নামে অভিহিত করিলেন। এই শঠকোপের মতই যে আচার্যের

মতের মূলভিত্তি তাহা আচার্য এখানে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। আচার্যের এইরূপ ভক্তিভাব ও দীনতা দেখিয়া সকলেই বিমোহিত হইলেন।

তিরুক্কুরুঙ্গুড়িতে ভগবানকে উপদেশদান

কুরুক্কুর হইতে আচার্য তিরুক্কুরুঙ্গুড়ি আসিলেন।* আচার্য এখানে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণযুগলে পতিত হইয়া তাঁহার আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভক্তের মহিমা বুঝিবে কে!—ভগবান আচার্যকে সম্বোধন করিয়া যেন পরিহাসচ্ছলে বলিলেন—"আচ্ছা যতিরাজ! আমরা তো সদ্ধর্মরক্ষার্থ এই ধরাধামে অসংখ্যবার অবতীর্ণ হইয়াছি এবং মানবসমাজকে সৎপথে আনিবার জন্য কতই চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের আসুরপ্রবৃত্তি কিংবা অজ্ঞানতা দূর করিতে পারি নাই। কিন্তু তুমি কি করিয়া ইহাতে সাফল্য লাভ করিলে? ইহার রহস্য কি—তোমায় বলিতে হইবে।"

পরিহাসকুশল আচার্য ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"হাঁ, আপনি যদি যথার্থই জানিতে চাহেন তাহা হইলে বলিব বৈ কি? আমি কাহাকেও বিমুখ করি না।"

ভগবান বলিলেন—"যথার্থই আমরা ইহা বিস্মৃত হইয়াছি। আপনি আসুন, আমার পার্শ্বে এই আসনে বসুন ও বলুন।"

আচার্য মনে মনে নিজগুরু মহাপূর্ণকে সেই আসনে বসাইলেন এবং তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া ভগবানের কানে কানে সর্বমন্ত্রসার সত্যদ্বয় বলিলেন। ভগবানও ইহা শিষ্যের ন্যায় অতি ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিলেন এবং বলিলেন—"আমি আজ হইতে রামানুজাচার্যের শরণ গ্রহণ করিলাম।" আচার্যই বা পরিহাসে পশ্চাৎপদ হইবেন কেন? তিনিও বলিলেন—"আমি আজ হইতে আপনাকে 'শ্রীবৈষ্ণব নাম্বি' বলিয়া ডাকিব।"

অতঃপর ভগবানেরই আদেশে আচার্যকে শোভাযাত্রা করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করান হইল। আচার্য তখন মন্দিরে আসিয়া ভগবচ্চরণে পতিত হইয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন—"ভগবন্! দাসের অপরাধ এই বার মার্জনা করুন। আপনার তুষ্টির জন্য আপনার সঙ্গে ওরূপ ব্যবহার করিয়াছি।"

ভগবান হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভালই করিয়াছ, আমি আশীর্বাদ করি—তোমার দিগ্বিজয়যাত্রা সফল হউক।" ভগবানকে সুখী করিয়াই ভক্ত সুখী

---

* ইহা বর্তমান তিনেভেলি হইতে দশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত

হন। যাহা হউক, এইরূপে আচার্য ভগবানের আশীর্বাদ লইয়া কেরল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তশয়নে পাঞ্চরাত্র প্রথাপ্রবর্তনে বিফল প্রয়াস

কেরলের রাজধানী ত্রিভাণ্ড্রাম। এখানে ভগবান অনন্তশয়ন মূর্তিতে বিরাজমান। আচার্য তিরুক্কুরুঙ্গুড়ি হইতে ধীরে ধীরে এই অনন্তশয়নদর্শনে আসিলেন।

এখানে আসিয়া আচার্য দেখিলেন—ভগবানের পূজা পাঞ্চরাত্রমতে হয় না। অথচ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র ভগবানের শ্রীমুখকমলনিঃসৃত। তিনি তথাকার পুরোহিতবর্গ নম্বুরী ব্রাহ্মণগণকে এই পাঞ্চরাত্রমতে পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বহুদিনের সংস্কার কি কেহ সহজে ত্যাগ করে? পুরোহিতগণ আচার্যের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু আচার্যও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি ইতোমধ্যে দেশীয় রাজাকে শিষ্য করিয়া ফেলিলেন এবং একটি মঠও স্থাপন করিলেন এবং তৎপরে পাঞ্চরাত্রমত প্রবর্তনে সকলকে বাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু ভগবান নম্বুরী ব্রাহ্মণগণের পক্ষই অবলম্বন করিলেন এবং আচার্যের নিদ্রিতাবস্থায় অর্ধক্রোশদূরে সিন্ধুনদীমধ্যস্থ একটি দ্বীপের উপর রাখিয়া দিলেন।

ভগবানকর্তৃক আচার্যসেবা

আচার্য নিদ্রাভঙ্গে অপরিচিত স্থান দেখিয়া প্রিয় শিষ্য নম্বিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়—তখনই নম্বি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর নম্বি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তত্রত্য দেবমন্দিরে আসিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আচার্য দেখিলেন যে, তাঁহার শিষ্য নম্বি আর কেহই নহেন, কিন্তু সাক্ষাৎ দেববিগ্রহ। দেখিতে দেখিতে 'নম্বি' দেববিগ্রহে বিলীন হইলেন।

অতঃপর আচার্য আর অনন্তশয়নে পাঞ্চরাত্রপ্রথা প্রবর্তনের প্রয়াস করিলেন না। তিনি সমুদ্রকূলাবলম্বন করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পশ্চিমসমুদ্র কূলে দক্ষিণামূর্তিকর্তৃক শ্রীভাষ্যপ্রশংসা

অনন্তশয়ন হইতে সমুদ্রকূল ধরিয়া কিয়দ্দূর উত্তরাভিমুখে আসিলে আচার্য সর্বজনপূজিত মহাত্মা দক্ষিণামূর্তির * সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিলেন।

---

* এই দক্ষিণামূর্তি কে — তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ তত্ত্বসারায়ণ নামক গ্রন্থের মধ্যে যে দক্ষিণামূর্তির ভাষ্যের কথা শুনা যায়, ইনি তাহারই রচয়িতা। তত্ত্বসারায়ণ মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশের আয়োজন করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশিত হইতে দেখি নাই।

মহাত্মা দক্ষিণামূর্তি এ সময় সর্বপ্রধান পণ্ডিত বলিয়া সকলের নিকট বিবেচিত হইতেন। কি দ্বৈতবাদ, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং কি অদ্বৈতবাদ—সকল বাদেই তাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ ছিল, এজন্য সর্বসম্প্রদায়ের পণ্ডিতই তাঁহাকে সম্মান করিতেন।

আচার্য ইঁহার নিকট আসিয়া কিছুদিন ইঁহার সঙ্গ করিলেন এবং নানা শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন। এই সময় আচার্য ইঁহাকে স্বকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যখানি প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার যথার্থ অভিমত কি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহাত্মা দক্ষিণামূর্তি আচার্যের ভাষ্যখানি দেখিয়া বলিলেন—"আপনার ভাষ্যের সহিত যদি শাঙ্করভাষ্যের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে শাঙ্করভাষ্য—পঙ্কিলজলমগ্ন রত্ন এবং আপনার ভাষ্যখানি—নির্মলসলিলান্তর্গত উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। মহাত্মা দক্ষিণামূর্তিকে সকলেই দক্ষিণামূর্তি ভগবানের অংশ বলিয়া জ্ঞান করিত, আচার্য তাঁহার মুখে এই প্রশংসা শুনিয়া যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিলেন।

কাশ্মীরাভিমুখে ভারতের নানা তীর্থদর্শন

দক্ষিণামূর্তির স্থান পরিত্যাগ করিয়া আচার্য সশিষ্য উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে নানা তীর্থাদি দর্শন করিতে করিতে ক্রমে তিনি মহারাষ্ট্র দেশে আসিলেন। এখানেও নানা তীর্থ দেখিতে দেখিতে ক্রমে তিনি [illegible] দেশে আসিলেন।

গুজরাটে গির্ণার পর্বতে আসিয়া মহামুনি দত্তাত্রেয়ের স্থান এবং অপরাপর তীর্থগুলি আচার্য দর্শন করিলেন। গির্ণার পর্বত পরিত্যাগ করিয়া আচার্য ক্রমে দ্বারকাতীর্থে আসিলেন। দ্বারকায় ভগবদ্‌বিগ্রহ দর্শন করিয়া ভগবানের অপরাপর লীলাক্ষেত্রগুলি দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শনার্থ তিনি পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এ পথে মধ্যপথে—পুষ্করতীর্থ। আচার্য তাহাও দর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে বৃন্দাবন ও মথুরায় আসিলেন এবং গোকুল প্রভৃতি তথাকার তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিয়া যমুনার তীর অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে প্রয়াগে আসিলেন। প্রয়াগের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া আচার্য গঙ্গাতীর ধরিয়া ক্রমে কাশীধামে আসিলেন এবং কাশীধামের দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করিয়া আচার্য গঙ্গাতীরাবলম্বনে আবার পশ্চিমোত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

এইরূপে গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থগুলি দেখিতে দেখিতে আচার্য ক্রমে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হরিদ্বার হইতে দেবপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগের মধ্য দিয়া ক্রমে বদরিকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বদরীক্ষেত্রে আচার্য

বদরীক্ষেত্রে আসিয়া আচার্য নর ও নারায়ণ ঋষি দর্শন করিলেন এবং জনসাধারণের নিকট "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের অতি বিশদ ব্যাখ্যা করিলেন। এই স্থানে তিনি নৃসিংহ নামক এক ভক্তকে সেনাপতি নামে অভিহিত করেন। ইনি কিন্তু পরে আণ্ডানের শিষ্য হন। এইভাবে আচার্য কয়েক দিন বদরিকাশ্রমে থাকিয়া আবার ভারতের সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শারদাপীঠে ভাষ্যকার উপাধিলাভ

পথিমধ্যে ভট্টিমণ্ডপ নামক (লাহোরের নিকট) স্থানে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া অতঃপর কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আচার্য কাশ্মীরের নানা তীর্থস্থান দেখিতে দেখিতে ক্রমে শারদাক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শারদাক্ষেত্র এ সময়ও বিদ্যার জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনও বিদ্যার জন্য উপাধি দানপ্রথা বিদ্যমান ছিল। শারদাদেবী এখনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট প্রত্যক্ষ হন, অথবা অলক্ষিতভাবে থাকিয়া কথাবার্তা কহিয়া থাকেন। কলির প্রভাবে এখনও তিনি অদৃশ্য হন নাই

শারদাদেবীর স্থানটি এ সময়ও শারদাপীঠ নামে অভিহিত হইত। আচার্য এই শারদাপীঠে আসিলে স্থানীয় পণ্ডিতগণের সহিত আচার্যের তুমুল [illegible] হয়। কিন্তু বিচারে পণ্ডিতগণই পরাজিত হন এবং ভগবতীর সমীপে আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

আচার্য দেবীর সমীপে আসিবামাত্র ভগবতী ভারতীদেবী স্বয়ং আচার্যকে অভ্যর্থনা করেন। আচার্য কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মসূত্রের স্বকৃত ভাষ্যখানি ভগবতীর হস্তে দেন এবং তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। ভগবতী আচার্যরচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যখানি আদ্যোপান্ত অবলোকন করিলেন এবং যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া আচার্যকে নানা প্রশ্ন করেন। অনন্তর তিনি আচার্যকে ছান্দোগ্যোপনিষদের "কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে বা[illegible]লেন। আচার্য যে ব্যাখ্যা যাদবপ্রকাশকে শুনাইয়াছিলেন এখনও তাহাই করিলেন।

শারদাদেবী আচার্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যধিক সন্তুষ্ট হইলেন এবং আনন্দে করতালিধ্বনি করিয়া বলিলেন—"তুমিই যথার্থ শ্রুতির মর্ম বুঝিযাছ। তুমিই যথার্থ ভাষ্যকার নামের যোগ্য। তুমি এখন হইতে 'শ্রীভাষ্যকার' নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। আমি তোমাকে এই হয়গ্রীব ভগবদ্ বিগ্রহ দিতেছি, তুমি ইহার উপাসনা করিও, তোমাব কোন অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিবে না।"

আচার্য ভগবতীর এতাদৃশ অযাচিত কৃপা লাভ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং অতি বিনীতভাবে বলিলেন—"মাতঃ! আমি আপনার এই দয়ার যোগ্য নহি। আমার ব্যাখ্যার মধ্যে এমন কিছুই নূতনত্ব নাই, যাহাতে আপনি এতদূর প্রশংসা করিতে পারেন।"

দেবী বলিলেন—"না, বৎস! তোমার ব্যাখ্যা অতি সুন্দব এবং অতি স্বাভাবিক হইয়াছে। আচার্য শঙ্করও এইস্থানে এই শ্রুতির ব্যাখ্যা কবিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। অতএব তুমিই ভাষ্যকাব নামেব যোগ্য।"

বোধায়নবৃত্তি সংগ্রহ

আচার্য পূর্বাচার্যগণকর্তৃক রচিত বোধায়নবৃত্তির সংক্ষিপ্তসাব দেখিয়া ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য বচনা কবিয়াছিলেন। কিন্তু বোধায়নবৃত্তির মূল পান নাই। গুরুমুখে শুনিয়াছিলেন —কাশ্মীরে শারদাসদনে সেই বোধায়নবৃত্তি আছে। এক্ষণে তাঁহার ইচ্ছা হইল—সেই বোধায়নবৃত্তি সংগ্রহ করিবেন। তিনি শাবদামাতাকে বলিলেন —"মাতঃ! শুনিয়াছি আপনাব ভাণ্ডারে ব্রহ্মসূত্রের বোধায়নবৃত্তি আছে। ব্যাসশিষ্য বোধায়ন ঋষির রচিত বলিয়া তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক, আমি তন্মত অনুসারেই ভাষ্য রচনা কবিয়াছি। যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তাহা হইলে উহা আমাকে প্রদান করুন।

শারদাদেবীর আচার্যকে অদেয় কি আছে? তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ পূজকগণকে তাহা দিতে আদেশ কবিলেন। বোধায়নবৃত্তি আচার্যের বড় আদরের বস্তু। আচার্য এবং তাঁহার শিষ্য কুবেশ উভয়েই কয়েক দিনের মধ্যে তাহা একবার পডিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার ভাষ্য এই বৃত্তির অনুযায়ী হইয়াছে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। আচার্যের ইচ্ছা—বোধায়নবৃত্তি লইয়া যান কিন্তু তাহা—পণ্ডিতগণের ইচ্ছা নহে, তথাপি ভারতী দেবীর আদেশের উপব তাঁহারা আর কি কবিবেন। আচার্য বোধায়নবৃত্তি লইয়া ভগবতীকে প্রণাম করিয়া কাশ্মীরের প্রধান নগরী শ্রীনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কাশ্মীর পণ্ডিতগণের অভিচার

ক্রমে এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা আচার্যের গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিষ্য হইয়া পড়িলেন। ইহাতে কিন্তু তত্রত্য পণ্ডিতগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল। তাঁহারা এই প্রাধান্য হারাইয়া অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা আচার্যেব প্রাণবধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। আচার্যের কোন অনিষ্ট না হইয়া পণ্ডিতগণই উন্মত্ত হইয়া গেলেন। তাঁহারা উলঙ্গ হইয়া রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং পরস্পরে পরস্পরের বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজা এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া আচার্যের শরণাপন্ন হইলেন এবং আচার্যের যদি ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার শান্তির জন্য আচার্যের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

আচার্য বলিলেন—"মহারাজ! ইহা আমার উপব তাঁহাদের কৃত অভিচারক্রি[illegible]। আমি তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করি নাই। পণ্ডিতগণ যে অভিচার করিয়াছেন, তাহা আমার উপর ফলিতে পাবে নাই বলিয়া তাহা তাঁহাদেবই অনিষ্ট কবিযাছে। অভিচার ক্রিয়ার রীতিই এই জানিবেন।"

আচার্যের ক্ষমায় রাজা আকৃষ্ট

রাজা তথাপি আচার্যকে পণ্ডিতগণের মঙ্গলের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দযাব সাগব আচার্য নিজ পাদোদক ছিটাইয়া তাঁহাদিগকে নিরাময় করিলেন। ইহাতে বাজা আচার্যের প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, এমন কি ফিরিবার পথে বহুদূর পর্যন্ত আচার্যের সঙ্গে আসি[illegible]ছিলেন।

আচার্যের নিকট হইতে বোধায়নবৃত্তির অপহরণ

আচার্য শারদাদেবীর নিকট হইতে বোধায়নবৃত্তি লইয়া চলিয়া যাইতেছেন—পণ্ডিতগণেব ইহাও আচার্যের উপর একটি বিরক্তির কারণ হইয়াছিল। রাজা আচার্যের শিষ্য হইয়াছেন, সুতরাং তিনি যে ইহাতে বাধা দিবেন, তাহাও সম্ভবপর নহে। আব অভিচারের ফলে তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় পণ্ডিতের যে দুর্দশা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারাও যে কোনরূপ বাধা দিবেন তাহাও তাঁহাদের সাহস হইতেছে না। অগত্যা পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন—দস্যুবৃত্তিরদ্বারা উহা অপহরণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহারই বা সুবিধা কৈ? রাজা স্বয়ং তাঁহাকে তাঁহার পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। যাহা হউক, তথাপি তাঁহারা চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন না।

কাশ্মীররাজ কিছুদূর পর্যন্ত আচার্যের সঙ্গে আসিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইবার পণ্ডিতগণের সুযোগ হইল। তাঁহারা এক রাত্রিকালে আচার্যের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বোধায়নবৃত্তিখানিও লইয়া গেল।

প্রভাতে উঠিয়া আচার্য দেখিলেন—তাঁহার বোধায়নবৃত্তি নাই। তিনি ইহাতে যারপরনাই দুঃখিত হইয়া ভগবল্লীলামাহাত্ম্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। কুরেশ ইহা দেখিয়া বলিলেন—"ভগবন্! আপনি দুঃখিত হইতেছেন কেন? আপনার আশীর্বাদে উহা আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। বলুন—আপনি কোন্ স্থল শুনিবেন?"

আচার্য বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি আদি হইতে বল দেখি, উহা ঠিক তোমার স্মৃতিপটে আছে কি না?" কুরেশ বলিতে লাগিলেন, আচার্য শুনিতে লাগিলেন। আচার্য দেখিলেন—কুরেশের একটি বর্ণও ভুল হইতেছে না। আচার্য কুরেশকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং তদনুসারে পুনরায় ভাষ্যখানি পরিপুষ্ট করিলেন। ভক্তের সহায় ভগবান! ভগবৎকৃপায় ভক্তের কোন অভাবই থাকে না। ভগবদ্ভক্তির ফলে প্রথমেই অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া থাকে।*

অযোধ্যাভিমুখে আচার্য

কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া আচার্য আবার ভারতের সমতল ক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন এবং নানা তীর্থ ও নানা নগরী প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন।

কুরুক্ষেত্র দর্শন করিয়া আচার্য ক্রমে পূর্বাভিমুখে অযোধ্যার দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে নৈমিষারণ্য। আচার্য ইহাও দর্শন করিলেন এবং ধীরে ধীরে অযোধ্যাপুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অযোধ্যায় আচার্য ভগবল্লীলার স্থলগুলি দর্শন করিয়া মিথিলায় আসিলেন এবং মিথিলার দর্শনীয় স্থলগুলি দেখিয়া গয়াধামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

গয়াধামের তীর্থগুলি দর্শন করিয়া আচার্য বঙ্গদেশে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে কপিলাশ্রমে আসিলেন এবং তথা হইতে ধীরে ধীরে জগন্নাথ-পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সর্বত্রই আচার্য বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত এবং ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছিলেন। এমন কেহই ছিলেন না যে, আচার্যের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতিবাদ করেন।

* এ সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। ইতঃপূর্বে তাহার কিছু প্রদত্ত হইয়াছে।

জগন্নাথধামে আচার্যকর্তৃক পাঞ্চরাত্রমত প্রবর্তন

গয়াধাম পরিত্যাগ করিয়া আচার্য ধীরে ধীরে জগন্নাথধামে আসিলেন। এখানে আচার্য অন্যমতবাদিগণকে বিচারে পরাজিত করিবার পর ভগবৎপূজার প্রচলিত প্রথা উঠাইয়া দিয়া পাঞ্চরাত্র মতে পূজাপ্রথা প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু পূজকগণ আচার্যের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন। আচার্যের লোকবল যথেষ্ট, তিনি তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া নিজের লোক নিযুক্ত করিলেন এবং পরদিন হইতে তাঁহাদিগের দ্বারা ভগবানের পূজা হইবে—এই ব্যবস্থা করিলেন।

পূজারিগণ নিরুপায় হইয়া সকলে সমবেত হইয়া সমস্ত রাত্রি ভগবানের চরণে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভগবানের কোনও আদেশ লাভ হইল না। প্রভাত হইল, আচার্য রামানুজও ভগবানের নিকট পাঞ্চরাত্র বিধি প্রচলনের জন্য উপস্থিত হইলেন।

এইবার ভগবান উভয়সঙ্কটে পড়িলেন এবং অবশেষে রামানুজকেই নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। কিন্তু রামানুজ বৈষ্ণবমতপ্রচারে বদ্ধপরিকর। তিনি ভগবানকে অসন্তুষ্ট করিয়াও পাঞ্চরাত্র মতপ্রচলন করিতে ইচ্ছুক। সুতরাং তিনি ভগবানের আদেশ প্রতিপালনে অসম্মত হইলেন। ভক্তের জোর ভগবানের উপর যত হয়, এত আর কাহার উপর হয়?

ওদিকে পুরোহিতগণও পূজার্থ সমাগত। আচার্য তখন বলপ্রয়োগের ইচ্ছা না করিয়া রাজশক্তি প্রার্থনা করিলেন। রাজাদেশে পূজাপ্রথা পরিবর্তিত হইলে পুরোহিতগণ আর কি করিবেন?

যাহা হউক, এ দিনও পূর্বপ্রথামতেই পূজা হইল। ভগবান রামানুজের এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি গরুড়কে বলিলেন—"বৎস গরুড়! অদ্য রাত্রে তুমি রামানুজকে নিদ্রিতাবস্থায় শ্রীকূর্মক্ষেত্রে রাখিয়া আইস, নচেৎ পূজকগণের মহা বিপদ। আমি আর তাহাদের কাতর ক্রন্দন দেখিতে পারি না।"

আচার্য কূর্মক্ষেত্রে

রাত্রি আসিল : আজ্ঞাবহ খগরাজ গরুড় তাহাই করিলেন। রামানুজ জাগরিত হইয়া দেখেন—তিনি এক অপরিচিত স্থানে শিবের সম্মুখে অবস্থিত। ইহা দেখিয়া তিনি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন—তিনি ইহার কিছুই রহস্যভেদ করিতে পারিলেন না। এ দিকে তিলকচন্দনপ্রভৃতির অভাববশতঃ সেই দিন আচার্যের তিলকাদিধারণও হইল না। অগত্যা আচার্য উপবাসী থাকিয়া কেবল ভগবৎ স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি আসিল, তিনি তদবস্থানেই নিদ্রিত হইলেন এবং স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন, ভগবান বরদরাজ যেন বলিতেছেন,—"রামানুজ! ঐ যে শিবলিঙ্গ দেখিতেছ, উহা আমার কূর্মরূপ, লোকে না জানিয়া আমাকে শিবলিঙ্গ মনে করিয়া পূজা করে, তুমি ইহাতে আমার পূজা প্রবর্তিত কর; আর ঐ যে অদূরে জলপ্রবাহ দেখিতেছ, ঐ স্থানে যে মৃত্তিকা দেখিবে, উহাতেই ঊর্ধ্বপুণ্ড্রচিহ্ন ধারণ কর এবং এখানে কিছুদিন অবস্থিতি কর, জগন্নাথ তোমার শিষ্যগণকে অচিরে এখানে প্রেরণ করিবেন।"

আচার্য তাহাই করিলেন। এদিকে জগন্নাথ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে আচার্যের শিষ্যগণকে আচর্যের কূর্মক্ষেত্রে অবস্থিতির সংবাদ দিলেন। যাহা হউক, কয়েকদিন পরে শিষ্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি কূর্মক্ষেত্রকে বিষ্ণুতীর্থে পরিণত করিলেন এবং তৎপরে দক্ষিণাভিমুখে সিংহাচলের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

সিংহাচলে গরুড়াদ্রিতে আচার্য

সিংহাচলে আসিয়া আচার্য মহা সিংহাকৃতি ভগবানেব অর্চনা ও স্বমত প্রচার করিলেন এবং গরুড়াদ্রিতে আসিয়া অহোবিল মন্দিরে নবসিংহমূর্তিব পূজা প্রবর্তন করিয়া স্বমতপ্রচার ও একটি মঠ নির্মাণ করাইলেন।

শোলিঙ্গাঙ্গে আচার্য

এখানে আসিয়া আচার্য সাধারণেব মধ্যে নৃসিংহদেবেব পূজা এবং ভগবচ্ছরণাগতির মাহাত্ম্য প্রচার কবিলেন।

ওয়ারাঙ্গল বা তৈলঙ্গদেশে আচার্য

এখানে "পাণ্ডালরায়" মূর্তিতে ভগবানেব পূজাপ্রচার ও পবমতবিজয় কবিয়া আচার্য নিজমত প্রচার করিলেন।

শ্রীকাকুলম্ বা চিকাকোলে আচার্য

এখানে আসিয়া আচার্য বল্লভমূর্তির পূজা ও তাঁহাকে "তেলেগুবায়" নামে প্রচারিত করিলেন।

বেঙ্কটাচলে দেববিগ্রহকে বিষ্ণুবিগ্রহ বলিয়া প্রচার

বেঙ্কটাচলে এ সময় ভগবদ্‌বিগ্রহ—বিষ্ণুমূর্তি কি শিবমূর্তি?—এই লইয়া শৈব ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়মধ্যে মহা বিবাদ চলিতেছিল। আচার্য রামানুজ ইহা শুনিয়া কিছু পূর্বে অনন্তাচার্যকে এখানে পাঠান এবং তাঁহার দ্বারা বিষ্ণুপূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু শৈবগণও তখন এই বিগ্রহকে শিব বলিয়া পূজা করিতেন।

এক্ষণে তিনি এখানে আসিয়া ইহার একটা নিষ্পত্তি করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি সকলকে বলিলেন—"দেখ, শিব ও বিষ্ণু এই উভয় দেবতার অস্ত্রাদি রাত্রিকালে মন্দিরমধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা হউক, প্রাতে ভগবানের হস্তে যে অস্ত্রাদি শোভা পাইবে, তদ্দ্বারাই বিবাদ মীমাংসা করা যাইবে।"

রামানুজের এই কথায় সকলেই সম্মত হইলেন। অনন্তর একরাত্রে প্রস্তাবানুযায়ী কার্য করা হইল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—প্রাতে সর্বসমক্ষে মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটিত করা হইলে দেখা গেল—ভগবানের হস্তে শঙ্খচক্রাদিই শোভা পাইতেছে; ত্রিশূল ডমরুপ্রভৃতি চরণতলে পতিত হইয়া রহিয়াছে। শৈবগণ ইহা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং বৈষ্ণবগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে রামানুজ এই শ্রীবিগ্রহের মধ্যে সুবর্ণময়ী লক্ষ্মীমূর্তি স্থাপন করিলেন এবং দুইজন সন্ন্যাসীকে পূজকরূপে নিযুক্ত করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। তদবধি ইহা বিষ্ণুতীর্থ বলিয়া প্রথিত হইয়া আসিতেছে।*

শ্রীরঙ্গমের পথে

তিরুপতি পরিত্যাগ করিয়া আচার্য আবার কাঞ্চীপুরীতে আসিলেন। তথায় বরদরাজের পূজাদি করিয়া ত্রিপ্লিকেন হইয়া মদুরান্তক আসিলেন। এই স্থানেই কিছুপূর্বে মহাপূর্ণ আচার্যকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং এ স্থানটি যে আচার্যের চক্ষে মহাপবিত্র হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মদুরান্তক পরিত্যাগ করিয়া আচার্য তিরুঅহীন্দ্রপুর (বর্তমান কুডালোর) হইয়া ক্রমে তণ্ডামণ্ডলে আসিলেন এবং তথা হইতে নাথমুনির জন্মস্থান বীরনারায়ণপুরে আসিলেন। অতঃপর পুনরায় রামেশ্বরের ধনুষ্কোটি তীর্থ দর্শন করিয়া স্বস্থান শ্রীরঙ্গমে আসিলেন।

দিগ্বিজয়ান্তে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন

এইরূপে দিগ্বিজয়-কার্য সম্পন্ন করিয়া রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিলেন এবং সমগ্র ভারতে বৈষ্ণবমত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। আজ সমগ্র ভারতমধ্যে শ্রীরঙ্গম যেন বৈষ্ণবমতের কেন্দ্রস্থল। আবাল বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে শ্রীরঙ্গমে সাঙ্গোপাঙ্গ আচার্য শ্রীরামানুজকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। কত দেশদেশান্তর হইতে কত নরনারী আজ

* মতান্তরে এখানে বিবাদমীমাংসার জন্য আচার্য মক্ষিকার মূর্তিধারণ করিয়া রাত্রিকালে চরণামৃত যাইবার প্রণালীর মধ্য দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিগ্রহকে বিষ্ণুর অস্ত্রাদিদ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। সেই হেতু পরদিন প্রভাতে সকলে তাঁহাকে বিষ্ণুর বিগ্রহ বলিয়া স্থির করেন।

আচার্যকে দেখিবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া শ্রীরঙ্গাভিমুখে আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে আচার্যের প্রত্যাগমনে শ্রীরঙ্গম এক মহা উৎসবময় স্বর্গভূমিতে পরিণত হইয়া পড়িল।

বৈষ্ণবশিক্ষার আদর্শপ্রদর্শন

ইহার কিছুদিন পরে দৈবানুগ্রহে কুরেশের দুই পুত্র এবং গোবিন্দের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্ম হয়। যতিরাজ ইহাদের গৃহে যাইয়া ইহাদের নামকরণ করিলেন ও তাঁহাদের কর্ণে "শ্রীমন্নারায়ণচরণৌ শরণং প্রপদ্যে" এবং "শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ" এই মন্ত্র শুনাইয়া বিষ্ণুচিহ্ন তাঁহাদের দেহ অঙ্কিত করাইলেন। আচার্য কুরেশের দুই পুত্রের নাম রাখিলেন—পরাশর ভট্টাচার্য ও বেদব্যাস ভট্টাচার্য * এবং গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম রাখিলেন—শ্রীপরাঙ্কুশ পূর্ণাচার্য। ইহা মহামুনি শঠকোপের অপর নাম। ইঁহারা আচার্যের নির্দেশানুযায়ী লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। আচার্য ইঁহাদের সর্ববিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। অধিক কি, পরাশরকে আচার্য ধর্মপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে মঠমধ্যেই আপনার সম্মুখে দোলনায় রাখিয়া লালনপালনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অতঃপর ইঁহার শিক্ষা দীক্ষা ও বিবাহ পর্যন্ত আচার্যেরই নির্দেশানুসারে সম্পন্ন হয়। বস্তুতঃ পরাশর এমনই সাধু ও বিদ্বান হন যে, আচার্য ইঁহার নাম বেদান্তাচার্য রাখিয়া ছিলেন, আর ইহারই ফলে ইঁহারা পরে বৈষ্ণবসমাজের নেতা হন। এইরূপে যামুনাচার্যের নিকট আচার্যের তৃতীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। জগতের কল্যাণ করিতে হইলে সমাজনেতার কতদূর ভবিষ্যদদৃষ্টি এবং কত সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা আবশ্যক, আচার্য তাহা এতদ্দ্বারা শিক্ষা দিলেন।

আচার্যের ব্যাখ্যামাধুর্য ও দ্রাবিড় ভাষার উন্নতিব্যবস্থা

এই সময় একদিন যতিরাজ শঠারিসূত্র পাঠ করিতেছিলেন। ভক্তিভাবের আতিশয্য নিবন্ধন এই জাতীয় গ্রন্থই ইঁহাদের বিশেষভাবে অবলম্বনীয় ছিল। দাশরথিপ্রমুখ পণ্ডিত শিষ্যগণ ইহা শুনিয়া এতই ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহারা আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া শেষে প্রভুচরণে গিয়া পতিত হন। রামানুজ তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের উপদেশদ্বারা দ্রাবিড় ভাষার উন্নতিবিধান করিতে বলিলেন।

* পরাশরের জন্ম ৪১৬৩ কল্যব্দ, ৯৮৩ সম্বৎ বৈশাখীপূর্ণিমা অনুরাধা নক্ষত্র। বেদব্যাসের পৌত্র সুদর্শন ভট্ট, ইনি শ্রীভাষ্যের টীকা শ্রুতপ্রকাশিকা রচনা করেন। পরাশরের গ্রন্থ (১) শ্রীরঙ্গরাজ স্তব, (২) শ্রীগুণরত্নকোষ, (৩) সহস্রনামভাষ্য, (৪) ক্রিয়াদীপ, (৫) অষ্টশ্লোকী, (৬) তনিশ্লোকী, (৭) চতুঃশ্লোকী, (৮) দ্বয়শ্লোকী।

কামান্ধ নির্লজ্জ মল্লবীর ধনুর্দাসের উদ্ধার

আর একদিন শ্রীরঙ্গমে গরুড় মহোৎসব। ধনুর্দাস নামক এক মল্লবীর নিকটস্থ নিচুলাপুরী নামক গ্রাম হইতে মহোৎসব দেখিতে আসিয়াছে। সঙ্গে তাহার অতি রূপ-লাবণ্যবতী স্ত্রী, "হেমাম্বা"। ইহারাও ভগবানের শোভাযাত্রার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। সকলেরই দৃষ্টি ভগবদ্-বিগ্রহের দিকে, কিন্তু ধনুর্দাসের দৃষ্টি নিজ রমণীর প্রতি। সে ব্যক্তি হেমাম্বার মস্তকে ছত্রধারণপূর্বক সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া তাহার মুখপানে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে—লোকলজ্জার লেশমাত্র নাই।

ওদিকে যতিরাজ সশিষ্য কাবেরী নদীতে স্নানান্তর ভগবদ্দর্শন করিয়া স্বীয় মঠে আসিতেছেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি ধনুর্দাসের উপর পতিত হইল। তিনি জনৈক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ, লোকটা কি নির্লজ্জ, রমণীর প্রেমে এতই উন্মত্ত যে, একটু লোকলজ্জাও নাই। দেখা যাউক, আজ যদি ইহাকে ভগবৎপ্রেমে এইরূপ মুগ্ধ করিতে পারি।" মহাপুরুষের দয়ার হেতু সাধারণের দুর্জ্ঞেয়।

আচার্য মঠে আসিয়া ধনুর্দাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধনুর্দাস যুক্তকরে আচার্যসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আচার্য রামানুজ তাহার নামধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ধনুর্দাস সকলই বলিল। অনন্তর আচার্য বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি কিসের জন্য লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়া কিছুপূর্বে একটি রমণীর দাসত্ব করিতেছিলে—বলিতে পার কি?"

ধনুর্দাস বলিল—"ভগবান! সেই রমণী আমার পত্নী।* ইঁহার রূপ এতই সুন্দর—বিশেষতঃ চক্ষু দুইটি এতই সুন্দর যে, আমার মনে হয়—ইহার তুলনা নাই, আমি ইহার এই রূপেই মুগ্ধ।"

আচার্য ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে তোমার পত্নী অপেক্ষা আরও সুন্দর কিছু দেখাইতে পারি, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?"

ধনুর্দাস বলিল—"মহাত্মন্! ইহা অসম্ভব, তাহা অপেক্ষা সুন্দর জগতে আর কিছুই নাই। তবে আপনি যদি দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাহারই ভজনা করিব।"

আচার্য রামানুজ বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, তাহা হইলে তুমি অদ্য সন্ধ্যাকালে আমার নিকট আসিও, আমি তোমায় উহা দেখাইব।"

* মতান্তরে উপপত্নী

ধনুর্দাসকে ভগবদ্দর্শন

সন্ধ্যা হইল। ধনুর্দাস আসিল। রামানুজ তাহাকে ভগবান শ্রীরঙ্গনাথের সম্মুখে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন—"দেখ দেখি, ধনুর্দাস! এ রূপটি কেমন! এই চক্ষু দুইটি তোমার প্রণয়িনীর চক্ষু দুইটি অপেক্ষাও সুন্দর কি না?" নিষ্কাম প্রীতি হইলে প্রেমময়ের দর্শন দূর হয় না।

ধনুর্দাস ভগবদ্বিগ্রহ দেখিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। অশ্রুধারায় তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, হৃদয় হইতে কামগন্ধ পর্যন্ত অন্তর্হিত হইল, সে নবজীবন লাভ করিল। বাস্তবিক ধনুর্দাস ইতঃপূর্বে কত বারই এই বিগ্রহ দেখিয়াছে, কিন্তু এ সৌন্দর্য দেখে নাই। দেখিবে কোথা হইতে? এই জন্যই গুরু কৃপা অপরিহার্য।

ধনুর্দাসের মঠবাস

ধনুর্দাস উদ্ধার পাইল। এই ঘটনার পব সে নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গমে মঠের নিকট একটি বাটীতে আচার্য রামানুজেব একজন প্রধান ভক্ত ও অনুচররূপে থাকিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে রামানুজের আদেশে ধনুর্দাস তাহার পত্নীকেও তথায় আনয়ন করিল এবং একত্রে ভগবৎসেবায় প্রাণমন সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল।

ধনুর্দাসের উপর শিষ্যগণের ঈর্ষা

ধনুর্দাসের ভক্তি দেখিয়া আচার্য তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। কিন্তু আচার্যের কতিপয় শিষ্য ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। কারণ, ধনুর্দাস শূদ্র। ক্রমে আচার্য ধনুর্দাসের উপর এতই প্রসন্ন হন যে, তিনি প্রায়ই ধনুর্দাসের হস্ত ধারণ করিয়া পথ চলিতেন।

একদিন তিনি স্নানান্তে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া মঠে আসিলেন। সেই দিন সেই শিষ্যগণ আর মনোবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন সমবেত হইয়া যতিরাজকে বলিলেন— "ভগবন্! আপনি শূদ্রকে কেন এরূপ প্রশ্রয় দান করেন? স্নানান্তে পর্যন্ত তাহার হস্ত ধারণ করিয়া আসেন, এত ব্রাহ্মণ শিষ্যদ্বারা কি সে কার্য হইতে পারে না? ভগবন্! আমরা কি কিছু অপরাধ করিয়াছি?"

আচার্য রামানুজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"করি কি সাধে? উহার যে কত গুণ তাহা তো তোমরা জান না? ইহার নিরভিমানিতা ও সৎ-স্বভাবের পরিচয়

ক্রমে তোমরা জানিতে পারিবে।" জাতিগত অধিকার আচার্যের নিকট মুখ্য বলিয়া যে বিবেচিত হয় না, তাহা তো শিষ্যগণ জানিতেন না।

শিষ্যশিক্ষার্থে আচার্যের কৌশল

এইভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। একদিন আচার্য এক শিষ্যকে বলিলেন—"দেখ, তোমাকে গোপনে একটি কার্য করিতে হইবে।" শিষ্যটি বলিলেন—"কি আজ্ঞা হয়, বলুন।" আচার্য বলিলেন—"দেখ, রাত্রিকালে অন্যান্য শিষ্যগণের আর্দ্র বস্ত্র যখন শুষ্ক হইতে থাকিবে, তখন তুমি উহাদের বস্ত্রের এক প্রান্তে কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া দিবে এবং তাহার পর যাহা ঘটে—আমাকে জানাইবে।"

শিষ্যটি তাহাই করিলেন। পরদিন প্রাতে শিষ্যগণ অতিনীচ লোকের মত অতি জঘন্য ভাষায় পরস্পর কলহ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। কলহ-কোলাহল আচার্যের ক[র্ণকু]হরে প্রবিষ্ট হইল। আচার্য তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সুমিষ্ট তিরস্কারে তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিলেন।

শিষ্যগণকর্তৃক ধনুর্দাসপত্নীর অলঙ্কার অপহরণ

ইহারই দুই চারি দিবস পরে তিনি উক্ত কলহকারী শিষ্যগণকে বলিলেন—"দেখ, ধনুর্দাসকে পরীক্ষা করিতে হইবে। সে যখন গভীর রাত্রে আমার নিকট থাকিবে, তোমরা তখন উহার বাটী যাইয়া উহার পত্নীর অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া আনিবে।"* শিষ্যগণ রামানুজের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন না, গুরুর আজ্ঞা বলিয়া বিচার না করিয়াই তাহাতে সম্মত হইলেন।

রাত্রিসমাগমে রামানুজ ধনুর্দাসকে ডাকাইয়া আনিলেন ও নানাবিধ ভগবৎ-কথায় তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ওদিকে সেই শিষ্যগণ ধনুর্দাসের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ধীরে ধীরে নিদ্রিতা হেমাম্বার গাত্রের অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিতে লাগিলেন। হেমাম্বার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বৈষ্ণবগণ তাঁহার অলঙ্কার চুরি করিতেছেন, কিন্তু তিনি জাগরিতা হইয়াছেন জানিতে পারিলে, পাছে বৈষ্ণবগণ পলায়ন করেন, এজন্য নিদ্রিতার ন্যায়ই পড়িয়া রহিলেন।

ক্রমে চোরগণ হেমাম্বার এক পার্শ্বের অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন এবং অপর পার্শ্বের অলঙ্কারের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

* মতান্তরে, স্থানান্তরে রাখিবে

ইহা দেখিয়া হেমাম্বা স্বয়ংই পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন। তাহারা কিন্তু ইহাতে ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। অগত্যা হেমাম্বা প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া পতির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শিষ্যগণ মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া আচার্য রামানুজ ধনুর্দাসকে গৃহে যাইতে বলিলেন। সেও আচার্য-চরণে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

ধনুর্দাস চলিয়া গেলে শিষ্যগণ আসিয়া আচার্যকে সমুদয় কথা বলিলেন। আচার্য বলিলেন—"বেশ হইয়াছে, এক্ষণে যাও, উহারা কিরূপ কথাবার্তা কহে, গোপনে সব শুনিয়া আইস এবং আমাকে বল।"

গুরুর আজ্ঞা পাইয়া শিষ্যগণ মুহূর্তমধ্যেই আবার ধনুর্দাসের গৃহপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন—ধনুর্দাসও ঠিক সেই সময় গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। ধনুর্দাস গৃহে প্রবেশ করিয়াই দেখিল—গৃহিণী জাগরিতা ও তাহার অর্ধ অঙ্গে অলঙ্কার নাই। সে বিস্মিত হইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল। হেমাম্বা হাসিতে হাসিতে সব কিছু বলিলেন।

হেমাম্বা ভাবিয়াছিলেন—স্বামী তাঁহার আচরণ শুনিয়া সুখী হইবেন; কিন্তু তাহা হইল না। ধনুর্দাস বলিল—"ছিঃ, এখনও তোমার জ্ঞান হইল না, তুমি কি জন্য পার্শ্ব-পরিবর্তন করিলে? তুমি দিলে চোরগণের উপকার হইবে—তোমার এই ধারণার বশেই না তুমি পার্শ্ব-পরিবর্তন করিয়াছিলে? কিন্তু এ ধারণার মূলে যে তোমার অভিমান রহিয়াছে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিলে না? 'কে দেয়-আর কে নেয়'—ইহা কি তোমার মনে উদয় হইল না? ছিঃ আমি এজন্য বড়ই দুঃখিত হইলাম।"

শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা লজ্জায় অবনতমস্তকে গুরুর নিকট আসিয়া সমুদয় বিষয় নিবেদন করিলেন। গুরুদেব তখন বলিলেন—"কি গো, ব্রাহ্মণত্বাভিমানী মূর্খগণ! সেদিন তোমাদের বস্ত্র ছিন্ন দেখিয়া তোমরা কি করিয়াছিলে? আর আজ যে হেমাম্বার মূল্যবান অলঙ্কার অপহৃত হওয়ায় তাহারা কি করিতেছে—দেখিলে? বল দেখি— কে ব্রাহ্মণ, আর কে শূদ্র? যদি কল্যাণ চাও তো ভবিষ্যতে সাবধান হইও।" বাস্তবিক এইরূপ গুণগ্রাহিতা না থাকিলে কি সমাজের নেতা হইতে পারা যায়।

ভক্তের নিকট জাতিভেদ; শূদ্রের সৎকার

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আচার্য রামানুজ শুনিলেন যে, তাঁহার গুরু মহাপূর্ণ "মারণেরি নম্বি" নামক যামুনাচার্যের এক শূদ্র শিষ্যের ব্রাহ্মণোচিত সৎকার

করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি আত্মীয়-স্বজন সকলের নিকট ঘৃণিত হইতেছেন। তিনিও গুরুদেবের এ কার্য সম্ভবতঃ নিন্দনীয় হইয়াছে বুঝিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপূর্ণ, শ্রীরামচন্দ্রকর্তৃক জটায়ু ও যুধিষ্ঠিরকর্তৃক বিদুরের সৎকারের কথা উল্লেখ করিয়া রামানুজকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, ভক্তের কোন জাতি নাই। রামানুজ গুরুদেবের যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। আচার্যের মনে যেটুকু জন্মগত জাতিবিষয়ে বিভেদজ্ঞান ছিল, তাহা এবার বিচূর্ণ হইয়া গেল।

আচার্যশরীরে যামুনাচার্যের আবির্ভাব

এই সময় আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। একদিন আচার্যের দীক্ষাগুরু মহাপূর্ণ আসিয়া রামানুজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। রামানুজ কিন্তু অচল অটল, কিছুই করিলেন না। মহাপূর্ণ চলিয়া গেলে শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাত্মন্! আপনি এরূপ বিসদৃশ ব্যাপারের কোন প্রতিকার বা প্রতিবাদ পর্যন্তও করিলেন না, ইহার তাৎপর্য কি?"

রামানুজ বলিলেন—"শিষ্যের প্রতি গুরু যাহা করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই শিষ্যের কর্তব্য।" কিন্তু শিষ্যগণ এ কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা যাইয়া মহাপূর্ণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপূর্ণ বলিলেন—"আমি মদীয় গুরু যামুনাচার্যকে রামানুজ শরীরে দেখিয়া এরূপ করিয়াছি।" ইহার পর হইতে সকলে রামানুজকে অসাধারণ মহাত্মা বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল।

আচার্যের দয়ায় মূকের বাক্য স্ফূর্তি

ইহার কিছুদিন পরে একটি মূক ব্যক্তিকে দেখিয়া আচার্যের বড়ই দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি তাহাকে নিজ গৃহে ডাকিয়া লইয়া গেলেন ও দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে তাঁহার পদ স্পর্শ করিতে বলিলেন। সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল। আশ্চর্যের বিষয়—তদবধি ঐ ব্যক্তির মূকত্ব অন্তর্হিত হইল এবং তাহার জীবনও পরিবর্তিত হইয়া গেল।

এই সময় কুরেশ ঘটনাক্রমে এই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দ্বারের ছিদ্র-মধ্য দিয়া সমুদয় ব্যাপার দেখিলেন ও মনে মনে নিজ বিদ্যায় ধিক্কার দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—"আহা আজ আমি যদি মূক হইতাম, তাহা হইলে গুরুদেব হয়ত আমাকে ঐরূপ করিয়া উদ্ধার করিতেন।"

আচার্যের উপর চোলাধিপতি রাজেন্দ্র চোলের অত্যাচার

শ্রীরঙ্গমে রামানুজ এইভাবে ষাটবৎসর ধর্ম প্রচার করিতেছেন, এমন সময় তিনি চোলাধিপতির বিষনয়নে পতিত হন। আচার্যের প্রযত্নে বৈষ্ণবসমাজের অভূতপূর্ব অভ্যুদয় দেখিয়া শৈব চোলরাজ শৈবমত প্রচার* করিবার উদ্দেশ্যে নিজ রাজ্যের যাবতীয় পণ্ডিতগণকে শৈবমতভুক্ত বলিয়া একে একে স্বাক্ষর করাইয়া লইতে লাগিলেন।

এক দিন কুরেশের এক শিষ্যকে স্বাক্ষর করাইবার জন্য রাজসভায় আনা হয়। তিনি স্বাক্ষর না করায় উৎপীড়িত হইতে থাকেন। মন্ত্রী "নালুরাণ" ইহা দেখিয়া চোলাধিপতিকে বলিলেন—"মহারাজ! ইহারা সকলে রামানুজাচার্যের শিষ্য, যদি তাঁহাকে শৈব করিতে পারেন, তবেই আপনার এ পরিশ্রম সার্থক।" মন্ত্রীর কথা শুনিবামাত্র চোলাধিপতি রামানুজের নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন।

কুরেশের আচার্যবেশে রাজসভায় গমন

দূতগণ শ্রীরঙ্গমে আসিয়া রামানুজের মঠ অনুসন্ধান করিতেছে, এমন সময় কয়েক জন বৈষ্ণব আসিয়া কুরেশকে সংবাদ দিলেন যে, চোলরাজ আচার্যের প্রাণবধার্থ দূত প্রেরণ করিয়াছেন। দূতগণ বলপূর্বক আচার্যকে ধরিয়া রাজসদনে লইয়া যাইবে। কুরেশ আচার্যের স্নানার্থ জল আনিতে যাইতেছিলেন, তিনি মঠে ফিরিয়া আসিয়া আচার্যের গৈরিক বসনাদি পরিধান করিয়া নিজকে আচার্য বলিয়া পরিচয় দিয়া দূতসহ রাজসদনে চলিয়া গেলেন। কুরেশ কিয়দ্দূর গমন করিলে মহাপূর্ণ এ সংবাদ জানিতে পারিলেন এবং অবিলম্বে কুরেশের সঙ্গী হইলেন। †

---

* ইঁহার রাজধানী কাঞ্চী ; মতান্তরে ত্রিচিনাপল্লী বা রাজেন্দ্রচোলপুরম্, কোন কোন মতে চিদম্বরম। ইঁহার পুত্র বিক্রমচোল ১১১৩-১১২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রাজার সম্বন্ধে ইঁহাদের বিশ্বাস এই যে আচার্যের চেষ্টায় পৃথিবী বৈকুণ্ঠের সমান হইয়া যাইতেছিল। এজন্য ভগবান তাঁহার এক দাসকে আচার্যের কার্যে বাধা দিবার জন্য জগতে প্রেরণ করেন। ইনিই এই রাজা, নচেৎ তিনি কি আচার্যের উপর অত্যাচার করিতে পারেন?

† এস্থলে মতান্তর দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন—আণ্ডান ও বরদবিষ্ণাচার্য কাবেরী স্নানার্থ গমনকালে এই দূতাগমনের সংবাদ পান এবং বরদবিষ্ণাচার্য ত্বরাপূর্বক এই সংবাদ প্রথমেই আচার্যকে দেন। কেহ বলেন কুরেশ রামানুজকে বুঝাইয়া রামানুজের বেশধারণ করিয়া রাজসভায় গমন করেন। কেহ বলেন - তিনি রামানুজকে না বলিয়া তাঁহার গৈরিক বসন পরিধান করিয়া গমন করেন, রামানুজ স্নানের পর ব্যাপার জানিতে পারেন, তখন কিন্তু কুরেশ অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। রামানুজের পলায়ন সম্বন্ধেও দেখা যায়—কাহারও মতে চোলাধিপতি, রামানুজ আসেন নাই জানিয়া দ্বিতীয়বার লোক প্রেরণ করিলে রামানুজ ইহা জানিতে পারিয়া শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেন। কেহ বলেন না, দ্বিতীয়বার দূতাগমন বার্তা শুনিবার পূর্বেই রামানুজ শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেন। কেহ বলেন, কুরেশ গিয়াছেন জানিয়াও তিনি যাইবার জন্য প্রস্তুত হন কিন্তু শিষ্যগণকর্তৃক নিবারিত হন। একের মতে রামানুজ চোলাধিপতিকে শাস্তি দিবার জন্য রঙ্গনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান করেন। অন্যের মতে কেবল কুরেশের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া গমন করেন, প্রার্থনা করেন নাই। আবার একদল বলেন যে, তিনি ভগবৎ আদেশেই কুরেশের বেশধারণ করিয়া শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

কুরেশের বেশে আচার্যের শ্রীরঙ্গমত্যাগ

আচার্য রামানুজ স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান করিতে উদ্যত হইলে দাশরথি তাঁহাকে সমুদয় জানাইলেন; তিনি তখন নিজেই যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন ; কিন্তু শিষ্যগণের পরামর্শে তিনি কুরেশের শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিতে বাধ্য হইলেন এবং ভগবানের অনুমতি লইয়া শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ভক্তের অনুরোধ গুরু প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না।

আচার্যের জন্য পুনরায় দূতপ্রেরণ ও আচার্যের মন্ত্রশক্তি

এদিকে রাজসভায় সকলে রামানুজকে না দেখিতে পাইয়া রাজাকে জানাইল। রাজা আবার দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ ত্বরা পূর্বক আসিয়া দেখে রামানুজ মঠে নাই। তাহারা অনুসন্ধান লইয়া রামানুজের পশ্চাদ্ধাবন করিল। দূর হইতে রামানুজ ইহা দেখিলেন এবং একমুষ্টি ধূলি লইয়া একজন শিষ্যকে বলিলেন—"ভগবানের নাম করিয়া ইহা পথিমধ্যে ছড়াইয়া দাও।" শিষ্য তাহাই করিলেন। দূতগণ সে পর্যন্ত আসিল, দেখিল সম্মুখে একটি ভীষণ পর্বত। তাহারা তাহা অতিক্রম করিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

রাজসভায় কুরেশের সহিত বিচার

দূতগণকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রাজার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি তখন মহাপূর্ণ ও কুরেশকে লইয়া পড়িলেন। রাজার ভীতিপ্রদর্শন ও পণ্ডিতগণের একদেশদর্শী তর্ক সত্ত্বেও কুরেশ কিছুতেই শিবকে বিষ্ণু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলেন না। রাজপণ্ডিতগণ বহু শাস্ত্র প্রমাণ দিলেন, কিন্তু কুরেশের নিকট সকলই খণ্ডিত হইয়া গেল। অবশেষে বিচার বিতণ্ডায় পরিণত হ[illegible]। ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"আপনাদিগকে 'শিবাৎ পরতরং নাস্তি' এই বাক্যের নিম্নে স্বাক্ষর করিয়া দিতে হইবে। নচেৎ আপনাদিগের মঙ্গল নাই।" নির্ভীক কুরেশ বলিলেন—"আমরা তাহা কখনই করিতে পারিব না। তবে 'দ্রোণম্ অস্তি ততঃপরম্'* ইহা লিখিয়া স্বাক্ষর করিতে সম্মত আছি।" রাজার ক্রোধ পূর্ণমাত্রায় উপনীত হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মহাপূর্ণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া বিদায় দিবার আদেশ দিলেন।

কুরেশ ও মহাপূর্ণের রাজদণ্ড

ক্ষণমধ্যে উভয়কে সুদূর প্রান্তরমধ্যে লইয়া যাওয়া হইল এবং উভয়ের চক্ষু

* দ্রোণ ও শিবপদে পরিমাণও বুঝায়। প্রায় ২ সেরে ১ দ্রোণ হয়। শিব তদপেক্ষা অল্প।

উৎপাটিত করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইল। অনন্তর তাঁহারা একটি স্ত্রীলোকের সাহায্যে এক উদ্যানে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু ১০৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ মহাপূর্ণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া সেইখানেই প্রাণত্যাগ করিলেন এবং কুরেশ অপরের সাহায্যে শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন।*

নীলগিরি পর্বতে আচার্যের পলায়ন

ওদিকে আচার্য ও তাঁহার ৪৫ জন শিষ্য দুর্গম পার্বত্য ও আরণ্য পথে ছয়দিন ক্রমাগত অনাহারে ও অনিদ্রায় চলিয়া চোলরাজ্য অতিক্রম করিলেন। শেষদিন রাত্রে মহা ঝটিকা ও বৃষ্টির মধ্যে তাঁহারা নীলগিরি পর্বতের পদপ্রান্তে এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে একটি প্রদীপের ক্ষীণালোক দেখিয়া সকলেই সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

এই সময় সকলেরই পদতল কণ্টকবিদ্ধ এবং বিস্ফোটকবৎ বেদনাযুক্ত হইয়াছে। রামানুজ চলচ্ছক্তিরহিত ও মূর্ছিতপ্রায় হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। অবশেষে শিষ্যগণ তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া উক্ত স্থানে আনিতে বাধ্য হইলেন।

ব্যাধশিষ্যগণের সাহায্যে প্রাণরক্ষা

তাঁহারা এখানে আসিয়া দেখিলেন—একটি কুটির মধ্যে কয়েকজন ব্যাধ উপবিষ্ট। ইহারা পূর্বেই নল্লাল নামক আচার্যের এক শিষ্যকর্তৃক বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ছয়দিন পূর্বে ইহারা যখন ক্ষেত্রে কৃষিকার্য করিতেছিল, তখন এক বৈষ্ণব আচার্যের অন্বেষণ করিতে করিতে ইহাদের নিকট আসেন। ইহারা তাঁহার মুখে আচার্যের দুরবস্থার কথা শুনিয়া অনাহারে এই ছয়দিন অনবরত ভগবানের নিকট আচার্যের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছিল।

এক্ষণে এই ব্যাধগণ এই সকল বিপন্ন ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দিয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিল। আচার্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ একটু স্বচ্ছন্দ হইলে একজন ব্যাধ জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়গণ! আমাদের পরমগুরু আচার্য রামানুজের সংবাদ আপনারা কি জানেন? শুনিলাম— তিনি রাজার উৎপীড়নে শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; আমরা এই সংবাদ পাইয়া আজ ছয়দিন একরূপ অনাহারে কাল কাটাইতেছি।"

* মতান্তরে কুরেশ নিজ নির্ভীকতা প্রদর্শনপূর্বক সর্ব সমক্ষে সভা-মধ্যে নিজেই নিজের চক্ষু উৎপাটিত করেন।

ইহা শুনিয়া শিষ্যগণের মধ্যে একজন বলিলেন—"ধন্য তোমাদের গুরুভক্তি! ভগবান তোমাদের প্রার্থনা শুনিয়াছেন—আমাদের প্রভু আচার্য রামানুজ আমাদেরই সঙ্গে আছেন। ঐ তিনি ; তোমরা তাঁহার দর্শন কর।"

ব্যাধগণ ইহা শুনিবামাত্র আচার্যের চরণপ্রান্তে আসিয়া পতিত হইল। আচার্য তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর ইহাদের অনুরোধে তাঁহারা সে রাত্রি মধু ও বন্যশষ্যদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন * এবং পরদিন প্রাতে মারুতি অণ্ডান নামক এক শিষ্যকে শ্রীরঙ্গমে পাঠাইলেন এবং চোলরাজাকে অভিসম্পাত করিয়া সেই সকল ব্যাধসহ আরও পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহাদের মধ্যে একটি ব্যাধ আচার্যের সঙ্গে প্রায় ৫০ মাইল দূর পর্যন্ত আসিয়া তাহার এক বন্ধুর আলয়ে তাঁহাদিগকে রাখিয়া ফিরিয়া গেল।

আচার্য এক ব্যাধের অতিথি

ব্যাধের বন্ধু মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। সে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটী আসিল। ব্যাধপত্নী তৎক্ষণাৎ এই ব্রাহ্মণগণের সংবাদ তাহার পতির গোচর করিল। বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া ব্যাধবন্ধু ভৃত্যসঙ্গে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণপল্লীমধ্যে এক ব্রাহ্মণগৃহে যাইতে অনুরোধ করিল এবং বলিল যে, সে তাঁহাদিগের ভোজনাদির নিমিত্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিবে।

ব্যাধ এই ব্যবস্থা করিয়া তাহার অতিথিগণের নিকট হইতে বিদায় লইল। সঙ্গে সঙ্গে আচার্য ও তাঁহার শিষ্যগণও ভৃত্যসঙ্গে ব্রাহ্মণপল্লীর অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

ছয় দিনের পর অন্নগ্রহণ ও পুনর্বার সন্ন্যাসবেশ

ব্যাধভৃত্য শ্রীরঙ্গদাস নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে আচার্যকে আনিল। শ্রীরঙ্গদাস গৃহে ছিলেন না, তাঁহার পত্নী চেলাম্বা তাঁহার অতিথিগণের অভ্যর্থনা করিলেন এবং বসিবার আসন দিলেন। আশ্চর্যের বিষয়—এই ব্রাহ্মণপত্নী এক দুর্ভিক্ষ সময়ে শ্রীরঙ্গমে গিয়া আচার্য রামানুজের শিষ্যা হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, অতিথিগণকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। ব্রাহ্মণী ক্ষণকালের মধ্যেই উহাদের জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া এক গৃহমধ্যে রক্ষিত

* মতান্তরে ছয়দিনের পর রামানুজ সশিষ্য এক শিলাতলে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়েন। এমন সময় কতিপয় চণ্ডাল আসিয়া তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ ফল-মূল প্রদান করে ও নিজগৃহে লইয়া যায় এবং তথায় শীতনিবারণের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করে।

আচার্যের পাদুকার সম্মুখে তাহা নিবেদন করিলেন এবং সকলকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলেন। কিন্তু আচার্য ও তাঁহার শিষ্যগণ অপরিচিতের হস্তে কিরূপে ভোজন করেন এখন ইহাই সমস্যা হইল।

ব্রাহ্মণীকে অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিবার পরও আচার্য রামানুজের ইহার জাতির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইল। এমন কি তিনি যদিও তৎপূর্বে তাঁহাকে কদলী পত্রে অন্নাদি দিতে আদেশ করিয়াছেন, তথাপি শিষ্যগণকে গোপনে তাঁহার আচারব্যবহারও লক্ষ্য করিতে বলিয়াছেন। অবশেষে ব্রাহ্মণী আচার্যপ্রদত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন এবং আচার্যের পাদুকাপ্রদর্শন করিলেন। অগত্যা তখন সকলে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে আচার্য রামানুজ সশিষ্য ছয়দিনের পর আজ এখানে প্রথম অন্নগ্রহণ করিলেন। * অনন্তর ব্রাহ্মণীর অনুরোধে তিনি শ্রীরঙ্গদাসকেও বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত করেন। † আচার্য নিজেও এখানে পুনরায় দণ্ড কমণ্ডলু ও গৈরিক বসন গ্রহণ করিলেন এবং দুই একদিন থাকিয়া 'বহি-পুষ্করিণী' হইয়া শালগ্রাম ‡ বা 'মিথিলা শালগ্রাম' নামক নগরে গমন করিলেন।

শালগ্রামে বৈষ্ণবপাদোদকের মাহাত্ম্য প্রচার

শালগ্রামে তখন একজনও বৈষ্ণব ছিলেন না। সকলেই শৈব বা অদ্বৈতবাদী। রামানুজ ইহা দেখিয়া দাশরথিকে বলিলেন—"দেখ বৎস দাশরথে! এই গ্রামে একটিও বৈষ্ণব নাই ; তুমি এক কার্য কর ; এই গ্রামবাসীরা যে জলাশয় হইতে জল আনয়ন করে, তুমি সেই জলাশয়ে যাইয়া পদদ্বয় ডুবাইয়া বসিয়া থাক, বৈষ্ণবপাদোদক পান করাইয়া আমি ইহাদিগকে উদ্ধার করিব।"

গুরুর আজ্ঞা দাশরথির শিরোধার্য। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। গ্রামবাসী সকলে সেই জল পান করিল এবং ক্রমে দলে দলে আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

নৃসিংহপুরে আচার্য এবং ব্রাহ্মণগণকর্তৃক রাজবধার্থ অভিচার

ইহার পর এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আচার্য নৃসিংহপুরাভিমুখে গমন করিলেন এবং পথিমধ্যে পরম ভক্ত আন্ধ্রপূর্ণকে শিষ্যরূপে লাভ করিয়া

* মতান্তরে রামানুজ শিষ্যগণকে ভোজন করিতে অনুমতি প্রদান করেন ও স্বয়ং দুগ্ধ মাত্র পান করেন।
† শিষ্য হইবার পর ব্রাহ্মণের নাম হইল শ্রীরঙ্গদাস
‡ বর্তমান শালগ্রাম মহীশূরের ৩০ মাইল পশ্চিমে

গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে নৃসিংহদেবের অর্চকগণ আচার্যের প্রতি চোলরাজের ব্যবহার শুনিয়া যারপরনাই মর্মাহত হইলেন এবং ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া নৃসিংহদেবের সম্মুখে রাজার বিনাশ উদ্দেশ্যে অভিচার ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল ইহাই নহে, এই সময় শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণও চোলাধিপতির বিনাশজন্য নিয়ত ত্রিসন্ধ্যা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন।*

চোলরাজের শাস্তি ও কৃমিকণ্ঠ নাম

বস্তুতঃ এই সময় হইতে চোলাধিপতির কণ্ঠে এক ভীষণ ক্ষত উৎপন্ন হইল এবং তজ্জন্য তাঁহাব দারুণ যন্ত্রণাভোগ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্ষতস্থানে কৃমি জন্মিল এবং বৈষ্ণবগণের নিকট তিনি 'কৃমিকণ্ঠ' নামে পরিচিত হইলেন। উৎকট পাপের বা পুণ্যের ফল সদ্যসদ্য লাভ হয।

ভক্তগ্রামে রাজকুমারীর ব্রহ্মরাক্ষস হইতে মুক্তি

যাহা হউক আচার্য নৃসিংহপুর হইতে 'ভক্তগ্রাম' বা 'তণ্ডানুর' বা বর্তমান 'তন্নুর' নামক স্থানে গমন করিয়া 'তোণ্ডানুরনম্বি' নামক এক ভক্ত শিষ্যের নিকট কয়েক দিন বাস করিলেন। এই সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। তণ্ডানুরের রাজা হয়শালাবংশীয় 'বল্লাল' বা 'বিট্টলরাও' জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। এ সময় তাঁহার রাজ্য ছিল মহীশূর প্রদেশ এবং তাঁহার রাজধানী ছিল দ্বারসমুদ্র বা হেলিবিদ্ † দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় পরাজয়চিহ্নস্বরূপ ইঁহার হাতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কাটিয়া দেওয়া হয়; ইঁহারই একমাত্র রূপলাবণ্যবতী কন্যা এই সময় কিছুদিন হইতে ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মরাক্ষস হইতে মুক্তির জন্য বহু চেষ্টাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। রাজা আচার্যের শিষ্য তোণ্ডানুরনম্বির মুখে আচার্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। * রাজভবন-গমন যতিধর্মবিরুদ্ধ আচার বলিয়া রামানুজের যাইতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু রাজা শিষ্য হইলে সম্প্রদায়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তোণ্ডানুরের কথায় তথায় গমন করিলেন।

* কেহ কেহ বলেন রামানুজ এই স্থানে হস্তে বারি গ্রহণপূর্বক মন্ত্রপূত করিয়া বেঙ্কটেশের উদ্দেশে বিসর্জন করেন এবং ইহারই পর ভগবান চোলাধিপতিকে শাস্তি দিতে প্রবৃত্ত হন। কেহ বলেন, আচার্যই নৃসিংহদেবের সমক্ষে যজ্ঞেশকে অভিচারকর্মে নিযুক্ত করেন।

† ইহা মহীশূরের ৮ ক্রোশ উত্তরে মেলকোটের পথে অবস্থিত

** বিষ্ণুবর্ধন ১১১৪-১১৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, তিনি ১১১৭ খ্রীস্টাব্দে বৈষ্ণব হন।

রামানুজ, রাজভবনে আসিয়া রাজকন্যাকে দেখিলেন এবং এক শিষ্যকে তাঁহার অঙ্গে নিজ চরণোদক ছিটাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। শিষ্য তাহাই করিলেন। বারিস্পর্শমাত্র রাজকুমারী রাক্ষস হইতে মুক্ত হইলেন। রাজা বল্লাল রামানুজের এই বিস্ময়াবহ প্রভাব দর্শনে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

দৈবশক্তিদ্বারা জৈনসভা জয়

জৈনগণ কিন্তু ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া দ্বাদশ সহস্র পণ্ডিত সমন্বিত এক মহাসভার আয়োজন করিয়া বিচারার্থ রামানুজকে আহ্বান করিলেন। উদ্দেশ্য—তাঁহাকে বিচারে পরাজিত ও অপদস্থ করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করাইবেন।

আচার্য যথাসময়ে সশিষ্য সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। জৈনগণ, আচার্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনি আমাদের এই সকল পণ্ডিতগণকে পরাস্ত না করিতে পারিলে আপনার জয় সিদ্ধ হইবে না, আর যে পক্ষ সম্পূর্ণ পরাজিত হইবে, সেই পক্ষের সকলকে তৈলযন্ত্রে নিষ্পেষিত করা হইবে।"

আচার্য বলিলেন—"বেশ, আপনারা যাহা বলিবেন আমরা তাহাতেই সম্মত।" বস্তুতঃ তিনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না—সকল প্রস্তাবেই তিনি সম্মতি দিলেন। বহুক্ষণ বিচারের পর জৈনগণ সকলে নানা দিক হইতে নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আচার্য ইহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তখন এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি উক্ত সুবৃহৎ মণ্ডপের এক প্রান্তে বস্ত্রদ্বারা একটি প্রকোষ্ঠবিশেষ রচনা করাইলেন এবং তন্মধ্যে থাকিয়া নিজ 'শেষ'রূপ ধারণ করিয়া সহস্রবদনে একই কালে সহস্র ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। সকলে ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং উত্তর শুনিয়াও নিরুত্তর হইলেন। ইত্যবসরে এক ধূর্ত ব্যক্তি বস্ত্রকোণ অপসারিত করিয়া দেখে যে আচার্য সহস্রফণা বিস্তৃত করিয়া অনন্তরূপে বিরাজমান। সে ব্যক্তি ইহা দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর হইল এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহার কথা শুনিয়া তাহার অনুসরণ করিল। *

জৈননিগ্রহ : রাজার বিষ্ণুবর্ধন নামকরণ

অনন্তর রাজা বিচারের প্রতিজ্ঞানুসারে জৈনগণকে তৈলযন্ত্রে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রামানুজের অনুরোধে তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিতে

* মতান্তরে রামানুজ এই 'শেষ'রূপ ধারণ করেন নাই এবং কোন ব্যক্তিই বহির্দেশ হইতে ইহা দেখেও নাই।

বাধ্য হইলেন।* ফলে এই ঘটনার পর অনেক জৈন বৈষ্ণব মত আশ্রয় করিলেন এবং রামানুজের ইচ্ছানুসারে রাজা নিজ পূর্বনাম পরিত্যাগ করিয়া "বিষ্ণুবর্ধন" নাম গ্রহণ করিলেন।

তিরুনারায়ণপুরে তিলকচন্দনের স্বপ্ন

ইহার পর রামানুজ নৃসিংহপুর হইতে "তিরুনারায়ণপুরে" আসিলেন, সঙ্গে রাজা বিষ্ণুবর্ধন। এখানে একদিন তাঁহার তিলকচন্দন ফুরাইয়া যায়। তিনি ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে যারপরনাই দুঃখিত হৃদয়ে শয়ন করিলেন। অনন্তর রাত্রিশেষে রামানুজ স্বপ্ন দেখিলেন, যেন নারায়ণ তাঁহাকে যাদবাদ্রিতে (বর্তমান মেলকোটে) যাইতে বলিতেছেন ও সেখানে যাইলেই তিলকচন্দন পাওয়া যাইবে, ইত্যাদি।

পরদিন প্রাতে রামানুজ সকলকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন। বিষ্ণুবর্ধন অনুচরবর্গকে ত্বরাপূর্বক পথ পরিষ্কার করিতে আদেশ করিলেন এবং আচার্যের সহিত তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

যাদবাদ্রিতে তিলকচন্দন ও ভগবদ্ বিগ্রহের স্বপ্ন

বেদস্ সরোবরের নিকট আসিয়া আচার্য তাহাতে স্নান করিলেন এবং দত্তাত্রেয় মুনি যে প্রস্তরোপরি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন তথায় আসিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করিলেন।

অতঃপর তিনি সমস্ত দিন স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। তিনি ভাবিলেন— এই স্বপ্ন তাঁহার কল্পনা, এই জন্যই বোধ হয় তিলকচন্দন মিলিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তিনি নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পূর্ববৎ শুইয়া পড়িলেন ও পুনরায় ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ভগবান—অন্তর্যামী। তিনি রামানুজের দুঃখ দেখিয়া আবার স্বপ্নে আবির্ভূত হইলেন এবং পূর্বস্বপ্ন যে কল্পনা নহে, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। কেবল তাহাই নহে, এবার ভগবান অপেক্ষাকৃত ভাল করিয়া স্থান-নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনিও স্বয়ং সন্নিকটস্থ এক তুলসী বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতেছেন।

---

* মতান্তরে রাজা বহু জৈনের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। এই রাজার [illegible] হইতে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণের উপর আক্রোশ হইয়াছিল, কারণ, তিনি রামানুজকে যে দিন নিমন্ত্রণ করেন সেই দিন জৈনাচার্যগণকেও নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু ইতঃপূর্বে তিনি ম্লেচ্ছরাজকর্তৃক পরাজিত ও বিকলাঙ্গতা প্রাপ্ত হন বলিয়া জৈনাচার্যগণ ঘৃণায় তাঁহার আতিথ্যগ্রহণে অস্বীকার করেন। যাহা হউক জৈনগণকে তৈলযন্ত্রে নিক্ষেপের কথা দক্ষিণদেশে খুব প্রবল প্রবাদ।

তিলকচন্দনলাভ ও নারায়ণবিগ্রহ উদ্ধার

যাহা হউক পরদিন প্রাতে অল্প চেষ্টার পর রামানুজ সর্বসমক্ষে সেই স্বপ্নদৃষ্ট নারায়ণ-বিগ্রহ ও তিলকচন্দন লাভ করিলেন। সকলে তাঁহাকে ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধগণ তখন বলিতে লাগিলেন—"পূর্বে মুসলমানগণ যে সময় যাদবাদ্রিপতির মন্দির ভঙ্গ করে, তখন সেবকগণ সেই ভগবদ্‌বিগ্রহকে একস্থানে প্রোথিত করিয়া পলায়ন করেন, ইহা নিশ্চয় সেই মূর্তি।"

অতঃপর রামানুজ যথাসময়ে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তিনদিবসই স্বয়ং পূজাদি করিলেন। রাজার আদেশে অতি শীঘ্রই সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইল।* আচার্য পাঞ্চরাত্রমতে তাঁহার সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং সেবার ভার শ্রীরঙ্গরাজ ভট্ট বা দেবরাজ ভট্ট নামক একজন শিষ্যের উপর প্রদান করিলেন।†

স্বপ্ন দেখিয়া যাদবাদ্রিপতির উৎসব—বিগ্রহের জন্য দিল্লীগমন

যাদবাদ্রিপতির সেবার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু তাঁহার উৎসবমূর্তির অভাবে তাঁহার উৎসব হইতে পারিল না। রামানুজ এজন্য সর্বদা বড়ই ব্যাকুল থাকিতেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া ভগবান প্রসন্ন হইলেন এবং একদিন স্বপ্নে বলিলেন যে, তাঁহার উৎসবমূর্তি, যাহার নাম সম্পৎকুমার বা রামপ্রিয়, দিল্লীশ্বরের গৃহে বিরাজমান। ** তিনি প্রভাতে এই কথা রাজা বিষ্ণুবর্ধনকে বলিলেন এবং দিল্লীশ্বরের জন্য তাঁহার প্রদত্ত বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া সদলবলে দিল্লী যাত্রা করিলেন।

দুই মাস অবিশ্রান্ত গমন করিয়া তাঁহারা দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলেন। বাদশাহ

* যে দিন এই মন্দির নির্মাণ হয় তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে যথা ১০২০ ১০১২ [illegible] শকাব্দ। বেলুড় শিলালিপি মতে ১০৩৯ শকাব্দ।

† পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র অতি বিপুল। ইহার সংখ্যা ১০৮ ও ইহা সংহিতাত্মক। ভগবান নর ও নারায়ণরূপে ইহা নারদকে শিক্ষা প্রদান করেন। প্রত্যেক সংহিতা ৪ পাদে বিভক্ত যথা ক্রিয়াপাদ, চর্যাপাদ, জ্ঞানপাদ ও যোগপাদ। বর্তমান কালে এই সব সংহিতা পাওয়া যায় না কিন্তু শুনা যাইতেছে সম্প্রতি দক্ষিণ দেশে কয়েকখানি পাওয়া গিয়াছে।

** রামচন্দ্র লঙ্কা ত্যাগকালে বিভীষণকে রঙ্গনাথ বিগ্রহ দান করেন। ইহাতে ব্রহ্মা রামচন্দ্রকে রঙ্গনাথের অংশস্বরূপ একটি বিগ্রহ দেন। ইনিই এই রামপ্রিয় বিগ্রহ। পরে রাম ইহা [illegible] দেন। [illegible] কুশকে দেন, কুশ তাঁহার কন্যা কনকমালিনীকে দেন। তিনি যাদববংশে বিবাহিতা হন, তদবধি ইনি যাদব বংশের দেবতা হন। এই সব "অর্চ্চ" বিগ্রহ। ইহারা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হন এবং মনুষ্যনির্মিত বা প্রতিষ্ঠিত মূর্তি নহেন বলিয়া শ্রীসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস করা হয়। পরে মামুদ গজনী অথবা তাঁহার সেনাপতি এস্থাদুরা অর্থাৎ মেলকোট আক্রমণ করিয়া ঐ বিগ্রহ পর্যন্ত লুণ্ঠন করেন। মামুদ গজনী ১০২২ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, ১০২৬ খ্রীস্টাব্দে সোমনাথ লুণ্ঠন করেন এবং ১০৩০ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বুকানন্ সাহেবের ইতিহাস ১ম ভাগ ৩৫১ পৃষ্ঠায় আছে তদানুসারে মামুদ গজনীর সেনাপতির বিজয় স্তম্ভ ছিল।

রামানুজের আগমনবার্তা শুনিয়া এবং তাঁহার ভক্তিবিহ্বল মনোহর মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মানও প্রদর্শন করিলেন। আচার্য সুযোগ বুঝিয়া আপন প্রার্থনা বাদশাহকে জানাইলেন।

আশ্চর্যের বিষয়—বাদশাহ বিধর্মী ও ভগবন্মূর্তির বিদ্বেষী হইলেও আচার্যের প্রার্থনায় আপত্তি করিলেন না। তিনি রামানুজকে একটি গৃহ প্রদর্শন করাইয়া বলিলেন—"দেবমন্দিরাদি ভঙ্গ করিয়া যে সমস্ত দেবমূর্তি আনা হইয়াছে, তাহা এই গৃহমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে ; অতএব আপনি ইহা হইতে যেটি ইচ্ছা—লইতে পারেন।"

প্রথম দিন রামানুজ বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার কোন সন্ধান পাইলেন না। পরে হতাশ হইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতায় ভগবানের আবার আসন টলিল। ভগবান পুনর্বার রাত্রে তাঁহাকে স্বপ্ন দিয়া বলিলেন —"রামানুজ! আমি সম্রাটের কন্যা লচিমারের গৃহে বিরাজমান ; সম্রাট-তনয়া লচিমার আমায় লইয়া ক্রীড়া করে, তুমি তথা হইতে আমাকে লইও।"

দ্বিতীয়বার স্বপ্নদর্শন

পরদিন প্রাতে অবিলম্বে আচার্য রামানুজ এই সংবাদ সম্রাটকে জানাইলেন। সম্রাট মহান উদারচেতা। তিনি রামানুজকে অন্তঃপুর হইতেই উহা লইতে অনুমতি দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে আনিলেন।

একটি ক্রীড়ার পুত্তলী দিল্লীশ্বরের গৃহে অসংখ্য গৃহ-সজ্জার ভিতর কোথায় রক্ষিত, একজন অপরিচিত ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর পক্ষে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কিরূপ সহজ, তাহা বেশ বুঝা যায়। রামানুজ বাদশাহকন্যার বিপুল গৃহসজ্জা দেখিয়া এ কার্য তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে বুঝিলেন। সুতরাং তিনি গৃহে প্রবেশপূর্বক কোনও চেষ্টা না করিয়া কাতরভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভক্তের বল— প্রার্থনা।

দেববিগ্রহ নৃত্য করিতে করিতে আচার্যের ক্রোড়ে

রামানুজের প্রার্থনা শুনিয়া সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ পুত্তলীর ন্যায় দণ্ডায়মান। এদিকে সহসা কোথা হইতে নূপুরধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সকলের হৃদয়ে বিস্ময় ও অপার দিব্য আনন্দ উৎপন্ন করিয়া গৃহের এক স্থান হইতে রামপ্রিয়মূর্তি নৃত্য করিতে করিতে রামানুজের ক্রোড়ে আসিয়া উঠিলেন। সকলে দেখিয়া

অবাক্ ও নিস্পন্দ। তিনিও তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া স্বস্থানে আসিলেন এবং সম্রাটের অনুমতি গ্রহণপূর্বক অনতিবিলম্বে যাদবাদ্রি অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বাদশাহকন্যার ব্যাকুলতা

এদিকে ক্রমে রাজকুমারী নিজ ক্রীড়াপুত্তলীর অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। রামানুজ যখন বিগ্রহটিকে লইয়া যান, তখন তিনি তাঁহার অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্না ছিলেন এবং তখন তাঁহার অভাববোধও করেন নাই; এখন তিনি তাঁহার অভাবে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন এবং পিতার নিকট ঐ বিগ্রহটি পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

সম্রাট কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, কন্যা কিন্তু কিছুতেই বুঝিলেন না। অগত্যা সম্রাট দূত প্রেরণ করিয়া রামানুজের নিকট উহা আবার প্রার্থনা করিলেন। তিনি সম্রাটকে তাঁহার দানের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া দূতকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন এবং যথাসাধ্য ত্বরাপূর্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন ; আশঙ্কা—যদি সম্রাট কন্যাস্নেহে মুগ্ধ হইয়া কোনওরূপ বলপ্রয়োগ করেন। সম্রাটও দূতমুখে রামানুজের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।*

কিন্তু সম্রাট-তনয়ার দিন দিন ব্যাকুলতা বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল: এমন কি ক্রমে তাঁহার উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল। বাস্তবিক তখন সম্রাট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখন রামানুজের নিকট হইতে রামপ্রিয় বা সম্পৎকুমার বিগ্রহকে আনিবার জন্য একদল লোক প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন ও কন্যাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

ইহা শুনিয়া সম্রাট-তনয়া লচিমার স্বয়ংই সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। সম্রাট কন্যাকে শান্ত করিবার জন্য নানা প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু সবই বিফল

* এস্থলে জীবনীলেখকগণের মধ্যে মহা মত বিরোধ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন—(১) সম্রাটের লোক রামানুজের নিকট পৌছিতে পারে নাই, (২) কেহ বলেন—পৌছিয়াছিল। (৩) কেহ বলেন—সম্রাট-তনয়া রামানুজের সঙ্গে যাইতে সম্মত হইয়া এক পাল্কীতে যাইতে যাইতে একদিন রামপ্রিয় মূর্তির অঙ্গে মিলিত হন। (৪) কেহ বলেন—না তিনি একদিন পথিমধ্যে উন্মাদিনী হইয়া নিজ লোকজনের সঙ্গত্যাগ করিয়া ভ্রাতা ''কবিরে' র সঙ্গে বনে বনে চলিয়া মেলকোটে আসেন ও বিগ্রহ দেখিয়া বিগ্রহঅঙ্গে মিশিয়া যান। (৫) কেহ বলেন—এই কবির সম্রাটের এক পুত্র। কেহ বলেন—না, ইনি এক প্রেমিক রাজপুত্র, রাজদুহিতাকে বিবাহার্থ প্রেমবশে গোপনে তাহার সঙ্গ লইয়াছিল। (৬) কেহ বলেন— সম্রাট নিজ কন্যার অদর্শন সংবাদ শুনিয়া মেলকোটে আসিলে এই সম্রাট-পুত্র "কবির" মেলকোটে থাকিয়া যান এবং পরে একজন মহাভক্ত হইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া তপস্যা করিয়া জীবন বিসর্জন করেন।

হইল। অগত্যা তিনি এক পুত্রকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে সেই বিগ্রহ ফিরাইয়া আনিবার জন্য রামানুজের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। কন্যা কিন্তু রামানুজের সন্ধান না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

আচার্য দস্যুকর্তৃক আক্রান্ত—চণ্ডালগণ বিগ্রহবাহক

কিছুদূর আসিয়া আচার্য দস্যুগণকর্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং রামপ্রিয়কে হারাইবার সম্ভাবনা বুঝিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বনবাসী চণ্ডালগণ আসিয়া দস্যুগণকে বিতাড়িত করিল ও তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া দিল। ইহার পর ক্ষিপ্রতার জন্য রামানুজ এই চণ্ডালগণকেই বিগ্রহের বাহকরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং সকলে যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন।

যাদবাদ্রিতে উৎসব বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ও অস্পৃশ্য স্পর্শন

যাহা হউক, রামানুজ নিরাপদে মেলকোটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও মহাসমারোহে রামপ্রিয়মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখন হইতে যথারীতি যাদবাদ্রিপতির উৎসব চলিতে লাগিল। তিনি তাঁহার ৭৪ জন শিষ্যের মধ্যে ৫২ জনকে এই স্থানে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন। সম্রাটদুহিতা ম্লেচ্ছ হইলেও রামানুজের আদেশে সম্পৎকুমার বা রামপ্রিয়মূর্তির নিম্নে তাঁহার এক মূর্তি স্থাপিত হইল এবং চণ্ডালগণের সাহায্যে ভগবদ্‌বিগ্রহ বহন করিয়া আনা হইয়াছিল বলিয়া বৎসরান্তে উৎসবকালীন তিন (বা এক) দিবস এই চণ্ডালগণকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হইল। অদ্যাবধি ভেলুর, শ্রীরঙ্গম এবং মেলকোটে এই নিয়ম প্রচলিত।

মহারাজ বিষ্ণুবর্ধনের কীর্তি

বিট্টলরায় বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণুবর্ধন নাম গ্রহণ করিয়া জৈনগণকে বিশেষভাবে নির্যাতিত করেন। তিনি ৭৯০টি জৈন বস্তি মন্দির নষ্ট করেন এবং পঞ্চ নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত করেন। যথা—বেলুরুতে ছেন্নিগি নারায়ণ, তালাক-কাড়ুতে কীর্তিনারায়ণ, গড়ুগুতে বিজয়নারায়ণ, হরদল হল্লিতে লক্ষ্মীনারায়ণ, ইত্যাদি বস্তি মন্দিরে যেসব সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল সেই সকল এখন এই নারায়ণসেবায় প্রদত্ত হইল। বস্তি মন্দিরসমূহ ভাঙ্গিয়া তাহাদের প্রস্তরদ্বারা তণ্ডানরুতে একটি সরোবর নির্মাণ করেন এবং তাহার নাম রাখিলেন 'তিরুমল' সাগর। বস্তি মন্দিরের অর্থ হইতে এই সরোবর সমীপে একটি ছত্র নির্মাণ করিলেন। এখানে আচার্যের শিষ্যসম্প্রদায়গণকে অন্নদান করা হইতে লাগিল। প্রাচীন

ডড্ডগুরুগণহল্লী গ্রামের নাম রাখিলেন মেলকোট এবং তিরুনারায়ণপুরম্। * তিনি সেরিঙ্গাপত্তনে কাবেরীতীরে তন্নুর গ্রামে 'মতি সরোবর' নামে একটি অতি বৃহৎ সরোবর নির্মাণ করেন। আচার্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের উদ্দেশে অষ্টগ্রাম নামে একটি বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করেন। † পদ্মগিরিতে মহারাজ প্রস্তরময় জাঁতায় বহু দুষ্ট জৈনকে বিনাশও করিয়াছিলেন। এইরূপে মহারাজ বিষ্ণুবর্ধন আচার্যের সম্প্রদায়ের বহু পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। কৃমিকণ্ঠের উপদ্রবে ফলতঃ বৈষ্ণবমতের শ্রীবৃদ্ধিই হইল। যে সম্প্রদায় ভগবৎপরায়ণ হইয়া যত সহ্য করে, সেই সম্প্রদায় ততই শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেন।

পদ্মগিরি হইতে জৈনবিতাড়ন

ইহার পর রামানুজ পদ্মগিরিতে গমন করিলেন। উহা জৈনগণের সুদৃঢ় দুর্গবিশেষ। তিনি তথায় তাঁহাদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া তথা হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন এবং নিজমত প্রচার করেন।

ইহার পর তিনি একদিন 'চেনগামি' নামক স্থানে গমন করিয়া তথাকার ভিন্নমতাবলম্বিগণকে পরাজিত করেন এবং জয়চিহ্নস্বরূপ তথায় এক মঠ নির্মাণ করান।

স্বমতপ্রচারার্থ দাশরথিকে ভেলুর প্রেরণ

অনন্তর তিনি দাশরথিকে আর একটু পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে বলেন। তিনি তদনুসারে ভেলুর বা ভেলাপুর পর্যন্ত গমন করিয়া নিজমত প্রচারপূর্বক তথায় একটি নারায়ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া আচার্য সমীপে প্রত্যাগমন করেন।

শ্রীরঙ্গম হইতে দূতের আগমন, রামানুজের মূর্ছা

এই সময় শ্রীরঙ্গম হইতে একজন শ্রীবৈষ্ণব আসিলেন। রামানুজ তাঁহার মুখে কুরেশ ও মহাপূর্ণের বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখ ও কষ্টে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া বহু কষ্টে শোক সংবরণপূর্বক তিনি নিজ গুরুদেবের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ইহার কিছু পরেই তিনি গোষ্ঠীপূর্ণের পরলোকগমন সংবাদ পাইলেন। উপরি উপরি এই সকল দুঃসংবাদ শুনিয়া রামানুজ কি পর্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত।

* ইহা প্রাকৃত বেলাগোলের স্তম্ভলেখে উক্ত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি ২য় ভাগ মে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ দ্রষ্টব্য।

† মহীশূর গেজেটীয়র ২য় ভাগ ১৭৪ পৃঃ, ২৯৫ পৃঃ ১৮৭৯ খ্রীঃ সংস্করণ

মারুতিকর্তৃক কৃমিকণ্ঠের নিধনবার্তা আনয়ন

আচার্য শ্রীরঙ্গমের বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্য "মারুতি" নামক এক শিষ্যকে শ্রীরঙ্গমে প্রেরণ করিলেন। * মারুতি কুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার কালে কৃমিকণ্ঠের মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন। তিনি সত্বর আসিয়া রামানুজ-চরণে সবিশেষ নিবেদন করিলেন। কৃমিকণ্ঠের নিধনবার্তা শুনিয়া রামানুজ আনন্দে অধীর হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি নৃসিংহপুরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং 'নৃসিংহদেবের কৃপায় কৃমিকণ্ঠ ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন' বলিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। তথা হইতে তিনি আবার মেলকোটে আসিলেন এবং দ্বাদশ বৎসরের পর শ্রীরঙ্গম যাইবার জন্য রামপ্রিয়ের নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিয়া লইলেন।

শিষ্যগণের জন্য আচার্যের প্রস্তরমূর্তি

আচার্য শ্রীরঙ্গমে গমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহার শিষ্যগণ বড়ই কাতর হইলেন, সুতরাং তাঁহাদের শান্তির জন্য আচার্য অল্পদিনের মধ্যে নিজের একটি প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করাইয়া নিজ প্রতিনিধিস্বরূপে তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন।

ইহাতে কয়েকটি শিষ্যের মনে সন্দেহ হইল যে, প্রস্তরমূর্তি কি আর আমাদের আচার্যের কার্য করিবেন? তাঁহারা আচার্যকে বলিলেন—"গুরুদেব! আমাদিগকে জীবন্ত কোন আচার্য দিন।"

আচার্য তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা তো বড় অবিশ্বাসী দেখিতেছি, তোমরা কি কখন আমার মূর্তির সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যে উত্তর না পাইয়া এ কথা বলিতেছ?"

আচার্যের-প্রভাবে প্রস্তরমূর্তির বাক্যস্ফূর্তি

শিষ্যগণ লজ্জিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং যখনই মূর্তির সম্মুখে গিয়া আচার্যের নাম গ্রহণ করিয়া আচার্যকে সম্বোধন করিলেন, মূর্তি তখনই তাঁহাদের উত্তর প্রদান করিলেন।

অতঃপর রামানুজ রামপ্রিয়ের পূজাসম্বন্ধে শিষ্যগণকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া শ্রীরঙ্গমে চলিয়া আসিলেন। এইরূপে আচার্য দ্বাদশবর্ষকাল মেলকোট বা তিরুনারায়ণপুরে† অবস্থিতি করিয়া এ অঞ্চলে বৈষ্ণবমত উত্তমরূপে প্রচারিত করিলেন।

* মতান্তরে রামানুজ [illegible] মারুতিকে শ্রীরঙ্গমে প্রেরণ করেন

† মতান্তরে ২০ বৎসর

আচার্যের অনুপস্থিতিতে শ্রীরঙ্গমের অবস্থা

ওদিকে কুরেশ কৃমিকণ্ঠের নিকট হইতে নিস্তার পাইয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দিরের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তাঁহারা রামানুজ সম্বন্ধীয় কাহাকেও আশ্রয় দিয়া আর রাজার ক্রোধের পাত্র হইতে চাহেন নাই। অগত্যা তিনি শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া বৃষভাদ্রি † নামক স্থানে রামানুজের প্রত্যাগমন আশায় দিন যাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি পুনরায় শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরঙ্গমে আচার্যের পুনরাগমন—কুরেশের জন্য দুঃখ

ইহার কিছু পরেই আচার্য শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ‡ রামানুজের আগমনে নগরে আনন্দের সীমা রহিল না। আচার্য রঙ্গনাথকে প্রণিপাত করিয়াই কুরেশের গৃহাভিমুখে চলিলেন। ইতোমধ্যে কুরেশও রামানুজের আগমন-বার্তা শুনিয়া তাঁহার নিকট আসিতেছিলেন, পথেই দেখা হইয়া গেল।

রামানুজ কুরেশকে দেখিতে পাইয়া বেগে গমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন-- "কুরেশ! তোমার এই দুঃখের কারণ—এই মহাপাতকী 'আমি', হায়! আজ আমার জনাই তুমি চক্ষু হারাইয়াছ।"

কুরেশ কিছুতেই গুরুদেবকে বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারেন না, অবশেষে অনেক কষ্টে গুরুদেবকে শান্ত করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া মঠে ফিরিলেন। ইহার পর আচার্য নিজ-গুরু মহাপূর্ণের গৃহে গমন করিলেন এবং গুরুপত্নী প্রভৃতিকে সান্ত্বনা দিয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

চিদম্বরের দেবমূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা

কিছুদিন পরে রামানুজ শুনিলেন—কৃমিকণ্ঠ চিত্রকূট বা চিদম্বরের যে মূলবিগ্রহটি নষ্ট করিয়াছে, তাঁহার উৎসব-বিগ্রহটি একটি বৃদ্ধা রমণী তিরুপতিতে লইয়া গিয়া কোনরূপে রক্ষা করিয়াছে। তিনি ইহা শুনিয়া অবিলম্বে তিরুপতি গমন করিলেন ও উক্ত মূর্তিটিকে শৈলতলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন। "তিল্য" নামে ঐ বৃদ্ধা এই

† মতান্তরে কৃষ্ণাচল বা সুন্দরাচল

‡ মতান্তরে কুরেশ যাদবাদ্রিতে রামানুজের নিকট গমন করিয়াছিলেন। কেহ বলেন না—তিরুকণমামলাই হইতে রামানুজ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান।

উৎসব-বিগ্রহটিকে চোলরাজার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া রামানুজ ইহার নাম রাখিলেন—"তিল্য গোবিন্দ।"

কাঞ্চীতে বরদরাজের নিকট কুরেশের চক্ষুভিক্ষা

এইবার রামানুজ কুরেশকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীপুরীতে আসিলেন এবং বরদরাজের নিকট তাঁহাকে তাঁহার লোচনদ্বয় ভিক্ষা করিতে বলিলেন। কুরেশও তদনুসারে কাঞ্চীপতি ভগবান বরদরাজের নিত্য স্তব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে একদিন বরদরাজ স্বপ্নে কুরেশের নিকট আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহার কিছু প্রার্থনা আছে কি না—জিজ্ঞাসা করিলেন। কুরেশ কিন্তু নিজ-চক্ষুর কথা ভুলিয়া গিয়া 'যে' তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল, তাঁহার জন্য পরমপদ প্রার্থনা করিলেন ; সুতরাং ভগবান "তাহাই হউক" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

রামানুজ ইহা শুনিয়া বলিলেন—"বৎস! তোমার দেহ তো আমার; আমি তোমাকে য[illegible] বলি[illegible] তাহা [illegible] তোমায় করিতে হইবে। আমারই কথামত তোমাকে বরদরাজের নিকট এই স্থূল চক্ষুই ভিক্ষা করিতে হইবে।" কুরেশ কি করেন, তিনি আবার ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান আবার প্রত্যক্ষ হইলেন। এবারও কুরেশ তাঁহার নিকট কৃমিকণ্ঠের উদ্ধার প্রার্থনা করিলেন , ভগবানও "তাহাই হউক" বলিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

রামানুজ ইহাতে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু কুরেশকে পুনরায় এই স্থূল চক্ষুর নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অগত্যা কুরেশকে চক্ষু প্রার্থনা করিতে হইল এবং ভগবানের আশীর্বাদে তাঁহার চক্ষুলাভও ঘটি[illegible] কুরেশ ভগবদ্‌বিগ্রহ দেখিতে সমর্থ হইলেন।

এবার আর রামানুজের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আনন্দভরে নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এবার আমার উদ্ধার নিশ্চয়—আমি যখন কুরেশের মত শিষ্য লাভ করিয়াছি, তখন আমার পরমপদলাভে কোন বাধা ঘটিবে না।" *

* এস্থলে মতান্তর দৃষ্ট হয় (১) প্রথম [illegible] লাভের পর রামানুজ কুরেশকে লইয়া কাঞ্চী গমন করেন। (২) প্রথম বর—দিব্যচক্ষু-লাভার্থ, ২য় বর—মন্ত্রী নালুরাণের পরমগতির জন্য। (৩) কুরেশ দ্বিতীয়বারও চক্ষু প্রার্থনা না করায় এবং বরদরাজ রামানুজের অভিপ্রায় জানিয়াও কুরেশের অন্য প্রার্থনা পূর্ণ করায় রামানুজ বরদরাজের উপর অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বর[illegible]জ রামানুজকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনেন। (৪) কুরেশ কেবল রামানুজ ও ভগবানকে দেখিবার উপযোগী চক্ষু পাইয়াছিলেন। (৫) কোন মতে—চক্ষুলাভ রঙ্গনাথের নিকটই ঘটিয়াছিল। (৬) কোন মতে কুরেশ দিব্য চক্ষু চাহেন কিন্তু স্থূলচক্ষুও প্রাপ্ত হন।

শ্রীরঙ্গমে আচার্যের উপদেশের আদর্শ শঠকোপ মুনি

অতঃপর রামানুজ কুরেশকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলেন এবং এখন হইতে তিনি অধিকাংশ সময় দিব্যপ্রবন্ধ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, শ্রীভাষ্যপ্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থ ততোধিক ব্যাখ্যাত হইত না। এতদ্ব্যতীত তিনি শিষ্যগণকে মৌখিক নানাবিধ সদুপদেশ দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম—ভগবদ্ভক্তি ও ভগবানের শরণাগতি। এ পথে তাঁহার আদর্শ ছিলেন শঠকোপমুনি। তিনি শিষ্যগণকে শঠকোপমুনির উপর বিশেষ শ্রদ্ধা রাখিতে বলিতেন।

আচার্যকর্তৃক ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণ

একদিন রামানুজ শুনিলেন—পূর্বে "অণ্ডাল" নামধেয় কোন এক ভক্তপত্নী বৃষভাচলের ভগবান সুন্দরবাহুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, ভগবান তাঁহাকে যদি বিবাহ করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে শত হাঁড়ি মিষ্টান্ন ও শত পাত্র নবনীত দিবেন। কিন্তু অণ্ডাল ভগবানের শরীরে বিলীন হওয়ায় তিনি তাঁহার নিজ বাক্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। রামানুজ ইহা শুনিয়া ভক্তপ্রতিজ্ঞারক্ষার্থ বৃষভাচলে যাইয়া ভগবানকে শত হাঁড়ি মিষ্টান্ন ও শত পাত্র নবনীত প্রদান করেন। ইহাতে অতঃপর তিনি অণ্ডালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোদাগ্রজ নামে প্রথিত হইলেন। ভক্তের ভাব ভক্তই বুঝিতে পারেন।

এক বালিকার অনুরোধে বেঙ্কটনাথের উপর পত্রদান

বৃষভাচল হইতে আচার্য শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলে একদিন শ্রীরঙ্গমে এক গোপবালা মঠে দধিবিক্রয়ার্থ আইসে। সে দধি দিয়া মূল্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলা হয়। ইতোমধ্যে প্রণতার্তিহরাচার্য তাহাকে ক্ষুধিত দেখিয়া একটু প্রসাদ খাইতে দেন। প্রসাদ খাইয়া গোপবালার মন পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে আর দধির মূল্য না চাহিয়া মোক্ষ চাহিতে লাগিল। সকলে হাসিয়া অস্থির। বলিল—"ওগো বাছা, মোক্ষ কি এত সুলভ বস্তু?" বালিকার সে কথায় কান নাই ; সে কেবলই প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতে লাগিল।

যতিরাজ বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি বেঙ্কটাচলে যাও, সেখানে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।" বালিকা বলিল—"তবে, বেঙ্কটনাথের উপর আপনি এক খানা পত্র দিন, নচেৎ তিনি দিবেন কেন?"

বালিকার সরলতা ও পত্রের জন্য আগ্রহ দেখিয়া আচার্য তাহাই করিলেন—সত্যসত্যই তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে শুনা গেল,

বালিকা বেঙ্কটাচলে যাইয়া ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া আর উঠে নাই। সে তাহার সেই নশ্বর দেহ তথায় পরিত্যাগ করিয়াছে।

আচার্যকর্তৃক বিপ্রপাদোদক পান

আর একদিন একটি সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ যতিরাজের নিকট আসিলেন এবং আচার্যের কৈঙ্কর্য করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

রামানুজ ইহা শুনিয়া বলিলেন—"মহাত্মন্! আপনি ঠিক সিদ্ধান্তই করিয়াছেন, কৈঙ্কর্য ভিন্ন জীবের গতি নাই। আপনি যদি কৈঙ্কর্যদ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহেন, তাহা হইলে যাহা করিতে হইবে বলিতে পারি।"

ব্রাহ্মণ আগ্রহ সহকারে বলিলেন— "তবে দয়া করিয়া বলুন, তাহা কি?" রামানুজ বলিলেন—"তাহা হইলে আপনি আমাকে কৃপা করিয়া নিত্য আপনার পাদোদক দিয়া কৃতার্থ করিবেন।" সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ তাহাই করিতে লাগিলেন। রামানুজ অতঃপর নিত্যই এই বিপ্রের পাদোদক পান করিতে লাগিলেন।

আচার্যের নিয়মপালন প্রবৃত্তি

একদিন রামানুজ অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণপূর্বক ভগবৎ কথায় দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া মধ্যরাত্রে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন—সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার আহারের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"আপনার কৈঙ্কর্য এখনও পর্যন্ত করা হয় নাই, সেইজন্য অপেক্ষা করিতেছি।" ইহা শুনিয়া রামানুজ তখনই তাঁহার পাদোদক পান করিলেন ও শিষ্যগণকে পান করাইলেন।

শ্রীরঙ্গমে আচার্যের শেষ ৬০ বৎসর

এইরূপে শ্রীরঙ্গমে আসিয়া আরও প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইতে চলিল। এইবার রামানুজের লীলাবসান-কাল সমাগত হইল। আচার্যের শিষ্য-প্রশিষ্যগণও প্রায় সকলেই সিদ্ধকাম, সকলেই ভগবদ্দর্শন-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। ওদিকে যাঁহারা গুরুস্থানীয়, যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ অথচ শিষ্য বা পার্ষদ-স্থানীয়, তাঁহারা একে একে অন্তর্ধান করিতে লাগিলেন। মহাপূর্ণ ইতঃপূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এবার রামানুজের দক্ষিণ-হস্ত কুরেশেরও সময় উপস্থিত হইল। তিনি আচার্যের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া কাবেরী তীরে গমন করিলেন এবং শিষ্যক্রোড়ে মস্তক ও পত্নীক্রোড়ে পাদদ্বয় রাখিয়া সজ্ঞানে মর্তধাম ত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য রামানুজ কুরেশের অভাবে যারপরনাই শোকাভিভূত হইলেন।

শিষ্যগণের মহাপ্রস্থান

ইহার কিছুদিন পরেই ধনুর্দাস, হেমাম্বা ও শ্রীশৈলপূর্ণ একে একে পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। কুরেশের দেহত্যাগের পর রামানুজ আর কয়েকদিনের জন্যও শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেন নাই। তিনি ক্রমে জরাগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। * এই সময় একদিন প্রণতার্তিহরাচার্য কোন কার্য উপলক্ষে বৃষভাচলে গমন করেন এবং তথায় ভগবান সুন্দরবাহুর স্তব করিতে থাকেন। ভগবান তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যতিরাজেরই শরণ গ্রহণ করিতে বলিলেন। কথিত আছে, অতঃপর প্রণতার্তিহরাচার্য আর কখনও রামানুজের প্রতি সন্দিহান হন নাই।

চোলরাজপুত্রকে ক্ষমা, মন্দিরের কর্তৃত্বলাভ

ইহার পর কৃমিকণ্ঠের পুত্র ২য় কুলতুঙ্গচোল রামানুজের পদাবনত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষাপূর্বক মন্দিরের কর্তৃত্ব প্রত্যর্পণ করিলেন। আচার্য ইহাকে দাশরথির হস্তে সমর্পণ করেন এবং ইনিও দাশরথির শিষ্যত্ব লাভ করিয়া ধন্য হন।

আচার্যের আরও দুইটি প্রস্তরমূর্তি স্থাপন

ক্রমে রামানুজের শরীর আরও দুর্বল হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে শ্রীরঙ্গনাথের নিকট বিদায় লইলেন। এই সময় দাশরথিতনয় রামানুজদাস প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য আচার্যের মূর্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। শিষ্যগতপ্রাণ রামানুজ তাহাতে সম্মত হইলেন। তাঁহারা আচার্যের অনুমতি লইয়া অবিলম্বে দুইটি প্রস্তরবিগ্রহ প্রস্তুত করাইলেন। উদ্দেশ্য—একটি ভূতপুরী ও একটি শ্রীরঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। **

* মতান্তরে তিনি পীড়াক্রান্ত হইয়াছিলেন

** রামানুজের শেষ অবস্থার ঘটনা সম্বন্ধে অনেক মতান্তর দৃষ্ট হয়, যথা —
(১) দাশরথি রামানুজের পূর্বে দেহত্যাগ করেন। (২) শ্রীশৈলপূর্ণের পুত্র পিল্লান ও দাশরথির আগ্রহে রামানুজের তিনটি মূর্তি নির্মিত হয়। পিল্লানের নিকট রঙ্গনাথের মন্দিরে একটি, নাল্লান এবং যুবক আণ্ডানের নিকট ভূতপুরীতে একটি এবং প্রণতার্তিহরের নিকট নারায়ণপুরীতে একটি স্থাপিত হয়। (৩) শিষ্যগণের কাতরতা দেখিয়া মূর্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে রামানুজই উপদেশ দেন। (৪) রামানুজ ৭৪টি শঙ্খ ও ৭৪টি চক্রনির্মাণ করাইয়া তাঁহার ৭৪টি শিষ্যকে দিয়া তাঁহাদিগকে সিংহাসনাধিপতি নামে অভিহিত করেন। বরদাবিষ্ণু, প্রণতার্তিহর এবং যুবক আণ্ডানকে শ্রীভাষ্যব্যাখ্যাকার্যের ভার দেন। কিন্তু পিল্লানকে শ্রীভাষ্য ও দিব্য প্রবন্ধ উভয়ের ব্যাখ্যাকার্যের ভার দেন। কুরেশের পুত্র পরাশরকে দ্রাবিড় বেদ ব্যাখ্যার ভার দেন। (৫) কাহারও মতে রামানুজ ৬০ বা ১২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকাল ১০০৯ পিঙ্গলা বৎসর, কল্যব্দ ৪২৩৮, মাঘমাস শুক্লাদশমী, আর্দ্রা নক্ষত্র, মধ্যাহ্নকাল। কাহারও মতে উহা শনিবার। (৬) শ্রীরঙ্গমে যে মূর্তিটি স্থাপিত হয়, তাহা রামানুজের মৃত্যুর পূর্বে তিন দিন মধ্যে নির্মিত হয়।

আচার্যের অন্তিম কাল ও শেষ উপদেশ

ইহার পর আচার্য একদিন সমুদয় শিষ্য-সেবকগণকে সমবেত হইতে বলিলেন। অবিলম্বে তাঁহারা আচার্যসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন ধীর ও শান্তভাবে তাঁহাদিগকে তাঁহার অন্তিমকাল সমাগত প্রায়—জ্ঞাপন করিলেন ও শেষ উপদেশ দিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ ইহা দেখিয়া যারপরনাই ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহাকে আরও কিছুদিন অবস্থিতি করিবার জন্য বহু মিনতি করিতে লাগিলেন।

আচার্যের স্বেচ্ছামৃত্যু

আচার্য তাঁহাদের অনুরোধে আর চারিদিন মাত্র অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং সমস্ত দিবারাত্রি কেবল শিষ্যবর্গকে উপদেশদান করিতে লাগিলেন।

এই সময় শিষ্যগণ ভবিষ্যতে যে ভাবে চলিবেন তদ্বিষয়ে আচার্য শিষ্যগণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই

শেষ উপদেশাবলী

১। স্বদেশিকস্য কৈঙ্কর্যে কৈঙ্কর্যে বৈষ্ণবস্য চ।
প্রতিপত্তিঃ সমাং কৃত্বা কৈঙ্কর্যং কারয়েৎ সদা ।।

১। নিজ গুরুসেবা এবং বৈষ্ণবসেবার মধ্যে কোন ভেদ করিবে না

২। পূর্বাচার্যোক্তবাক্যেষু বিশ্বাসেনৈব বর্তয়েৎ।

২। পূর্বাচার্যগণের বাক্যে বিশ্বাস করিবে

৩। ন বর্তয়েদিন্দ্রিয়াণাং কিঙ্করস্য দিবানিশম্ ।

৩। কদাপি ইন্দ্রিয়ের দাস হইবে না

৪। সামান্যশাস্ত্রনিরতো নৈব তিষ্ঠেৎ কদাচন।

৪। কখনও সামান্য অর্থাৎ লৌকিক শাস্ত্রনিরত হইবে না

৫। ভগবদ্বিষয়ে শাস্ত্রে নিরতঃ সর্বদা বসেৎ ।।

৫। সর্বদা ভগবদ্বিষয়ক শাস্ত্ররত থাকিবে।

৬। আচার্যকৃপয়া পূর্বং সঞ্জাতজ্ঞানসাগরঃ।
ভূয়ঃ শব্দাদিবিষয়কিঙ্করো নৈব বর্তয়েৎ ।।

৬। আচার্যকৃপায় জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে আর শব্দাদি বিষয়ের কিঙ্কর হইবে না।

৭। সর্বান্ শব্দাদিবিষয়ান্ সমানেব বিলোকয়েৎ।

৭। সমুদয় শব্দাদি বিষয়কে সমানভাবে দেখিবে।।

৮। পুষ্পচন্দনতাম্বূলদ্রব্যাদিষু সুগন্ধিষু ।।
বাসনারুচিকার্যাণি কদাচিন্নৈব কারয়েৎ।

৮। পুষ্প চন্দন ও তাম্বূলাদি দ্রব্যে আসক্ত হইবে না।

৯। যা প্রীতিরাসীৎ সততং ভগবন্নামকীর্তনে
সা স্যাৎ প্রীতির্হি তস্য নামসংকীর্তনে চ বঃ ।।

৯। ভগবন্নামকীর্তনে যেরূপ প্রীতি করিবে তাঁহার ভক্তের নাম কীর্তনে তদ্রূপ প্রীতি করিবে।

১০। কারণং ভগবৎপ্রাপ্তের্মহাভাগবতাশ্রয়ঃ।
ইতি মত্বা দৃঢ়ং তেষামাজ্ঞয়া বর্তেয়েৎ সদা ।।

১০। মহাভাগবতগণের আশ্রয়ই ভগবৎপ্রাপ্তির কারণ ভাবিয়া দৃঢ়ভাবে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্তী হইবে।

১১। বিহায় বিষ্ণুকৈঙ্কর্যং কৈঙ্কর্যং বৈষ্ণবস্য চ।
বিনশ্যেৎ স নরো প্রাজ্ঞো রাগাদিপ্রেরিতো যদি ।।

১১। রাগাদিপ্রেরিত হইয়া যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য ত্যাগ করে তাহা হইলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

১২। বৈষ্ণবানামনুষ্ঠানে নোপায়মতিমুন্নয়েৎ ।

১২ বৈষ্ণবগণের অনুষ্ঠানে উপায় জ্ঞান করিবে না।

১৩। উপেয়মেব সততমুন্নয়েৎ সুমহামনাঃ।।

১৩। বস্তুতঃ তাহাকেই জীবনের লক্ষ্য বা উপেয় জ্ঞান করিবে।

১৪। নাহ্বয়েদেকবচনাৎ মহাভাগবতান জনান্।

১৪। মহাভাগবতগণকে কখনও একবচনদ্বারা আহ্বান করিবে না।

১৫। পূর্বাঞ্জলিং বৈষ্ণবানাং দৃষ্টমাত্রে চ কারয়েৎ।।

১৫। বৈষ্ণবদর্শনমাত্র তাঁহাকে অগ্রেই বন্দনা করিবে।

১৬। হরের্ভগবতো বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাং চ সন্নিধৌ।
পাদৌ প্রসার্য ন বসেৎ কদাচিদমলাত্মনাম্॥

১৬। ভগবান বিষ্ণু বা বৈষ্ণব বা নির্মলচিত্ত ব্যক্তিগণের সম্মুখে পাদ প্রসারণ করিয়া বসিবে না।

১৭। বিষ্ণোর্গুরো বৈষ্ণবস্য গৃহাণাং চ দিশং প্রতি।
পাদৌ প্রসার্য নিদ্রাং চ কদাচিন্নৈব কারয়েৎ।।

১৭। বিষ্ণু, গুরু ও বৈষ্ণবের গৃহের দিকেও পদ প্রসারিত করিয়া ঘুমাইবে না।

১৮। কৃতনিদ্রঃ সমুত্থায় বসেদ্ গুরুপরম্পরাম।

১৮। নিদ্রাভঙ্গের পরই গুরুপরম্পরা পাঠ করিবে।

১৯। মহাভাগবতান্ দৃষ্ট্বা নিষণ্ণান্ বিষ্ণুসন্নিধৌ।
মন্ত্ররাজমনুধ্যায়ন্ প্রণমেদ দণ্ডবদ্ ভুবি।।

১৯। যখনই মহাভাগবতগণকে বিষ্ণুসমীপে উপবিষ্ট দেখিবে তখনই মন্ত্ররাজ অনুধ্যান করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

২০। সংকীর্তনং ভগবতস্তথা ভাগবতস্য বা।
শ্রীবৈষ্ণবেষু কুর্ববৎসু তান্ শক্ত্যা নাভিপূজ্য চ।
মধ্যে চোত্থায় গমনমপচারতমো ভবেৎ।।

২০। [illegible] যখন ভাগবত কিম্বা ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিবেন তখন যথাসাধ্য তাঁহাদের পূজা করিবে, তাঁহাদের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইবে না, অথবা দূরে যাইবে না -ইহা মহাপাপ।

২১। বৈষ্ণবাগমনং শ্রুত্বা গচ্ছেদভিমুখং সদা।
সাকং গচ্ছেৎ কিয়দ্দূরং ভক্ত্যা তেষাং বিনির্গমে।।
দ্বয়োরকরণত্বেন মহান্ দোষঃ প্রজায়তে ।

২১। বৈষ্ণব আসিতেছেন শুনিয়া তাঁহার অভিমুখে যাইয়া অভ্যর্থনা করিবে, তাঁহারা যখন চলিয়া যাইবেন তখন কিয়দ্দূর সঙ্গে যাইবে অন্যথা করিলে পাপভাগী হইবে।

২২। আত্মযাত্রার্থমনিশং শেষত্বেন চ বৈষ্ণবান্।।
বিনয়াদিগুণৈর্ভক্ত্যা নানুসৃত্য মহাত্মকান্।
দেহযাত্রার্থমনিশং প্রাকৃতানাং গৃহে গৃহে।।
গত্বাগত্বাথ নামানি তেষাং তেষাং চ সাদরম্।
স্বনাম্নঃ পুরতঃ কৃত্বা নিয়মাদীন্ বিহায় চ।
বর্তনং বৈষ্ণবস্যাস্য স্বরূপস্যৈব হানিদম্।।

২২। শ্রীবৈষ্ণবের কৈঙ্ক- দ্বারা জীবিকা অর্জন করিবে। কিন্তু যাঁহারা ভগবদনুগ্রহ লাভ করেন নাই, তাঁহাদের গৃহে যাতায়াত কিম্বা নিজ নামের অগ্রে তাহাদের নাম করা, অথবা তাহাদের নিকট হইতে জীবিকার্জ্জন করা --সকলই তোমার অবনতি কারণ জানিবে।

২৩। বিষ্ণোর্দিব্যবিমানানি গোপুরাণি জগৎপতেঃ।
দৃষ্টমাত্রেণ সহসা কারয়েদঞ্জলিং তদা।।

২৩। যে মুহূর্তে ভগবন্মন্দির বা তাঁহার গোপুরপ্রভৃতি দেখিবে সেই মুহূর্তেই কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিবে।

২৪। দৃষ্টেতরবিমানানি বিস্ময়ং নৈব কারয়েৎ।

২৪। অপর দেবতাগণের মন্দিরাদি দেখিয়া বিস্মিত হইবে না।

২৫। শ্রুত্বা না বিস্ময়ং গচ্ছেদ্ দেবতান্তরকীর্তনম্।।

২৫। অপর দেবতার গুণকীর্তন শুনিয়া বিস্মিত হইবে না।

২৬। বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং চ নামসংকীর্তনানি চ।
কুর্বতঃ পুণ্যপুরুষান্ দৃষ্ট্বা নাবাপ্য বৈ মুদম্।।
আক্ষেপো হ্যপচারঃ স্যাম্মধ্যে তেষাং সুনিশ্চয়ম্।

২৬। গুরু, বৈষ্ণব বা বিষ্ণুর গুণকীর্তনে প্রবৃত্ত শ্রীবৈষ্ণবের সহিত তর্ক করা বা কথাবার্তা বলা মহাপাপ।

২৭। শ্রীবৈষ্ণবানং সর্বেষাং দেহচ্ছায়াং ন লঙ্ঘয়েৎ।।

২৭। শ্রীবৈষ্ণবের ছায়া অতিক্রম করিবে না।

২৮। স্বদেহচ্ছায়াসংস্পর্শং বৈষ্ণবেষু ন কারয়েৎ।

২৮। তোমার ছায়াও তাঁহাদের উপর পতিত হইতে দিবে না।

২৯। স্পৃষ্ট্বাঽসংস্কারিণঃ স্নানাৎ পূর্বং বৈষ্ণবাননুসংস্পৃশেৎ ।।

২৯ অসংস্কৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে স্নান না করিয়া শ্রীবৈষ্ণবকে স্পর্শ করিবে

৩০। বৈষ্ণবায় দরিদ্রায় পূর্বং বন্দনকারিণে।
অনাদরাণি কার্যাণি ভবেয়ুঃ পাতকানি বৈ।।

৩০। দরিদ্র শ্রীবৈষ্ণব যদি তোমায় প্রথমেই বন্দনা করেন, তাহা হইলেও তুমি তাঁহাকে অনাদর করিও না। কারণ, ইহা মহাপাপ।

৩১। যদি প্রণমতে পূর্বং দাসোঽহমিতি বৈষ্ণবঃ।
অনাদরে কৃতে তস্মিন্নাপচারো মহান ভবেৎ।।

৩১। যদি কোন শ্রীবৈষ্ণব তোমাকে প্রথমে বন্দনা করেন এবং বলেন আমি আপনার ভৃত্য ইত্যাদি, তাহা হইলেও তাঁহাকে কোনরূপ অনাদর করিবে না। কারণ, ইহা মহাপাপ।

৩২। বৈষ্ণবানাং চ জন্মানি নিদ্রালস্যানি যানি চ।
দৃষ্ট্বা তানি প্রকাশ্যাশু জনেভ্যো ন বদেৎ ক্বচিৎ
তেষাং দোষান্ বিহায়াশু গুণাংশ্চৈব প্রকীর্তয়েৎ।

৩২। বৈষ্ণবের জন্ম নিদ্রা ও আলস্যাদি কোন দোষ জানিতে পারিলে তাহা সকলের নিকট কখনও প্রকাশ করিবে না, কিন্তু তাঁহার গুণের কথাই প্রকাশ করিবে।

৩৩। বিষ্ণুপাদোদকং চৈব ভক্তপাদোদকং তু বা।
প্রাকৃতেষু চ পশ্যৎসু ন পিবেৎ তোয়মুত্তমম্।।

৩৩। বিষ্ণুপাদোদক কিংবা ভক্তপাদোদক সাধারণ লোকের সম্মুখে পান করিবে না।

৩৪। তত্ত্বত্রয়স্য জ্ঞানেন শ্রীরহস্যত্রয়স্য চ।
রহিতস্যাঙ্ঘ্রিজং তোয়ং গ্রাহয়েন্ন কদাচন।।

৩৪। যিনি তত্ত্বত্রয় এবং শ্রীরহস্যত্রয় জানেন না তাঁহার পাদোদক কখনও পান করিবে না

৩৫। জ্ঞানানুষ্ঠানযুক্তস্য সদাচাররতস্য চ।
পাদোদকং বৈষ্ণবস্য পিবেন্নিত্যং প্রযত্নতঃ।।

৩৫ জ্ঞানানুষ্ঠানযুক্ত এবং সদাচাররত বৈষ্ণবের পাদোদক নিত্য পান করিবে।

৩৬। মাং চ ভাগবতৈঃ সার্ধং সাম্যবুদ্ধিং ন কারয়েৎ।

৩৬ ভাগবতগণের সহিত নিজের সাম্যবুদ্ধি করিবে না।

৩৭। প্রাকৃতানাং চ সংস্পর্শং প্রাপ্তঃ প্রামাদিকাদ্ যদি।
স্নাতঃ সচৈলঃ সহসা বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রি জলং পিবেৎ।।

৩৭। যদি সহসা প্রমাদাদিবশে প্রাকৃত জনের সংস্পর্শ ঘটে, তাহা হই সবস্ত্র স্নান করিয়া বৈষ্ণবপাদোদক পান করিবে।

৩৮। বৈরাগ্যজ্ঞানভক্ত্যাদি গুণযুক্তান্ মহাত্মনঃ।
বৈষ্ণবাংস্তান্ মহাভাগান্ মত্বা চরমবিগ্রহান।
কারয়েৎ তেষু বিশ্বাসং বিশেষেণ মহাত্মসু।।

৩৮। জ্ঞানভক্ত্যাদি গুণযুক্ত বৈষ্ণবগণকে মহাত্মা বলিয়া জানিবে এবং এই জন্মই তাঁহাদের শেষ জন্ম বলিয়া বুঝিবে, তাঁহাদিগের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে।

৩৯। বৈরাগ্যজ্ঞানভক্ত্যাদিগুণবন্তো মহাত্মকাঃ।
যে যে ভাগবতাস্তাং স্তানুদ্দিশ্য প্রী.েমভ্যাসেৎ।।

৩৯। বৈরাগ্য জ্ঞানভক্ত্যাদিগুণযুক্ত মহাত্মা ভাগবতগণের উদ্দেশে প্রীতি অভ্যাস করিবে।

৪০। ন গ্রাহয়েদ্ বিষ্ণুতীর্থং প্রাকৃতানাং গৃহেষু চ।

৪০। প্রাকৃতগণের গৃহে বিষ্ণুপাদোদক পান করিবে না।

৪১। প্রাকৃতানাং নিবাসস্থান্ ন সেবেদ্ বিষ্ণুবিগ্রহান্।।

৪১। প্রাকৃতগণের নিবাসস্থিত বিষ্ণুবিগ্রহের সেবা করিবে না।

৪২। শ্রীহরের্দিব্যদেশেষু পশ্যৎসু প্রাকৃতেষ্বপি।
তীর্থপ্রসাদগ্রহণং কারয়েন্ন তু সংশয়ঃ।।

৪২। শ্রীহরির দিব্যদেশে কিন্তু প্রাকৃতগণের সম্মুখেও বিষ্ণুপাদোদক পান এবং প্রসাদ গ্রহণ করিবে।

৪৩। সদা শ্রীবৈষ্ণবৈর্দত্তং প্রসাদং বিষ্ণুসন্নিধৌ।

উপবাসাদিনিয়মযুক্তোঽহমিতি ন ত্যজেৎ।।

৪৩। উপবাসাদি নিয়মযুক্ত বলিয়া বিষ্ণুসন্নিধানে শ্রীবৈষ্ণবদত্ত প্রসাদ কখনও ত্যাগ করিবে না।

৪৪। প্রসাদে পাবনে বিষ্ণোঃ সর্বপাপহরে হরেঃ।

কদাচিদপি চোচ্ছিষ্টপ্রতিপত্তিং ন কারয়েৎ।।

৪৪। সর্বপাপহর বিষ্ণুর পবিত্র প্রসাদে কখনও উচ্ছিষ্ট জ্ঞান করিবে না।

৪৫। সন্নিধৌ বৈষ্ণবানাং চ স্বগুণান্নৈব কীর্তয়েৎ।

৪৫। বৈষ্ণবগণের নিকট নিজগুণ কীর্তন করিবে না।

৪৬। শ্রীবৈষ্ণবানাং সান্নিধ্যে নান্যং পরিভবেজ্জনম্।।

৪৬। শ্রীবৈষ্ণবের সম্মুখে অপরকে লজ্জা দিবে না।

৪৭। গুণানুভবকৈঙ্কর্যং তদীয়ানাং মহাত্মনাম।

অবিধায় ক্ষণমপি কার্যং কিঞ্চিন্ন কারয়েৎ।।

৪৭। ভাগবত ও মহাত্মাগণের গুণানুভব ও কৈঙ্কর্য না করিয়া কোন কার্য করিবে না।

৪৮। দিনৈকঘটিকায়াং চ বর্ণয়েদ্ গুরুসদ্গুণান।

৪৮। প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে এক ঘটিকাও গুরুর সদ্গুণ বর্ণনা করিবে।

৪৯। দিনৈকঘটিকামধ্যে হ্যপি বিশ্বাসপূর্বকম।।
শঠার্যাদিপ্রবন্ধান্ বা প্রবন্ধান্ কীর্তয়েদ্ গুরোঃ।

৪৯। প্রতিদিন এক ঘটিকাও বিশ্বাসপূর্বক শঠারি প্রভৃতির প্রবন্ধ বা গুরুপ্রবন্ধ কীর্তন করিবে।

৫০। দেহাভিমানিনা সার্ধং সহবাসং ন কারয়েৎ।

৫০। দেহাভিমানিগণের সহিত একত্র বাস করিবে না।

৫১। শ্রীবৈষ্ণবানাং চিহ্নানি ধৃত্বাপি বিষয়াতুরৈঃ।।
তৈঃ সার্ধং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ।।

৫১। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ শ্রীবৈষ্ণবের চিহ্নধারণ করিলেও তাহার সহিত বাস করিবে না।

৫২। ন ভাষয়েচ্চ সততং পরদূষণতৎপরৈঃ।

৫২। পরদূষণতৎপরগণের সহিত কথা কহিবে না।

৫৩। দেবতান্তরভক্তানাং সঙ্গদোষনিবৃত্তয়ে।
শ্রীবৈষ্ণবৈর্মহাভাগৈঃ সল্লাপং কারয়েৎ সদা।।

৫৩। দেবতান্তর ভক্তগণের সঙ্গদোষনিবৃত্তির জন্য মহাভাগ শ্রীবৈষ্ণবগণের সহিত সর্বদা আলাপ করিবে।

৫৪। ত্বদীয়দূষকজ্ঞানান্ন পশ্যেৎ পুরুষাধমান।
নৈবাবলোকয়েৎ ক্রূরান নাপচারপরান গুরৌ।।

৫৪। ভগবানের দোষদর্শী পুরুষাধমগণের প্রতি দৃষ্টি করিবে না। তদ্রূপ গুরুর অসম্মানকারী ক্রূরগণেরও মুখ দেখিবে না।

৫৫। ত্বয়েকনিষ্ঠপুরুষৈঃ সঙ্গতিং কারয়েৎ সদা।

৫৫। সত্যধর্মনিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গ সর্বদা করিবে।

৫৬। উপায়ান্তরনিষ্ঠাং চ পুরুষান পরিবর্জয়েৎ।
প্রপত্তিধর্মনিরতৈর্জনৈঃ সহ বসেৎ সদা।

৫৬। যাহারা মুক্তির উপায় ভগবৎশরণাগতিভিন্ন অন্য বিবেচনা করে তাহাদিগকে বর্জন করিবে। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎশরণাগতিকেই মুক্তির উপায় বিবেচনা করেন তাঁহাদিগের সঙ্গ করিবে।

৫৭। রহস্যত্রয়সারজ্ঞৈস্তত্ত্বত্রয়বিশারদৈঃ।।
মহাভাগবতৈঃ সার্ধং সহবাসং চ কারয়েৎ।।

৫৭। রহস্যত্রয়সার এবং তত্ত্বত্রয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহাদের সঙ্গ করিবে।

৫৮। নার্থকামপরৈঃ সার্ধং কদাচিন্নিবসেৎ সদা।
ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠৈশ্চ সংলাপং কারয়েৎ সদা।।

৫৮। অর্থকামপরায়ণ ব্যক্তির নিকট কখন বসিবে না, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিবে।

৫৯। বৈষ্ণবেন তিরস্কারঃ কৃতো হি ভগবতাং যদি।
অপকারস্মৃতিং তস্মাদমত্বা মৌনতো বসেৎ।।

৫৯। যদি কোন বৈষ্ণব তোমায় তিরস্কার করেন তাহা হইলে তাঁহার মন্দচিন্তা করিবে না। কিন্তু মৌন হইয়া থাকিবে।

৬০। সঞ্জাতা বৈষ্ণবস্যাসীদ্ বুদ্ধির্হি পরমে পদে।
শ্রীবৈষ্ণবেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ কারয়েৎ সততং হিতম্।

৬০। যদি বৈষ্ণবের পরমপদ কামনা হয় তবে শ্রীবৈষ্ণবের হিত করিতে চেষ্টা কর।

৬১। ধর্মাদপেতং যৎ কর্ম যদ্যপি স্যান্মহাফলম্।
ন তৎ সেবেত মেধাবী ন হি তদ্ধিতমুচ্যতে।।

৬১। ধর্মহীন কর্মের মহাফল হইলেও তাহা করিবে না। যেহেতু তাহা হইতে হিত হয় না।

৬২। নানর্পিতান্নং হরয়ে কদাচিদপি ভক্ষয়েৎ।
পুষ্পচন্দনতাম্বূলবস্ত্রোদকফলাদিকম্।।
নানর্পিতং তু হরয়ে কদাচিদপি ধারয়েৎ।

৬২। ভগবানকে যে অন্ন নিবেদিত হয় নাই তাহা ভক্ষণ করিবে না, তদ্রূপ হরিকে অনিবেদিত যে পুষ্প, চন্দন, তাম্বূল ও বস্ত্র, জল ও ফল তাহাও গ্রহণ করিবে না।

৬৩। সাধনান্তরসংপ্রাপ্ত মর্থকামাদিহেতুনা।।
অযাচিতমপি প্রাপ্তং ন গৃহ্ণীয়াৎ কদাচন।

৬৩। যাহারা অন্য সাধনে নিযুক্ত এবং অর্থ ও কামপরায়ণ তাহারা স্বেচ্ছায় দিতে আসিলেও তাহাদের হাত হইতে কিছুই লইবে না।

৬৪। জাত্যাদ্যদুষ্টমন্নাদ্যং ভুঞ্জীয়াৎ চ সাদরম্।।

৬৪। জাতিপ্রভৃতির দ্বারা অদুষ্ট অন্ন আদরের সহিত ভক্ষণ করিবে।

৬৫। স্বদেহপ্রিয়ভোগ্যানি নার্পয়েৎ পরমাত্মনে।

৬৫। নিজ দেহের প্রিয় ভোগ্য সকল ভগবানকে দিবে না।

৬৬। শাস্ত্রীয়সর্বভোগাংস্তু বিষ্ণবে তানি চার্পয়েৎ।

৬৬। কিন্তু যাহা শাস্ত্রবিহিত তাহাই দিবে।

৬৭। বিষ্ণ্বর্পিতান্নপানীয়ভক্ষ্যাদিষু সুগন্ধিষু।
প্রসাদবুদ্ধিঃ কর্তব্যা ভোগবুদ্ধির্হি ন ক্বচিৎ।।

৬৭। বিষ্ণুকে অর্পিত অন্নপানীয় ও ভক্ষ্যাদি এবং সুগন্ধ প্রভৃতিতে প্রসাদবুদ্ধি করিবে, ভোগবুদ্ধি কখনও করিবে না।

৬৮। কৈঙ্কর্যবুদ্ধ্যা কর্মাণি শাস্ত্রীয়াণ্যেব কারয়েৎ।।

৬৮। শাস্ত্রীয় কর্মসকল কৈঙ্কর্যবুদ্ধিতে (দাসবুদ্ধিতে) কবিবে।

৬৯। মন্ত্রত্রয়ার্থ নিষ্ঠস্য মহাভাগবতস্য হি।

অপচারং বিনা নান্যদাত্মনো নাশকারণম্।।

আত্মনো মোক্ষহেতুত্বাৎ তন্মুখোল্লাসনং বিনা।

৬৯। মন্ত্রত্রয়ার্থনিষ্ঠ মহাভাগবতেব অপকাব বিনা আত্মনাশ হয় না। উহাই আত্মনাশেব কাবণ। তদ্রূপ আত্মাব যে মোক্ষ তাহাব কারণ—ভগবানেব শ্রীমুখেব উল্লাস, তদ্ব্যতীত মুক্তি হয় না।

৭০। পূজনাদ্ বিষ্ণুভক্তানাং পুরুষার্থোঽস্তি নেতরঃ।।

তেষু তদ্দ্বেষতঃ কিঞ্চিন্নাস্তি নাশনমাত্মনঃ।

৭০। ভগবদ্‌ভক্তেব সেবা অতিবিক্ত পুরুষার্থ নাই। সেই ভগবদ্‌ভক্তেব প্রতি দ্বেষ অপেক্ষা আত্মনাশকব আব কিছুই নাই।

৭১। অর্চাবিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ।

বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।।

সিদ্ধে তন্নামমন্ত্রে কলিকলুষহবে শব্দসামান্যবুদ্ধিঃ।

শ্রীশে সর্বেশ্বরেশে তদিতবসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।

৭১। বিষ্ণুব অর্চামূর্তিতে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবেব চবণোদকে জলবুদ্ধি, কলিকলুষহব ভগবান বিষ্ণুব নাম বা মন্ত্রে সামান্য শব্দবুদ্ধি আব সর্বেশ্বব বিষ্ণুতে অন্য দেবতাব সমান জ্ঞান—ইত্যাদি যে ব্যক্তি কবে সেই নাবকী বলিয়া জানিবে।

৭২। শ্রীমদভাগবতার্চনং ভগবতঃ পূজাবিধেরুত্তমম

শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনম্।

তীর্থাদচ্যুতপাদজাদ্ গুরুতবং তীর্থং তদীযাঙ্ঘ্রিজম

তস্মান্নিত্যমতন্দ্রিতো ভব সতাং তেষাং সমারাধনে।।

৭২। ভক্তেব পূজা ভগবানেব পূজা অপেক্ষা উত্তম , ভগবানেব অবমাননা অপেক্ষা তাঁহাব ভক্তেব অবমাননা আবও ভীষণ , ভগবানেব পাদোদক হইতে তাঁহাব ভক্তেব পাদোদক শ্রেষ্ঠ, এই হেতু অনলস হইয়া সতত তাঁহাদেব আবাধনায বত থাকিবে।

শিষ্যগণ আচার্যেব শ্রীমুখ হইতে এই মধুব উপদেশবাণী শুনিয়া কিযৎক্ষণ নীবব হইয়া বহিলেন। কিন্তু পবক্ষণেই আবাব আচার্যেব উপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহাদের ইচ্ছা হইল। অমৃত আস্বাদ কবিয়া কি তৃপ্তি হয়? প্রত্যুত আস্বাদস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে।

শিষ্যগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেব! সংক্ষেপে বলুন, আমরা কিরূপে এ সংসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব। দেহান্ত পর্যন্ত আমাদের কি কি কার্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে—দয়া করিয়া সংক্ষেপে বলুন? আপনার কথা শুনিয়া আমাদের তৃপ্তি হইতেছে না।"

উপদেশ পঞ্চক

আচার্য বলিলেন—"আচ্ছা শুন, আমি প্রকারান্তরে আবার বলিতেছি। দেখ—(১) যে ব্যক্তি ভগবানের শরণ লয় সে কখনও নিজ ভবিষ্যতের চিন্তা যেন না করে। কারণ, ইহা তো তাঁহারই হস্তে। যদি সে ব্যক্তি ভবিষ্যতেব চিন্তা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির ভগবৎশরণগ্রহণই ব্যর্থ বলিয়া জানিবে।

"(২) তাহার যে বর্তমান, তাহা অতীত কর্মের ফল, সুতরাং সে কখনও তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। বৈষ্ণব—বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা হইতে সতত মুক্ত।

"(৩) তোমাব কর্তব্য কর্মকে কখনও উপায় বলিয়া বিবেচনা করিবে না। ভগবৎসেবাই জীবের চরম উদ্দেশ্য।

"(৪) তোমাদেব যাহা কর্তব্য কর্ম তাহা ভগবানেরই সেবা বলিয়া ভাবিতে হইবে।

"(৫) শ্রীভাষ্য অধ্যয়ন করিবে এবং তাহার সিদ্ধান্ত সর্বত্র প্রচার করিবে। ইহা ভগবানেরই সেবা, ইহা তাঁহার প্রীতিকর। আর যদি ইহা করিতে না পার, তবে—

"(ক) মহামুনি শঠকোপের অথবা অপব মহাত্মাগণের উপদেশ আবৃত্তি করিবে এবং যোগ্যপাত্রে তাহা দান করিবে। অথবা—

"(খ) তীর্থক্ষেত্রে যাইয়া ভগবৎসেবা করিয়া কালক্ষেপ করিবে, এই সেবার মধ্যে ক্ষুধিতকে অন্নদান, ভগবানের পূজার দ্রব্যসংগ্রহ, মন্দিরে আলোকদান, মাল্যরচনা, মন্দিব মার্জনা এবং চিত্রিতকরণ প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে। অথবা--

"(গ) যাদবাদ্রিতে যাইয়া কুটীর নির্মাণ করিয়া তথায় শান্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিবে; অথবা—

"(ঘ) যেখানে আছ সেই স্থানেই থাক, তোমার কর্তব্যভার ভগবান বা তোমাব গুরুর উপর ন্যস্ত করিবে এবং সত্যদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিবে। অথবা—

"(ঙ) জ্ঞানী ভক্ত ও জিতেন্দ্রিয় কোন বৈষ্ণবের শরণ গ্রহণ করিবে এবং নিজ অভিমান বিসর্জন দিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিবে; ইহাই আমার শেষ উপদেশ।"

শিষ্যগণ চরিতার্থ

এইবার শিষ্যগণের জিজ্ঞাসাবৃত্তি অন্তর্হিত হইল, সকলেরই হৃদয় জ্ঞানের দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল। তাঁহারা সকলেই পরম শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

মন্দিরের ভগবৎকিঙ্করগণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা

অতঃপর আচার্য মন্দিরের কিঙ্করগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা শুনিবামাত্র সকলে আচার্যের নিকট সমবেত হইলেন। আচার্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া করযোড়ে অতি দীনভাবে বলিলেন—"হে ভগবৎ সেবকগণ! আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। আমি যদি অজ্ঞাতসারেও আপনাদিগের কোনরূপ অপকার করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমায় ক্ষমা করুন। ইহাই আমার প্রার্থনা।"

সেবকগণ ইহা শুনিয়া যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা তখন আচার্যেরই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য তাঁহাদিগকে নানারূপ মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া ভগবানের সেবার প্রতি মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। অনন্তর তাঁহারা অতি বিষণ্ণভাবে নিজ নিজ কর্তব্যপালনার্থ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অবিজিতবেদান্তীবিজয়ে শেষ আদেশ

অতঃপর আচার্য পরাশর, বরদ-বিষ্ণু-আচার্য প্রভৃতি শিষ্যগণকে ভিন্ন ভিন্ন কার্যের ভারার্পণ করিলেন এবং বলিলেন—"দেখ, পশ্চিমদিকে (শৃঙ্গেরী?) একজন বিখ্যাত বেদান্তী আছেন, তাঁহাকে এখনও স্বমতে আনয়ন করা হয় নাই, তাঁহাকে তোমরা এই পথের পথিক করিও।"

প্রস্তরমূর্তিতে শক্তিসঞ্চার ও দেহত্যাগ

অনন্তর তিনি কাবেরী হইতে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া স্বীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তর বিগ্রহ মধ্যে নিজ শক্তিসঞ্চার করিলেন এবং গোবিন্দের ক্রোড়ে মস্তক ও আন্ধ্রপূর্ণের ক্রোড়ে চরণদ্বয় স্থাপিত করিয়া স্থিরভাব ধারণ করিলেন। শিষ্যগণ শোকে অত্যন্ত অধীর হইলেন এবং চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া দ্রাবিড়বেদ, ভৃগুবল্লী ও ব্রহ্মবল্লী প্রভৃতি বেদমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় আচার্য ব্রহ্মরন্ধ্রভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করিলেন। সকলেই তখন হাহাকার ধ্বনিতে চারিদিক বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে "ধর্ম নষ্ট" ধ্বনি সকলেরই শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অতঃপর শোকসাগরে নিমগ্ন গোবিন্দ প্রমুখ শিষ্যগণ ব্রহ্মমেধরীতি অনুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি কর্ম সমাধা করিয়া তাঁহার শরীর মহাসমারোহে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সমাহিত করিলেন এবং আচার্যের নির্দেশানুসারে জীবনযাপনে মনোযোগী হইলেন।

ইতি শ্রীরামানুজচরিত্র সম্পূর্ণ।

সামান্যভাবে জীবনবৃত্তের তুলনা

ভগবদবতার জগদ্‌গুরু আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত্র তুলনার জন্য—তুলনার প্রয়োজনীয়তা, তুলনার নিয়ম ও তাহার প্রয়োগ প্রভৃতি উপক্রমণিকামধ্যে এবং তত্ত্বদ্‌ভক্তের দৃষ্টিতে আচার্যদ্বয়ের সমগ্র জীবনবৃত্ত "শঙ্কর চরিত্র" এবং "রামানুজ চরিত্র" নামক পৃথক দুইটি পরিচ্ছেদ মধ্যে প্রদত্ত হইল।

এক্ষণে উভয়ের জীবনবৃত্ত সামান্যভাবে তুলনা করিবার জন্য সংক্ষেপে তাঁহাদের জীবনের প্রধান প্রধান তুলনার যোগ্য ঘটনাবলী পাশাপাশি করিয়া প্রদত্ত হইতেছে। আচার্যদ্বয়ের জীবন এতই ঘটনাবহুল এবং এতই ভাবপ্রচুর যে সমগ্র জীবনী পাঠের পর তাহা আয়ত্ত করিয়া তাহার তুলনা করা সহজ ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। এজন্য নিম্নে কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলীর তুলনা মাত্র প্রদান করা যাইতেছে।

১। শঙ্করের জন্মভূমি কেরল দেশ, পশ্চিম সমুদ্রকূলে। রামানুজের জন্মভূমি মাদ্রাজদেশ, পূর্ব সমুদ্রকূলে।

২। শঙ্করের পিতা শিবগুরু, মাতা বিশিষ্টা বা আর্যাম্মা। রামানুজের পিতা কেশব দীক্ষিত, মাতার নাম কান্তিমতী।

৩। শঙ্করের জন্ম ৬০৮ শকাব্দ, মতান্তরে খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দমধ্যে, রামানুজের জন্ম ৯৪১ শকাব্দ, মতান্তরে ৯৪০ ও ৯৩৮ শকাব্দ।

৪। শঙ্করের তিন বৎসরে মাতৃভাষায় পুরাণাদির জ্ঞান হয় ও পিতৃবিয়োগ হয়। রামানুজের এ বিষয়টি অসাধারণ কি না তাহা অজ্ঞাত। তাঁহার ষোল বৎসরে পিতৃবিয়োগ হয়।

৫। শঙ্করের পাঁচ বৎসরে উপনয়ন ও সাত বৎসর পর্যন্ত গুরুগৃহে অধ্যয়ন। রামানুজের আট বৎসরে উপনয়ন ও ১৬ বৎসর পর্যন্ত পিতার নিকট অধ্যয়ন। তৎপরে প্রায় ২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত যাদবপ্রকাশের নিকট অধ্যয়ন।

৬। শঙ্করের উপদেষ্টা অধ্যয়ন-কাল পর্যন্ত তাঁহার মাতা ও তাঁহার অধ্যাপক। রামানুজের উপদেষ্টা অধ্যয়ন-কাল পর্যন্ত তাঁহার পিতা, শূদ্র সিদ্ধ ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণ এবং অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ।

৭। শঙ্করের অধ্যাপকের সহিত শঙ্করের বিবাদ বা মতভেদ অজ্ঞাত। রামানুজের অধ্যাপকের সহিত রামানুজের বহুবার গুরুতর বিবাদ হয়। শেষে যাদবপ্রকাশ তাঁহাকে মারিবার চেষ্টাও করেন।

৮। শঙ্কর গুরুগৃহে থাকিবার কালে এক ব্রাহ্মণীর দারিদ্র্য দেখিয়া লক্ষ্মীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার দারিদ্র্যমোচন করেন। রামানুজ কাঞ্চীর রাজকুমারীর ব্রহ্মদৈত্য অপসারণের হেতুমাত্র হন অর্থাৎ ব্রহ্মদৈত্য যাদবকে অপমানিত করিবার জন্য বলে যে, তোমার শিষ্য রামানুজ আমার মাথায় পা দিলে আমি ছাড়িব, আর তাহাতেই সে রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করে এবং লব্ধ অর্থ গুরুকে দেন।

৯। শঙ্করের জ্ঞাতিগণ বিষয়লোভে শঙ্করের জননীর চরিত্রে দোষারোপ করিলে শঙ্কর জ্ঞাতিগণকে বেদহীন হইবে—ইত্যাদি বলিয়া অভিসম্পাৎ দেন এবং পরে ক্ষমাও করেন। রামানুজ কুরেশের এবং মহাপূর্ণের উপর চোলরাজের অত্যাচার শুনিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাৎ করেন, কিন্তু ক্ষমার কথা শুনা যায় না। চোলরাজ কৃমিকণ্ঠের তাহার পর মৃত্যু হয়।

১০। শঙ্করের বিদ্যাশেষে ৭ বৎসর বয়সে গৃহে প্রত্যাগমন। রামানুজের গুরুর সহিত বিবাদ হওয়ায় বিদ্যাশেষের পূর্বেই ২০/২২ বৎসর বয়সে গৃহে প্রত্যাগমন।

১১। শঙ্কর গৃহে আসিয়া অধ্যাপনা ও মাতৃসেবায় নিরত হন। রামানুজ গৃহে আসিয়া অধ্যয়নরত হন ও শূদ্র ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ করিতে থাকেন।

১২। শঙ্করের সহিত দেশাচারাদি লইয়া দেশীয় পণ্ডিতগণের বিবাদ হইত। রামানুজের জীবনে এ জাতীয় ঘটনা অজ্ঞাত।

১৩। শঙ্কর সন্ন্যাসের পূর্বে মাতার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া নদীর গতি পরিবর্তন করেন। রামানুজের জীবনে এরূপ ঘটনা অজ্ঞাত।

১৪। শঙ্করের গৃহবাসকালে শঙ্করের প্রতিভা দেখিয়া কেরলরাজ তাঁহাকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দান করেন এবং শঙ্কর তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। অনন্তর রাজাই তাহা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরণ করেন। রামানুজের জীবনে এ সময় কাঞ্চীর রাজকুমারীর ব্রহ্মদৈত্য অপসারণজন্য ধন লাভ হয়, আর তাহা তিনি গুরু যাদবপ্রকাশকে দেন। সন্ন্যাসের পর তিনি দুইবার ভূমিদান পান, তাহা তিনি শিষ্য ও ব্রাহ্মণগণমধ্যে স্বয়ং বিতরণ করেন।

১৫। শঙ্কর আট বৎসর বয়সে দৈবজ্ঞের নিকট নিজ অল্পায়ুর কথা শুনিয়া গোবিন্দপাদের নিকট যোগশিক্ষার জন্য সন্ন্যাসী হন।

রামানুজের প্রায় ২২ বৎসরে কাঞ্চীপূর্ণের সাধুতা দেখিয়া, তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবার বাসনা হয়। সন্ন্যাসবাসনা হয় নাই। তবে প্রায় ২৫ বৎসর বয়সে পত্নীর আচরণে বিবাহিত জীবন ভগবৎসেবায় বাধা হইবে ভাবিয়া, তিনি সন্ন্যাসী হন।

১৬। শঙ্কর কুম্ভীরাক্রান্ত হইবার পর মাতার নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি পান এবং মাতাকে অভীষ্ট দর্শন করাইবেন প্রতিজ্ঞা করিয়া মাতাকে বুঝাইয়া সন্ন্যাসী হন।

রামানুজ মাতৃবিয়োগের পর স্ত্রীত্যাগের জন্য শ্বশুরের নামে জাল স্বাক্ষর করিয়া একটি অপরিচিত লোককে শ্বশুরবাটীর লোক সাজাইয়া তাহার হাতে পত্র দিয়া স্ত্রীকে ছলনা করিয়া, তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া সন্ন্যাসী হন। মতান্তরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া সন্ন্যাসী হন।

১৭। শঙ্কর গোবিন্দপাদের নিকট শিক্ষা করিয়া সিদ্ধ হন। রামানুজকে বৈষ্ণব করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমে বৈষ্ণবসমাজ রামানুজকে উদ্দেশ্য না জানাইয়া মহাপূর্ণকে প্রেরণ করেন। তাঁহারই নিকট রামানুজ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধ হন।

১৮। রামানুজ শূদ্র সিদ্ধ ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য তাঁহার উচ্ছিষ্ট খাইয়া জাতিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শঙ্কর সুদূর নর্মদাতীরে গোবিন্দপাদের নিকট একাকী গিয়া স্তবদ্বারা তাঁহার সহস্র বৎসরের সমাধিভঙ্গ করিয়া উপদেশ লইয়াছিলেন ।

১৯। শঙ্কর অদ্বৈতমতবাদের বীজ গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বীজ কাঞ্চীপূর্ণ এবং পরে কাঞ্চীপূর্ণদ্বারা বরদরাজ এবং যামুনাচার্যের শিষ্য পাঁচ জনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন।

২০। শঙ্কর সন্ন্যাসী হইয়াও পরিত্যক্তা জননীকে অন্তিম কালে ভগবদ্দর্শন করান। রামানুজ সন্ন্যাসী হইয়া পরিত্যক্তা পত্নীর আর কোন সংবাদ রাখিয়াছিলেন কি না তাহা অজ্ঞাত।

২১। শঙ্করের বিবাহের জন্য শঙ্করজননী মনে মনে পাত্রী স্থিরমাত্র করিয়াছিলেন, শঙ্করের আপত্তিতে বিবাহ রহিত হয়। রামানুজের ১৬ বৎসরে বিবাহ বিনা আপত্তিতেই হয়। পিতাই বিবাহ দেন।

২২। শঙ্করের দ্বাদশবর্ষে সাধন শেষ ও ষোড়শ বর্ষে ভাষ্যাদি রচনা শেষ হয়। রামানুজ প্রৌঢ়বয়সেও গুরুগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন এবং গ্রন্থাদি রচনা তাহারও পরে করেন।

২৩। রামানুজের গুরু যাদবপ্রকাশ ভগবান বরদরাজের আদেশে পরে রামানুজের শিষ্যবিশেষ হন। শঙ্করের জীবনে এরূপ কিছু ঘটে নাই।

২৪। রামানুজের পাঁচজন গুরু ছিলেন, সকলেই রামানুজেব প্রতিভায় অভিভূত হইয়া নিজ নিজ পুত্রকে রামানুজের শিষ্য হইতে বলেন। শঙ্করের জীবনে এরূপ কিছু ঘটে নাই।

২৫। শঙ্করের গুরুসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য জাতি নাই। রামানুজের গুরুসম্প্রদায়ের মধ্যে চণ্ডাল (মতান্তরে শূদ্র) বংশসম্ভূত ব্যক্তিও আছেন।

২৬। শঙ্কর শৈবকে বৈষ্ণব করা বা বৈষ্ণবকে শৈব করা এরূপ কিছুই করেন নাই। শিষ্য হইলে নিজ নিজ অভীষ্ট পঞ্চ দেবতার মধ্যে যে কোন দেবতারই উপাসনায় তাঁহার আপত্তি হইত না। রামানুজ সকলকে বৈষ্ণব করিতেন অন্য দেবতার পূজাদি উপদেশ দিতেন না।

২৭। রামানুজ গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট লব্ধমন্ত্রে যে আনন্দ পাইয়াছিলেন তাহা গুরুর নিষেধসত্ত্বেও লোকহিতের জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। শঙ্কর প্রারব্ধমাত্রের অনুসরণ করিতেন। তিনি গুরুর নিষেধ অমান্য করেন নাই এবং লোকহিতের জন্য এরূপ প্রয়াসও করেন নাই।

২৮। শঙ্কর বিচারে কোথাও পরাজিত হন নাই। রামানুজ যজ্ঞমূর্তির নিকট মনে মনে পরাজয় অনুভব করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমদেশীয় এক[illegible] বেদান্তীকে পরাজয় করিবার ইচ্ছাসত্ত্বেও সে দিকে গমন করেন নাই। মৃত্যুক[illegible]ল তাঁহাকে বৈষ্ণব করিতে বলিয়া যান।

২৯। শঙ্করের কোন বিশেষ দেবদেবীর প্রতি অনুরাগভাব দেখা যায় না। সকলেরই স্তবস্তুতি করিয়াছেন। রামানুজের বিষ্ণুভিন্ন অন্য দেবদেবীতে অনুরাগ দেখা যায় না। তিনি শিবশক্তিপ্রভৃতির মন্দির দর্শনেও যাইতেন না, স্তবস্তুতি করেন নাই।

৩০। শঙ্কর কোন মন্দিরের পূজাদির ব্যবস্থার ভার লয়েন নাই। রামানুজ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের সে ভার লয়েন এবং অর্চকগণ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টাও করে।

৩১। শঙ্করের কুলদেবতা কৃষ্ণ। তথাপি অন্য দেবতারও পূজা করিতেন। রামানুজের ইষ্টদেবতা নারায়ণ। তিনি অন্যদেবতার পূজাদি করিতেন না।

৩২। শঙ্করের জীবনে শত্রুগণপ্রদত্ত বিষভক্ষণ ঘটে নাই। রামানুজের জীবনে—একবার তিনি তাহা জীর্ণ করেন এবং অন্যবার ভক্ষণের পূর্বেই বিষ ধরা পড়ে। তিনি পরীক্ষার জন্য একটি কুক্কুরকে খাইতে দিলে, কুক্কুরটি খাইয়া মারা যায়।

৩৩। শঙ্কর ৩২ বা ৩৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। রামানুজ ১২০ বা ১২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন।

৩৪। শঙ্করজীবনে কাশীর বিশ্বনাথ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারই আদেশে তিনি অদ্বৈতমতে ভাষ্যাদি রচনা করেন। রামানুজের জীবনে কাঞ্চীর দেবতা বরদরাজ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বরদরাজের কথায় তিনি মহাপূর্ণকে গুরু করেন ও বিশিষ্টাদ্বৈতমত সত্যজ্ঞান করেন।

৩৫। শঙ্কর নিজ ভাষ্য উত্তরকাশীতে স্বয়ং আগত ব্যাসদেবকে দেখাইয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্যাসদেব বলেন— ইহাতে তাঁহার অভিপ্রায় তাঁহার আশার অতিরিক্তরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং ইহা সাক্ষাৎ শঙ্কর ভিন্ন অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। রামানুজ তাঁহার ভাষ্য পশ্চিমসমুদ্রকূলে মালাবার দেশে দক্ষিণামূর্তিশিবের অবতার বলিয়া পূজিত সাধু মহাপণ্ডিত দক্ষিণামূর্তির নিকট যাইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া এবং কাশ্মীরের শারদাদেবীকে দেখাইয়া তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইঁহারা বলিয়াছিলেন—রামানুজভাষ্য শঙ্করভাষ্য হইতে উৎকৃষ্ট।

৩৬। শঙ্করের প্রতিপক্ষ বড় পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্র। রামানুজের প্রতিপক্ষ তদ্রূপ বড় পণ্ডিত যজ্ঞমূর্তি। মণ্ডন মিশ্রের গ্রন্থাদির মধ্যে পূর্বমতের বিধিবিবেক এবং সন্ন্যাসের পর—বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্তিক, তৈত্তিরীয় ভাষ্যবার্তিক, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ব্রহ্মসিদ্ধি, স্বারাজ্য বা ইষ্টসিদ্ধি, পঞ্চীকরণ টীকা প্রধান, কিন্তু যজ্ঞমূর্তির পূর্বমতের কোন গ্রন্থ নাই। রামানুজের শিষ্য হইবার পর রামানুজমতে প্রমেয়সার ও জ্ঞানসার নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

৩৭। শঙ্করের পরকায়প্রবেশ ও আকাশগমনে সামর্থ্য ছিল। রামানুজের জীবনে তাহার কথা শুনা যায় না। তবে মক্ষিকার রূপ ধারণ ও সহস্রফণা অনন্তের রূপ ধারণের কথা মতান্তরে শোনা যায়।

৩৮। শঙ্কর নিজ জননীকে অন্তিমকালে শিবমূর্তি ও কৃষ্ণমূর্তি প্রদর্শন করেন ও মধ্যার্জুনে সহস্র সহস্র লোককে শিবমূর্তি দেখান ও তাঁহার দ্বারা "অদ্বৈত সত্য" তিন বার বলান।

রামানুজ ধনুর্দাস নামক এক শূদ্রকে শ্রীরঙ্গনাথের বর্তমান মূর্তি দেখাইয়া তাহাকে ভগবদ্‌ভক্ত করেন এবং দিল্লীর বাদশাহের কন্যার গৃহমধ্য হইতে সর্বসমক্ষে সম্পৎকুমার রামানুজের স্তবে নৃত্য করিতে করিতে রামানুজের ক্রোড়ে আসেন।

৩৯। রামানুজ মেলকোট পরিত্যাগের সময় নিজ প্রস্তর মূর্তিতে এরূপ শক্তিসঞ্চার করেন যে শিষ্যগণ তাঁহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন তাহার উত্তর পাইতেন। শঙ্করের জীবিতাবস্থায় কোন মূর্তিই নির্মিত হয় নাই, তবে মূর্খ গিরিশিষ্যে বিদ্যাসঞ্চার করিয়াছিলেন।

৪০। শঙ্কর কর্তব্যকর্ম সাধনে অথবা প্রাণরক্ষার্থ কোথাও পশ্চাৎপদ বা পলায়নপর হন নাই, বরং বিপদ জানিয়াও এবং বিদর্ভরাজের নিষেধসত্ত্বেও ক্রকচের নিকট গিয়াছিলেন। রামানুজ শিষ্য কুরেশ ও গুরু মহাপূর্ণের বিপদ জানিয়াও শিষ্যগণের অনুরোধে প্রাণরক্ষার্থ শ্রীরঙ্গম হইতে পলায়ন করেন এবং যাদবপ্রকাশের নিকট হইতে প্রস্থান করেন এবং একজন বেদান্তীকে জয় করিতে পারেন নাই।

৪১। শঙ্করকে অভিনবগুপ্ত অভিচার করিলে শঙ্করের ভগন্দর রোগ হয়। রামানুজকে কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ অভিচার করিলে তাঁহারাই পাগল হইয়া যান।

৪২। শঙ্করের উপর অভিনবগুপ্ত অভিচার করিলে পদ্মপাদ যখন প্রত্যভিচার করেন, তখন শঙ্কর নিষেধ করেন, কিন্তু পদ্মপাদ নিবৃত্ত হন নাই। রামানুজ কিন্তু চোলরাজের নিধনের জন্য শিষ্যগণ অভিচার করিলে নিষেধ করেন নাই বরং এক শিষ্যকে অভিচার করিতেই বলেন।

৪৩। শঙ্করের নিকট তান্ত্রিক উগ্রভৈরব তাহার সিদ্ধির জন্য মস্তক ভিক্ষা করে। শঙ্কর মস্তক দিয়াছিলেন। পদ্মপাদের বাধায় সেই দান পূর্ণ হয় নাই। রামানুজ শিষ্য কুরেশ ও গুরু মহাপূর্ণের জীবনরক্ষার্থ পলায়নে বিরত হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু শিষ্যগণের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বিরত হন নাই।

৪৪। ক্রকচ যখন বহু সৈন্য লইয়া শঙ্করকে বধ করিতে আসে, তখন কোন কোন মতে তাঁহার নেত্রোত্থ বহ্নিতে সকলে ভস্মীভূত হয়। মতান্তরে, ক্রকচের আহ্বানে ভৈরবই ক্রকচকে শিষ্য হইতে বলেন। সুধন্বা রাজা যুদ্ধে বহু কাপালিক নিধন করেন। রামানুজের সহিত বিচারে জৈনগণ পরাজিত হইলে রামানুজশিষ্য রাজা বিষ্ণুবর্ধন বহু জৈনকে তৈলযন্ত্রে নিষ্পেষিত করেন। মতান্তরে, রামানুজ রাজাকে প্রথমতঃ নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে রাজা বহু জৈন হত্যাই করেন।

৪৫। শঙ্কর যোগবলে কেদারে অদৃশ্য হইয়া যান। রামানুজ শ্রীরঙ্গমে শিষ্যগণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া স্বেচ্ছায় দেহ ত্যাগ করেন।

৪৬ শঙ্কর শেষ সময়ে সুধন্বা রাজার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন। মঠাদির ব্যবস্থার জন্য মঠাম্নায় রচনা করিয়া শিষ্যগণকে তাহা দিয়াছিলেন এবং শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত মঠের দোষবারণার্থ মনীষীমাত্রেরই অধিকার দেন। রামানুজ শেষ সময়ে শিষ্যগণকে যেভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে তদুদ্দেশ্যে বাহাত্তরটি বিস্তৃত এবং পাঁচটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়াছিলেন। মঠাদির ব্যবস্থার জন্য কোন গ্রন্থাদি রচনা করেন নাই এবং মঠাদির দোষবারণাধিকার সম্বন্ধে কোন কথাও বলেন নাই। সম্ভবতঃ সেসব দায়িত্ব শিষ্যগণেরই থাকে।

৪৭। শঙ্করের নিকট যত সংখ্যক সম্প্রদায় বিচারার্থ আসিয়াছিল—রামানুজের নিকট তত সংখ্যক সম্প্রদায় আসে নাই।

৪৮। কাশ্মীরে শারদাদেবীর নিকট শঙ্কর সর্বজ্ঞ উপাধি পান, রামানুজ সেই শারদাদেবীর নিকট ভাষ্যকার উপাধি পান।

৪৯। রামানুজ ইচ্ছা করিয়া বৈষ্ণবপাদোদক পান করাইয়া বহু লোককে বৈষ্ণব করেন, শঙ্কর এরূপ কিছু করেন নাই। তবে স্বতঃপ্রার্থী বহু পতিত ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া স্বধর্মনিষ্ঠ করেন।

৫০। শঙ্করের রচিত গ্রন্থ, ভাষ্য এবং স্তবাদির সংখ্যা প্রায় ১৫০টি রামানুজের ৬ বা ৭ খানি

৫১। রামানুজ একবার মন্ত্রপ্রবৃত্ত হইয়া লোকহিতার্থ নরকে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। শঙ্করের নিকট উগ্রভৈরব প্রার্থনা করায় শঙ্কর নিজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

৫২। শঙ্কর শ্রুতিধর ছিলেন। রামানুজ শ্রুতিধর ছিলেন না।

৫৩। শঙ্কর দিগ্বিজয়ার্থ যত দেশবিদেশ ভ্রমণ করেন, রামানুজ তদপেক্ষা অল্পদেশ ভ্রমণ করেন।

৫৪। শঙ্করের মতে শ্রুতির প্রভাব অধিক মনে হয়। শঙ্করের গৃহী অপেক্ষা সন্ন্যাসী শিষ্য প্রবল। রামানুজের মতে পাঞ্চরাত্র তন্ত্র, দ্রাবিড়বেদ ও পুরাণের প্রভাব অধিক মনে হয়। রামানুজের গৃহস্থ শিষ্য প্রবল। অবশ্য তাঁহার কিছু সন্ন্যাসী শিষ্যও ছিল।

৫৫। শঙ্করের শত্রু অভিনবগুপ্ত, উগ্রভৈরব ও ক্রকচের মৃত্যুতে শঙ্কর আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা শুনা যায় না। রামানুজ তাঁহার শত্রু চোলরাজ কৃমিকণ্ঠের মৃত্যুতে আনন্দিত হইয়াছিলেন—শুনা যায়।

৫৬। শঙ্কর কোন স্থলেও দুঃখে মূর্ছিত হইতেছেন বা আনন্দে নৃত্য করিতেছেন শুনা যায় না; রামানুজ গুরুদ্বয়ের মৃত্যুসংবাদে এবং কুরেশের দুর্গতিতে দুঃখে মূর্ছিত পর্যন্ত হইয়াছিলেন এবং কুরেশের চক্ষুলাভে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।

৫৭। শঙ্কর পরকায়প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্র শিক্ষার জন্য রাজমহিষীগণের সহিত রাজার ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন ; মতান্তরে তদ্বিপরীতই আচরণ করায় রাজমহিষীর রাজশরীরে সাধুর আত্মা অধিষ্ঠিত বলিয়া সন্দেহ হয়। রামানুজের ক্ষেত্রে কোথাও এরূপ ঘটনার কথা শুনা যায় না।

৫৮। শ্রীভাষ্যরচনার সময় রামানুজের সহিত কুরেশের মতভেদ হওয়ায় রামানুজ কুরেশকে একবার পদাঘাত করেন এবং পরে ভ্রম বুঝিয়া কুরেশকে আলিঙ্গনও করেন। অন্যবার গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মীমাংসার জন্য কুরেশকে পাঠান। শঙ্করের জীবনে এরূপ কিছুই ঘটে নাই।

৫৯। শঙ্করের সন্ন্যাসের বিরুদ্ধাচরণ স্থল—জননীর সৎকার। রামানুজের সন্ন্যাসের বিরুদ্ধাচরণ স্থল—রাজগৃহে গমন, শিষ্যদ্বারা পাক করাইয়া ভোজন।

৬০। শঙ্কর একই সময়ে বহুদূরবর্তী দুইটি সভায় উপস্থিত হইয়া বিচারে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। রামানুজ বস্ত্ররচিত গৃহে গোপনে অনন্তরূপ ধারণ করিয়া জৈনসকলের উত্তর দিয়াছিলেন। শঙ্করের দ্রষ্টা সর্বসাধারণ। রামানুজের অনন্তরূপের দ্রষ্টা এক ধূর্ত ব্যক্তি।

৬১। শঙ্করের নিকট মূক হস্তামলকের বাক্যস্ফূর্তি হয়, গিরির পদ্যাস্ফূর্তি হয়। রামানুজের পাদস্পর্শে এক মূকের বাক্যস্ফূর্তি হয়।

৬২। শঙ্করের প্রার্থনায় মৃতশিশু পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়। রামানুজের জীবনে এরূপ ঘটনা শুনা যায় না।

৬৩। রামানুজ ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগন্নাথে ও অনন্তশয়নে পাঞ্চরাত্রমত প্রবর্তিত করিতে চেষ্টা করায় নিদ্রিতাবস্থায় স্থানান্তরিত হন। শঙ্কর-জীবনে এরূপ ঘটনা শ্রুত হয় না।

৬৪। রামানুজ ভগবানকে যেমন ভক্তি করিতেছেন তদ্রূপ সময়ে সময়ে তাঁহার উপর অভিমান করিতেছেন এবং পরিহাসও করিতেছেন। ভক্তের নিকট অনুতপ্ত এবং লজ্জিতও হইতেছেন এবং ভগবানও আবার কখন বন্ধু এবং কখন

ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার কার্য করিতেছেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বপ্নেও দেখা দিতেছেন এবং রামানুজের অবাধ্যতায় রামানুজকে স্থানান্তরিতও করিতেছেন। শঙ্করজীবনে এরূপ কিছু শুনা যায় না। কেবল কাশীতে বিশ্বনাথ চণ্ডালবেশে দেখা দিয়া পরে নিজরূপে তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্য নির্দেশ করেন এবং বিরোধী সম্প্রদায়ের মতে অন্নপূর্ণাদেবী তাঁহাকে দর্শন দিয়া সাধারণের জন্য শক্তিবিশিষ্টর ব্রহ্মতত্ত্বপ্রচারে আদেশ করেন।

পক্ষান্তরে রামানুজাচার্যে ক্ষমা, দয়া, বিজ্ঞতা, পরোপকারপ্রবৃত্তি, ভক্তিভাব, বিনয়, ভক্তসম্বর্ধন, দৃঢ়তা, ধৈর্য, গুণগ্রাহিতা প্রভৃতির যেরূপ আতিশয্য দেখা যায়, সেরূপ আতিশয্য শঙ্করে দেখা যায় না। শঙ্করে এই সব গুণ শান্তভাবাপন্ন। রামানুজের এই সব গুণ ভাববিহ্বল বা তরঙ্গায়িত। সুতরাং শঙ্করে এই সব ভাবের বিপরীতভাব দেখা যায় না, কিন্তু রামানুজে তরঙ্গের উত্থানপতনের ন্যায় তাহাও দেখা যায়।

সামান্যভাবে মতের তুলনা

১। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ দেখা যায় কিন্তু তাহার সত্তা নাই। জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে, মুক্তিতে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়, কোন বিশেষ থাকে না। প্রলয়ে কিন্তু বিশেষ থাকে। রামানুজমতে ব্রহ্ম, জগৎ ও জীব সবই সত্য। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীরবিশেষ। জীব নিজদেহের তুলনায় শরীরী, কিন্তু ব্রহ্মের তুলনায় শরীর। মুক্তিতে জীব ব্রহ্মেই মিশিয়া ব্রহ্মই হয় না। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের মধ্যেই থাকে; সৃষ্টির পর ভেদ থাকে, প্রলয়ে বা মুক্তিতে উভয়ের মধ্যে বিশেষ থাকে।

২। শঙ্করের মতে ব্রহ্মাধিষ্ঠিত মায়ার পরিণতিতে জগৎ ও সেই মায়ার সম্বন্ধবশতঃ জীবের আবির্ভাব। মুক্তিতে মায়া ও জগতাদি থাকিবে না, কিন্তু প্রলয়ে মায়াতে অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিশেষ থাকে। রামানুজমতে জীব ও জগৎ প্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মের শরীরভূত হইয়া থাকে, সৃষ্টিতে তাহারই অভিব্যক্তি বা স্থূলতা সম্পাদিত হয় মাত্র এবং মুক্তিতে বৈকুণ্ঠে সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া ভগবৎকৈঙ্কর্য লাভ হয়।

৩। শঙ্করমতে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি হয়। উপাসনাদিতে প্রতিবন্ধকাদি দূর হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয় অর্থাৎ একাগ্রতা হয়।

রামানুজমতে ভগবৎকৃপাতে মুক্তি হয়। উপাসনাদিতে তাঁহার প্রসন্নতা ও একাগ্রতাদি হয় মাত্র। জ্ঞান উপাসনারই অঙ্গ।

৪। শঙ্করমতে পরব্রহ্ম এক অদ্বৈত নির্বিশেষ নির্গুণ। রামানুজ মতে ব্রহ্ম এক অদ্বৈত সবিশেষ সগুণ। জীব ও জগৎ তাঁহার প্রকার বা শরীর।

৫। শঙ্করমতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি ব্রহ্মেরই মায়াযোগে রূপভেদ, সকলেই অধিকারিভেদে সমান উপাস্য। রামানুজমতে একমাত্র বিষ্ণুই পরমদেবতা, তিনিই উপাস্য।

৬। শঙ্করমতে প্রমাণ ছয় প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। রামানুজমতে প্রমাণ তিন প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।

৭। শঙ্করের মতে ভ্রমের যে বিষয় তাহা অনির্বচনীয়, ভ্রমকালে তাহা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ এ মতে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ স্বীকার্য। রামানুজমতে ভ্রমের যে বিষয় তাহা সৎ। আর এ মতে সৎখ্যাতিবাদ স্বীকার্য। শুক্তিতে রজতজ্ঞান যে হয়, তাহা শুক্তিগত অল্প রজতাংশেই হয়। অর্থাৎ ভ্রম বলিয়া কিছু নাই, উহা ব্যবহার মাত্র।

৮। শঙ্করের মতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। সুতরাং বিভু—সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ—জীবত্বাবস্থায় অজ্ঞান বা তৎকার্য অন্তঃকরণে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ববিশেষ। রামানুজমতে জীব অণু, অল্পজ্ঞ, চিৎস্বরূপ হইলেও সে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। মুক্তিতেও তাহার ভেদ যাইবে না। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি হইবে, কিন্তু তাহার সৃষ্টিসামর্থ্য হইবে না।

৯। শঙ্করমতে মায়া অবিদ্যা ও অজ্ঞান একই বস্তু এবং ব্রহ্মাশ্রিত। রামানুজমতে মায়া ও অবিদ্যা ভগবৎশক্তি। অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব, উহা জীবাশ্রিত, জীবকেই আবদ্ধ করে।

১০। শঙ্কর জীবন্মুক্তি অর্থাৎ দেহসত্ত্বেও মুক্তি স্বীকার করেন। রামানুজ তাহা অস্বীকার করেন। তন্মতে দেহসত্ত্বে মুক্তি হয় না।

১১। শঙ্করমতে বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি স্বর্গবিশেষ, যথার্থ মুক্তি নহে। রামানুজমতে বৈকুণ্ঠই চরম মুক্তি, নির্বাণমুক্তি অসম্ভব; উহার কল্পনা—আত্মনাশকল্পনা।

১২। শঙ্করমতে নিষেধমুখে জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্মেই বেদান্তের তাৎপর্য। কিন্তু রামানুজমতে উপাস্য সগুণ ব্রহ্মেই বেদান্তের তাৎপর্য।

১৩। শঙ্করমতে বেদান্তের অধিকারী সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি, অর্থাৎ যাঁহার নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শম দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধানাভ্যাস এবং মুমুক্ষুত্ব আছে, তিনিই বেদান্তের অধিকারী।

রামানুজের মতে সাধনসপ্তকসম্পন্ন ব্যক্তি বেদান্তের অধিকারী। সেই সাধন সপ্তক—বিবেক বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ, এবং অনুদ্ধর্ষ। বিবেক বলিতে—জাতি, আশ্রয় ও নিমিত্তদ্বারা দূষিত অন্ন হইতে শরীরকে রক্ষা। বিমোক বলিতে কামা বিষয়ে আসক্তি বা কামনা না রাখা। অভ্যাস বলিতে কোন শুভ বিষয় অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ চিত্তসমাবেশ করিতে শিক্ষা। ক্রিয়া বলিতে যথাশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। কল্যাণ বলিতে সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা এবং অভিখ্যা অর্থাৎ সফল চিন্তা বুঝায়। অনবসাদ বলিতে দেশকালাদির বৈপরীত্যবশতঃ শোকের কারণীভূত বিষয়ের স্মরণহেতু মনের যে দুর্বলতা এবং অপ্রসন্নতা তাহার বিপরীত ভাব। আর অনুদ্ধর্ষ বলিতে সুখের বিষয়ের স্মরণহেতু যে সন্তোষ তাহার বিপরীত ভাব বুঝায়। এই সাতটি যাঁহার হয়, রামানুজমতে তিনিই বেদান্তের অধিকারী।

সুতরাং দেখা যাইতেছে শঙ্করমতে অধীতবেদবেদাঙ্গ যে কোন ব্যক্তি বেদানুসারে কর্ম করুন আর নাই করুন—কি রূপে কোন কর্ম করিতে হয় পূর্বমীমাংসানুসারে এই জ্ঞান তাঁহার থাকুক আর নাই থাকুক, তাঁহার যদি উক্ত সাধন চারিটি থাকে, তাহা হইলে তিনি বেদান্তের অধিকারী এবং রামানুজমতে কোন্ কর্ম কিরূপে করিতে হয় ইত্যাদি জ্ঞান যাঁহার পূর্বমীমাংসা পড়িয়া হইয়াছে এবং যিনি বেদানুসারে কর্ম করিয়া থাকেন, তাঁহার যদি উক্ত সাধন সাতটির মধ্যে উক্ত ক্রিয়ার সহিত অবশিষ্ট ছয়টি থাকে, তাহা হইলেই তিনি বেদান্তের অধিকারী। শঙ্করের মুমুক্ষুত্ব ও উপরতি অর্থাৎ সন্ন্যাস রামানুজে নাই। রামানুজের ক্রিয়া শঙ্করের নাই। রামানুজের অপর সবই শঙ্করের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এক কথায় শঙ্করমতে মুখ্য অধিকারী যথার্থ সন্ন্যাসী এবং গৌণ অধিকারী অপরাশ্রমী, রামানুজমতে মুখ্য অধিকারী সকল আশ্রমীই হয়।

১৪। শঙ্করমতে নির্বিকল্পক জ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যানবগাহী জ্ঞান স্বীকার্য। রামানুজমতে সকল জ্ঞান সবিকল্পক অর্থাৎ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী। ইহার ফলে শঙ্করমতে বলা হয়—বেদ নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করে এবং রামানুজমতে বলা হয় যে, বেদ সবিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বই উপদেশ করে।

১৫। শঙ্করমতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য যে শ্রবণ, মনন ও ধ্যানকে শ্রুতিতে উপায় বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যদি বিধি মানিতেই হয় তবে শ্রবণেই সেই বিধি। আর রামানুজমতে বিধি মানাই হয়—আর সেই বিধি ধ্যানে, শ্রবণে বা মননে নহে। সুতরাং শঙ্করমতে ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্তি হয় এবং রামানুজমতে ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মকে উপাসনার জন্য, উপাসনার দ্বারা ব্রহ্ম সন্তুষ্ট হইয়া মুক্তিদান করেন।

১৬। রামানুজমতে সৃষ্টিক্রম—প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমঃরূপ তিন গুণের আশ্রয়রূপা। তাহা নিত্যা, অক্ষররূপা অবিদ্যা ও মায়া শব্দবাচ্যা। ভগবানের সংকল্পবশতঃ তাহাতে গুণবৈষম্য হইলে তাহা কার্যোন্মুখী হয়—তখন তাহাকে অব্যক্ত বলা হয়। সেই অব্যক্ত হইতে মহৎ উৎপন্ন হয়। তাহাও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিধা অবস্থিত হয়। সেই মহৎ হইতে অহঙ্কার হয়। তাহাও ঐরূপে ত্রিবিধ হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কারের নাম বৈকারিক, রাজস অহঙ্কারের নাম তৈজস এবং তামস অহঙ্কারের নাম ভূতাদি। ইহাদের মধ্যে রাজস অহঙ্কারসহকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় এবং রাজস অহঙ্কারসহকৃত তামস অহঙ্কার ভূতাদি হইতে শব্দতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র—এই পাঁচ তন্মাত্র হয়। সেই তন্মাত্র হইতে পাঁচ ভূত অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। তাহাও আবার এইরূপে হয়, যথা—তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ তন্মাত্র, সেই শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশভূত হয়। আকাশ প্রত্যক্ষ হয়, শব্দ ইহার গুণ এবং ইহা অবকাশের হেতু। এই আকাশই দিক্‌পদবাচ্য। এই আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র হয়, তৎপরে তাহা হইতে বায়ু ভূত হয়। ইহাও প্রত্যক্ষ হয় এবং ইহার গুণ শব্দ ও স্পর্শ। ইহাই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচ প্রকার হয়। এই বায়ু হইতে রূপতন্মাত্র হয়, তাহা হইতে তেজঃ ভূত হয়। ইহা প্রভা ও প্রভাবৎরূপে দ্বিবিধ। এই তেজের গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। এই তেজ হইতে রসতন্মাত্র হয়, তাহা হইতে জল হয়। তাহার গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। এই জল হইতে গন্ধ তন্মাত্র হয়, আর তাহা হইতে ক্ষিতিভূত হয়। উহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। তমঃ এই পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত। এই ভূত সকল পঞ্চীকৃত হইয়া অর্থাৎ আকাশের অর্ধ এবং অপর চারি ভূতের প্রত্যেকের এক অষ্টমাংশ মিলিয়া পঞ্চীকৃত আকাশ, তদ্রূপ বায়ুর অর্ধ এবং অপর চারিভূতের প্রত্যেকের এক অষ্টমাংশ মিলিয়া পঞ্চীকৃত বায়ু, এইরূপ জলের অর্ধ এবং অপর চারিভূতের প্রত্যেকের এক অষ্টমাংশ মিলিয়া পঞ্চীকৃত জল এবং ক্ষিতির অর্ধ এবং অপর চারিভূতের প্রত্যেকের এক অষ্টমাংশ মিলিয়া

পঞ্চীকৃত ক্ষিতি হয়। এই পঞ্চীকৃত ভূত হইতে চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়—তাহাই জীবের বাসভূমি। এই মতে, সৃষ্টি অনাদি এবং অনন্ত।

শঙ্করমতে সৃষ্টিক্রম যথা—সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন গুণাত্মক মায়া। এই গুণ, 'গুণ' নহে ইহার অর্থ— বন্ধনহেতু রজ্জুবিশেষ, সুতরাং দ্রব্যবিশেষ। এই মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জগতাদির উৎপত্তি। ব্রহ্মের বিবর্ত এবং মায়ার পরিণাম এই জগৎ। এই মায়ারই নাম—অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রকৃতি ও অব্যক্ত, ইত্যাদি। এই মায়ার সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাব আছে। সমষ্টিমায়াযুক্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং ব্যষ্টিমায়াযুক্ত ব্রহ্মই প্রাজ্ঞ জীব। এই অবিদ্যা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। এই আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিই সূক্ষ্মভূত বা শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র,রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র নামেও অভিহিত হয়। এই সূক্ষ্মভূতপঞ্চ নিজ কারণ মায়ারই ন্যায় সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণাত্মক। এই পঞ্চভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ হইয়াছে। উহা বৃত্তিভেদে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার নামে অভিহিত হয়। মনের কার্য—সংকল্পবিকল্প। বুদ্ধির কার্য—নিশ্চয় চিত্তের কার্য-- অনুসন্ধান এবং অহংকারের কার্য—অভিমান। আর উক্ত পঞ্চভূতের মিলিত রজঃ অংশ হইতে পঞ্চপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান-- উৎপন্ন হয় এবং উহাদের মিলিত তমঃ অংশ হইতে উহারা নিজরূপেই বর্তমান থাকে। এখন উক্ত পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সত্ত্ব গুণাংশে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। যথা-- আকাশের সত্ত্বাংশে শ্রবণেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বাংশে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বাংশে চক্ষু, জলের সত্ত্বাংশে রসনেন্দ্রিয় এবং ক্ষিতির সত্ত্বাংশে ঘ্রাণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। ঐরূপ উহাদের প্রত্যেকের রজঃ অংশ হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। যথা— আকাশের রজঃ অংশ হইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজঃ অংশ হইতে পাণি ইন্দ্রিয়, তেজের রজঃ অংশ হইতে পাদেন্দ্রিয়, জলের রজঃ অংশ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় এবং ক্ষিতির রজঃ অংশ হইতে পায়ু ইন্দ্রিয় হয়। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর শব্দ, স্পর্শ, তেজের গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এবং জলের গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং ক্ষিতির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই দশ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও পঞ্চ সূক্ষ্মভূত লইয়া সূক্ষ্ম জগৎ। ইহার সমষ্টিভাবের উপর প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্য হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর এবং ব্যষ্টিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য তৈজস জীব নামে অভিহিত হয়। এই সূক্ষ্মভূত পূর্বোক্ত প্রকারে পঞ্চীকৃত হইয়া পঞ্চস্থূল ভূত হয় এবং তাহা হইতে চতুর্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড হয়। এই সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শরীর তাঁহার নাম বিরাট্ ঈশ্বর এবং এই ব্যষ্টিস্থূল ভূত যাহার শরীর তাহা বিশ্ব নামে অভিহিত হয়। এই পঞ্চ স্থূলভূতের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্ ও তেজঃ প্রত্যক্ষ হয়, বায়ু

ও আকাশের প্রত্যক্ষ কেহ বলেন—হয়, কেহ বলেন—হয় না। এমতে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত।

১৭। শঙ্করমতে জীবাভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানেই মুক্ত হয়। কর্ম চিত্ত শুদ্ধ করে, উপাসনা একাগ্রতা উৎপাদন করে। শঙ্কর ক্রমসমুচ্চয়বাদী। অধিকারিবিশেষে কর্ম ও উপাসনা অনাবশ্যকও হয়।

রামানুজমতে ভক্তি অর্থাৎ উপাসনা এবং প্রপত্তি অর্থাৎ শরণাগতিদ্বারা মুক্তি হয়। কর্ম তাহার সহকারী। ব্রহ্মবিষয়ক যে জ্ঞান তাহা উপাসনারই অঙ্গ। রামানুজ উপাসনা ও জ্ঞানের স্বরূপসমুচ্চয়বাদী। মুক্তির জন্য দুইটিই একই সময়ে সকলেরই আবশ্যক হয়।

১৮। শঙ্করমতে কর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা পৃথক শাস্ত্র। বেদার্থ মীমাংসারূপেই উভয়কে এক শাস্ত্র বলা যায়।

রামানুজমতে ইহারা একই শাস্ত্র। ধর্ম ইহার প্রতিপাদ্য। সেই ধর্ম সাধ্যরূপ ও সিদ্ধরূপ। সাধ্য ধর্ম—ক্রিয়াদি, সিদ্ধ ধর্ম—ব্রহ্ম। পূর্ব-মীমাংসায় আরাধনরূপ কর্ম প্রতিপাদ্য এবং উত্তরমীমাংসায় আরাধ্যরূপ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য।

১৯। শঙ্করমতে চরম মুক্তিতে শরীর থাকে না, জীবন্মুক্তিতে কেবল শরীর থাকে। রামানুজ মতে সূক্ষ্মশরীর থাকে। যেহেতু বৈকুণ্ঠবাসকেই তন্মতে মুক্তি বলা হয়।

২০। উভয়মতেই জ্ঞান—স্বপ্রকাশ ও স্বতঃপ্রমাণ। উভয়মতেই বেদ চরম প্রমাণ। উভয়মতেই শূদ্রাদির বেদে অধিকার নাই, তবে শঙ্করমতে ইতিহাস ও পুরাণপূর্বক শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, রামানুজমতে তাহাও নাই।

ইহাই হইল আচার্যদ্বয়ের জীবনবৃত্ত এবং তাঁহাদের মতের সামান্যভাবে অর্থাৎ স্থূলভাবে তুলনা। ইহাতে ভাল মন্দ নির্ণয় বা শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ নির্ধারণ করিয়া একটা মত প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু সুধী পাঠকবর্গকে তদুদ্দেশ্যে সহায়তা করাই উদ্দেশ্য। আদর্শ ব্যতীত জীবনের গতি থাকে না। সুতরাং জীবনই থাকে না। সকলেই জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, কোন না কোন একটা আদর্শ অবলম্বনে চলিয়া থাকেন, অতএব সেই আদর্শ নির্বাচন করিতে হইলে ন্যায়সঙ্গত পথে—ভালমন্দ বা শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়াই করিলে শুভফল হয়। আর সেই জন্য বৈদান্তিকের আদর্শ ভগবদবতার আচার্যদ্বয়ের তুলনার জন্য সামান্যভাবে উপকরণসংগ্রহে সহায়তা করিবার চেষ্টা মাত্র করা হইল। তাঁহাদের মত তুলনা বিশেষভাবে করিতে হইলে আকর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বিশেষভাবে তুলনা

কিন্তু উক্ত সামান্যভাবে তুলনার দ্বারা আচার্যদ্বয়ের স্বরূপনির্ণয় ভালরূপ হয় না। সামান্য জ্ঞান থাকিলেও বিশেষ জ্ঞানের অভাবে যেমন ভ্রমপ্রমাদাদি হয়, তদ্রূপ এস্থলেও যে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যেমন রজ্জুখণ্ডকে "একটা লম্বা কিছু" এই পর্যন্ত জানিলে সর্পভ্রমের সম্ভাবনা যত থাকে, তাহাকে আরও একটু বিশেষভাবে জানিলে আর সে সম্ভাবনা থাকে না, এস্থলেও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। এজন্য এক্ষণে আমরা আচার্যদ্বয়কে একটু বিশেষভাবে তুলনা করিব। আর তজ্জন্য

প্রথমে —সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা ঃ

ইহাতে আদর্শ, আয়ু, উপাধি, কুলদেবতা ও গুরুসম্প্রদায় প্রভৃতি ২৮টি বিষয়দ্বারা তুলনা করা হইবে।

দ্বিতীয়—গুণাবলীর দ্বারা তুলনা ঃ

ইহাতে অজেয়ত্ব, অনুসন্ধিৎসা, উদারতা, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি ৩৭টি বিষয়দ্বারা তুলনা করা হইবে।

তৃতীয়—দোষাবলীর দ্বারা তুলনা ঃ

ইহাতে অনুতাপ, অনুদারতা ও অভিমান প্রভৃতি ২০টি বিষয়দ্বারা তুলনা করা হইবে।

চতুর্থ—কোষ্ঠী বিচারদ্বারা তুলনা ঃ

ইহাতে উভয়ের কোষ্ঠীর যোগাযোগ বিচারদ্বারা তুলনা করা হইবে।

পঞ্চম—আদর্শ-দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা ঃ

ইহাতে অভিজ্ঞতা ও বিচারশীলতা প্রভৃতি ১৭টি বিষয়দ্বারা তুলনা করা হইবে।

ষষ্ঠ—উভয়ের সাধারণ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ঃ

ইহাতে গীতোক্ত অমানিত্বাদি ২০টি বিষয়দ্বারা তুলনা করা হইবে।

সপ্তম—উভয়ের নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা ঃ

ইহাতে উভয়ের আদর্শ নির্ণয় করিয়া উভয়ে তাঁহাদের কতদূর নিকটবর্তী হইয়াছেন তাহাই আলোচিত হইবে। তৎপরে উভয়ের মতবাদের বীজ নির্ণয় করিয়া উপসংহার করিবার চেষ্টা করা হইবে।

সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা

১। আদর্শ

যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের জীবনগতি পরিচালিত করি, যাহার মতো হইবার জন্য আমরা মনে মনে সর্বদা চেষ্টা করি, তাহাই আমাদের আদর্শ। ছাঁচ-ঢালাই করিবার জিনিসের সহিত ছাঁচের যে সম্বন্ধ, আমাদের জীবনের আদর্শের সহিত আমাদের সেইরূপ সম্বন্ধ। ছাঁচে ঢালাই জিনিস যেমন ছাঁচের অনুরূপ হয়, আমরাও তদ্রূপ আমাদের আদর্শের অনুরূপ হই। আমরা যেরূপ হই বা যেরূপ করি, সে সবই আমাদের নিজ নিজ আদর্শ অনুসরণের ফল। এ কার্য আমরা সকলেই করিয়া থাকি, কেহ জানিয়া শুনিয়া করেন, কেহ বা না জানিয়া করেন—এই মাত্র প্রভেদ। আদর্শের অনুসরণ করেন না—এমন মানব নাই। যদি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করিবেন, অথবা ভবিষ্যতে যেরূপ হইবেন তাহা তাঁহারা পূর্বেই ভাবিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার ছবি তাঁহার মনোমধ্যে পূর্ব হইতেই প্রতিফলিত হইয়াছে এবং তাহাই তাহারা অনুসরণ করিতেছেন।

যুক্তিবিচারদ্বারা ইহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু অনুভব করিবার চেষ্টা করিলে ইহা আরও সহজে বুঝা যায়। গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমরা ধরিয়া লইলাম—ইহা আমরা সকলেই বুঝি। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা আচার্যদ্বয়ের এই আদর্শনির্ণয়ে যত্নবান হইব। বলা বাহুল্য, এ বিষয়টি অতি গুরুতর এবং অতীব প্রয়োজনীয়; যাহার সম্বন্ধে এ বিষয়টি জানা যায়, তাহার জীবনের সকল রহস্যই বুঝা সহজ হয়; সুতরাং সর্বাগ্রে আমরা আচার্যদ্বয়ের আদর্শ আলোচনা করিব। আচার্যদ্বয়ের এই আদর্শ বুঝিতে পারিলে আচার্যদ্বয়কেও আমরা অনেকটা বুঝিতে পারিব—সন্দেহ নাই।

আদর্শ এক প্রকার নহে। "উপায়" ও "উপেয়"-ভেদে এই আদর্শ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে উপায়ভূত আদর্শ—আবার দ্বিবিধ। আমাদের নিজ নিজ গুরু বা আচার্য, শিক্ষক প্রভৃতি এক প্রকার এবং পরিচিত কতকগুলি ব্যক্তির সদ্‌গুণ-রাশি একত্র করিয়া আমরা যে মনোময় একটি কল্পিতপুরুষ গঠন করিয়া রাখি, তাহা অন্য প্রকার। এক কথায় উপায়ভূত আদর্শ দ্বিবিধ, যথা—প্রকৃত ও কল্পিত।

উপেয়ভূত আদর্শ বলিতে—যাহা আমরা সর্বশেষে হইতে চাই, অর্থাৎ যাহা আমাদের জীবনের বা অস্তিত্বের চরম লক্ষ্য। ইহা, এক কথায়—ভগবান, আত্মা, অথবা সমগ্র সৃষ্টির আদিকারণ বা সৃষ্টির শেষ পরিণাম। সুতরাং আদর্শ বলিতে আমরা তিন প্রকার পদার্থ বুঝিলাম। যথা—(১) উপায়ভূত প্রকৃত আদর্শ, (২) উপায়ভূত কল্পিত আদর্শ এবং (৩) উপেয়ভূত আদর্শ।

এই আদর্শ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথম প্রকারের জন্য আমাদের দেখিতে হইবে—কে 'কাহাকে' বেশি ভালবাসে—কে 'কাহার' অত্যন্ত অনুরাগী—কে 'কাহাকে' বেশি চিন্তা করে—কে সকল কথায় 'কাহার' উপমা বা দৃষ্টান্ত দেয়, ইত্যাদি। কারণ, দেখা যায়, যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসা যায়—যাহার কথা সর্বদা স্মরণ করা হয়—যাহার চরিত্র সর্বদা অনুকরণ করা হয়, সে-ই প্রায় আমাদের এই প্রকার আদর্শের স্থান অধিকার করে। সুতরাং কাহারও এই প্রকার আদর্শ নির্ণয় করিতে হইলে—গুরু, শিক্ষক, পিতা, মাতা, বন্ধু প্রভৃতি অনুসন্ধেয়।

দ্বিতীয় প্রকার আদর্শের জন্য আমাদের দেখিতে হইবে—কাহার হৃদয়ের কামনা কিরূপ বা কে কোন্ ভাবটা আকাঙ্ক্ষা করে, এজন্য লোকের হৃদয়ের উচ্ছ্বাসপ্রভৃতি অনুশীলন করা আমাদের প্রয়োজন। কারণ, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমরা যেরূপে যাহা হইতে চাই তাহা প্রায়ই প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

তৃতীয় প্রকার আদর্শ নির্ণয় আরও সহজ। লোকে, চরম ভবিষ্যতে যাহা হইতে চাহে, লোকের যাহা লক্ষ্য, অথবা ভগবান বা জগতের যাহা আদ্যন্তস্বরূপ ইহা তাহাই। ইহা লোকের—কথায়, লেখায়, চিন্তা বা উপদেশের ভিতর দিয়া নির্ণেয়।

এই তিন প্রকার আদর্শেরই দোষগুণে আমাদের জীবন ভাল বা মন্দ হয়। আদর্শ যেমন ভাল হইবে, আমাদের জীবন তদ্রূপ ভাল হইবে, আদর্শ যেমন মন্দ হইবে; আমাদের জীবনও সেইরূপ মন্দ হইবে; অথবা আদর্শ যেমন ভাল-মন্দ-জড়িত হইবে, আমরাও তদ্রূপ ভাল-মন্দ-জড়িত হইব। অর্থাৎ আমরা আদর্শেরই অনুরূপ হই।

তাহার পর আর একটি বিষয় দেখিবার আছে। ইহা আদর্শ পরিবর্তন। দেখা যায়, এই আদর্শ সর্বদা একরূপ থাকে না—ইহার পরিবর্তন হয়। আমাদের জীবনের উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শেরও পরিবর্তন হইতে থাকে। আমাদের জীবন যতই উন্নত হইতে থাকে, আমরা ততই ভাল ভাল আদর্শ অবলম্বন করিতে থাকি। অথবা আমরা যতই উত্তরোত্তর মন্দ হইতে থাকি, ততই আমাদের আদর্শও মন্দে পরিণত হইতে থাকে। আবার দেখা যায় —এই আদর্শ পরিবর্তন, জীবনে যত অল্প হয়, ততই ভাল। কারণ তাহা হইলে আদর্শ পরিবর্তনের জন্য জীবনগতিরও বক্রতা ঘটে না। সরল গতিতে যত অল্প সময়ে যতদূর যাওয়া যায়, বক্র গতিতে সেই সময় ততদূর কখনই যাওয়া যায় না। এজন্য প্রথম হইতেই যদি খুব উচ্চ ও উপযোগী আদর্শ অবলম্বন করা যায়— যাহা জীবনের শেষ পর্যন্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন হইবে না, তাহা হইলে আরও ভাল।

জীবনী তুলনায় এই বিষয়টি বড়ই প্রয়োজনীয়। এ বিষয়টি জানিতে পারিলে জীবনী তুলনা ভাল হইবে, কারণ, পূর্বেই দেখিয়াছি ইহা জানিতে পারিলে জীবনের রহস্য সহজে বুঝা যাইতে পারে। ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, যাঁহার জীবনের আদর্শ যতই উচ্চ ও যত সংখ্যায় অল্প, তাঁহার জীবন ততই উত্তম।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই তিন প্রকার আদর্শ আমাদের আচার্যদ্বয়ে কিরূপ ছিল? প্রথমে শঙ্করের আদর্শ বাল্যকালে কে ছিলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে সম্ভবতঃ ইনি তাঁহার পিতা বা শিক্ষাদাতা গুরুদেব। পরন্তু ইহা নিতান্ত অল্প কালের জন্য। ইহার পর দেখা যায় তাঁহার আদর্শ গুরু গোবিন্দপাদ। কারণ, যখনই শুনা যায়, তিনি সুদূর দক্ষিণ ভারতের কেরলদেশ হইতে নর্মদাতীর পর্যন্ত কেবল গুরু গোবিন্দপাদের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলেন, তখন মনে হয় গোবিন্দপাদই শঙ্করের আদর্শ। শঙ্কর বাল্যকালে যখন পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন, তখন শুনিয়াছিলেন যে, ভাষ্যকার গোবিন্দযোগী কত সহস্র বৎসর ধরিয়া নর্মদাতীরে সমাধিযোগে অবস্থান করিতেছেন। সম্ভবতঃ গুরুমুখে এই প্রবাদ শুনিয়াই শঙ্কর তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ করিবার সঙ্কল্প করেন। বস্তুতঃ এই পতঞ্জলিদেব অনেকেরই যে আদর্শ হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইনি সকল বিষয়েই যেরূপ পারদর্শী ছিলেন কলিকালে এরূপ নিতান্ত অল্প দৃষ্ট হয়। যেমন যোগশাস্ত্রে, তেমনি বৈদ্যকশাস্ত্রে আবার ততোধিক শব্দশাস্ত্রে ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ওদিকে আবার তখন তিনি যোগবলে জীবিত। এ সম্বন্ধে তাঁহার উদ্দেশে যে প্রণাম শ্লোক প্রচলিত আছে, তাহাও এস্থলে স্মরণ করা যাইতে পারে। যথা—

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য চ বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি।।

শেষ-জীবনে শঙ্করের এ জাতীয় আদর্শ অন্য কোনরূপ হইয়াছিল কি না—নিরূপণ করা দুরূহ। তবে বোধ হয়, যদি তাঁহার কোন নূতন আদর্শ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি আদর্শ-জ্ঞানী ভগবান শুকদেব।

পক্ষান্তরে রামানুজের এ জাতীয় আদর্শ বাল্যে শ্রীকাঞ্চীপূর্ণ। ইনি শূদ্রকুলপাবন পরম-বৈষ্ণব। বিষ্ণুকাঞ্চীর অধীশ্বর স্বয়ং বরদরাজ ইহার সহিত মনুষ্যের মত কথোপকথন করিতেন। লোকের যখন যাহা জানিবার হইত, বা বরদরাজের লোকদিগকে যখন যাহা জানাইবার হইত, ইনি তখন মধ্যে থাকিতেন। লোকে ইঁহাকে বরদরাজের মুখস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিত। অতি অল্প লোকেই, যেমন যাদবপ্রকাশ প্রভৃতি, কেবল ইঁহাকে ভণ্ড বা ভক্ত-বিটেল বলিয়া উপহাস করিতেন। রামানুজ জন্মভূমি ভূতপুরীতে যখন পিতৃ-সন্নিধানে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, তখন এই মহাত্মা কাঞ্চীপূর্ণ প্রায়ই নিজ গ্রাম হইতে কাঞ্চীপুরীতে যাইতেন। রামানুজ পথে খেলা করিবার কালে যে দিন প্রথম ইহাকে দেখেন, সেই দিনই উভয়ে উভয়ের প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়েন যে, সে আকর্ষণ আর বিচ্ছিন্ন হইল না—দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। রামানুজ এই অবস্থায় প্রায়ই তাঁহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং প্রায় সারারাত্রি উভয়ে ভগবৎ-কথায় আনন্দোপভোগ করিতেন। পরে রামানুজ যখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য কাঞ্চী বাস করিতে লাগিলেন তখনও কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজের গুপ্তপরামর্শ-দাতা। গুরু যাদবপ্রকাশের সহিত যখনই তাঁহার কলহ হইত, কাঞ্চীপূর্ণ প্রায় ঠিক সেই সময়ে আসিয়া গোপনে রামানুজকে সৎ-পরামর্শ প্রদান করিয়া যাইতেন। কাঞ্চীপূর্ণের কথা শুনিয়াই রামানুজ বরদরাজের স্নানের জন্য নিত্য "শালকূপের" জল আনিতেন। রামানুজের মাতাও কাঞ্চীপূর্ণকে ডাকিয়া পুত্রের বিষয় পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। পরে আবার রামানুজ ইঁহাকে মন্ত্রদানে সম্মত করিতে চেষ্টিত হন।

ইহার পর রামানুজের আদর্শ বোধ হয় সেই মহাপণ্ডিত ভক্তপ্রবর যামুনাচার্য। যামুনাচার্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমে যাইয়া রামানুজ ইঁহাকে মৃত দেখিলে রঙ্গনাথের উপর রামানুজের এত অভিমান হইয়াছিল যে, তিনি আর রঙ্গনাথকে দর্শন পর্যন্ত করিলেন না। লোকের শত অনুরোধ ঠেলিয়া তদবস্থাতেই কাঞ্চী ফিরিয়া আসিলেন।

যামুনাচার্যের মৃত্যুর পরও তাঁহার তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ ছিল। রামানুজ ইহা

যামুনাচার্যের তিনটি অপূর্ণ-মনস্কামনার নিমিত্ত জানিয়া কি-যেন-এক ভাবে বিহ্বল হইয়া ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রভৃতি প্রণয়নের জন্য সর্ব-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন। বস্তুতঃ রামানুজ এই ভাষ্যদ্বারা জগতে পূজিত।

ইহার পর রামানুজ গুরু মহাপূর্ণ, গোষ্ঠিপূর্ণ প্রভৃতির সঙ্গলাভ করিয়া বোধ হয় ক্রমে সেই শূদ্রকুলপাবন মহাভক্ত, পরম-যোগী, অদ্ভুত-চরিত্র শঠকোপকে আদর্শ-পদে অভিষিক্ত করেন। শঠকোপের দিব্য-প্রবন্ধ তাঁহার প্রায় নিত্যপাঠ্য ছিল। তিনি তিরুনগরীতে এবং মৃত্যুকালেও শিষ্যগণকে উপদেশ দিবার সময় তাঁহাদিগকে অন্যান্য পূর্বাচার্যগণের বিশেষতঃ, শঠকোপেরই পদাঙ্কানুসরণ করিতে বলিয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি নিজের নামে শঠকোপের পাদুকার নামকরণও করেন। এজন্য বোধ হয় তাঁহার নিজের আদর্শ ছিলেন—মহামুনি শঠকোপ।

উপরে যে আদর্শের কথা বলা হইল তাহা 'প্রকৃত' বা ব্যক্তি-সংক্রান্ত উপায়ভূত [illegible] হল। এইবার দ্বিতীয় প্রকার—'উপায়ভূত কল্পিত আদর্শ' সম্বন্ধে বিচার্য। আচার্যদ্বয়ের মধ্যে যদি তাঁহাদের এই জাতীয় আদর্শ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে মনে হয় শঙ্করের আদর্শ—তিনি যাহা কৌপীনপঞ্চকে বলিয়াছেন। * অর্থাৎ যিনি সর্বদা বেদান্ত-বাক্যে রত, ভিক্ষান্নমাত্রে তুষ্ট, শোক-বিহীন, তরুমূলাশ্রয় পাণিপাত্র, কন্থাসম ধনকুৎসাকারী সদানন্দ, সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তিযুক্ত অথচ সুশান্ত, দিবারাত্রি ব্রহ্মধ্যানে রত, দেহাদিভাবের পরিবর্তন হইলেও আত্মার মধ্যে আত্মদর্শী, অন্ত মধ্য-বহির্দেশ-জ্ঞানহীন, প্রণব-জপ-পরায়ণ, ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার ভাবনাশীল, ভিক্ষাশী হইয়া চারিদিক পরিভ্রমণকারী এবং যিনি কৌপীনধারী তিনিই ভাগ্যবান।

রামানুজের এই জাতীয় আদর্শ—যিনি সর্বতোভাবে, অহরহঃ ভগবৎ সেবায়

---

* বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তঃ, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ
অশোকমন্তঃ করণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।
দেহাদিভাবং পরিবর্তয়ন্তঃ স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।

নিমগ্ন, যিনি অনবরত স্তুতি, স্মরণ, নমস্কার, বন্দন, যতন, কীর্তন, গুণশ্রবণ, বচন, ধ্যান, অর্চন, প্রণামাদি কর্মে রত—অন্য কেহ নহেন। এক কথায় বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটি বলিলে বোধ হয় বেশ হয়।

বর্ণাশ্রমাচাররতপুরুষেণ পরঃ পুমান্।

বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তৎতোষকারণম্।। বিষ্ণুপুরাণ ৩/৮/৯।

অর্থাৎ যিনি বর্ণাশ্রমাচারে থাকিয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তিনিই তাঁহাকে তুষ্ট করেন, তাঁহাকে তুষ্ট করিবার অন্য পথ নাই। অথবা বলা চলে—রামানুজের যতগুলি গুরু ছিলেন তাঁহাদের সকলের ভাবের কিছু কিছু লইয়া তাঁহার এই আদর্শ গঠিত হইয়াছিল। উক্ত বচনটি রামানুজ নিজ "বেদার্থসার সংগ্রহ" গ্রন্থে উদ্ধৃতই করিয়াছেন। যথা—বেদার্থ-সংগ্রহ ১৪৪পৃষ্ঠা ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

এইবার অবশিষ্ট উপেযভূত আদর্শ। এ সম্বন্ধে বোধ হয় শঙ্করের আদর্শ - সেই অবাঙ্মনসাতীত নিষ্ক্রিয় শান্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মভাব। এ ভাবটি আমরা তাঁহার নির্বাণষট্কম প্রভৃতি * কতিপয় স্থল দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারি। এক কথায় ইহা সকল প্রকার নিষেধের চরম স্থল। অর্থাৎ আমি—মন,বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়াদি, পঞ্চভূত, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যজ্ঞ, ভোজন ভোজ্য ভোক্তা নহি, আমার রাগদ্বেষ, রিপু, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, মৃত্যু শঙ্কা জাতিভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম, বন্ধু, মিত্র, গুরু, শিষ্য, বন্ধন, মুক্তি, ভীতি প্রভৃতি কিছুই নাই, আমি নির্বিকল্প, নিরাকার, বিভু, সর্বত্র ও সর্বেন্দ্রিয়ব্যাপী, চিদানন্দরূপ শিবস্বরূপ। অন্যত্র তিনি নিজেকে বিষ্ণুস্বরূপ এবং আত্মস্বরূপও বলিয়াছেন। সুতরাং এই শিবভাব নির্গুণ ব্রহ্মভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

* মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং, ন মন্ত্রো ন তীর্থো ন বেদা ন যজ্ঞাঃ
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্
ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ।
ন ধর্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপঃ বিভুর্ব্যাপী সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতিশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

পরন্তু রামানুজের এ স্থলে আদর্শ বোধ হয়—নারায়ণের নিত্য পরিকরভাব। তাঁহাকে 'শেষ' অবতার বলা হয়; বোধ হয় ইহার সহিত তাঁহার আদর্শের কোন সম্বন্ধ আছে। শেষ বা অনন্তনাগ যেমন নারায়ণের শয়ন-উপবেশনের স্থান, রামানুজ বোধ হয় ঐ ভাবে নারায়ণের সেবা করিতে চাহিতেন। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহা তাঁহার রচিত "গদ্যত্রয়" গ্রন্থ-মধ্যগত 'বৈকুণ্ঠ-গদ্যে' অধিকতর পরিস্ফুট। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রভৃতি যথেষ্ট আছে এবং তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন—যাহা তিনি শ্রীভাষ্যে গোপন করিয়াছেন, তাহা তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহা সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।*

এই সব দেখিয়া যদি এক কথায় বলিতে হয় তো, আমরা বলিতে পারি শঙ্করের আদর্শ—একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এবং রামানুজের আদর্শ—ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগী।

---

* অথ বৈকুণ্ঠগদ্য প্রারম্ভঃ।

শ্রীঃ যামুনার্যসুধাম্ভোধিমবগাহ্য যথামতি। আদায় ভক্তিযোগাখ্যং রত্নং সন্দর্শয়াম্যহম্॥ স্বাধীনত্রিবিধচেতনাচেতনস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদং ক্লেশকর্মাদ্যশেষদোষাসংস্পৃষ্টং স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়জ্ঞানবলৈশ্বর্যবীর্যশক্তিতেজঃপ্রভৃত্যসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণৌঘমহার্ণবং পরমপুরুষং ভগবন্তং নারায়ণং স্বামিত্বেন গুরুত্বেন সুহৃত্ত্বেন চ পরিগৃহ্যৈকান্তিকাত্যন্তিক তৎপাদাম্বুজদ্বয়পরিচর্যৈকমনোরথঃ তৎপ্রাপ্তয়ে চ তৎপাদাম্বুজদ্বয়প্রপত্তেরন্যন্ন মে কল্পকোটিসহস্রেণাপি সাধনমস্তীতি মন্বানঃ তস্যৈব ভগবতো নারায়ণস্য অখিলসত্ত্বদয়ৈকসাগরস্যানালোচিতগুণগণাখণ্ডজনানুকূলমর্যাদাশীলবতঃ স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়গুণবত্তয়া দেবতির্যঙ্‌মনুষ্যাদ্যখিলজনহৃদয়ানন্দনস্য আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধেঃ ভক্তজনসংশ্লেষৈকভোগস্য নিত্যজ্ঞানক্রিয়ৈশ্বর্যাদিভোগসামগ্রীসমৃদ্ধস্য মহাবিভূতেঃ শ্রীমচ্চরণারবিন্দযুগলমনন্যাত্মসঞ্জীবনেন তদ্গতসর্বভাবেন শরণমনুব্রজেৎ। ততশ্চ প্রত্যহমাত্মোজ্জীবনায়ৈবমনুস্মরেৎ। চতুর্দশভুবনাত্মকমণ্ডং দশগুণিতোত্তরং চাবরণসপ্তকং সমস্তং কার্যকারণজাতমতীত্য বর্তমানে পরমব্যোমশব্দাভিধেয়ে ব্রহ্মাদীনাং বাঙ্‌মনসাগোচরে শ্রীমতি বৈকুণ্ঠে দিব্যলোকে সনকসনন্দনবিধিশিবাদিভিরপ্যচিন্ত্যস্বভাবৈশ্বর্যৈর্নিত্যসিদ্ধৈরনন্তৈর্ভগবদানুকূল্যৈকভোগৈর্দিব্যপুরুষৈর্মহাত্মভিরাপূরিতে তেষামপি ইয়ৎপরিমাণমিয়দৈশ্বর্যমীদৃশস্বভাবমিতি পরিচ্ছেত্তুমযোগ্যে দিব্যাবরণশতসহস্রকোটিভিঃ সংবৃতে দিব্যকল্পতরূপশোভিতে দিব্যোদ্যানশতসহস্রকোটিভিরাবৃতে অতিপ্রমাণে দিব্যায়তনে কস্মিংশ্চিদ্বিচিত্রদিব্যরত্নময়দিব্যাস্থানমণ্ডপে দিব্যরত্নস্তম্ভশতসহস্রকোটিভিরুপশোভিতে দিব্যনানারত্নকৃতস্থলবিচিত্রিতে দিব্যালঙ্কারালঙ্কৃতে পরিতঃ পতিতৈঃ পতমানৈঃ পাদপস্থৈশ্চ নানাগন্ধবর্ণৈর্দিব্যপুষ্পৈঃ শোভমানৈর্দিব্যপুষ্পোপবনৈরুপশোভিতে সঙ্কীর্ণপারিজাতাদিকল্পদ্রুমোপশোভিতৈরসঙ্কীর্ণৈশ্চ কৈশ্চিদন্তঃস্থপুষ্পরত্নাদিনির্মিতদিব্যলীলামণ্ডপশতসহস্রোপশোভিতৈঃ সর্বদানুভূয়মানৈরপ্যপূর্ববদাশ্চর্যমাবহদ্ভিঃ ক্রীড়াশৈলশতসহস্রৈরলঙ্কৃতৈর্নারায়ণদিব্যলীলাসাধারণৈশ্চ কৈশ্চিৎ পদ্মবনালয়াদিব্যলীলাসাধারণৈশ্চ কৈশ্চিচ্ছুকশারিকাময়ূরকোকিলাদিভিঃ কোমলকূজিতৈরাকুলৈর্দিব্যোদ্যানশতসহস্রৈরাবৃতে মণিমুক্তাপ্রবালকৃতসোপানৈর্দিব্যামলামৃতরসোদকৈর্দিব্যাণ্ডজবরৈরতিরমণীয়দর্শনৈরতিমনোহরমধুরস্বরৈরাকুলৈরন্তঃস্থমুক্তাময়দিব্যক্রীড়াস্থানোপশোভিতৈর্দিব্যসৌগন্ধিকবাপীশতসহস্রৈর্দিব্যরাজহংসাবলীবিরাজিতৈরাবৃতে নিরস্তাতিশয়ানন্দৈকরসতয়া চানন্ত্যাচ্চ প্রবিষ্টানুন্মাদয়দ্ভিঃ ক্রীড়োদ্দেশৈর্বিরাজিতে তত্র তত্র কৃতদিব্যপুষ্পপর্যঙ্কোপশোভিতে নানাপুষ্পরসাস্বাদমত্তভৃঙ্গাবলীভিরুদ্গীয়মানদিব্যগান্ধর্বেণাপূরিতে চন্দনাগরুকর্পূরদিব্যপুষ্পাব-

শঙ্করে আদর্শের পরিবর্তনসংখ্যা অল্প, রামানুজে কিন্তু সে দুইটিই একটু বেশী। যাহা হউক, এ বিষয়ে অতঃপর কোন তারতম্য নির্ধারণ করিতে হইলে আমাদের এই কয়েকটি বিষয় বিচার্য।

প্রথম—রামানুজপক্ষে যামুনাচার্য, শঠকোপ প্রভৃতি এবং শঙ্করপক্ষে গোবিন্দপাদ বা শুকদেব প্রভৃতি কিরূপ প্রকৃতির লোক?

দ্বিতীয়— পরতত্ত্বে মিশিয়া তাঁহার আনন্দে বিভোর থাকা ভাল—কি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান হই'ত পৃথক থাকিয়া তাঁহাকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হওয়া ভাল?

তৃতীয়— সেই পরতত্ত্বে একেবারে মিলিত হওয়া যায় কি না, কিম্বা চিবকাল পৃথক ভাবে থাকা যায় কি না?

প্রথম বিষয়টিব জন্য "গুরুসম্প্রদায়" দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয়টি—আমাদেব রুচিব উপর নির্ভব করে এবং তৃতীয়টিব সম্বন্ধে—যদি সেই তত্ত্ব অচিন্ত্য পদার্থ হয়, তাহা হইলে তাহাতে সকলই সম্ভব। সুতবাং তাহাও আমাদেব রুচিব উপব নির্ভর করে।

গায়িতমন্দানিলাসেব্যমানে মধ্যে দিব্যপুষ্পসঞ্চয়বিচিত্রিতে মহতি দিব্যযোগপর্যঙ্কে অনন্তভোগিনি শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠৈশ্বর্যাদিদিব্যলোকমাত্মকান্ত্যা বিশ্বমাপ্যায়যন্তং শেষশেষাশনাদিসর্বং পরিজনং ভগবতস্তত্তদবস্থোচিতপরিচর্যায়ামাজ্ঞাপয়ন্তং শীলরূপগুণবিলাসাদিভিরাত্মানুরূপয়া শ্রিয়া সহাসীনং প্রত্যগ্রোন্মীলিতসরসিজসদৃশনয়নযুগলং স্বচ্ছনীলজীমূতসঙ্কাশম্ অত্যুজ্জ্বলপীতবাসসং স্বয়া প্রভয়াতিনির্মলয়া অতিশীতলয়া অতিকোমলয়া স্বচ্ছমাণিক্যাভয়া কৃৎস্নং জগদ্ভাসয়ন্তম্ অচিন্ত্যদিব্যাদ্ভুতনিত্যযৌবনস্বভাবলাবণ্যময়ামৃতসাগরমতিসৌকুমার্যাদীষৎপ্রস্বিন্নবদালক্ষ্যমাণললাটফলকদিব্যালকাবলীবিরাজিতং প্রবুদ্ধমুগ্ধাম্বুজচারুলোচনং সবিভ্রমভ্রূলতমুজ্জ্বলাধরং শুচিস্মিতং কোমলগণ্ডমুন্নসং ললাটপর্যন্তবিলম্বিতালকম্ উদগ্রপীনাংসবিলম্বিকুণ্ডলালকাবলিবন্ধুরকম্বুকন্ধরং প্রিয়াবতংসোৎপলকর্ণভূষণশ্লথালকাবন্ধবিমর্দশংসিভিঃ চতুর্ভিরাজানুবিলম্বিভিঃ ভুজৈর্বিরাজিতম্ অতিকোমলদিব্যরেখালঙ্কৃতাতাম্রকরতলং দিব্যাঙ্গুলীয়কৈর্বিরাজিতম্ অতিকোমলদিব্যনখাবলীবিরাজিতানুরক্তাঙ্গুলীভিরলঙ্কৃতং তৎক্ষণোন্মীলিতপুণ্ডরীকসদৃশচরণযুগলম্ অতিমনোহরকিরীটমকুটচূডাবতংসমকরকুণ্ডলগ্রৈবেয়কহারকেয়ূরকটকশ্রীবৎসকৌস্তুভমুক্তাদামোদরবন্ধনপীতাম্বরকাঞ্চীগুণনূপুরাদিভিঃ অত্যন্তসুখস্পর্শৈর্দিব্যগন্ধৈর্ভূষণৈঃ ভূষিতং শ্রীমত্যা বৈজয়ন্ত্যা বনমালয়া বিরাজিতং শঙ্খচক্রগদাসিশার্ঙ্গাদিদিব্যায়ুধৈঃ সেব্যমানং স্বসঙ্কল্পমাত্রাবকল্পিতজগজ্জন্মস্থিতিধ্বংসাদিকে শ্রীমদ্বিষ্বক্সেনে ন্যস্তসমস্তাত্মৈশ্বর্যং বৈনতেয়াদিভিঃ স্বভাবতো নিরস্তসমস্তসাংসারিকস্বভাবৈর্ভগবৎপরিচর্যাকরণযোগ্যৈর্ভগবৎপরিচর্যৈকভোগৈঃ নিত্যসিদ্ধৈরনন্তৈর্যথাযোগ্যং সেব্যমানম্ আত্মভোগেনানুসংহিতপরাদিকালং দিব্যামলকোমলাবলোকনেন বিশ্বমাহ্লাদয়ন্তম্ ঈষদুন্মীলিতমুখাম্বুজনির্গতেন দিব্যাননারবিন্দশোভাজননেন দিব্যগাম্ভীর্যৌদার্যমাধুর্যচাতুর্যাদ্যনবধিকগুণগণবিভূষিতেনাতিমনোহরদিব্যভাব-গর্ভেণ দিব্যলীলালাপামৃতরসেন অখিলজনহৃদয়ান্তরাণি পূরয়ন্তং ভগবন্তং নারায়ণং ধ্যানযোগেন দৃষ্ট্বা। ততো ভগবতো নিত্যস্বাম্যমাত্মনো নিত্যদাস্যঞ্চ যথাবস্থিতমনুসন্ধায়, কদাহং ভগবন্তং নারায়ণং মম নাথং মম কুলদৈবতং মম কুলধনং মম ভোগ্যং মম মাতরং মম পিতরং মম সর্বং সাক্ষাৎকরবাণি চক্ষুষা, কদাহং ভগবৎপাদাম্বুজদ্বয়ং শিরসা সংগ্রহীষ্যামি

২। আয়ুঃ

আয়ুঃ সম্বন্ধে দেখা যায়—শঙ্করের জীবন ৩২ বৎসব; কিন্তু তাঁহাব জন্মভূমিব লোকের মতে তাঁহার আয়ুঃ ৩৬ বৎসব। আমরা জন্মপত্রিকা প্রস্তুত-কালে কিন্তু ৩৪ বৎসর স্থির কবিতে বাধ্য হইয়াছি। মৃত্যুকাল সম্বন্ধে "শঙ্কব পদ্ধতি" নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকই আমাদের অবলম্বন। এই "শঙ্কর পদ্ধতি" এখন পাওয়া যায় না। না পাইবার কারণ কি, তাহাও বুঝা যায় না। গ্রন্থেব নাম হইতে মনে হয় যে, এরূপ গ্রন্থ লোপ হওয়া অসম্ভব। তবে যদি উক্ত গ্রন্থ অন্য নামে সম্প্রদায-মধ্যে পরিচিত থাকে, তাহা হইলে তাহা অনুসন্ধানেব বিষয। অবশ্য এরূপ অনুমানেব একটি কাবণও আছে। কাবণ—উক্ত "শঙ্কব পদ্ধতি" গ্রন্থেব বচন, মহানুভব-সম্প্রদাযেব "দর্শন প্রকাশ" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইযাছে। মহানুভব সম্প্রদায়—এক প্রকাব বৈষ্ণব সম্প্রদাযেব অন্তর্গত। ইহাব পক্ষে শঙ্কব-সম্প্রদাযেব আভ্যন্তরীণ সমুদয় সংবাদ পাওযা কতকটা অসম্ভব বলা যাইতে পাবে। তাহাব পব উক্ত "দর্শন প্রকাশ" গ্রন্থ বড আধুনিক নহে। উহা ১৫৩০

কদাহং ভগবৎপাদাম্বুজদ্বয়পরিচর্যাশয়া নিরস্তসমস্তেতর ভোগাশাপহতসমস্তসাংসারিকস্বভাবঃ প্রবুদ্ধনিরতিশয়াম্যনিত্যদাস্যৈকরসাত্মকস্বভাবস্তৎপাদাম্বুজদ্বয়ং প্রবেক্ষ্যামি কদাহং ভগবৎপাদাম্বুজদ্বয় পরিচর্যাকরণযোগ্যস্তদেকভোগস্তৎপাদৌ পরিচরিষ্যামি কদা মাং ভগবান স্বকীয়যাতিশীতলয়া দৃশাবলোক্য স্নিগ্ধগম্ভীরমধুরয়া গিরা পরিচর্যায়ে মামাজ্ঞাপয়িষ্যতি ইতি ভগবৎপরিচর্যায়ামাশাং বর্দ্ধয়িত্বা তয়েবাশয়া তৎপ্রসাদোপবৃংহিতয়া ভগবন্তমুপেত্য দূরাদেব ভগবন্তং শেষভোগে শ্রিয়া সহাসীনং বৈনতেয়াদিভিঃ সেব্যমানং সমস্তপরিবারায় শ্রীমতে নারায়ণায় নম ইতি প্রণম্যোত্থায়োত্থায় পুনঃপুনঃ প্রণম্যাত্যন্তসাধ্বসবিনয়াবনতো ভূত্বা ভগবৎপার্ষদগণনায়কৈর্দ্বারপালকৈঃ কৃপয়া স্নেহগর্ভয়া দৃশাবলোকিতঃ সম্যগভিবন্দিতৈস্তৈস্তৈরেবানুমতো ভূত্বা ভগবন্তমুপেত্য শ্রীমতা মূলমন্ত্রেণ মামৈকান্তিকাত্যন্তিক পরিচর্যাকরণায় পরিগৃহ্ণীম্বেতি যাচমানঃ প্রণম্যাত্মানং ভগবতে নিবেদয়েৎ। ততো ভগবতা স্বয়মেবাত্মসঞ্জীবনেন মর্যাদাশীলবতাতিপ্রেমান্বিতেনাবলোকনেনাবলোক্য সর্বদেশসর্বকালসর্বাবস্থোচিতাত্যন্তিকশেষভাবায় স্বীকৃতোঽনুজ্ঞাতশ্চাত্যন্তসাধ্বসবিনয়াবনতঃ কিঙ্কুর্বাণঃ কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ভগবন্তমুপাসীত। ততশ্চানুভূয়মানভাববিশেষো নিরতিশয়প্রীত্যান্যৎ কিঞ্চিৎ কর্তুং দ্রষ্টুং স্মর্তুমশক্তঃ পুনরপি শেষভাবমেব যাচমানো ভগবন্তং তমেবাবিচ্ছিন্নস্রোতোরূপেণাবলোকনেনাবলোকয়ন্নাসীত ততো ভগবতা স্বয়মেবাত্মসঞ্জীবনেনাবলোকনেনাবলোক্য সস্মিতমাহূয় সমস্তক্লেশাপহং নিরতিশয়সুখাবহমাত্মীয়ং শ্রীমৎপাদারবিন্দযুগলং শিরসি কৃতং ধ্যাত্বামৃতসাগরান্তর্নিমগ্নসর্বাবয়বঃ সুখমাসীত॥ শারীরকেঽপি ভাষ্যে বা যোঽপিতঃ শরণাগতিঃ। অত্র গদ্যত্রয়ে ব্যক্তাং তাং বিদাং প্রণতোঽস্ম্যহম্। ১। লক্ষ্মীপতের্যতিপতেশ্চ দয়ৈকধাম্নো যোঽসৌ পুরা সমজনিষ্ট জগদ্ধিতার্থম্। প্রাচ্যং প্রকাশয়তু নঃ পরমং রহস্যং সংবাদ এষ শরণাগতিমন্ত্রসারঃ ॥ ২॥ বেদবেদান্ততত্ত্বানাং তত্ত্বযাথাত্ম্যবেদিনে। রামানুজায় মুনয়ে নমো মম গরীয়সে ॥ ৩॥ বন্দে বেদান্তকর্পূরচামীকরকরণ্ডকম্। রামানুজাচার্যমাচার্যাণাং চূড়ামণিমহর্নিশম্ ॥ ৪॥ ভূষীকৃতবিবিধার্দিনবসুরবিভূতয়ঃ। রামানুজপদাম্বুজসমাশ্রয়ণশালিনঃ ॥ ৫॥ ইতি শ্রীমদ্ রামানুজাচার্যকৃতং গদ্যত্রয়ং সম্পূর্ণম্। শ্রীরঙ্গমঙ্গলমহোৎসববর্ধনায় বেদান্তপন্থপরমার্থসমর্থনায়। কৈঙ্কর্যলক্ষণবিলক্ষণমোক্ষভাজো রামানুজো বিজয়তে যতিরাজরাজঃ॥ ৬॥

শকাব্দতে মারাঠী ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থে ভাগবত, ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বচনগুলি সাবধানতার সহিত উদ্ধৃত—তাহাও দেখা যায়। ইহার মতে শঙ্করের দেহান্তকাল ৭২০ খ্রীস্টাব্দ। শ্লোকটি এই :

যুগ্ম-পয়োধ-রসান্বিত-শাকে, রৌদ্রক-বৎসর উর্জক-মাসে।
বাসর ঈজ্য উত্তাচলমান কৃষ্ণাতিথৌ দিবসে শুভযোগে ।। ১২০।।

অর্থাৎ যুগ্ম = ২, পয়োধ = ৪ এবং রসা = ৬; অঙ্কের বামাগতি, সুতরাং ৬৪২ শকাব্দ পাওয়া যায়।*

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবন সম্বন্ধেও যে সকলে এক-মত তাহা নহে। কোন মতে তিনি ৬৯, কোন মতে ১২০ এবং কোন মতে ১২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। মান্দ্রাজের এক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও, এম. এ. বি. এল-এর মতে রামানুজের জীবন প্রায় ৮০ বৎসর; ১২০ বা ১২৮ বৎসর হইতে পারে না। তাঁহার মতে রামানুজের মৃত্যুকাল ঠিক, কিন্তু জন্মকাল আরও পরে। যাহা হউক, আমরা প্রচলিত মতই অবলম্বন করিলাম। সুতরাং দেখা যাইতেছে—শঙ্করের জীবন ৩২ হইতে ৩৬ বৎসরের ভিতর এবং রামানুজের জীবন আন্দাজ ৮০ হইতে ১২০ বৎসরের ভিতর। যাহা হউক, আয়ুদ্বারা তারতম্যনির্ণয় করিতে হইলে এই কয়টি বিষয় চিন্তনীয়—

১। সাধারণ মানুষের পক্ষে জন্মাদির কারণ—ভোগবাসনা।

২। অবতারকল্প মহাপুরুষের জন্মের কারণ—ধর্মসংস্থাপন।

৩। নিজ নিজ কার্য শেষ হইলে সকলকেই প্রস্থান করিতে হইবে।

৪। সামর্থ্যানুসারে কার্য শীঘ্র বা বিলম্বে নিষ্পন্ন হয়।

৫। মতের প্রভাব বা কার্যের গুরুত্ব। এক্ষণে আচার্যদ্বয়ের কীর্তির কথা স্মরণ করিয়া বুঝিতে হইবে—আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠত্ব।

* এস্থলে একটি বিষয়ে জ্ঞাতব্য এই যে, শঙ্করাচার্য-রচিত "দেব্যপরাধ ভঞ্জন" নামক স্তোত্রে দেখা যায় তিনি বলিতেছেন "মা আমার ৮৪ বৎসর বয়স হইতে চলিল আর কবে আমার প্রতি কৃপা করিবেন" ইত্যাদি। কিন্তু এতদ্দ্বারা প্রচলিত শঙ্করের ৩২ বা ৩৬ বৎসর আয়ুর কোন অন্যথাপ্রমাণ হয় না। কারণ, এই স্তবটি কোন বৃদ্ধবিশেষের জন্য লিখিত। যেমন গঙ্গাস্তবটি বিধবার জন্য লিখিত। ইহা উক্ত স্তব-পাঠেই জানা যায়। তাহার পর "রসা" শব্দে ১ না ধরিয়া ৬ ধরা হইয়াছে। ৬ ধরিবার হেতু এই যে রসাতল সপ্তপাতালের মধ্যে ষষ্ঠ। ১ ধরিলে ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত অত্যন্ত বিরোধ হয়। এ বিষয় পরে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৩। উপাধি

কাশ্মীরের শারদাদেবী পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত শঙ্করের 'সর্বজ্ঞ' উপাধি সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু রামানুজকে স্বয়ং 'ভাষ্যকার' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে উপাধিজন্য মহত্ত্বাদি বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, শারদাদেবী শঙ্করকে 'সর্বজ্ঞ' উপাধি দান করায় একদিকে যেমন শঙ্করের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, অপর দিকে তদ্রূপ রামানুজকে 'ভাষ্যকার' উপাধি দান করায় তাঁহারও শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইয়া যায়। কারণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার হইতে হইলে সর্বজ্ঞতা ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং এতদ্দ্বারা উভয়কে সমান বা অভিন্ন প্রকার বলাই সঙ্গত মনে হয়। তবে বুদ্ধের উপাধি ছিল "সর্বজ্ঞ"; শঙ্করে তাহা যেমন গৌরবসূচক, রামানুজের "ভাষ্যকার" উপাধি তদ্রূপ রামানুজের গৌরবসূচক মনে হয়।

কিন্তু এ বিষয়ে একটু বিচারও চলিতে পারে। রামানুজকে শারদাদেবী যেরূপ আদর ও সম্মান করিয়াছিলেন, রামানুজের নিকট শঙ্করের ব্যাখ্যার যেরূপ নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, দেবীর নিকট রামানুজ শ্রেষ্ঠ ও শঙ্কর নিকৃষ্ট। কিন্তু রামানুজের জীবনচরিতকারগণের মধ্যে এস্থলে যেরূপ মতভেদ দেখা যায়, তাহাতে তাঁহাদের কোন্ কথাটি ঠিক, তাহা বলা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, যাঁহাকে শারদাদেবী স্বয়ং "বোধায়নবৃত্তি" দান করেন, তাঁহার নিকট হইতে পণ্ডিতগণ কিরূপে তাহা কাড়িয়া লইতে সাহসী হন, বুঝা যায় না।

যদি কাহারও মতে বলা যায়—'বোধায়নবৃত্তি' রামানুজকে শারদাদেবী স্বয়ং প্রদান করেন নাই—রাজা তাঁহাকে দিয়াছিলেন; তাহা হইলেও যাঁহাকে রাজা ও দেবী এত সম্মান করিলেন, তাঁহার প্রতি পণ্ডিতগণের ঐরূপ ব্যবহার কি সম্ভব? আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তিনি কি কোনরূপে রাজাকে তাহা পুনরায় জানাইতে পারিতেন না? রাজা জানিতে পারিলে তিনি পুনরায় উহা পাইতে পারিতেন, অথবা শ্রীশৈলপূর্ণকর্তৃক কালহস্তীশ্বরে গোবিন্দকে আনিবার কালে যাহা ঘটিয়াছিল, এ স্থলে সেইরূপও ঘটিতে পারিত, অর্থাৎ শারদাদেবী স্বপ্নের দ্বারা পণ্ডিতগণকে নিবারণ করিতে পারিতেন। তাহার পর, শঙ্কর-জীবনচরিতকারগণও যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে শারদাদেবী শঙ্করকে রামানুজ অপেক্ষা যে কোনরূপ কম সম্মান করিয়াছিলেন—তাহা নহে। সুতরাং এজন্য উভয়ের মধ্যে তারতম্য করা চলে না।

এখন দেখা যাউক—দেবীকর্তৃক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপাধিদান ও

পণ্ডিতগণপ্রদত্ত উপাধি-সমর্থন-দ্বারা কিরূপ তারতম্য প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, রামানুজকে শারদাদেবী স্বয়ং 'ভাষ্যকার' উপাধি প্রদান করেন এবং শঙ্করের পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত 'সর্বজ্ঞ' উপাধি সমর্থন করেন। কিন্তু যখনই দেখি, পণ্ডিতগণ রামানুজের প্রাণবধার্থ অভিচার কর্ম করেন, কিন্তু শঙ্কর সম্বন্ধে তাহা করেন নাই। যখন দেখি, কাশ্মীরে যেরূপ শঙ্কর-ভাষ্যের আদর, রামানুজের তাহার কিছুই নাই, তখনই কি বলা যায় না যে, কাশ্মীরী পণ্ডিতগণের নিকট রামানুজের 'ভাষ্যকার' উপাধি বিবাদশূন্য বিষয় ছিল না? পক্ষান্তরে দেখা যায় শঙ্করের 'সর্বজ্ঞ' উপাধি বিবাদশূন্য বিষয় হইয়াছিল।

তাহার পর, দেবীকর্তৃক শঙ্করের 'সর্বজ্ঞ' উপাধি সমর্থন করা, আর দেবীকর্তৃক প্রদান ইহা একই কথা। কারণ, দেবীরই নিয়ম যে, যিনি তত্রত্য সকল পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া পীঠে আরোহণ করিবেন, তিনিই 'সর্বজ্ঞ' উপাধি পাইবেন। সুতরাং শারদাদেবীকর্তৃক স্বয়ং প্রদত্ত বলিয়া রামানুজের জীবনচরিতকারগণ তাঁহাকে শঙ্কর অপেক্ষা কতদূর শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করিতে পারিলেন, তাহা বিবেচ্য।

তাহার পর, যদি বলা যায় যে শারদাদেবী রামানুজের নিকট শঙ্কর-কৃত "কপ্যাস" শ্রুতি-ব্যাখ্যার নিন্দা করিয়াছিলেন, সুতরাং শঙ্করকে রামানুজের সমান বলাও অন্যায়। তাহাও ঠিক নহে। কারণ, রামানুজসম্প্রদায় শঙ্কর-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদী। আর যদি বিরুদ্ধবাদীর কথা লইতে হয়, তাহা হইলে তাহা উভয় পক্ষেরই সম্বন্ধে লওয়া উচিত। আমরা কিন্তু কাহারও সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধবাদীর কথা গ্রহণ করি নাই এবং করিবও না। বিরুদ্ধবাদী কি না বলেন। বস্তুতঃ এ বিরোধের মীমাংসা আমাদের না করিতে হইলেই ভাল। আমরা দুইজনকেই যথাসাধ্য মান্য করিয়া তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চাহি।

তাহার পর, রামানুজ-জীবনচরিতকারগণের মতে শঙ্করও না-কি শারদাদেবীর নিকট উক্ত "কপ্যাস" শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এ কথাটি কিন্তু সম্ভবপর নহে। কারণ, শঙ্করের সময় শ্রুতি-ব্যাখ্যা লইয়া যত বিরোধ ঘটিবার কথা, শ্রুতিবিরুদ্ধ মতের সহিত বিরোধ ঘটিবার তাহা অপেক্ষা অধিক সম্ভাবনা। শঙ্করের সময় বৌদ্ধ ও কাপালিকগণের প্রাধান্য অধিক ছিল, তৎসম্বন্ধীয় আন্দোলনই তাঁহার সময় হওয়া সম্ভব। শ্রুতির অর্থ লইয়া বিবাদ সম্ভবপর নহে। অগ্রে শ্রুতি সর্বসাধারণে মানিবে, তবে তো তাহার ব্যাখ্যায় মতভেদ হইবে? আর শঙ্করের সময় "কপ্যাস" শ্রুতি এমন কিছু বিবাদাস্পদ শ্রুতি ছিল না যে,

শঙ্কর ইহা দেবীর নিকট ব্যাখ্যা করিতে যাইবেন। বরং যাদবপ্রকাশের সঙ্গ-গুণে রামানুজের সময়ই ইহা বিবাদাস্পদ শ্রুতিতে পরিণত হয়। সুতরাং ইহা রামানুজই দেবীকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবেন—ইহাই সম্ভব। এস্থলে রামানুজের জীবনচরিতকারগণের বর্ণিত শারদাদেবীর মুখে শঙ্করের নিন্দা প্রভৃতি আমাদের আলোচনা না করিয়া তুলনা করিলেই ভাল।

৪। কুলদেবতা

শঙ্করের কুলদেবতা —কৃষ্ণ, রামানুজের কুলদেবতা—নারায়ণ। এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি করিলে বলিতে হয়, উভয়ের মধ্যে উপাস্য সম্বন্ধে ঐক্য থাকা সম্ভব। তবে রামানুজ কৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ জ্ঞান করেন এবং শঙ্করও সম্ভবতঃ তাহাই করিতেন। কারণ, গীতাভাষ্যের ভূমিকাতে তিনি বলিয়াছেন যে, "বাসুদেবাৎ অংশেন কৃষ্ণ কিল সংবভূব" ইত্যাদি। অবশ্য তাহাও শঙ্করের মতে মায়া, কারণ, তাঁহার মতে ভগবানের অংশ হইতে পারে না। তিনি কৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে সেই স্থলেই লিখিয়াছেন যে—"দেহবান্ ইব, জাত ইব" ইত্যাদি। পক্ষান্তরে রামানুজমতে অংশাবলম্বনে আবির্ভাব অসম্ভব নহে। তবে গোলকের কৃষ্ণ, নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই পূজিত হন।

৫। গুরুসম্প্রদায়

এবার আমাদের বিচার্য—আচার্যদ্বয়ের গুরু-সম্প্রদায়। গুরুর খ্যাতিতে সকল সমাজেই শিষ্যেরও খ্যাতি হইয়া থাকে। এজন্য এ বিষয়টিও অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে আচার্যের গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে সকলে এক মত নহেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেখা যায়। আমি যতগুলি মত জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম—

শঙ্করাচার্য বিরচিত সন্ন্যাস পদ্ধতি মতে—

১। ব্রহ্মা, ২। বিষ্ণু, ৩। রুদ্র, ৪। বশিষ্ঠ, ৫। শক্তি, ৬। পরাশর, ৭। ব্যাস, ৮। শুক, ৯। গৌড়পাদ, ১০। গোবিন্দপাদ, ১১। শঙ্করাচার্য।

কাশীর সন্ন্যাসিগণ মধ্যে প্রচলিত—

১। নারায়ণ, ২। ব্রহ্মা, ৩। বশিষ্ঠ, ৪। শক্তি, ৫। পরাশর, ৬। ব্যাস, ৭। শুক, ৮। গৌড়পাদ, ৯। গোবিন্দপাদ, ১০। শঙ্করাচার্য।

দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত মতে—

১। মহেশ্বর, ২। নারায়ণ, ৩। ব্রহ্মা, ৪। বশিষ্ঠ, ৫। শক্তি, ৬। পরাশর,

৭। ব্যাস, ৮। শুক, ৯। গৌড়পাদ, ১০। গোবিন্দপাদ, ১১। শঙ্করাচার্য।

দক্ষিণমার্গ তন্ত্র মতে—

১। কপিল, ২। অত্রি, ৩। বশিষ্ঠ, ৪। সনক, ৫। সনন্দন, ৬। ভৃগু, ৭। সনৎসুজাত, ৮। বামদেব, ৯। নারদ, ১০। গৌতম, ১১। শৌনক, ১২। শক্তি, ১৩। মার্কণ্ডেয়, ১৪। কৌশিক, ১৫। পরাশর, ১৬। শুক, ১৭। অঙ্গিরা, ১৮। কণ্ব, ১৯। জাবালি, ২০। ভরদ্বাজ, ২১। বেদব্যাস, ২২। ঈশান, ২৩। রমণ, ২৪। কপর্দী, ২৫। ভূধর, ২৬। সুভট, ২৭। জলজ, ২৮। ভূতেশ, ২৯। পরম, ৩০। বিজয়, ৩১। ভরণ, ৩২। পদ্মেশ, ৩৩। সুভগ, ৩৪। বিশুদ্ধ, ৩৫। সমর, ৩৬। কৈবল্য, ৩৭। গণেশ্বর, ৩৮। সুযাত, ৩৯। বিবুধ, ৪০। যোগী, ৪১। বিজ্ঞান, ৪২। নগ, ৪৩। বিভ্রম, ৪৪। দামোদর, ৪৫। চিদাভাস, ৪৬। চিন্ময়, ৪৭। কলাধর, ৪৮। বীরেশ্বর, ৪৯। মন্দার, ৫০। ত্রিদশ, ৫১। সাগর, ৫২। মৃড়, ৫৩। হর্ষ, ৫৪। সিংহ, ৫৫। গৌড়, ৫৬। বীর, ৫৭। ঘোর, ৫৮। ধ্রুব, ৫৯। দিবাকর ৬০। চক্রধর, ৬১। প্রমথেশ, ৬২। চতুর্ভুজ, ৬৩। আনন্দভৈরব, ৬৪। ধীর, ৬৫। গৌড়, ৬৬। পাবক, ৬৭। পরাচার্য, ৬৮। সত্যনিধি, ৬৯। রামচন্দ্র, ৭০। গোবিন্দ, ৭১। শঙ্করাচার্য।

রামানুজসম্প্রদায়ের "গুরুপরম্পরা প্রভাব" মতে যথা।

১। বিষ্ণু, ২। পেইহে, ৩। পুদত্ত, ৪। পে আলোয়ার, ৫। তিরুমড়িশ, ৬। শঠারি, ৭। মধুর কবি, ৮। কুলশেখর, ৯। পেরিয়া আলোয়ার, ১০। ভক্তপদরেণু, ১১। তুরুপ্পান, ১২। তিরুমঙ্গই, ১৩। শ্রীনাথ মুনি, ১৪। ঈশ্বর মুনি, ১৫। যামুন মুনি, ১৬। মহাপূর্ণ, ১৭। রামানুজাচার্য।

শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের পুস্তক মতে—

১। বিষ্ণু, ২। লক্ষ্মী, ৩। সেনেশ, ৪। শঠকোপ, ৫। নাথযোগী, ৬। পুণ্ডরীকাক্ষ, ৭। রামমিশ্র, ৮। যামুনাচার্য, ৯। মহাপূর্ণ, ১০। রামানুজাচার্য।

উভয় সম্প্রদায়ে দেখা যায়, আদি গুরু—ভগবান নারায়ণ। শঙ্করসম্প্রদায়ে কিন্তু কোন মতে নারায়ণ প্রথম, কোন মতে দ্বিতীয়, এই মাত্র প্রভেদ। তবে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মধ্যে বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস ও শুকের মত মুনি ঋষি রামানুজ-সম্প্রদায়ে নাই। রামানুজের উভয় মতেই লক্ষ্মীর পরই সেনেশ বা পেইহে ইত্যাদি। সেনেশ শব্দে বিশ্বক্সেন বুঝায়। কিন্তু "গুরুপরম্পরা প্রভাব" মতে আবার দেখা যায় ষষ্ঠ গুরু শঠারিই সেনেশ। যাহা হউক, রামানুজসম্প্রদায়ের

গুরুপরম্পরাতে মুনি-ঋষি কেহ দেখা যাইতেছে না। পোইহে প্রভৃতি সকলেই তম্মতে ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অস্ত্রশস্ত্রাদির অবতার, পৌরাণিক মুনি-ঋষি কেহ নহেন।

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গৌড়পাদ একজন সিদ্ধযোগী। ইনি যত দিন ইচ্ছা দেহ রাখিতে পারেন, অথবা দেবীভাগবতের মতে ইনি ছায়া শুকদেবের সন্তান। * শুক ব্রহ্মজ্ঞানানন্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ব্যাসের অনুরোধে ছায়া আকারে গৃহে ফিরিয়া আসেন; ইনিই সেই ছায়া শুক। গোবিন্দপাদ—শেষাবতার, ইনিই এক সময়ে পতঞ্জলি-রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি সেই পতঞ্জলিদেব, যোগসাহায্যে কলিকালে শঙ্করাবির্ভাব পর্যন্ত দেহরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। মাধবের গ্রন্থেও এ কথার ইঙ্গিত আছে, যথা—

"একাননেন ভুবি যস্ত্ববতীর্য শিষ্যানন্বগ্রহীন্ননু স এব পতঞ্জলিম্॥"

মাধবীয় শঙ্কর-বিজয় ৫ম অধ্যায় ৯৫ শ্লোক।

যোগশক্তিতে অবিশ্বাসী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শুকদেব ও গৌড়পাদের মধ্যে বহু সহস্র বৎসর ব্যবধান হওয়ায় শঙ্কর-সম্প্রদায় মুনিঋষিগণের সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বিবেচিত হন। কারণ, ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা চীন ভাষায় অনুবাদ, খ্রীস্টীয় ৫ম শতাব্দীতে দৃষ্ট হয় এবং তিনি আবার বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মতের প্রবর্তক 'সিদ্ধ নাগার্জুনের' গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। নাগার্জুনের সময় যদিও স্থির হয় নাই, তথাপি এইটুকু স্থির যে, তিনি খ্রীস্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দীর বেশী পূর্বে নহেন। এজন্য গৌড়পাদকে খ্রীস্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক স্বীকার করাই উচিত। তান্ত্রিক গুরুপরম্পরা মতেও এক গৌড়পাদ শঙ্করের পঞ্চম ও অন্য গৌড়পাদ পঞ্চদশপুরুষ পূর্বে আবির্ভূত। আর যদি গৌড়পাদকে ছায়া-শুক-সন্তান পৌরাণিক পুরুষ ধরা যায়, তাহা হইলেও সেই দোষ। কারণ, গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদে অস্বাভাবিক ব্যবধান আসিয়া পড়ে। গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদকে শঙ্করের গুরু ও পরমগুরু হইতে হইলে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত থাকিতে হয়। এখন কুরুক্ষেত্রের সময় ব্যাস ও শুক ছিলেন, আর কুরুক্ষেত্রসমর এক মতে কলির প্রারম্ভে, অপর মতে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে। পতঞ্জলিদেব যদি পাণিনির ভাষ্যকার হয়েন এবং তিনিই যদি গোবিন্দপাদ হন, তাহা হইলেও অসুবিধা। কারণ, তিনি খ্রীস্টীয় পূর্ব-শতাব্দীর

* আমাদের দেশে যে দেবী-ভাগবত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে গৌড় স্থলে গৌর পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রকাশক : শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহাশয়, পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা।

লোক, আর শঙ্কর কোথায় ৭ম শতাব্দীতে আবির্ভূত। ব্যাসের সমসাময়িক বা শিষ্য পতঞ্জলির তো কথাই নাই। যদি কেহ বলেন, শঙ্করই কেন ঐ সময়ের লোক হউন না। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে । কারণ, তিনি যেসমস্ত ব্যক্তিগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সময়ের লোক নহেন, তাহা স্থির।*

যাহা হউক, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা যে ব্যাস ও শুক সহ অবিচ্ছিন্ন, সে সম্বন্ধে পূর্বোক্ত গুরুপরম্পরা দৃষ্টে ঐতিহাসিকের নিকট সন্দেহাবসর থাকে। কিন্তু শঙ্কর যখন নিজের সূত্রভাষ্যে গৌড়পাদকে একবার 'সম্প্রদায়বিৎ'' এবং অন্যত্র '' বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিৎ'' বলিয়াছেন এবং তান্ত্রিক গুরুপরম্পরা মতে যখন ব্যাস ও শঙ্করের মধ্যে ৫০ জন গুরুর নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন প্রচলিত গুরুপরম্পরা যে, সকল আচার্যেরই নাম নহে, তাহা স্থির। উহা তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ বিখ্যাত, তাঁহাদের নাম বলিয়া বোধ হয়। আমি ঠিক এই অনুমান করিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে কাশ্মীব হইতে উক্ত তান্ত্রিক গুরুপরম্পরাটি পাইয়াছি। উহা শঙ্করাচার্যের প্রশিষ্য লিখিত ''বিদ্যার্ণব'' তন্ত্র-মধ্যে উল্লিখিত আছে। বস্তুতঃ সর্বত্রই শঙ্করের নামে দক্ষিণাচারী নামে এক তান্ত্রিক সম্প্রদায় আছে; ইহার অন্যথা প্রমাণ করা দুরূহ। সুতরাং বলা যায়, শঙ্করসম্প্রদায় ব্যাস-সহ অবিচ্ছিন্ন। আর যোগশক্তিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে কোন কথাই নাই কারণ, তাঁহাদের মতে গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদ উভয়েই যোগী, তাঁহারা যতদিন ইচ্ছা বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

রামানুজ-সম্প্রদায়ে তো ব্যাস ও শুকের সহিত সম্বন্ধই নাই। যদি রামানুজের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য বোধায়ন-মুনির বৃত্তি-সম্মত হয় এবং তাহা যদি আবার রামানুজেরও অভিমত হয়, তাহা হইলে বোধায়নকে গুরুপরম্পরা মধ্যে কেন গণ্য করা হইল না—বুঝিতে পারি না। তবে হইতে পারে যে, বোধায়ন বাস্তবিকই রামানুজের গুরু-পরম্পরার মধ্যে একজন ছিলেন। সংক্ষেপে বলিবার জন্য তাঁহার নাম গৃহীত হইত না—এই মাত্র; তাহা হইলেও আশ্চর্যের বিষয়—রামানুজ বা তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় কেন তাঁহাকে নূতন করিয়া পরম্পরার মধ্যে স্থান দিলেন না?

তাহার পর এই বোধায়নবৃত্তি বস্তুতঃই ছিল কি না—-অনেকে সন্দেহ করেন; কারণগুলি নিম্নে একে একে লিপিবদ্ধ করিলাম—

* আচার্যের সময় সম্বন্ধে এসব কথা আমি বিস্তৃতভাবে আমার শ্রীশঙ্করাচার্য নামক পুস্তকে আলোচনা করিয়াছি। এই তুলনার নিমিত্ত এই গ্রন্থমধ্যে আমি যে শঙ্করের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছি তাহাতে ৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে শঙ্করের জন্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থের কোষ্ঠীবিচার দ্রষ্টব্য।

১। শঙ্করের ন্যায় আচার্য বোধায়নের নাম করেন নাই।

২। তাঁহার কোন টীকাকারও বোধায়নের নাম করেন নাই। কেবল বিদ্যারণ্য স্বামী রামানুজের অনুসরণ করিয়াই তাহা করিয়াছেন, কিন্তু কোন বাক্যাদি উদ্ধৃত করেন নাই।

৩। শঙ্কর যে বৃত্তিকারের নাম করিয়াছেন, তাহা অনেক কারণে কখন কখন উপবর্ষকেই বুঝাইতে পারে ; কারণ, উপবর্ষ—

ক। ব্রহ্মসূত্র ও পূর্বমীমাংসা উভয়েরই বৃত্তিকার, ইহা পার্থসারথি মিশ্রের "শাস্ত্র দীপিকাতেই" উক্ত হইয়াছে।

খ। শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে যে স্থানে উপবর্ষের নাম করিয়াছেন, সেখানে টীকাকারগণ উপবর্ষকেই বৃত্তিকার বুঝিয়াছেন।

গ। উপবর্ষ অতি প্রাচীন, বৈয়াকরণিক পাণিনি-মুনির গুরু।

ঘ। উভয় মীমাংসার টীকাকার হওয়ায় উপবর্ষ রামানুজের ন্যায় জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী হইতে পারেন, ইত্যাদি।

৪। পুরাণে রামানুজের পর্যন্ত নাম দেখা যায়, কিন্তু বোধায়ন-বৃত্তির নাম নাই। গরুড়পুরাণে ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলা হইয়াছে।

৫। কাশীর পণ্ডিতগণেরও এই মত, যথা— মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহোদয়-সম্পাদিত "অদ্বৈত-সিদ্ধি-সিদ্ধান্ত সার" গ্রন্থের ভূমিকা, ইত্যাদি।

৬। বোধায়ন ঋষি শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থকার, কিন্তু তিনি যে ব্যাসশিষ্য, অথবা তিনিই যে ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তিকার তাহার প্রমাণ নাই।

৭। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অংশ ৪র্থ অধ্যায়ে "বোধ্য" বা "বোধি" নামক একজন, ব্যাসপ্রশিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বোধায়ন তাহার প্রমাণ নাই।

৮। শঙ্করের পর, শঙ্করের 'মত' নিরাশ করিয়া 'ভাস্করাচার্য' এক ভাষ্য রচনা করেন, তাহাতে তিনি শঙ্করের ব্যাখ্যাকে স্বকপোলকল্পিত বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন এবং নিজের ব্যাখ্যাকে সূত্রের স্পষ্টার্থযুক্ত ব্যাখ্যা বলিয়াছেন। এখন যদি তিনি ব্যাসশিষ্য বা আর্য বোধায়ন বৃত্তির অস্তিত্ব অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি কি নিজে নূতন করিয়া ভাষ্য রচনা করিতে যাইতেন, অথবা নিজভাষ্য-মধ্যে তাঁহার নাম পর্যন্তও উল্লেখ করিতেন না !—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে যে-কথা উঠিতে পারে, তাহাও আমাদের চিন্তা করা উচিত। বস্তুতঃ ইহার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। কারণ, আচার্য যদি

উপবর্ষকেই বৃত্তিকার ভাবিতেন, তাহা হইলে কখন 'অপরে' 'কেচিৎ' এবং কখন ''ভগবান উপবর্ষ'' এরূপ বাক্য কেন ব্যবহার করিবেন, সর্বত্রই একরূপ বাক্য ব্যবহার করিতেন। এজন্য উভয় দিক দেখিলে মনে হয়, এই বৃত্তিকার উপবর্ষের পরবর্তী এবং শঙ্করের পূর্ববর্তী। ইনি ঋষি বা ব্যাসশিষ্য বলিয়া শঙ্করের সময় সম্মানিত হইতেন না। এই বৃত্তিকার ব্যাস-শিষ্য হইলে উপবর্ষ অপেক্ষা প্রাচীন ও সম্মানার্হ হইতেন, কিন্তু শঙ্কর উপবর্ষকেই 'ভগবান' বলিয়াছেন এবং বৃত্তিকারের মত বহু স্থলে খণ্ডন করিয়াছেন। বোধ হয় উপবর্ষের বৃত্তি আচার্যের অভিমত ছিল। তাহার পর, রামানুজ নিজেও কোন স্থলে বোধায়নকে ব্যাসশিষ্য বা প্রশিষ্য বলেন নাই। রামানুজের শিষ্যগণই তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। অতএব বোধায়ন একজন ভিন্ন বৃত্তিকার। যাহা হউক, এই বোধায়নও রামানুজের গুরুসম্প্রদায়মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন নাই।

তাহার পর ইহাদের গুরুসম্প্রদায়মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ইতর জাতি এবং একজন দস্যুও আছেন। অবশ্য তাহা হইলেও ইহারা সকলেই পরম ভক্ত। যাহা হউক, ইহাদের বিবরণ এইরূপ, যথা--

১। বিষ্ণু—পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ইনি স্বয়ং নারায়ণ।

২। পেইহে—ইনি ভগবানের পাঞ্চজন্যাংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জন্মস্থান কাঞ্চীপুরী। ইনি সরোবরমধ্যে যোগনিমগ্ন থাকিতেন, এজন্য ইহার নাম 'সরযোগী'। অদ্যাবধি সরোবরমধ্যে মন্দিরে ইহার ধ্যান-নিমীলিত মূর্তি বিদ্যমান। ইনি দ্বাপরযুগে স্বর্ণপদ্মের ভিতর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩। পুদত্ত—ইনি মান্দ্রাজ হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে তিরুবড়মমলই নামক স্থানে নারায়ণের গদাংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নাস্তিক-গর্ব খর্বকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনিও দ্বাপর যুগের লোক।

৪। পে—মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশে মলয়াপুরে একটি কূপমধ্যে ইহার জন্ম হয়। ইনি সদা হরি-প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন এবং ভগবানের খড়্গাংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও দ্বাপরযুগে আবির্ভূত হন।

৫। তিরুমড়িশি—ইনি ভগবানের সুদর্শনাংশে মহীসারপুরে ৪২০২ পূর্ব-খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাকে লোক মহীসারপুরের অধীশ্বর বলিয়া সম্মান করিত। ইনি প্রতিদিন তুলসী ও কুসুমমাল্য রচনা করিয়া ভগবচ্চরণে অর্পণ করিতেন। মহীসারপুর-বর্তমান তিরুমড়িশি; ইহা পুণামেলির দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

৬। শঠারি—ইঁহার অপর নাম শঠকোপ, শঠরিপু, বা পরাঙ্কুশ ইত্যাদি। ইনি কলিযুগের প্রারম্ভে (?) অর্থাৎ ৩১০২ পূর্ব-খ্রীস্টাব্দে পাণ্ড্য দেশস্থ কুরুকাপুরীতে চণ্ডাল বংশসম্ভূত সম্পত্তিশালী ভূম্যধিকারী 'কারি'র ঔরসে 'নাথ নায়িকার' গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 'নাথ নায়িকা' মালাবার দেশীয় তি চবনপরিচার গ্রামের অধিবাসী 'কমলাইধিত বক্ষে'র কন্যা ছিলেন। ইঁহারা বংশপরম্পরায় মহাবিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। বিভূতিনাথের পুত্র ধর্মধর, তৎপুত্র চক্রপাণি, তৎপুত্র অচ্যুত, তৎপুত্র পাতাল লোচন, তৎপুত্র পোরকারি, তৎপুত্র কারি, তৎপুত্র মার বা শঠকোপ। ইঁহাকে বিশ্বক্সেনের দ্বিতীয় অবতার বলা হয়। শ্রীনাগরী কুরুকাপুরী বা কুরুকুর, তিরুনাভেলির নিকট তাম্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত। ঐতিহাসিকের মতে ইনি খ্রীস্টীয় ৮/৯ম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। ইনি জন্মাবধি ১৬ বৎসর জড়পিণ্ডবৎ অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আচার্য রামানুজ ইঁহারই মতের প্রচার করিয়াছিলেন।

৭। মধুর কবি—ইনি ভগবানের গরুড়াংশে কুরুকাপুরীর নিকট একটি স্থানে ৩২২৪ পূর্ব-খ্রীস্টাব্দে (?) জন্মগ্রহণ করেন। শঠারি ইঁহার গুরু ছিলেন। ইঁহার কাবতা অতি মধুর বলিয়া ইঁহাকে মধুরকবি বলা হইত। ইনি অযোধ্যা হইতে একটি আলোকরশ্মি অবলম্বন করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে শ্রীনাগরী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় আলোকমূলে শঠারিকে দেখিয়া তাঁহার শিষ্য হন।

৮। কুলশেখর—ইনি কেরল দেশের রাজা ছিলেন। মালাবার দেশে চোলপট্টন বা তিরুভঞ্জিকোলম্ নামক স্থানে ৩১০২ পূর্ব (?) খ্রীস্টা ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ভগবানের কৌস্তুভাংশে জগতে অবতীর্ণ হইযাছিলেন এবং সর্বজন সমক্ষে রথারোহণপূর্বক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ইঁহার জন্মকাল মালাবার দেশে প্রচলিত কেরলোৎপত্তিতে কিন্তু অন্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে ইনি খ্রীস্টীয় ৩য় শতাব্দীর লোক।

৯। পেরিয় আলোয়ার—ইঁহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ইনি ৩০৫৬ পূর্ব-(?) খ্রীস্টাব্দে শ্রীবিল্লিপত্তুর নগরে বিষ্ণুর রথাংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার কন্যা "অণ্ডাল"। অণ্ডাল ভগবান রঙ্গনাথ নামক বিষ্ণুবিগ্রহকে বিবাহ করিতে আসিয়া বিষ্ণুবিগ্রহে মিশিয়া যান। আচার্য রামানুজ ইঁহার ২.তত্ত্বারক্ষা করিয়াছিলেন। (৪১৪ পৃঃ দ্রঃ)

১০। ভক্ত-পদরেণু বা তোণ্ডায়াড়ি পেয়েড়ি আলোয়ার—ইনি ভগবানের

বনমালার অংশে জন্মিয়াছিলেন। চোলরাজ্যস্থ মাণ্ডুসুড়িপুর ইঁহার জন্মস্থান। ইহা বর্তমান ত্রিচিনাপল্লির নিকট। ইঁহার জন্মকাল ২৮১৪ পূর্ব-খ্রীস্টাব্দ (?)। ইনি নিত্য ভগবানকে মাল্যদ্বারা অর্চনা করিতেন, এজন্য ইঁহাকে ভগবানের বনমালার অবতার বলা হয়।

১১। তিরুপ্পান আলোয়ার—ইঁহার অপর নাম—মুনিবাহন। ইনি খ্রীস্টীয় ১০০ অব্দে (?) ওরায়ুর নামক স্থানে চণ্ডালবংশে ভগবানের শ্রীবৎস অংশে জন্মগ্রহণ ক'েন। ইনি অতি সুগায়ক ছিলেন ও গান করিতে করিতে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। ইনিও একজন পরমভক্ত। এক দিন পথে গান করিতে করিতে ইনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন। রঙ্গনাথেব এক সেবক ভগবানের জন্য জল আনিতে যাইতেছিলেন। পথ অবরুদ্ধ দেখিয়া সেবক লোষ্ট্রাঘাতে তিরুপ্পানেব সংজ্ঞাসাধন করেন; কিন্তু জল আনিয়া দেখেন—মন্দির অবরুদ্ধ, কাজেই ভগবানের নিকট যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে ভাবিয়া ক্ষমা ভিক্ষা কবিতে থাকেন। ভগবান ভিতর হইতে উক্ত চণ্ডালকে স্কন্ধে করিয়া তাঁহার মন্দিব বেষ্টন করিতে তাঁহাকে আদেশ করেন। সেবক তাহা করিল। অতঃপর দ্বারও উদ্‌ঘাটিত হইল। কথিত আছে—ইনি পরে রঙ্গনাথের শরীরে বিলীন হন।

১২। কালিয়ন্ বা তিরুমঙ্গই—ইনি ভগবানের শার্ঙ্গধনুব অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার চাবি জন শিষ্য ছিলেন। প্রথম—"তোরাবডক্কন" অর্থাৎ তার্কিক-শিরোমণি, দ্বিতীয়—তাড়ূদুয়ান্ অর্থাৎ দ্বাব-উদ্‌ঘাটক। ইনি ফুৎকারদ্বাবা দ্বার খুলিতে পারিতেন। তৃতীয—নেড়েলাহ-মেরিপ্পান্ অর্থাৎ ছায়াগ্রহ। ইনি যাহার ছায়া স্পর্শ করিতেন, তাহার গতিরোধ হইত। চতুর্থ—নীবমেল্ নডপ্পান্ অর্থাৎ জলোপরিচর। ইনি জলের উপরও গমন করিতে পারিতেন। গুরু কালিয়ন তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এই চারি জন শিষ্যসহ শ্রীরঙ্গমে আসিযা উপস্থিত হন। এ সময় রঙ্গনাথের মন্দির অতিক্ষুদ্র ও ভগ্ন দশাগ্রস্ত ছিল। কালিয়ন মন্দিরেব অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং ধনীগণের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া মন্দিব নির্মাণের সঙ্কল্প করিলেন। পরন্তু ধনীগণ কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অনন্তর তিনি ধনিগণের এই দুর্ব্যবহারে ক্রোধে অধীর হইয়া দস্যুবৃত্তিদ্বারা ধন-সঞ্চয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজসভা প্রভৃতি স্থানে গিয়া তার্কিকশিরোমণি শিষ্যটি সকলকে বাক্‌চাতুর্যে যখন আবদ্ধ করিতেন, দ্বিতীয় শিষ্য ধনাগারে প্রবেশ করিয়া তখন ফুৎকারদ্বারা তালা খুলিয়া দিতেন, কেহ আসিলে তৃতীয় শিষ্য তাহার ছায়া স্পর্শ করিয়া তাহার গতিরোধ করিতেন এবং কালিয়ন স্বয়ং ধনরত্ন লইয়া প্রস্থান করিতেন। পরিখা প্রভৃতিদ্বারা ধনাগার সুরক্ষিত

থাকিলে চতুর্থ শিষ্য জলের উপর দিয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। এই প্রকারে ৬০ বৎসর কাল দস্যুবৃত্তি করিয়া তিনি ঐ দেশের এক প্রকার রাজা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নিজে তিনি ভিক্ষান্ন ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না। সহস্র দস্যু তাঁহার শিষ্য হইয়া তাঁহার দস্যুতায় সাহায্য করিত। কি রাজা কি প্রজা, তখন তাঁহাকে ভয় করিত না এমন কেহই সে দেশে ছিল না।

এইরূপে ৬০ বৎসর পরে রঙ্গনাথের সপ্ত-প্রাকারবিশিষ্ট সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হইল। মন্দির সম্পূর্ণ হইলে তিনি শিল্পীদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করিলেন। এই সময় তাঁহার সহস্র দস্যুশিষ্যও বেতন লইবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু কালিয়ানের নিকট এক পয়সাও তখন নাই। দস্যুগণ কালিয়নকে নিঃস্ব জানিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। গুরু কিন্তু ইতঃপূর্বেই তাঁহার চতুর্থ শিষ্যকে ডাকিয়া নৌকাযোগে উক্ত দস্যুগণকে জলে ডুবাইয়া মারিবার পরামর্শ দিয়া বসিয়া আছেন। শিষ্য আসিয়া দস্যুগণকে বলিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে এই সুবৃহৎ নৌকায় আরোহণ করিয়া কাবেরীর উত্তর পারে আইস, তথায় বহু ধনরত্ন লুক্কাইত আছে, আমরা উহা লইব।" দস্যুগণ আনন্দসহকারে নৌকায় আরোহণ করিয়া চলিল। নৌকা মধ্যনদীতে আসিলে সহসা জলমগ্ন হইল। দস্যুগণ প্রাণে মরিল, শিষ্য জলের উপর দিয়া গুরুসন্নিধানে ফিরিয়া আসিলেন। যেখানে এই সহস্র দস্যু বিনষ্ট হয় অদ্যাবধি তাহাকে হত্যাস্থল বা 'কোল্লিড়ম্' বলা হইয়া থাকে। ইনি ৮ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন ও দিব্যপ্রবন্ধ নামক এই সম্প্রদায়ের বেদ স্থানীয় পুস্তকের ছয়টি প্রবন্ধ রচনা করেন। ইনিও পরম ভক্ত। ইহার রচিত এক সহস্র শ্লোকাত্মক তিরুমুড়ি বিশ্ববিখ্যাত।

১৩। শ্রীনাথমুনি— ইনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু শঠকোপের শিষ্য। কলিগত ৩৬৮৪ বা ৫৮৩ খ্রীস্টাব্দে 'বীর নারায়ণপুরে' বিশ্বক্সেনের পারিষদ্ গজাননের অংশে ইঁহার জন্ম। ইনি "পরাঙ্কুশ-দাস" নামক 'মধুরকবি'র শিষ্যের নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া তপস্যাদ্বারা দ্রাবিড়বেদ উদ্ধার করেন। ইনি মহাযোগী ছিলেন এবং ৩৩০ হইতে ৩৪০ বৎসর জীবিত থাকিয়া সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। শঙ্করের সময় ইনি শ্রীরঙ্গমে ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ন্যায়তত্ত্ব, যোগরহস্য, শ্রীপুরুষনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত বলিয়া বিখ্যাত।

১৪। ঈশ্বরমুনি—ইনি শ্রীনাথমুনির পুত্র, কিন্তু অকালে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ইহার ভার্যা গর্ভবতী ছিলেন, সুতরাং অনতিবিলম্বে নাথমুনি পৌত্রের মুখদর্শন করিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হয়েন। এই পৌত্রই ভবিষ্যতে যামুনমুনি নামে বিখ্যাত হয়েন। ঈশ্বরমুনি পৃশ্নিগর্ভ বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৫। যামুনমুনি—ইনি যমুনাতীরে মাতৃগর্ভে আগমন করেন বলিয়া ইঁহার পিতামহ নাথমুনি ইঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—'যামুন'। যামুন, কলি ৪০১৭ অব্দে বুধবার, পূর্ণিমা, আষাঢ়মাসে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রীরঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মস্থান বীরনারায়ণপুর বা মাদুরা। ইনি বিষ্ণুর সিংহাসন অংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধি ইনি অসাধারণ ধীসম্পন্ন ছিলেন। বাল্যে ইনি রাজসভায় সমুদয় পণ্ডিতগণকে জয় করিয়া রাজা ও রাণীর প্রতিজ্ঞানুসারে পাণ্ড্যরাজ্যের অর্ধেক প্রাপ্ত হন এবং বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। যামুনের পাঁচজন শিষ্য ছিলেন। রামানুজ সকলের নিকটেই শিক্ষালাভ করেন, তবে বিশেষভাবে মহাপূর্ণই রামানুজের মন্ত্রদাতা গুরু। শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের মতে নাথমুনির পর (১৪) পুণ্ডরীকাক্ষ, তৎপরে (১৫) রামমিশ্র এবং তদনুসারে রামমিশ্রের শিষ্য—যামুনাচার্য বা যামুনমুনি।

১৬। পুণ্ডরীকাক্ষ—কলির ৩৯২৭ অব্দে শ্রীরঙ্গমে উত্তর শ্বেতগিরিতে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন ও সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন ইনি নাথমুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তাঁহার নিকট হইতে যোগবিদ্যা ও দ্রাবিড়বেদের ব্যাখ্যা শিক্ষা করেন। যামুনাচার্যকে শিক্ষা দিবার জন্য নাথমুনি ইঁহাকে তাঁহার সমুদয় বিদ্যা প্রদান করিয়া ছিলেন।

১৭। রামমিশ্র—ইনি ৩৯৩২ কল্যব্দে ভগবানের কুমুদের অংশে শ্রীরঙ্গমে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ অতি বৃদ্ধ হওয়ায় যামুনাচার্যকে শিক্ষা দিবার জন্য নাথমুনির নিকট তিনি যে সমস্ত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন, তাহা ইঁহাকে শিখাইয়া যান।

উপরি উক্ত বৃত্তান্ত হইতে দেখা যায়, রামানুজ-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা মধ্যে আদি-ব্যক্তিগণ অতি প্রাচীন, দ্বাপরের শেষ বা কলির প্রথমে আবির্ভূত। শঠকোপ, যাঁহাকে ঐতিহাসিকগণ তত প্রাচীন মনে করেন না, তিনি পর্যন্ত প্রাচীনদলভুক্ত। পরন্তু নাথমুনি হইতে গুরুগণ আধুনিক দলভুক্ত বলা যায়। নাথমুনি যেরূপ যোগী ছিলেন, ইহার শিষ্যপ্রশিষ্য সেরূপ ছিলেন না। ইঁহার শিষ্য পুণ্ডরীকাক্ষ সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমিশ্র তাহা পারেন নাই। যামুনাচার্য, যদিও রামমিশ্রের নিকট নাথমুনি-প্রদত্ত যোগবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং নাথমুনির অপর শিষ্য, যোগী ও সমাধিমান কুরুকাধিপের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার পর, যামুনের শিষ্য মহাপূর্ণ বা তাঁহার শিষ্য রামানুজ, কেহই

তাহার পর, শঙ্করের গুরু-সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণেতর নীচ শূদ্রজাতির গুরুত্ব শুনা যায় না ; রামানুজের গুরু-সম্প্রদায়ে চণ্ডাল প্রভৃতিও গুরুপদে আসীন দেখা যায়। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি যে দশটি প্রধান উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে শঠারিসূত্র-পাঠের আদেশ একটি নিদর্শন। তিরুমঙ্গই দ্বাদশ গুরু; ইনি রঙ্গনাথের মন্দিরের জন্য যে দস্যুদল গঠন করিয়াছিলেন মন্দির শেষ হইলে, তাহারা যখন অর্থ প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাহাদিগকে কাবেরীতে ডুবাইয়া মারেন। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে এরূপ কেহ ছিলেন কি না জানি না। যদি বলা যায়, নীচ জাতি ভক্ত হইলে, তাঁহাকে গুরু করিলে উদারতারই পরিচয় হয়, সুতরাং রামানুজের গুরু-সম্প্রদায়ে উদারতার আধিক্য ছিল বলা যাইতে পারে, সত্য; কিন্তু উন্নতি শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়া যতটা হয় উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্য দিয়া ততটা হইতে পারে না, ইহা স্থির। আর এই শৃঙ্খলার জন্যই ব্রাহ্মণ—লোকগুরু, অপরে তাঁহাদের অনুগমনকারী, এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। এখন কদাচিৎ কোথাও অন্য জাতিতে মহত্ত্বদর্শনে তাঁহাকে গুরুপদে স্থান দিলে ঐ শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। আর এই জন্যই আদর্শ-চরিত্র রামচন্দ্র শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, এই জন্যই রামানুজের নিরতিশয় নির্বন্ধসত্ত্বেও পরমভক্ত শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণও রামানুজকে মন্ত্র প্রদান করেন নাই, এই জন্যই রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ এক শূদ্র ভক্তের ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করেন বলিয়া রামানুজ কর্তৃক অনুযুক্ত হন। এই জন্যই রামানুজের কিছু পরে এ-ভাবের একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, আর তাহার ফলে রামানুজের শিষ্য সম্প্রদায় খুব ব্রাহ্মণোচিত জাতিবিচারের প্রাধান্য দিয়াছেন। সুতরাং আমরা বলিতে পারি, শঙ্করের গুরু-সম্প্রদায় জ্ঞানী, শান্ত ও গম্ভীর। রামানুজের গুরু-সম্প্রদায় ভক্ত উদার ও ভাববিহ্বল, কিন্তু একটু উচ্ছৃঙ্খলতার পোষক। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে—'লক্ষ্য' ও 'উপায়'—উভয়ের প্রতি সমান। রামানুজ-সম্প্রদায়ে—'লক্ষ্যে'র প্রতি অধিক দৃষ্টি।

সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঐরূপ হইলেও ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুসারে শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহাও একবার চিন্তনীয়। শঙ্কর ব্রাহ্মণকুমার, ব্রাহ্মণের শিষ্য হইলেন, ইহাতে কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু রামানুজ, ব্রাহ্মণ-কুমার হইয়াও তিনি যেরূপ গুরু-সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে অবশ্য তিনি প্রথমে অন্য সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ-ভগবদ্ভক্ত পাইলে কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি অত অনুরক্ত হইতেন কি না সন্দেহ। তিনি স্বজাতি-সুলভ জাত্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, ইহা তাঁহার সরলতা, গুণগ্রাহিতা,

ভগবদনুরাগ ও উদারতার পরিচয় সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে অষ্টম বৎসরের শঙ্কর যখন শুনিলেন যে, সুদূর নর্মদাতীরে এক মহাযোগী থাকেন, যখন শুনিলেন— সমাধিসিদ্ধযোগী আর কোথাও মিলে না, তখন তিনি জীবনের মমতা না করিয়া সেই স্থানে যাওয়াই স্থির করিলেন; এজন্য তাঁহার দৃঢ়তা, নির্ভীকতা, পরতত্ত্বানুরাগ, সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে—দুই জনের মনোবৃত্তি দুই প্রকার। শঙ্করের ভাব—যাহা একবারে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা যতই কেন দুর্লভ হউক না, তাহা যে কোন উপায়ে পাইতে হইবে; রামানুজের ভাব—উত্তম বস্তু যেখানেই থাকুক তাহা যে কোন উপায়ে লাভ করিতে হইবে। এস্থলে বিচারবুদ্ধি ও উচ্চ আশা শঙ্করে কিছু অধিক মনে হয়। রামানুজে উদারতা যেন বেশী বোধ হয়। এখন বেদান্তের সত্য প্রতিপাদনে কাহার মত অধিক উপযোগী তাহা সুধী পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন।

৬। জন্মকাল

শঙ্করের জন্মকাল ৬০৮ শকাব্দ বা ৬৮৬ খ্রীস্টাব্দ। রামানুজের জন্মকাল ৯৪১ শকাব্দ বা ১০১৯ খ্রীস্টাব্দ। শঙ্করের সময় ভারতে ম্লেচ্ছাধিকার হয় নাই। তাঁহার দেহত্যাগের ৪/৫ বৎসর পূর্বে সুদূর পশ্চিম ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয়। তাঁহার সময় ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ব স্ব প্রধান কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল—কোন সার্বভৌমিক রাজা ছিলেন না। বৌদ্ধধর্ম বিকৃত হইয়া ভীষণ তান্ত্রিকমতে পরিণত হইয়াছিল। মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা লোকে ইহলোকের সুখভোগই পরম-পুরুষার্থ জ্ঞান করিত। *

ভারতে বৌদ্ধধর্মকে স্থান দিবার পূর্বে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম যেরূপ বিকৃত হইয়াছিল, বৌদ্ধধর্মও বিকৃত হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর পূতিগন্ধময় হইয়া পড়িয়াছিল। জৈনগণের পবিত্র উপদেশ তখন অলৌকিক শক্তি উপার্জনেই পর্যবসিত হইয়াছিল। অবশ্য জৈনমত, বুদ্ধমতের ন্যায় তত অধিক বিকৃত বা বিনষ্ট প্রায় হয় নাই। ইঁহারা কৌশলে নিজাস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

প্রাচীন পৌরাণিক 'মত' তখন বিকৃত বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার সংস্পর্শে বহু

---

* শঙ্করাচার্যের জন্মকাল লইয়া প্রায় ২০/২২ প্রকার মতভেদ আছে। ইহাদের অবান্তর কাল খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী হইতে খ্রীস্টীয় ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি এ সম্বন্ধে ৫ ৬ বৎসর পরিশ্রম করিয়া সমস্ত ভাষায় যেখানে যে-কোন সংবাদ পাওয়া যায়, একত্র করিয়া এবং সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া বহু পরিশ্রমের পর উক্ত সময়ই নির্ণয় করিয়াছি। এ সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য নামক এক পুস্তকে সমুদয় সবিস্তারে লিখিবার চেষ্টা করিতেছি। রামানুজের জন্মকালে ৯৩৮ হইতে ৯৪১ শকাব্দ পর্যন্ত মত-ভেদ আছে। আমি জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছি ৯৪১ই সম্ভবতঃ ঠিক।

সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাদের অভ্যন্তরে একতাসূত্র তখন ছিন্নভিন্ন। বেদমূলকতা থাকিলেও একেশ্বরাধীনতা প্রভৃতি তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল।

যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈন্যসামন্ত নিহতপ্রায় হইয়া একপক্ষ জয়লাভ করিলে, বিজেতৃগণ যেমন পরাজিতকে স্ববশে আনয়নে অসমর্থ হয়, কিন্তু আবার নূতন সেনাপতি প্রভৃতি আগমন করিলে যেমন তাহাতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ ন্যায়, সাংখ্য ও কর্ম-মীমাংসা প্রভৃতি, বৌদ্ধরূপ শত্রুকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং নিহতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগের তখন বৌদ্ধগণকে স্ববশে আনিবার সামর্থ্য ছিল না, তখন আরও নূতন বলের জন্য যেন তাহারা পশ্চাদ্দিকে কেবল চাহিয়া দেখিতেছিল। ঠিক এই সময় বেদান্তশাস্ত্র-রূপ নববলে সজ্জিত হইয়া শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয় হয়!

উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও নববলে বলীয়ান শঙ্কর তখন বিজেতা অবশিষ্ট সৈন্যদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া শত্রুর সমুদয় ঐশ্বর্য হরণ করিলেন ও শত্রুগণকে অভয় দিয়া স্ববশে আনয়ন করিলেন। বস্তুতঃই শঙ্কর তাঁহার পূর্ববর্তী বৈদিক ও বৌদ্ধগণের দার্শনিক মতের উৎকৃষ্ট অংশগুলি গ্রহণ করিয়া বেদান্তমতপ্রচারের সুযোগ পাইয়াছিলেন; তৎকালের যত কিছু উৎকৃষ্ট সে সমুদয়ই তাঁহার মতে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে সুবিধা পাইয়াছিলেন। আচার্যের অভ্যুদয় হইয়া যদি ভারতবাসী নিজ বৈদিক ধর্মের একতা, একেশ্বরাধীনতা না স্মরণ করিতে পারিত, তাহা হইলে একেশ্বরবাদী উন্মত্ত মুসলমানগণের প্রবাহে ভারতে বৈদিক ধর্ম ভবিষ্যতে একদিনও দণ্ডায়মান থাকিতে পারিত না।

ওদিকে বুদ্ধদেবের পূর্বে ঈশ্বরান্বেষণ সম্বন্ধে ধর্মমত ভারতে চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা ইতিহাসই বলিয়া দিতেছে। এই জন্যই বোধ হয়, বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বর কি—এ পর্যন্ত কেহ জানে নাই, ভবিষ্যতে জানিতেও পারিবে না, তোমরা ও-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে জুড়াইতে পার, তাহার উপায় কর।" আচার্য শঙ্কর এজন্য বেদ মাত্র অবলম্বন করিয়া নিজ মতমধ্যে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যাহা তৎকালের সকল মতের অপেক্ষা সূক্ষ্মতম এবং যাহা তৎকালের চেষ্টার ফল অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ও সর্বমতের সমন্বয়স্থল বলিতে হইবে। বেদবিরোধিগণের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হইয়া আচার্য বৈদিকমতেরই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

পক্ষান্তরে, রামানুজ যে সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময় ভারত

মুসলমানগণকর্তৃক উপদ্রুত ও বিধ্বস্ত। অবশ্য দক্ষিণ-ভারত তখনও তাহাদের করতল-গত হয় নাই। শঙ্করের প্রায় ৩৩৩ বৎসর পরে রামানুজের আবির্ভাব হয়। এই সময় ভারতে শঙ্করমতও বিকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। শঙ্কর-বেদান্তের সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া এক অভিনব উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র ও বিরোচন উপদেশ লাভ করিয়া ইন্দ্র যেমন তপস্যারত ও নিরভিমান এবং বিরোচন যেমন অসুর হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শঙ্করের সেই সূক্ষ্ম ও উচ্চকথা বুঝিতে না পারিয়া, অনেকে তস্করবৃত্তিপূর্বক জীবনযাপন করিত ও স্বয়ং 'ব্রহ্ম' বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যেমন নিজের সন্তানগণকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিতা নিজ গুপ্তভাণ্ডার অযোগ্য পুত্রের নিকট আর লুকাইয়া রাখেন না, তদ্রূপ বৈদিক-ধর্মানুসরণকারি বিপ্রতনয়গণ পর্যন্ত বৌদ্ধাদি অবৈদিক মতে প্রবৃত্ত দেখিয়া আচার্য শঙ্কর গুহ্য অন্তিমের অবলম্বনীয় সেই বেদান্তসিদ্ধান্তগুলি অযোগ্য অনধিকারীর মধ্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অযোগ্যপুত্রহস্তে অমূল্য পিতৃভণ্ডার পড়িলে যেমন তাহার অপব্যবহার হয়, তদ্রূপ বেদান্তরত্ন অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া কুফল উৎপাদন করিতে লাগিল। পঞ্চমহাযজ্ঞ, পঞ্চদেবতার উপাসনা, ঈশ্বরে ভক্তি, অভিমানশূন্যতা প্রভৃতি যাহার প্রতি শঙ্কর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সকলে ভুলিয়া গেল। সকলে সবই করিত, অথচ নিজেকে ব্রহ্ম ভাবিয়া সেই পাপের সমর্থন করিত। তাহার পর মনুষ্যপ্রকৃতি দুই প্রকার দেখা যায়। একপ্রকার—দাসত্ব-প্রয়াসী, অপর—প্রভুত্ব-প্রয়াসী। এই দুইপ্রকার প্রকৃতি সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের একটি অবয়ব। সকলেই যেমন কখন প্রভু হইতে চাহেন না, তদ্রূপ সকলেই কখন দাসত্ব করিতে চাহে না। এ ভেদ মানবচ ত্র প্রকৃতিগত ভেদ। ইহাতে নিন্দনীয় বা প্রশংসনীয় কিছুই নাই—ইহা প্রকৃতির পরিচয় মাত্র। শঙ্করমত যখন অতি বিস্তৃত হইয়া এই সকল দাসত্বপ্রয়াসীরও অবলম্বনীয় হইয়া পড়িল, তখন তাহার সুফল কি করিয়া ফলিতে পারে? তাহার কুফল তো অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃই এ সময় শঙ্করমত সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। অধিক কি, বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য রামানুজ অমন কাঞ্চীপুরীতে বিকৃত অদ্বৈতপন্থী যাদবপ্রকাশ ভিন্ন আর কাহাকেও পান নাই। আচার্য রামানুজের ঠিক এই সময় অভ্যুদয় হয়। বিকৃত শঙ্করমতের কুফল-নিবারণের জন্যই যেন রামানুজের জন্ম হয়।

আচার্য রামানুজ এই উপাসনার উপর বিশেষ লক্ষ্য দিলেন, তিনি শরণাগতি বা প্রপত্তি-ধর্ম প্রচার করিয়া লোক সকলকে ঈশ্বরানুরাগী করিতে লাগিলেন। যে সব অনধিকারী অদ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন তাঁহারা অদ্বৈতবাদের মর্ম না বুঝিয়া

প্রপত্তিধর্মে যে আপত্তি করিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। এজন্য বোধ হয় প্রকৃতির নিয়োগে রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতমত গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ নিরীশ্বর বৌদ্ধসংঘর্ষে শঙ্করমতে ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদনে যেমন যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে এবং নানাশ্রেণীভুক্ত কাপালিক, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, সৌর ও শাক্তগণের সহিত সংঘর্ষে শঙ্করের ব্রহ্মকে সকলের অভীষ্ট ভগবান হইতে এত সামান্যভাবাপন্ন ও সূক্ষ্মতর তত্ত্বে পরিণত করিতে যেমন যত্ন হইয়াছে, যাহাতে সকলের মতেরই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় ; তদ্রূপ রামানুজমতে সেই ব্রহ্মবস্তুকে বিষ্ণুরূপে উপাসনাযোগ্য ও সেবোপযোগী করিবার জন্য তাহা অপেক্ষা অধিক প্রয়াস করিতে হয় নাই, কারণ, জগৎ ও জীবের সহিত সর্ববিধ সম্বন্ধরহিত শঙ্করের ব্রহ্মবস্তু এখন লোক সকল না বুঝিলেও ব্রহ্মই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। শঙ্করের যুক্তি অমান্য না করিয়া সগুণ ব্রহ্ম বা বিষ্ণুমাত্রই উপাস্য এ কথা লোকে ধারণা করিতে সহজেই পারিল। কিন্তু শৈবশাক্তপ্রভৃতি উপাসকগণ সগুণব্রহ্মবিষয়ে রামানুজের সহিত একমত হইলেও বিষ্ণুকে বড় বলিতে সম্মত হইলেন না; কিন্তু তথাপি রামানুজ নিজ চরিত্র, জীবহিতবাঞ্ছা, ভালবাসা ও ভগবদৈকপ্রাণতার দ্বারা বহুল পরিমাণে কৃতকার্য হইলেন। রামানুজের পরহিতবাঞ্ছা ও ভালবাসাই রামানুজের সফলতার প্রধান সহায় হইল।

লোকে যেরূপ হয়, তাহা যেমন তাহার কর্তৃত্ব সঙ্গ ও অবস্থার ফল, এস্থলে শঙ্কর ও রামানুজে তাহাই হইয়াছে দেখান হইল। অবস্থা বা সঙ্গের বশে যাহাতে যে-ভাব যতটা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে তাহারই আভাস কিঞ্চিৎ পাওয়া গেল

আচার্যদ্বয়ের পূর্বে ভারতের অবস্থা আলোচনা করা হইয়াছে এইবার তাঁহাদের পরে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিতে চেষ্টা করা যাউক। শঙ্করের পর ভারতে প্রায় দুই শত বৎসর পর্যন্ত ধর্মভাব বেশ চলিয়াছিল। কেবল রাজকীয় উপদ্রবে তাহা আশানুরূপ সুফল প্রসব করিতে পারে নাই। যদি রাজকীয় উপদ্রব না ঘটিত তাহা হইলে খুব সম্ভব উহা আরও অধিক দিন সুফল প্রসব করিতে পারিত তথাপি ধর্মসম্বন্ধে শঙ্করের পর ভারত কিছুদিনের জন্য সেই বৈদিক জ্ঞান জ্যোতির আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল—কিছুদিন মৃতপ্রায় সমাজ শরীরে জীবন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কিছুদিন লোকে পরস্পর বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া নিজ নিজ লক্ষ্যের প্রতি প্রধাবিত হইতে পারিয়াছিল। এমন কি, মহামতি বাচস্পতি মিশ্র পর্যন্তও এ ভাব বেশ সতেজে চলিয়াছিল তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। কিন্তু রামানুজের ঠিক পূর্ব শতাব্দী হইতে এ ভাবের পরিবর্তন হইল এবং যেরূপটি ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

এক্ষণে রামানুজের পর ভারতের অবস্থা যেরূপ হইল, তাহাই কেবল আলোচ্য। রাজকীয় ব্যাপারে রামানুজ-মত শঙ্কর-মত অপেক্ষা আরও অধিক অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয়। দিন দিন মুসলমানগণ হিন্দুরাজ্যসমূহ বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ক্রমে হিন্দুরাজ্য সকল বিলুপ্ত হইয়া ম্লেচ্ছরাজ্যে পরিণত হইতে লাগিল। রামানুজের দেহত্যাগের পর অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথবিগ্রহই মুসলমানগণ স্থানান্তরিত করিয়াছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে শঙ্কর যেমন একটা একতাসূত্রে সকলকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, রামানুজ তাহা আবার শিথিল করিলেন। কোথায় তিনি সমন্বয়ের পথ অবলম্বন করিয়া আরও সকলকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবেন, না তিনি অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি একরূপ ঔদাসীন্য দেখাইলেন যে, উহাকে বিদ্বেষ নাম দিতে একটুও কুণ্ঠা হয় না।

তাহার পর আবার সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দিতে লাগিল। রামানুজ অদ্বৈতমত ও শৈবমতের অনুরাগী ছিলেন না বলিয়া অদ্বৈতবাদী ও শৈবগণ একত্র বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রামানুজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহার ফলে বৈরাগী ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যে কত স্থলে কত ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। হরিদ্বার, নাসিক প্রভৃতি উক্ত যুদ্ধের প্রধান নিদর্শন স্থল।

রামানুজ শঙ্কর-মতের সমকক্ষতা অর্জনে অসমর্থ হওয়ায়, অন্যান্য বৈষ্ণব-মত আবার মস্তকোত্তোলন করিবার সুযোগ পাইল। ক্রমে মধ্ব, নিম্বার্ক ও বল্লভপ্রভৃতি মতবাদিগণ অধিক প্রবল হইতে লাগিলেন। [illegible] মধ্যে বীরশৈবসম্প্রদায় বাসবাচার্যের দ্বারা সৃষ্ট হইল। ইহারা তখন বেশ প্রবলপক্ষ হইয়া রামানুজমতের বাধা দানে উদ্যত হইলেন। ফলে, শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত একতাসূত্রের বন্ধন রামানুজ শিথিল করিলেন এবং তদবধি ভারতবাসীর অন্তরে সেই অন্তরের জিনিসে বিরোধ উপস্থিত হইল।

ওদিকে যে সমস্ত শঙ্করমতের অনুপযোগী ব্যক্তিবৃন্দ শঙ্করমতে প্রবেশ করিয়া দারুণ অশান্তির জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে আজ শান্তিবারি সিঞ্চিত হইল, তাঁহাদের যেন বহুদিনের পিপাসা আজ মিটিল। বোধ হয়, রামানুজ না জন্মিলে ভাবাবেগে ভগবদ্ ভজনপূজন এক প্রকার বিলুপ্তপ্রায় হইত। এইরূপে কালরূপী ভগবল্লীলায়—আচার্যদ্বয় নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া আবার কাহার হস্তে ভবিষ্যতের ভারতসন্তানকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহা

বিধাতাই জানেন। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতে পাইলাম, উভয়েই প্রকৃতি-জননীর প্রেরণায় বা ভগবদিচ্ছায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ভগবানের সৃষ্টিতে উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও কাহার মত কত বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যের সমীপবর্তী তাহা সুধীপাঠকগণ বিচার করুন।

৭। জন্মগত সংস্কার

শঙ্কর যেন জন্মাবধিই ব্রহ্মজ্ঞানী। কারণ, গোবিন্দপাদের নিকট উপদেশপ্রার্থী হইয়া যখন তিনি আত্মপরিচয় দেন, তখন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানীর কথাই বলেন। তাঁহার "সিদ্ধান্তবিন্দু", "নিবঞ্জনাষ্টক" প্রভৃতি স্তবস্তুতিগুলিও ইহার প্রমাণ। দেবদেবীবিষয়ক স্তবস্তুতিগুলি ইহার অবিরোধী বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী বলাই সঙ্গত।

রামানুজ কিন্তু জন্মাবধিই বিষ্ণুভক্ত। কারণ, যাদবপ্রকাশের নিকট যখন তিনি 'কপ্যাস' শ্রুতির ব্যাখ্যাতে বিষ্ণুর চক্ষুর সহিত বানরের পশ্চাদ্ভাগের তুলনা শুনিলেন, তখন তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে অসমর্থ হন। এ সবগুলি জন্মগত সংস্কার প্রমাণের সুন্দর নিদর্শনস্থল। এতদ্দ্বারা বলা যাইতে পারে, দুইজন জন্ম হইতেই দুই প্রকার সংস্কারবিশিষ্ট ছিলেন। এখন এরূপ যদি জন্মগত সংস্কার দুই জনের হয়, তাহা হইলে কাহার মত কতটা বেদান্তসম্মত তাহা সুধীপাঠকবর্গ বিচার করুন।

৮। জন্মস্থান

শঙ্করের জন্মস্থান দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম উপকূলে। রামানুজের জন্মস্থান পূর্বকূলে। দুইজনে ভারতের দুই সীমায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তবে শঙ্করাচার্যের জন্মভূমি, তুলনায় আর একটু দক্ষিণদিকবর্তী। শঙ্করের জন্মস্থানের নিকটেই সুন্দর আলোয়াই নদী ; ইহা এখন শঙ্করের বাসভূমির পাদদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত। আলোয়াই নদীর জলও খুব ভাল, এ দেশে লোকে ইহাকে ঔষধের মত উপকারী বলিয়া জ্ঞান করে। রামানুজের জন্মস্থানের নিকট নদী নাই। শঙ্করের জন্মভূমিতে দাঁড়াইলে দূরে পর্বতমালা দেখা যায়, রামানুজের জন্মস্থান হইতে সেরূপ কিছু দেখা যায় না। তবে তাঁহার জন্মভূমির চারিদিকে শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরা হাসিতেছে। তাঁহার জন্মস্থানের শুষ্কতা, উত্তাপ প্রভৃতি শঙ্করের জন্মস্থান হইতে একটু বেশি। শীত গ্রীষ্মের মাত্রাও রামানুজের জন্মভূমিতে যত বেশি, শঙ্করের জন্মভূমিতে তত বেশি নহে। লোকের শারীরিক বল প্রায় তুল্য, বোধ হয়, রামানুজের জন্মভূমির দিকে একটু বেশি। সমতলভূমি রামানুজের দেশে বেশি;

শঙ্করের দেশে, বোধ হয়, তত বেশি নহে। এক কথায় শঙ্করের দেশে প্রকৃতির সকল মূর্তি যত বেশি বিদ্যমান, রামানুজের দেশে তত বেশি নহে। প্রকৃতির তীব্রতা রামানুজের দেশে অধিক, কিন্তু শঙ্করের দেশে সামঞ্জস্য অধিক। যদি স্থানের প্রকৃতি মনুষ্য-জীবন-গঠনের একটি উপকরণ হয়, তাহা হইলে এতদনুসারে উভয়ের চরিত্রেও ইহা কথঞ্চিৎ প্রতিফলিত হইবার কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ের চরিত্রে এ ভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় অর্থাৎ, শঙ্করে সামঞ্জস্য অধিক কিন্তু রামানুজে অন্যমতে উপেক্ষা অধিক। এখন অভিজ্ঞ পাঠকবর্গ উপলব্ধি করুন কে বেদান্তের সত্যপ্রচারের অধিক উপযোগী।

৯। জন্মের উপলক্ষ

শঙ্করের জন্মের পূর্বে তাঁহার পিতা মাতা একবৎসর ব্রতাচরণপূর্বক শিবার্চনা করিয়া পুত্র লাভ করেন। রামানুজের জন্মের পূর্বে রামানুজের পিতা একটি গ্রহণকালে একদিন একটি যজ্ঞদ্বারা বিষ্ণুর তুষ্টি সাধন করেন এবং তাহার ফলে তিনি রামানুজকে লাভ করেন। উভয়েই বহুদিন অপুত্রক থাকিয়া পুত্রকামনার ফলে উভয়কে লাভ করিয়াছিলেন। উদ্দাম মানবপ্রকৃতিবশে কাহারও জন্ম নহে তবে শঙ্কর একবৎসর উপাসনার ফল এবং রামানুজ একদিন একটি যজ্ঞরূপ কর্মের ফল। রামানুজের দুইটি ভগ্নী ছিল কিন্তু শঙ্করের ভাইভগ্নী কিছুই ছিল না। শঙ্করের পিতার বৈরাগ্য ছিল রামানুজের পিতার সে সম্বন্ধে কিছু শুনা যায় না এখন এতদ্দ্বারা উভয়ের মতে যেরূপ তারতম্য হইতে পারে তাহা সুধীগণের বিচার্য

১০। জয়চিহ্নস্থাপন

শঙ্কর জীবনে কোথাও দেখা যায় না যে তিনি তাঁহার জয়চিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন পরন্তু 'রামানুজ দিব্যচরিত্র' নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে তিনি যখন শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া মেলকোট প্রভৃতি স্থানে ধর্মস্থাপনে প্রবৃত্ত ছিলেন তখন চেনগামি (কমোন চেনগাম নামক স্থানে) তিনি বাদীদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া জয়চিহ্নস্বরূপ একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি দাশরথিকে এই দিগ্বিজয় কর্মে নিযুক্ত করেন। দাশরথি ভেলুর পর্যন্ত গমন করেন এবং পথে সকলকে বাদে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইনি প্রায় সর্বত্রই তাঁহার জয়চিহ্ন স্বরূপ এক একটি নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছিলেন ভেলুরে যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা তথাকার শিলালেখ হইতে জানা যায়। উহা ১০৩৯ শক বা ১১১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

আচার্য শঙ্কর শৃঙ্গেরীতে মঠ স্থাপন করিয়াছেন এবং দেবদেবী প্রতিষ্ঠা

করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাহা তাঁহার জয়-চিহ্ন স্থাপনরূপে বর্ণিত হয় নাই। উভয়ের এইরূপ প্রবৃত্তিভেদের কি ফল, তাহা তুলনাক্ষেত্রে অনাবশ্যক নহে। ইহা যদি দোষের হয় তবে, ইহাতে যশোলিপ্সাদি আসক্তি থাকিতে পারে এবং যদি গুণের হয়, তাহা হইলে ইহাতে পরোপকারাদি উদারতা থাকে। এখন তাহা হইলে এজন্য ফলাফল পাঠকবর্গ বিচার করুন।

১১। জীবনগঠনে দৈব নির্বন্ধ

মনুষ্যজীবন যেমন সঙ্গ বা অবস্থার ফল, তদ্রূপ সেই সঙ্গ বা অবস্থাও আবার অন্য কিছুর ফল। সত্য বটে, মনুষ্যকে যে-অবস্থায় রাখা যাইবে, সে তদ্রূপ হইবে, কিন্তু সকলকে অভিপ্রেত অবস্থায় রাখা যায় না কেন? এজন্য প্রাক্তন বা দৈব-নির্বন্ধ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বস্তুতঃ এই দৈব-নির্বন্ধ মানবকে এমন এক পথে পরিচালিত করে, যাহা সময় সময় শত চেষ্টাতেও অন্যথা করা যায় না। অনেক সময় জীবনের ভালমন্দ এই বিষয়টির উপর নির্ভর করে। সুতরাং এ বিষয়টি জানিতে পারিলে আচার্যদ্বয়ের জীবনের একটা দিক সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে। বাস্তবিকই আমাদের আচার্যদ্বয়ের জীবন আগাগোড়াই যেন এই দৈবনির্বন্ধের লীলাখেলা।

আচার্য শঙ্করের জীবনে দেখা যায়, প্রথম—কয়েকটি ঋষিকল্পব্রাহ্মণ শঙ্করগৃহে আতিথ্যগ্রহণ করেন এবং উপযাচক হইয়া আচার্যের ভবিষ্যৎবর্ণনা করেন। ইহাই বোধ হয় শঙ্করের সন্ন্যাসগ্রহণের হেতু। দ্বিতীয়—কুম্ভীর আক্রমণ। ইহা না ঘটিলে তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ হইত না। তৃতীয়—শঙ্করস্তবে গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গ। শুনা যায়, ইহার পূর্বে কত লোকে গোবিন্দপাদের সমাধিভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কেহই সমর্থ হয় নাই। ওদিকে আবার এই গোবিন্দপাদই শঙ্করের আগমনপ্রতীক্ষায় কত কাল ধরিয়া সমাধিস্থ, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার পর, চতুর্থ—বিশ্বেশ্বরদর্শন ও তৎকর্তৃক ধর্মসংস্থাপনে আদেশ। ইহা না ঘটিলে শঙ্কর স্বয়ং দিগ্বিজয়ে কখন প্রবৃত্ত হইতেন কি না সন্দেহ। পঞ্চম—ব্যাস-দর্শন ও পুনরায় তাঁহারও সেই একই আদেশ। তাহার পর, ব্যাসের সম্মুখেই শঙ্কর যখন দেহত্যাগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন ব্যাসের আশীর্বাদে তাঁহার আরও ১৬ বৎসর আয়ুঃলাভ হয় এবং সেই আয়ুঃবলেই এই দিগ্বিজয় ঘটে। এতদ্ব্যতীত ভগবদনুগ্রহের স্থল যেসব আছে তাহা জীবনগঠিত হইবার পর, অতএব তাহা আর এক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। সুতরাং দেখা যায়, শঙ্করের জীবন, আগাগোড়া দৈবনির্বন্ধের ফল। এসব ঘটনা না ঘটিলে শঙ্কর কোন্ ভাবে জীবন ক্ষয় করিতেন তাহা কে জানে?

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনেও ইহার বড় অভাব নাই—দৈবনির্বন্ধও ইঁহার জীবনে প্রচুর। প্রথম—শ্রীকাঞ্চীপূর্ণের সাক্ষাৎকারলাভ; এটি একটি দৈব ঘটনা। তিনি পথে খেলা করিতে করিতে ইঁহাকে দেখিতে পান—ইহা কোন চেষ্টার ফল নহে। বস্তুতঃ কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গই তাঁহাকে সম্ভবতঃ বৈষ্ণবপথে চলিতে সহায়তা করে। দ্বিতীয়—যাদবপ্রকাশের দুরভিসন্ধি হইতে উদ্ধার-কালে ব্যাধদম্পতির সাহায্যলাভ। ভগবানের এই অযাচিত অনুগ্রহ রামানুজের ভক্তজীবন-লাভের হেতু বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর, তৃতীয়—বরদরাজকর্তৃক রামানুজের হৃদ্গত ছয়টি প্রশ্নের সমাধান। ইহাই রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-গ্রহণের হেতু। মধ্যার্জুনে শিব যেমন শঙ্কর সমক্ষে 'অদ্বৈত সত্য' বলায় তত্রত্য লোকসমূহ শঙ্কর মতাবলম্বী হয়, এস্থলে তদ্রূপ যদি বরদরাজ রামানুজকে 'অদ্বৈত সত্য' বলিতেন তাহা হইলে রামানুজ কি অদ্বৈতবাদী না হইয়া থাকিতে পারিতেন? চতুর্থ—যামুনাচার্যের মৃতদেহে তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ দর্শন। ইহা সাধারণতঃ অপূর্ণ কামনার লক্ষণ। রামানুজ তাহা দেখিয়া ভাবের আবেগে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, বস্তুতঃ ইহাই রামানুজের শ্রীভাষ্যরচনার কারণ। ইহা না করিলে তিনি কি করিতেন কে জানে। পঞ্চম—যে সময় রামানুজ জানিলেন যে, মহাপূর্ণ তাঁহার গুরু হইবেন এবং যখন তিনি মহাপূর্ণের উদ্দেশে শ্রীরঙ্গমাভিমুখে প্রস্থানরত ঠিক সেই সময় ওদিকে শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণ মহাপূর্ণকে রামানুজের জন্য পাঠাইয়াছেন। এমন ঠিক যে, পথেই দেখা ও মধুরান্তকে রামানুজের মহাপূর্ণের নিকট তামিলবেদ পড়িবার সুযোগ হয়। ষষ্ঠ—পত্নীর সহিত কলহ ইহাতেও দেখা যায়, কাহারও ইচ্ছা নাই যে কলহ হয়, অথচ কেমন উপলক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইত। পত্নীর চতুর্থ অপরাধটিতে ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের সংবাদ যেন স্পষ্ট দৈবাধীন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ রামানুজ সন্ন্যাসী না হইলে এত কার্য করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। সপ্তম—গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে মন্ত্রার্থ দানে [illegible] দিতেছিলেন, তখন একজন ভক্ত ভাবাবিষ্ট হইয়া গোষ্ঠীপূর্ণকে সম্মত হইতে অনুরোধ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যে কত বার [illegible] হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে হইলে সমগ্র জীবনবৃত্তের পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হয়। সুতরাং বলা যায়, উভয়েই দৈবাধীন জীবন লীলা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দ্বারা উভয়েই অসাধারণ পুরুষ ইহাই সিদ্ধ হয়। বেদান্তপ্রতিপাদ্য মতপ্রচারে উভয়ের মধ্যে যোগ্যতার তারতম্যবিচার এতদ্বারা করা যায় না, মনে হয়।

১২। জীবনগঠনে মনুষ্যনির্বন্ধ

পূর্বে যেমন দৈব নির্বন্ধ দেখা গেল তদ্রূপ মনুষ্য নির্বন্ধও এইবার আলোচ্য

বিষয়। অনেক সময় দেখা যায়, সন্তান বিপথগামী হইলে পিতা কৌশলে সৎসঙ্গে রাখিয়া তাহাকে সুপথে আনয়ন করেন, অনেক সময় পুত্রের মতে মত দিয়া ক্রমে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাকে ফিরাইয়া আনেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় এইবার এই জাতীয়।

অতএব এক্ষণে আমরা দেখিব, উভয়ের জীবনে এই জাতীয় ব্যাপার কিছু ঘটিয়াছে কি না? ইহা একটি বড়ই প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ, এতদ্দ্বারা লোকের পূর্বসংস্কার বা আন্তরতম প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ বিষয়টি কাহার উপার্জিত, কোন্‌টি কাহার সহজাত, স্থির করিতে হইলে এই জাতীয় বিষয় আলোচনা প্রয়োজন।

শঙ্কর-জীবনে আমরা এই বিষয়টির নিদর্শন নির্ণয় করিতে পারি না। যদিও শুনা যায়, গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করাবির্ভাবের জন্য বহু-শত-বর্ষ সমাধিযোগে শরীররক্ষা করিতেছিলেন। তথাপি ইহাকে ঠিক মনুষ্যনির্বন্ধ বলা যায় না। গোবিন্দপাদের এ প্রকার আচরণ সাধারণ মনুষ্যোচিত নহে; সুতরাং ইহাকে আমরা দৈব-নির্বন্ধের মধ্যে গ্রহণ করিলাম। বস্তুতঃ তিনি সমাধিতে থাকিয়া শঙ্করের অন্বেষণ করিতেন বা শঙ্করকে আকর্ষণ করিতেন কি না, এরূপ কোন কথা শুনা যায় না। বরং তদ্বিপরীত তিনি শঙ্করের নর্মদার জলস্তম্ভন দেখিয়া ঐ কথা স্মরণ করেন। অতএব শঙ্কর-জীবনে মনুষ্যনির্বন্ধ নাই—বোধ হইতেছে।

রামানুজ-জীবনে এ সম্বন্ধে প্রথম উপলক্ষ—কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ। কারণ, কাঞ্চীপূর্ণ প্রথমে যখন বালক রামানুজকে দেখেন, তখন হইতেই তিনি রামানুজকে ভালবাসিতে লাগিলেন ও হরি-কথা শুনাইতেন। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল রামানুজ যেন একজন ভক্ত হন। এই ইচ্ছাই আমাদের লক্ষ্য। যাহার প্রতি যাহা ইচ্ছা করা যায়, প্রকাশ করিয়া না বলিলেও অলক্ষ্যে তাহা তাহার উপর কার্য করে। রামানুজ কতদিন কাঞ্চীপূর্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্র শয়ন ও অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভগবৎকথায় সময় কাটাইতেন। এ সকলই প্রকারান্তরে কাঞ্চীপূর্ণের ঐ প্রকার ইচ্ছার নিদর্শন। এজন্য বৈষ্ণবতার বীজ রামানুজ-হৃদয়ে প্রথম কাঞ্চীপূর্ণই বপন করেন, বলা যাইতে পারে।

ইহার পর কাঞ্চীতে যখন যাদবপ্রকাশের সঙ্গলাভ হইল তখনও সেখানে এই কাঞ্চীপূর্ণ রামানুজকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। যাদবপ্রকাশের বিপরীত সঙ্গ-বশতঃ যখনই রামানুজের বৈষ্ণব-হৃদয়ে ক্ষত হইত, কাঞ্চীপূর্ণ তখনই সেই ক্ষত আরাম করিয়া দিতেন; তিনি একদিনও রামানুজকে যাদবপ্রকাশের অদ্বৈত-মত

গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন নাই। ইহার পর শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্য এই বালকের প্রতিভার কথা যে শুনিতে পাইয়া আকৃষ্ট হন, তাহারও মূলে আবার সেই কাঞ্চীপূর্ণ।* কারণ, যামুনাচার্য কাঞ্চীপূর্ণের গুরু এবং কাঞ্চীপূর্ণের নিকট রামানুজের কথা শুনিয়া দুইজন বৈষ্ণব যামুনাচার্যকে এ কথা প্রথম অবগত করান। ইহার পর যামুনাচার্য রামানুজকে দেখিবেন বলিয়া একবার কাঞ্চীপুরীতে ভগবান বরদরাজের দর্শন করিবার জন্য আসিলেন। তিনি তখন রামানুজকে যাদবের করতলগত দেখিয়া রামানুজকে আকর্ষণ করিবার আর কোন চেষ্টা করিলেন না।

কিন্তু কি জন্য কোন চেষ্টা করিলেন না, এ সম্বন্ধে নানাজনে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন যাদব দুষ্ট মতাবলম্বী বলিয়া, কেহ কেহ বলেন—সুবিধা হয় নাই বলিয়া, কেহ বলেন – রামানুজ ও যামুনাচার্য একযোগে কার্য করিলে জগতে কেহ আর থাকিবে না, সকলেই বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইবে— এই ভাবিয়া। কাহারও মতে যামুনাচার্য চেষ্টা করিয়াও রামানুজের সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন নাই। ফলত তিনি যে কাঞ্চীতে রামানুজের সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই — এ কথার কোন অন্যথা দৃষ্ট হয় না।

বস্তুতঃই ইহা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার। যামুনাচার্য যদি এত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার "সিদ্ধিত্রয়" গ্রন্থের বিচার যদি অদ্বৈতখণ্ডনে এতই উপযোগী ছিল যে, যজ্ঞমূর্তিকে পরাজয়কালে রঙ্গনাথ স্বয়ং রামানুজকে সেই কথা স্মরণ করিতে বলেন, তাহা হইলে যামুনাচার্য যাদবকে বিচারে পরাজিত করিয়া রামানুজকে লইয়া যাইতে কি পারিতেন না? কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না। সে যাহা হউক, যাদব ও যামুনের মধ্যে কোন বিচার হইলে রামানুজ উভয়মত নবীনের ন্যায় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার হয়ত অবকাশ পাইতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সুবিধা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

তাহার পর, যামুনাচার্য সর্বদা মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন— রামানুজ যেন তাঁহার মতে আসেন। কিছুদিন পরে একটি সুন্দর স্তব রচনা করিয়া তিনি মহাপূর্ণকে কাঞ্চী প্রেরণ করেন, আশা যদি রামানুজ উক্ত স্তব শুনিয়া আপনি অনুরক্ত হইয়া তাঁহার নিকট আসেন। রামানুজ আসিলেন, কিন্তু যামুনাচার্য

* শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে যামুনাচার্য একদিন একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে শিষ্যগণকে বলিলেন "তোমরা এক উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান কর"। তদনুসারে তাঁহারা কাঞ্চীতে রামানুজকে খুঁজিয়া বাহির করেন। শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের মতে যামুনাচার্য প্রথমে কাঞ্চীতে রামানুজকে যাদবের নিকট দেখেন। শ্রীরঙ্গমে যাইয়া কিছুদিন পরে উক্ত গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে রামানুজকে মনে পড়ে।

তখন স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তথাপি যামুনাচার্য শিষ্যগণকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, রামানুজকে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকেই যেন মঠাধিপত্য দেওয়া হয়। তাহার পর, যামুনের শিষ্যগণ সভা করিয়া স্থির করেন যে, যে কোন উপায়ে রামানুজকে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ আচার্যপদে অভিষিক্ত করিতে হইবে। এজন্য মহাপূর্ণকে কাঞ্চী প্রেরণ করা হয়। এক বৎসর থাকিয়া শঠারিসূত্র পড়াইয়া অজ্ঞাতসারে রামানুজকে স্বমতে আনিতে হইবে বলিয়া মহাপূর্ণকে সস্ত্রীক পাঠান হয়। পাছে এই উদ্দেশ্য রামানুজ জানিতে পারেন তজ্জন্য মহাপূর্ণকে এ বিষয়ে সতর্ক পর্যন্ত করিয়া দেওয়া হয়। এদিকে এজন্য সকলে ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনাও করিতেছিলেন। ওদিকে যাদবপ্রকাশ রামানুজের হৃদয় অধিকার করিতে পারিতেছিলেন না। পাণ্ডিত্যের জন্য রামানুজের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেও জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি রামানুজের আদর্শ হইতে পারিলেন না। তিনি রামানুজের উপর বিরাগ প্রদর্শন করিয়া রামানুজকে বরং বিপরীত ভাবাপন্ন হইতে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর, যাদব নিজে সাধনহীন পণ্ডিত। নিজে অদ্বৈতবাদী হইয়া নিজ গুরু শঙ্করেরও দোষদর্শী। গুরুদ্বেষীর শিষ্য, গুরুদ্বেষী ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? রামানুজ ক্রমে অজ্ঞাতসারে আমাদের সেই আচার্য রামানুজ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, রামানুজকে 'রামানুজাচার্য' করিবার জন্য যথেষ্ট কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল—এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা না হইলে কি হইত বলা যায় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে—শঙ্কর ও রামানুজ দুই জনে দুই জাতীয় ব্যক্তি। একজন যেন জন্মাবধি একরূপ, আর এক জন কতকটা গড়াপেটা। এখন ইহা হইতে সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন, কাহার মত বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যের সমীপবর্তী হওয়া উচিত।

১৩। দিগ্বিজয়

আচার্য শঙ্করের দিগ্বিজয়ের হেতু—১ম, গুরু গোবিন্দপাদের আজ্ঞা ; ২য়, বিশ্বেশ্বরের অনুমতি; ৩য়, ব্যাসদেবের আদেশ এবং ৪র্থ, শিষ্যগণের অনুরোধ পক্ষান্তরে আচার্য রামানুজের দিগ্বিজয়ের হেতু ১ম—শিষ্যগণের অনুরোধ। ২য়—নিজেরও কিছু ইচ্ছা; যেহেতু মৃত্যুকালে পশ্চিম দিকের (শৃঙ্গেরীর?) এক বেদান্তীকে জয় করিতে শিষ্যগণকে তিনি আদেশ করিয়াছিলেন। শঙ্কর পরেচ্ছায় দিগ্বিজয় করিয়াছেন। কারণ, মাধবের বর্ণনাতে গুরু বা বিশ্বেশ্বর অথবা ব্যাসদেব যখন শঙ্করের নিকট এ প্রস্তাব করেন, তখন শঙ্করের আনন্দ-প্রকাশের

উল্লেখ নাই। কিন্তু পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার ইহাতে রামানুজের আনন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। শিষ্যগণ দিগ্বিজয় প্রস্তাব করিলে রামানুজ আনন্দসহকারে তাহাতে সম্মত হন, এইরূপ তথায় বর্ণিত হইয়াছে। ফলে শঙ্কর পরেচ্ছায় কর্ম করিয়াছেন এবং রামানুজ কতকটা স্বেচ্ছায় করিতেছেন এই মাত্র বিশেষ। এখন ইহা হইতে কে বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারের অধিকতর যোগ্য তাহা সুধীগণের বিচার্য।

১৪। দীক্ষা

শঙ্করের উপনয়ন সংস্কার বা ব্রহ্ম-দীক্ষার পর গুরু গোবিন্দপাদের নিকট তাঁহার সমাধিপ্রভৃতি যোগতত্ত্বে দীক্ষার কথা শুনা যায়, অন্য কোন বিশেষ দীক্ষার কথা শুনা যায় না। শঙ্করের সিদ্ধি এই দীক্ষার পর যোগানুষ্ঠানের ফল।

রামানুজের উপনয়নের পর ১ম, মহাপূর্ণের নিকট তাঁহার পাঞ্চরাত্র মতের দীক্ষার কথা শ্রুত হয়। ইহা একটি মন্ত্র। মহাপূর্ণ রামানুজের অঙ্গে শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন তপ্তলৌহদ্বারা চিহ্নিত করিয়া তাঁহার কর্ণে উক্ত মন্ত্র প্রদান করেন। ২য়, পরে গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট ১৮শ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া আবার তাঁহার নিকট হইতে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র লাভ করেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে তাঁহার দিব্যজ্ঞানই হইয়াছিল। অতএব রামানুজের যে সিদ্ধি তাহা মন্ত্রসিদ্ধি। এখন এতদ্দ্বারা বেদান্তোক্ত সত্যপ্রচারে কাহার যোগ্যতা কত অধিক হওয়া উচিত সুধীপাঠকবর্গ তাহাও এই সঙ্গে চিন্তা করুন।

১৫। দেবতাপ্রতিষ্ঠা

শঙ্করজীবনে ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। ১ম, তিনি নেপাল ও উত্তরখণ্ডের যাবতীয় তীর্থ সমূদয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—এইরূপ স্থানীয় প্রবাদ। পরন্তু কেদার, বদরী ও পশুপতিনাথ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। ২য়, জগন্নাথে কালযবনের অত্যাচারকালে তত্রত্য পাণ্ডাগণ জগন্নাথ বিগ্রহের উদরপ্রদেশ-স্থিত রত্নপেটিকা চিল্কা হ্রদের তীরে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখেন। কালক্রমে উক্ত স্থান লোকের স্মৃতিচ্যুত হয়। আচার্য শঙ্কর যোগবলে উক্ত স্থান আবিষ্কার করেন এবং উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। বদরীনাথ, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে, যথাক্রমে নারদকুণ্ড ও গঙ্গা হইতে প্রতিমা উদ্ধার—আচার্যের অন্যতম কীর্তি। ৩য়, কাঞ্চীপুরী শিব ও বিষ্ণু-কাঞ্চীর বিশাল মন্দিরদ্বয় নির্মাণের হেতুও আচার্য। কামাক্ষীদেবী ও তাঁহার সুবৃহৎ মন্দির তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কাঞ্চীর বিষয় মাধবের গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে। ৪র্থ, শৃঙ্গেরীতে মঠমধ্যে সরস্বতীদেবীর প্রতিষ্ঠা তিনিই করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে এ সম্বন্ধে—১ম, মেলকোট বা তিরুনারায়ণপুরে রামপ্রিয় বিগ্রহ স্থাপন। তাহার পর, দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে উক্ত সম্পৎকুমার বা রামপ্রিয়মূর্তির উৎসববিগ্রহের উদ্ধার-সাধন। ২য়, চিদম্বরে চোলরাজ শৈব কৃমিকণ্ঠকর্তৃক গোবিন্দরায়ের বিগ্রহ বিনষ্ট হইলে এক বৃদ্ধা কৌশলক্রমে উক্ত দেবতার যে উৎসব-বিগ্রহটি রক্ষা করেন, রামানুজ তাহা স্থাপন করেন এবং তাঁহার মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়া দেন। ৩য়, বিট্টলরায়, জৈনধর্ম ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুবর্ধন নাম গ্রহণ করিয়া, অনেক জৈনমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহা কিন্তু ঠিক রামানুজের আদেশ নহে—ইহা উক্ত রাজার কীর্তি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শঙ্করের দেবতাপ্রতিষ্ঠা-কর্ম কিছু অধিক, অন্ততঃপক্ষে ৮/৯ এবং রামানুজের তাহা সম্ভবতঃ ৪/৫ টি মাত্র। বস্তুতঃ কেহ যদি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন, তাহা হইলেও এই দুই আচার্যের দেবতাপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যথেষ্ট তারতম্য বুঝিতে পারিবেন। শঙ্কর উপাস্য পঞ্চদেবতারই উপাসনা প্রচার করিয়াছেন এবং সংখ্যাতেও অধিক করিয়াছেন। রামানুজ কিন্তু এক মাত্র বিষ্ণুরই উপাসনা প্রচার করিয়াছেন এবং সংখ্যাতেও তত অধিক নহে।

এখন এই বিষয়টি সম্বন্ধে শেষসিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে আর একটি বিষয় চিন্তনীয়। দেখা যায়, শঙ্কর কোন বিরুদ্ধবাদীর দেবমন্দির নিজ অভীষ্ট বা প্রিয় দেবমন্দিরে পরিণত করেন নাই। বুদ্ধগয়া গমনকালে যদিও আমি শুনিয়াছিলাম যে, শঙ্কর বুদ্ধগয়ায় আসিয়া তত্রত্য পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া মন্দিরটিকে নিজ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, তথাপি তথায় বুদ্ধেরই পূজা হইয়া থাকে, তিনি তাহাকে অন্য দেবমন্দিরে পরিণত করেন নাই। শঙ্করের পূর্বেই কর্ণসুবর্ণের রাজা 'শশাঙ্ক নরেন্দ্র বমন' এই মন্দিরটিতে মহেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অবশ্য তখনও বৌদ্ধগণ বুদ্ধগয়া ত্যাগ করেন নাই, ইহাও সত্য। অতএব এই মন্দিরকে শঙ্কর শিবমন্দিরে পরিণত করিয়াছিলেন বলা যায় না। তাহার পর তাঁহার দশাবতার-স্তবেও তিনি বুদ্ধকে ভগবদবতার বলিয়াই স্তুতি করিতেছেন। ইহা দেখিলে তাঁহার ওরূপ করিবার যে কোন হেতু ছিল তাহাও মনে হয় না।

পক্ষান্তরে, রামানুজ কূর্মক্ষেত্র ও বেঙ্কটাচল বা তিরুপতিতে শিবমন্দিরকে বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত করেন, দেখা যায়। তিরুনারায়ণপুরে যে বহু শত জৈনমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়, তাহাতে রামানুজের সাক্ষাৎ কৃতিত্ব স্বীকার করা চলে না। কারণ, তাহা তাঁহার ভক্ত বিষ্ণুবর্ধন রাজকর্তৃক সাধিত হইয়াছিল। যাহা হউক, কূর্মক্ষেত্র ও বেঙ্কটাচল নামক স্থানে এ কার্য

করেন। উভয়ের কার্য বিভিন্ন হইলেও বৌদ্ধবিরোধী বলিয়া এবং শঙ্করের যশঃ অধিক হওয়ায় উক্ত শৈবাচার্যের কার্যও শঙ্করে ভ্রমক্রমে আরোপিত হওয়া অসম্ভব নহে।

তবে এরূপ কল্পনার পক্ষে এক বাধা—কালগত বৈষম্য। কোথায় নেপালের খ্রীস্টপূর্বের শঙ্কর, আর কোথায় হুয়েন সাঙের সময়ের শশাঙ্কের মন্ত্রণাদাতা শৈবাচার্য ! সত্য, কিন্তু নেপালের উক্ত ইতিহাসের প্রাচীন অংশের সময়-সংক্রান্ত সত্যতা সম্বন্ধে সকল পণ্ডিতই যেরূপ সংশয় করিয়া থাকেন, তদনুসারে ঐ কালগত বৈষম্য অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। অস্মদ্দেশীয় ইতিহাসোক্ত বিষয়ের পারম্পর্য যেরূপ সম্মানিত হয়, কাল সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ততটা আদৃত হয় না। এই কারণে আচার্য শঙ্করকে এ দোষে দোষী করা কতদূর সঙ্গত তাহা ভাবিবার বিষয়। বস্তুতঃ এ পর্যন্ত যতগুলি শঙ্করচরিত পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আচার্যকর্তৃক বৌদ্ধনিগ্রহের কথা নাই বা কোন দেবদ্বেষের কথাও নাই। এখন তাহা হইলে পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন, কাহার মত বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যের অনুকূল।

১৬। মাতৃপিতৃকুল

শঙ্করের পিতৃকুল নম্বুরী ব্রাহ্মণ। রামানুজের মাতৃপিতৃকুল দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ। এই উভয় ব্রাহ্মণগণের আচার ও সংস্কারগত ভেদ আছে। পরশুরাম সমুদ্র হইতে কেরলপ্রদেশ উদ্ধার করিয়া বসতির জন্য ভারতের আর্যাবর্ত হইতে সদ্‌ব্রাহ্মণ লইয়া যান। কিন্তু ইঁহারা তথায় নিম্নভূমি ও সর্প প্রভৃতির বাহুল্য দেখিয়া তথা হইতে চলিয়া আসেন।

ইহাতে পরশুরাম পুনরায় পূর্ব দিক হইতে (অর্থাৎ রামানুজের জন্মস্থান যে দিকে সেই দিক হইতে) ব্রাহ্মণগণকে কেরলে লইয়া যান। এবার তিনি এক কৌশল করিলেন। মানবের যেখানে দুর্বলতা—সকলে যাহা চাহে—তাহাতেই সুবিধা প্রদান করিলেন। অর্থাৎ— তিনি ঐ ব্রাহ্মণগণমধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত করিলেন যে—(১) জ্যেষ্ঠপুত্র সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং (২) তিনিই কেবল স্বজাতিকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, (৩) অপর ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্ঠের অধীনে স্নানপানাহারের অধিকারী (৪) তাঁহারা স্বজাতিকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু শূদ্র নায়ার রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন (৫) তাঁহাদের নায়ারপত্নী নিজ পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া নিজ গৃহে থাকিবেন, পতিগৃহে আসিতে পারিবেন না, (৬) তাঁহারা নায়ারগৃহে ভোজন বা জলগ্রহণ পর্যন্ত করিতে পারিবেন না। (৭) ইহাদের সন্তানগণও নায়ারজাতিমধ্যে পরিগণিত

হইবে। (৮) নায়ারগণ স্বজাতিমধ্যেই বিবাহ করিতে পারিবে, এবং (৯) ভগ্নীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইবে। এই প্রকার নিয়মদ্বারা ব্রাহ্মণগণ তথায় বসতি করিলেন।

শঙ্কর এই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের আচার-ব্যবহার অদ্যাবধিও ঠিক সেই প্রাচীনকালের মতোই আছে। ইহারা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, কর্মকাণ্ড-পরায়ণ ও বেদানুরাগী।

রামানুজের পিতৃমাতৃ কুলও কর্মকাণ্ডপরায়ণ ও বেদানুরাগী ছিলেন। কিন্তু নম্বুরীগণের মতো ইঁহারা তত গোঁড়া ছিলেন না। ইহার একটি নিদর্শন এই যে, সেই প্রাচীন প্রথানুসারে পঞ্চমবৎসরের বালককে গুরুকুলে প্রেরণ, সমগ্রবেদ কণ্ঠস্থ করান প্রভৃতি নিয়ম শঙ্করের দেশে এখনও যেরূপ দেখা যায়, রামানুজের দেশে সেরূপ দেখা যায় না। অথচ শঙ্করের দেশে যত ম্লেচ্ছ আক্রমণ হইয়াছিল, বামানুজের দেশে তত হয় নাই। তবে জৈন প্রভৃতির অত্যাচার রামানুজের দেশেই অধিক হইয়াছিল—ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সদাচার সম্বন্ধে কেহই কম নহেন, তবে গোঁড়ামিটা যেন শঙ্করেব দেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বেশি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা হইলেও শঙ্করের পিতা তাঁহাব বৃদ্ধবয়সে ও শঙ্করের তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেহত্যাগ করেন এবং শঙ্করও বাল্যেই দেশত্যাগী হন বলিয়া শঙ্কবে সে গোঁড়ামি ততটা জন্মে নাই বলা যায়। রামানুজের পিতা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে এবং রামানুজের প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। অতএব রামানুজের উদারতা অধিক হওয়াই উচিত। ধর্মবুদ্ধিতে এই উদারতার ফলে শঙ্কর বোধ হয় বেদমাত্র উপজীবী এবং রামানুজ বেদ ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি উভয় শাস্ত্রোপজীবী হন বলা যাইতে পারে। আর ইহা যদি হয়, তাহা হইলে কাহার মত বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যানুকূল তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করুন।

তাহাব পব শঙ্কবের পিতা অত্যন্ত বৈরাগ্যবান ছিলেন। তিনি আজীবন গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য ও গুরুসেবায় জীবনাতিপাত করিবার ইচ্ছা করিতেন। কেবল পিতার অনুরোধে বিবাহাদি করেন।

রামানুজের পিতা যাজ্ঞিক ছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য লোকে তাঁহাকে সর্বক্রতু উপাধি দিয়াছিল। বিবাহে অনিচ্ছা প্রভৃতি তাঁহার জীবনে শুনা যায় না। পুত্রোৎপাদন ধর্মের অঙ্গজ্ঞানে তিনি পুত্রকামনায় যজ্ঞেরই আশ্রয় লইয়াছিলেন।

শঙ্করের পিতা যজ্ঞানুষ্ঠায়ী হইলেও তজ্জন্য তাঁহার খ্যাতিলাভ শুনা যায় না। পুত্রোৎপাদন ধর্মের আদেশ, তজ্জন্য পুত্রার্থে তিনি আশুতোষের শরণাপন্ন

হইয়াছিলেন। শঙ্করের পিতা জ্ঞানানুষ্ঠানপ্রধান। রামানুজের পিতা কর্মানুষ্ঠানপ্রধান। শঙ্করের মাতার বিদ্যা বোধ হয় কিছু অধিক, কিন্তু বুদ্ধিমত্তা বোধ হয় উভয়ের তুল্য। তুলনাকালে পাঠকবর্গ এ বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য রাখিবেন। ইহার ফলে বেদান্তের অধিকার শঙ্কর-মতে যেরূপ, রামানুজ-মতে তদপেক্ষা কিছু সাধারণ বোধ হয়।

১৭। পূজালাভ

ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্করজীবনে এইরূপ—শঙ্করজীবনের শেষভাগে অর্থাৎ দিগ্বিজয়কালে তাঁহার সম্মান চরমসীমায় উঠিয়াছিল। প্রথম, সুব্রহ্মণ্য দেশে তাঁহার তিন সহস্র শিষ্য, কেহ শঙ্খ বাজাইয়া, কেহ বাদ্য বাজাইয়া, কেহ ঘণ্টা বাজাইয়া, কেহ চামর ব্যজন করিয়া, কেহ তাল দিয়া আচার্যকে অর্চনা করিত। দ্বিতীয়, শুভগণবরপুরে সায়ংকালে আচার্যের সমুদয় শিষ্য আচার্যদেবকে দ্বাদশবার প্রণাম ও ঢক্কার তাল দিতে দিতে ভগবানের স্তব ও নৃত্য করিত—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ইত্যাদি। রাজসম্মানও শঙ্করজীবনে যথেষ্ট কিন্তু তিনি কোন রাজার বাটী যাইতেছেন, ইহা শুনা যায় না। রাজারাই তাঁহার নিকট আসিতেছেন- ইহাই শুনা যায়।

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে দেখা যায়, তাঁহার শ্রীভাষ্যাদি গ্রন্থ শেষ হইলে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে শকটে আরোহণ করাইয়া মহা সমারোহে শ্রীরঙ্গমের পথে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। অন্য সময়ে কিন্তু শিষ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া শঙ্করের ন্যায় অর্চনা করিতেন কি না, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

তবে রামানুজ-জীবনে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে এটি তাঁহার নিজমূর্তিস্থাপন। তিরুনারায়ণপুর হইতে শ্রীরঙ্গমে আসিবার কালে -- শিষ্যগণ যখন রামানুজের অদর্শনজন্য ব্যাকুল হন, তখন রামানুজ নিজের প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করাইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ দেন। আবার অন্য মতে দেখা যায়, শ্রীরঙ্গমে তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে শিষ্যগণের অনুরোধে তিনি তথায় তাঁহার তিনটি প্রস্তরপ্রতিমূর্তি নির্মাণ করিবার অনুমতি দেন। যথা- -একটি শ্রীরঙ্গমে, একটি ভূতপুরীতে এবং তৃতীয়টি তিরুনারায়ণপুরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। অবশ্য পূর্বমতে তিরুনারায়ণপুরের মূর্তিটি শ্রীরঙ্গমে মূর্তি স্থাপনের বহু পূর্বে স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত কাঞ্চী ও তিরুপতিতেও তাঁহার বিগ্রহ স্থাপনের আদেশ তিনি স্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন। অবশ্য শঙ্করজীবনে এরূপ ব্যাপারের কথা শুনা যায় না। রাজসম্মানও রামানুজ-জীবনে যথেষ্ট। তবে বিশেষ এই যে, তিনি রাজবাটি যাইতেন, রাজারাও আসিত, এইমাত্র।

যাহা হউক, এই পূজালাভ বিভিন্ন প্রকারে উভয় আচার্যেই বর্তমান ছিল। ইহা একপক্ষে যেমন কিঞ্চিৎ অভিমানের পরিচায়ক বলা যাইতে পারে, অন্যপক্ষে উহা লোকহিতার্থও হয়, আর তাহা হইলে তাহা দোষাবহ হইতে পারে না। শিষ্য বা ভক্তকে চরণস্পর্শ করিতে দিলে যদি অভিমান না হয় তাহা হইলে এই সকল কর্মেও তাহা হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ফলতঃ এইরূপ পূজালাভ যে উভয়েরই বেদান্ত প্রচারে প্রবৃত্তির উৎপাদক তাহা বলা যাইতে পারে। তবে বিশেষ এই যে, রামানুজের জীবিতাবস্থায় প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূজালাভ তাঁহার অধিক দেখা যায়। শঙ্করে তাহা অল্প, আর "আমায় লোকে পূজা করুক" এই ইচ্ছা যদি থাকে তাহা হইলে তাহা রামানুজে অধিক এবং শঙ্করে অল্প বোধ হয়। এখন ইহার ফল উভয়ের মতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, তাহা বিচারকগণই বিবেচনা করুন।

১৮। ভগবদনুগ্রহ

শঙ্করের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ পাঁচটি স্থলে দেখা যায়। যথা— প্রথম, কাশীতে চণ্ডালবেশে বিশ্বেশ্বর শঙ্করকে দর্শন দিয়া তাঁহার ভেদবুদ্ধি বিনাশ করেন। দ্বিতীয় জগন্মাতা অন্নপূর্ণা দেবী দর্শন দিয়া তাঁহাকে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দেন। তবে এই দ্বিতীয় ঘটনাটি অন্যসম্প্রদায়মধ্যে প্রবাদমাত্র ; ইহা কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। তৃতীয়, কাশ্মীরে সরস্বতীদেবীকর্তৃক 'সর্বজ্ঞ' উপাধি দান। চতুর্থ, উগ্রভৈরব শঙ্করকে বলি দিবার উপক্রম করিলে হঠাৎ পদ্মপাদের মানসপটে সেই দৃশ্য প্রদর্শন। পঞ্চম, কর্ণাটি উজ্জয়িনীতে ক্রকচ ভৈরবকে আহ্বান করিলে ভৈরব শঙ্কর-পক্ষই সমর্থন করেন। শঙ্করে এই সব...নই অযাচিত অনুগ্রহ।

রামানুজকেও ভগবান সাতটি স্থলে অনুগ্রহ করিয়াছেন। যথা— প্রথম, রামানুজ যখন বিন্ধ্যাচলে অসহায় অবস্থায় মূর্ছিতপ্রায় হইয়া পতিত ছিলেন, তখন ভগবান ব্যাধরূপে আসিয়া তাঁহাকে কাঞ্চী পৌছাইয়া দেন। এস্থলে রামানুজ ভগবানের দয়াভিক্ষা ও ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন এজন্য ইহা অযাচিত অনুগ্রহ নহে। তবে সুদূর বিন্ধ্যাচল হইতে অপরাহ্নের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাঞ্চীতে আনিয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে ভগবানের অযাচিত করুণার ফল। কারণ, ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী সহ পাঁচ দিন হাঁটিতে হাঁটিতে কাঞ্চী আসিলেও ভগবানের রামানুজকে রক্ষা করা হইতে পারিত। দ্বিতীয়, কাঞ্চীর রাজকন্যাকে ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধারকালে উক্ত ব্রহ্মরাক্ষস যাদবের সহিত কলহ করিতে করিতে

বলিয়া ফেলে যে, রামানুজের চরণোদক পান করিলে (মতান্তরে রামানুজ তাহার মস্তকে পদার্পণ করিলে) সে দূরীভূত হইবে। এইটি কিন্তু অযাচিত ভগবদনুগ্রহ বলা চলিতে পারে। তৃতীয়—যাদবপ্রকাশ রামানুজের শিষ্যত্বগ্রহণকালে বরদরাজকর্তৃক যাদবের প্রতি স্বপ্নাদেশ। চতুর্থ, কাশ্মীরের শারদাদেবী কর্তৃক উপাধিদান। পঞ্চম—তিরুনারায়ণপুরে রামানুজের প্রার্থনায় ভগবান তিলকচন্দনের স্বপ্নদানকালে নিজের অবস্থিতিস্থানেরও নির্দেশ দেন। ইহা অযাচিত অনুগ্রহ। ষষ্ঠ—রঙ্গনাথের অর্চক বিষদান করিলে অর্চকপত্নী তাহা ইঙ্গিত করেন; ইহাও অযাচিত অনুগ্রহ। সপ্তম—গোবিন্দকে কালহস্তী হইতে আনিবার কালে পূজকগণ যখন শ্রীশৈলপূর্ণকে বিতাড়িত করিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন, তখন শিবের আদেশে পূজকগণ নিবৃত্ত হন।

যাহা হউক, এতদ্দ্বারা শঙ্কর-জীবনে পাঁচটি ঘটনা এবং রামানুজ জীবনে সাতটি ঘটনা ভগবানের অযাচিত অনুগ্রহ বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ঘটনা বিস্তর আছে, তাহা ভগবদনুগ্রহ বটে। কিন্তু তাহা অযাচিত অনুগ্রহ বলা যায় না।

এই বিষয়ের বিরোধী বিষয়—দৈববিড়ম্বনা। ইহাকে আমরা ৭১ সংখ্যক নির্বুদ্ধিতা বিষয়ের মধ্যে আলোচনা করিয়াছি। ইহা শঙ্করে নাই, রামানুজে আছে। এখন এতদ্দ্বারা কে কতদূর ভগবদনুগ্রহভাজন তাহা বেশ বুঝা যায়। সুতরাং কাহার মত কত বেদান্তপ্রতিপাদিত সত্যানুকূল তাহা এতদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে।

১৯। ভাষ্যরচনা

শঙ্করের ভাষ্যরচনার হেতু—গুরু গোবিন্দপাদ ও বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞা। কিন্তু রামানুজের ভাষ্যরচনার হেতু—যামুনাচার্যের ইচ্ছাপূর্ণ করা। ইহাতে বিশেষ এই যে, শঙ্করে কর্তৃত্বজ্ঞানশূন্যতার বাহুল্য, রামানুজে ভক্তের ইচ্ছাপূর্ণ করিবার বাসনাবাহুল্য দেখা যায়। ইহা নিশ্চয়ই দুইজনে দুই প্রকারের মহত্ত্ব সন্দেহ নাই। তথাপি এক কথায় এই বিষয়ে শঙ্করের পরেচ্ছাধীনতার পরিচয় এবং রামানুজে পরোপকারপ্রবৃত্তির পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। এখন এতদ্দ্বারা প্রকৃত বিষয়-বিচারে কিরূপ সহায়তা করে, তাহা বিচারকগণের বিচার্য।

২০। ভ্রমণ

শঙ্কর-জীবনে ভ্রমণ, এদিকে বাহ্লিক হইতে ওদিকে কামরূপ এবং বদরিকাশ্রম ও নেপাল (মতান্তরে তিব্বত) হইতে কুমারিকা পর্যন্ত। তদ্ব্যতীত তিনি বদরিকাশ্রমে দুইবার গমন করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে রামানুজ শঙ্করপদার্পিত অনেক স্থলেই গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু বাহ্লিক (বর্তমান মধ্য-এসিয়া) এবং কামরূপে গমন করেন নাই। আর্যাবর্তেও ভ্রমণ তাহার কম। সুতরাং রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের ভ্রমণ অধিক মনে হয় ইহা ধর্মস্থাপন ও প্রচারকার্যের বাহুল্যের সূচক। প্রকৃত বিষয়ের পক্ষে ইহার উপযোগিতা কিরূপ তাহা পাঠকবর্গের বিবেচ্য।

২১। মতের প্রভাব

শঙ্করমতের প্রভাবে প্রাচীন অনেক 'মত' ও অনেক সম্প্রদায় আজ বিলুপ্ত, কতিপয় মাত্র পুনরুজ্জীবিত। নানাবিধ গণপতি উপাসক, সৌর, কাপালিক প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায় আর দৃষ্ট হয় না। যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহা শঙ্করের পর পঞ্চদেবতা উপাসনার ছায়া আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে। শঙ্করের পর যাহারা আবার মাথা তুলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতিপয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। যেমন ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র বা রামানুজ-সম্প্রদায়। তাহার পর, ভারতের সর্বত্র শঙ্করমত আজ পর্যন্ত যেরূপ প্রবল রহিয়াছে, তাহাও ইহার অসীম প্রভাবের পরিচায়ক

পক্ষান্তরে রামানুজমতও ভারতের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের পর জৈন ও বৌদ্ধগণ মাথা তুলিবার চেষ্টা করিলে রামানুজ তাঁহাদের মস্তকে মুদ্গরপ্রহার করেন। শঙ্করমত-প্রধান অনেক স্থলে, যেমন- তিরুপতি, কাঞ্চী, অযোধ্যা, চিত্রকূট প্রভৃতি স্থলে, রামানুজ নিজ মতের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য ইহা যে সর্বত্র রামানুজই স্বয়ং করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কোন জীবনীকার বর্ণনা করেন নাই। এ বিষয়ে পরবর্তী রামানন্দ প্রভৃতির কৃতিত্ব যথেষ্ট আছে। এখন যদি তুলনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে মনে হয় এ বিষয় শঙ্কর যত কৃতকার্য রামানুজ তত নহেন। কাশ্মীর, মলাবার ও উত্তরাখণ্ডে রামানুজকে অতি অল্প লোকেই জানে।

তাহার পর শঙ্কর বেদান্তের যে পূর্বমতসমুদয় খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাদের গ্রন্থ আজ একেবারে বিলুপ্ত। কিন্তু রামানুজ তাঁহার পূর্বমত যে অদ্বৈতবাদের খণ্ডনে যারপরনাই শ্রম স্বীকার করিলেন, সেই অদ্বৈতবাদ-গ্রন্থ আজও অবাধে রাজত্ব করিতেছে। উভয় মতের গ্রন্থ ও পণ্ডিতের সংখ্যা যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এখনও ইহা শঙ্করমতেই অধিক বলিয়া বোধ হয়। সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া ইহাই আমারও বিশ্বাস হইয়াছে। শঙ্কর নিজ মত লইয়া সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছিলেন—সকল মতবাদীর সহিত বিচার করিয়াছিলেন,

রামানুজ কিন্তু তাহা সে ভাবে করেন নাই। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহুস্থলে গমন করিয়াছিলেন—সকল মতবাদীর সহিত বিচার করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করের প্রধান মঠ—শৃঙ্গেরী গমন করেন নাই। তিনি তিরুপতির পথে শিষ্যগণের অনুরোধ-সত্ত্বেও চিত্রকূট বা চিদম্বর নামে শৈবপ্রধান গ্রামে যান নাই। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়—রামানুজ ভগবদ্‌ভজন লইয়া থাকিতেন, শঙ্কর প্রারব্ধভোগী যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট। "সত্য সর্বত্র জয়ী" বা "সত্য আপনি প্রকাশ পায়" এইরূপ ভাবিলে এতদ্দ্বারা প্রকৃত বিষয়ের তুলনা করা চলে। এখন যে বিচারের ভার যাঁহাদের উপর তাঁহারা ইহা বিচার করুন।

২২। মৃত্যু

মৃত্যুদ্বারা লোকের মহত্ত্ব-বিচার করার একটা প্রথা আছে। চলিত কথায় বলে "তপ জপ কর কি গো মরতে জানলে হয়।" শঙ্করের মৃত্যু মাধবের মতে—কৈলাসে শিব-শরীরে বিলীন হইয়া যাওয়া, অন্যমতে—কাঞ্চীতে উপবিষ্টাবস্থায় সমাধি অবলম্বন করিয়া; আবার একটি প্রবাদ অনুসারে—গঙ্গোত্রীতে সমাধিযোগে তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তাঁহার দেশের প্রবাদানুসারে তিনি ত্রিচুরে যোগবলে বসিয়া সমাধিদ্বারা সশরীরে তত্রত্য পরশুরাম-প্রতিষ্ঠিত শিব-শরীরে বিলীন হন। ফলে একটি মতে—অদৃশ্য হইয়া, অপর মতে—সমাধিযোগে দেহত্যাগ করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

পক্ষান্তরে, রামানুজের দেহান্তকালে রামানুজ গোবিন্দের ক্রোড়ে মস্তক ও আন্ধ্রপূর্ণের ক্রোড়ে চরণ রাখিয়া শায়িত অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। কোন মতে—রামানুজ, পিল্লানের ক্রোড়ে মস্তক এবং প্রণতার্তিহরের ক্রোড়ে পাদদ্বয় রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি শিষ্যগণকে বিস্তর উপদেশ দেন, তন্মধ্যে ৭২টি উপদেশ অদ্যাবধি সর্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। তৎপর তিনি দেববিগ্রহের সেবা ব্যবস্থা করেন ; ভবিষ্যতে কে কোন্ কর্ম করিবে তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থির করিয়া দেন এবং পুরোহিত ও ভৃত্যবর্গকে ডাকাইয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শিষ্যগণের অনুরোধে তিনি তিনদিন পরে দেহত্যাগ করিবেন ইহাও বলিয়াছিলেন এবং ঘটনাও তদনুরূপ হইয়াছিল। প্রপন্নামৃতের মতে মৃত্যুকালে রামানুজের দৃষ্টি গুরু মহাপূর্ণের পাদুকার উপর নিবদ্ধ এবং অন্তঃকরণ যামুনাচার্যের চরণধ্যানে নিমগ্ন ছিল। রামানুজের দেহ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয় এবং তথায় তাঁহার এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

তাহার পর উপসংহারে আমরা দেখিব, আচার্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ কতকটা গীতোক্ত আদর্শ। এই গীতায় মৃত্যু-কালে যেরূপ করা প্রয়োজন, তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। ইহাতে দেখা যায়—

"প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০
সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২।
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥" ১৩

(গীতা ৮ম অধ্যায়)

মরণকালে নিশ্চল হৃদয়ে সেই ব্যক্তি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে সম্যক্ সন্নিবিষ্ট করিলে ভক্তি এবং যোগবলে সেই আদিত্য মণ্ডল-মধ্যবর্তী পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০

সকল ইন্দ্রিয়দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া এবং হৃদয় পুণ্ডরীকে অন্তঃকরণকে সমাহিত করিয়া আপনার প্রাণ মস্তকদেশে স্থাপিত করিয়া (সাধক) যোগ অবলম্বন করিবে ১২

(তাহার পর) ওঁ এই অক্ষর রূপ ব্রহ্মবাচক শব্দটি উচ্চারণ করতঃ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, সে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ১৩।

এতদনুসারে যোগ অবলম্বন বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য রামানুজের আদর্শ এস্থলে অন্যরূপ। কারণ বরদারাজ তাঁহাকে কাঞ্চীপূর্ণের দ্বারা যাহা বলিয়া পাঠান, তাহাতে শ্রীবৈষ্ণবের মৃত্যুকালে কোন নিয়মের প্রয়োজন নাই, ইহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা উভয়ের বিশেষত্ব বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এখন এতদ্দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রকাশে কে কতদূর উপযুক্ত তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করুন।

২৩। রোগ

শঙ্কর শরীরে একমাত্র ভগন্দর রোগের কথা শুনা যায়। অবশ্য ইহা অভিনবগুপ্তের অভিচার ক্রিয়ার ফল। এতদ্ভিন্ন আর অন্য কোন রোগের কথা শুনা যায় না।

রামানুজের জীবনের শেষভাগে, প্রথম—চক্ষু দিয়া কেবল রক্তপাতের কথা

শুনা যায়। কোন মতে জরা আক্রমণ করিয়াছিল; কোন মতে কিছু পীড়া হইয়াছিল। দ্বিতীয়—মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে যেদিন ভূতপুরীতে তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেদিন তাঁহার শরীরে সহসা অবসাদ উপস্থিত হয়। সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় রামানুজ বলিলেন—"দেখ, বোধ হয় এই সময় আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইতেছে।" তদ্ভিন্ন তিনি শিষ্যগণের অনুরোধে তিনদিন মৃত্যুরোধ করিয়াছিলেন। সুতরাং মৃত্যু তাঁহার স্বেচ্ছায় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এখন এ বিষয়টি প্রকৃত বিষয়ের কতদূর উপযোগী তাহাও সুধী-পাঠকবর্গ বিচার করুন।

২৪। শিক্ষা

সন্ন্যাসের পূর্বে শঙ্করের শিক্ষার উপকরণ বেদ, বেদান্তদর্শন, পুরাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থ। দেশীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ অধ্যয়নের কথা বড় শুনা যায় না। সন্ন্যাসের পর তিনি গোবিন্দপাদের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা যোগবিদ্যা ও 'তত্ত্বমসি' ও অন্যান্য বেদান্তবাক্য প্রভৃতির রহস্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

রামানুজের শিক্ষার উপকরণ শঙ্করের ন্যায় বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি এবং তামিল ভাষায় লিখিত দ্রাবিড় বেদ। এই দ্রাবিড় বেদ অনেক নামে পরিচিত, যথা- তামিল প্রবন্ধ, দিব্যপ্রবন্ধ ইত্যাদি। ইহা শঠকোপ প্রভৃতি রামানুজ-সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্যগণকর্তৃক রচিত. ইহা শ্লোকবদ্ধভাবে ভগবানের স্তুতি-প্রধান গ্রন্থ। বেদের উপদেশ সর্বসাধারণে যাহাতে গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্যই এই গ্রন্থের রচনা হয়। শূদ্রকুল-পাবন মহামুনি শঠকোপের রচিত অংশই ইহার প্রধান ও অধিকতর আদরণীয়। রামানুজের শিক্ষার মধ্যে ইহার অংশ যথেষ্ট ছিল। কাঞ্চীতে রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ তাঁহার গৃহে ছয় মাস কাল অবস্থান করিয়া তাঁহাকে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং রামানুজ শ্রীরঙ্গমে যাইয়াও আবার এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের প্রতি রামানুজ-সম্প্রদায়ের যত শ্রদ্ধা ও ভক্তি, ইহার মূল বেদ-বেদান্তের উপর যেন বোধ হয়, তত নহে। তাহার পর রামানুজ, গুরু গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের এই শ্লোকটি, অর্থাৎ—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বাপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

প্রধান। ইহার ব্যাখ্যাকালে গোষ্ঠীপূর্ণ যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়, এ উপদেশের লক্ষ্য কোন্ দিকে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে প্রপন্ন হইবে, তাহার ছয়টি বিরোধ পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা—

১। আশ্রয়ণ বিরোধ—অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' ভাব, ফলাভিসন্ধি এবং জগন্মাতার অহৈতুকী কৃপা ও পরমগতির প্রতি সন্দেহ।

২। শ্রবণ বিরোধ—অন্য দেবতাবিষয়ক শাস্ত্রবাক্যের প্রতি অনুরাগ।

৩। অনুভব বিরোধ—যেসব সামগ্রী ভগবানের সেবোপযোগী তাহা নিজার্থ ব্যবহার করিবার স্পৃহা।

৪। স্বরূপ বিরোধ—নিজেকে ভগবান হইতে স্বাধীন জ্ঞান করা।

৫। পরত্ব বিরোধ—অন্য দেবতাকে পরমেশ্বর জ্ঞান করা।

৬। প্রাপ্তি বিরোধ— শক্তিশূন্য ভগবৎসেবীর মতানুমোদন।

এতদ্ব্যতীত শুনা যায়, তিনি দক্ষিণামূর্তি নামক একজন মহাপুরুষের গ্রন্থ বৃদ্ধবয়সে পড়িয়াছিলেন।

তাহার পর, শিক্ষোপকরণ-নির্ণয়ের আর এক উপায় আছে। জার্মান পণ্ডিত 'থিবো' আচার্যদ্বয়ের সূত্রভাষ্যের অনুবাদের শেষে আচার্যদ্বয়কর্তৃক প্রমাণরূপে উদ্ধৃত গ্রন্থের একটা তালিকা দিয়াছেন। তদনুসারে—

শঙ্কর —১। ঐতরেয় আরণ্যক, ২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ৪। আর্ষেয় ব্রাহ্মণ, ৫। ভগবদ্গীতা, ৬। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৭। জাবালোপনিষৎ, ৮। পূর্বমীমাংসাসূত্র, ৯। গৌড়পাদকারিকা, ১০। ঈশোপনিষৎ, ১১। কঠোপনিষৎ, ১২। কৌষিতকিব্রাহ্মণোপনিষৎ, ১৩। কেনোপনিষৎ, ১৪। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ১৫। মহাভারত, ১৬। মৈত্রায়ণীয় সংহিতা, ১৮। মনুস্মৃতি, ১৯। মুণ্ডকোপনিষৎ ২০। নিরুক্ত, ২১। ন্যায় সূত্র, ২২। পাণিনি, ২৩। প্রশ্নোপনিষৎ, ২৪। ঋগ্বেদ সংহিতা, ২৫। সাংখ্য কারিকা, ২৬। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ, ২৭। শতপথব্রাহ্মণ, ২৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ২৯। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৩০। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩১। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৩২। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩৩। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ৩৪। বৈশেষিক সূত্র, ৩৫। বাজসনেয়ী সংহিতা, ৩৬। যোগসূত্র, ৩৭। পৈঙ্গীব্রাহ্মণ, ৩৮। বিষ্ণুপুরাণ, ৩৯। বিষ্ণুধর্মোত্তর, ৪০। শিবপুরাণ, ৪১। শিবধর্মোত্তর, ৪২। উপবর্ষবৃত্তি, ৪৩। বৃত্তিকারকৃত গ্রন্থ প্রভৃতি পড়িয়াছিলেন।

রামানুজ— ১। ঐতরেয় আরণ্যক, ২। ঐতরেয় উপনিষৎ, ৩। আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্র, ৪। ভগবদগীতা, ৫। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬। দক্ষস্মৃতি, ৭। জাবালোপনিষৎ, ৮। গর্ভোপনিষৎ, ৯। গৌড়পাদকারিকা, ১০। গৌতমধমসূত্র, ১১। ঈশোপনিষৎ, ১২। কঠোপনিষৎ, ১৩। কৌষিতক্যুপনিষৎ, ১৪। কেনোপনিষৎ, ১৫। ছান্দোগ্য-উপনিষৎ, ১৬। চুলিকোপনিষৎ, ১৭। মহানারায়ণোপনিষৎ, ১৮। মহোপনিষৎ, ১৯। মৈত্রায়ণ-উপনিষৎ, ২০। মনুস্মৃতি, ২১। মুণ্ডকোপনিষৎ, ২২। ন্যায়সূত্র, ২৩। পাণিনি, ২৪। প্রশ্নোপনিষৎ, ২৫। পূর্বমীমাংসাসূত্র, ২৬। ঋগ্বেদসংহিতা, ২৭। সনৎসুজাতীয়, ২৮। সাংখ্যকারিকা, ২৯। শতপথব্রাহ্মণ, ৩০। সুবালোপনিষৎ, ৩১। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩২। তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৩৩। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩৪। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৩৫। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩৬। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ৩৭। বিষ্ণুপুরাণ, ৩৮। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, ৩৯। যামুনাচার্যের গ্রন্থ এবং ৪০। শঠকোপাদিকৃত গ্রন্থ পড়েন।

যাহা হউক, এতদ্দৃষ্টে আমরা বলিতে পারি যে, শঙ্করের শিক্ষার ভিতরে বেদ ও বেদান্তের মূল গ্রন্থসমূহই প্রধান, কিন্তু রামানুজ এতদ্ভিন্ন অন্য জাতীয় গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নেও যথেষ্ট সময়ক্ষেপ করিয়াছেন। এখন মূল বৃক্ষের সহিত শাখাভাঙা বৃক্ষের যে সম্বন্ধ, বেদের সহিত উক্ত অন্য জাতীয় গ্রন্থসমূহের সেই সম্বন্ধ বলা যাইতে পারে। কারণ, ভাষান্তরিত গ্রন্থ মূল গ্রন্থ হইতে যে দূরবর্তী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আশঙ্কা যথেষ্ট। যাহা হউক, এক কথায় শঙ্করের শিক্ষার উপকরণ দ্বিজ বা ব্রাহ্মণগণেরই অধিক উপযোগী এবং রামানুজের শিক্ষার উপকরণ ইতর সাধারণ সকলেরই পক্ষে উপযোগী—এই মাত্র বিশেষ। তাহার পর শিক্ষার রূপভেদ বিষয় আলোচ্য। শঙ্কর নিজ প্রতিকূল মতাবলম্বী গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এ কথা শুনা যায় না। গুরুর সহিত তাঁহার কখনও মতভেদ হইয়াছিল, একথাও শুনা যায় না।

পক্ষান্তরে রামানুজের সহিত তাঁহার গুরু যাদবপ্রকাশের তিন বার মতান্তর ঘটিয়াছিল। তিনি প্রথমবার বিতাড়িত হইলে উপযুক্ত গুরুর অভাবে পুনরায় যাদবপ্রকাশেরই শরণাগত হইয়াছিলেন। তাহার পর যাদবপ্রকাশের দুরভিসন্ধি হইতে রামানুজ উদ্ধার পাইলে কাঞ্চীপূর্ণের উপদেশ অনুযায়ী তিনি বরদরাজের জন্য শালকূপ হইতে যে নিত্য স্নানের জল আনিতেন, তাহা পুনরায় যাদবপ্রকাশের নিকট যাইয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শেষবার বিতাড়িত হইলে তিনি উক্ত কাঞ্চীপূর্ণের পরামর্শে আবার সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

এতদ্দ্বারা বলা যায় যে, রামানুজের জীবন প্রতিকূল অবস্থা স্রোতের ফল, পক্ষান্তরে শঙ্করের জীবন অনুকূল অবস্থা স্রোতের ফল। ইহার ফল এই যে, প্রতিকূল স্রোতের লোকের জীবনগতি মন্থর হয় কিন্তু তাহাতে চতুরতা ও বিচক্ষণতা লাভ হয়। পক্ষান্তরে যাঁহার জীবন অনুকূল স্রোতের ফল, তাঁহার জীবনগতি দ্রুত হয়। তিনি সরলচিত্ত হয়েন ও অভীষ্টফললাভে অধিক সামর্থ্য লাভ করেন। বস্তুতঃ রামানুজের চতুরতার দৃষ্টান্ত আছে। ইহা আমরা চতুরতা নামক প্রবন্ধে যথাস্থানে পৃথগ্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখন এতদ্দ্বারা কাহার মত বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যের নিকটবর্তী তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন।

২৫। শিষ্যচরিত্র

উভয় আচার্যেরই অগণিত শিষ্য সেবক। উভয়েরই শিষ্য সেবকগণমধ্যে অনেকে ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। শঙ্কর শিষ্যের মধ্যে পদ্মপাদের সিদ্ধি অধিক ছিল। তিনি নৃসিংহসিদ্ধ ছিলেন। গঙ্গাগর্ভে তাঁহার প্রতিপদবিক্ষেপে পদ্ম ফুটিয়াছিল। তাঁহার এই সিদ্ধিবলেই আচার্যের কয়েকবার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। উগ্রভৈরবকর্তৃক শঙ্করকে 'বলি' দিবার কালে ও অভিনব-গুপ্তকর্তৃক অভিচারকালে পদ্মপাদই আচার্যের জীবন রক্ষা করেন। তোটকাচার্য আচার্যের কৃপায় সর্ববিদ্যাসম্পন্ন হইতে পারিয়াছিলেন। হস্তামলক কিন্তু আজন্মসিদ্ধ। মণ্ডনও মন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি মন্ত্রদ্বারা ব্যাস ও জৈমিনিকে স্বগৃহে যজ্ঞাদিকালে আহ্বান করিতেন। এতদ্ব্যতীত শঙ্করশিষ্যগণের মধ্যে আচার্যের জীবিতকালমধ্যে আর বড় অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু এক দিকে যেমন শিষ্যগণের এরূপ চরিত্র অলৌকিক, অপর দিকে [illegible] ভাবও দৃষ্ট হয়। পাণ্ডিত্যাভিমানে শিষ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে একটু ঈর্ষার কলঙ্ককালিমা যেন স্পষ্ট প্রতীত হয়। অবশ্য, ইহার মূলে উদ্দেশ্য যদিও অদ্বৈতমতের ভাবী প্রতিষ্ঠা, তথাপি তাহা ঈর্ষাজনিত দোষ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পক্ষান্তরে রামানুজের শিষ্যগণমধ্যে অনন্তাচার্য কূরেশ প্রণতার্তিহরাচার্য প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। স্বপ্নাদেশ তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই গৃহী ছিলেন, সন্ন্যাসীর সংখ্যা অতি অল্প। কূরেশ, গোবিন্দ ও দাশরথির চরিত্র অত্যন্ত অসাধারণ ছিল। কূরেশের জন্যই রামানুজ বিহ্বল হইয়া [illegible] ছিলেন। কূরেশের চক্ষুলাভে রামানুজ নিজেও নিস্তার পাইবেন বলিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। তথাপি, রামানুজ শিষ্যগণের চরিত্রও নির্দোষ তাহা বলিবার উপায় নাই। একদিন তাঁহাদের

কৌপীন ছিন্ন হইলে তাঁহারা পরস্পরে কলহে প্রবৃত্ত হয়েন ও নিতান্ত ইতর লোকের মতো ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে তুলনা করিলে দেখা যায়, শঙ্করশিষ্যগণ অপেক্ষা রামানুজ-শিষ্যগণের মধ্যে বিনয় ও গুরুভক্তির প্রকাশ অধিক ছিল। আর এক কথা, শঙ্করের কোন স্ত্রীলোক শিষ্য ছিল না, পরন্তু রামানুজের তাহা ছিল। রামানুজের মঠে ধনুর্দাসাদি গৃহস্থশিষ্যগণ অনেকে স্ত্রী লইয়া বাস করিতেন। শঙ্করের মঠে সেরূপ কিছু শুনা যায় না। তদ্ব্যতীত শঙ্করের মঠবাসই অতি অল্প দিন। এখন এতদ্দ্বারা প্রকৃত বিষয়ের বিচারে যেরূপ সহায়তা হয়, তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করুন।

২৬। সন্ন্যাসগ্রহণ

শঙ্কর ৮ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রামানুজ প্রায় ২০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শঙ্করের জন্মভূমিতে আমি তাঁহার একখানি "জীবন-চরিত" সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার মতে তিনি ১৬ বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন তত্রত্য পণ্ডিতগণকে ডাকিয়া আচার্যের চরিত-কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন দেখি দুই দল পণ্ডিত দুই প্রকার মতাবলম্বী। কিন্তু তৃতীয় এক ব্যক্তি এই বলিয়া সমাধান করিলেন যে, উহা ১৬ বৎসর নহে; উহা তাঁহার পিতার জীবনের ষোড়শ সংস্কার সমাপনের পর। লোকে ১৬ সংখ্যা ধরিয়া গোল করিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য অনেকেই অবগত আছেন যে, এই ষোড়শ সংস্কার শ্রাদ্ধের পর একটি সংস্কার বিশেষ। ফলে ৮ম বৎসরেই শঙ্কর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কথাই অধিকাংশ লোকে স্বীকার করেন।

এইবার সন্ন্যাসগ্রহণের উপলক্ষ্য বিচার্য। জীবনের পূর্ব পূর্ব ঘটনা অনেক সময় পরবর্তী ঘটনার 'হেতু' এবং 'উপলক্ষ্য' বলিয়া পরিগণিত হয়। তন্মধ্যে যাহা গৌণ হেতু, তাহাই সাধারণতঃ 'উপলক্ষ্য' এবং যাহা মুখ্য হেতু তাহা 'হেতু' নামে অভিহিত হয়। এতদনুসারে আমরা বলিতে পারি, শঙ্করের সন্ন্যাসগ্রহণের হেতু—জীবনের সার্থকতা লাভের ইচ্ছা এবং উপলক্ষ্য—সমাগত অতিথিগণের মুখে নিজ মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ ও কুম্ভীরাক্রমণ। শঙ্কর প্রায় সপ্তম বৎসর বয়সে গুরুগৃহ হইতে স্বগৃহে সমাবর্তন করিয়া মাতৃসেবা ও অধ্যাপনা-কার্যে মনোনিবেশ করেন। এই সময় কয়েকজন ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ শঙ্করের কথা শুনিয়া তাঁহার গৃহে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার জন্মপত্রিকা দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইঁহাদেরই মুখে তিনি শুনেন যে, তাঁহার পরমায়ু ৮ বৎসর, কিন্তু যোগাভ্যাসদ্বারা ১৬ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে এবং বিশেষ গুরুকৃপা

হইলে প্রায় ৩২ বৎসর পর্যন্ত আয়ুঃ হইতে পারে। মাধবের মতে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ৮ বৎসরের পরিবর্তে ১৬ ও ১৬ বৎসরের পরিবর্তে ৩২ বৎসরের কথা বলিয়াছেন।

এই সংবাদ শ্রবণের পরই আচার্য ধীরে ধীরে মাতার নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের প্রস্তাব করিতে থাকেন। ইতঃপূর্বে তাঁহার সন্ন্যাসবাসনার কথা শুনা যায় না। অবশ্য ইতঃপূর্বে সন্ন্যাসগ্রহণের উপযোগিতা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাহা না হইলে তিনি নিজ মৃত্যু-সংবাদ শুনিবার কিছু পরেই মাতার নিকট এ প্রস্তাব করেন কেন? আর ইতঃপূর্বে এ প্রস্তাব না করিবারও কারণ, বোধ হয়—মাতার বৃদ্ধাবস্থা এবং তজ্জন্য তাঁহার মাতৃসেবার প্রয়োজনীয়তা। এক্ষণে 'মৃত্যু নিকট' শুনিয়া তিনি মাতৃসেবা অপেক্ষা জীবনের সার্থকতার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া মাতার জীবদ্দশাতেই মাতার নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি ভিক্ষা করেন। অসহায়া বৃদ্ধা জননীর পক্ষে এমন সর্বগুণ-সম্পন্ন একমাত্র সন্তানকে সন্ন্যাসে অনুমতি-দান যেরূপ হৃদয়বিদারক ব্যাপার, শঙ্কর জননীর সেইরূপ বোধ হইয়াছিল। সুতরাং শঙ্কর সন্ন্যাসে অনুমতি পাইলেন না।।

ইহারই পর একদিন শঙ্করকে সম্মুখস্থ নদীতে কুম্ভীর আক্রমণ করে, তখন মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া শঙ্কর মাতার নিকট হইতে 'অন্ত্যসন্ন্যাসের' অনুমতি ভিক্ষা করিয়া লয়েন। অগত্যা শঙ্কর-জননী শঙ্করকে সন্ন্যাসে অনুমতি দিতে বাধ্য হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে—অতিথি-সমাগম, নিজ মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণ ও কুম্ভীর আক্রমণ— এই তিনটি ঘটনা তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের গৌণ হেতু বা উপলক্ষ্য। প্রকৃত হেতু তাঁহার জ্ঞান-সাধনে সন্ন্যাসের উপযোগিতা-জ্ঞান।

কিন্তু মাধবাচার্য এখানে এমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মনে হয়—এ কুম্ভীর আক্রমণ শঙ্করের যেন এক কৌশল মাত্র। কারণ, তাঁহার বর্ণনাতে শঙ্করের মুখ দিয়া তিনি এইরূপ একটি কথা বাহির করাইয়াছেন যে "মা! আপনি আমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দিলে কুম্ভীর আমাকে ছাড়িয়া দিবে!" কিন্তু মাধবের এ কথা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তাঁহার দেশের লোকে এভাবে ও-কথা বর্ণনা করে না। আর যদি আচার্যকে ভগবদবতার বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহার ঐরূপ আচরণকে কৌশল না বলিয়া লীলা বলাই উচিত এবং তাহা হইলে কৌশল-জন্য দোষ আর থাকে না। অবশ্য মাধবের ইহাই অভিপ্রায়, তাহা বেশ বুঝা যায়।

এ সম্বন্ধে "শঙ্কর-বিজয়-বিলাসে" যাহা আছে, তাহাতে উক্ত কুম্ভীর--শাপগ্রস্ত এক গন্ধর্ব। সে শঙ্করকে স্পর্শ করিয়া দেবদেহ ধারণ করিয়া সর্বসমক্ষে স্বর্গে গমন করে। সুতরাং উভয় জীবনীকারেরই ইচ্ছা যে, ইহা আচার্যের কৌশল বলিয়া লোকে না বুঝে।

ওদিকে শঙ্করের জন্মভূমিতে সকলেই কুম্ভীরের আক্রমণ ব্যাপারটিকে সত্য ঘটনা বলিয়াই বিশ্বাস করেন। এমন কি, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, "তাঁহাদের গৃহে সন্ন্যাসী ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না"--শঙ্কর-প্রদত্ত এই শাপমোচনের জন্য যখন তাঁহারা শঙ্করের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন, তখন তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে "পুনরায় যখন এই নদীর এই স্থানে কুম্ভীর দেখা যাইবে, তখন তোমাদের উক্ত শাপমোচন হইবে।" বস্তুতঃ শাপগ্রস্ত শঙ্কর-জ্ঞাতিগণ এখনও তাহার আশা রাখেন।

ফলে শঙ্করের সন্ন্যাস-গ্রহণের হেতু---সাধনেচ্ছা এবং উপলক্ষ্য—নিজ মৃত্যু চিন্তা, জ্যোতির্বিদগণের ভবিষ্যৎ-কথন প্রভৃতি। জ্ঞানী, পণ্ডিত ব্যক্তি যেমন নিজের অন্তিমকাল সন্নিহিত জানিয়া পরমার্থ-চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে চাহেন ও তাঁহার যত কিছু উপায় তাহা অবলম্বন করেন, শঙ্করের যেন ঠিক সেইরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছা জন্মে, বলিতে পারা যায়।

রামানুজের সন্ন্যাস-গ্রহণের হেতু ও উপলক্ষ্য কিন্তু অন্য প্রকার। তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর স্বভাবই তাঁহার সন্ন্যাসের হেতু ও উপলক্ষ্য হয়। রামানুজ পত্নী পতির ভগবন্নিষ্ঠা এবং সংসার-সুখে অনাসক্তি দেখিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন। অবশ্য বিরক্ত হইবার কারণও যথেষ্ট হইয়াছিল।

প্রথম—রামানুজ সর্বদাই শাস্ত্রচর্চা ও ভগবৎ-সেবা লইয়া উন্মত্ত, অর্থো পার্জন বা গৃহ-ব্যবস্থাতে একেবারেই তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। অথচ তিনি প্রায়ই অতিথি-সেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। অর্থ কোথা হইতে আসে সে চিন্তা নাই, কেবল খরচেরই ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়—পত্নী উচ্চব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূতা, অথচ তাঁহার যিনি পতি তিনি শূদ্র কাঞ্চীপূর্ণের শিষ্যত্বলাভে ব্যাকুল—শূদ্রের প্রসাদ খাইয়া জাতি নষ্ট করিয়াও তাঁহার শিষ্য হইতে প্রস্তুত। পতির এবম্প্রকার আচরণে তিনি নিতান্ত মর্মাহত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রথম কলহ কাঞ্চীপূর্ণের প্রসাদ লইয়া—অন্য কিছু নহে।

তৃতীয়—যখন তিনি মহাপূর্ণের সহিত প্রথমবার শ্রীরঙ্গমে যাইলেন তখন

করিতেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতপাঠে বেশ উপলব্ধি হয়। তিনি কাশ্মীরের শারদাদেবীর নিকট হইতে হয়গ্রীবমূর্তি প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার নিত্য সেবা করিতেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার মঠে বরদরাজের একটি মূর্তি থাকিত, তিনি তাহারও সেবা করিতেন। সম্ভবতঃ তীর্থ-ভ্রমণ বা দিগ্বিজয়-কালে এই বিগ্রহটি তাঁহার সঙ্গে থাকিত। তাহার পর, বাল্যে তিনি কাঞ্চীপতি বরদরাজকে নিত্য শালকূপের জলদ্বারা স্নান করাইতেন। শ্রীরঙ্গমে তিনি নিত্য শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমূর্তি দর্শন করিতেন। তদ্ব্যতীত পাঞ্চরাত্র-বিধি অনুসারে যে সকল সাম্প্রদায়িক আচারব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহা তাঁহার সাধনমার্গের অন্তর্গত ছিল, তাহাও বেশ বুঝা যায়। আর রামানুজ যে পাঞ্চরাত্রোক্ত যোগমার্গ ভিন্ন পতঞ্জলাদির সম্মত অপর যোগমার্গ অবলম্বন করেন নাই, তাহাও একপ্রকার স্থির। কারণ, তিনি যামুনাচার্যের একশিষ্যকে যোগসাধন হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহা দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, আচার্যদ্বয়ের সাধন-মার্গ পৃথক। আর তাহার ফলে কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য-সত্য প্রচারে সমর্থ হইবেন তাহা সুধী পাঠকবর্গের বিচার্য বিষয়।

২৮। সাধারণ চরিত্র

এইবার আচার্য শঙ্কর ও আচার্য রামানুজের জীবন একবার সমগ্রভাবে দেখিবার চেষ্টা করা যাউক। শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই গৌরকান্তি, দীর্ঘকায় ও সৌম্যমূর্তি ছিলেন। শঙ্কর শান্ত, গম্ভীর, প্রসন্নবদন, স্থির ও মিতভাষী। রামানুজ যেন ভক্তিভাবে আপ্লুত, কখন স্থির, কখন চঞ্চল, কখন প্রসন্নবদন, কখন ব্যাকুল। শঙ্করের জীবন যেন জগৎকে শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসনপ্রভৃতি বিচারপরায়ণতাদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য। রামানুজের জীবন যেন জগৎকে ভগবৎসেবাদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য। শঙ্করজীবনে শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসনরূপ বিচারপ্রধান, ভগবৎ-সেবা প্রভৃতি গৌণ। রামানুজজীবনে ভগবৎসেবাই প্রধান, বিচারপ্রভৃতি গৌণ। শঙ্কর যেমন বৈদিক ধর্মসংস্থাপনে ব্যগ্র, রামানুজ তদ্রূপ পাঞ্চরাত্রমতস্থাপনে ব্যাকুল। শঙ্করজীবন ঔদাসীন্য মাখা, রামানুজজীবন আসক্তি মাখা। শঙ্করমতে সকল দেবতার অন্তর্গত সূক্ষ্মতম এক সাধারণ ব্রহ্মতত্ত্বই উপাস্য, রামানুজমতে সর্বদেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণই উপাস্য। শঙ্করের মত অদ্বৈতবাদ, রামানুজের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। শঙ্কর বলেন —এক অদ্বৈত নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বই সত্য, অপর সব মায়া অর্থাৎ মিথ্যা। রামানুজ বলেন —জীব ও জগদ্বিশিষ্ট এক অদ্বৈততত্ত্বই সত্য, মায়া তাঁহার শক্তি; উহা মিথ্যা নহে। শঙ্করমতের মুক্তি—

ব্রহ্ম-স্বরূপতালাভ। রামানুজমতের মুক্তি বৈকুণ্ঠবাস ও নারায়ণে চিরকৈঙ্কর্য। শঙ্করমতে বৈকুণ্ঠবাস প্রভৃতি এক প্রকার স্বর্গমাত্র, ইহা চরম মুক্তি নহে।

বেশও উভয়ের বিভিন্ন। শঙ্কর গৈরিক বস্ত্রধারী, মুণ্ডিতমস্তক, একদণ্ডধারী সন্ন্যাসী; রামানুজ গৈরিক বস্ত্রধারী, মুণ্ডিত মস্তক ও ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসের পর শঙ্করের যজ্ঞোপবীত ছিল না; রামানুজের কিন্তু তাহা ছিল। শঙ্করের ললাটে ভস্মের ত্রিপুণ্ড্র শোভিত; রামানুজের ললাটে গোপীচন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শোভিত।

যাহা হউক, উপরি উক্ত আটাশটি বিষয় প্রকৃতপ্রস্তাবে দোষ বা গুণ— কিছুই বলা চলে না। তথাপি ইহাদের দ্বারা কাহাকে কত বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারপরায়ণ বলিতে হইবে, তাহা সুধী পাঠকবর্গের বিবেচ্য। এক্ষণে আমরা কতিপয় গুণ অবলম্বন করিয়া উভয়ের চরিত্র আলোচনা করিব।

গুণাবলীর দ্বারা তুলনা

১।২৯। অজেয়ত্ব

শঙ্কর বাদ-কালে নিত্য অপরাজিত; কাহারও নিকট বাদে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন—এ কথা শুনা যায় না। * মণ্ডনপত্নী সরস্বতী দেবীর নিকটও তিনি পরাজিত—ইহা বলা যায় না। কারণ, বিচারের পণ অনুসারে মণ্ডন পরে সন্ন্যাসীই হইলেন। সন্ন্যাসীর কামচিন্তায় ব্রহ্মচর্যহানি হইবে, এজন্য তিনি তাহার উত্তর দেন নাই। তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করিলেন যে, সকল দিকই রক্ষা পাইল, অজেয়ত্ব তাঁহার অক্ষুণ্ণ রহিল।

রামানুজ যদিও কাহারও নিকট একেবারে পরাজিত হন নাই, তথাপি যজ্ঞমূর্ত্তির নিকট তিনি "পরদিন পরাজিত হইবেন" এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি গৃহে আসিয়া ভগবানের নিকট অনেক ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ভগবান রাত্রে তাঁহাকে স্বপ্ন দেন যে, যজ্ঞমূর্তি পরদিন তাঁহার শিষ্য হইবেন। যাহা হউক পরদিন যজ্ঞমূর্তি আর রামানুজের সহিত তর্ক বিতর্ক করেন নাই। তাঁহার মন তাঁহার অজ্ঞাতসারে পরিবর্তিত হইল। তিনি রামানুজের চরণে পতিত হইয়া শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন। "আমি পরাজিত" লোক-সমক্ষে স্বীকার না করিলেও যদি মনে মনে বুঝিয়া থাকি—আমি পরাজিত, তাহা হইলেই আমার পরাজয় হইয়াছে—বলিতে হইবে। বরং এইরূপই অধিক দেখা যায় যে লোকের চক্ষে একজন পরাজিত হইলেও সে স্বীকার করে না, কিন্তু সে নিজের মনে বুঝে

* স্বর্গীয় ধর্মানন্দ মহাভারতী অল্পদিন পূর্বে উপাসনা পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, শঙ্কর এক বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। আমি ইহা দেখিয়া তাঁহার নিকট প্রমাণ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন যে, উহা এক বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে। বলা বাহুল্য তিনি তাহার নামও করিতে পারিলেন না। ইহা শত্রুসম্প্রদায়ের কথা বলিয়া তাহা আমাদের নিকট অগ্রাহ্য। আমরা মিত্র ও শিষ্য সম্প্রদায়ের কথা যথাযথ লইয়া তুলনা করিতেছি মাত্র।

যে—সে পরাজিত। কিন্তু এরূপ হইলে পরাজয়ের আর বাকি কি? যদি পরাজয় বলিয়া কিছু থাকে তো ইহাই যথার্থ পরাজয়। বস্তুতঃ রামানুজ যজ্ঞমূর্তিকে তর্ক বা বিদ্যাবুদ্ধিতে আপনা অপেক্ষা বড় বলিয়া সম্মান করিতেন এবং কেবল বরদরাজের কৃপায় যে তিনি শিষ্য হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে তিনিও কুণ্ঠিত হইতেন না।

যাদবপ্রকাশকেও শিষ্য করিবার কালে বস্তুতঃ বিচার কিছুই হয় নাই। তিনি স্বপ্ন দেখিয়া এবং মাতার অনুরোধে রামানুজের শরণ গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন, তাই তিনি রামানুজের 'মত' জানিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। আর রামানুজ নিজে অল্প কিছু বলিয়া শাস্ত্রপ্রমাণের জন্য নিজ শিষ্য শ্রুতিধর কুরেশকে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন। তাহার পর যজ্ঞমূর্তি রামানুজমতে আসিয়া যেমন তন্মতে গ্রন্থাদি রচনা করেন, যাদব সেরূপ কিছুই করেন নাই। এই যাদবকে যে যামুনাচার্য জয় করিতেন তাহাও লোকে বলে। কারণ, রামানুজ যখন যাদবের নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তখন যামুনাচার্য রামানুজকে আকর্ষণ করেন নাই। অতএব যাদবের পরাজয় ঠিক পরাজয় কি না সন্দেহ।

এখন এই অজেয়ত্বদ্বারা বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতিভা, বিচারপটুতাপ্রভৃতি নানাগুণ প্রকাশ পায়। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই বটে, কিন্তু সে তর্ক শাস্ত্রনিরপেক্ষ তর্ক। এখন ইহাই যদি হয়, তবে আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রকাশে সমর্থ তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন।

২।৩০। অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞানপিপাসা

শঙ্কর-জীবনে ইহার কার্য কেবল এক স্থলে দেখা যায়। তিনি বাল্যে গুরুর আদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কিছু দিন শাস্ত্র আলোচনা করেন। এ সময় তিনি দেখিলেন যে, কি প্রাচীন, কি বর্তমান সকল পণ্ডিতই নিজ নিজ বুদ্ধিবলে একটা কিছু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান না হইলে সত্যসাক্ষাৎকার হইতে পারে না। এজন্য তিনি অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানে জ্ঞানী কোন যোগীশ্বরের নিকট শিক্ষালাভে অভিলাষী হয়েন। তিনি বাল্যে আচার্যের নিকট গুরু গোবিন্দপাদের অলৌকিক যোগ-শক্তির কথা শুনিয়াছিলেন, এজন্য তিনি আর কাহারও নিকট কিছু শিখিবার ইচ্ছা না করিয়া একেবারে তাঁহারই নিকট গমন করেন। সেখানে সিদ্ধিলাভের পর আর কোথায়ও শঙ্কর কিছু শিখিবার জন্য ব্যগ্র, ইহা তাঁহার জীবনে আদৌ দেখা যায় না। অধিক কি, পরম-গুরু

গৌড়পাদ যখন তাঁহাকে বর দিতে চাহেন, তখন তাঁহার কিছুই চাহিবার না থাকায় তিনি যাহাতে নিরন্তর সেই "সচ্চিদানন্দ" সত্তায় অবস্থিতি করিতে পারেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

পক্ষান্তরে রামানুজের জীবনে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম, জন্মভূমি হইতে কাঞ্চী আগমন। দ্বিতীয়, যাদবপ্রকাশের নিকট একাধিকবার বিতাড়িত হইয়া পুনঃ শিষ্যত্ব স্বীকার। তৃতীয়, তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াও তৃপ্ত না হওয়ায় ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের শিষ্যত্বগ্রহণের চেষ্টা। চতুর্থ, তাহাতেও ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় তাঁহারই দ্বারা ভগবান বরদরাজের নিকট হৃদ্‌গত প্রশ্নের উত্তরলাভের চেষ্টা। পঞ্চম, মহাপূর্ণ প্রভৃতি যামুনাচার্যের প্রধান পাঁচ জন শিষ্যেরই নিকট পুনঃ পুনঃ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদির অধ্যয়ন। ষষ্ঠ, গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গীতার চরম মন্ত্রার্থলাভের জন্য উপর্যুপরি অষ্টাদশ বার প্রাণপণ চেষ্টা। সপ্তম, তিরুপতিতে যাইয়া সেইখানেই শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট অধ্যয়ন। অষ্টম, পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে দক্ষিণামূর্তি নামক এক অতি প্রসিদ্ধ মহাত্মা অবস্থিতি করিতেন, তথায় যাইয়া বৃদ্ধবয়সেও তাঁহারই গ্রন্থ অধ্যয়ন। নবম, শ্রীভাষ্য রচনা করিবেন বলিয়া বোধায়নবৃত্তির জন্য সুদূর কাশ্মীর পর্যন্ত গমন।

এতদ্দ্বারা উভয়ের সিদ্ধিলাভের পূর্বে উভয়ের অনুসন্ধিৎসা বা জ্ঞানপিপাসার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তবে রামানুজে ইহা অধিক। তিনি যেমন দীর্ঘজীবী তদ্রূপ তাঁহার ইহা বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত দেখা যায়, অতিবার্ধক্যে ইহার অভাব হয়। শঙ্কর যেমন অল্পায়ু তদ্রূপ তাঁহার অতি অল্পবয়সেই ইহার অভাব হয়। রামানুজ এজন্য ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার করেন নাই, শঙ্কর এজন্য জীবনের মমতা না করিয়া কোথায় সেই সহস্র ক্রোশ দূরবর্তী হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ গহন বিন্ধ্যারণ্যে নর্মদাতীরে গোবিন্দপাদ, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন ও সিদ্ধকাম হয়েন। অবশ্য পথে কত যে ক্ষমতাপন্ন সিদ্ধ সাধু পণ্ডিত দেখিয়াছেন (যাহাদিগকে তিনি পরে জয় করেন) তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ লক্ষ্য- সেই এক পুরুষপুঙ্গবে। শঙ্কর এজন্য জাতিনাশাশঙ্কা, * জীবনের মমতা ও সংসার এই তিনটিই একেবারে ত্যাগ করিয়া চলিলেন। রামানুজ কিন্তু এজন্য সংসার ত্যাগ করেন নাই, তবে এজন্য তিনি জাতিনাশাশঙ্কা ত্যাগে কৃতসংকল্প হয়েন। এখন এতদ্দ্বারা উভয়ের মধ্যে কিরূপ তারতম্য হইতে পারে, তাহা সুধীপাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

---

* ইহাদের দেশের রীতি—দেশের বাহিরে গেলেই জাতি নাশ হয়।

৩।৩১। অলৌকিক জ্ঞান

যাঁহার জ্ঞানকে দেশ-কাল-বস্তু বাধা দিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞানকে আমরা এস্থলে অলৌকিক জ্ঞান নামে অভিহিত করিতেছি। দেশ অর্থাৎ দূরত্বের জন্য যাঁহার জ্ঞানের তারতম্য হয় নাই। কাল অর্থাৎ বর্তমানের ন্যায় ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে যাঁহার জ্ঞান হয় এবং বস্তু অর্থাৎ বস্তু ব্যবধানসত্ত্বেও যাঁহার জ্ঞান হয় তাঁহার জ্ঞানই এস্থলে অলৌকিক জ্ঞান। শঙ্করের উক্ত ত্রিবিধ অলৌকিক জ্ঞানের দৃষ্টান্ত এইরূপ—(১) তিনি হস্তামলকের পূর্বজন্মের কথা সকলকে বলিয়াছেন। এ কথা তিনি পূর্বে কাহারও নিকট শুনিয়া বলেন নাই। (২) পদ্মপাদের তীর্থভ্রমণে দৈবদুর্বিপাক ঘটিবে তাহাও তিনি পূর্বে বুঝিয়াছিলেন। (৩) মণ্ডনমিশ্রের পুনর্জন্ম হইবে এবং তখন তিনি তাঁহার ভাষ্যের টীকা করিবেন ও তাহাই জগতে প্রসিদ্ধ হইবে, এ বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। (৪) জগন্নাথ, বদরীনাথ হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে দেবতাগণের পুন প্রতিষ্ঠাকালে তিনি যথাক্রমে ভূগর্ভ কূপমধ্য ও জাহ্নবীতল হইতে ভগবদ্বিগ্রহ উদ্ধার করেন। (৫) মাতার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে দুই তিন শত ক্রোশ দূরে থাকিয়াও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। (৬) অভিনব গুপ্তের অভিচারে আচার্যের ভগন্দর রোগ হইয়াছিল ইহা তিনি ধ্যানস্থ হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট হইতে জানিয়া ছিলেন। অতঃপরে ইহা পদ্মপাদ জানিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে রামানুজজীবনের ঘটনা এইরূপ—(১) তাঁহার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তাঁহার জন্মভূমিতে যখন তাঁহার প্রস্তরমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয় তখন তিনি শ্রীরঙ্গমে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেছিলেন। এই সময় সহসা তাঁহার শরীরে মহা অবসাদ উপস্থিত হয়। সকলে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রামানুজ বলেন—"দেখ দেখি আজ বুঝি ভূতপুরীতে আমার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।" বস্তুতঃ তখন সকলের মনে হইল যে সত্যই সেই দিনই নির্দিষ্ট দিন। (২) রামানুজ যখন প্রথম তিরুপতি গমন করেন তখন এক কৃষক তাঁহাকে পথপ্রদর্শন করেন। যাইবার কালে রামানুজ সেই কৃষকের পদতলে পতিত হন। শিষ্যগণ আচার্যকে কৃষকপদতলে পতিত দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হয়েন। কিয়দ্দূরে আসিয়া রামানুজ শিষ্যগণকে বলেন যে, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান কৃষকবেশে তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। (৩) কূর্মক্ষেত্রে পাঞ্চরাত্রমতে কূর্মরূপ ভগবানের পূজা প্রবর্তিত করিয়া রামানুজ বলিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে কৃষ্ণমাচারিয়া নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় বৈখানস বিধি প্রচলন করিবেন।

এতদ্দৃষ্টে বলা যায় যে, শঙ্করের অলৌকিক জ্ঞানে উক্ত দেশ, কাল ও বস্তুগত ত্রিবিধ ব্যবধান বাধা দিতে পারিত না। কারণ, ১ম ঘটনাটি অতীত কালের জ্ঞানের

পরিচায়ক। ২।৩য় ঘটনাদ্বয় ভবিষ্যৎ জ্ঞানবিষয়ক। ৪র্থ, বস্তুগত ব্যবধান অতিক্রমকারিণী শক্তির দৃষ্টান্ত। আর ৫ম, দেশগত ব্যবধান অতিক্রম করিবার নিদর্শন।

কিন্তু রামানুজে উক্ত সকল প্রকার দৃষ্টান্ত নাই। কারণ ১মটির দ্বারা দেশগত ব্যবধান এবং ৩য়টির দ্বারা ভবিষ্যৎ। সুতরাং, অংশতঃ কালগত ব্যবধান অতিক্রমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অতীতবিষয়ক জ্ঞান তাঁহার হইত কি না—তদ্বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল না বলিয়া কালগত বাধা অতিক্রমের পূর্ণ দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল না।

তাহার পর বস্তুগত ব্যবধান তাঁহার জ্ঞানের বাধা দিতে পারিত কি না, তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে না। এ সামর্থ্য থাকিলে তিনি তিরুনারায়ণপুরে ভূগর্ভস্থ তিলকচন্দনের জন্য কাতর হইতেন না। এজন্য রামানুজের অলৌকিক জ্ঞানের সকল লক্ষণ পাওয়া গেল না। ২য় ঘটনাটি— কৃষকদেহে ভগবানের আবির্ভাব; ইহা শিষ্যগণ কেহ বুঝিতে পারেন নাই; রামানুজই কেবল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এজন্য ইহাকে বস্তুগত ব্যবধান অতিক্রমের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ, কৃষকদেহটি তো জড়বস্তু নহে—উহা ভগবদ্বস্তু। ইহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ভগবদ্দর্শন বা সিদ্ধিবিশেষ। এজন্য এ সব কথা আমরা অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধিমধ্যে পৃথক আলোচনা করিব।

যদি বলা যায়, রামানুজ স্বপ্নসাহায্যে তিরুনারায়ণপুরে ভূগর্ভস্থ তিলকচন্দনের স্থান জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং বস্তুগত ব্যবধান তাঁহার জ্ঞানের বাধা দিতে পারিত না, কিন্তু এ কথা বলিলে দুইটি দোষ ঘটিবে। প্রথম—তিনি নিজেই স্বপ্নকে চিত্তবিকার বলিয়া জ্ঞান করিতেন; দৃষ্টান্ত—উক্ত তিরুনারায়ণপুরেরই ঘটনা, আর দ্বিতীয়, স্বপ্নে তাঁহার ভগবদ্দর্শন ঘটনাটি তাহা হইলে তাঁহার মনেরই ধর্ম হইয়া যায়, ভগবদ্দর্শনের মাহাত্ম্য থাকে না। সুতরাং স্বপ্নদ্বারা তাঁহার বস্তুগত ব্যবধান অতিক্রম করিবার শক্তি ছিল বলা চলে না। এখন সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ।

৪।৩২। অলৌকিক শক্তি বা সিদ্ধি

এই বিষয়টি ধর্মসংস্থাপক মাত্রেরই অতি প্রয়োজনীয় গুণ। জগতে এ পর্যন্ত যিনিই ভগবদবতাররূপে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। অধিক কি, এমন অনেকে জন্মিয়া গিয়াছেন যাঁহারা বাস্তবিকই

অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন এবং আশ্চর্য বুদ্ধিশক্তিবিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে সম্মানলাভ ঘটে নাই। আমরা দেখিতে পাই—এই গুণটি উভয় আচার্যেই প্রভূত মাত্রায় ছিল। যাহা হউক ইহার তুলনা করিলে যেরূপ প্রতিভাত হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। দেখা যায়—

১। শঙ্কর দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর গৃহে সুবর্ণ আমলকী বৃষ্টি করাইয়াছিলেন;

২। তিনি নদীর গতি পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

৩। তিনি নর্মদার জলস্তম্ভন করিয়াছিলেন।

৪। তিনি আকাশমার্গে গমন করিয়াছিলেন।

৫। তিনি পরকায়-প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামানুজে এ পাঁচ প্রকারের কোন প্রকার শক্তিই দেখা যায় নাই।

৬। মঠাম্নায়ে দেখা যায়, শঙ্কর বলিতেছেন যে, পীঠাধিপতি প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরে তিনি বিরাজ করিয়া ধর্ম রক্ষা করিবেন। এজন্য পীঠাধিপতি সকলেই এখনও 'শঙ্করাচার্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

রামানুজ কিন্তু নিজ প্রস্তরমূর্তিতে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাতে বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং শিষ্যগণকে উক্ত মূর্তিকে সাক্ষাৎ স্বয়ং বলিয়া জ্ঞান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ভূতপুরীতে উক্ত মূর্তিপ্রতিষ্ঠাকালে রামানুজশরীরে ভয়ানক অবসাদ উপস্থিত হয়। এজন্য কেহ কেহ মনে করেন রামানুজ উক্ত মূর্তিমধ্যে বিরাজমান থাকিয়া ধর্ম রক্ষা করিতেছেন।

৭। শঙ্কর মধ্যার্জুন নামক স্থানে তথাকার শিবকে সকলের প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার অদ্বৈতমত—সত্য, তাহা শিবের মুখ দিয়া তিন বার উচ্চারণ করাইয়া সকলকে স্বমতে আনিয়াছিলেন।

রামানুজ কিন্তু তিরুনারায়ণপুরের রাজা বিট্টলদেবের সভায় দ্বাদশ সহস্র জৈন পণ্ডিতকে একাকী সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি সভামধ্যে একস্থান বস্ত্রাবৃত করিয়া নিজ সহস্রফণাবিশিষ্ট অনন্তমূর্তি ধারণ করিয়া সহস্রবদনে সহস্র লোকের সহস্র প্রশ্নের উত্তর দেন। এই ঘটনা একজন জৈন বস্ত্রের একদেশ অপসারিত করিয়া গোপনে দেখিয়া সকলের নিকট প্রচার করিয়াছিল। এস্থলে কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, শঙ্করের ঐ কীর্তির দ্রষ্টা একজন নহে, পরন্তু বহুসহস্র ব্যক্তি। পক্ষান্তরে রামানুজের এ কীর্তির দ্রষ্টা একজন মাত্র জৈন।

৮। শঙ্কর কর্ণাট উজ্জয়িনীতে সহস্র কাপালিককে নেত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রাচীনমতে এরূপ নরহত্যার অভিনয় উল্লিখিত হয় নাই। তাহাতে আছে—ক্রকচের মন্ত্রবলে আবির্ভূত ভৈরব ক্রকচকেই শঙ্করের শিষ্য হইতে বলেন। রামানুজের এরূপ ঘটনা নাই।

৯। শঙ্কর মূর্খ তোটককে সর্ববিদ্যা প্রদান করেন।

রামানুজ কিন্তু এরূপ কিছু করেন নাই। প্রত্যুত বৃদ্ধবয়সেও দক্ষিণামূর্তির নিকট তাঁহার গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১০। শঙ্কর হস্তামলকের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। রামানুজ এরূপ কিছু করেন নাই।

১১। সুরেশ্বরের মুক্তির জন্য জন্মান্তরের প্রয়োজন আছে, আর তিনি বাচস্পতি নামে জন্মিয়া তখন যে টীকা লিখিবেন, তাহা সর্বোৎকৃষ্ট হইবে, শঙ্কর এইরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন। রামানুজে এরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী আছে। যথা— কূর্মক্ষেত্রে কৃষ্ণমাচারিয়ার জন্মকথন, ইত্যাদি।

১২। শঙ্কর (ক) নারদকুণ্ড হইতে বদরীনারায়ণের মূর্তি, (খ) গঙ্গা হইতে হৃষীকেশের বিষ্ণুবিগ্রহ, (গ) পাণ্ডাগণ কালযবনের ভয়ে জগন্নাথের উপস্থিত বর্তমান রত্নপেটিকা চিল্কাহ্রদের তীরে লুকাইয়া রাখিয়া স্থান ভুলিয়া গেলে সেই রত্নপেটিকার উদ্ধার করেন, ইত্যাদি।

রামানুজও তদ্রূপ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সম্পৎকুমারের মূর্তি তিরুনারায়ণপুরে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীতে সম্রাটের প্রাসাদে রাজকুমারীর গৃহাভ্যন্তরে উক্ত সম্পৎকুমারের উৎসব বিগ্রহ ম্লেচ্ছাদি সর্বজন সমক্ষে রামানুজের ক্রোড়ে আসিয়া উপস্থিত হন।

১৩। শঙ্কর মৌনাম্বিকাতে একটি মৃত শিশুর পুনর্জীবন প্রদান করিয়াছিলেন। রামানুজের জীবনে এরূপ ঘটনা শ্রুত হয় না।

১৪। শঙ্কর জননীকে অন্তিমকালে শিব ও পরে বিষ্ণুস্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। রামানুজের জীবনে এরূপ ঘটনা শ্রুত হয় না। তবে রামানুজ ধনুর্দাসকে শ্রীরঙ্গনাথের অপূর্ব সুন্দর চক্ষু দেখাইয়াছিলেন। তাহাতেই ধনুর্দাসের জীবন পরিবর্তিত হয় ও সে সেই ক্ষণেই তাঁহার অনুরাগী শিষ্য হয়।

১৫। শঙ্করের যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি স্তবদ্বারা বহু দেবদেবীকে বহুবার তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ করেন ও পরের প্রত্যক্ষীভূত করাইয়াছিলেন; যথা—(ক) বাল্যে লক্ষ্মীদেবী, (খ) মধ্যার্জুনে মধ্যার্জুনশিব, (গ) মাতার

অন্তিমকালে শিব ও বিষ্ণু, (ঘ) মণ্ডন-পরাজয়কালে সরস্বতী দেবী, (ঙ) কাশ্মীরে শারদাপীঠে সরস্বতী দেবী, (চ) ভগন্দর রোগের সময় দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইত্যাদি।

১৬। পক্ষান্তরে রামানুজের জীবনে এরূপ দেবতাপ্রত্যক্ষ কেবল কাশ্মীরে শারদাপীঠে হইয়াছিল। অন্যত্র সবই স্বপ্নে বা ছদ্মবেশে অথবা বিগ্রহদর্শনে, কোনটিও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ নহে। স্বপ্নে দর্শন যথা—(ক) যজ্ঞমূর্তির সহিত বিচারকালে, (খ) যাদবপ্রকাশকর্তৃক শিষ্যত্বগ্রহণকালে, (গ) তিরুনারায়ণপুরে সম্পৎকুমার বিগ্রহের উদ্ধার ও তিলকচন্দনলাভকালে (ঘ) অনন্তশয়ন বা জগন্নাথে পূজাপ্রথার পরিবর্তনকালে, (ঙ) কূর্মক্ষেত্রে বা সিন্ধুদ্বীপে তিলকচন্দন ফুরাইলে, (চ) দিল্লীতে রামপ্রিয় মূর্তিলাভকালে (ছ) এবং মৃত্যুকাল আসন্ন হইলে। ছদ্মবেশে যথা—(জ) তিরুপতির পথে (ঝ) সিন্ধুদ্বীপে, (ঞ) তিরুকুরুঙ্গুড়ি নামক স্থলে। বিগ্রহদর্শনে যথা—(ট) শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ, (ঠ) কাঞ্চীতে বরদরাজ, (ড) তিরুপতিতে বেঙ্কটেশ, (ঢ) সুন্দরাচলে সুন্দরবাহু, ইত্যাদি।

১৭। রামানুজের সহিত সুন্দরবাহু, রঙ্গনাথ ও বরদরাজ প্রভৃতি বিগ্রহগণ মনুষ্যের মত কথাবার্তা কহিতেন। কিন্তু ইহা অপরের শ্রুতিগোচর হইত বলিয়া শুনা যায় না। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

১৮। রামানুজের প্রসাদ খাইয়া এক বণিকের দুর্দমনীয় কামরিপু অন্তর্হিত হয় এবং পরে সে রামানুজের শিষ্য হয়। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

১৯। রামানুজ প্রায় তিনটি স্থলে রাজকুমারীগণের ব্রহ্মরাক্ষস দূর করিয়াছিলেন। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

২০। রামানুজ যখন শ্রীরঙ্গমে দ্বিতীয় বার আসেন, তখন ভগবান রঙ্গনাথ, রামানুজকে ইহ ও পরজগতের প্রভুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

২১। রামানুজ তিরুপতিতে যাইলে তথায় ভগবান বেঙ্কটেশ ভগবান রঙ্গনাথের কথাই সমর্থন করেন

কাশীতে বিশ্বেশ্বর শঙ্করকে ভাষ্যপ্রচার করিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহপরজগতের প্রভুত্ব দেন নাই।

২২। রামানুজ এক গোয়ালিনীকে তাহার মুক্তির জন্য বেঙ্কটেশের উপর একখানি পত্র দিয়া তাহাকে তিরুপতিতে পাঠান। আশ্চর্যের বিষয়—গোয়ালিনী

তিরুপতি আসিয়া ভগবানের সমক্ষে যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল, আর উঠিল না। মতান্তরে সে ভগবানের শরীরে মিশিয়া যায়। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

২৩। রামানুজ-জীবনে রামানুজের জন্য অপরেরও প্রতি ভগবানের স্বপ্নাদেশের কথা দুইটি শুনা যায় ; যথা—(ক) যজ্ঞমূর্তির নিকট পরাজয় কালে যজ্ঞমূর্তিকে স্বপ্নদান, এটি কিন্তু মতান্তরে। (খ) যাদবপ্রকাশকে রামানুজের শিষ্য হইবার জন্য স্বপ্নদান। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

২৪। রামানুজকে কাশ্মীরে শারদাদেবী দর্শন দান করিয়া তাঁহার ভাষ্য তিনি নিজ মস্তকে স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করভাষ্য মস্তকে রাখেন নাই। তবে এই মস্তকে রাখাও মতান্তর।

২৫। রামানুজ পুরোহিতগণপ্রদত্ত বিষ জীর্ণ করিয়াছিলেন। মতান্তরে চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্যলাভ করেন। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

২৬। কাশ্মীরে পণ্ডিতগণ রামানুজকে অভিচার করিয়া নিজেরাই বিপন্ন হইয়াছিলেন।

শঙ্করকে অভিচার করিয়া অভিনব-গুপ্ত তাঁহার শরীরে ভগন্দর রোগ উৎপাদন করিয়া দেয়। অবশ্য এ স্থলে রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের শক্তি অল্প, কি অভিনব-গুপ্ত অপেক্ষা পণ্ডিতগণের শক্তি অল্প, তাহা বলা যায় না।

২৭। ভগবান সুন্দরবাহু রামানুজকে ভগবদবতার ও মহাপূর্ণের অপর শিষ্যগণেরও গুরু বলিয়া সর্বসমক্ষে একবার প্রচার করেন এবং অন্যবার রামানুজ-শিষ্য 'প্রণতার্তিহরকে রামানুজের শরণ গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

২৮। রামানুজের আদেশে দাশরথি এক গ্রামের এক জলাশয়ে পা ডুবাইয়া বসিয়া থাকেন, গ্রামের লোক তাঁহার চরণোদক পান করিয়া সকলে বৈষ্ণব হয়। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

২৯। রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ রামানুজকে প্রণাম করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি রামানুজের শরীরে যামুনাচার্যকে দেখিয়াছিলেন। শঙ্করে এরূপ ঘটনা নাই।

৩০। রামানুজের কৃপায় এক মূকের মূকত্ব সারিয়া যায় ও তাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু তাহার দিব্যজ্ঞানের পরিচায়ক কোন গ্রন্থাদি নাই।

শঙ্করের জীবনেও তোটকাচার্যের সর্ববিদ্যা স্ফূর্তির কথা এবং হস্তামলকের মূকত্ব আরোগ্যের কথা আছে এবং তাঁহাদের কৃত স্তবাদিও আছে।

এই সকল ঘটনার মধ্যে রামানুজের সঙ্গে ভগবানের যেরূপ কথাবার্তার কথা শুনা যায়, তাহাতে মনে হয় রামানুজের বিপদের সময় ভগবান কেন নিশ্চিন্ত ছিলেন ইহা কিন্তু বুঝা যায় না। যাহা হউক এতদ্দ্বারা কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ তাহা সুধী পাঠকবর্গের বিচার্য বিষয়।

৫।৩৩। আত্মনির্ভরতা বা ভগবন্নির্ভরতা

শঙ্করে ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর। সমগ্র ভারত-বিশ্রুত বাদে সিংহসদৃশ, বৌদ্ধ জৈন-নিধন সমর্থ, বিচারকালে প্রাণান্তপণ পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত, মহাপণ্ডিত কুমারিলপ্রসঙ্গ ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত। এত বড় মহাপুরুষের নিকট যুবক শঙ্কর যাইতেছেন—তাঁহাকে শিষ্য করিয়া তাঁহার দ্বারা বার্তিক লিখাইতে। দ্বিতীয়—উক্ত কুমারিলস্বামী যে মণ্ডনমিশ্রকে নিজের অপেক্ষা বড় বলিয়া শঙ্করকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন, শঙ্কর তথায় যাইয়া তাঁহার অপেক্ষা বিদুষী তাঁহারই ভার্যাকে বিচারে মধ্যস্থা মানিলেন। ভার্যা যে স্বভাবতঃ স্বামীপক্ষপাতিনী হয়, ইহাতে তাঁহার মনে কোন ইতস্ততঃই হইল না। তিনি নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন—মনে করিলেন, যেন পরাজয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তৃতীয় জননী যখন কিছুতেই সন্ন্যাসে অনুমতি প্রদান করিলেন না, তখন শঙ্কর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কালাপেক্ষা করিতে লাগিলেন—বিশ্বাস এই যে নিশ্চয়ই ভগবান তাঁহাকে সন্ন্যাসের সুযোগ প্রদান করিবেন। ইহারই কিছুদিন পরে তিনি কুম্ভীরকর্তৃক আক্রান্ত হন ও জননীর অনুমতি লাভ করেন চতুর্থ—বিদর্ভরাজ শঙ্করকে কর্ণাট উজ্জয়িনীতে যাইতে নিষেধ করিলেও শঙ্কর তথায় গমন করেন। তিনি ক্রকচের ভয়ে ভীত হন নাই।

রামানুজেরও ঐরূপ শক্তির অসদ্ভাব ছিল না। প্রথম—বিন্ধ্যাচল হইতে পলায়নকালে তাঁহার ভগবন্নির্ভরতা দেখা যায়, দ্বিতীয়—মহাপূর্ণের সঙ্গে শ্রীরঙ্গমযাত্রাকালে নিজ পত্নীকে সংবাদ না দিয়া গমন, তৃতীয়—সন্ন্যাস গ্রহণ কালে, চতুর্থ যজ্ঞমূর্তির পরাজয়ব্যাপার, পঞ্চম—তিরুনারায়ণপুরে তিলকচন্দনলাভ, ষষ্ঠ—দিল্লীতে সম্পৎকুমার বিগ্রহলাভ। সপ্তম—গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট লব্ধ মন্ত্রের প্রকাশ, ইত্যাদি বহু স্থলেই আচার্য রামানুজের ভগবন্নির্ভরতা দেখা যায়। ইনিও দিগ্বিজয় যাত্রা করিয়াছিলেন, তবে সর্বদেশের সর্ব পণ্ডিতকেই বিচারে আহ্বান করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না, কারণ ১) মৃত্যুকালে পশ্চিমদিকের এক বৈদান্তিককে জয় করিয়া স্বমতে আনিবার জন্য তিনি শিষ্যগণকে বলিয়া যান। ইহাকে তিনি জয় করিয়া যান নাই। সম্ভবতঃ ইহা

শৃঙ্গেরী শঙ্করাচার্যের মঠে। (২) তিনি শিষ্যগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও তিরুপতির পথে চিত্রকূট নামক একটি শৈবপ্রধান স্থান পরিত্যাগ করেন। এই দুইটি স্থলে রামানুজাচার্যে আত্মনির্ভরতা বা ভগবন্নির্ভরতার অভাব যেন হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যাঁহার যত সত্যলাভ হয়, তাঁহার ইহা তত অধিক না হইবারই কথা। যাহা হউক এতদ্দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রকাশে কাহার সামর্থ্য কতদূর অধিক তাহা সুধীপাঠকবর্গের বিচার্য।

৬।৩৪। উদারতা

উদারতা সম্বন্ধে উভয়ের চরিত্রবিচার একটু জটিল বলিয়া বোধ হয়। শঙ্কর জীবনে প্রথম দৃষ্টান্ত—কাশীধামে চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বরদর্শন। তিনি যে চণ্ডালকে যেন ঘৃণার সহিত পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুজ্ঞা করিতেছিলেন, তাঁহার মুখে তিনিই যখন পরমুহূর্তে জ্ঞানের কথা শুনিলেন, তখন তিনি সেই চণ্ডালকেই গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন। দ্বিতীয়—মাতৃদেহের সংকারকালে শূদ্র নায়ারগণ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল ও মাতার সতীত্ববিচারে রাজার নিকট সত্য সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে তিনি জলাচরণীয় জাতিমধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন। তৃতীয়—শঙ্কর নানা দেবদেবী কাহাকেও অবজ্ঞা করিতেন না, সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান করিতেন। চতুর্থ—তিনি নানা সম্প্রদায়ের 'মত' খণ্ডন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে খণ্ডন—যদি তাহারা বেদ বা ব্রহ্মকে অস্বীকার করিত তবেই। বেদ মানিয়া সর্ব বস্তুতে অনুস্যূত ব্রহ্মবস্তুকে স্বীকার করিলে, কেবল বহিরঙ্গ সাধনের প্রতি নির্ভর না করিয়া প্রকৃত সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, আর তিনি বড় কিছু বলিতেন না। তিনি রামেশ্বরে একদল শৈব এবং অন্যত্র শাক্ত ও বৈষ্ণবপ্রভৃতি মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। আবার অন্যত্র ঐ সকল মত খণ্ডনও করিয়াছিলেন। এইরূপ, তিনি অনন্তানন্দগিরি প্রভৃতির মতে পঞ্চ উপাসক ও কাপালিক মত সংস্কৃত করিয়া পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন—শুনা যায়। চিহ্নধারণ করিলেই ধর্ম হয়—এই প্রকার মুগ্ধজনোচিত কথার উপর তিনি বড় খড়্গহস্ত ছিলেন। ফলে এতদ্দ্বারা আচার্যের এক প্রকার সার্বভৌম উদারতারই পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম—উগ্রভৈরবকে নিজ মস্তকদানে সম্মতিও এক প্রকার উদারতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। অবশ্য ইহা পরোপকার প্রবৃত্তির মধ্যেও গণ্য হইতে পারে বলিয়া আমরা ইহা সে স্থলেও আলোচনা করিয়াছি। ষষ্ঠ—শঙ্কর মণ্ডনের পাণ্ডিত্য দেখিয়া মণ্ডনকে অন্য শিষ্যবর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন, এজন্য অন্য শিষ্যগণ মণ্ডনের পূর্বসংস্কারের কথা তুলিয়া

তাঁহার বিরুদ্ধে বলিলেও আচার্যের ভাবান্তর হইত না। সপ্তম—অভিনবগুপ্ত তাঁহাকে অভিচার করিয়াছে জানিয়াও তিনি তাহার উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হন নাই। এমন কি পদ্মপাদ যখন বলপূর্বক পুনরভিচার করেন তখন তিনি তাঁহাকে বিস্তর নিষেধ করিয়াছিলেন। অষ্টম—বিরুদ্ধবাদিগণের নিকট তিরস্কৃত হইলেও তিনি তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেন।

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনেও উদারতার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। প্রথম—কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্র হইলেও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্বের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। কাঞ্চীপূর্ণের অশেষ আপত্তিসত্ত্বেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। দ্বিতীয়—রামানুজ দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে রামপ্রিয় মূর্তি উদ্ধার করিয়া যখন মেলকোটে আসিতেছিলেন তখন পথে কতকগুলি অতি নীচ জাতির সাহায্য প্রয়োজন হয়। (কোনও মতে বিগ্রহ-বহন কার্যার্থ, কোনও মতে দস্যুদিগের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য।) ফলে, ইহার জন্য রামানুজ দেশাচারের বিরুদ্ধে উক্ত নীচ জাতিকে বাৎসরিক উৎসবে রামপ্রিয়ার মন্দিরমধ্যে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন কোনও মতানুসারে কেবল মেলকোটে নহে পরন্তু বেলুড় ও শ্রীরঙ্গমেও এই প্রথা প্রচলিত হয়। অবশ্য ইহারা বাহিরে আসিলে মন্দির রীতিমত ধৌত করিয়া পুনরায় উৎসবকার্য চলিতে থাকে তৃতীয় মেলকোটে পলায়নের সময় রামানুজ সশিষ্য এক ব্রাহ্মণের বাটি অতিথি হন। ব্রাহ্মণপত্নী রামানুজ প্রভৃতি সকলের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিলে শিষ্যগণ ইতস্তত করিতেছিলেন। রামানুজ কিন্তু তাঁহার শ্রীবৈষ্ণবত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিতে সকলকে আদেশ করেন অপর মতে তিনি নিজে আহার করেন নাই কিন্তু শিষ্যগণকে খাইতে বলিয়াছিলেন। চতুর্থ—গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া তিনি আপামরসাধারণকে তাহা দিয়াছিলেন, অধিকারী অনধিকারী পর্যন্ত বিচার করেন নাই অবশ্য, মুখ্যতঃ ইহা পরোপকারপ্রবৃত্তির মধ্যে পরিগণিত হইলেও উদারতার ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিতে হইবে। পঞ্চম—রামানুজ দেবরাজমুনিকে বিদ্যাবুদ্ধিতে আপন অপেক্ষা বড় বলিয়া সম্মান করিতেন ও বলিতেন যে "আমি তাঁহার সমকক্ষ নহি, কেবল বরদরাজের কৃপায় তিনি আমার শিষ্য হইয়াছেন।" ষষ্ঠ—কাশ্মীরে পণ্ডিতগণের অভিচারের ফলে পণ্ডিতেরাই ব্যাধিগ্রস্ত হইলে রাজার অনুরোধে রামানুজ তাঁহাদিগকে সুস্থ করেন। সপ্তম—রঙ্গনাথের প্রধান অর্চক বিষপ্রদান করিলে, কোন মতে, রামানুজ তাঁহার উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। অষ্টম—তিরুভেলি তিরুনাগরিতে

রামানুজ চণ্ডাল রমণীকে যখন সরিতে বলেন, তখন উক্ত রমণীর কথা শুনিয়া রামানুজ ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক, তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে ভগবৎসমীপে স্থান দেন। নবম—শূদ্র ধনুর্দাসের সদ্‌গুণ দেখিয়া রামানুজ স্নান করিয়া তাহারই হস্ত ধারণ করিয়া মঠে আসিতেন এবং শিষ্যগণ প্রতিবাদ করিলে তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সুতরাং বলা যাইতে পারে—এই গুণটি উভয়েরই যথেষ্ট ছিল। তবে ইহার বিপরীত অনুদারতারও দৃষ্টান্ত ইহাদের মধ্যে দেখা যায়, সেই জন্য ইহার ফলাফল আলোচনা করিতে হইলে ইঁহাদের অনুদারতা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করা আবশ্যক। এখন এতদ্দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কে কতদূর সমর্থ তাহা সুধীপাঠকগণ নির্ণয় করুন।

৭।৩৫। উদ্যম, উৎসাহ

মহৎচরিত্রে উদ্যম ও উৎসাহের কতদূর উপযোগিতা তাহা বলাই বাহুল্য। আচার্য শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত, (১) গুরুগোবিন্দপাদের নাম শুনিয়া তাঁহার নিকট গমন। (২) ব্যাসের সহিত সুদীর্ঘ বিচার তিনি স্নানে যাইতেছিলেন, এমন সময় ব্যাস আসিয়া বিচার প্রার্থনা করায় তিনি তৎক্ষণাৎ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, (৩) ভাষ্য রচনার জন্য বদরিকাশ্রম গমন। (৪) কাশ্মীরে পণ্ডিতমণ্ডলীর কথা শুনিবামাত্র তথায় গমনে উদ্যত হন। ভগন্দর রোগজন্য তাঁহার শরীর দুর্বল থাকিলেও তিনি দৃকপাত করেন নাই (৫) ব্যাসের আদেশে কুমারিলের নিকট গমন। কুমারিল যখন মণ্ডনের নিকট যাইবার পরামর্শ দেন, আচার্য তদ্দণ্ডেই মাহিষ্মতী যাত্রা করেন তাহাতে কষ্টবোধ বা ইতস্ততঃ ভাবের কোনরূপ লক্ষণ বর্ণিত হয় নাই। (৬) মণ্ডনের পত্নীর নিকট কামশাস্ত্রের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য পরকায়-প্রবেশ করিয়াও স্বকার্যসাধনে পশ্চাৎপদ হন নাই (৭) মধ্যার্জুনে জনসাধারণ শিবের কথা না শুনিলে তাহার মত গ্রহণ করিবে না, ইহা তিনি শুনিয়া তদ্দণ্ডেই শিবের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হন ও সাধারণকে শিববাক্য শ্রবণ করান। (৮) সমগ্র ভারত ভ্রমণ। (৯) সর্বত্র দিগ্বিজয় এ সকলই আচার্য শঙ্করের উদ্যম ও উৎসাহের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

পক্ষান্তরে, আচার্য রামানুজ-জীবনেও ইহার দৃষ্টান্ত প্রচুর, যথা (১) ভূতপুরীতে থাকিয়া পাঠের অসুবিধা হওয়ায় একাকী কাঞ্চীপুরীতে যাদবপ্রকাশের নিকট অবস্থান করেন। (২) মন্ত্রদানে কাঞ্চীপূর্ণের পুনঃ পুনঃ

প্রত্যাখ্যানেও রামানুজ হতোৎসাহ হন নাই। (৩) যামুনাচার্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহাপূর্ণের সহিত শ্রীরঙ্গম যাত্রা করেন, গৃহে সংবাদ দিবার দিকেও দৃষ্টি দেন নাই। (৪) কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজের উত্তর শুনিয়া তন্মুহূর্তেই মহাপূর্ণের উদ্দেশে শ্রীরঙ্গম যাত্রা। (৫) মালাধর ও শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট শাস্ত্রাভ্যাস। (৬) বোধায়নবৃত্তির জন্য কাশ্মীর যাত্রা। (৭) পাঞ্চরাত্রপ্রথা প্রবর্তনের জন্য অনন্তশয়ন ও জগন্নাথদেবের সহিতই বিরোধ করিতে রামানুজ প্রস্তুত — কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন। (৮) দাশরথির নিরভিমানিতা শুনিয়া স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে আক্কলাইয়ের শ্বশুরালয় হইতে আনয়ন করেন। (৯) গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট অষ্টাদশ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও মন্ত্রলাভ। (১০) প্রায় সমগ্র ভারত ভ্রমণ। (১১) প্রায় সর্বত্র দিগ্বিজয়। (১২) তীর্থযাত্রা। (১৩) দিল্লীতে যাদবাদ্রিপতির উৎসব-বিগ্রহ আছে শুনিয়া তথায় গমন।

এতদ্দ্বারা দেখা যায়, উভয়েরই এ গুণের কোনরূপ ন্যূনতা নাই। যাঁহার জীবন যেমন দীর্ঘ, তিনি তেমনিই উদ্যম ও উৎসাহের পরিচয় দিতেছেন। তবে যদি নিতান্তই বিশেষত্ব অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা হইলে এইটুকু বলা যায় যে রামানুজ জীবনের শেষার্ধ এক শ্রীরঙ্গমেই অতিবাহিত করেন, কোথাও গমন করেন নাই; কিন্তু শঙ্কর কোথাও দীর্ঘকাল বিশ্রাম বা অবস্থানই করেন নাই এবং তথাপি তাঁহার আচরণে উদাসীনতা সর্বত্রই লক্ষিত হইত, রামানুজে তৎপরিবর্তে একটা যেন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়—এই মাত্র বিশেষ। এখন এ বিশেষটি প্রকৃত বিষয়ে কতদূর কাহার পক্ষে অনুকূল তাহা সুধীবৃন্দ বিচার করুন।

৮।৩৬। উদ্ধারের আশা

শঙ্কর জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপই নিশ্চয় করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার স্তবাদিতে ইহার অন্যথা দেখা যায়, কিন্তু তাহা তাঁহার নিজের উক্তি নহে। উহা অপরের উক্তিবিশেষ। এজন্য প্রমাণ— তাঁহার গঙ্গাস্তব বলা হয়।

রামানুজের জীবনে কুরেশ, যে সময় বরদরাজের কৃপায় চক্ষুঃলাভ করেন সে সময় কুরেশের ভক্তি ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তিনি আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এত দিনে তিনি জানিলেন যে কুরেশের সঙ্গবশতঃ তাঁহারও উদ্ধার হইবে। এতদ্দ্বারা কে কতদূর নিজ আদর্শের নিকটবর্তী তাহা

বুঝা যায়। যাহা হউক, ইহা হইতে প্রকৃত বিষয়ে কাহার উপযুক্ততা কিরূপ তাহা সুধীগণের বিচার্য।

৯।৩৭। ঔদাসীন্য বা অনাসক্তি

ব্রহ্মজ্ঞের ইহা স্বাভাবিক লক্ষণ। শঙ্করজীবনে ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত —আচার্য যখন মাতার সৎকার করিয়া শিষ্যগণের অপেক্ষায় কেরল দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন শৃঙ্গেরী হইতে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া অপরিচিতের ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন। কোন সম্ভাষণই করিলেন না। দ্বিতীয়—যে ভাষ্যের বার্তিক রচনার জন্য শঙ্কর কুমারিলের নিকট গমন করেন এবং পরে তাঁহার কথামত মণ্ডনকে পরাজিত করেন, অথচ সেই বার্তিকেরই জন্য শঙ্কর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডনকে কোন আদেশ করিতেছেন না। মণ্ডন আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে উহা রচনা করিতে বলিলেন। তৃতীয়—উগ্রভৈরবকে নিজ মস্তকদান করিলে দিগ্বিজয় কর্ম অর্ধ-সমাপ্ত থাকিবে, তাহা জানিযাও তিনি তাঁহাতে সম্মত হন। চতুর্থ—অভিনবগুপ্ত কর্তৃক অভিচারকালে শঙ্করের প্রতিকারপরাঙ্মুখতা, ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে এ জাতীয় ঔদাসীন্যের দৃষ্টান্ত একটি পাওয়া যায়। যথা—কাঞ্চীতে যাদবপ্রকাশ রামানুজকে সঙ্গে লইয়া রাজকন্যার ব্রহ্মরাক্ষস মোচন করিতে আসিলে রাজা যখন উভয়কেই বহু ধনদান করেন, রামানুজ তখন তাহা স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া গুরু যাদবপ্রকাশের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। এখন পাঠকবর্গ বিচার করুন কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রকাশে সমর্থ।

১০।৩৮। কর্তব্যজ্ঞান

সাধক অবস্থায় ইহার উপযোগিতা যথেষ্ট। শঙ্কর-জীবনে দেখা যায় তাঁহার যাবতীয় কার্যই তাঁহার গুরু, ভগবান বিশ্বনাথ এবং ব্যাসদেবের আদেশে অনুষ্ঠিত। ইহারা তাঁহাকে ভাষ্যাদি রচনা ও প্রচার করিতে আদেশ না করিলে তিনি বোধ হয় কখনই দিগ্বিজয়াদি কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। শিষ্যগণের অনুরোধও এই কর্তব্যজ্ঞানের সহকারী কারণ হইয়াছে বলিতে পারা যায়। গুরু গোবিন্দপাদের নিকট যোগাভ্যাস করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবার পূর্বে তাঁহার সন্ন্যাসের জন্য যে কর্তব্য-বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল তাঁহার হেতু তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানই বলিতে হইবে। ফলতঃ, কর্তব্যজ্ঞান আচার্য শঙ্করে বোধ হয় পূর্ণমাত্রায় বর্তমানই ছিল।

পক্ষান্তরে রামানুজেও ইহা পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত ছিল। শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে বৈষ্ণবসমাজের নেতা করিলে তিনি তাঁহার কর্তব্য কর্মের কোন ত্রুটি করেন নাই। অর্চকগণ বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে মারিতে চেষ্টা করিলেও তিনি কর্তব্যকর্মে ক্ষান্ত হন নাই। এইরূপে ভগব' সেবাকেই তিনি মুখ্যকর্তব্য জ্ঞান করিয়া তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কর্তব্যজ্ঞানানুযায়ী আচরণে উভয়ের মধ্যে যে বিশেষ তারতম্য আছে, তাহা বলা যায় না। তবে এই বিষয়টি বিচার করিতে হইলে ইহার বিরুদ্ধস্থলও বিচার্য। এজন্য যথাস্থানে কর্তব্যজ্ঞানহীনতা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। এখন এতদ্দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কে কিরূপ সমর্থ তাহা সুধীপাঠকবর্গ বিচার করুন।

১১।৩৯। ক্ষমাগুণ

ক্ষমাগুণ যাহার যত অধিক থাকে তিনি তত সাংসারিক বা জাগতিক বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞের চরিত্রে ইহা অতিশয় প্রস্ফুটিত হয়। ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক গুণ। শঙ্করে এই ক্ষমাগুণের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রথম—শঙ্করের জ্ঞাতিগণ শঙ্করের বিষয়লোভে শঙ্করের পূজনীয় জননীর চরিত্রে অযথা দোষারোপ করিয়াও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে শঙ্কর তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। এজন্য আর তাঁহারা বেদ বহির্ভূত হন নাই। দ্বিতীয়—মল্লপুর নামক স্থানে কুক্কুরসেবকগণ আচার্যকর্তৃক তিরস্কৃত হইলে যখন তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে আবার উপদেশ দিয়া সৎপথ প্রদর্শন করেন। তৃতীয়—অভিনবগুপ্ত অভিচা কর্ম করিয়া শঙ্করের শরীরে ভগন্দর রোগ উৎপাদন করিলে পদ্মপাদ যখন অভিনবগুপ্তের উপর পুনঃ অভিচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন শঙ্কর পদ্মপাদকে বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন। চতুর্থ—রামেশ্বরে কতকগুলি শৈব, আচার্যকে 'বঞ্চক' প্রভৃতি শব্দদ্বারা তিরস্কার করে, আচার্য কিন্তু তাহাদিগকে ভদ্রবচনে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। পঞ্চম—কাপালিকরাজ ক্রকচ আচার্যের উপর অত্যাচার করিয়া এবং সুধন্বারাজের সহিত সংগ্রাম করিয়া বহু সৈন্য নিহত করিয়াও যখন তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন, ইত্যাদি।

রামানুজের জীবনেও ক্ষমা গুণের দৃষ্টান্ত প্রচুর। প্রথম—তিরুপতির পথে ধনী বণিকের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইলেও তিনি বণিককে ক্ষমাই করিয়াছিলেন।

প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহাব গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়—বঙ্গনাথেব প্রধান অর্চক বামানুজকে দুইবাব বিষ প্রযোগ কবিতে চেষ্টা কবেন। তিনি প্রথমবাব বিফল মনোবথ হইযা দ্বিতীয বাব কৃতকার্য হন। উভযবাবই তিনি তাঁহাকে ক্ষমা কবিযাছিলেন এবং তাঁহাব একবাবও অমঙ্গল কামনা কবেন নাই, ববং তাঁহাব উপায কি হইবে ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। তৃতীয়—কাশ্মীবে পণ্ডিতগণ, যখন বামানুজেব উপব অভিচাব কবে, তখন তাহাতে বামানুজেব ক্ষতি না হইযা পণ্ডিতগণই উন্মত্ত হইযা পবস্পব পবস্পবেব বধসাধনে প্রবৃত্ত হয এ স্থলেও বাজাব প্রার্থনা অনুসাবে বামানুজ তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ কবেন। চতুর্থ—যাদবপ্রকাশ তাঁহাব প্রাণনাশেব চেষ্টা কবেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকেও ক্ষমা কবিযাছিলেন। এখন এতদ্দ্বাবা কে কতদূব বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচাবে সমর্থ তাহা সুধীপাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। অবশ্য এজন্য অক্ষমা এবং শত্রুব অনিষ্টসাধনও দ্রষ্টব্য।

১২।৪০। গুণগ্রাহিতা।

এই গুণটি ধর্মপ্রচাবেব পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শঙ্কব জীবনে ইহাব দৃষ্টান্ত যথা—১ম, কাশীধামে চণ্ডালমুখে তত্ত্বকথা শুনিযা তাঁহাকে গুরু বলিযা সম্মান কবা। ২য—হস্তামলককে তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহাব পিতাব নিকট হইতে ভিক্ষা কবিযা লওযা। ৩য তোটকাচার্যেব গুরুভক্তিব জন্য তাঁহাকে সর্ববিদ্যাপ্রদান। ৪র্থ—মণ্ডনমিশ্র পূর্বে কর্মমতাবলম্বী থাকিলেও পদ্মপাদ প্রভৃতিকে উপেক্ষা কবিযা তাঁহাকেই ভাষ্যবার্তিক বচনাব অনুমতি প্রদান। ৫ম—পদ্মপাদেব গুরুভক্তি দেখিযা তিনি তাঁহাকে তাঁহাব ভাষ্যাবলি অপব শিষ্য হইতে দুইবাব অধিক পড়াইযাছিলেন। ৬ষ্ঠ মাতাব সংকাবকালে নাযাবগণেব সত্যনিষ্ঠা দেখিযা তাঁহাদিগকে জলাচবণীয জাতি মধ্যে গণ্য কবা

বামানুজ-জীবনেও ইহাব দৃষ্টান্ত প্রচুব। তন্মধ্যে প্রধান কযেকটি যথা ১ম— কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্র হইলেও তাঁহাব শিষ্যত্বলাভেব চেষ্টা, পদসেবা ও তাঁহাকে প্রণামপ্রভৃতি। ২য—মহাপূর্ণ কর্তৃক ববদবাজেব মন্দিবে যামুনাচার্যকৃত স্তোত্রপাঠ শুনিযা যামুনাচার্যকে দর্শন কবিতে শ্রীবঙ্গমে যাত্রা। ৩য কুবেশ শিষ্যত্ব স্বীকাব কবিলেও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিযা সম্মান। ৪র্থ যজ্ঞমূর্তি শিষ্যত্ব স্বীকাব কবিলেও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিযা সম্মান। ৫ম তিরুভালি তিকনাগবীতে চণ্ডাল বমণীকে গুরুব মতো সম্মান প্রদর্শন। ৬ষ্ঠ -পথে একটি অপবিচিত বালিকার মুখে দ্রাবিড বেদেব শ্লোক শুনিযা তাহাব গৃহে আতিথ্য

গ্রহণ। ৭ম—পলায়নকালে অরণ্যমধ্যে অপরিচিত ব্রাহ্মণীর অন্ন ভক্ষণে শিষ্যগণকে অনুমতি দান। ৮ম—রামপ্রিয় মূর্তির বাহক চণ্ডালগণকে মন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রদান। ৯ম—ধনুর্দাসকে ব্রাহ্মণশিষ্য অপেক্ষা আদর প্রদর্শন করা। ১০ম-এক নীচজাতীয়া রমণী উৎসব দর্শনে গমন না করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া তাহাকে তথায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া। ১১শ—কুরেশ, গোবিন্দ, দাশরথি প্রভৃতি শিষ্যগণের দেবোপম চরিত্র দেখিয়া তাঁহার আনন্দ—ইত্যাদি বহু দেখা যায়। আচার্য শঙ্করের জীবন অপেক্ষা আচার্য রামানুজের জীবন যেমন দীর্ঘ, তদ্রূপ তাঁহার দৃষ্টান্তও সংখ্যায় অধিক। তদ্ভিন্ন শঙ্করে গুণগ্রাহিতা যেন ঔদাসীন্যপূর্ণ কিন্তু রামানুজে তাহা প্রেমমাখা বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ ইহারই ফলে আচার্য রামানুজ অতি অল্পসময়ের মধ্যে অত প্রবল অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা কে কতদূর বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে উপযুক্ত তাহা সুধীপাঠকগণ স্থির করুন।

১৩।৪১। গুরুভক্তি

ইহা ব্যতীত বিদ্যার স্ফূর্তি হয় না। শঙ্করের গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত, প্রথম—গোবিন্দপাদের গুহা প্রদক্ষিণ, দ্বিতীয়—গুরুস্তবে তিনি নিরতিশয় গুরুভক্তিসূচক মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৃতীয়—গোবিন্দপাদের চরণ-পূজা চতুর্থ—গুরুদেবের সমাধির বিঘ্ননিবারণের জন্য নর্মদার জলরোধ, পঞ্চম—পরমগুরু গৌড়পাদের প্রতি ব্যগ্রতাপূর্ণ অভ্যর্থনা। বস্তুতঃ এই সকল স্থলেই তাঁহার আত্মনিবেদনপূর্ণ অসাধারণ গুরুভক্তি দেখা যায়।

পক্ষান্তরে, রামানুজের গুরুভক্তির দৃষ্টান্ত আরও অধিক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার জীবনও যেমন দীর্ঘ এবং গুরুগণ সহ অবস্থানও যেমন দীর্ঘ, গুরুভক্তির দৃষ্টান্তও তদ্রূপ প্রচুর এবং প্রেমপূর্ণ। রামানুজের একজন গুরু ছিলেন—বররঙ্গ রামানুজ প্রতিদিন রাত্রে তাঁহার জন্য স্বহস্তে ক্ষীর প্রস্তুত করিতেন এবং বররঙ্গ রঙ্গনাথের সম্মুখে নৃত্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার গাত্রবেদনা নিবারণ করিবার জন্য স্বহস্তে তাঁহার গাত্রে হরিদ্রাচূর্ণ প্রভৃতি মর্দন করিতেন। কাঞ্চীপূর্ণ ও মহাপূর্ণের প্রতি তাঁহার যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ছিল তাহার বাধ্যতায় তিনি স্ত্রীত্যাগ করেন।

শঙ্করে এ ধরণের গুরুসেবার কথা শুনা যায় না। অবশ্য তাঁহার গুরুসান্নিধ্যে অবস্থানও যারপরনাই অল্প। তথাপি রামানুজের এই প্রকার প্রগাঢ় গুরুভক্তি থাকিলেও চোলাধিপতি শৈব কৃমিকণ্ঠ রামানুজকে না পাইয়া তাঁহার

গুরু মহাপূর্ণের চক্ষু উৎপাটিত করেন। রামানুজ গুরুকে সাক্ষাৎ যমের হস্তে ফেলিয়া পাঁচজনের পরামর্শে দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। কৃমিকণ্ঠ তাঁহাকে পাইলে হয় তো ঘটনা অন্যরূপ হইত। তবে কেহ কেহ বলেন—মহাপূর্ণ যে কুরেশের সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহা রামানুজ জানিতেন না।

তাহার পর রামানুজের সহিত তাঁহার গুরু যাদবপ্রকাশ ও মালাধরেরও মতানৈক্য-কথা এ স্থলে উত্থাপন করা চলিতে পারে। মালাধর যখন রামানুজকে শঠ'রি-সূত্র গ্রন্থ পড়াইতেছিলেন, তখন রামানুজ প্রায়ই মালাধরের ব্যাখ্যার উপর নিজে ব্যাখ্যা করিতেন। ইহার ফলে মালাধর মধ্যে একবার রামানুজকে পড়াইতে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু মহাপূর্ণের অনুরোধে আবার পড়াইতে সম্মত হয়েন। যাদবপ্রকাশের সহিত বিবাদের হেতুও তাঁহার নিজের ব্যাখ্যা। অবশ্য ইহা এক পক্ষে যেমন অশিষ্টাচার, অন্যদিকে তেমনি সত্যপ্রিয়তা এবং স্পষ্টবাদিতা বলা যাইতে পারে। এখন ইহা হইতে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার কতদূর সামর্থ্য হওয়া উচিত তাহা সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন।

১৪।৪২। ত্যাগশীলতা

ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে এই গুণটি অতিশয় আবশ্যকীয়; যেহেতু ব্রহ্মমাত্র যখন অবলম্বনীয় হয়, তখন ব্রহ্মভিন্ন যাবৎ বস্তুতে ত্যাগবুদ্ধিই আসে। গুরুগৃহে বাসকালে শঙ্কর ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন তাহা গুরুচরণেই নিবেদন করিতেন। তৎপরে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বগৃহে বাসকালে শঙ্করকে কেরলরাজ 'রাজশেখর' বহু ধন দান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন ও পুনঃ পুনঃ অনুরোধে রাজাকেই উক্ত ধন দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে বলেন।

কিন্তু গুরুগৃহবাসী রামানুজ কাঞ্চীরাজকুমারীর ভূতাপসারণ করিলে কাঞ্চীরাজ তাঁহাকে যে ধন দান করেন, তাহা তিনি গুরুচরণে নিবেদন করিয়া দেন। তৎপরে তাঁহার সন্ন্যাস অবস্থায় তিরুপতি-প্রদেশের রাজা বিট্টলদেব ইলমণ্ডলীয় নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করিলে তিনি উহা গ্রহণপূর্বক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণমধ্যে বিতরণ করেন।

এতদ্ব্যতীত উভয়ের জীবনে আর ত্যাগশীলতার বিশেষ স্থল জানিতে পারা যায় নাই। শঙ্কর কখনও কাহারও দান গ্রহণ করেন নাই। উভয়েই কোনরূপ ঐশ্বর্য ভোগ করেন নাই এবং কখন ভিক্ষান্ন ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন নাই। শঙ্করের সন্ন্যাসজীবনে কোন দান গ্রহণের প্রসঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায় না।

রামানুজের কিন্তু শেষ ঘটনাটি সন্ন্যাসজীবনেই ঘটিয়াছিল। শঙ্কর ও রামানুজ গুরুগৃহে থাকিবার কালে লব্ধ ধনাদি গুরুকে দিয়াছিলেন। শঙ্কর স্বগৃহে বাসকালে লভ্য ধন গ্রহণই করেন নাই। রামানুজ সন্ন্যাসকালে তাহা গ্রহণ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন এতদ্দ্বারা কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ হইবেন তাহা সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন।

১৫।৪৩। দেবতার প্রতি সম্মান

ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনরূপে ইহার উপযোগিতা যথেষ্ট। কারণ, উপাসনার দ্বারা দেবতার আনুকূল্য এবং চিত্তের শুদ্ধি ও একাগ্রতা জন্মে। শঙ্কর সকল তীর্থেই সকল দেব দেবীর দর্শন, স্তব ও স্তুতি প্রভৃতি করিয়াছিলেন। কোনরূপ উপেক্ষা অথবা তীব্রতা বা ভাববিহ্বলতা তাঁহার দেখা যায় নাই অথচ সম্মানজ্ঞানের অভাবতা তাঁহার কোন স্থলেই শ্রুত হয় নাই।

রামানুজ কিন্তু বিষ্ণুভিন্ন কাহারও দর্শনাদি করিতেন না। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তিনি তিরুপতি গমন করিয়া পর্বতোপরি আরোহণ করেন নাই, পাদদেশমাত্র প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিয়া আসিবেন ভাবিয়াছিলেন কারণ, তিরুপতি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধাম, তাঁহার স্পর্শে তাহা কলুষিত হইবার সম্ভাবনা। পূর্ব পূর্ব আলোয়ারগণ ঐ পর্বতের পাদদেশেই অবস্থিতি করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মূর্তি তথায় অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত অবশেষে সকলের অনুরোধ এবং নিজে স্বয়ং শেষাবতার ভাবিয়া শেষপর্বতস্থ উক্ত শৈলোপরি আরোহণ করেন। এজন্য তাঁহার সম্মানজ্ঞান যে অত্যধিক ও ভাববিহ্বলতা মিশ্রিত তাহা বলিতে হইবে। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা প্রকৃত বিষয়ে কতদূর সহায়তা হয় তাহা বিচারকগণ বিচার করুন।

১৬।৪৪। ধ্যানপরায়ণতা

এতদ্দ্বারা আমরা এক প্রকার গভীর চিন্তাকেই লক্ষ্য করিতেছি শাস্ত্রীয় কথায় ইহার অন্য নাম সমাধি হইতে পারে। জীবনচরিতকারগণ অবশ্য উভয় জীবনেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ইহা যে স্থলে কোন ঘটনা সম্বলিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থলটিকেই ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার উল্লেখ করিতে চাহি। উভয়ের জীবনচরিত্রলেখকগণই উভয়ের ভক্ত, সুতরাং তাঁহাদের চক্ষে ইহারা তো সর্বগুণসম্পন্ন হইবেনই, আর সেই জন্যই কখন কখন অসত্য বর্ণনারও সম্ভাবনা ঘটিবেই। কিন্তু যাহা কোন ঘটনা-সম্বলিত, ভক্তির আবেগে তাহার অন্যথা হওয়া একটু কঠিন; এজন্য ঘটনা-

সম্বলিত ধ্যান-পরায়ণতাই আমাদের আলোচ্য হইলে ভাল। যাহা হউক, ইহা যে ব্রহ্মবিদ্যার পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

শঙ্কর-জীবনে দেখা যায় ইহা একস্থলে তাঁহার পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। প্রথম, শ্রীশৈলে উগ্রভৈরব যখন তাঁহার মস্তক ভিক্ষা করে, তখন তিনি শিষ্যগণকে লুকাইয়া একটি নিভৃত স্থানে সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। উদ্দেশ্য—সেই অবস্থায় তাহা হইলে কাপালিক তাঁহাকে বলি দিয়া তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিবে। এস্থলে ইঁহার সমাধি-অভ্যাসের এরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যে, একজন তাঁহার মস্তক-ছেদন করিবে, তিনি কিন্তু তাহা জানিতে পারিবেন না। শঙ্কর জীবনে সমাধির সহিত কোন ঘটনার সম্বন্ধ, ইহা ভিন্ন আর দেখা যায় না। দ্বিতীয়, শুভগণবরপুরে তাঁহার ধ্যানপরায়ণতার বেশ স্পষ্ট উল্লেখ আছে, শিষ্যগণকে দিগ্বিজয়-কার্যে আদেশ দিয়া স্বয়ং ধ্যাননিরত থাকিতেন। তৃতীয়, ভাষ্যাদি রচনাকালে বদরিকাশ্রমেও এ কথার উল্লেখ আছে।

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে কোন কোন জীবনীকারগণের বর্ণনাতে তাঁহার সমাধির কথা আছে, কিন্তু তাহা কোন ঘটনার সহিত সংযুক্ত নহে। ১ম শ্রীশৈল গমনকালে তথায় তিনি তিন দিন অনাহারে ধ্যান নিমগ্ন অবস্থায় অবস্থিতি করেন। ২য়—অর্চকগণ বিষ-প্রয়োগ করিলে রামানুজ সমস্ত রাত্রি ভগবচ্চিন্তা করিয়া সে বিষ জীর্ণ করেন। এতদ্ব্যতীত আর কোনও ঘটনা দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া বোধ হয়। এখন এতদ্দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কে কতদূর সমর্থ তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন।

১৭।৪৫। নিরভিমানিতা

ব্রহ্মজ্ঞের ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক গুণ। শঙ্করে নিরভিমানিতার দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম—দিগ্বিজয়কালে অনেক স্থলে অনেক দুরাচার কাপালিক প্রভৃতি আচার্যের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অতি কটু ভাষায় সম্বোধন প্রভৃতি করিয়াছে। আচার্য কিন্তু শান্তগম্ভীরভাবে তাহার উত্তর দিয়াছেন মাত্র। ২য়—মণ্ডনকে পরাজয় করিবার পর অনেকে ইহা তাঁহার কৃতিত্ব বলিয়াছিলেন, কিন্তু আচার্য ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ৩য়—দিগ্বিজয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় কাপালিকের নিকট মস্তকদানের সম্মতি—ইহার একটি অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইতে পারে। "আমার যশঃ হইবে" এরূপ অভিমান থাকিলে আর এ কার্য হইতে পারিত না।

রামানুজের জীবনেও প্রায় অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম—শিষ্যগণের নিকট

তাঁহার নিরভিমানিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষ্য লিখিবার কালে তিনি কুরেশকে পদাঘাত করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা পর্যন্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়—এক জীবনীকারের মতে যজ্ঞমূর্তি যখন বিচার করিবার জন্য রামানুজের নিকট আগমন করেন, তখন রামানুজ না কি বিচারের পূর্বেই নিজের পরাজয় স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এ কথা সত্য হইলে সম্ভাবিত পরাজয়-জন্য ভগবানের নিকট তাঁহার ক্রন্দন অসঙ্গত হয়। এজন্য এ দৃষ্টান্তটি গ্রহণযোগ্য নহে। তৃতীয়—যজ্ঞমূর্তি শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেও রামানুজ তাঁহাকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিতেন। চতুর্থ—এক ব্রাহ্মণ কৈঙ্কর্যকামী হইয়া রামানুজের নিকট আসিলে রামানুজ তাঁহার পাদোদক পান করিতে আরম্ভ করিলেন। পঞ্চম—শ্রীশৈলপূর্ণ ও কাঞ্চী-প্রভৃতির নিকট এবং এক পেরিয়া রমণীর নিকট রামানুজ লজ্জা পাইলেও কোনরূপ অভিমান করেন নাই, ইত্যাদি।

এতদ্দৃষ্টে আমরা বলিতে পারি, শঙ্করে তিরস্কৃত হইয়াও নিরভিমানিতার পরিচয়স্থল আছে। কিন্তু রামানুজে লজ্জিত হইয়াও নিরভিমানিতার বহু পরিচয়স্থল আছে। তবে শিষ্য ও মিত্রের নিকট নিরভিমানিতার স্থল বোধ হয় উভয়েরই সমান। শঙ্কর কদাচারী কাপালিক প্রভৃতি বাদিগণকে কখন কখন 'মূঢ়' প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। শঙ্কর শিষ্যেরা বলেন মূঢ়কে 'মূঢ়' বলিলে বক্তার মনে অনুগ্রহ ও স্নেহভাব থাকে। সে যাহা হউক, নিরভিমানিতা বিচার করিতে হইলে ইহার বিরোধী অভিমানও বিচার্য এবং তদনন্তর কে কতদূর প্রকৃত বিষয়ে উপযুক্ত তাহা বিচার করা উচিত।

১৮।৪৬। পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তি

ধর্মস্থাপনার্থ বা ধর্মসংস্কারার্থ যাঁহারা আবির্ভূত হন, তাঁহাদের এই গুণটি একটি প্রধান লক্ষণ। শঙ্কর জীবনে পতিতোদ্ধারের প্রবৃত্তি যাহা দেখা যায়, তাহা খুব বেশি হইলেও—তাঁহার জন্য ধর্মসংস্থাপন করিয়া দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিলেও—তাহা ব্রাহ্মণজাতি প্রধান। অবশ্য বৌদ্ধ, জৈন দুরাচারী, সুরাপায়ী, পরস্ত্রীগামী, কাপালিকগণ ও বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার আশ্রয় পাইয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। তবে কর্ণাট উজ্জয়িনীর সেই ভৈরবের গল্প হইতে বলিতে হইবে যে, তাঁহার অধিক লক্ষ্য ছিল—পতিত ব্রাহ্মণকুলের প্রতি, সর্ববিধ পতিতের প্রতি তাঁহার সমান লক্ষ্য ছিল না। তিনি নিজের মুখে বলিয়াছিলেন যে, সুদুষ্টমতস্থ ব্রাহ্মণগণকে দণ্ড দিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন, ইত্যাদি। তবে ইহার সম্বন্ধে তাঁহার আর একটি ভাব বিচার্য। তিনি মনে

করিতেন যে, ব্রাহ্মণগণ রক্ষিত হইলে ধর্ম রক্ষিত হইবে, সুতরাং মূল রক্ষা করা অগ্রে কর্তব্য। তাঁহার নিজের অল্পায়ুত্বের জ্ঞান না থাকিলে তিনি কেবল মূলে জল সিঞ্চন না করিয়া শাখা পল্লবেও হয় তো জল সিঞ্চন করিতেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাভাষ্যে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে তাঁহার এই ভাবের প্রমাণ আছে; যথা -- "ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষিতেন রক্ষিতঃ স্যাৎ বৈদিকো ধর্মঃ" ইত্যাদি।

রামানুজ-জীবনেও এই প্রবৃত্তি পরিস্ফুট। শ্রীরঙ্গমে ধনুর্দাস প্রসঙ্গ ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। এই ঘটনাটিকে কেহ কেহ বলেন যে, ইহা রামানুজের পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তির পরিচায়ক নহে। পরন্তু রমণীর প্রতি প্রেমের মাত্রানুসারে ভগবৎ-প্রেমের মাত্রাধিক্য হয় কি না--পরীক্ষার জন্য তিনি ধনুর্দাসকে উদ্ধার করেন। কাহারও মতে ইহা তাঁহার বিশুদ্ধ পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তির কার্য। যাহা হউক, রামানুজ যত শিষ্যসেবক করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সকল জাতিই ছিল। ব্যাধগণও রামানুজকে গুরুজ্ঞান করিত। মেলকোটের পথে ব্যাধগণের কথা এজন্য স্মরণ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে ভগবদ্‌ভক্ত সকলেই এক জাতিভুক্ত, তথাপি শঙ্করের ন্যায় কদাচারিগণকে সুপথে আনয়ন তাঁহার জীবনে তত অধিক ঘটে নাই। অবশ্য ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে। কারণ শঙ্করের পর প্রায় সকলেই শঙ্করের মতাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কদাচারী ভীষণ কাপালিক আর তত ছিল না। যাহারা ছিল তাহারা শঙ্কর মতের মধ্যে থাকিয়াই গোপনে হয় তো ঐ কার্য করিত। রামানুজ যে এই জাতীয় ব্যক্তিগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন তাহাও শুনা যায় না। অবতারোচিত চরিত্রে এই গুণটি বিশেষ প্রয়োজন এখন এতদ্দ্বারা প্রকৃত বিষয়ে কতদূর আনুকূল্য হইবে তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন

১৯।৪৭। পরিহাস প্রবৃত্তি

ব্যবহারক্ষেত্রে এই গুণটি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের থাকিলে সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহার চরিত্রে মাধুর্য আছে বলিয়া বোধ হয়। শঙ্করে পরিহাস-প্রবৃত্তি একবার দেখা গিয়াছিল। আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া আচার্য মণ্ডন গৃহে প্রবেশ করিলে, মণ্ডন কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা হইতে মুণ্ডি?" শঙ্কর বলিলেন, "গলা হইতে সমস্তই মুণ্ডিত" ইত্যাদি। ইহা একটি পরিহাসস্থলই বলিতে হইবে

রামানুজের চরিত্রে পরিহাস-প্রবৃত্তির বহু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম এক দিন তোণ্ডানুরের বিষ্ণু-বিগ্রহ 'তোণ্ডানুর নম্বীকে' বলেন যে, আমাকে রামপ্রিয়ের নিকট লইয়া চল, আমরা এক সঙ্গে শিকার ক্রীড়া করিব। তোণ্ডানুর তদনুসারে ভগবানকে

লইয়া মেলকোটে আসেন। রামানুজ তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করেন ও ভগবানের জন্য বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করেন। রামানুজের ৫২ জন শিষ্য এই প্রসাদ পাইবার জন্য আগ্রহ করেন। ওদিকে মন্দিরের সেবকগণেরও তাহারই জন্য আগ্রহ হয়। ফলে, বিবাদ রামানুজের নিকট আসিল। তিনি কিন্তু পরিহাস করিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন 'যাও তোমরা কাড়িয়া খাও'। দ্বিতীয়—আর এক দিন উৎসবকালে দাশরথির হস্ত ধারণ করিয়া কাবেরী গমন করেন, কিন্তু স্নান করিয়া শূদ্র ধনুর্দাসের হস্তধারণ করেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "পাছে দাশরথি ভাবে যে ইহাতে তাহার হীনতা হয়।" তৃতীয়—যজ্ঞেশের সঙ্গে ব্যবহারটিও ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত হইতে পারে। চতুর্থ—তিরুক্কুরুঙ্গুড়িতে ভগবানকে উপদেশ প্রদান ইত্যাদি। এখন ইহার দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কে কতদূর সমর্থ তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন।

২০।৪৮। পরোপকারপ্রবৃত্তি ও দয়া

২০।৪৮। পরোপকারপ্রবৃত্তি ও দয়া। ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে এই গুণটি একটি প্রধান সহায়। তাঁহাদের ইহা স্বাভাবিক গুণই হয়। এই পরোপকারপ্রবৃত্তি শঙ্করের যে ভাবে দেখা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে এই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম—বাল্যকালে আমলকী ফল ভিক্ষা লইয়া এক ব্রাহ্মণীর দুঃখমোচনার্থ লক্ষ্মীদেবীর নিকট প্রার্থনা। দ্বিতীয়—আচার্য যখন মূকাম্বিকা গমন করেন, তখন একটি রমণীকে মৃত পুত্র ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া শঙ্কর বোধ হয় বিচলিত হয়েন এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া পুত্রের পুনর্জীবন প্রদান করেন। তৃতীয়—শ্রীশৈলে উগ্রভৈরবের প্রার্থনানুসারে আচার্য নিজ মস্তক প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ইহাতে উগ্রভৈরবের ইষ্টসিদ্ধি হইবে, ইহাই তাঁহার মস্তকদানে সম্মতির হেতু। চতুর্থ—তাঁহার দিগ্বিজয়, দেবতা প্রতিষ্ঠা ও ধর্মস্থাপন কার্য ইহাকে তাঁহার স্বমতস্থাপনেচ্ছা বা প্রচার স্পৃহা বলা যায় না। কারণ, দিগ্বিজয়াদিতে প্রবৃত্তির কারণ—প্রথমতঃ, গুরু আজ্ঞা, দ্বিতীয়তঃ বিশ্বেশ্বরের আদেশ ও তৃতীয়তঃ ব্যাসদেবের ইচ্ছা। অবশ্য, তাই বলিয়া যে তাঁহার স্বমতের প্রচার-প্রবৃত্তি ছিল না, তাহাও নহে। ইহার অন্য দৃষ্টান্ত আছে, তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। পঞ্চম—মল্লপুরে কতকগুলি কুক্কুর উপাসকগণকে পতিত ও প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য জানিয়াও দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবার আদেশ দেন।

রামানুজ-জীবনে পরোপকার প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত এই কয়টি, যথা—প্রথম—রামানুজ অষ্টাদশ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট যে গুহ্য মন্ত্রলাভ

করেন, গুরুর নিষেধ সত্ত্বেও লোকহিতার্থ তাহা আপামর সাধারণকে প্রদান করেন। গুরুর আজ্ঞালঙ্ঘনে অনন্ত নরক হয়—ইহা জানিয়াও পরোপকারার্থ তাহা প্রচার করেন। তাহার পর, দ্বিতীয়— রামানুজ যখন শালগ্রামে উপস্থিত হন, তখন তথায় সকলকেই অদ্বৈতপন্থী দেখিয়া দাশরথিকে সেই গ্রামের জলাশয়ে পদ নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে বলেন। উদ্দেশ্য —বৈষ্ণবের চরণোদক পান করিয়া তাহাদের উদ্ধার হইবে। তৃতীয় ঘটনা— একটি মূক শিষ্যের উপর রামানুজের কৃপা। এই শিষ্যটিকে তিনি এক দিন একটি ঘরের ভিতরে লইয়া যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন ও তাহাকে তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে আদেশ করেন। বলিতে কি—শিষ্যের প্রতি গুরুদেবের এরূপ ব্যবহার বিশেষ অনুগ্রহের ফল বলিতে হইবে। চতুর্থ—রামানুজের দিগ্বিজয় ও শ্রীবৈষ্ণব মতস্থাপন প্রভৃতি জীবনের সমগ্র ব্যাপারটিকেও অংশতঃ পরোপকারপ্রবৃত্তির পরিচয় বলা যাইতে পারে। পঞ্চম— ধনুর্দাসের প্রসঙ্গটি আমরা পরোপকারের মধ্যে গণ্য করিতে পারি। ইহা পতিতোদ্ধারের মধ্যেও আলোচিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই পরোপকার প্রবৃত্তি, আমরা উভয়েতেই দেখিতে পাই। তবে অবশ্য উভয়ে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণভাবেই হউক বা ব্যক্তিগতভাবেই হউক, উভয়েই উপকারের স্থল দেখিলে পশ্চাৎপদ হন নাই। তবে এ বিষয়ে তারতম্য নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের এই কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ১। রামানুজ নিজ ইষ্টমন্ত্র দ্বিতীয় বার সর্বসাধারণকে ওরূপ ভাবে প্রদান করেন নাই। ২। তিনি জীবনের শেষার্ধ এক শ্রীরঙ্গমেই অতিবাহিত করেন। ৩। তাঁহার মৃত্যুকালেও ভারতের সর্বত্র নিজমত প্রচারিত হয় নাই কারণ—(ক) পশ্চিম দেশীয় এক বেদান্তী পণ্ডিতকে স্বদলে আনিবার জন্য তিনি শিষ্যগণকে বলিয়া যান। (খ) তিরুপতির পথে যে শৈবগণের নিকট গমন করিতে অসম্মত হন, তথায়ও আর গমনের কথা শুনা যায় না। (গ) তিনি শঙ্করমতের প্রধান স্থান শৃঙ্গেরীও গমন করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর (১) জীবনের সমগ্র ভাগটাই ধর্মপ্রচারে অতিবাহিত করেন, কোথাও তাঁহার বিশ্রামসুখভোগ ঘটে নাই। (২) তাঁহার সময় কোনও স্থানে তাঁহার মত অপ্রচারিত ছিল না। (৩) তিনি সকল শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সহিতই বিচার করিয়াছিলেন। (৪) তাঁহার এরূপ কার্য করিবার হেতু ব্যাস ও বিশ্বেশ্বরের আদেশ। (৫) যিনি নিজ জীবনের যতটা পরের জন্য পরিশ্রম করেন, তিনি তত পরোপকারী নামের যোগ্য। এখন এতদ্দৃষ্টে কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ হইবেন তাহা সুধীগণের বিচার্য বিষয়।

২১।৪৯। প্রতিজ্ঞাপালন

প্রতিজ্ঞাপালন বিষয়টিও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। ইহাতে হৃদয়ের দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনসামর্থ্য প্রভৃতি অনেকগুলি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। শঙ্কর-জীবনে তিনটি প্রতিজ্ঞা ও তাহার পালনের দৃষ্টান্ত আছে। এ প্রতিজ্ঞাটি তাঁহার মাতার নিকট। যথা, (১) তিনি মাতার সৎকার করিবেন ও (২) অন্তিমকালে তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট দর্শন করাইবেন, এবং (৩) যখন তিনি পীড়িত হইয়া শঙ্করকে স্মরণ করিবেন, তখনই তিনি ভারতের যেখানেই থাকুন না কেন, আসিয়া উপস্থিত হইবেন। বস্তুতঃ তাহা তিনি যথাযথভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে, রামানুজ জীবনে ৫টি প্রতিজ্ঞা দেখা যায় এবং তাহার ৪টির পালন ও একটির লঙ্ঘন দেখা যায়। রামানুজ যামুনাচার্যের মৃত্যুকালীন যে চারিটি প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। পরন্তু [illegible] উপাসনা সম্বন্ধে প্রথমে শিক্ষা দিবেন বলিয়াও কুরেশ ও দাশরথিকে প্রথমে শিক্ষা প্রদান করেন ও উক্ত নম্বী উহাতে আপত্তি করিলে রামানুজ নিজের দুর্বলতা স্বীকার করেন। তবে ইহা সকল জীবনচরিতে নাই [illegible]। তবে প্রতিজ্ঞার [illegible]

২২।৫০। ব্রহ্মচর্য

ইহা [illegible] সহজ নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না বোধ হয়। [illegible] ইহাতে লক্ষিত হয়। ইহার [illegible] দেখিতে পাই, শঙ্কর বিবাহ করেন নাই; রামানুজ বিবাহ করিয়াছিলেন। শঙ্কর ৮ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহের কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বাধায় বিবাহ হয় নাই।

রামানুজের বিবাহ ১৬ বৎসরে হইয়াছিল। কিন্তু কোন জীবনীকারই তাঁহার তাহাতে [illegible] প্রকার আসক্তি ছিল, এরূপ কোন আভাস দেন নাই। শঙ্কর চিরকুমার ব্রহ্মচারী এবং রামানুজ যুবক ভার্যাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী। শঙ্কর ঊর্ধ্বরেতা হইয়া ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করেন এবং রামানুজ সংসারী হইয়া বিহিত বিধানে স্ত্রীগমন করিয়া ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রামানুজ গোবিন্দকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের এই অনুমানের প্রমাণ।

যথা—"ঋতুকালে স্ত্রীগমন গৃহস্থ মাত্রেরই কর্তব্য।" এজন্য শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে রামানুজকেও ব্রহ্মচারী বলা যায়। অবশ্য ঊর্ধ্বরেতা হইয়া ব্রহ্মচর্যপালন, যোগীর পক্ষে যত প্রয়োজন, অপরের পক্ষে তত প্রয়োজন নহে।

কেহ বলেন, পরকায়ে প্রবেশপূর্বক শঙ্করও স্ত্রী-সম্ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অপরের মতে তিনি তাহা আদৌ করেন নাই এবং সেই জন্যই রাজ শরীরে যোগীর আত্মা আসিয়াছে বলিয়া রাজমহিষীগণের সন্দেহ হয়। আর যদিই স্ত্রী-সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা শঙ্কর দেহেই নহে এবং তাহা ভোগবাসনাবশেও নহে, তাহা মণ্ডনপত্নী সরস্বতী দেবীর প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য—ভিন্নদেহে। বস্তুতঃ পূর্বজন্মের ভোগে পরজন্মের দেহ অপবিত্র হয় না এবং বৈধভোগেও ব্রহ্মচর্যের হানি হয় না। অতএব এ ক্ষেত্রে শঙ্করে ব্রহ্মচর্য যেরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত, রামানুজে তত নহে বলিতে হইবে। এখন এতদ্দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার কতদূর যোগ্যতা থাকা উচিত তাহা সুধীগণ বিচার করুন।

২৩।৫১। বুদ্ধি-কৌশল ও কল্পনা-শক্তি প্রভৃতি

বেদান্ততত্ত্ব বুঝিবার ও বুঝাইবার পক্ষে ইহা প্রধান সহায়। ইহা ব্যতীত বেদান্তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে শঙ্কর জীবনে পরকায়ে প্রবেশ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। মণ্ডনপত্নী সরস্বতী যখন তাঁহাকে কাম প্রশ্ন করেন, তিনি তখন এমন কৌশল উদ্ভাবন করিলেন যে সকল দিকই রক্ষা পাইল। অধিক কি, কাশ্মীরে তাঁহার সরস্বতীপীঠারোহণই অসম্ভব হইত, যদি তিনি উক্ত কৌশল অবলম্বন না করিতেন। তিনি সন্ন্যাসী শরীরে কামকথা কহিলে তাঁহাকে শারদাদেবী ভ্রষ্ট বলিতে প্রস্তুতই হইতেন। যতি শরীরে কাম চিন্তা করিবেন না, অথচ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে চিন্তা না করিয়া উত্তর দেওয়া যায় না। এজন্য মৃত রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া কামশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা 'উভয়-ভারতীর' হস্তে দিলে উভয়ভারতী নিরস্ত হইবেন। কিন্তু এ কার্যের জন্য সময় চাই, তজ্জন্য তিনি বাদের রীতি অনুসারেই এক মাস সময় লইলেন। এতটা ভাবা যথেষ্ট বুদ্ধিকৌশল ও কল্পনা-শক্তির পরিচয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—গুরু গোবিন্দপাদের নিকট অবস্থিতিকালে যখন নর্মদায় জলপ্লাবন হয় তখন তিনি একটি কলস স্থাপনপূর্বক উক্ত জল স্তম্ভিত করেন। এটিও তাঁহার কৌশলজ্ঞের যথেষ্ট পরিচয়। তৃতীয়—মণ্ডনের সহিত প্রথম পরিচয়কালে মণ্ডনের তিরস্কারসূচক বাক্যগুলির অন্যরূপ অর্থ

করা। যেমন "কুতঃ মুণ্ডি!" অর্থাৎ "কোথা হইতে মুণ্ডী" এই কথা মণ্ডন জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্কর বলেন "গলান্মুণ্ডী" অর্থাৎ "গলা হইতে মুণ্ডী"। মণ্ডন বলিলেন "কিং সুরা পীতা" অর্থাৎ "সুরাপান কি করিয়াছ?" শঙ্কর বলিলেন "সুরা পীতবর্ণ কে বলিল?" ইত্যাদি। চতুর্থ—অপর শিষ্যগণকে পদ্মপাদের গুরুভক্তি প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে নদীর পরপার হইতে শীঘ্র আগমন করাইবার জন্য আহ্বান করিয়া তাঁহার মহত্ত্বপ্রদর্শন। আচার্য নিশ্চয়ই কল্পনা করিয়াছিলেন যে, পদ্মপাদ ইহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবেন এবং ফলে তাহাই হইল। পঞ্চম—মণ্ডনের সহিত বিচারে আচার্য পূর্ব-মীমাংসার বেদান্তানুকূল ব্যাখ্যা করেন। ষষ্ঠ—গিরিতে সর্ববিদ্যাসঞ্চার করিয়া পদ্মপাদাদির অভিমান চূর্ণ করাও অন্যতম দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। সপ্তম—হস্তামলকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিলে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন—এই চিন্তাও বুদ্ধিকৌশলেরই নিদর্শন। অষ্টম—তাঁহার গ্রন্থাদি ইহার অপর ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার দ্বারাই বুঝা যায়, আচার্যের বুদ্ধিকৌশল ও কল্পনাশক্তি প্রভৃতি যথেষ্টই ছিল।

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে কল্পনা শক্তির পরিচয় এই যথা— প্রথম—তিনি মেলকোটে ১২০০০ (দ্বাদশসহস্র) জৈনপণ্ডিত সহ বিচারকালে সকলের উত্তর এক সঙ্গে দিবেন বলিয়া গৃহের এক কোণে বস্ত্রাবৃত করিয়া স্বীয় অনন্তমূর্তি ধারণপূর্বক তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। দ্বিতীয়—মৃত্যুকালে যামুনাচার্যের তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ দেখিয়া তিনি ভাবিলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁহার কোন বাসনা অপূর্ণ আছে। তদনুসারে তিনি সকলকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং উত্তরে শুনিতে পাইলেন যে, সত্য সত্যই তাঁহার তিনটি বাসনা অপূর্ণ ছিল। তৃতীয়—শিষ্যগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি শিষ্যগণের বস্ত্র ছিন্ন ও ধনুর্দাস পত্নীর অলঙ্কার চুরি করিতে বলেন। ইহাও তাঁহার কল্পনাশক্তির একটি দৃষ্টান্ত হইতে পারে। চতুর্থ—গুরু মালাধরের নিকট অধ্যয়ন-কালে তাঁহার ব্যাখ্যাকৌশলকেও কল্পনাশক্তির পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। পঞ্চম—তিরুপতির বিগ্রহকে বিষ্ণু বলিয়া প্রচারকালে তাঁহার বুদ্ধিশক্তির অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ—অর্চকগণ প্রদত্ত বিষান্ন পরীক্ষার জন্য কুক্কুরকে সেই অন্ন প্রদান। সপ্তম—বধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার জন্য যে-কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহাও একটি ইহার নিদর্শন। অষ্টম—তাঁহার গ্রন্থাদি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে 'নির্বুদ্ধিতা' বিষয়টিও বিচার্য। কারণ, যা প্রকৃত বিষয়ের বিপরীত। এখন এতদ্দ্বারা কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ হইবেন তাহা বিচারকগণ বিচার করুন।

২৪।৫২। ভগবদ্ভক্তি

ভক্তি জ্ঞানেব পবম সহায়। ইহাতে একাগ্রতা ও ভগবৎকৃপাব অধিকাবী হওয়া যায়। শঙ্কবেব মতে ভগবদ্ভক্তি ও বামানুজেব মতে ভগবদ্ভক্তি ঠিক একরূপ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও উভয়েব মধ্যে একটু সাধাবণ অংশ বর্তমান। এক কথায় শঙ্কবমতে ভক্তি তিনটি সোপান-বিশিষ্ট, যথা —১ম— আপনাকে 'ভগবানেব' মনে কবা, ২য়—ভগবানকে আপনাব মনে কবা, ৩য—ভগবানেব সহিত অভেদ হইয়া যাওযা। বামানুজ-মতে প্রথম দুইটি স্বীকার্য, শেষটি একেবাবে অস্বীকার্য। কাবণ, ইহা অসম্ভব। এখন এই সাধাবণ অংশ অনুসাবে শঙ্কবে ভগবদ্ভক্তি যেরূপ প্রকাশ পাইযাছে, তাহাকে শান্ত ও দাস্যাদি নামে অভিহিত কবা চলে। তবে দাস্যাদি-ভাব অপেক্ষা শান্তভাবই তাঁহাব প্রবল, কাবণ, তাঁহাব অধিকাংশ স্তব স্তুতিতেই দেখা যায় তিনি ভগবৎস্বরূপ জ্ঞানেব অপূর্বতায় বিভোব, নিজেকে ভগবানেব দাস বা সন্তান বলিয়া অল্প স্থলেই পবিচয় প্রদান কবিয়াছেন, অথবা ভগবানেব দাসত্বেব জন্য কামনা কবিতেছেন। অবশ্য ইহাও অপবেব জন্য এইরূপ বলা হয়।

বামানুজে কিন্তু দাস্য ও সখ্য ভক্তিই লক্ষিত হয়। শান্ত প্রভৃতি অপব ভাব তাঁহাতে দৃষ্ট হয় না। এ বিষয়ে তাঁহাব বৈকুণ্ঠগদ্যই প্রমাণ। ইহাতে তিনি নাবায়ণকে স্বামী গুরু ও সুহৃদ বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন। অশ্রুজল বিসর্জন, ক্রন্দন প্রভৃতি উভয়েই দেখা যায়। তবে উন্মত্তভাব মূর্ছা নৃত্য পতন বামানুজেই ছিল, শঙ্কবে নহে। শঙ্কবেব অশ্রুপাতেব দৃষ্টান্ত কাশীতে বিশ্বেশ্বব দর্শন-কালে। বামানুজেব ভক্তি-ভাবেব তীব্রতাব আবও নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রথম—যামুনাচার্যকে দর্শন কবিতে শ্রীবঙ্গমে আসিয়া বামানুজ যখন তাঁহাকে মৃত দেখেন তখন শ্রীবঙ্গনাথেব উপব তাঁহাব অতি দারুণ অভিমান হয়। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তদ্দণ্ডেই কাঞ্চী ফিবিয়া আসেন, সকলে অনুবোধ কবিলেও শ্রীবঙ্গনাথকে দর্শন কবিলেন না। দ্বিতীয়—যাদবপ্রকাশেব সহিত কলহ যাদবপ্রকাশেব মুখে 'কপ্যাস' শ্রুতিব ব্যাখ্যা শুনিয়া বামানুজ এতই বিচলিত হইয়া পডিলেন যে, গুরুদেহে তৈল-মর্দন-কালে তাঁহাব দবদবিগলিত অশ্রুধাবা গুরুদেহে পতিত হয়।

তদ্দৃষ্টে মনে হয় বামানুজে ভক্তিভাবেব মধ্যে বিহ্বলতা ছিল, শঙ্কবে তাহা ছিল না। তাহার পর ব্রহ্মেব সহিত অভেদভাবে ভক্তি শঙ্কবে পূর্ণ প্রকটিত। অতএব নিজ নিজ আদর্শ অনুসারে কেহই কম নহেন। এখন প্রকৃত বিষয়ে ইহাব ফল কিরূপ হইবে, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। ভগবানেব নিকট

যে যাহা চাহে, সে যদি তাহা পায়, তবে শঙ্করে ভগবত্তা এবং রামানুজে ভগবদ ভক্তভাব প্রকটিত হইবারই কথা। আর তাহা হইলে বিচার্য হইবে—ভক্ত বড় কি ভগবান বড়। বাস্তবিক ভগবান অনেক স্থলে ভক্তকেই বড় করিয়াছেন। যাহা হউক এ কথাটিও এস্থলে স্মরণে রাখিতে হইবে।

২৫।৫৩। ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান

২৫।৫৩। ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান। এতদ্দ্বারা উভয়ের স্বরূপ কি তাহা প্রকাশিত হইবার কথা। অতএব প্রকৃত বিষয়ে ইহার উপযোগিতা কোন অংশে অল্প নহে। শঙ্কর ব্যবহারিক দশায় অর্থাৎ দেহাভিমানযুক্ত দশায় নিজেকে কখন ভগবদ্দাস কখন তাঁহাদের সন্তান জ্ঞান করিতেন। দাস-জ্ঞানের দৃষ্টান্ত—কাশীতে বিশ্বেশ্বরের স্তবে এবং সন্তান জ্ঞানের দৃষ্টান্ত—গঙ্গাপ্রভৃতির স্তবে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে তিনি নিজ আত্মাকে শিব, বিষ্ণু, বা সর্বদেবে অনুস্যূত এক অদ্বয় পরতত্ত্বের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিতেন। এ ভাব শিবত্বাতিরিক্ত বিষ্ণুত্ব বা বিষ্ণুত্বাতিরিক্ত শিবত্ব নহে, তাহা সকল ভাবের সাম্যভাব—সকল বিশেষের মধ্যে সামান্যভাব, অথবা তাহা পরমসাম্যভাব। এস্থলে গীতার এ শ্লোকটি স্মরণ করিলে তাঁহার ভাবটি বুঝা সহজ হইবে, যথা—

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি।। ১৩।২৮

ইঁনি নিজ মাহাত্ম্যে নিজেকে কলিকালে ভগবদবতার বলিয়াছেন, যথা—

কৃতে বিশ্বগুরুর্ব্রহ্মা ত্রেতায়ামৃষিসত্তমঃ
দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্রভবাম্যহং ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে, রামানুজ নিজেকে ভগবদ্দাস এবং ভগবদ্দাস শেষনাগের অবতার জ্ঞান করিতেন। তিনি তিরুপতিতে শৈবগণের কথায় নিজেকে শেষাবতার বা লক্ষ্মণের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং জৈনসভায় তিনি অনন্তরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার "ভগবান" সকল তত্ত্বের পরম তত্ত্ব, তিনি সকল কল্যাণগুণের আকর, বিভু, ভক্তবৎসল, সর্বান্তর্যামী সর্বশক্তিমান ও পরমেশ্বর। শঙ্করের অবতারত্বসূচক শ্লোক তাঁহার নিজমুখেই ব্যক্ত। এতদ্ভিন্ন উভয়েরই অবতারত্ব পুরাণেও উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ একজন নিজেকে ভগবদ্দাস জ্ঞান করেন এবং একজন নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করেন এখন এক্ষেত্রে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কে অধিকতর সমর্থ হইবেন তাহা সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন।

২৬।৫৪। ভদ্রতা

শঙ্করের জীবনে ভদ্রতার দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখা যায়। দিগ্বিজয়কালে কত লোক আসিয়া আচার্যকে তিরস্কারপূর্বক কথা কহিতেছে, কিন্তু আচার্য তাহাদিগের সহিত অতি ভদ্রতার সহিত কথাবার্তা কহিয়াছেন। যদিও দুই একটি স্থলে 'মূঢ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তাহা এই কারণেই স্নেহসূচক বলিয়া বোধ হয়। আরও হেতু এই যে, এক স্থলে তিনি এক জনের সহিত পরুষ ভাষায় কথা কহিলে পরে যখন সে ব্যক্তি আচার্যের শরণাপন্ন হইত, তখন আচার্য হাসিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিতেন। যথার্থ ঘৃণার সহিত কথা কহিলে তিনি হাসা করিতে পারিতেন না।

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে বাদীর সহিত এরূপ কিছুই ঘটে নাই। কারণ কোন প্রতিবাদী রামানুজকে তিরস্কার করিয়া কথা আরম্ভ করিয়াছিল এরূপ শুনাও যায় না। আর রামানুজও কোনরূপ রূঢ় বাক্য বলিয়াছেন তাহাও শুনা যায় না। তথাপি সাধারণের সহিত ব্যবহারে রামানুজে ভদ্রতার দৃষ্টান্তই প্রচুর। তিনি কুরেশকে পদাঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার ভদ্রতা অল্প নহে। কারণ, রামানুজের ভালবাসা সে দোষ স্খালন করিয়াছে। অধিক কি তাঁহাতে এই ভালবাসার জন্য লোকে তাঁহাকে উচ্চাসনই দিবে সন্দেহ নাই। শঙ্করের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে রামানুজের সফলতার ইহাও যে মুখ্য কারণ, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। এজন্য "বিনয" প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

২৭।৫৫। ভাবের আবেগ

এ গুণটি মানবকে সত্যান্বেষণে যেমন বাধা দেয়, তদ্রূপ সময়ে সময়ে সহায়তাও করে। ইহাকে ভক্তির সাধন বলা যায়, কিন্তু জ্ঞানের প্রতিবন্ধকই বলিতে হয়। ভাবের আবেগ শঙ্কর জীবনে অল্প স্থলেই দৃষ্ট হয় এবং যাহাও দৃষ্ট হয় তাহাও অতি সংযত। অশ্রুজলসিঞ্চন, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণতি এবং বিচলিত ভাব প্রভৃতির দৃষ্টান্ত শঙ্করজীবনে বোধ হয় —চারিটি। ১ম—কাশীধামে চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বর দর্শনে, শুনা যায়, তিনি অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়াছিলেন। ২য়—ব্যাসদেব চলিয়া গেলে তাঁহার অদর্শনে শঙ্কর যেন বিচলিত হইয়াছিলেন। ৩য়—মূকাম্বিকায় মৃতশিশু ক্রোড়ে একটি রমণীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তিনি যেন একটু বিচলিত হইয়াছিলেন। ৪র্থ—গঙ্গাতীরে অবস্থানকালে পরমগুরু গৌড়পাদকে দেখিয়া শঙ্কর ভক্তিভাবে বাষ্পাকুলিতনেত্র হইয়াছিলেন।

রামানুজে ইহার দৃষ্টান্ত বোধ হয় অগণিত। তিনি ভাববশে বিহ্বল হইতেন,

অধিক কি, দুই একবার মূর্ছিত পর্যন্ত হইয়াছেন। ১ম—শ্রীরঙ্গমে যামুনমুনির দর্শন না পাইয়া তিনি মূর্ছিত হন। ২য়—কুরেশের মৃত্যুকালে এবং তাঁহার চক্ষুপ্রাপ্তিকালে তিনি অশ্রুজলবিসর্জন করিয়াছিলেন। ৩য়—কাঞ্চীপূর্ণের মুখে বরদরাজের উত্তর শুনিয়া তিনি আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। ৪র্থ—শ্রীরঙ্গমের পুরোহিত বিষপ্রয়োগের চেষ্টা করিলে তিনি গোষ্ঠীপূর্ণের পদতলে উত্তপ্ত বালুকোপরি পড়িয়াছিলেন, যতক্ষণ তাঁহার শিষ্য তাঁহাকে না উঠায়, ততক্ষণ তিনি তদবস্থাতেই ছিলেন। কাহারও বর্ণনায় তিনি ক্রন্দনও করিয়াছিলেন। ৫ম—কুরেশের পুত্র পরাশরকে ক্রোড়ে করিয়া তিনি দরবিগলিত ধারায় অশ্রু-বিসর্জন করিয়াছিলেন। ৬ষ্ঠ---গুরু মহাপূর্ণের মৃত্যু ও কুরেশের চক্ষু নষ্ট হইয়াছে শুনিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপ বহুস্থলে রামানুজে ভাবের আবেগের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। ভালবাসা যে হৃদয়ে প্রবল তাঁহার এইরূপ হয়। যাহা হউক এখন এতদ্ভাবা কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রকাশে সমর্থ তাহা সুধীগণের বিচার্য বিষয়।

২৮।৫৬। মেধাশক্তি

ইহা শাস্ত্রজ্ঞানার্জনের পক্ষে পরম সহায়। বেদান্তের একবাক্যতা করিতে হইলে ইহার মত সহায় আর কিছুই দেখা যায় না। বুদ্ধিমানের ইহা অলঙ্কারস্বরূপ। ইহার বিচারে দেখা যায়—

শঙ্কর বাল্যাবধি শ্রুতিধর ছিলেন। ইহার নিদর্শন, ১ম—পদ্মপাদ তাঁহার রচিত 'ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তি' শঙ্করকে যে পর্যন্ত শুনাইয়াছিলেন, পদ্মপাদের তীর্থভ্রমণকালে তাঁহার বৈষ্ণবমতাবলম্বী দ্বৈতবাদী মাতুলকর্তৃক তাহা বিনষ্ট হইলে আচার্য তাহা যথাযথ আবৃত্তি করেন ও পদ্মপাদ তাহা লিখিয়া লন। ২য়—কেরলপতি 'রাজশেখর' তাঁহার নাটক তিনখানি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া দুঃখ করিলে আচার্য তাহার যথাযথ আবৃত্তি করেন ও কেরলপতি তদনুসারে তাহার পুনরুদ্ধার করেন। এই নাটক আচার্য স্বগৃহে অবস্থানকালে কেরলপতি তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। ৩য—গুরুগৃহেও যাহা তিনি একবার শুনিতেন, তাহা আর তাঁহাকে পড়িতে হইত না।

পক্ষান্তরে রামানুজ শ্রুতিধর ছিলেন না। এই জন্যই তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনাকালে শ্রুতিধর কুরেশকে লেখক-পদে নিযুক্ত করেন; কারণ, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা থাকিবে না। এখন ইহা হইতে সুধী পাঠকগণ বিবেচনা করুন—কে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যনির্ণয়ে অধিক সমর্থ হইবেন।

২৯।৫৭। লোকপ্রিয়তা

এই গুণটি থাকিলে প্রচারে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রচার শীঘ্র সুদূরবর্তী হয়। শঙ্কর-জীবনে এই লোকপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত এইরূপ—১। তিনি কর্ণাট উজ্জয়িনীতে কাপালিকগণের সহিত যখন বিচারার্থ গমনোদ্যত হইতেছেন, তখন বিদর্ভরাজ আসিয়া শঙ্করকে তথায় যাইতে নিষেধ করিতেছেন, পাছে তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। ওদিকে সুধন্বা রাজা তাহা শুনিয়া স্বয়ংই সসৈন্যে যাইবার জন্য আচার্যের অনুমতি ভিক্ষা করিতেছেন। ২। ভগন্দর রোগের সময় গৌড় দেশীয় রাজবৈদ্যগণ যারপরনাই যত্ন-সহকারে আচার্যের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ৩। দিগ্বিজয়সময়ে বহু সহস্র ব্যক্তিকর্তৃক তাঁহার অনুগমন।

পক্ষান্তরে রামানুজ, ১। শ্রীরঙ্গম হইতে বিতাড়িত হইলে ব্যাধকুল পর্যন্ত কয়েকদিন আহার ত্যাগ করিয়াছিল—শুনা যায়। ২য়। নৃসিংহপুরে পুরোহিতগণ এবং শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণ রামানুজের শত্রু কৃমিকণ্ঠকে মারিবার জন্য নিত্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ৩। রামানুজ যখন তিরুনারায়ণপুরে গমন করেন, তখন রাজা বিষ্ণুবর্ধন রামানুজের সঙ্গে থাকিয়া লোকজনদ্বারা পথ পরিষ্কার করাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে বাস্তবিক উভয়ের মধ্যে তারতম্য বিচার বোধ হয়, চলে না। শঙ্কর উদাসীন হইয়াও লোকপ্রিয়। রামানুজ ভালবাসার জন্য লোকপ্রিয়—এই মাত্র বিশেষ।

৩০।৫৮। বিনয়গুণ

বিদ্বান সাধুগণের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক অলঙ্কারস্বরূপ। গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভের জন্য ইহা উত্তম সহায়। শঙ্করে বিনয়-গুণের দৃষ্টান্ত, প্রথম—গুরু গোবিন্দপাদের নিকটে। দ্বিতীয়—কাশীতে চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বরের সমক্ষে তৃতীয়—ব্যাস সহিত বিচারে। চতুর্থ—পরমগুরু গৌড়পাদের সহিত সাক্ষাৎকারকালে এবং পঞ্চম—বহুস্থলে বাদিগণকর্তৃক তিরস্কৃত হইলেও বাদীদিগেরও সহিত।

পক্ষান্তরে, রামানুজের বিনয়-গুণের দৃষ্টান্ত প্রচুর। ১ম—কাঞ্চীপূর্ণের সহিত ব্যবহার। ২য়—যাদবপ্রকাশের সহিত ব্যবহার। ৩য়—মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, যামুনাচার্য প্রভৃতি গুরুস্থানীয়গণের সহিত ব্যবহার। ৪র্থ—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যজ্ঞমূর্তির সহিত ব্যবহার। ৫ম—শ্রীশৈলপূর্ণের সহিত ব্যবহার। ৬ষ্ঠ—তিরুভালি তিরুনাগরিতে এক চণ্ডাল রমণীর প্রসঙ্গ। রামানুজের গুরুসেবা এবং গুরুগণের পদতলে লুণ্ঠনের দৃষ্টান্ত নিত্য দৈনন্দিন ব্যাপার বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শিষ্যগণের সহিত ব্যবহারেই রামানুজ যখন যারপরনাই বিনয়ী, তখন অপরের নিকট যে তিনি ততোধিক বিনয়ী হইবেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে?

তবে শঙ্করচরিত্রে দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদীর সহিত ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট বিনয়ী। সমানের নিকট তিনি ভদ্র ব্যবহারে অগ্রণী, নিকৃষ্টের প্রতি স্নেহশীল ও দুর্বৃত্তের পক্ষে তিনি একটু যেন রূঢ়ভাষী। রামানুজ কিন্তু যেন সকল স্থলেই সমান বিনয়ী। এখন ইহার ফলে প্রকৃত বিষয়ে কিরূপ আনুকূল্য হইবে তাহা সুধীগণের বিচার্য।

৩১।৫৯। শত্রুর মঙ্গল সাধন

ইহা ক্ষমা গুণের পরাকাষ্ঠার পরিচয়। ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষেই ইহা সুলভ। শঙ্কর-জীবনে শত্রুর মঙ্গলসাধন, যথা—১। শ্রীশৈল নামক স্থানে পদ্মপাদ উগ্রভৈরবকে বিনাশ করিলে আচার্য পদ্মপাদকে ভর্ৎসনা করেন। ২। এখানে অনেকে শঙ্করের শিষ্য হইবার পর কতকগুলি লোক শঙ্করের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আচার্য ইহাদিগকে উপদেশ দিয়া সৎপথে আনয়ন করেন। ৩। কামরূপে অভিনব গুপ্তকে অভিচার করিয়া মারিতে শঙ্কর পদ্মপাদকে নিষেধ করিয়াছিলেন। ৪। ক্রকচ সুধন্বার সহিত যুদ্ধ করিয়া শঙ্করকে বধ করিবার জন্য ভৈরবকে আহ্বান করিলে ভৈরব ক্রকচকে শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিতে বলেন, শঙ্করও তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

রামানুজ-জীবনেও শত্রুর মঙ্গল সাধনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উদ্বোধনে যাহা লিখিয়াছেন, তদনুসারে ১। রঙ্গনাথের প্রধান অর্চক, আচার্যকে বিষ খাওয়াইতে চেষ্টা করিলে রামানুজ প্রধান অর্চকের গতি কি হইবে—ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ও ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। অবশ্য এ কথা শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বা পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার তাঁহাদের গ্রন্থে আদৌ উল্লেখ করেন নাই। ২। গুরু যাদবপ্রকাশ রামানুজের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াও রামানুজের যখন শরণ গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন ইত্যাদি।

এক্ষণে এই বিষয়টি বিচার করিতে হইলে ইহার একটি বিপরীত দৃষ্টান্তের কথা মনে হয়। সেটি কৃমিকণ্ঠ সম্বন্ধীয় ঘটনা। রামানুজ-কৃমিকণ্ঠের শাস্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মতান্তরে অভিচার পর্যন্তও করিয়াছিলেন। অন্য মতে তিনি নিজে না করিলেও নৃসিংহপুরবাসিগণ ও

শ্রীরঙ্গমবাসিগণ অভিচার করিয়াছিলেন, আচার্য নিষেধ করেন নাই। তবে ইহাও বিবেচ্য যে, রামানুজ যেমন শ্রীরঙ্গমের প্রধান অর্চকের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, শঙ্করের জীবনে সেরূপ কোন ব্যাকুলতার বর্ণনা নাই। তবে অভিনবগুপ্তের জন্য অভিচার করিতে পদ্মপাদকে শঙ্কর নিষেধ করিয়াছিলেন। এখন এতদ্দ্বারা প্রকৃত বিষয়ে কিরূপ ফল হইতে পারে তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করুন।

৩২।৬০। শিক্ষাপ্রদানে লক্ষ্য

এতদ্দ্বারা কাহার মত কতটা কোন্ শাস্ত্রের অনুকূল তাহা সহজে বুঝা যায়। অতএব ইহাও প্রকৃত বিষয়ের যথেষ্ট উপযোগী। শঙ্করের শিক্ষাপ্রদানে যাহা লক্ষ্য ছিল, তাহা সন্ন্যাসী ও গৃহীভেদে দ্বিবিধ। গৃহীর পক্ষে কর্মসম্বন্ধে পঞ্চ-দেবতার উপাসনা ও শাস্ত্র অনুযায়ী আচরণই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মতে এই শাস্ত্র—বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি। কিন্তু সেই স্মৃতি ও পুরাণ বেদমূলক হওয়া চাই। যাহার বেদমূলকত্বে সন্দেহ আছে তাহা অগ্রাহ্য। চিহ্নাদিধারণ করিয়া শাস্ত্রে তাৎপর্যের প্রতি উদাসীন থাকিলে চলিবে না। জ্ঞানসম্বন্ধে বিচারপরায়ণ হইয়া অন্তর নির্মল করিতে হইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে ধ্যান ধারণা, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতিই মুখ্যতঃ অবলম্বনীয়। ব্রহ্ম কি —বুঝিতে না পারিলেও—'আমি ব্রহ্ম' 'আমি ব্রহ্ম' জপ করিবে—এ কথাও বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

পক্ষান্তরে রামানুজের লক্ষ্য—অভিমানশূন্যতা, ভগবৎ-সেবা ও ভগবৎনির্ভরতা। দৃষ্টান্ত—তিরুনারায়ণপুর পরিত্যাগকালে শিষ্যগণের প্রতি উপদেশ। তন্মতে ভগবৎ-সেবায় বিষ্ণুভিন্ন অন্য কোন দেবতার স্থান নাই।

ইহার লক্ষ্য বিচারের প্রতি নহে, পরন্তু ভগবদ্‌বিগ্রহ ও গুরুসেবার প্রতি। দাশরথির বিদ্যাভিমান ছিল বলিয়া তাঁহাকে সহজে মন্ত্রপ্রদান করেন নাই। গুরুভক্তি পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে গুরুকন্যা আতুলার পাচকের কর্ম করিতে আদেশ দেন। ধনুর্দাস-পত্নীর অলঙ্কার চুরি করিতে শিষ্যগণকে আদেশ করিয়া তিনি তাহাদিগকে অভিমানশূন্যতার শিক্ষাই দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ভগবৎ শরণাগতিই সাধনার উদ্দেশ্য। পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র ও পুরাণাদিই ইহাদের অবলম্বন। এখন ইহা হইতে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কে কতদূর সমর্থ হইবেন তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

৩৩।৬১। শিষ্য ও ভক্তসম্বর্ধন

এতদ্দ্বারা মতপ্রচারে বিশেষ সহায়তা হয়। শঙ্কর-জীবনে এমন কোন ঘটনা দেখা যায় না, যেখানে তিনি শিষ্য বা কোন ভক্তকে তাঁহা অপেক্ষা বড় বলিয়া

সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন। লোকে তাঁহাকে প্রশংসা বা স্তুতি করিলে তিনি গম্ভীরভাব ধারণ করিতেন। কখন কখন তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন মাত্র।

রামানুজে কিন্তু এই গুণটি অত্যধিক মাত্রায় বর্তমান ছিল। তিনি নিজ ভক্ত বা শিষ্যগণকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। এতদর্থে দেবরাজ-মুনি, কুরেশ ও গোবিন্দের সহিত রামানুজের ব্যবহার দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১) দেবরাজ মুনিকে তিনি আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রায়ই সম্মান করিতেন। তাঁহার জন্য পৃথক এক মঠ নির্মাণ করিয়াও দিয়াছিলেন।

(২) রামানুজ কুরেশকে যখন বরদরাজের নিকট তাঁহার চক্ষু ভিক্ষা করিতে বলেন, সে সময় কুরেশ চর্মচক্ষু ভিক্ষা না করিয়া জ্ঞানচক্ষু ভিক্ষা করেন। দ্বিতীয় বার রামানুজ কুরেশকে এই চক্ষু ভিক্ষা করিতে বলেন, সে বারেও কুরেশ নিজের চক্ষু ভিক্ষা না করিয়া নালুরাণের, (তাঁহার এক শিষ্যের) উদ্ধার কামনা করেন। রামানুজ কুরেশের এতাদৃশ স্বার্থত্যাগ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে "ধন্য আমি, যেহেতু আমি তোমার সহিত কোন রকমে সংশ্লিষ্ট।" ইত্যাদি।

(৩) গোবিন্দ যখন আত্মপ্রশংসা করিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দের উত্তর শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "গোবিন্দ! তুমি আমার জন্য একটু প্রার্থনা করিও, আহা! আমি যদি তোমার মত হইতে পারিতাম, হায়! আমি কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছি।" তৎপরে গোবিন্দকে সন্ন্যাস দিয়া রামানুজ তাঁহাকে নিজ নাম প্রদান করিয়াছিলেন, অবশ্য গোবিন্দ তাহা গ্রহণ না করায় তাঁহার নাম "এম্বার" হয়। "এম্বার" শব্দ তাঁহার নামের কিয়দংশ মাত্র।

(৪) দেবরাজ মুনি, কুরেশের সৎকারকালে পাঠের জন্য কিছু রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম "দ্রাবিড় রামানুজ নুত্রন্তোভি" তদবধি শ্রীবৈষ্ণবের সৎকারকালে ইহা পঠিত হয়। ইহার ভিতর কুরেশ ও রামানুজের নাম আছে। দেবরাজ ইহা যখন প্রথম রচনা করেন তখন তাহাতে কুরেশের নাম ছিল না। রামানুজ ইহা শুনিয়া উহাতে কুরেশেরও নাম সন্নিবিষ্ট করিতে আদেশ করেন।

(৫) রামানুজ যখন মহামুনি শঠকোপের জন্মভূমি তিরু-নাগরি দর্শন করিতে যাইতেছিলেন, তখন পথে একটি রমণীকে ফিরিয়া আসিতে দেখেন। রামানুজ ইহা দেখিয়া রমণীটিকে জিজ্ঞাসা করেন, "সকলেই তিরুনাগরি যাইতেছে, আর তুমি কেন অন্যত্র যাইতেছ?" রমণী বলেন, "আমার মত পাপিষ্ঠার তথায় থাকা শোভা পায় না, যাঁহারা ৭৩টি সৎকর্ম করিয়াছেন তাঁহারাই তথায় থাকিবার যোগ্য।" এই বলিয়া রমণী একে একে সেই ৭৩টি সৎকর্মের উল্লেখ করিয়া গণনা

করিতে লাগিলেন। রামানুজ ইহাতে অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে করিয়া তিরুনাগরি আনিলেন। এ সম্প্রদায় সহজে কাহারো হস্তে অন্ন গ্রহণ করেন না, কিন্তু রামানুজ ইহার হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন।

এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন—উভয় মতের প্রচারে কারণ কি? আর তাহা হইলে কাহার মত কতটা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপরায়ণ তাহাও তাহা হইলে নির্ণীত হইতে পারিবে।

৩৪।৬২। শিষ্যচরিত্রে দৃষ্টি

এতদ্দ্বারাও বুঝা যায়—কাহার লক্ষ্য কোন্ দিকে। শঙ্করজীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যথা—১ম—শৃঙ্গেরীতে একদিন শিষ্যগণ পাঠশ্রবণে উপবিষ্ট, শঙ্করও পাঠপ্রদানে উদ্যত, কিন্তু মূর্খ গিরি তখন গুরুর বস্ত্র ধৌত করিয়া আসেন নাই। এজন্য আচার্য একটু অপেক্ষা করিতেছেন। শিষ্যগণ বিলম্ব দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া আচার্যকে দুই একবার অনুরোধ করিলেন, আচার্য কিন্তু তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অনন্তর পদ্মপাদপ্রমুখ অনেকে যখন ব্যস্ততা প্রদর্শন করিলেন, তখন আচার্য তোটকের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পদ্মপাদ ইহাতে বলিলেন, "গুরো! সে ত মূর্খ, সে কি বুঝিবে?" আচার্য একটু মৃদু হাসিলেন, ওদিকে মনে মনে গিরির হৃদয়ের সেই অজ্ঞান আবরণটি উঠাইয়া লইলেন, গিরির হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল, তাঁহার অজ্ঞান অন্ধকার দূর হইয়া গেল। তিনি তখন তোটকছন্দে এক অপূর্ব স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে গুরু-সন্নিধানে আসিলেন। পদ্মপাদ ইহা দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন ও মৎসর পরিত্যাগ করিলেন। ২য়—বদরিকাশ্রমে পদ্মপাদের উপর যখন অপর শিষ্যগণের একটু হিংসার উদয় হয়, তখন আচার্য নদীর পরপারস্থিত পদ্মপাদকে অতি ব্যস্ততা সহকারে আহ্বান করেন। পদ্মপাদ গুরুর ব্যস্ততা সহকারে আহ্বান শুনিয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া নদীর উপর দিয়াই দৌড়িয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। আশ্চর্যের বিষয় এ সময় নদীর বক্ষে পদ্মপাদের প্রতিপদবিক্ষেপে এক একটি পদ্ম উৎপন্ন হইয়া তাঁহার গমনে সহায়তা করিল। ইহা দেখিয়া অপর শিষ্যগণ নিজের অধিকার-হীনতা উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু মণ্ডনের ভাষ্য-বার্তিকরচনাকালে যখন মণ্ডনের উপর পদ্মপাদের শিষ্যগণের একটু হিংসার ভাব দেখিতে পান, তখন তিনি তাঁহাদিগকে কোনরূপ শাসন না করিয়া ঔদাসীন্য ভাবই প্রদর্শন করেন।

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ যথা; ১ম—রামানুজ যখন তিরুপতিতে গিয়াছিলেন, তখন গোবিন্দকে নিজগুরু শ্রীশৈলপূর্ণের শয্যা প্রস্তুত

করিয়া তাহাতে একবার করিয়া শয়ন করিতে দেখেন। গুরুর শয্যায় শয়ন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তিনি তজ্জন্য এ কথা শ্রীশৈলপূর্ণকে বলিয়া দেন, ইত্যাদি। ২য়—রামানুজের নিকট শ্রীরঙ্গমে আসিয়া গোবিন্দ একদিন খুব আত্ম-প্রশংসা করেন। রামানুজ ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া গোবিন্দকে এই গর্হিত কর্মের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বলা বাহুল্য, গোবিন্দের উত্তরে তিনি সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। ৩য়—গোবিন্দের মাতা আসিয়া একদিন রামানুজকে বলেন, "বৎস! গোবিন্দ আমার গৃহে শয়ন করে না। অথচ তাহার যুবতী ভার্যা রহিয়াছে।" রামানুজ গার্হস্থ্য-ধর্মানুসারে গোবিন্দকে তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর নিকট শয়ন করিতে আদেশ দেন। গোবিন্দ তাহাই করিলেন। সমস্ত রাত্র স্ত্রীর সহিত ভগবৎ কথায় কাটাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আবার রামানুজের সেবার্থ আসিলেন। গোবিন্দের মাতা আবার রামানুজকে এই সংবাদ জানাইলেন। রামানুজ গোবিন্দকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন "আপনি তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া শয়নের ব্যবস্থা দিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়াছি।" গোবিন্দের এই ভাব দেখিয়া রামানুজ তাঁহাকে সন্ন্যাস দিলেন। ৪র্থ—দাশরথির একটু বিদ্যাভিমান ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাকে চরম-মন্ত্রার্থ প্রদান না করিয়া গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট প্রেরণ করেন। গোষ্ঠীপূর্ণ আবার ছয়মাস পরে তাঁহাকে রামানুজের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার পর রামানুজ তাঁহাকে মন্ত্রার্থ প্রদান করেন। যতক্ষণ বিদ্যাভিমান ছিল ততক্ষণ দেন নাই। ৫ম—শূদ্র ধনুর্দাসের হস্তধারণ করিয়া আচার্য স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেন, ইহাতে বিপ্র শিষ্যগণের মনে হিংসার উদয় হয়। কেহ কেহ এ কথা আচার্যকে বলিয়াও ছিলেন। আচার্য এজন্য এমন এক কৌশল উদ্ভাবন করেন যে, তাহাতে শিষ্যগণের যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয়।

ইহা হইতে বোধ হয়-- শিষ্যচরিত্রের প্রতি শঙ্করের দৃষ্টি তত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রতি ছিল না। রামানুজের কিন্তু তাহা ছিল। রামানুজ শিষ্যগণের চরিত্রের উপর যেন অধিক লক্ষ্য রাখিতেন, কিন্তু শঙ্কর যেন সে বিষয়ে কতকটা উদাসীন। এখন এতদ্দ্বারা কাহার চরিত্র কতটা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অনুকূল, তাহা সুধী পাঠকবর্গ নিরূপণ করুন।

৩৫।৬৩। শিষ্যের প্রতি ভালবাসা

এই গুণটিও নিজ নিজ মতপ্রচারকল্পে মহাসহায়। শঙ্কর তাঁহার শিষ্যগণকে যেরূপ ভালবাসিতেন তাহাতে বিশেষত্ব কিছুই দেখা যায় না। ইহা সাধারণ ভালবাসা মাত্র। এ বিষয় পদ্মপাদের তীর্থ-ভ্রমণের প্রসঙ্গ কথঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে পারে। ঔদাসীন্যই তাঁহার চরিত্রে অধিক মাত্রায় প্রকটিত হইত।

রামানুজের শিষ্যের প্রতি ভালবাসা অধিক প্রকাশ পাইত বোধ হয়। কারণ, তিনি যখন গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্রার্থলাভের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইতেছেন, তখনও তিনি দাশরথি ও শ্রীবৎসাঙ্ককে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিতেছেন। গুরু শেষবারে রামানুজকে একাকী আসিতে বলেন, কিন্তু তথাপি তিনি উভয়কেই সঙ্গে করিয়া গিয়াছিলেন। গুরু "শিষ্যদ্বয়কে কেন আনিয়াছ" জিজ্ঞাসা করিলে রামানুজ বলিলেন "প্রভো! উহাদের এক জন আমার দণ্ড, আর এক জন আমার কমণ্ডলু" ইত্যাদি। তাহার পর কুরেশের মৃত্যুকালে রামানুজ তাঁহার স্কন্ধোপরি পতিত হইয়া বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—"তোমার কি আমার উপর দয়া হইতেছে না", "তুমি কি আমায় ঘৃণা করিলে" ইত্যাদি। যাহা হউক, এখন এরূপ চরিত্র বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যপ্রকাশে কতটা অনুকূল, তাহা সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন।

৩৬।৬৪। সম্প্রদায়-ব্যবস্থাপনসামর্থ্য

ইহাও মতপ্রচারকার্যে বিশেষ আবশ্যক। এই সামর্থ্য উভয় আচার্যেই দৃষ্ট হয়। শঙ্কর ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ সংস্থাপন করিয়া চারিজন আচার্যকে প্রদান করেন। সমগ্র ভারতকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের অধিকার নির্ধারণ করিয়া দেন এবং মঠাম্নায় গ্রন্থখানি এমনভাবে রচনা করিয়াছিলেন যে, বৈদিক ধর্মানুরাগী মাত্রেরই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আছে। ইহা যদিও বিস্তৃত গ্রন্থ নহে, তথাপি ইহাতে তাঁহার খুব সার্বভৌম, সূক্ষ্ম এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর তাঁহার নিজদেশে ৬৪টি অনাচার (বিশেষ আচার) ও নূতন স্মৃতির প্রচলনপ্রভৃতি ক্ষুদ্র বিষয়েরও উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয়, অর্থাৎ শঙ্করের দৃষ্টি সামান্য এবং বিশেষ উভয়ের উপর সমান।

পক্ষান্তরে, রামানুজে ইহা এই প্রকার, যথা—তাঁহার মৃত্যুকালীন তিনি যে ৭২টি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা কেবল ধর্মসংক্রান্ত উপদেশ নহে, ইহাতে রাজবুদ্ধি যথেষ্ট বর্তমান। চোলরাজ চিদম্বর বা চিত্রকূটের প্রসিদ্ধ গোবিন্দরাজের মন্দির ধ্বংস করিয়া এবং মূল-বিগ্রহ নষ্ট করিয়া যখন সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দেয় এবং একটি স্ত্রীলোক যখন গোবিন্দরাজের উৎসব-বিগ্রহটি গোপনে লইয়া যাইয়া তিরুপতিতে রক্ষা করেন, তখন রামানুজ এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। চোলরাজ মরিবার পর রামানুজ যাদব-বংশীয় কৃত্যদেব নামক এক রাজার দ্বারা তিরুপতিতে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন ও সেই উৎসব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। 'রামানুজ দিব্যচরিত' গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, রামানুজ ইলমণ্ডলীয়

নামক গ্রাম ক্রয় করিয়া নিজ প্রিয় ৭১ জন শিষ্যগণ মধ্যে উহা বিভক্ত করিয়া দেন। অনন্তব তিনি মন্দিরের চতুর্দিকে গৃহাদি নির্মাণ কবান এবং তাহাও উক্ত ৭১ জন শিষ্যকে প্রদান করেন। এই গ্রাম, মন্দিব ও তাহাব সেবাভাব প্রভৃতি উক্ত রাজাব অধীন বক্ষিত হয়। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যগণকে ভিন্ন ভিন্ন কার্যেব ভাব যেভাবে প্রদান কবেন তাহাতে তাঁহাব বিচক্ষণতাব বিশেষ পবিচয় পাওয়া যায়। যে বিষয়ে যে উপযুক্ত, যাহাব যাহাতে পটুতা, তাহা বুঝিয়া তাহাদেব উপব কর্তব্য ভাব প্রদত্ত হয়, অর্থাৎ বামানুজেব বিশেষের উপব দৃষ্টি অধিক বোধ হয়। এখন একপ চবিত্রদ্বয় দেখিয়া কে কতদূব বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ তাহা সুধী পাঠকবর্গ স্থিব করুন।

৩৭।৬৫। স্থৈর্য ও ধৈর্য

এই গুণটি সাধনকালে যেমন আবশ্যক সিদ্ধাবস্থায় তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞেব লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। ইহা—১। শঙ্করেব ভগন্দব বোগেব সময় তাঁহাব যন্ত্রণা দেখিয়া শিষ্যগণ যখন বৈদ্য আনিবাব জন্য বিশেষ আগ্রহ কবিতে থাকেন, তখন আচার্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া নিবাবণ কবিয়াছিলেন। পবে তাঁহাব অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৈদ্য আনা হইলে এবং বৈদ্য আসিয়া বিফল মনোবথ হইলে তিনিই বৈদ্যকে বুঝাইয়া বিদায় দিলেন। (২) দিগ্বিজয়কালে অনেক দুর্বৃত্ত আসিয়া আচার্যকে তিবস্কাবপূর্বক কথা কহিয়াছে তিনি কিন্তু অবিচলিত থাকিতেন (৩) মণ্ডনেব সহিত ১৮দিন বিচাবেও তাঁহাব বৈকৃতি হয় নাই কিন্তু মণ্ডনেব তাহা হইয়াছিল এবং তাই এই কাবণে তাঁহাব গলাব মালা শেষ দিন মলিন হইয়া গিয়াছিল।

পক্ষান্তরে, বামানুজে ইহা অন্যরূপ যথা—১) যাদবপ্রকাশেব নিকট অধ্যয়নকালে তাঁহাব সহিত পুনঃ পুনঃ কলহসত্ত্বেও বামানুজ অধ্যয়ন ত্যাগ কবেন নাই। (২) শ্রীবঙ্গমে মালাধব ও গোষ্ঠীপূর্ণ প্রভৃতি গুরুগণেব নিকট অধ্যয়নকালে তাঁহাদেব সহিত বামানুজেব বিবোধ মধ্যে মধ্যে হইলেও বামানুজ অধ্যয়ন ত্যাগ কবেন নাই। (৩) একনিষ্ঠভাবে নিজ আচাবে আন্তবিক অবস্থান। এই সকলই আচার্যেব স্থৈর্য ও ধৈর্যেব পবিচয় কিন্তু ইহাব অভাবস্থলও আছে অতএব এই বিষয়টি বিচাব কবিতে হইলে অস্থিবতাও বিচার্য। এখন এতদ্দৃষ্টে যদি স্থির কবিতে হয় কে কতদূব বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচাবে উপযুক্ত তাহা হইলে তাহা সুধী পাঠকবর্গ স্থিব করুন।

দোষাবলীর দ্বারা তুলনা

এইবার আমরা আচার্যদ্বয়ের কতকগুলি দোষ অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যাহা দোষ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই একে একে আলোচনা করিব। বস্তুতঃ, ইহা সত্যই তাঁহাদের দোষ কি না—তাহার বিচার করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা দোষ বলিয়া বোধ হয়। তাই আমরা দোষ নাম দিয়া ইহার আলোচনা করিব।

১।৬৬। অক্ষমা

যাঁহারা ভগবান লইয়া থাকেন তাঁহাদের সংসারে আসক্তি আপনা আপনি কমিয়া যায়। এজন্য তাঁহারা স্বভাবতই ক্ষমাশীল হইয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞপুরুষে এজন্য অক্ষমা না থাকিবারই কথা।

শঙ্করে অক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। যেহেতু জ্ঞাতিগণের প্রতি তাঁহার প্রদত্ত তিনটি অভিশাপই তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও দুইটি শাপ জ্ঞাতিগণ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য এখনও সে দেশে লোকে গৃহোদ্যান-কোণে মৃতের সৎকার করে এবং যতিগণ তাহাদের গৃহে ভিক্ষা লয়েন না।

পক্ষান্তরে রামানুজ-জীবনে দেখিতে পাই—(১) তিনি কৃমিকণ্ঠের অপরাধ ক্ষমা করেন নাই। প্রত্যুত অভিসম্পাৎই করিয়াছিলেন। (২) মন্দিরে অর্চকগণ পূজার দ্রব্যাদি চুরি করিত, এজন্য রামানুজ তাহাদিগের অনেককে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন শুনা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ড দান না করিলে সমাজের ক্ষতিই হয়।

যাহা হউক, এতদ্দ্বারা আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ, তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন।

২।৬৭। অনুতাপ

অপরাধ করিলেই সাধুহৃদয়ে অনুতাপ হয়। অতএব ইহা ব্রহ্মজ্ঞের না হওয়াই উচিত। শঙ্কর-জীবনে অনুতাপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। *

কিন্তু রামানুজ জীবনে তাহা তিন স্থলে দৃষ্ট হয় , যথা—

প্রথম –কুরেশকে ভাষ্য লিখিবার সময় পদাঘাত করিয়া রামানুজ নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলে তিনি অনুতাপ করেন। দ্বিতীয়—কৃমিকণ্ঠ কর্তৃক গুরু মহাপূর্ণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইয়াছে শুনিয়া রামানুজ এই বলিয়া দুঃখ করেন যে, আমারই জন্য তাঁহাদিগের এই যন্ত্রণা ভোগ হইল। তৃতীয়—রামানুজ শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়া যখন কুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন রামানুজ নিজেকে মহাপাপী ও কুরেশের চক্ষু নষ্টের কারণ বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন। এখন ইহার ফলে আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে উপযুক্ত তাহা সুধীগণ বিচার করুন।

৩।৬৮। অনুদারতা

শঙ্কর জীবনে অনুদারতার পরিচয় কোন কোন মতে, একস্থলে পাওয়া যায়। আচার্য কর্ণাট উজ্জয়িনীতে অবস্থানকালে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আসিয়া যখন নিজের অতি জঘন্য কদাচারের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল, তখন আচার্য তাহার সহিত দুই একটি কথা মাত্র কহিয়াই তাহাকে বিতাড়িত করিতে শিষ্যগণকে ইঙ্গিত করেন। এই সময় তিনি উহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি 'দুষ্টমতস্থ ব্রাহ্মণগণকে দণ্ড দিতে উপস্থিত, অপরের জন্য নহে' ইত্যাদি এতদ্ব্যতীত এরূপ কথা

* [illegible] সম্প্রতি [illegible] শ্রীঅমরনাথ [illegible]-কৃত শঙ্করবিলাসে [illegible] শঙ্করস্য [illegible]

[illegible]
[illegible] কল্পমর্হসি
[illegible] সাবধানঃ [illegible]
[illegible]
[illegible] বিপর্যয়ম্
[illegible] বর্ত্তাচনম্
[illegible] দুষ্কৃতম্।
[illegible] মহাত্মা [illegible]
[illegible] পরিহারা [illegible] ময়া
[illegible] মহেশান [illegible] সংস্তবম্।।

ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পত্রিকাতে লিখিত এবং শঙ্করসম্প্রদায়ের কাহারও মুখে এ গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা শুনা যায় না

শঙ্কর-জীবনে আর শুনা যায় না। কিন্তু ইহা অনুদারতা কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। কারণ, গীতাভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইলেই বৈদিক ধর্ম রক্ষিত হয়" ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম—মারনেরী নম্বী নামক এক শূদ্র ভক্ত ছিলেন। ইহার মৃত্যু ঘটিলে রামানুজ শূদ্রোচিত সংকার করিতে আদেশ দেন। কিন্তু রামানুজের গুরু মহাপূর্ণ ব্রাহ্মণোচিত ব্রহ্মমেধ সংকার করেন। রামানুজ ইহা জানিতে পারিয়া গুরুদেবকে বলিয়াছিলেন—"প্রভো! আমি কত কষ্টে বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপন করিতেছি, আর আপনি তাহা ভঙ্গ করিতেছেন।" অবশ্য গুরু মহাপূর্ণ এরূপ সদুত্তর দিয়াছিলেন যে, রামানুজ তাহাতে লজ্জিত হইয়া এ কথা আর উত্থাপন করেন নাই। দ্বিতীয়—তাঁহার মতে লোকে বৈদিক হইয়াও উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ এবং উপাসনার জন্য পাঞ্চরাত্রমত আশ্রয় না করিলে তাহাদের মুক্তি হয় না। অবশ্য বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে ইহা অনুদারতা নহে, কিন্তু সত্য আচরণ মাত্র। কিন্তু অপর সম্প্রদায়ের মতে ইহা অনুদারতাই বলা হয়। তৃতীয়—কৃমিকণ্ঠের শাস্তিতে রামানুজ আনন্দিত হইয়াছিলেন। চতুর্থ রামানুজ কখন বিষ্ণু ও সরস্বতী ভিন্ন অন্য দেবতার মন্দিরে গিয়াছিলেন ও তাঁহার পূজা বা স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন—ইহা শুনা যায় না। পঞ্চম—তাঁহার প্রসিদ্ধ ৭২টি অমূল্য উপদেশ দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি নিজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণকে যেরূপ সম্মান করিতে উপদেশ দিয়াছেন, অপরসাধারণকে সেরূপ সম্মান করিতে উপদেশ দেন নাই। এখন ইহা হইতে প্রকৃত বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তাহা সুধী পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন।

৪। ৬৯। অভিমান

অবশ্য এ 'অভিমান' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহা নহে। ইহা 'আমি কর্তা' এই ভাবের বোধক মাত্র।

শঙ্করজীবনে—এমন কোন ঘটনা দেখা যায় না, যাহাতে তাঁহার এই অভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁহার মঠাম্নায়-গ্রন্থে দেখা যায় যে, তিনি নিজেকে ভগবদবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন।

রামানুজ-জীবনে কিন্তু এ জাতীয় অভিমানের দৃষ্টান্ত এরূপ— প্রথম— তিরুপতি-পথে বণিকের প্রসঙ্গটি ইহার একটি দৃষ্টান্ত হইতে পারে। কারণ, কোন কোন জীবনীকার এস্থলে রামানুজের ক্রোধের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেকেই এস্থলে আবার অভিমানের ছবি আঁকিয়াছেন। এস্থলে রামানুজ বলিতেছেন

"আমরা ভিখারী সন্ন্যাসী, আমাদের সঙ্গে ধনীর মিল হইবে কেন? চল, আমরা দরিদ্র বরদার্য্যের গৃহে যাই।" ফলে রামানুজ বণিককে দেখিয়া পূর্ব্ববৎ সাদর অভ্যর্থনা করেন নাই। অধিকাংশেরই মতে তিনি প্রথমে কোন কথাই কহেন নাই। তবে এ কথা সত্য যে, সে যাত্রায় তিনি তাহার বাটী যান নাই ফিরিবার কালে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়—'কপ্যাস' শ্রুতি ব্যাখ্যাকালে যাদবপ্রকাশের কথায় বিষ্ণুনিন্দা ভাবিয়া রামানুজ অশ্রুজল বিসর্জন করিয়াছিলেন। তৃতীয়—যামুনাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তিনি যখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন একবার তাঁহার অভিমান হইয়াছিল, তবে ইহা মনুষ্যের উপর নহে, ইহা সেই ভগবান রঙ্গনাথের উপর। চতুর্থ—অনন্ত শয়নে বা জগন্নাথে ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে পাঞ্চরাত্রপ্রথা প্রচলনের আগ্রহ। এস্থলে এক জন জীবনীকারের মতে দেখা যায় যে, তিনি ভগবানকে বলিতেছেন, "আপনি যখন শ্রীরঙ্গমে এ জগতের ধর্মরাজ্যের রাজপদে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তখন [illegible] এ কার্য কেন করিতে পারিব না," ইত্যাদি। পঞ্চম—যামুনাচার্য্যের মৃত্যুকালে যামুনাচার্য্যের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার তিনটি প্রতিজ্ঞা। ষষ্ঠ—যজ্ঞমূর্ত্তির নিকট পরাজয় সম্ভাবিত হইলে তাঁহার মনে হয় যে, তিনি পরাজিত হইলে তাঁহার মতটিই নষ্ট হইবে, সুতরাং তজ্জন্য প্রার্থনা। ক্রোধ ও বিষাদ অভিমানেরই ফল। এজন্য সে প্রবন্ধগুলিও এস্থলে আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। এখন এতদ্দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার যোগ্যতা কিরূপ তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন।

৫।৭০। অশিষ্টাচার

শঙ্কর জীবনে অশিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত এইরূপ—১। দিগ্বিজয়-কালে কতিপয় স্থলে শঙ্কর কয়েকজন কদাচারীকে কোনও কোনও মতে "মূঢ়" বা "মূঢ়তম" বলিয়াছিলেন। ২। ভাষ্য মধ্যে বিরুদ্ধবাদীকে এক স্থলে "দেবানামপ্রিয়" অর্থাৎ পশু বলিয়াছিলেন ও অন্যস্থলে "বলীবর্দ" অর্থাৎ ষাঁড় পর্যন্ত বলিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে, রামানুজ জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—১ম—গুরু যাদবপ্রকাশের সহিত ব্যবহার। যাদবপ্রকাশের নিকট রামানুজ যখন উপনিষৎ পাঠ করিতেন তখন তিনি গুরুর সহিত তিনবার কলহ করিয়াছিলেন। এই কলহের কারণ শ্রুতির ব্যাখ্যা লইয়া। যাদবপ্রকাশ শঙ্কর ভাষ্যানুসারেই ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, রামানুজের কিন্তু তাহা প্রাণে লাগিয়াছিল। অবশ্য পাঠকালে শিষ্যকে গুরুর সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে দেখা যায়। কিন্তু গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলে শিষ্য নিজ ন্যায়-

পক্ষও ত্যাগ করিয়া বিনীতভাবে ক্ষান্ত হন। রামানুজ কিন্তু তাহা করেন নাই। তিনি অবশ্য এতদূরই অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, গুরু তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দেন। যদি বলা যায়, মূর্খ গুরুর নিকট প্রতিবাদ করিলে সহস্র বিনয়-গুণে আর আবরণ করা যায় না; কিন্তু তাহা হইলেও যাদবপ্রকাশ একজন দেশপূজ্য পণ্ডিত, অদ্যাবধি তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্য বর্তমান। ২য়—শ্রীরঙ্গমে গুরু মালাধরের সহিত রামানুজের ব্যবহার। এস্থলেও রামানুজ মালাধরের ব্যাখ্যা শুনিয়া যেখানে একটু অসঙ্গতি দেখিতেন, সেইখানেই স্বয়ং তাহা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ কয়েকবার হইবার পর মালাধর রামানুজকে শিক্ষা দিতে বিরত হন এবং মহাপূর্ণ আসিয়া মালাধরকে বুঝাইয়া পুনরায় রামানুজকে শিক্ষাদানে সম্মত করেন, সুতরাং বলিতে হইবে যে, রামানুজের চরিত্রে মালাধর দুঃখিত বা বিরক্ত হইয়া মধ্যে শিক্ষাদানে বিরত হইয়াছিলেন। ৩য়—রামানুজও, ভাষ্য মধ্যে বিরুদ্ধ বাদীকে "দেবানামপ্রিয়," ও "উন্মত্ত" প্রভৃতি বলিয়াছেন দেখা যায়। যাহা হউক আচার্যদ্বয়ের "মূঢ়" ও "পশু" প্রভৃতি সম্বোধন যে সর্বত্রই নিন্দা ও ঘৃণার সূচক তাহা নাও হইতে পারে। মুগ্ধ অর্থে মূঢ় এবং ঐহিকসুখপরবশতা অর্থে পশুপ্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হইতে পারে। এখন প্রকৃত বিষয়ের ফলাফল সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

৬।৭১। অস্থিরতা

ইহা ব্রহ্মজ্ঞপুরুষে থাকা উচিত নহে। ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের পক্ষে স্থৈর্য একটি প্রধান সাধন। আচার্য শঙ্করে ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত স্থৈর্যই তাঁহাতে প্রধানভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পক্ষান্তরে, আচার্য রামানুজে ইহার কয়েকটি স্থল আছে। যথা (১) শ্রীভাষ্য রচনাকালে কুরেশ লেখা বন্ধ করিলে রামানুজের ধৈর্যচ্যুতি হয়। (২) কৃমিকণ্ঠের ভয়ে পলাইয়া রামানুজ শেষে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন যে, শিষ্যগণ স্কন্ধে করিয়া তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যান (৩) কুরেশ ও মহাপূর্ণের মৃত্যুসময় তিনি শোকে অধীর হইয়াছিলেন (৪) যজ্ঞমূর্তির সহিত বিচারে শেষদিন তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। (৫) প্রথম বার বিষপ্রয়োগকালে তিনি মনের আবেগে কয়েক দিন উপবাসী ছিলেন। কিন্তু অবশ্য দ্বিতীয় বার বিষপ্রয়োগকালে তিনি ধীরভাবে শিষ্যগণকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়াছিলেন। এখন এতদ্দৃষ্টে কাহার যোগ্যতা কিরূপ তাহা সুধীবর্গ স্থির করুন।

৭।৭২। আসক্তি

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষে ইহাও যৌক্তিক। শঙ্করে ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যথা—সুরেশ্বরকর্তৃক ভাষ্যবার্তিকরচনায় বাধা ঘটিলে মাধবের মতে আচার্য একটু দুঃখিত হইয়াছিলেন। ইহা আসক্তিরই ফল। অন্য কোন স্থলে আর ইহার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে রামানুজের জীবনে দেখা যায়—(১) রামানুজ যজ্ঞমূর্তির নিকট পরাজিতপ্রায় হইলে সম্প্রদায়ের ক্ষতি হইবে ভাবিয়া ভগবানের নিকট ক্রন্দন ও সাহায্য ভিক্ষা করেন। (২) কাশ্মীর হইতে বোধায়নবৃত্তি আনয়নকালে কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ তাহা কাড়িয়া লইলে তাঁহার দুঃখ হয়। (৩) গোবিন্দকে স্বমতে আনিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ। (৪) জগন্নাথক্ষেত্রে এবং অনন্তশয়নে ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার পাঞ্চরাত্রপ্রথাপ্রবর্তনে আগ্রহ। (৫) সন্ন্যাসের বিরুদ্ধাচার হইলেও বিট্ঠল রায় রাজার বাটিতে সমাজহিতের জন্য গমন। (৬) কৃমিকণ্ঠের অত্যাচার জন্য শ্রীরঙ্গম ত্যাগ —ইহাও তাঁহার জীবনে মমতা বা আসক্তি বলা যাইতে পারে।

অবশ্য আচার্য রামানুজে এই আসক্তি সাধারণ স্বার্থপরতা নহে; তাহা অবশ্যই বুঝিতে হইবে। সর্বত্রই সম্প্রদায়হিত বা লোকহিতের বাঞ্ছা বর্তমান। কিন্তু তাহা হইলেও তাহা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারের কতদূর সহায় তাহা সুধী পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন।

৮।৭৩। কর্তব্যজ্ঞানহীনতা

শঙ্কর জীবনে এক স্থলে কাহারও মতে কর্তব্যজ্ঞানের একটু ত্রুটি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তিনি বিধবা বৃদ্ধা জননীর একমাত্র সন্তান ছিলেন; জননীর সাতিশয় নির্বন্ধসত্ত্বেও তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন —ইহাই তাঁহাদের মতে আপত্তির বিষয়। যদিও তিনি জ্ঞাতিগণকে সমুদয় পৈত্রিক সম্পত্তি দিয়া জননীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের ভার দিয়া গিয়াছিলেন এবং যদিও তিনি সন্ন্যাসের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও জননীর সংকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার ইষ্টদেব দর্শন করাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা ইহাকে ত্রুটি বলিতে চাহেন; কারণ, জননীর দেহান্তে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলে সকল দিকই রক্ষা পাইত। তাঁহারা বলেন, এস্থলে শঙ্কর নিজে স্বল্পায়ু জানিতে পারিয়া নিজের মোক্ষের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা তাঁহার স্বার্থপরতা ও কর্তব্যজ্ঞানের অল্পতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইত্যাদি।

কিন্তু যে ব্যক্তি এ কথা বলিতে পারেন যে, তিনি যতদূরেই থাকুন না কেন, মাতা স্মরণ করিলেই তিনি জিহ্বায় তাঁহার স্তনদুগ্ধের আস্বাদ পাইবেন এবং তখনই তিনি মাতৃসন্নিধানে আসিবেন, যিনি এ কথা বলিতে পারেন যে, "মা তুমি আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি অন্তিমে তোমায় তোমার চির অভীষ্টের প্রদর্শন করাইব; আমি নিকটে থাকিয়া তোমার যে লাভ হইবে আমি দূরে থাকিয়া তাহার শত গুণ অধিক লাভ হইবে" তাঁহার ইহা কর্তব্যজ্ঞানের ত্রুটি বা স্বার্থপরতা কি না তাহা বিবেচ্য বিষয়।

রামানুজেরও জীবনে অধিকাংশ ঘটনাই কর্তব্যজ্ঞান-পরায়ণতার দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাহা হইলেও কর্তব্যজ্ঞানহীনতার দৃষ্টান্ত তিনটি পাওয়া যায়। প্রথম—গৃহকর্ত্রী অল্পবয়স্কা একমাত্র পত্নীকে সংবাদ না দিয়া গুরু মহাপূর্ণের সঙ্গে চারিদিনের পথ শ্রীরঙ্গমযাত্রা। দ্বিতীয়—পত্নীকে কোনরূপ সান্ত্বনা না দিয়া তাহাকে চিরতরে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ। তৃতীয়— গুরু মহাপূর্ণ ও শিষ্য কুরেশের সমূহ বিপদ জানিয়াও পলায়ন।

এখন প্রথম স্থলে রামানুজকে সমর্থন করা যায় না। দ্বিতীয় স্থলে বলা যায়, যদি তিনি 'গুরুদ্বেষিণী' স্ত্রীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া একত্র বাস করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার গুরুভক্তি বর্ধিত হইত না। কারণ, সঙ্গের দোষগুণে মানুষের অনেক পরিবর্তন হয়। ওরূপ স্ত্রীর সহিত বসবাসে তাঁহার হৃদয়ে কখনই ওরূপ গুরুভক্তি জন্মিত না। আর যাঁহার ভবিষ্যতে এত বড় লোক হইবার সম্ভাবনা তাঁহার একরূপ গুরুভক্তি ব্যতীত একরূপ হওয়া মনে হয়, যেন একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে একটা কথা এই যে, রামানুজ যদি প্রায় ২০/২২ বৎসরে সন্ন্যাস লইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রীর বয়স তখন ১৫/১৬ বৎসরের অধিক হয় না। এরূপ অল্পবয়স্কার অপরাধ তৃতীয় বারের অধিক হইলেও মার্জনা করিলে রামানুজের বিশেষ ক্ষতি হইত কি না চিন্তার বিষয়। যাহা হউক, যদি তিনি বুদ্ধদেবের মতো পরে স্ত্রীর উন্নতির চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে হয় তো ইহা আদৌ দোষমধ্যে গণ্য হইত না। অথবা স্ত্রীর সহিত তিনি যদি প্রতারণা না করিতেন, তাহা হইলে সাধারণ বুদ্ধির নিকটও তত দোষাবহ হইত না।

তৃতীয় স্থল সম্বন্ধে আমরা সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধিতে তাঁহাকে সমর্থন করিতে পারি না। জীবনচরিতকারগণের মধ্যে যেন বোধ হয়, এ সম্বন্ধে রামানুজকে সমর্থন করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি পাঁচজনের কথায় সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য পলায়ন করেন এবং কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি

কেবল পাঁচজনের কথায় পলায়ন করেন—তাহা নয়, পরন্তু ভগবান রঙ্গনাথের আদেশেই তিনি প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক পাঁচজনের কথা শুনিয়া তাঁহার পলায়ন উচিত হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। কাহারও মতে যদি বলা যায় যে, তিনি গুরু মহাপূর্ণের আদেশেই ওরূপ করিয়াছিলেন, তথাপি এস্থলে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করাও শ্রেয়ঃ ছিল কি না— ভাবিবার বিষয়। কারণ তিনি একবার জনসাধারণের উদ্ধারের জন্যই গোষ্ঠীপূর্ণের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও গুরু-দত্ত মন্ত্র সর্বসমক্ষে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এতাদৃশ কর্তব্যবুদ্ধি দেখিয়া উভয়ের মধ্যে কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ, তাহা সুধীগণ বিচার করুন। অবশ্য যাহার যত কর্তব্যবুদ্ধি তিনি তত সত্যনিষ্ঠ—ইহা বলিতেই হইবে।

৯।৭৪। ক্রোধ

ইহা ব্রহ্মজ্ঞের চরিত্রে শোভন নহে। সন্ন্যাসীর কাহারও কার্যে অপরাধবোধ না জন্মিলে ক্রোধের উদয় হয় না। এখন দেখা যাউক—শঙ্করের নিকট কেহ কোন অপরাধ করিয়াছে কি না এবং শঙ্কর তাহাদিগের প্রতি কিরূপ ক্রোধ করিয়াছেন।

প্রথম—শঙ্করের চরণে অপরাধী তাঁহার জ্ঞাতিগণ। আচার্য বাটি ফিরিয়া আসিয়াছেন ও মাতার মুখাগ্নি করিবেন শুনিয়া তাহারা ভাবিল যে, শঙ্কর বুঝি আবার গৃহী হন ও তাঁহার সম্পত্তি ফিরাইয়া লয়েন। এজন্য তাহারা শঙ্করকে মাতৃসৎকারে কোন সাহায্য করে নাই। এমন কি, অগ্নি পর্যন্ত দেয় নাই। ইহাতে শঙ্কর স্বয়ং অগ্নি উৎপাদন করিয়া মাতৃসৎকার করিলেন। জ্ঞাতিগণ ইহা দেখিয়া শঙ্করের জননীর চরিত্রে দোষারোপ করিতে লাগিল ও তাঁহার জন্ম অবৈধ বলিয়া নিন্দা রটাইল। এইবার শঙ্কর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি জ্ঞাতিগণকে তিনটি শাপ প্রদান করিলেন এবং রাজা এ বিষয় বিচার করিয়া যাহাতে উক্ত শাপ প্রতিপালিত হয় তজ্জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি তাহাতে আপত্তি করেন নাই। প্রথম শাপ এই যে, তাহারা বেদবহির্ভূত হইবে। দ্বিতীয় শাপানুসারে কোন যতি তাহাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। তৃতীয় শাপ—সকলেই যেন নিজ বাটীর প্রাঙ্গণ কোণে মৃতদেহ দাহ করে। কিন্তু আমি যখন ইহাদের দেশে গিয়াছিলাম তখন এই তৃতীয় শাপটি আমার মিথ্যা বোধ হইয়াছিল। যেহেতু এটি তাঁহাদের দেশাচার। আমার বোধ হইল—ইহা শঙ্করের পূর্বেও ছিল।

দ্বিতীয়—দিগ্বিজয়ার্থ শঙ্কর যখন কর্ণাট উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হন, তখন অসংখ্য কাপালিকের গুরু, ভৈরব-সিদ্ধ "ক্রকচ" সসৈন্যে শঙ্কর ও তাঁহার

শিষ্যগণকে আক্রমণ করে। ইহা দেখিয়া রাজা সুধন্বা সসৈন্যে কাপালিক সৈন্যসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ক্রকচ তাঁহার সৈন্যগণের গতিরুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, অপর সহস্র কাপালিককে অন্য দিক দিয়া শঙ্করশিষ্যগণকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এইবার শিষ্যগণ নিরুপায় দেখিয়া আচার্যের শরণাপন্ন হন। আচার্যও তখন অন্য উপায়ে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে না পারায়, নেত্রোত্থিত ক্রোধাগ্নিতে তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই ঘটনাটি মাধবের বর্ণনা। প্রাচীন শঙ্কর-বিজয়ে যুদ্ধ বা ভস্ম করার কথা কিছুই নাই। তাহাতে যাহা আছে তাহাতে শঙ্করকে নিরীহ-স্বভাব বলিতে হয়।

তৃতীয়—দিগ্বিজয়-কালে কর্ণাট উজ্জয়িনী নামক স্থানে এক ভীষণাকৃতি কাপালিকের জঘন্য মতের অতি অশ্রাব্য কথা শুনিয়া শঙ্কর তাহাকে দূর হইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। ইহাকে ক্রোধ না বলিয়া ঘৃণা বা উপেক্ষার ভাবও বলা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে, রামানুজের জীবনে ক্রোধের দৃষ্টান্ত যথা, প্রথম—তাঁহার পত্নীর সহিত। ইহা একবার বা দুইবার নহে, কিন্তু তিন বা চারিবার। যথা- -(ক) পত্নীকর্তৃক কাঞ্চীপূর্ণকে শূদ্রবৎ ব্যবহারকালে। (খ) এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে অন্নদানে অসম্মত হইলে। (গ) গুরুপত্নীকে অবমাননা করিলে ও (ঘ) এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অন্ন না দিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে।

দ্বিতীয়—চোলাধিপতি কৃমিকণ্ঠ যখন গুরু মহাপূর্ণ ও শিষ্য কুরেশের চক্ষু উৎপাটন করে, তখন তাহার অত্যাচারের জন্য রামানুজের ক্রোধের কথা শুনা যায়। এ সময় তিনি নাকি তাঁহার এক শিষ্য যজ্ঞেশকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি এমন কিছু দৈবক্রিয়া কর যাহাতে শ্রীসম্প্রদায়ের সমুদয় শত্রু নিহত হয়। কাহারও মতে তিনি স্বয়ং কৃমিকণ্ঠকে নিহত করিবার জন্য নৃসিংহদেবের সমক্ষে অভিচার কর্ম করিয়াছিলেন। কাহারও মতে ইহা তিনি স্বয়ং করেন নাই, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং জল মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন মাত্র।

তৃতীয়—রামানুজ প্রথম বার তিরুপতি গমনকালে পথিমধ্যে এক ধনী বণিকের বাটীতে অতিথি হইবেন বলিয়া বণিকের বাটীতে দুইজন শিষ্যকে প্রেরণ করেন। বণিক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন ও রামানুজের জন্য নানা ভোজ্যোপকরণের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হন। শিষ্যদ্বয় কোনরূপ আদর অভ্যর্থনা না পাইয়া রামানুজ-সমীপে ফিরিয়া আসেন। রামানুজ ইহাতে, কাহারও মতে ক্রুদ্ধ হন এবং কাহারও মতে অভিমান করেন। ফলে, ধনী আসিয়া ক্ষমা

প্রার্থনাপূর্বক গৃহে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করিলে রামানুজ যাইতে অস্বীকার করেন। তবে ফিরিবার কালে তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

চতুর্থ—কুরেশ ভাষ্য লিখিতেন, রামানুজ বলিতেন। একদিন "জীবের" লক্ষণ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রামানুজ অনেকবার অনেক রকম করিয়া বলিলেন, কিন্তু কুরেশ কিছুতেই লিখিলেন না। অবশেষে রামানুজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দেন ও আসন ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যান। মতান্তরে সেরূপ করেন নাই, কিন্তু বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা প্রকৃত বিষয়ে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তাহা সুধীগণের বিচার্য বিষয়।

১০।৭৫। গৃহস্থোচিত ব্যবহার

গৃহস্থোচিত ব্যবহার সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রশংসনীয় নহে। ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্কর-জীবনে দৃষ্ট হয় না।

রামানুজে ইহা কয়েক স্থলে কিন্তু দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ দেখা যায় রামানুজের যখন ৪৩ বৎসর বয়স তখন কুরেশের একটি পুত্র হয়। এই পুত্র পরে পরাশরভট্ট নামে পরিচিত হন। ইনি যখন অতি শিশু, দোলনাতে শুইয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে রামানুজ ধর্মপুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং তখন হইতে তাঁহাকে মঠে আনিয়া রাখা হয়। রামানুজের শিষ্যসেবকগণ তাঁহাকে মঠেই লালনপালন করিতেন এবং তাঁহার দোলনা রামানুজের আসনের নিকটেই রক্ষিত হইয়াছিল। পরাশরের বিবাহেও রামানুজ 'ঘটকালী' করিয়াছিলেন। অন্য সম্প্রদায় এরূপ স্থলে যেমন বালককে সন্ন্যাসী করেন, ইনি তাহা করেন না। বস্তুতঃ এ সম্প্রদায়মধ্যে সন্ন্যাসীর সংখ্যা বড়ই কম।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, কোন কোন জীবনচরিতকারের মতে রামানুজ এক স্থলে পুত্রের জন্য খেদ করিতেছেন। অবশ্য ইহা ভক্তির আধিক্যেরও পরিচয়। রামানুজ যে সময় প্রাচীন আচার্যগণের নামে শিষ্যগণের নাম রাখিতেছিলেন, সেই সময় তিনি এক দিন দুঃখ করিয়া বলেন, "আহা! যদি আমার একটি পুত্র থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহার নাম 'নম্বা আলোয়ার' রাখিতাম" ইত্যাদি। ইহার ফল প্রকৃত বিষয়ের কিরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল তাহা সুধীগণ বিচার করুন।

১১।৭৬। চতুরতা

এ স্থলে চতুরতা শব্দের অর্থ বুদ্ধিমত্তা নহে, কিন্তু ইহা তাহা হইতে পৃথক করিয়া বুঝিতে হইবে। ইহাও ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে অশোভন।

শঙ্করের জীবনে চতুরতার দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি পাই নাই।

রামানুজের জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত যথা, প্রথম—শ্রীরঙ্গম হইতে প্রস্থানকালে নীলগিরির আরণ্য প্রদেশে যখন সেই অজ্ঞাত কুলশীলা রমণীর অন্ন ভোজনের কথা উঠে, তখন রামানুজ রমণীটিকে তাঁহার পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া অন্নপ্রদানে আদেশ করিলেন। রমণীটি আনন্দচিত্তে যখন ভোজনপাত্রে অন্ন প্রদান করিতে গমন করিলেন, তখন আচার্য একটি শিষ্যকে গোপনে তাঁহার গতিবিধি ও আচার নিরীক্ষণ করিতে বলিলেন। শিষ্য যাহা দেখিল তাহাতেও রামানুজের তুষ্টি হইল না, তখনও তিনি তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথের পূজারিগণ পূর্ব হইতে মন্দিরের অনেক দ্রব্যাদি অপহরণ করিতেন এবং কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিতেন। রামানুজ আচার্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পূজারিগণের এবম্প্রকার চৌর্যকর্ম বন্ধ করেন এবং তাঁহাদিগকে কর্তব্যপালনে বাধ্য করেন। বস্তুতঃ ইহা ক্রমে এতই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল যে, পূজারিগণ পরে রামানুজকে বিষপ্রয়োগদ্বারা বধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। এখন ইহার ফলাফল কিরূপ তাহা সুধীগণ বিচার করুন।

১২।৭৭। নির্বুদ্ধিতা বা দৈববিড়ম্বনা

ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই।

পক্ষান্তরে, রামানজের জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত যথা—আচার্য রামানুজ যখন শ্রীজগন্নাথ ধামে আসেন তখন তথায় অন্নের বিচার নাই ও জগন্নাথদেবের পূজাপদ্ধতি দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হন। এজন্য তিনি বিচারদ্বারা তত্রত্য যাবতীয় অন্যমতাবলম্বী পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করেন। কিন্তু পূজকগণ তাহাতেও অসম্মত হওয়ায় রাজার সাহায্যে বলপূর্বক ব্যবস্থাপরিবর্তনের যত্ন হয়। পূজকগণ ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলেন। কারণ, তাহাতে তাঁহাদের জীবিকার ক্ষতি। ভগবান রামানুজকে স্বপ্নযোগে এ কার্য করিতে নিষেধ করিলেন কিন্তু রামানুজ ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবশেষে রামানুজের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া ভগবান গরুড়দ্বারা নিদ্রিতাবস্থায় রামানুজকে সুদূর কূর্মক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত করেন। মতান্তরে এ ঘটনাটি ত্রিভাভ্রামে "অনন্তশয়ন" দেবের নিকট ঘটিয়াছিল। তথায় ভগবান নম্বুরী ব্রাহ্মণগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রামানুজকে কুরুঙ্গুড়ির নিকটবর্তী সিন্ধুনদীর তীরে নিক্ষিপ্ত করেন।

এখন এতদ্দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার কতদূর সামর্থ্য থাকা উচিত তাহা সুধীগণ নির্ণয় করুন।

১৩।৭৮। পাপীজ্ঞান (নিজকে)

ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ইহাও অনভীষ্ট। আচার্য শঙ্করে ইহার দৃষ্টান্ত কোন জীবনী মধ্যে কথিত হয় নাই। তাঁহার কোন স্তোত্রে এ কথার উল্লেখ থাকিতে পারে। তবে এই সব স্তব তাঁহার নিজের জন্য নহে—ইহাও বলা হয়। আর কাশ্মীরে শারদাদেবীর প্রশ্নে শঙ্কর যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেও তাঁহার নিজেকে পাপী বলিয়া জ্ঞান ছিল না।

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনীতে ইহার উল্লেখ আছে। যথা—১। তিরুপতি গমনকালে রামানুজ প্রথমতঃ পর্বতারোহণ করিতে অসম্মত হন; কারণ, তিনি ভাবিলেন—তাঁহার কলুষবহুল দেহদ্বারা ভূবৈকুণ্ঠ শ্রীশৈল কলুষিত হইবে। পরে অনন্তাচার্য প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহাকে "অনন্তের" অবতার বলিয়া বুঝাইয়া তাঁহাকে তথায় যাইতে সম্মত করান। তাঁহাদের ভয় এই যে, রামানুজ না যাইলে ভবিষ্যতে তথায় আর কেহ যাইবে না। তীর্থটিই হয় তো নষ্ট হইতে পারে। যাহাই হউক, নিজে সত্য সত্য পাপী বলিয়াই যে, তিনি ওরূপ করিয়াছিলেন, তাহা কখনই নহে। তবে তাহা তাঁহার দেবতার প্রতি সম্মান-জ্ঞানাধিক্যের পরিচয় হইতেও পারে। ২। শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিলে কুরেশের নিকট আক্ষেপকালে রামানুজ বলিয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই মহাপাতকী, যেহেতু তাঁহারই জন্য কুরেশের চক্ষু ও গুরুদেবের প্রাণ নষ্ট হইল। কিন্তু ইহাও খেদোক্তি মাত্র বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, আচার্য রামানুজের নিজকে পাপীজ্ঞান করার দৃষ্টান্ত এইরূপই দেখা যায়। এখন এতদ্দ্বারা কাহার চরিত্র কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অনুকূল তাহা সুধীগণ স্থির করুন।

১৪।৭৯। প্রাণভয়

ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। শঙ্করের প্রাণসংশয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা প্রথম—বাল্যে কুম্ভীর আক্রমণ করিলে তিনি ব্যাকুল হন, এবং জীবনের আশা না থাকায় মাতার নিকট অন্ত্যসন্ন্যাসের অনুমতি ভিক্ষা করিয়া লয়েন। বস্তুতঃ ইহাকে ভয় না বলিলেও চলে।

দ্বিতীয় – উগ্রভৈরব কাপালিক যখন সরলভাবে তাঁহার মস্তক ভিক্ষা করে, তখন তিনি তাহার উপকারের জন্য মস্তক দিতে স্বীকৃত হন এবং ভৈরবের সম্মুখে

বলি দিবার সময় উপস্থিত হইলে সমাধি অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট থাকেন। শিষ্যগণ জানিলে পাছে উগ্রভৈরবের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি না হয়, তজ্জন্য তিনি তাহাকে যথারীতি সাবধানতা অবলম্বন করিবার উপদেশও দিয়াছিলেন।

তৃতীয়—বিদর্ভরাজধানী হইতে আচার্য যখন কর্ণাট উজ্জয়িনী যাইতে উদ্যত হন, তখন বিদর্ভরাজ তথায় যাইতে আচার্যকে নিষেধ করেন। সুধন্বারাজ তাহা শুনিয়া আচার্যের রক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আচার্য কিন্তু কাহাকেও কোন উত্তর না দিয়া ধীরভাবে সেই কর্ণাট উজ্জয়িনী যাইতে উদ্যত হইলেন। তথায় অনতিবিলম্বে কাপালিক-সৈন্য আচার্য-পক্ষ ধ্বংসের জন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সুধন্বারাজ কিন্তু কৌশল ও সাহস অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। কাপালিক রাজ ক্রকচ তখন আচার্য সমীপে আসিয়া মন্ত্রদ্বারা ভৈরবকে সর্বসমক্ষে আহ্বান করিল ও আচার্যকে বধ করিতে অনুরোধ করিল। আচার্য ও তাঁহার শিষ্যগণ ভৈরবমূর্তি দেখিয়া ভৈরবের স্তব করিতে লাগিলেন। কেহ বলেন—আচার্য শান্ত ও নিরুদ্বিগ্নভাবেই উপবিষ্ট ছিলেন। মাধবের মতে আচার্য বধোদ্যত বহু সহস্র কাপালিক সৈন্যকে নেত্রাগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত করেন। যাহা হউক, আচার্য শঙ্কর যে এস্থলেও প্রাণভয়ে ভীত হন নাই তাহা স্থির।

চতুর্থ—কামরূপ হইতে প্রত্যাবর্তন কালে অভিনবগুপ্ত আচার্যের শরীরে ভগন্দর রোগ উৎপাদন করে। রোগ যখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল, শিষ্যগণ তখন বৈদ্য আনিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আচার্য কিন্তু শিষ্যগণকে এজন্য বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি একবারও সম্মতিদান বা আগ্রহপ্রকাশ করেন নাই, বরং কর্মফল বলিয়া ধীরভাবে সেই দারুণ যন্ত্রণা-ভোগ করিতেছিলেন। ক্রমে রোগযন্ত্রণা তাঁহার সহ্য করিবার সীমা যেন অতিক্রম করিল। তখন তিনি ভবানীপতি ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভগবানের আদেশে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, ইহা অভিনবগুপ্তের অভিচার কর্মের ফল। ইহা রোগ নহে। পদ্মপাদ ইহা শুনিয়া অভিনবগুপ্তের উপর যখন বিপরীত অভিচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন আচার্য তাঁহাকে বারবার নিষেধ করেন, যেহেতু আচার্য অভিনব গুপ্তের অভিচারের ফলে দেহত্যাগেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অতএব এস্থলেও আচার্যের প্রাণভয়ের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে তাঁহার প্রাণ-সংশয় স্থল চারিটি মাত্র। প্রথম - শৈব চোলরাজ যখন রামানুজকে বলপূর্বক শৈব করিবে বলিয়া লোক প্রেরণ

করে, তখন রামানুজ দণ্ড-কমণ্ডলু পরিত্যাগ করিয়া শিষ্য কুরেশের শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করেন। তিনি আরণ্য-পথে শিষ্যগণসহ ছয় দিন ছয় রাত্র অবিশ্রান্ত দ্রুতগমন করিয়া শেষে এত পরিশ্রান্ত হন যে, স্বয়ং আর চলিতে অসমর্থ হন। পরিশেষে শিষ্যগণ তাঁহাকে স্কন্ধোপরি বহন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পদদ্বয় প্রস্তর ও কণ্টকাদিতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায় এবং তিনি তখন এক প্রকার মৃতপ্রায়। এস্থলে নানা জীবনীকার নানারূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, উক্ত ঘটনাগুলি কেহ অস্বীকার করেন না। কেহ বলিয়াছেন যে, রামানুজ প্রথমে পলায়ন করিতে চাহেন নাই। শিষ্যগণের অনুরোধে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেহ বলেন কুরেশ তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া চলিয়া যান। পরে তিনি যখন জানিতে পারেন তখন অপর শিষ্যগণ সাতিশয় অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন, ইত্যাদি। কাহারও মতে পরে রঙ্গনাথও পলায়নে আদেশ দেন। ফলে, পলায়নের প্রকার বা উদ্দেশ্য যেরূপই হউক না কেন, যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। আর তাহাতে সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহার যেন প্রাণভয়ই ছিল বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয় —তাঁহার বাল্য বয়সে যাদবপ্রকাশ যখন তাঁহাকে বিন্ধ্যারণ্যে বধ করিবার চেষ্টা করেন, তিনি তখন পলায়ন করেন এবং প্রাণভয়ে যারপরনাই ব্যাকুল হন। তবে ইহা রামানুজের বাল্য জীবনের ঘটনা বলা হয়।

তৃতীয়—শ্রীরঙ্গমের পুরোহিতগণ প্রথম যখন বিষান্ন প্রদান করেন তখন রামানুজ পুরোহিতের স্ত্রীর ইঙ্গিতে তাহা জানিতে পারেন। তাহা একটি কুক্কুরকে দেন। কুক্কুরটি সেই অন্ন খাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। অনন্তর তিনি তাহা কাবেরীর জলে নিক্ষেপ করিয়া সারা দিনরাত উপবাস করিয়া থাকেন। কি কারণে বলা যায় না, গোষ্ঠীপূর্ণ আসিলে রামানুজ কাবেরীতীরে তপ্ত বালুকোপরি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের শিষ্য প্রণতার্তিহরাচার্যের গুরুভক্তি দেখিয়া বলিলেন—"অতঃপর রামানুজ! তুমি ইহারই দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া ভিক্ষা করিও, ইহাতে তোমার ধর্মহানি হইবে না।" তখন হইতে রামানুজ তাহাই করিতে লাগিলেন। এস্থলে অনাহারের কারণ, অধিকাংশ জীবনীকারের মতে প্রাণনাশের আশঙ্কা। কিন্তু পূজনীয় রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর মতে ইহার কারণ—অনুতাপ।

চতুর্থ—আর একদিন উক্ত পুরোহিতগণ ভগবানের চরণামৃতসহ রামানুজকে বিষ প্রদান করেন। এ দিন তিনি পূর্বেই বুঝিতে পারেন ও ভগবৎচরণামৃত পান

করেন। কিন্তু পান করিয়া মন্দিরদ্বার পার হইবার পূর্বেই তাঁহার পা টলিতে আরম্ভ করিল। তিনি নিরুপায় হইয়া টলিতে টলিতে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে শিষ্যগণ জানিতে পারিলেন ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিষ-শান্তির নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামানুজ তাঁহাদিগকে নানারূপে সান্ত্বনা করিলেন ও সমস্ত রাত্রি ভগবৎচরণে চিত্ত স্থাপন করিয়া স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই ঘটনাটি কেবল প্রপন্নামৃত গ্রন্থেই দেখা যায়, অন্যত্র নহে। কোন মতে, আচার্য চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য লাভ করেন। যাহা হউক, এ ঘটনাটিকে প্রাণভয়ের দৃষ্টান্ত না বলিলেও বলিতে পারা যায়। এখন এতদ্দ্বারা কাহার চরিত্র কতটা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারের অনুকূল তাহা সুধীবর্গ বিবেচনা করুন।

১৫।৮০। ভ্রান্তি

ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে ইহাও অশোভন। শঙ্কর-জীবনে কেহ তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়াছে এ কথা শুনা যায় না। ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য কাশীতে (মতান্তরে উত্তর-কাশীতে) ব্যাসদেবকে দেখিবার জন্য প্রদত্ত হইলে তিনি কোন ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এ কথা কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। কাশীতে অন্নপূর্ণা দেবীর প্রসঙ্গটি অসাম্প্রদায়িক কথা, অতএব অগ্রাহ্য। সুতরাং শঙ্কর-জীবনে ভ্রান্তির নিদর্শন নাই। পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত তাঁহার শ্রীভাষ্য-রচনাকাল। কেহ বলেন, এইরূপ ঘটনা একবার নহে ২/৩ বার ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয়বার নাকি কুরেশকে ছয়মাস কাল গোষ্ঠীপূর্ণের নিকটে থাকিয়া বিবাদস্থলটির মীমাংসা করিয়া লইতে হইয়াছিল। এখন এতদ্দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচার বিষয়ে কাহার সামর্থ্য কিরূপ তাহা সুধীগণের বিচার্য বিষয়।

১৬।৮১। মিথ্যাচরণ

ব্রহ্মজ্ঞে ইহারও স্থান না থাকাই উচিত। শঙ্কর-জীবনে মিথ্যাচরণের দুইটি দৃষ্টান্ত কল্পনা করা যায়। প্রথম—যাঁহারা বলেন শঙ্করকে কুম্ভীরাক্রমণ ব্যাপারটি মাতার নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি পাইবার জন্য শঙ্করের কৌশল মাত্র, তাঁহাদের মতে ইহার উদ্দেশ্য যতই ভাল ও মহৎ হউক না, আচরণ মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু ইহা বিচার্য বিষয়। কারণ, আচার্যের জন্মভূমিতে কুম্ভীরাক্রমণ সত্য বলিয়াই সকলে বিশ্বাস করে। যে জ্ঞাতি-শত্রুগণ শঙ্করের মাতার চরিত্রে অপবাদ রটাইতে পারে, তাহারা এ ঘটনা মিথ্যা হইলে বা ইহা শঙ্করের কৌশল হইলে ইহা কখনও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত কি? আর ইহা সত্য হইবার পক্ষে অসম্ভাবনাও কিছুই নাই। কারণ, কুম্ভীর ধরিয়া কখনও কাহাকে কি ছাড়িয়া দেয়

নাই? বস্তুতঃ ইহার দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নহে। অতএব এ ঘটনাটি মিথ্যাচরণের স্থল বলা বোধ হয় যায় না।

তাহার পর, ইহার সহিত জ্যোতিষী সম্বন্ধীয় ঘটনাটির ঐক্য আছে—দেখা যায়। জ্যোতিষীরা বলিয়াছিলেন—শঙ্করের ৮ বৎসর পরমায়ু, কিন্তু যোগবলে শঙ্কর ইহাকে ১৬ বৎসরে পরিণত করিতে পারিবেন, এবং শুক (বৃহস্পতির?) কৃপায় খুব জোর ইহা ৩২ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারিবে। বস্তুতঃ এই ৮ বৎসরেই তাঁহাকে কুম্ভীরে ধরে আর এই অবস্থায় তিনি অন্তিম সন্ন্যাসের নিমিত্ত মাতার অনুমতি লয়েন। আর সঙ্কল্পিত সন্ন্যাস পরিত্যাজ্য নহে, এই জন্য তিনি আর গৃহে থাকিলেন না। ওদিকে ১৬ বৎসরে শঙ্কর ব্যাসের সমক্ষে ভাগীরথী সলিলে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত শুনা যায়। তাহাতেই ব্যাসদেব তাঁহাকে আর ১৬ বৎসর আয়ু হউক বলিয়া আশীর্বাদ করেন। সুতরাং শঙ্করের দেশের প্রবাদানুসারে ইহা তাঁহার মিথ্যাচরণ নহে। মাধবাচার্য যদিও ইহাকে একটু কৌশল বলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি সব বিষয়ে যে সত্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই তাহা সত্য। দ্বিতীয় – "অমরু" রাজ শরীরে প্রবেশ করিয়া রাজারূপে পরিচিত হইলে শঙ্কর কখনও স্বয়ং রাণী বা অমাত্যবর্গকে আত্মপরিচয় দেন নাই। অতএব ইহাকে মিথ্যাচরণমধ্যে অংশতঃও গণ্য করা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে রামানুজ জীবনেও দুইটি স্থলে মিথ্যাচারণ দেখা যায় প্রথম—প্রপন্নামৃত নামক একখানি খুব প্রামাণিক গ্রন্থমতে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ-কালে শ্বশুরের নাম করিয়া নিজেই এক পত্র লেখেন ও সেই প্রত্যাখ্যাত ব্রাহ্মণকে শ্বশুরালয়ের লোক সাজাইয়া স্ত্রীকে তাহার সঙ্গে পিত্রাল প্রেরণ করেন। তবে একটা কথা এই যে, এ বিষয়ে মতান্তর আছে। পণ্ডিত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর মূল গ্রন্থে এ ঘটনাটি গ্রহণ করেন নাই। টীকার আকারে তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় -দণ্ডী সন্ন্যাসী হইয়া দণ্ড কমণ্ডলু ত্যাগ করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান করতঃ কৃমিকণ্ঠের ভয়ে পলায়ন। ইহাও মিথ্যাচরণ বলা যায়। অবশ্য উদ্দেশ্যভেদে অন্যায় কার্যও ন্যায়সঙ্গত হইয়া থাকে, তথাপি স্থূল দৃষ্টিতে ইহা যে মিথ্যাচরণ তাহা অবশ্য স্বীকার্য। যাহা হউক এখন এতৎসত্ত্বেও বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার সামর্থ্য কতদূর হওয়া উচিত তাহা সুধীগণ বিচার করুন।

১৭।৮২। লজ্জা

ইহাও ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে শোভন গুণ নহে। কাশীতে অন্নপূর্ণাদেবীর নিকট "শক্তি" স্বীকারে শঙ্করের লজ্জার দৃষ্টান্ত একটি পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা শঙ্কর-

সম্প্রদায়-ভুক্তগণ স্বীকার করেন না। অতএব ইহা অগ্রাহ্য। এতদ্ভিন্ন আর কোথাও শঙ্করে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

রামানুজে ইহার দৃষ্টান্ত, প্রথম—তিরুভালি তিরুনগরীর চণ্ডাল রমণীপ্রসঙ্গটি বলিতে পারা যায়। দ্বিতীয় স্থল— বেঙ্কটাচলে আরোহণকালে শ্রীশৈলপূর্ণের নিকট। এখন ইহার ফলে কাহার চরিত্র কতটা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অনুকূল তাহা সুধীগণ বিচার করুন।

১৮।৮৩। বিদ্বেষ-বুদ্ধি

ইহাও ব্রহ্মজ্ঞের অনভীষ্ট গুণ। এই বিষয়টি দুইভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। যথা—মানব-সংক্রান্ত ও দেবতা-সংক্রান্ত। তন্মধ্যে প্রথম স্থলে দেখা যায় শঙ্করে বিদ্বেষ-বুদ্ধি সাধারণভাবে ছিল। তিনি যেখানে কদাচার ও অবিচার দেখিতেন, সেইখানেই তীব্র প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। কাপালিক প্রভৃতি কতকগুলি সম্প্রদায়ের আচার অত্যন্ত জঘন্য ছিল বলিয়া তাহাদের সঙ্গে আচার্যের ব্যবহার স্থলে স্থলে কর্কশ দেখা যায়। কয়েক স্থলেই তিনি বাদীকে 'মূঢ়' প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং এক জনকে তিরস্কারপূর্বক দূর করিয়াও দিয়াছিলেন।

রামানুজে এই বিদ্বেষ-বুদ্ধি অন্যরূপ ছিল। শৈব ও অদ্বৈতবাদীর উপর বিদ্বেষ যেন তাঁহার কিছু বিশেষভাবে ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার লেখার ভিতর অদ্বৈতবাদের খণ্ডনই বেশী। এই প্রসঙ্গে তিনি বাদীকে "মূঢ়" "পশু" প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন বা তিরস্কার করিতেন, তাহাও দেখা যায়। তিনি মৃত্যুকালীন যে ৭২টি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেবল শ্রীবৈষ্ণবগণকেই সম্মান করিবার ব্যবস্থা আছে। তবে এস্থলে ইহাও আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, বৈষ্ণবগণ কেবল নিজ সম্প্রদায়-ভুক্তগণকে অধিক সম্মানাদি করায় যে কোন দ্বেষভাব প্রকাশ পায়, তাহা স্বীকার করেন না। প্রত্যুত ইহা তাঁহাদের মতে একনিষ্ঠা। আর যদি ইহা দয়া হয়, তাহা হইলে ইহা বিদ্বেষবুদ্ধি নামের যোগ্যই হইতে পারে না।

দ্বিতীয়—দেবতা সম্বন্ধে শঙ্করের কোনও বিদ্বেষবুদ্ধি বোধ হয় ছিল না। তিনি সকল তীর্থে, সকল দেবতা দর্শন ও সকলেরই স্তব-স্তুতি করিতেন। কারণ, প্রায় সকল দেব-দেবীরই শঙ্করকৃত স্তবস্তুতি দেখা যায়। এমন যে কদাচারী কাপালিক তাহাদের দেবতাও শঙ্করের পূজ্য হইয়াছেন। তিনি কখন কোনও বিরুদ্ধ-বাদীর দেব-মন্দির অধিকার করিয়া তাহাতে নিজ অভীষ্ট দেবমূর্তি স্থাপনাদি করেন নাই।

(দেবতা প্রতিষ্ঠা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) পঞ্চদেবতা সকলেরই পূজ্য—ইহা শঙ্কর-সম্প্রদায়েরই কথা।

রামানুজ এক বিষ্ণু বা বিষ্ণুসম্বন্ধীয় দেবতা ভিন্ন আর কাহারও স্তব স্তুতি করেন নাই। এমন কি অন্য দেবতার তীর্থে যাইলেও তথাকার বিষ্ণুবিগ্রহই দর্শন ও পূজাদি করিতেন। যথা—১। কাশ্মীরে শারদাদেবী ভিন্ন অন্য দেবতা-দর্শন বা পূজা তাঁহার জীবনে শুনা যায় না। ২। তিনি বিরুদ্ধবাদীর দেবমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন। তিরুপতি ও কূর্মক্ষেত্রের শিবমন্দির বিষ্ণুমন্দিরে পরিণত ইহার দৃষ্টান্ত। ৩। তাঁহার ভক্ত বিষ্ণুবর্ধন নিজরাজ্যে বহু শত জৈনমন্দির ভাঙ্গিয়া বিষ্ণুমন্দির ও পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়াছেন। রামানুজ কোনরূপ নিষেধ করেন নাই। ৪। রামানুজের শিষ্য কুরেশ কৃমিকণ্ঠের সভায় শিবের এক প্রকার অবমাননাই করিয়াছিলেন। সকলে "শিবাৎ পরতরং নহি" এই কথা বলিতে থাকিলে তিনি অতি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন "দ্রোণমস্তি ততঃ পরং" অর্থাৎ তাহার পরও দ্রোণ আছে। কারণ—দ্রোণ ও শিব শব্দে দ্রব্যের পরিমাণও বুঝায়। শিব অপেক্ষা এই দ্রোণ বড়। অবশ্য রামানুজের ভিতর যদি শিবের প্রতি শ্রদ্ধাভাব থাকিত তাহা হইলে তাঁহার শিষ্য কুরেশ কখনও সভামধ্যে ওরূপ বিদ্রূপ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তাহার পর, ৫। তিনি জগন্নাথ হইতে কূর্মক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে তথায় মহাদেবমূর্তি দেখিয়া সপরিজনেই বিচলিত হইয়াছিলেন। এই শিব বিভ্রমের জন্য তিনি একদিন অনাহারে কাল কাটাইয়াছিলেন। অনন্তর স্বপ্নাদেশ পাইয়া কর্তব্য নির্ধারণ করেন। ফলতঃ তাঁহার জীবনে শিবের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন বা পূজা করার কোনও কথা শুনা যায় না।

যাহা হউক চেষ্টা করিলে আমরা উভয় আচার্যের কিঞ্চিৎ প্রকার বিদ্বেষ বুদ্ধির হেতুও কতকটা আবিষ্কার করিতে পারি। শঙ্করের বিদ্বেষ বুদ্ধির কারণ—কাপালিক প্রভৃতি কতিপয় জঘন্যাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণকর্তৃক শঙ্করের উপর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও নিজ কদাচারের প্রশংসা। ইহারই আতিশয্যস্থলে তিনি মধ্যে মধ্যে এক এক জনকে মূঢ় প্রভৃতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ও এক জনকে বিতাড়িত পর্যন্ত করিয়াছিলেন। যদি বলা যায়, তাঁহার এই প্রকার আচরণ অত্যধিক বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিচায়ক কারণ তান্ত্রিক অভিনবগুপ্ত আচার্যকে মারিয়া ফেলিবার জন্য অভিচার ক্রিয়া করিয়াছিল এবং অভিচার ক্রিয়ার ফলে শঙ্করের ভগন্দর রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল ইত্যাদি। কিন্তু তাহাও বলা যায় না কারণ, অভিনবগুপ্তের ব্যাপার তাঁহার জীবনের প্রায় শেষভাগে সংঘটিত হয়।

পক্ষান্তরে, রামানুজের শৈব ও অদ্বৈতবাদিগণের প্রতি বিদ্বেষের কারণ এই

যে, অদ্বৈতবাদী যাদবপ্রকাশ তাঁহার অধ্যাপক হইয়াও রামানুজকে অদ্বৈতমতের বিরোধী দেখিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃমিকণ্ঠের ব্যবহার তাঁহার যতদূর মর্মান্তিক হইতে পারে তাহা হইয়াছিল। ওদিকে বৈষ্ণব কাঞ্চীপূর্ণের মধুর ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইতেন। সুতরাং এক্ষেত্রে ইহাদের ধর্মমতের উপর রামানুজের যে একটা বিদ্বেষবুদ্ধি স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

এক্ষণে বিশেষ বক্তব্য এই যে—আমাদের দেশের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একনিষ্ঠা সত্ত্বেও রামানুজ-সম্প্রদায়ের ন্যায় এতটা শৈবাদিদ্বেষের তীব্রতা দেখা যায় না। তাঁহারা শিবকে যথাযোগ্য সম্মান করেন। অথচ তাঁহারা ভক্তিমার্গের যেরূপ পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন, তাহা একটি অভাবনীয় ব্যাপার।

তাহার পর জ্ঞাতিবিদ্বেষও এই বিদ্বেষবুদ্ধির রূপান্তর। জাতিবিচারের ভিতর অনেক সময় জাতিবিদ্বেষ লুক্কায়িত থাকে। যাহা হউক শঙ্কর-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত, যথা—কাশীতে এক চণ্ডাল তাঁহার পথরোধ করিলে শঙ্কর তাহাকে পথ ছাড়িয়া যাইতে বলেন। কিন্তু আবার মাতৃসৎকারকালে শূদ্র নায়ারগণ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল ও মাতার সতীত্ব সম্বন্ধে রাজার নিকট বিচারকালে সত্য সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া আচার্য তাহাদিগকে জলাচরণীয় জাতির মধ্যে গণ্য করেন।

রামানুজ-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ—তিনি যখন তিরুভালি তিরুনাগরীর পথ দিয়া যাইতেছিলেন, সম্মুখে এক চণ্ডাল-রমণীকে দেখিতে পান ও তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আবার দিল্লী হইতে ভগবদ-বিগ্রহ আনিবার সময় যে সমস্ত চণ্ডাল তাঁহাকে দস্যু-বিতাড়নে (মতান্তরে বিগ্রহবহন কার্যে) সহায়তা করিয়াছিল, সেই সকল নীচ জাতিকে তিনি মন্দিরমধ্যে প্রবেশাধিকার দিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, ইহা হইতে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার কিরূপ সামর্থ্য তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

১৯।৮৪। বিষাদ বা শোক

এ বিষয়টি বিচার করিলে আমরা লোকের মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারি। কারণ, যাঁহার যত সর্বত্র পারমার্থিক বা ভগবদ্বুদ্ধি হয়, তাঁহার তত প্রসন্নতা জন্মে। এতদর্থে গীতার বহু শ্লোকের মধ্যে আমরা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।" "প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে" ইত্যাদি শ্লোকগুলি স্মরণ করিতে পারি। বিষাদ, উক্ত প্রসন্নতার বিপরীত ভাব।

যাহা হউক, শঙ্কর-জীবনে তিনটি স্থলে বিষাদ দেখা যায়। প্রথম—বাল্যে মাতার নিকট সন্ন্যাসের অনুমতি না পাইয়া; দ্বিতীয়—কুম্ভীরে আক্রমণ করিলে; এবং তৃতীয়—যখন শিষ্যগণমধ্যে মনোমালিন্যবশতঃ তাঁহার ভাষ্যের বার্তিক রচিত হইল না। এই তিনটি স্থলেই তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন এইরূপ কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে, রামানুজ জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত—১ম। তিনি যখন কাশ্মীর হইতে বোধায়নবৃত্তি আনিতেছিলেন, তখন কাশ্মীরের পণ্ডিতগণ তাহা কাড়িয়া লইয়া যায়। এস্থলে রামানুজের দুঃখানুভবের কথা বর্ণিত আছে। ২। গুরু মহাপূর্ণ ও কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইলে তাঁহার বিষাদের কথা শুনা যায়। ৩। কুরেশের মৃত্যুকালে তিনি শোকে অধীর হন ও বালক-সুলভ ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ৪। যামুনাচার্যের মৃত্যুকালে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি দুঃখে মূর্ছিত হইয়াছিলেন। ৫। কাঞ্চীপূর্ণের নিকট মন্ত্রগ্রহণে অসমর্থ হইলে তিনি যারপরনাই ব্যাকুল হন। ৬। গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্র পাইবার জন্য যখন তিনি বার বার প্রত্যাখ্যাত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার দুঃখ দেখিয়া গোষ্ঠীপূর্ণের এক শিষ্য এতই বিচলিত হন যে, তিনি নিজ গুরুদেবকে এজন্য অনুরোধ করেন এবং তাহারই পর রামানুজ গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্রলাভ করিলেন। যাহা হউক, ইহার মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, শঙ্করের সকলই বাল্য জীবনে ও সিদ্ধিলাভের পূর্বে কেবল একটি সিদ্ধ জীবনে, কিন্তু রামানুজের প্রথম তিনটি সিদ্ধিলাভের পর এবং শেষ তিনটি সিদ্ধিলাভের পূর্বে। গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মন্ত্রলাভের পর তাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটে—একথা বলাও অসঙ্গত হয় না। এখন ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতায় ইহার ফলাফল কিরূপ হওয়া উচিত তাহা সুধীগণ বিচার করুন।

২০।৮৫। সাধারণ মনুষ্যোচিত ব্যবহার

এতদ্দ্বারা আমরা হর্ষ ও বিষাদ প্রভৃতি ভাবকে লক্ষ্য করিতেছি। সাধারণ লোকে যেমন কিছু পাইলে আনন্দিত হয় এবং কিছু ক্ষতি হইলে বিষণ্ণ হয়, সেইরূপ ভাবটিই এ স্থলে লক্ষ্য করা হইতেছে।

ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্কর জীবনে দুইটি পাওয়া যায়; যথা—১। শঙ্কর যখন তাঁহার ভাষ্যবার্তিক রচিত হইল না দেখিলেন, তখন একবার একটু খেদ করিয়াছিলেন। ২। কাশ্মীরে শারদাপীঠে উপবেশনকালে তাঁহার আনন্দের কথা উক্ত হইয়াছে। অতএব শঙ্করেরও সাধারণ মনুষ্যোচিত হর্ষ-বিষাদ ছিল বলা যায়। এতদ্ব্যতীত শঙ্কর-জীবনে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে, রামানুজ-জীবনে ইহার চারিটি স্থল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম—রামানুজ যখন নিজ শত্রু কৃমিকণ্ঠের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার যারপরনাই আনন্দের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়—যামুনাচার্য এবং মহাপূর্ণের মৃত্যুর কথা শুনিয়া আবার তদ্রূপ দুঃখের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ—সম্প্রদায়ের সুবিধা হইবে ভাবিয়া অন্যায় জানিয়াও বিট্টল রাজার ভবনে গমন।

তবে শঙ্কর-জীবনে এই বিষয়টির বিপরীত দৃষ্টান্ত একটি আছে। ইহা— শঙ্কর যখন মাতৃসৎকার করিয়া পদ্মপাদাদি শিষ্যপ্রভৃতির জন্য কেরল দেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন শৃঙ্গেরী হইতে সুরেশ্বরাদি অন্যান্য শিষ্যগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া কোন সম্ভাষণই করেন নাই। বহু দিনের পর প্রিয়শিষ্যের সমাগমে সকলেরই একটা আনন্দ হইয়া থাকে, শঙ্করের আচরণে এস্থলে তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না। অথচ পরে যখন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন, তখন তাঁহার স্নেহের কোনও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় নাই। এ ভাবটিকে বোধ হয়, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানের পরিচায়ক এবং অসাধারণ মনুষ্যোচিত ব্যবহার বলা চলিতে পারে।

এখন ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতায় ইহার ফলাফল কিরূপ হওয়া উচিত তাহা সুধীবর্গ নির্ণয় করুন।

২১।৮৬। সংশয়।

নিশ্চয়-জ্ঞান, সংশয়-জ্ঞানের বিপরীত। একটি বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ অন্য দুইটি ধর্মের স্মরণের নাম সংশয়। এ বিষয়টি মহাপুরুষের চরিত্রনির্ণয়ে একটি সুন্দর উপায়। গীতায় সংশয়াত্মার বিশেষ নিন্দাই করা হইয়াছে; যথা—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি;" সুতরাং এটি একটি মহাদোষের মধ্যে গণ্য করা হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা একেবারে নিষ্প্রয়োজনীয়ও নহে। সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না, পরীক্ষা ব্যতীত পূর্ণ জ্ঞান হয় না। ফল কথা, সংশয়ের অধীন হওয়া উচিত নহে; কিন্তু সংশয়রূপ উপায়দ্বারা নিশ্চয়-জ্ঞান বৃদ্ধি করা উচিত। জ্ঞান হইলে এই সংশয় ছিন্ন হয়, যথা—"ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ"। (শ্রুতি)

শঙ্করের বাল্য জীবনে সংশয় ছিল, কিন্তু তজ্জন্য ব্যাকুলতার কথা শুনা যায় না। যথা- ১। গোবিন্দপাদের নিকট যোগশিক্ষার পূর্বে তাঁহার সংশয় ছিল, এরূপ কল্পনা করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। ২। কাশীধামে ব্যাসদেবের সহিত সপ্তাহকাল বিচারের পর যখন শঙ্কর জানিলেন যে, বাদী স্বয়ং ব্যাসদেব তখন,

শঙ্কর তাঁহাকে নিজ ভাষ্যখানি দেখিতে অনুরোধ করেন। ইহা শঙ্করের সিদ্ধজীবনে একটি সম্ভবতঃ সংশয়ের দৃষ্টান্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অজ্ঞাত সংশয় বলিতেই হইবে।

পক্ষান্তরে, রামানুজের সংশয়-জন্য ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। যথা —(১) তাঁহার ভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ ছিল। তিনি এজন্য কাঞ্চীপূর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অভীষ্ট লাভ করিবেন, এই আশায় তাঁহাকে বহুবার দীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। কাঞ্চীপূর্ণ স্বয়ং শূদ্র বলিয়া তিনি রামানুজকে দীক্ষা দিতে অসম্মত হন। পরিশেষে রামানুজ হতাশ হইয়া কাঞ্চীপূর্ণকে এই অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন কৃপা করিয়া বরদরাজের নিকট হইতে তাঁহার হৃদগত প্রশ্ন কয়টির উত্তর আনিয়া দেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাহাতে সম্মত হন এবং রাত্রে বরদরাজের নিকট হইতে রামানুজের হৃদগত প্রশ্নের উত্তর লইয়া প্রাতে তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। প্রশ্ন কয়টির মধ্যে প্রথম ছয়টি সন্দেহসূচক, শেষটি আগ্রহ সূচক এই মাত্র বিশেষ। অবশ্য ইহা রামানুজের বাল্য জীবনের কথা। (২) তাহার পর তাঁহার সিদ্ধজীবনে পশ্চিম সমুদ্রকূলে অবস্থিতিকালে তিনি মহাত্মা দক্ষিণামূর্তিকে নিজভাষ্য প্রদর্শন করেন। ইহা শঙ্করের ব্যাসদেবকে নিজভাষ্য প্রদর্শনের ন্যায় একটি ঘটনা। (৩) যজ্ঞমূর্তির সহিত তর্ককালে রামানুজের পরাজয় সম্ভব হইলে, তাঁহার হৃদয়ে সংশয়ের অস্তিত্ব অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

যাহা হউক এইরূপ সংশয় নিরাসের প্রকার ভেদ বিচার্য। শঙ্কর সংশয় নিরাসের জন্য যোগ-বিদ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। কারণ, যোগবিদ্যাতে অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় এবং তজ্জন্য তিনি গোবিন্দপাদের শরণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রামানুজ সে স্থলে ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ শূদ্র, সুতরাং দীক্ষাদানে অসম্মত হইলে রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের মুখে ভগবানের কথা শুনিয়া সংশয় দূর করেন। সুতরাং সম্পূর্ণ পার্থক্য। যোগে সাক্ষাৎকার করিয়া শঙ্করের সংশয় দূর হইল কিন্তু রামানুজের সংশয় দূর হইল —আপ্ত বাক্য বিশ্বাস করিয়া এইমাত্র প্রভেদ। যজ্ঞমূর্তির সহিত বিচার স্থলের ন্যায় বিচার স্থল শঙ্করের ভাগ্যে ঘটে নাই। এখন এতদ্দৃষ্টে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কে কতদূর উপযুক্ত তাহা সুধীগণ বিচার করুন।

২২।৮৭। স্বদল-ভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি

স্বমত প্রচারে ইহার উপযোগিতা আছে। তথাপি অন্য সম্প্রদায়ের উপর

দ্বেষভাব অত্যন্ত দূষণীয়। কিন্তু যদি পরোপকারার্থ ইহা হৃদয়ে পোষণ করা যায়, তাহা হইলে ইহা সদ্‌গুণ।

শঙ্কর-জীবনে এই প্রবৃত্তি এইরূপ। ১ম—মণ্ডন মিশ্রকে শিষ্যত্বে আনয়ন। ২য়—কুমারিল সম্বন্ধেও সেই কথা। ৩য়—হস্তামলককে তাঁহার পিতা প্রভাকরের নিকট হইতে ভিক্ষা, ইত্যাদি। ইহার মধ্যে যথার্থ স্বদলভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি কেবল হস্তামলককে প্রার্থনাকালে বলা যাইতে পারে। কারণ, অন্যত্র বিশ্বেশ্বর ও ব্যাসদেবের আদেশেই শঙ্কর এ কার্যে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং শঙ্কর-জীবনে প্রকৃত পক্ষে ঐ একটি স্থলই ইহার দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে।

রামানুজে এ প্রবৃত্তি এইরূপ—১ম—রামানুজ গোবিন্দকে স্বদলে আনিবার জন্য মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণকে অনুরোধ করেন এবং গোবিন্দ শ্রীশৈলপূর্ণের শিষ্যরূপে কিছু দিন অতিবাহিত করিলে তাঁহাকে নিজের নিকট রাখিবার জন্য মাতুলের নিকট প্রার্থনা করিয়া লয়েন। ২য়—যতিধর্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া বিট্টল-রাজের প্রাসাদে গমন করিতে প্রথমে রামানুজ অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তোণ্ডানুর নম্বী যখন বলেন যে, যদি বিট্টলরাজ তাঁহার শিষ্য হন, তাহা হইলে সম্প্রদায়ের বিশেষ সাহায্য হইবে, তখন রামানুজ উক্ত রাজার বাটিতে গমন করেন। ৩য়—মৃত্যুকালে পশ্চিম দেশীয় বেদান্তীকে স্বমতে আনিতে শিষ্যগণকে রামানুজের আদেশ। ৪র্থ—শালগ্রামের অধিবাসিগণকে শৈব ও অদ্বৈতবাদী দেখিয়া দাশরথিকে গ্রামের জলাশয়ে পা ডুবাইয়া থাকিবার আদেশ দেন, উদ্দেশ্য—বৈষ্ণবের পাদোদক পান করিয়া তাহারা বৈষ্ণব হইবে ইত্যাদি। এখন এতদ্দ্বারা কাহার মত কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অনুকূল তাহা সুধীগণ বিবেচনা করুন।

কোষ্ঠীবিচার দ্বারা তুলনা

এইবার আমাদের আলোচ্য বিষয়—আচার্যদ্বয়ের কোষ্ঠী। এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের নিকট আচার্যদ্বয়ের আবির্ভাবকালনির্ণয় ব্যতীত ইহাতে কোন বিশেষ লাভ হইবে না, বলিতে হইবে।

প্রথম লাভ—আচার্যদ্বয়ের আবির্ভাব সময়-নির্ধারণে সহায়তা। কারণ, জীবনীকারগণ আচার্যদ্বয়ের যে গ্রহ-সংস্থান প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ গ্রহ-সংস্থান যদি নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আচার্যদ্বয়ের জন্মকাল সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ সংগ্রহ হইল, অথবা আচার্যদ্বয়ের জন্মকাল সম্বন্ধে সন্দেহের মাত্রা আরও একটু কমিল—বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় লাভ—আচার্যদ্বয়ের চরিত্র সম্বন্ধে জীবনীকারগণের মতভেদ মীমাংসা। কারণ, যেখানে জীবনীকারগণ একটি বিষয়ে নানা মতাবলম্বী হইয়াছেন, কোষ্ঠী সাহায্যে তাহার মধ্যে একটি স্থির অথবা তাহার স াসত্য নির্ণয় করা যাইতে পারে।

তৃতীয় লাভ—নূতন বিষয়াবগতি। অর্থাৎ যেসব কথা অপ্রকাশিত, কোন জীবনীকারই যেসব বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই, সেরূপ কোন কোন বিষয়ে হয় তো কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে।

কিন্তু এ কার্যটি যেমন কঠিন তেমনি অনিশ্চিত। কারণ, প্রথমতঃ কোষ্ঠীর উপযোগী উপকরণ পাওয়া যায় না এবং দ্বিতীয়তঃ আচার্যগণের জন্মকাল সম্বন্ধেই নানা মতভেদ বিদ্যমান। রামানুজের জন্ম-সময় বরং কতক স্থির আছে, কিন্তু শঙ্কর সম্বন্ধে অকূল পাথার। রামানুজের জন্ম সম্বন্ধে যতগুলি মতভেদ আছে, তাহাতে ৯৩৮, ৯৩৯, ও ৯৪০ এই তিনটি শকাব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও মতে ইহা আবার উক্ত সময়ের ২০/৩০ বৎসর পরে অনুমিত হয়। শেষ

মতটির প্রবর্তক মাদ্রাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও, এম. এ., বি. এল। যাহা হউক, শঙ্কর সম্বন্ধে কিন্তু এ বিষয় এক বিস্ময়কর-ব্যাপার। কল্যব্দ ৬০৫ হইতে কল্যব্দ ৪৫০২ পর্যন্ত তাঁহার জন্মকাল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। গণনা করিলে উক্ত ৪৫০২-৬০৫ = ৩৮৯৭ বৎসরের ভিতর এই প্রবাদের সংখ্যা প্রায় ২০ কি ২২টি হইবে। সুতরাং কার্যটি যেমন কঠিন তেমনি অনিশ্চিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

শঙ্করাচার্যের সময়নির্ণয়

যাহা হউক, এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে আমাদের দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথম—তাঁহাদের সময় নির্ণয়। দ্বিতীয়—তাঁহাদের জন্ম-পত্রিকা উপকরণ-নির্ণয়। সময় নির্ণয় ও জন্ম-পত্রিকার উপকরণ-নির্ণয়, এক ব্যাপার নহে। কারণ, জন্ম-পত্রিকার নিমিত্ত বিশেষ সময়—যথা ঃ লগ্ন, তিথি, বার, অথবা গ্রহ-সংস্থান জানা প্রয়োজন। কিন্তু সময়-নির্ণয় ব্যাপারে দুই পাঁচ বৎসরের অল্পাধিক্যে কিছু আসিয়া যায় না। যাহা হউক, অগ্রে আমরা শঙ্করের সময়-নির্ণয় ব্যাপারটি আলোচনা করিব, পরে যথাক্রমে অবশিষ্ট বিষয় আলোচনা করিব।

সময়-নির্ণয় সম্বন্ধে আমরা যে পথ অবলম্বন করিতেছি তাহা এই; প্রথম—তাঁহার আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধীয় যে সকল প্রবাদপ্রভৃতি পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে যাহা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত বিরুদ্ধ হইবে না—তাহাই গ্রাহ্য।

দ্বিতীয়— ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রভৃতির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য আমরা—(১) যথাসাধ্য প্রাচীন অর্থাৎ তাঁহার নিজের বা তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য অথবা তাঁহার বিপক্ষগণের পুস্তকাদি গ্রহণ করিব, এবং (২) প্রাচীন ইতিহাস বা প্রাচীন "লেখ" প্রভৃতি অবলম্বন করিব। আচার্যের আবির্ভাব-কাল নির্ণয়ের জন্য আজ অর্ধ শতাব্দীর উপর কত মনীষীই যে কত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আমি এক্ষণে সেই সমুদয় আলোচনা করিয়া এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যাহা সর্বোত্তম সম্ভবপ্রমাণ ও যাহা এখনও নূতন বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহাদের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে প্রথম উপকরণ

এক্ষণে প্রথমতঃ যে প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া আচার্য-শঙ্করের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করিতেছি, তাহা—"মহানুভব সম্প্রদায়ের" "দর্শনপ্রকাশ" নামক একখানি গ্রন্থে উদ্ধৃত "শঙ্কর পদ্ধতি" নামক একখানি গ্রন্থের বচন। এই গ্রন্থ

খানি মরাঠী ভাষায় লিখিত ও ১৫৬০ শকাব্দে রচিত। পরলোকগত লোকমান্য তিলক মহোদয় আমাকে এই সন্ধানটি দেন। বচনটি এই —

"তথা চ শঙ্করপদ্ধতৌ উক্তমস্তি —

গৌড়পাদান্বয়ে জাতঃ শকেন্দ্রে শালিবাহনে।

শ্রীমদেগাবিন্দপাদোসৌ গোবিন্দাচার্য ঈরিতঃ ॥ ১১৬॥

তচ্ছিষ্যঃ শঙ্করাচার্যঃ পাদান্তেন সমীরিতঃ।

দত্তাত্রেয়াদ্ বরং লেভে নিজমার্গপ্রতিষ্ঠিতম ॥ ১১৭॥

স তদ্‌বৎ তোটকং প্রাহ বাক্যং স্বগুরুসংস্তবে।

শালিবাহশকে শ্রীমান্ শঙ্করো যতিবর্ধনঃ ॥ ১১৮॥

অভুবন্নির্জিতা ভট্টাস্তথা প্রভাকরাদয়ঃ।

বেদান্তো যেন লোকেঽস্মিন্ বিততো হি মনস্বিনা ॥ ১১৯॥

যুগ্মপয়োধিরসামিতশাকে রৌদ্রকবৎসর উর্জকমাসে।

বাসব ইজ্য উতাচলমান কৃষ্ণতিথৌ দিবসে শুভযোগে ॥ ১২০॥

শঙ্করলোকমগান্নিজদেহং হেমগিরৌ প্রবিহায় হঠেন।

শঙ্কর নাম মুনির্যতিবর্যো মস্করিমার্গ-করো ভগবৎপাদঃ ॥" ১২১॥

এই বচনে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মতে আচার্যের মৃত্যু-সময় ৬৪২ শকাব্দ পাওয়া যায়। কারণ, যুগ্ম শব্দে ২, পয়োধি শব্দে ৩, রসা বলিতে ১, বুঝায়। কিন্তু রসাতল সপ্ত পাতালের মধ্যে ষষ্ঠ বলিয়া ৬ ধরা যায়। সুতরাং ২৪৬ হইল। "অঙ্কের বাম গতি" এই নিয়মে উহা ৬৪২ শকাব্দ হইল। রসা বলিতে ১ ধরিলে ১৪২ শকাব্দ হয়। কিন্তু ১৪২ শকাব্দে শঙ্করের মৃত্যু হইলে ১১২ শকে জন্ম হয়। ইহা কিন্তু অসম্ভব। কারণ, পরবর্তী কোন প্রমাণই সঙ্গত হয় না, কিন্তু ৬৪২ হইলে তাহা হয়।

এখন ইহা হইতে মাধবাচার্যের মতে আচার্যের জীবিত কাল ৩২ বৎসর বাদ দিলে ৬১০ শকাব্দ হয়। আচার্যের দেশের প্রাচীন ইতিহাস 'কেরলোৎপত্তি" নামক গ্রন্থের মতে আচার্যের জীবিত কাল ৩৮ বৎসর বাদ দিলে ৬০৪ শকাব্দ পাওয়া যায়। এখন তাহা হইলে বলা যায়, আচার্যের আবির্ভাব-কাল ৬০৪ হইতে ৬১০ শকাব্দের মধ্যে হওয়া সম্ভব।

এইবার ইহার সঙ্গে একে একে প্রধান কয়েকটি প্রমাণ মিলাইয়া দেখা যাউক, যদি কোন সন্তোষকর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে দ্বিতীয় উপকরণ

শঙ্করের প্রধান মঠ শৃঙ্গেরী। এক্ষণে সেই শৃঙ্গেরী মঠের কথা আলোচ্য। এই মঠটি অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণগৌরব ও ইহার আচার্যপরম্পরা অবিচ্ছিন্ন। এই শৃঙ্গেরী মঠে প্রবাদ আছে যে, আচার্য শঙ্কর ১৪ বিক্রমার্কাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ২২ বিক্রমার্কাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ৪৬ বিক্রমার্কাব্দে সমাধি লাভ করেন। শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বর ৩০ বিক্রমার্কাব্দে সন্ন্যাস লইয়া ৬৮০ শালিবাহনাব্দে বোধঘনাচার্যকে সন্ন্যাস দিয়া শিষ্য করেন এবং ৬৯৫ শালিবাহনাব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

এখন যদি শৃঙ্গেরীর এই কথার প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, সুরেশ্বর ৩০ বিক্রমার্কাব্দে সন্ন্যাস লইয়া ৬৯৫ শালিবাহনাব্দ পর্যন্ত জীবিত থাকিলে এবং এই বিক্রমার্ক উজ্জয়িনীর আদি বিক্রমাদিত্য হইলে তিনি ৮০০ বৎসর সন্ন্যাস লইয়া জীবিত ছিলেন বলিতে হয়। কারণ, শালিবাহন ও বিক্রমাদিত্যের ব্যবধান ১৩৫ বৎসর। যেহেতু ৫৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে বিক্রমাদিত্যাব্দ বা সম্বৎ আরম্ভ হয় এবং ৭৮ খ্রীস্টাব্দে শালিবাহনাব্দ বা শকাব্দ আরম্ভ হয়। এখন ৩০ সম্বতে বা বিক্রমার্কাব্দে সুরেশ্বর সন্ন্যাস লইলে ১৩৫-৩০ অর্থাৎ সুরেশ্বরের সন্ন্যাসের ১০৫ বৎসর পরে শালিবাহনাব্দ বা শকাব্দ আরম্ভ হয়। সেই শকাব্দের ৬৯৫ অব্দে সুরেশ্বর দেহ ত্যাগ করিলে ১০৫ + ৬৯৫ = ৮০০ বৎসর সুরেশ্বরের সন্ন্যাসজীবন হয়। কিন্তু ঘটনাটি কিছু যেন অসম্ভব। সুরেশ্বর ৮০০ বৎসর জীবিত থাকিলেন, অথচ প্রাচীন কোনও শ্রেণীর কোনও গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিল না! এক দেশে এক জন মহাযোগী মহাজ্ঞানী একস্থানে লোকব্যবহার করিয়া ৮০০ বৎসর জীবিত রহিয়াছেন, অথচ ইহা সে দেশের কোন গ্রন্থাদিমধ্যে বা লোকমুখে প্রবাদাকারে স্থান পাইল না—ইহা কি আশ্চর্যজনক অথবা অসম্ভব ব্যাপার নহে? যে শৃঙ্গেরী মঠের গুরু-পরম্পরা অবিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রথিত; যেখানে প্রবাদ এই যে, শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত শারদাদেবীর কৃপায় অদ্যাবধি কোন মূর্খ আচার্য-সিংহাসন কলুষিত করে নাই, সেই শৃঙ্গেরী মঠের প্রবাদ এরূপ অস্বাভাবিক, ইহা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নহে? ইহা শুনিলেই মনে উদয় হইবে যে, হয়—ইহার ভিতর কোন ভ্রম-প্রমাদ প্রবেশলাভ করিয়াছে, অথবা আচার্যকে প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করিয়া সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মঠের কেহ ঐরূপ করিয়াছেন।

আমি আজ চারি পাঁচ বৎসর পূর্বে একবার শৃঙ্গেরী যাই: এবং তথায় অনুসন্ধানে যাহা জানিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, ইহাতে তত্রত্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের কোন অভিসন্ধি থাকা সম্ভবপর নহে। ইহাতে আচার্যকে প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য নাই। আমি যখন তত্রত্য তদানীং বর্তমান শঙ্করাচার্যকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, তখন তিনি সরল ভাবে বলিলেন, "ইহা আমার পরম-গুরুদেব, মঠের প্রাচীন গলিতপ্রায় বহু হিসাব পত্রের কাগজ হইতে আবিষ্কার করেন এবং পরে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যান। সুরেশ্বরাচার্যের ৮০০ শত বৎসর স্থিতির কথা আমরা শুনি নাই এবং কোন গ্রন্থাদি বা অন্য কোন কাগজ পত্রে দেখিতে পাই না। তবে যখন হিসাবে ঐরূপ প্রমাণ হয়, তখন হয় তো তিনি যোগবলে অত দিনই জীবিত ছিলেন। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, আমবা কিছুই বলিতে পারি না।" বর্তমান শঙ্করাচার্য এ কথার সত্যতার জন্য আগ্রহ না কবায়, আমাব মনে হইল ইহার ভিতর কৃত্রিমতা নাই, ইহার ভিতর সম্ভবতঃ গুরুর গৌরব-ঘোষণার বাসনা নাই, নিশ্চয় ইহার ভিতব কোন রহস্য আছে।

অতঃপব পণ্ডিত বালগঙ্গাধব তিলকেব সহিত দেখা হয়। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিলেন যে, "শৃঙ্গেরীর উক্ত প্রবাদ আমিও শুনিয়াছি, আমার বোধ হয়, শৃঙ্গেরীর লোকে যখন ওরূপ অসম্ভব কথা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তখন, এ বিক্রমার্করাজা চালুক্যবংশের বহু বিক্রমার্ক নামধেয় রাজার মধ্যে কোন রাজা হইবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ তখন হইতে আমি ইহার সঙ্গতির আশা করিতে লাগিলাম এবং পবিশেষে চালুক্যরাজ "প্র ম বিক্রমাদিত্যকেই" শৃঙ্গেরী মঠোক্ত বিক্রমার্ক বলিয়া বুঝিলাম। শৃঙ্গেরী মঠের উক্ত তালিকাতে দেখা যায়, প্রথম বিক্রমার্কাব্দ-সাহায্যে শঙ্করের জন্ম, তাঁহাব সন্ন্যাস, সুরেশ্বরের সন্ন্যাস এবং শঙ্করের সমাধিকালের পরিচয় আছে, কিন্তু তৎপরেই শালিবাহনাব্দে সুরেশ্বরের শিষ্য বোধঘনাচার্যের সন্ন্যাস ও সুরেশ্বরেব নিজেব সমাধিকালের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ইহা দেখিলেই বেশ বোধ হয় যে, চালুক্যরাজগণের অধীন শৃঙ্গেরী ছিল বলিয়া তদ্দেশীয় বহু লোক বা শৃঙ্গেরীর কর্মচারিগণ প্রথমতঃ উক্ত বিক্রমার্করাজের অব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার প্রতিভা শালিবাহনের প্রভাবকে নিষ্প্রভ করিতে পারে নাই: এজন্য সুরেশ্বরের শেষ-জীবনেই পুনরায় শালিবাহন অব্দই ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ চালুক্যরাজ "প্রথম বিক্রমাদিত্যে"র প্রভাব যে ভাবে বিস্তার হইতেছিল, তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদির সময়

আর সে ভাব ছিল না। পশ্চিম দিকে রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজগণ এবং দক্ষিণ দিকে পল্লববংশীয় রাজগণ তখন নিজ নিজ সার্বভৌমত্ব স্থাপনের জন্য প্রাণপণ করিতেছিলেন। সুতরাং সহসা এরূপ অব্দ-পরিবর্তন অসম্ভব নহে। ইহাতে যদি কৃত্রিমতা থাকিত, তাহা হইলে ইহার রচনাকর্তা বরং শঙ্করের প্রাচীনত্ব রক্ষা করিবার জন্য সুরেশ্বরের পর কতকগুলি কল্পিত নাম বসাইয়া দিতে পারিতেন। বস্তুতঃ আমরা ইহারও দৃষ্টান্ত পাইয়াছি। যেহেতু শৃঙ্গেরীর গদি লইয়া বিবাদে কুড়লি মঠে এইরূপ তালিকা নির্মিত হইয়াছে। এ বিবাদ অধিক দিনের কথা নহে। মনে হয়, দুই একশত বৎসরের ভিতরেই এই বিবাদ হইয়াছিল। আর কুড়লি মঠের তালিকাতে শঙ্করের জন্মকাল শকীয় দ্বিতীয় শতাব্দই উক্ত হইয়াছে দেখা যায়।

তাহার পর চালুক্যবংশীয় বিক্রমার্ককে এজন্য গ্রহণ করিবার অন্য হেতুও আছে। ইহা শঙ্কর-শিষ্য সুরেশ্বরের শিষ্য সর্বজ্ঞাত্ম মুনির নিজ গ্রন্থরচনাকালের ইঙ্গিত। কারণ, ইনি স্বপ্রণীত "সংক্ষেপ-শারীরক" নামক গ্রন্থের শেষে মনুকুলের এক আদিত্য রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"শ্রীমত্যক্ষতশাসনে মনুকুলাদিত্যে ভুবং শাসতি" ইত্যাদি

অর্থাৎ যে সময়ে শ্রীমান অক্ষতশাসন মনুকুলাদিত্য পৃথিবী শাসন করিতেছেন সেই সময় আমি এই গ্রন্থ রচনা করিলাম; ইত্যাদি। অবশ্য এখানে "আদিত্য" শব্দকে বিশেষণ পদ ও "মনুকুল" শব্দে সাধারণ মানব জাতি বলিলেও চলিতে পারে। আর তাহা হইলে "শ্রীমতি" পদে শ্রীযুক্ত যিনি তাঁহাকে বুঝাইবে। কেহ কেহ "শ্রীমতি" পদ হইতে রাষ্ট্রকূট বংশের কৃষ্ণরাজকে লক্ষ্য করেন। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রথা স্মরণ করিলে "মনুকুলাদিত্য" পদে মানবগণমধ্যে আদিত্যস্বরূপ আদিত্যরাজাও বুঝিতে পারা যায়। কারণ প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্রায়ই এরূপ স্থলে দ্ব্যর্থঘটিত শব্দদ্বারা একসঙ্গে নাম প্রকাশ এবং তাঁহার গুণপ্রভৃতির কীর্তন করিতেন। তাহার পর প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ, পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপালভাণ্ডারকারেরও ইঙ্গিত যে, "মনুকুল" পদদ্বারা চালুক্য-বংশ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ কেবল "চালুক্য" এবং আর দুই একটি রাজবংশ তাঁহাদের প্রদত্ত শিলা-লিপিতে "মানবগোত্রসম্ভূত" এই জাতীয় শব্দদ্বারা নিজ নিজ বংশপরিচয় দিতেন। এখন এই আদিত্য, চালুক্য বংশের বিক্রমাদিত্যগণ হইতে তাহা হইলে কোন বাধা হইবে না। "শ্রীমতি" পদদ্বারা কৃষ্ণরাজকে গ্রহণ করিলে "শ্রীমতি" শব্দের অর্থমাত্র সহায় হয়, কিন্তু আদিত্য রাজা অর্থ করিলে

"আদিত্য" শব্দ ও তাহার অর্থ উভয়ই সহায় হয়। স্বর্গীয় পণ্ডিত ভাণ্ডারকারও এই অর্থই করিয়াছেন।

তাহার পর আর এক কথা। উক্ত চালুক্য "প্রথম বিক্রমার্কের" 'আদিত্য' নামে এক ভ্রাতাও ছিলেন। এই আদিত্য রাজা অনেকের মতে বিক্রমার্কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কোনও মতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং ইনি জ্যেষ্ঠের বা কনিষ্ঠের রাজ্যের দক্ষিণাংশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। শৃঙ্গেরী ইহারই রাজ্যের অন্তর্গত। অতএব ইনিও এই আদিত্য হইতে পারেন।

আবার বিক্রমার্কের পুত্র-পৌত্রাদিও "বিনয়াদিত্য", "বিজয়াদিত্য" ও "দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য" নামে অভিহিত হইতেন। সকলেরই নামের শেষে "আদিত্য" শব্দ আছে। এখন এজন্য যদি আদিত্য শব্দে আদিত্য-উপাধিধারী রাজগণ ধরা যায়, তাহা হইলে "বিজয়াদিত্য" বা "বিনয়াদিত্যকে"ও বুঝাইতে পারে।

অবশ্য এস্থলে আদিত্য-শব্দে "প্রথম বিক্রমাদিত্যের" ভ্রাতা "আদিত্য রাজা' অথবা "বিজয়াদিত্য" অথবা "বিনয়াদিত্য" কিংবা "দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য" কে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা সুরেশ্বরের শিষ্য সর্বজ্ঞাত্ম মুনির সময়ের উপর নির্ভর করে। তবে তিনি যেহেতু শঙ্করের প্রশিষ্য, সেইহেতু তিনি "প্রথম বিক্রমাদিত্যের" সময় গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাহা স্থির। কারণ শঙ্করেরই জন্ম ১৪ বিক্রমার্কাব্দে হয় এবং ইনি তাঁহার প্রশিষ্য। যাহা হউক, এমত স্থলে যদি আমরা শৃঙ্গেরীর ১৪ বিক্রমার্কাব্দকে চালুক্য "প্রথম বিক্রমার্ক" রাজার অব্দ ধরি, তাহা হইলে সকল দিকই রক্ষা করা যাইতে পারে।

এখন আমরা দেখিতে পাই এই "প্রথম বিক্রমাদিত্যের" অভিষেককাল বার্ণেল সাহেবের মতে ৬৭০ খ্রীস্টাব্দে। অবশ্য ফ্লীট সাহেব ইহাকে ৬৫৫ খ্রীস্টাব্দ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা যে অনিশ্চিত ও কল্পনা মাত্র, তাহা আমি আমার শঙ্করাচার্য নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য বার্ণেল সাহেবের কথা লইয়া ৬৭০ খ্রীস্টাব্দেই বিক্রমার্কের রাজ্যাভিষেককাল স্বীকার করিয়া ৬৭০ খ্রীস্টাব্দে শৃঙ্গেরীর প্রবাদানুসারে ১৪ বিক্রমার্ক অব্দ যোগ করিলে ৬৮৪ খ্রীস্টাব্দ বা ৬০৬ শকাব্দ পাওয়া যায়। আর এরূপ করিলে সুরেশ্বরের সন্ন্যাসী জীবন ৮০০ শত বৎসর না হইয়া কেবল ৭৩ বৎসর মাত্রে পরিণত হয়। যেহেতু ৬৭০ খ্রীস্টাব্দ "বিক্রমাদিত্য প্রথমের" রাজ্যাভিষেককাল হওয়ায় ৬৭০ + ৩০ = ৭০০ খ্রীস্টাব্দে সুরেশ্বরের সন্ন্যাসকাল হয় এবং ৬৯৫

শালিবাহনাব্দ অর্থাৎ ৬৯৫ + ৭৮ = ৭৭৩ খ্রীস্টাব্দ সুরেশ্বরের মৃত্যুকাল হওয়ায় সুরেশ্বরের সন্ন্যাসজীবন ৭৭৩-৭০০ = ৭৩ বৎসর হয়। এখন সুরেশ্বর যদি ১২০ বৎসর বাঁচেন তবে ১২০-৭৩ = ৪৭ বৎসরে তিনি ১৬/১৭ বৎসরের বালক শঙ্করের নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন বলিতে হয়। বস্তুতঃ সুরেশ্বর শঙ্করের বৃদ্ধ শিষ্য এরূপ প্রবাদই প্রবল। যাহা হউক, ইহা মনুষ্যোচিত আয়ু বলিতে পারা যায়। সুতরাং শৃঙ্গেরীর প্রবাদ অনুসারে শঙ্করের জন্ম ৬০৬ শকাব্দ এবং কেরলোৎপত্তির কথার সহিত শঙ্করপদ্ধতির উক্তি মিলাইলে আচার্যের জন্ম ৬০৪ শকাব্দ, এবং মাধবের শঙ্করবিজয়ের সহিত শঙ্করপদ্ধতির বচনটি একত্র করিলে আচার্যের আবির্ভাবকাল ৬১০ শকাব্দ পাওয়া যায়। ফলে সবগুলি একত্র করিলে ৬০৪ শকাব্দ হইতে ৬১০ শকাব্দের মধ্যে আচার্যের জন্ম—একথা আমরা বলিতে পারি। বস্তুতঃ সমুদয় প্রমাণ আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে এই প্রমাণটি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে তৃতীয় উপকরণ

শঙ্কর নিজভাষ্যমধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপে কতিপয় রাজার নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে পূর্ণবর্মা নামটি হইতে অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি যেভাবে এই রাজার নাম করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় এ রাজা তখনও জীবিত ছিলেন, অথবা অল্পদিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার কীর্তিকলাপ লোকে বিস্মৃত হয় নাই। তাহার পর চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্গও এক পূর্ণবর্মা রাজার নাম করিয়াছেন। তিনিও যেন তখনও জীবিত ছিলেন অথবা আরও অল্পদিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। হুয়েনসাঙ্গ ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ছিলেন এবং শঙ্করের নাম করেন নাই। শঙ্কর হুয়েনসাঙ্গের পূর্বে হইলে হুয়েনসাঙ্গ যে শঙ্করের মত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম করিবেন না—ইহা যেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, হুয়েনসাঙ্গের সময় কুমারিল তো ছিলেন, তাঁহার নামও তো হুয়েনসাঙ্গ করেন নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, হুয়েনসাঙ্গ বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই কুমারিলের দল। বস্তুতঃ, কুমারিল অপেক্ষা শঙ্করের কীর্তি অধিক। সুতরাং বলা চলে শঙ্কর ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে নহেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের ইতিহাসে অন্য একজন পূর্ণবর্মার নামও পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সময় ঠিক জানা যায় নাই। তবে তাঁহার প্রদত্ত লিপি হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে তিনি খ্রীস্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর লোক হইবেন। অতএব শঙ্কর ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে নহেন।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে চতুর্থ উপকরণ

ইৎসিঙ্গ নামে আর একজন চীন-পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণ করিয়া ৬৯১ হইতে ৬৯২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে একখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে (ক) প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি তাঁহার ৪০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৬৫১/৫২ খ্রীস্টাব্দে এবং (খ) জয়াদিত্য ৩০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৬৬১/৬২ খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এখন এই ভর্তৃহরির বাক্য কুমারিল উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কুমারিলের 'মত' শঙ্কর এবং তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বর খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর ৬৬১/৬৬২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে নহেন। তাহার পর উক্ত 'জয়াদিত্য', 'বামনের' সহিত একযোগে পাণিনি ব্যাকরণের কাশিকা নামে এক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন এবং কুমারিল আবার তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং এতদ্দ্বারাও শঙ্কর ৬৬১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে যাইতে পারেন না। প্রাচীন শঙ্করবিজয়ে এই ভর্তৃহরিকে ভদ্রহরি এবং ঔপনিষদ সম্প্রদায়ের আচার্য বলা হইয়াছে। শঙ্কর বৃহদারণ্যকভাষ্যে ভর্তৃপ্রপঞ্চের নাম করিয়াছেন। এই ভর্তৃপ্রপঞ্চ ভর্তৃহরির উক্ত উপনিষদ্‌ভাষ্যবিশেষ। অতএব শঙ্কর ৬৬১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে নহেন।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে পঞ্চম উপকরণ

মাধবের শঙ্করবিজয় মতে (ক) মণ্ডনের এক নাম উম্বেকাচার্য; (খ) মণ্ডন কুমারিলের শিষ্য, (গ) শঙ্করের সহিত কুমারিলের মৃত্যুকালে দেখা হয় এবং (ঘ) মণ্ডন শঙ্করের শিষ্য হইয়া সুরেশ্বরের নামে অভিহিত হন। কিন্তু পোরবন্দরনিবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিত শঙ্কর-পাণ্ডুরঙ্গ এক প্রাচীন হাতের লেখা মালতীমাধব গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার তৃতীয় অঙ্কের শেষে লেখা আছে যে, উহা কুমারিলশিষ্যকৃত, ৬ষ্ঠ অঙ্কের শেষে আছে কুমারিলশিষ্য উম্বেকাচার্য-কৃত এবং দশম অঙ্কের শেষে আছে কুমারিলশিষ্য ভবভূতি বিরচিত, ইত্যাদি।

ইহা হইতে মনে হয় ভবভূতিই উম্বেকাচার্য নামেও কোন সময়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ, মালতীমাধব যে একাধিক ব্যক্তির দ্বারা রচিত নহে, প্রত্যুত ভবভূতির দ্বারাই যে রচিত তাহাই প্রসিদ্ধ। তাহার পর ইহা হইতে আর একটি কথা পাওয়া যায় যে, উম্বেকাচার্য কুমারিলের শিষ্য। এদিকে "ভাবনা বিবেক" নামক মণ্ডনের যে গ্রন্থ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝাঁ মহোদয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার টীকাকার উম্বেকাচার্য। সুতরাং মণ্ডন উম্বেকাচার্য নহেন। পরন্তু ভবভূতিই উম্বেকাচার্য। এখন এই ভবভূতিকে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য ৬৯৯ হইতে ৭৩৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর লইয়া যান। সুতরাং কুমারিল ৬৯৯ হইতে

৭৩৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বার্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলা যায়। আর শঙ্কর ঐ কুমারিলের 'মত' খণ্ডন করেন এবং কুমারিলের শিষ্যই মণ্ডন বলিয়া তিনিও ঐ সময়ের অধিক পূর্বে বা পরে আবির্ভূত হইতে পারেন না। আব তাহা হইলে যাঁহারা স্বর্গীয় পণ্ডিত কে. বি. পাঠক প্রভৃতির মতানুসারে শঙ্করকে ৭৮৮ হইতে ৮২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত বলেন তাঁহাদের কথা গ্রহণযোগ্য নহে।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে ষষ্ঠ উপকরণ

(ক) শঙ্কর ও সুরেশ্বর কুমারিলের মত খণ্ডন করিয়াছেন। (খ) কে. বি. পাঠক মহোদয় দেখাইয়াছেন—কুমারিল জৈনসাধু অকলঙ্কের 'মত' খণ্ডন করিয়াছেন। (গ) অকলঙ্কের শিষ্য বিদ্যানন্দ নিজ গ্রন্থ অষ্টসাহস্রীতে সুরেশ্বরের বৃহদারণ্যক-ভাষ্য বার্তিকের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। (ঘ) বিদ্যানন্দ জৈন-গুরু-পরম্পরা বা দিগম্বরীর পট্টাবলী মতে ৭৫১ খ্রীস্টাব্দে আচার্য-পদে আরোহণ করেন ও ৩২ বৎসর ৪ দিন অর্থাৎ ৭৮৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সেই পদে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সুতরাং ৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্তিক রচিত হইয়াছিল আব তাহা হইলে শঙ্কর ৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বের লোক হন। ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে আর তাঁহার জন্ম হইতে পারে না।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে সপ্তম উপকরণ

(ক) ১০৫০ শকের রাষ্ট্রকূটবংশীয় এক রাজার শিলালেখ অনুসারে "অকলঙ্ক", সাহসতুঙ্গ-রাজার সভাসদ্ ছিলেন। এক্ষণে (খ) অন্য আর এক প্রাচীন শিলালেখানুসারে দেখা যায়, উক্ত সাহসতুঙ্গ রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তীদুর্গের অপর নাম, এবং (গ) দন্তীদুর্গের প্রদত্ত এক খানি শিলালেখের সময় ৬৭৫ শকাব্দ বা ৭৫৩ খ্রীস্টাব্দ। সুতরাং বলা চলে শঙ্কর ৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের সন্নিহিত কালে জীবিত ছিলেন। ইহাতেও ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইতে পারে না।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে অষ্টম উপকরণ

শঙ্কর সূত্রভাষ্যে যেখানে জৈনমত খণ্ডন করিয়াছেন, সেখানে বাচস্পতি মিশ্র সমন্তভদ্রের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় শঙ্করের লক্ষ্য ছিল উক্ত সমন্তভদ্রের বচন। এই সমন্তভদ্র অকলঙ্কের পূর্ববর্তী, অকলঙ্ক ইঁহারই গ্রন্থের টীকাকার। অতএব কুমারিল অকলঙ্কের বাক্য খণ্ডন করেন নাই, কিন্তু সমন্তভদ্রেরই মত খণ্ডন করিয়াছেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত কে. বি. পাঠক মহোদয় ভিয়েনার নবম ওরিয়েণ্টাল কংগ্রেসে বলিয়াছেন যে, কুমারিল

অকলঙ্কের মত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। কিন্তু অকলঙ্কের গুরু সমন্তভদ্রের মত খণ্ডন করায় তিনি ঐরূপ কল্পনা করিতে পারিয়াছেন বোধ হয়। বস্তুতঃ, কুমারিল অকলঙ্কের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহা ঠিক দেখাইতে পারেন নাই। আর তাহা হইলে শঙ্কর ৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের যথেষ্ট পূর্ববর্তী—ইহাই সিদ্ধ হয়।

শঙ্করের সময় নির্ণয়ে নবম উপকরণ

শঙ্কর নিজ-গ্রন্থে "স্রুঘ্ন" ও "পাটলীপুত্রে"র দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অবশ্য এই দৃষ্টান্ত পাণিনির পতঞ্জলি ভাষ্যেও দেখা যায়। কিন্তু যখন অন্য প্রসঙ্গে শঙ্কর স্বয়ং এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতেছেন, তখন শঙ্করের সময় উক্ত দুইটি নগরীর অস্তিত্ব যে ছিল, তাহা সম্ভব। এখন আমরা চীনদেশীয় পুরাতত্ত্ববিদ মাতোয়ালিনের গ্রন্থে দেখিতে পাই, উক্ত পাটলীপুত্র ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গার জল-প্লাবনে বিনষ্ট হয়। সুতরাং বলা চলে—শঙ্কর বিনষ্ট পাটলীপুত্রের দৃষ্টান্ত না দিয়া তৎকালে বিদ্যমান পাটলীপুত্রেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এজন্য তিনি ৭৫০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, এইরূপই সম্ভব। অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, এই দৃষ্টান্ত মহাভাষ্যে আছে। শঙ্কর তাহারই অনুবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু অপ্রসিদ্ধের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অস্বাভাবিক।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে দশম উপকরণ

শ্রীকণ্ঠ নামক এক পণ্ডিত তাঁহার "যোগ-প্রকাশ" নামক এক পুস্তকে শঙ্করের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গ্রন্থ-শেষে নিজ সময় ৬৯০ শকাব্দ লিখিয়াছেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা শঙ্কর ৬৯০ শকাব্দ বা ৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের পর নহেন বা ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ তাঁহার জন্মকাল নহে—ইহাই প্রমাণিত হয়। ইহা স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক ধারবার নগরে এক ব্রাহ্মণগৃহে উক্ত পুস্তকমধ্যে দেখিয়াছিলেন এবং এ কথা তিনি আমাকে স্বয়ং বলিয়াছিলেন।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে একাদশ উপকরণ

জিনসেন ৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের পরে হরিবংশ রচনা করেন। ইনি বিদ্যানন্দ প্রভৃতির নাম করিয়াছেন। বিদ্যানন্দ সুরেশ্বরের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর ৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের পরে নহেন। অর্থাৎ ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার যে জন্ম তাহা হইলে তাহা অসম্ভব।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে দ্বাদশ উপকরণ

শঙ্কর উপদেশসহস্রী গ্রন্থ মধ্যে ধর্মকীর্তিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা টীকাকার

রামতীর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্মকীর্তি কুমারিলের ভ্রাতুষ্পুত্র ও তিব্বতরাজ স্রোংশাঙ্গাম্পোর সমসাময়িক—ইহা স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার গবেষণা-গ্রন্থে লিখিয়াছেন। এই তিব্বতরাজ খ্রীস্টীয় ৭ম শতাব্দীর লোক। সুতরাং শঙ্কর তৎপূর্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহার পর সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যাতেও ভামতীমধ্যে ধর্মকীর্তির বাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব শঙ্কর ৭ম শতাব্দীর ধর্মকীর্তির পূর্ববর্তী হইতে পারেন না।

শঙ্করের সময়নির্ণয়ে ত্রয়োদশ উপকরণ

শঙ্কর-ভাষ্যাদির মধ্যে বলবর্মা, কৃষ্ণগুপ্ত, রাজ্যবর্মা এবং পূর্ণবর্মা রাজার নাম আছে। বলবর্মা নামে একাধিক রাজা ছিলেন; সুতরাং এতদ্দ্বারা সময় স্থির হয় না। আমাদের নির্দিষ্ট সময়েও একজন বলবর্মা ছিলেন। কৃষ্ণগুপ্ত যদি বিষ্ণুগুপ্ত হন তবে অনৈক্য হয় না। কৃষ্ণগুপ্ত নাম ঠিক তৎপূর্বে পাওয়া যায় না। রাজ্যবর্মা হুয়েনসাঙ্গের সমসাময়িক হর্ষবর্ধনের ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন হইবেন। কারণ, রাজ্যবর্মা নামে কোন রাজা পাওয়া যায় না এবং রাজ্যবর্মার অত্যধিক দানের সহিত পূর্ণবর্মার অল্প দানের তুলনা করা হইয়াছে বলিয়া ইহারা সমসাময়িক বলিয়াই বোধ হয় এবং পূর্ণবর্মা হুয়েনসাঙ্গের উক্ত বৌদ্ধ অশোকবংশীয় শেষ রাজা হওয়াই সম্ভব হয়। আর তাহা যদি হয় তবে শঙ্কর ৬৫০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কিছুতেই যাইতে পারেন না।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত অনিশ্চিত বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। তবে উক্ত দ্বাদশটি বিষয় একত্র করিলে, পূর্বোক্ত 'মহানুভব' সম্প্রদায়ের উদ্ধৃত বচনোক্ত সময়ের সহিত অনৈক্য হয় না।

প্রচলিত ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে শঙ্করের জন্ম—প্রবাদটির মূল স্বর্গীয় পণ্ডিত কে. বি. পাঠক মহোদয়ের আবিষ্কৃত একখানি ৩/৪ শত বৎসরের পূর্বের অক্ষরে লেখা তিন পাতার পুঁথি। আর আমাদের অবলম্বিত মূলটি চারি শত বৎসরের পুস্তকের উদ্ধৃত প্রামাণিক বচন, জৈন-পট্টাবলী, শৃঙ্গেরী মঠের সুরেশ্বরের সময় ও মাধবের বর্ণনা প্রভৃতি। এ সকলই ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে বা সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে শঙ্করের জন্ম হইলে কিছুতেই মিলে না। কিন্তু আমাদের অবলম্বিত বক্ষ্যমাণ ৬৮৬ খ্রীস্টাব্দ হইলে মিলিয়া যায়। শৃঙ্গেরীর প্রবাদে কৃত্রিমতা নাই, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। আর ইহার প্রামাণ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক। অন্য সকল মঠের তালিকা যে কৃত্রিম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর সেজন্য সেসব মঠের সময়ও

বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহা আমি সেই মঠে যাইয়া বিশেষভাবেই আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক এজন্য চারি শত বৎসর পূর্বে অন্য সম্প্রদায়কর্তৃক প্রমাণরূপে গৃহীত শঙ্করপদ্ধতির বচন যে, অন্য সকল প্রকার বচন হইতে প্রবল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ বচনটি অন্য সম্প্রদায়, চারি শত বৎসর পূর্বে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করায়, শঙ্করের নিজ সম্প্রদায়ের গৃহীত "নিধিনাগে-ভবহ্ন্যব্দে" অর্থাৎ "৭৮৮" খ্রীস্টাব্দে প্রভৃতি অপর সকল বচন হইতে উত্তম। কারণ, শঙ্করের নিজ সম্প্রদায়ের লোক, নিজ আচার্যকে প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন এবং চারি শত বৎসর পূর্বে তাঁহার নিজ সম্প্রদায়, তাঁহার সময়-বোধক অন্য কোনও শ্লোক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেন কি না, তাহা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নাই। শৃঙ্গেরী মঠে যাহা গৃহীত, তাহাতে শঙ্কর-পদ্ধতির বচনের সহিতই ঐক্য হয়। সুতরাং আমাদের গৃহীত মূলটি অন্য সকল মূল হইতে শ্রেষ্ঠ মনে হয়।

জ্যোতিষবলে শঙ্করের জন্ম অব্দ নির্ণয়

এখন বিচার্য ৬০৪ হইতে ৬১০ শকাব্দ। এই ৭ বৎসরের মধ্যে কোন্ বৎসর আচার্যের জন্মকাল? আমরা এস্থলে পুনরায় যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহা পূর্ব হইতেই বলা ভাল। প্রথম—আচার্যের জীবনীকারগণ যে গ্রহসংস্থান বা তিথি-নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ইহার মধ্যে যে বৎসরে সম্ভব হইবে, সেই বৎসর তাঁহার জন্ম বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। এবং দ্বিতীয়—ভিন্ন ভিন্ন গ্রহসংস্থানাদির বর্ণনা থাকায়, যাহা জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে আচার্যের মহত্ত্বের পরিচায়ক হইবে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব।

যদি কেহ বলেন যে, এরূপে আচার্যকে বড় করিবার ইচ্ছা আমাদিগকে অসত্য পথে পরিচালিত করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, যতক্ষণ বিপরীত সত্য না জানা যায়, ততক্ষণ তাঁহাকে সাধারণ মানব প্রমাণ করিবার প্রবৃত্তিও সমান দোষাবহ। মহৎকে মহৎ বলায় ক্ষতি নাই, বরং না বলায় ক্ষতি আছে। আজ যাঁহাকে ভারতের অধিকাংশ লোক ভগবদবতারের ন্যায় পূজা করে, সুদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণও যাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করেন, তাঁহাকে মহৎ বলিলে কি মিথ্যাভিসন্ধি হইতে পারে?

যাহা হউক এই পথে অগ্রসর হইলে দেখা যায় যে, আচার্যের জীবনীকারগণের মধ্যে মাধবাচার্য সদানন্দ ও চিদ্বিলাস যতি আচার্যের জন্মকালীন গ্রহসংস্থান বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাধবের মতে রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং

শনি এই চারিটি গ্রহ, এবং সদানন্দের মতে পাঁচটি গ্রহ উচ্চস্থ ছিল; কিন্তু কোন্ পাঁচটি তাহা বর্ণিত হয় নাই। চিদ্বিলাসের মতেও তাহাই। তবে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আর্দ্রা নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে আচার্যের জন্ম হয়। তাহার পর, এই চিদ্বিলাস যতিকে মাধবাচার্যের টীকাকার—ধনপতি সূরী আচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এজন্য মনে হয়, চিদ্বিলাসের কথায় অধিক আস্থা স্থাপন করিলে অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং উক্ত ৬০৪ হইতে ৬১০ এর মধ্যে যে বৎসর সর্বাপেক্ষা অধিক গ্রহ উচ্চস্থ হইবে, আমরা সেই বৎসরটি গ্রহণ করিব।

শঙ্করের জন্মমাস নির্ণয়

তাহার পর আচার্য শঙ্করের জন্মমাস বিচার্য। এ বিষয়েও নানা মতভেদ শুনা যায়। কেহ বলেন—চৈত্র মাস শুক্লা দশমী, কেহ বলেন—বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী, কেহ বলেন—বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া, কেহ বলেন—শ্রাবণী পূর্ণিমা। আবার কাহারও মতে তাহা চতুর্দশী , আমরা এস্থলে বৈশাখ মাস গ্রহণ করিয়া জন্মপত্রিকা নির্মাণ করিতেছি কারণ, চৈত্রমাস হইলে রবি উচ্চস্থ হয় না। মলমাস হইলে যদিচ সম্ভব হয়, কিন্তু তাহাতেও মেষের ১০ অংশের নিকটবর্তী হওয়া বড় সম্ভব হয় না। মেষের ১০ অংশ রবির সুউচ্চস্থান। ইহার নিকট রবি যাঁহার কোষ্ঠীতে থাকিবেন, তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী হইয়া থাকেন। চৈত্রমাসে ইহা এক প্রকার অসম্ভব, পরন্তু বৈশাখেই সম্ভব। সুতরাং আচার্যের মহত্ত্বানুকূল এই বৈশাখ মাসই আমরা গ্রহণ করিব।

''কেরল উৎপত্তি''র মতে শ্রাবণী-পূর্ণিমা লইলে রবি সম্ভবতঃ সিংহে আসিতে পারেন। কিন্তু রবি সিংহস্থ অপেক্ষা রবি মেষস্থই উত্তম। মেষে রবি থাকিলে শুক্র বলবান হন, সিংহে রবি থাকিলে বুধ বলবান হন, এবং বুধ ও শুক্রের তুলনা করিলে শুক্রই শুভ গ্রহ বলিতে হইবে। এজন্য আমরা বৈশাখ মাসই গ্রহণ করিব।

শঙ্করের জন্মতিথি নির্ণয়

তাহার পর, তিথি বিচার। ইহাতে দেখা যায়— শুক্লা তৃতীয়া, পঞ্চমী, দশমী, কৃষ্ণা চতুর্দশী এবং পূর্ণিমা এই পাঁচটি মতান্তর রহিয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ণিমা-পক্ষে, শ্রাবণী পর্নিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রাবণী পূর্ণিমাতে কুম্ভরাশি ও বৈশাখী পূর্ণিমাতে তুলা রাশি হয়। ইহা বস্তুতঃ চন্দ্রের উচ্চ স্থান নহে। অধিক কি, তুলা রাশি চন্দ্রের নীচ স্থান বৃশ্চিকের নিতান্ত সন্নিহিত হওয়ায়, মাত্র ১০ কলা বলবান হয়। আর ইহাতে চিদ্বিলাসোক্ত ৫টি গ্রহের তুঙ্গত্বের আশা আরও সুদূর-পরাহত হয়। বৈশাখী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে আরও মন্দ। কারণ, ইহাতে

চন্দ্র নীচস্থ হন। এখন বৈশাখী শুক্লা দশমী, পঞ্চমী ও তৃতীয়ার মধ্যে এক বৈশাখী তৃতীয়াই চন্দ্রতুঙ্গীর সহায়। এজন্য আমরা শুক্লা তৃতীয়া তিথিই গ্রহণ করিলাম। অবশ্য পক্ষবল ও স্থানবলের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে পক্ষবলই বলবান। কিন্তু স্থানবলে বলী হইলে জীবনের ঘটনা অনেক মিলিবে। ইহা পরেও আলোচিত হইবে। তবে একটু সূক্ষ্ম এই যে, বৈশাখ মাসে চন্দ্র বৃষে থাকিলে যে ফল হইবে, তাহা বৈশাখ মাসে চন্দ্র তুলায় থাকা অপেক্ষা বড় মন্দ নহে। প্রথম পক্ষের জাতক অন্তরে যত মহৎ হয়, বাহিরে তত প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয় পক্ষের জাতক যতটা মহত্ত্ব প্রকাশ করে, অন্তরে তত মহৎ হয় না। তুঙ্গ চন্দ্র রবি-জ্যোতি না পাইয়া প্রকাশিত হন না। আর তুলার চন্দ্র রবিতেজে প্রকাশিত হন, কিন্তু স্বয়ং অন্তরে দুর্বল থাকেন। সুতরাং ফল হইল এইরূপ যে, একজন দুর্বল ব্যক্তি তাহার বল যথাসাধ্য প্রকাশ করিল, আর একজন সবল ব্যক্তি তাহার বল যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে পারিল না। এস্থলে প্রকৃত মহত্ত্ব তথাপি সবল ব্যক্তির, দুর্বলের নহে। লোকে দুর্বল অপেক্ষা সবলকেই প্রশংসা করে। এখন কর্কট-লগ্নে চন্দ্র বৃষে থাকায় উহা আয়ভাবাপন্ন হইল, তাহার ফলে শঙ্করের আয় হইবার সম্ভাবনা থাকিয়াও হইল না। বস্তুতঃ তিনি অর্থাদি গ্রহণ করিলে তিনি তাহা যথেষ্ট পাইতে পারিতেন। এই জন্যই আমরা শুক্লা তৃতীয়ার পক্ষই গ্রহণ করিলাম।

চিদ্বিলাসের গ্রন্থে আর্দ্রা নক্ষত্র কথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আর্দ্রা নক্ষত্রে চন্দ্র তুঙ্গী হন না। বৃষরাশি না হইয়া মিথুনরাশি হয়। এজন্য আমরা এ অংশে চিদ্বিলাসের কথাও ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাহার পর শৃঙ্গেরী ও দ্বারকা মঠের প্রচলিত প্রবাদ সহ মিলও থাকে না। কারণ, তদবধি উক্ত মঠে শুক্লা পঞ্চমী তিথিই আচার্যের জন্মতিথি বলিয়া উৎসব হয়। অবশ্য দ্বারকামঠের কথা অপ্রমাণ। কারণ, ইহা বহুদিন যাবৎ নামমাত্রে পর্যবসিত ছিল, উৎসবাদি হইত না, শুনা যায়। আর ঐ বৎসর শৃঙ্গেরী মঠোক্ত পঞ্চমী তিথিতে চিদ্বিলাসের আর্দ্রা নক্ষত্র মিলে না বলিয়া আমরা এস্থলে উভয়ের কথাই পরিত্যাগ করিলাম। কারণ, গণনা দ্বারাই প্রমাণিত হইবে যে, ঐ বৎসরে আর্দ্রা নক্ষত্রে পঞ্চমী তিথি হয় না, এবং যে কোন বৎসরেই মেষে ১০ অংশে রবিকে রাখিয়া পঞ্চমী তিথিতে চন্দ্রকে বৃষে রাখিতে যাইলে চন্দ্র, বৃষের ২৮ অংশে থাকিতে বাধ্য। সুতরাং চন্দ্রের বৃষ-স্থিতি-জন্য ফল-হ্রাস অনিবার্য হয়। আর ঐ বৎসর গ্রহণ না করিলে আচার্যের জীবনানুকূল জন্মপত্রিকাও পাওয়া যাইবে না। এজন্য পঞ্চমী তিথি ও আর্দ্রা নক্ষত্র উভয়ই ছাড়িয়া অন্য প্রবাদানুসারে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথি অবলম্বন করিয়া চিদ্বিলাসের বর্ণনার যত নিকটবর্তী হয়, সেই চেষ্টা করিলাম।

অবশ্য যে সময় আমরা নিরূপণ করিতেছি তাহাতেও যে তাঁহার কথিত ৫টি গ্রহই তুঙ্গ হইয়াছে, তাহাও নহে। আমরা যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতেছি তাহাতে ৪টি মাত্র গ্রহ তুঙ্গী হইয়াছে। উক্ত সময়ে ৫টি গ্রহ তুঙ্গী পাওয়া অসম্ভব। তবে এ কথায় একটি বক্তব্য এই যে, আমাদের শুক্র মেষের ৫ অংশে আসিয়াছে। যদি অপর কোন মতের গণনায় উহা উক্ত ৫ অংশ পিছাইয়া মীনে যায়, তাহা হইলেই ৫টি গ্রহ তুঙ্গ পাওয়া যায়। আর এই ভারতে যত গ্রহ-গণনার পন্থা আছে তাহাতে যে এরূপ ৪/৫ অংশ এদিক-ওদিক হইতে পারে না, তাহাও নহে। ফলে, ইহা যতক্ষণ না জানা যায়, ততক্ষণ একেবারে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সূর্য-সিদ্ধান্তের গণনা এবং আর্য-ভট্টের মতে গণনা যে এক নহে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমাদের গণনা অবশ্যই সূর্য-সিদ্ধান্তের মতে এবং চিদ্বিলাসের গণনা বোধ হয় আর্যভট্টের মতে। কারণ, দক্ষিণ দেশে আর্যভট্টের মতই সে সময় প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, আমরা উক্ত সমুদয় কারণে চিদ্বিলাসের বর্ণনা অনুসারে ৬০৪ হইতে ৬১০ শকাব্দের মধ্যে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে আচার্যের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছি। মাধবের মতে মঙ্গল তুঙ্গী হওয়া চাই, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে রবি, বৃহস্পতি ও শনিকে তুঙ্গ রাখিয়া কোনরূপে মঙ্গলকে তুঙ্গ রাখা যায় না। আর এই তুঙ্গভাব কেবল ৬০৮ শকাব্দেই পাওয়া যায়। ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৯ ও ৬১০ শকাব্দতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ৬০৮ শকাব্দেই বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে শঙ্করের কোষ্ঠী প্রস্তুত করা যাউক।

রামানুজের জন্ম সময়

রামানুজ সম্বন্ধেও যথেষ্ট বিপদ। কোনও মতে ৯৩৮ শকাব্দ, কোনও মতে ৯৩৯ শকাব্দ এবং কোনও মতে ৯৪০ শকাব্দ। এখন উক্ত মত তিনটির মধ্যে দুইটি মতে চৈত্র মাসে শুক্লা ৫মী তিথি ও চন্দ্রের আর্দ্রা নক্ষত্রে স্থিতি কথিত হইয়াছে এবং এক মতে নক্ষত্র কথিত না হইয়া শুক্লা ৭মী তিথি কথিত হইয়াছে। ইহা একটি বিষম গোলযোগের কারণ। চৈত্রমাসে শুক্লা ৫মীতে আর্দ্রা নক্ষত্র কোন বৎসরেই কোনমতেই হইতে পারে না, ইহা এক প্রকার অসম্ভব। মলমাস ধরিয়া মেষে রবি আনিয়াও তাহা ঘটে না। বস্তুতঃ আমি উক্ত তিন শকেরই উক্ত ৫মী তিথি ধরিয়া রবি ও চন্দ্রের স্ফুট সাধন করিয়া দেখিয়াছি। শুক্লা ৫মী তিথিতে চৈত্রমাসে আর্দ্রা নক্ষত্র কোন মতেই হইতে পারে না। সুতরাং আর্দ্রা নক্ষত্রের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চৈত্র শুক্লা ৫মী তিথির পক্ষই গ্রহণ করিয়াছি। যদি সপ্তমী

তিথি গ্রহণ করি, তাহা হইলে আর্দ্রা-নক্ষত্র পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তাহা হইলে চন্দ্র ব্যয়-ভাবে ও তুঙ্গ স্থানচ্যুত হওয়ায় রামানুজের জীবনানুকূল জন্মপত্রিকা হয় না। সুতরাং আর্দ্রা নক্ষত্র ছাড়িয়া শুক্লা পঞ্চমী তিথি এবং আয়ভাবস্থ তুঙ্গ চন্দ্রপক্ষই গ্রহণ করিলাম।

শকাব্দ সম্বন্ধে যাহাতে রবি মেষস্থ, বা মেষের নিকটস্থ হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছি। মীন রাশিতে রবি থাকা অপেক্ষা মেষ রাশিতে থাকায় বলাধিক্য ঘটে। এজন্য রবি মেষ রাশিতেই অবস্থিত, এইরূপ বিবেচনা করিতেছি। ৬০৮ শকাব্দ গ্রহণ করিয়া শঙ্করকে যেমন মহৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, ৯৪০ শকাব্দতে রামানুজকে সেইরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। ৯৪০ শকাব্দে বৃহস্পতি তুঙ্গী হয় বলিয়া ৯৩৮ বা ৯৩৯ পরিত্যক্ত হইবার আর একটি কারণ। আচার্য শঙ্করের বৃহস্পতি তুঙ্গী, সুতরাং আচার্য রামানুজেরও যাহাতে তাহা হয়, তাহাই গ্রহণ করা উচিত বিবেচনা করি। বস্তুতঃ আচার্য রামানুজও শঙ্করের ন্যায়ই অবতারকল্প ব্যক্তি। এজন্য উভয়েই যথাসম্ভব মহৎ ব্যক্তি বলিয়া যাহাতে প্রমাণিত হন, তদনুকূল সময় গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করা হইল। রামানুজের জন্ম বার অনেকেই দিয়াছেন কিন্তু কাহারও কথা ঠিক নহে বোধ হয়। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কোন মতেই "বার" মিলে না।

সুতরাং শঙ্করের ৬০৮ শকাব্দ বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া এবং রামানুজের ৯৪০ শকাব্দ চৈত্র শুক্লা ৫মীতে যেরূপ জন্ম পত্রিকা হয় তাহাই প্রদান করিলাম।

কিন্তু এস্থলে রামানুজের জন্মাব্দ সম্বন্ধে একটি কথা আছে। যদিও আমরা বৃহস্পতি তুঙ্গ হইবে বলিয়া তাঁহার ৯৩৮ ও ৯৩৯ জন্মাব্দ পরিত্যাগ করিয়া ৯৪০ শকাব্দ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তথাপি উহা প্রকৃত প্রস্তাবে ৯৪১ শকাব্দ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ কল্যাব্দ চৈত্র পূর্ণিমায় এবং শকাব্দ সৌর বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয়। ৯৪০ শকাব্দ মলমাস হওয়ায় সৌর বৈশাখ মাসে চৈত্র পূর্ণিমা ঘটে। যাহা হউক, যে জীবনীকার রামানুজের জন্মকাল ৯৪০ শকাব্দ ও চৈত্র মাস লিখিয়াছেন তিনি যদি চান্দ্র চৈত্র মাস মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কথার অন্যথা করি নাই।

আচার্যদ্বয়ের লগ্ননিরূপণ

এইবার লগ্ন নিরূপণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ ফলের ঐক্য হইবে বলিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ প্রপন্নামৃতের মতে রামানুজের কর্কট লগ্নে জন্ম এবং চিদ্বিলাসের মতে শঙ্করের মধ্যাহ্নে জন্ম কথিত হইয়াছে। এজন্য আমরা উভয়েরই কর্কট

লগ্ন স্থির করিলাম। লগ্নস্ফুট সম্বন্ধে শঙ্করের ১৫ অংশ ধরা গেল; কারণ, তাঁহার অষ্টমে রাহুকে রাখা প্রয়োজন। রামানুজের উহা ৭ অংশ ধরা হইল; কারণ, তাহা হইলে তাঁহার দশমে বুধ, মঙ্গল ও লগ্নে বৃহস্পতি পাওয়া যাইবে। ইহা না হইলে মঙ্গল, বুধ নবমে ও বৃহস্পতি দ্বাদশে আসিয়া পড়িবে এবং তজ্জন্য তাঁহার জীবনের সহিত ইহার ফলের ঐক্য হইতে পারিবে না।

আবিষ্কৃত কোষ্ঠীদ্বয়ের প্রামাণ্য

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, এই কোষ্ঠীদ্বয় আচার্যদ্বয়ের কোষ্ঠী হইতে পারে কি না। যদি হয়, তাহা হইলে এতদনুসারে আচার্যদ্বয় সম্বন্ধে পূর্ব প্রস্তাবিত ফল তিনটি পাওয়া যাইবে। ইহা যদি আচার্যদ্বয়ের কোষ্ঠী না হয়, তাহা হইলে এতদবলম্বনে তুলনা করিয়া ফল কি? কিন্তু কার্যটি এতই গুরুতর ও ইহা গ্রন্থের স্থান এতই অধিকার করিবে যে, সবিস্তারে এ বিষয় আলোচনা করা এ পুস্তকে অসম্ভব। অগত্যা সংক্ষেপেই আমরা এই দুইটি বিষয় বিচার করিব।

প্রথম, আচার্যদ্বয়ের যে কোষ্ঠী হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহা তাঁহাদের জীবনের প্রধান অধিকাংশ ঘটনার সহিত ঐক্য হয়। যেগুলি ঐক্য হয়, নিম্নে তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটির একটি তালিকা করিয়া দিলাম।

১। বিদ্যাবুদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে এ কোষ্ঠীদ্বয় তাঁহাদের জীবনের সহিত ঐক্য হয়। এ দুইটি উভয়েরই অত্যন্ত অসামান্য হইবার কথা। শঙ্করের সহিত তাঁহার গুরুদেবের ব্যবহার, শঙ্করকে শিক্ষা দিয়া তাঁহার দেহত্যাগ এবং রামানুজের গুরুগণের সহিত রামানুজের ব্যবহার ও বহুসংখ্যক গুরুকরণ তাঁহার (২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এ কোষ্ঠী হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। তবে শঙ্করে অবতার যোগও পাওয়া যায়।

২। শঙ্করের বৃদ্ধা মাতাকে ত্যাগ করিয়া এবং রামানুজের পত্নী ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ, উভয়ই কোষ্ঠী হইতে জানা যায়। শঙ্কর পরে মাতৃ-হিতকারী এবং রামানুজ নিজ স্ত্রী সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন হিত করেন নাই, তাহারও যোগ আছে।

৩। রামানুজের দীর্ঘায়ু ও শঙ্করের অল্পায়ু, ইহাও এ কোষ্ঠী বলিয়া দেয়।

৪। শঙ্করের ৮ বৎসরে মৃত্যু-সম্ভাবনার যোগ পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ই তাঁহাকে কুম্ভীরে ধরে। অভিনবগুপ্ত শঙ্কর-শরীরে ভগন্দর রোগ উৎপাদন করিয়াছিল শুনা যায়। এ কোষ্ঠীতেও আমরা যে যোগ দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহার ঐ রোগ হওয়া উচিত। রামানুজ নীরোগ ছিলেন এবং তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। তাহা তাঁহারও কোষ্ঠী বলিয়া দেয়।

৫। উভয়ের অদ্বিতীয় বাগ্মিত্ব, বেদান্ত-শাস্ত্র-পারদর্শিতা, বিখ্যাত-কীর্তিশালিত্ব ও তর্কযুক্তি-পরায়ণতা এবং সর্বত্র অজেয়ত্ব, এ কোষ্ঠীদ্বয় সমর্থন করিবে।

৬। শঙ্কর গৃহত্যাগ করিয়াও নিজে মঠ নির্মাণ করাইয়া তাহাতে বাস করেন এবং রামানুজ পরের মঠের অধ্যক্ষ হইবেন, তাহাও এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।

৭। তপশ্চরণ, ভ্রমণ ও সন্ন্যাস-গ্রহণ—ইহাও এই উভয় কোষ্ঠীই বলিয়া দেয়।

৮। শঙ্করের আকুমার ব্রহ্মচর্য ও রামানুজের কিঞ্চিৎ সাংসারিক জীবন, তাহাও এ কোষ্ঠী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

৯। শঙ্করের প্রতি জ্ঞাতিগণের শত্রুতা এবং রামানুজের প্রতি তদ্বিপরীত ভাব এ কোষ্ঠীতে তাহারও ইঙ্গিত আছে।

১০। এ কোষ্ঠী শঙ্করের বাল্যে ও রামানুজের যৌবনে পিতৃবিয়োগ প্রমাণিত করে।

যাহা হউক, আমি এ কোষ্ঠী লইয়া ভারতের অনেক গণ্য-মান্য পণ্ডিতকে দেখাইয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় তাঁহারা প্রায় সকলেই এক বাক্যে উক্ত কথাগুলি সমর্থন করিয়াছেন। কেবল একজন ব্যক্তি দুই-একটি বিষয়ে একটু অন্য মত হইয়াছিলেন। ভারত-গৌরব কাশীর ৺বাপুদেব শাস্ত্রীর পৌত্র শ্রীযুক্ত যদুনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, ভৃগুসংহিতা, গ্রহ-সংবাদ প্রভৃতি কতকগুলি অমুদ্রিত প্রাচীন পুস্তক হইতে শ্লোক উদ্ধারপূর্বক এরূপ ফল মিলাইয়াছিলেন যে, বাস্তবিকই তিনি আমাকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। আমার গণনা তিনি সমর্থন করিয়া কতিপয় নূতন বিষয় বলিয়া দেন। আমি তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম বিস্তারভয়ে তাঁহার বিচার-প্রণালী ও প্রমাণসমূহ পরিত্যাগ করিলাম।

কোষ্ঠী তুলনার ফল

এক্ষণে কোষ্ঠী-গণনাদ্বারা কি লাভ হইল দেখিতে হইবে। প্রথম—উভয়ের তুলনা-কার্যে হস্তক্ষেপ করা যাউক। গ্রহের ভাব ও বলাবল সমস্ত বিচার করিয়া কোষ্ঠী তুলনা করা যে কতদূর দুরূহ কর্ম, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। দুঃখের বিষয় আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতাতেও যতটুকু হইতে পারিত, তাহা গ্রন্থ-বিস্তারভয়ে এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। তবে যাহা নিতান্ত স্থূল কথা, তাহারই কয়েকটি নিম্নে তালিকাকারে লিপিবদ্ধ করিলাম; যথা—

১। আচার্যদ্বয়ের পক্ষে বৃহস্পতি যাহাতে নিতান্ত শুভ হইতে পারে, তদবলম্বনে বৎসর ঠিক করিয়াও যখন গণিতদ্বারা বৃহস্পতির স্ফুট বাহির করিলাম, তখন দেখা গেল উভয়েরই পক্ষে বৃহস্পতি তাঁহার যথাসম্ভব ক্ষমতা

প্রকাশের চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করিতেছেন। কিন্তু শঙ্করের পক্ষে তিনি সেই চূড়ান্ত সীমার মধ্যে আবার সর্বোচ্চ স্থানে উঠিবার ৫টি ধাপযুক্ত একটি সোপানের সাড়ে চার ধাপেরও উপর যেন গিয়াছেন, পরন্তু রামানুজের পক্ষে তখনও ৪টি ধাপ বাকী আছে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মতে সম্পূর্ণরূপে বৃহস্পতির এ ভাবটিকে লগ্নে পাইয়া জন্ম হইলে জাতকের অবতারত্ব সিদ্ধ হয়। যাহা হউক, বৃহস্পতি তত্ত্বজ্ঞান-দাতা, লগ্নে আছেন বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে শঙ্করের পক্ষে তিনি রামানুজ অপেক্ষা অধিক ও শুভ ফলপ্রদ। বস্তুতঃ ৩৪ বৎসরের ভিতর শঙ্করের লিখিত গ্রন্থ সংখ্যা, রামানুজের ১২০ বৎসরের লিখিত গ্রন্থসংখ্যা অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ।

২। রবি গ্রহটির দ্বারা জাতকের প্রতিভা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই রবি উভয় আচার্যেরই কর্ম বা কীর্তিভাবাপন্ন; সুতরাং ইনি উভয়ের কর্ম বা কীর্তি সম্বন্ধে প্রতিভার কারক। তবে বিশেষ এই যে, শঙ্করে উহা চরম ভাবের চরমভূমি হইতে এক পদ মাত্র নামিয়াছেন, কিন্তু রামানুজে উক্ত চরম ভাবের চরমভূমি পাইতে তখন নয়পদ ভূমি বাকী রহিয়াছে। এখন ইহার ফলে উভয়ের কীর্তি-রবির অবস্থা দুই প্রকার হইল। শঙ্করে উহা যতদূর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, প্রায় তাহাই করিতেছে। কিন্তু বৃদ্ধের সংসারে ঔদাসীন্যের ন্যায় একটু যেন ঔদাসীন্য মিশ্রিত। এজন্য ফল একটু কম প্রদান করিত। বস্তুতঃ শঙ্কর যে কীর্তি উপার্জন করিয়াছেন, সে কীর্তি-বিষয়ে তিনি উদাসীনই থাকিতেন। সুতরাং যতদূর হইতে পারিত, তাহা তাঁহার হইত না। তিনি এজন্য চেষ্টিত থাকিলে ইহা নিশ্চয়ই অধিক হইত। পক্ষান্তরে, রামানুজে উহা যেন যৌবনোন্মুখ বালকের উদ্যমে ভরা। ইহা যে ফল প্রদানে অক্ষম, ইহা তাহাও দিবার জন্য চেষ্টিত। সুতরাং প্রৌঢ় ও যৌবনোন্মুখ বালকের সামর্থ্যের যে তারতম্য সেইরূপ তারতম্য ইহাদের কীর্তি ও বাগ্মিতার মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে। বস্তুতঃ শঙ্করের বৈরাগ্য-প্রধান উপদেশ ও জগতের মিথ্যাত্বজ্ঞান-প্রচার এবং রামানুজের জগতের সত্যত্ব জ্ঞান-প্রচার ও সন্ন্যাসাদিতে অনুৎসাহপ্রদান—ইহাদের কীর্তির প্রধান অঙ্গ ছিল। তাহার পর শঙ্করের মতের প্রভাব যদি ধরা যায়, তাহা হইলে তাহা তুলনায় বেশীই প্রমাণিত হইবে।

৩। শনি গ্রহটি তপস্যাকারক। ইহার দৃষ্টি-জন্য উভয়েই কঠোর তপস্বী হইয়াছেন। রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করে ইহা অধিক বলী এবং তপস্যা বুদ্ধির উপর অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন। জিতেন্দ্রিয়তাও ইহার ফল।

৪। চন্দ্র— ইনি মনের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; সুতরাং মানসিক ভাবের কর্তা। উভয় আচার্যেরই ইহা একস্থানে এক ভাবাপন্ন। তবে বিশেষ এই যে, শঙ্করে ইনি অধিক বলী, রামানুজে ইনি অধিক প্রকাশশীল। ইহার ফলে মানসিক ধর্ম শঙ্করে প্রবলতর, কিন্তু অপ্রকাশ অর্থাৎ সংযত। রামানুজে ইহা তত প্রবল নহে সুতরাং সংযতও নহে। মন অন্ধ। মনের ধর্ম সংকল্প-বিকল্প বা মতান্তরে সংশয়। শঙ্করের কৌপীনপঞ্চকের "সুশান্তসর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্ত" ভাবটি মনে হয়, এস্থলে এই চন্দ্রের ফলের অনুরূপ। পক্ষান্তরে, সংযমের অভাবে রামানুজের চন্দ্র মধ্যে মধ্যে সদুদ্দেশ্যে রামানুজের সহিত তাঁহার গুরুগণের মতান্তর ঘটাইত। যথা— গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গৃহীত মন্ত্র সকলের কল্যাণ-মানসে সর্বসমক্ষে তিনি একবার প্রকাশ করেন এবং মালাধর ও যাদব-প্রকাশের ব্যাখ্যায় একাধিকবার প্রতিবাদ করেন।

৫। মঙ্গল—ইনি সেনাপতি, মানবে বীরত্বের কারক। শঙ্করে ইনি দুর্বল বলিয়া অল্পশুভ ফলদাতা, কিন্তু রামানুজে ইনি বলবান বলিয়া অধিক শুভভাবাপন্ন। ইনি শঙ্করের মুখ দিয়া একদিকে জ্ঞাতিগণের উপর শাপ নির্গত করাইয়াছিলেন এবং অন্যদিকে কেবল ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ বাহির করাইয়াছিলেন, কিন্তু রামানুজের মুখ দিয়া গুরুগণের ব্যাখ্যার উপরও ব্যাখ্যা বাহির করাইয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

৬। শুক্র—ইনি কবিত্ব শক্তি ও প্রেমপ্রভৃতি হৃদয়ের কোমলভাবের জনক। রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করের ইনি বলবান, কিন্তু পাদাস্তমিত। ভ' ও কীর্তি সম্বন্ধে শঙ্করে ইনি রামানুজ অপেক্ষা শুভ ফলদাতা হইবেন। শঙ্করের জ্যোতিষ বিদ্যা, কবিত্ব এবং কলাবিদ্যা, ভগবানে ভালবাসা ও কবিত্বপূর্ণ স্তোত্রাদি রচনা ইহারই ফল। রামানুজের স্তোত্রাদি নাই।

৭। বুধ—এতদ্দ্বারা প্রত্যুৎপন্নমতি, বাগ্মিতা বিচার্য। ইহা রামানুজ অপেক্ষা শঙ্করে শুভ ফলপ্রদ।

আচার্যদ্বয় সম্বন্ধে নূতন কথা

এইবার দেখা যাউক, আচার্যদ্বয়ের চরিত্র সম্বন্ধে নূতন কিছু সংবাদ পাওয়া যায় কি না, অথবা জীবনীকারগণের মতভেদের কিছু মীমাংসা হয় কি না। এগুলি পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত যদুনাথ শাস্ত্রীর কথা।

শঙ্কর সম্বন্ধে নূতন কথা ও সংশয় নিরাশ, যথা—

১। শঙ্কর পিতার অর্শ, প্রমেহ ও বৃষণ বৃদ্ধি প্রভৃতি অতি রুগ্নাবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন।

২। ক্রমে ঐ রোগ বৃদ্ধি হইলে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

৩। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর স্বদেশের তীর্থ স্থানে তিনি কোনও উদ্যান বিশেষ স্থলে সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৪। শঙ্করের পিতার দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের পত্নী একটি কন্যা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

৫। শঙ্কর তাঁহার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সন্তান।

৬। শঙ্করের বিমাতার কন্যাবংশ কিছুদিন থাকা উচিত।

৭। তাঁহার পিতা ৪৮ বৎসরে পুনরায় বিবাহ করেন।

৮। শঙ্করের পিতার দ্বিতীয়বার বিবাহের ৮ বৎসর পরে শঙ্করের জন্ম হয়।

৯। শঙ্করের জন্মের সময় তাঁহার পিতার মাথার পীড়া ও দৃষ্টি দোষ হয়।

১০। শঙ্করের পিতার ৫৯ বৎসরে মৃত্যু হয়।

১১। শঙ্করের মাতা সতী সাধ্বী, কিন্তু মুখরা ও তেজস্বিনী এবং অতি সুন্দরী ছিলেন।

১২। স্বাধীন প্রকৃতি-জন্য তাঁহার, মধ্যে মধ্যে পতির সহিত কলহও হইত।

১৩। শঙ্করের মাতুল বংশ অতি প্রবল। ইহা অদ্যাবধি আছে। (আমি তাঁহার জন্মভূমিতে শুনিয়াছি।)

১৪। তাঁহার গঠন লম্বা ও তিনি গৌরকান্তি ছিলেন।

১৫। শঙ্করের পিতামাতার সংসার গ্রামস্থ কোন রাজোপাধি কুটুম্বের আশ্রিত ছিল। সম্ভবতঃ ইনিই রাজা রাজশেখর।

১৬। তাঁহাদের সম্পত্তি মধ্যবিত্তগৃহস্থোচিত হওয়া উচিত।

১৭। শঙ্কর বাল্যে কতকগুলি অর্থহীন দেশাচারের ঘোর প্রতিবাদ করিতেন এবং জ্ঞাতিগণের সহিত শাস্ত্রার্থ লইয়া কলহ করিতেন। আর তাহার ফলে তিনি তাহাদের অপ্রিয় হইতেন।

১৮। শঙ্করকে ৮/৯ বৎসরে কুম্ভীর ধরে। এক ক্ষত্রিয় ও এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে তাঁহার জীবন রক্ষা হয়।

১৯। শঙ্কর বেশী কথা কহিতেন না, কিন্তু যাহা বলিতেন, তাহা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিতেন। তাঁহার মুখ দিয়া যাহা বাহির হইত তাহা প্রায়ই ঘটিত।

২০। তাঁহার ভাষা কূটার্থপূর্ণ হইত।

২১। খুব মহৎ লোকই শঙ্করের বন্ধু হইতেন।

২২। শঙ্কর সমাধিলব্ধ শান্তভাবকেই সুখ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

২৩। তাঁহার বাম নেত্রে ক্লেদ নির্গমন-রূপ কোন রোগ থাকা উচিত।

২৪। শঙ্করের মৃত্যু স্বেচ্ছায় হিমালয়ে ঘটাই সম্ভব।

২৫। ভগন্দর রোগ সত্য হওয়া উচিত। উহা তাঁহার ১৮ বৎসর বয়সে হয় এবং ২৩ বৎসর বয়সের অন্তে সারে। কিন্তু ইহা হইলে তাঁহার জীবনের ঘটনার সহিত অনৈক্য হয়।

২৬। আয়ুঃ তাঁহার ৩৪ বৎসর হওয়া উচিত।

২৭। শঙ্করের স্পষ্টবাদিতা মধ্যে মধ্যে কটভাব ধারণ করিত এবং তাহা তখন অতি তীব্র হইত।

২৮। শঙ্কর জারজ নহেন, কিন্তু জ্ঞাতিগণকর্তৃক এইরূপ অপবাদ রটনার যোগ আছে।

২৯। শঙ্করের জীবনে দেবদর্শন ও সিদ্ধি বড়ই সুলভ।

৩০। শঙ্কর বৈষ্ণব বংশের সন্তান।

৩১। শঙ্কর সাম্যনীতির পক্ষপাতী হইলেও রাজাদিগের দ্বারা মধ্যে মধ্যে কদাচারিগণকে দণ্ড দেওয়াইয়াছেন —ইহা সম্ভব।

রামানুজ সম্বন্ধে নূতন কথা ও সন্দেহ নিরাশ—

১। রামানুজের জিহ্বায় একটু জড়তা থাকা উচিত

২। রামানুজের দুই ভাই ও এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী থাকা বা হওয়া উচিত। রামানুজ তৃতীয়

৩। জ্যেষ্ঠ ভাই ভগ্নীর বংশ বিস্তার হওয়া সম্ভব। উঁহাদের দৌহিত্র বংশ থাকিবে পৌত্রবংশ থাকিবে না

৪। রামানুজের দুই কন্যা এক পুত্র হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে প্রবাদও আছে। কিন্তু জীবনচরিত্র বিরুদ্ধ।

৫। পুত্রের বংশনাশ ও কন্যার বংশ থাকা উচিত

৬। রামানুজের ধর্মাচরণের প্রবৃত্তি অত্যন্ত অসাধারণ প্রবল হওয়া উচিত। তিনি ধর্মাচরণের জন্য পাগল বলিলেই হয়।

৭। রামানুজের অল্প বুদ্ধি ছিল

৮। স্ত্রীর সহিত কলহে উভয়ই দোষী

৯। রামানুজের পিতার সহিত তাঁহার অনৈক্য হইত

১০। মাতার সহিত তাঁহার ঐক্য হইত কিন্তু মধ্যে মধ্যে অল্প অনৈক্য হওয়াও উচিত।

১১। রামানুজের পত্নী রামানুজের মাতার সহিত বেশ কলহ করিতেন।

১২। রামানুজ অত্যন্ত সদাচার প্রিয় ছিলেন। প্রায় শুচিবাইগ্রস্ত বলিলেও চলে।

১৩। রামানুজ সহজে ক্রুদ্ধ হইতেন না কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইতেন অথচ তাহা সহজেই শান্ত হইত।

১৪। গুরু ও ভগবৎ সেবাতেই রামানুজ নিজেকে সুখী জ্ঞান করিতেন।

১৫। রামানুজ অহিফেন-সেবন অভ্যাস করিয়াছিলেন।

১৬। তিনি শৈব-বংশের পুত্র ছিলেন।

১৭। তিনি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন না। তাঁহার ৯৮ বৎসর ১০ মাস জীবন হওয়া উচিত।

১৮। স্ত্রীর নিকট শ্বশুরের নামে পত্র-লেখা-রূপ আচরণ, বিবাদস্থলে রামানুজের পক্ষে অসম্ভব নহে।

১৯। রামানুজ ভীরু ছিলেন না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহাতে ভীরুতা দেখা দিত।

২০। তিনি অতি মিষ্ট-ভাষী ও মিষ্ট ব্যবহার-কুশলী ছিলেন।

২১। বুদ্ধির তুলনায় কবিত্ব শক্তি কম ছিল।

২২। দিল্লীর-বিগ্রহ আনয়ন-প্রসঙ্গ সম্ভব।

২৩। তিনি ম্লেচ্ছ রাজাগণকর্তৃক সম্মানিত হইতেন।

২৪। দেব-দর্শনাদি রামানুজেরও ঘটিত।

২৫। জগন্নাথের দৈবনিগ্রহও সত্য হওয়া সম্ভব।

২৬। রঙ্গনাথের পুরোহিতগণ রামানুজকে শঙ্খ-বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল—ইহাও সম্ভব।

উপরি উক্ত ফলের কিয়দংশ আমি গণনা করি এবং কিয়দংশ পণ্ডিত শ্রীযদুনাথ শাস্ত্রী গণনা করিয়াছেন। পরন্তু আমার গণনাও তিনি অনুমোদন করিয়া এই পুস্তকের হস্তলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া দেন। হোরা-বিজ্ঞান-রহস্যকার, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার শোধক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ও উহার কিয়দংশ দেখিয়াছিলেন এবং তিনিও তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যদি ভবিষ্যতে কোন বিশদ ও বিশ্বাসযোগ্য জীবনী-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় এবং তাহার সহিত যদি ইহার কিছু ঐক্য হয়, তবেই এ পরিশ্রম সফল।

শঙ্করাচার্যের জন্মপত্রিকা

শ্রীসূর্যসিদ্ধান্ত কল্যব্দ অনুসারে গণিত হয়। বরাহ মিহির লিখিয়াছেন—''নবশৈলেন্দু রামাঢ্যাঃ শকাব্দাঃ কলিবৎসরাঃ।'' সুতরাং ৬০৮ শকাব্দের সহিত ৩১৭৯ যোগ করিলে ৩৭৮৭ কল্যব্দ হইল। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-যুগপরিমাণ বৎসর একত্র করিলে ১৯৫৫৮৮০০০০ বর্ষ হয়। ইহার পর কলির আরম্ভ। সুতরাং উহাতে শঙ্করের কল্যব্দ যোগ করিলে ১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ হয়। অর্থাৎ সত্যযুগ হইতে উক্ত পরিমাণ বৎসরের পর শঙ্করের জন্ম হয়।

এইবার উহাকে সাবন দিনে পরিণত করিতে হইবে; যথা—

১৯৫৫৮৮৩৭৮৭ × ১২ = ২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ সৌর মাস।

এখন ১ চতুর্যুগের ৫১৮৪০০০০ সৌর মাসে যদি ১৫৯৩৩৩৬ অধিমাস হয়, তাহা হইলে ২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ সৌরমাসে কত অধিমাস হইবে?

$$= \frac{২৩৪৭০৬০৫৪৪৪ \times ১৫৯৩৩৩৬}{৫১৮৪০০০০} = ৭২,১৩,৮৪,২৭০$$ অধিমাস হইল।

ইহা পূর্বোক্ত সৌর মাসে যোগ করিলে অর্থাৎ

২৩৪৭০৬০৫৪৪৪	সৌর মাস
+ ৭২১৩৮৪২৭০	অধিমাস
২৪,১৯,১৯,৮৯,৭১৪	চন্দ্র মাস। ইহাকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া
× ৩০	চান্দ্র দিন কর।
৭২,৫৭৫,৯৬,৯১,৪২০	= চান্দ্রদিন। ইহাতে শুক্ল তৃতীয়ার জন্য ২ তিথি
+ ৩০	ও বৈশাখ মাস বলিয়া ৩০ দিন যোগ কর।
+ ২	কারণ চৈত্র পূর্ণিমা হইতে বৎসর আরম্ভ হয়।
৭২,৫৭৫,৯৬,৯১,৪৫২	= ইহাই শঙ্করের চান্দ্রদিন হইল।

এখন এক চতুর্যুগে ১৬০৩০০০০৮০. চান্দ্র দিনে যদি ২৫০৮২২৫২ তিথিক্ষয় হয় তো ৭২৫৭৫৯৬৯১৪৫২ চান্দ্র দিনে কত তিথিক্ষয় হইবে?

$$= \frac{৭২৫৭৫৯৬৯১৪৫২ \times ২৫০৮২২৫২}{১৬০৩০০০০৮০} = ১,১৩৫,৬০,১১,৫৮০$$ তিথিক্ষয় হইল।

এখন উক্ত তিথিক্ষয় চান্দ্রদিন হইতে অন্তর করিলে সাবনদিন বা অহর্গণ হইবে—

৭২৫৭৫৯৬৯১৪৫২ চান্দ্রদিন
— ১১৩৫৬০১১৫৮০ তিথিক্ষয়

৭১,৪৪০,৩৬,৭৯,৮৭২ অহর্গণ হইল। ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট ১ থাকে। সুতরাং শঙ্করের জন্মবার রবিবার হইল।

এইবার উক্ত অহর্গণ হইতে গ্রহগণের মধ্য আনিতে হইবে, যথা — এক চতুর্যুগের ১৫,৭৭,১৭,৮২৮ সাবন দিনে যদি সূর্য ৪৩২০০০০ বার জ্যোতিশ্চক্র পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে শঙ্করের জন্মদিন = ১৪৪০৩৬৯৮৭২ দিনে কত রবি-মধ্য অর্থাৎ রবি ভ্রমণ করিবে?

$$\frac{৭১৪৪০৩৬৭৯৮৭২ \times ৪৩২০০০০}{১৫৭৭৯১৭৮২৮} = ১৯৫,৫৮,৮৩,৭৮৭$$ ভগণ

এবং ৪,৩৫,৮৫,৩৬৪ ভাগাবশিষ্ট হইল। উক্ত ভাগাবশিষ্টকে ১২ রাশি দিয়া গুণ করিয়া পূর্বোক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ০ রাশি এবং ভাগাবশিষ্ট ৫২৩০২৪৩৬৮ হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার ৩০ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৯ অংশ ভাগফল এবং ১৪৮৯৪৭০৫৮৮ ভাগাবশিষ্ট হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার ৬০ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৫৬ কলা ও ভাগাবশিষ্ট ১০০৪৮৩৬৯১২ হয়। এই ভাগাবশিষ্টকে আবার ৬০ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দিয়া ভাগ করিলে ৩৮ বিকলা ও ৩২৯৩৩৭২৫৬ ভাগাবশিষ্ট থাকে। আমাদের বিকলা পর্যন্তই যথেষ্ট। সুতরাং ভাগাবশিষ্ট ত্যাগ করা হইল। এখন ভগণ বাদ দিয়া রাশি, অংশ, কলা ও বিকলা লইলেই রবির মধ্য বাহির করা হইল। পরন্তু রবির যাহা মধ্য, বুধ ও শুক্রেরও তাহাই মধ্য, সুতরাং জানা গেল— রবি, বুধ ও শুক্রের মধ্য = ০।৯।৫৬।৩৮। ঐরূপ—

মঙ্গলের মধ্য যথা— $\frac{\text{অহর্গণ} \times ২২৯৬৮৩২}{\text{চতুর্যুগ সাবন দিন}} =$ ভগণ বাদে ৫।১৭।১১।৮ রাশ্যাদি হইল।

চন্দ্র মধ্য যথা;— $\frac{\text{অহর্গণ} \times ৫৭৭৫৩৩৩৬}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}} =$ ভগণ বাদে ১।১৩।১৩।২৯ রাশ্যাদি হইল।

বৃহস্পতি মধ্য যথা ঃ— $\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{৩৬৪২২০}}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}}$ = ভগণ বাদে ৩।১২।৩৬।০ রাশ্যাদি হইল।

শনি মধ্য যথা ঃ— $\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{১৪৬৫৬৮}}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}}$ = ঐ ৫।২৪।৪৫।১৯ রাশ্যাদি হইল।

রাহু মধ্য যথা ঃ— $\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{২৩২২৩৮}}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}}$ = ঐ ১।০।৫৮।১৬ " হইল।

ইহার পর গ্রহগণের শীঘ্রোচ্চ বাহির করিতে হইবে। ইহা কেবল বুধ ও শুক্রের আছে, যথা ঃ--

বুধ শীঘ্রোচ্চ যথা ঃ— $\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{১৭৯৩৭০৬০}}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}}$ = ভগণ বাদে ১।৮।২৮।২৩।

শুক্রের শীঘ্রোচ্চ যথা ঃ— $\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{৭০২২৩৭৬}}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}}$ = ঐ ০।০।৫৯।২৫

এইবার গ্রহগণের মন্দোচ্চ আনয়ন করা প্রয়োজন, যথা ঃ—এক চতুর্যুগের ১৫৭৭৯১৭৮২৮ সাবন দিনে যদি চন্দ্রোচ্চ ৪৮৮২০৩ বার ভ্রমণ করে, তাহা হইলে শঙ্করের সাবন দিনে কত চন্দ্রোচ্চ হইবে?

চন্দ্রের মন্দোচ্চ ঃ-- $\frac{\text{অহর্গণ} \times \text{৪৮৮২০৩}}{\text{চতুর্যুগ সাঃ দিন}}$ = ভগণ বাদে = ২।১৯।৫১।১৩।

এক কল্পের ৪৩২০০০০,০০০ সৌর বর্ষে যদি রবি মন্দোচ্চ ৩৮৭ বার ভ্রমণ করে, তাহা হইলে যুগপ্রারম্ভ হইতে শঙ্করের জন্মাব্দে কত বার ভ্রমণ করিবে?

এবার অহর্গণ সংখ্যা নিষ্প্রয়োজন, বর্ষসংখ্যাদ্বারাই কার্য হইবে।

রবি মন্দোচ্চ যথা ঃ— $\frac{\text{১৯৫৫৮৮৫৭৮৭} \times \text{৩৮৭}}{\text{৪৩২০০০০০০০}}$ = ভগণ বাদে = ২।১৭।১৫।৭।

মঙ্গল মন্দোচ্চ যথা ঃ-- $\frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times \text{২০৪}}{\text{সৌর বর্ষ}}$ = ঐ = ৪।১০।১।০

বুধ মন্দোচ্চ যথা ঃ $\frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times \text{৩৬৮}}{\text{সৌর বর্ষ}}$ = ভগণ বাদে ৭।১০।২৬।১২

বৃহস্পতি মন্দোচ্চ যথা ঃ $\frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times \text{৯০০}}{\text{সৌর বর্ষ}}$ = ঐ ৫।২১।১৭।৩

শুক্র মন্দোচ্চ যথা ঃ— $\frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times ৫৩৫}{\text{সৌর বর্ষ}}$ = ভগণ বাদে = ২।২৯।৪৯।৮।

শনি মন্দোচ্চ যথা ঃ— $\frac{\text{বর্ষ সংখ্যা} \times ৩৯}{\text{সৌর বর্ষ}}$ = ঐ = ৭।২৬।৩৭।২০

সুতরাং সকলের নিষ্কর্ষ হইল এই—

গ্রহ	মধ্য	মন্দোচ্চ	শীঘ্রোচ্চ
রবি	০।৯।৫৬।৩৮	২।১৭।১৫।৭	০।০।০
চন্দ্র	১।১৩।১৩।২৯	২।১৯।৫১।১৩	০।০।০
মঙ্গল	৫।১৭।১১।৮	৪।১০।১।০	০।৯।৫৬।৩৮
বুধ	০।৯।৫৬।৩৮	৭।১০।২৬।১২	১।৮।২৮।২৩
বৃহস্পতি	৩।১২।৩৬।০	৫।২১।১৭।৩	০।৯।৫৬।৩৮
শুক্র	০।৯।৫৬।৩৮	২।১৯।৪৯।৮	০।০।৫৯।২৫
শনি	৫।২৪।৪৫।১৯	৭।২৬।৩৭।২০	০।৯।৫৬।৩৮
রাহু	১।০।৫৮।৩৬	০।০।০	০।০।০

অতঃপর স্ফুট আনয়ন করিতে হইবে। এই স্ফুট আনয়নে আমি আর সূর্যসিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া লইলাম না, সিদ্ধান্তরহস্যের খণ্ডা ব্যবহার করিলাম, ইহাতে ফলের কোন পার্থক্য হইবে না; অধিকন্তু সহজসাধ্য। দেশান্তর প্রভৃতি কয়েকটি ক্রিয়ার ফলে অংশকে অন্যথা করিতে পারে না; সুতরাং তাহাও পরিত্যক্ত হইল। আমাদের অংশ পর্যন্ত ঠিক হইলেই যথেষ্ট।

এইবার একে একে গ্রহ নয়টির স্ফুট নির্ণয় করা যাউক; আর এজন্য প্রথমে রবিস্ফুট নির্ণয় করা যাউক। অতঃপর চন্দ্র, বৃহস্পতি ও রাহুস্ফুটের প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

রবিস্ফুট ঃ—

রবিমধ্য = ০।৯।৫৬।৩৮, রবিমন্দোচ্চ = ২।১৭।১৫।৭

০।৯।৫৬।৩৮ রবিবধ্য

—২৯।৩৪ মধ্যাহ্নকালের জন্য অর্ধদিনের গতি বিযুক্ত হইল।

০।৯।২৭।৪ রবির তাৎকালিক মধ্য।

—২।১৭।১৫।৭ রবির মন্দোচ্চ বিযুক্ত হইল।

৯।২২।১১।৫৭ মন্দকেন্দ্র। ৯।২২ = ২৯২ = অংশ। এখন সিদ্ধান্তরহস্য খণ্ডানুসারে

২৯২ অংশে = ২৫৬।১৩ কলা বিকলা হয় এবং
২৯৩ " = ২৫৫।২৫
সুতরাং এক অংশে = —০।৪৮ বিকলা হয়।

এখন ১১।৫৭= $\frac{১}{৫}$ ধরা যাউক। উক্ত ৪৮ বিকলায় $\frac{১}{৫}$ = ১০ বিকলা ধরা যাউক। এখন ২৫৬।১৩ হইতে ১০ বিকলা বিযুক্ত করিলে ২৫৬।৩ ভুজফল হইল, ইহা হইতে ১৩৫ কলা বাদ দিলে ১২১।৩ অর্থাৎ ০।২।১।৩ অংশাদি ফল হইল।

এক্ষণে রবিমধ্য ০।৯।২৭।৪ হইতে উক্ত ভুজফল সংস্কার করিলে
০।২।১।৩
০।১১।২৮।৭ রবিস্ফুট হইল।

বীজানয়ন—(নবশৈলেন্দু রামাঢ্যাঃ শকাব্দাঃ কলিবৎসরাঃ)

৩১৭৯ + ৬০৮ – ৩৭৮৭ কল্যব্দ – ৩০০০ – ১।১২।২৪।২৪ বীজ হইল,

চন্দ্র কেন্দ্রে উহার একগুণ অর্থাৎ ১।১২।২৪।২৪ যোগ করিতে হইবে।
শনির মধ্যে উহার তিনগুণ অর্থাৎ ৩।৩৭।১৩।১২ যোগ করিতে হইবে।
বুধোচ্চে উহার চারিগুণ অর্থাৎ ৪।৪৯।৩৭।৩৬ যোগ করিতে হইবে।
বৃহস্পতি মধ্যে উহার দুইগুণ অর্থাৎ ২।২৪ ৪৮।৪৮ বিয়োগ করিতে হইবে।
শুক্রোচ্চে উহার তিনগুণ অর্থাৎ ৩।৩৭ ১৩।১২ বিয়োগ করিতে হইবে।

চন্দ্রস্ফুট ঃ— চন্দ্রমধ্য ১।১৩।১৩।২৯ , চন্দ্র মন্দোচ্চ ২।১৯।৫১।১৩

১।১৩ ১৩।২৯ – চন্দ্রমধ্য।
–২।১৯।৫১ ১৩ চন্দ্র মন্দোচ্চ বাদ দাও।
১০।২৩।২২।১৬ চন্দ্রকেন্দ্র।
০।৬।৩১।৫৬ {মধ্যাহ্নকালের জন্য অর্ধদিনের গতি বিযুক্ত হইল
ইহা চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য গতির একদিনের অর্ধ
১০।১৬।৫০ ২০ তাৎকালিক চন্দ্রকেন্দ্র। ইহাতে বীজাংশ ও ভুজান্তর যোগ কর।
+ ০।১।১২।২৪ বীজাংশ।
+ ০।০।৯ ২৯ {ভুজান্তর, রবির মন্দকেন্দ্রফলের ২৭ ভাগের একভাগ
অর্থাৎ রবিমন্দকেন্দ্র ফল ২৫৬।১৩ –২৭= ৯।২৯ কলা বিকলা।
১০।১৮।১২ ১৩ এখন ইহার ফল বাহির কর।

এখন ১০।১৮ ৩১৮ অংশ, সিদ্ধান্তরহস্য মতে ৩১৮ ৫০৬।০ এবং
৩১৯ = ৫০২।৭ বিযুক্ত করিলে
এক অংশে —৩।৫৩ কলাবিকলা হইল।

এক্ষণে ১২।১৩ কে $\frac{১}{৫}$ ধর। ৩।৫৩× $\frac{১}{৫}$ = ৪৭ বিকলা হয়। ৫০৬।০ কলা হইতে উক্ত

—০।৪৭ কলাবিকলা বাদ

দিলে ৫০৫।১৩ কলাবিকলা হয়।

উহা হইতে খণ্ডার নিয়মানুসারে ৩০৮।০ কলা বাদ দিলে

১৯৭।১৩ কলাবিকলা হয়।

অর্থাৎ ১০।১৮।১২।১৩ তে ৩।১৭।১৩ অংশ কলাবিকলা ফল হইল।

এক্ষণে ১।১৩।১৩।২৯ চন্দ্র মধ্য। ইহা হইতে চন্দ্রের মধ্যখণ্ডার

—৬।৩৫।১৭ এক দিনেব অর্ধ বিযুক্ত করিলে

১।৬।৩৮।১২ = তাৎকালিক মধ্য হয়। উহাতে

+ ০।০।৯।২৯ = উক্ত ভুজান্তর সংস্কাব ও

+ ০।৩।১৭।১৩ = ভুজফল যোগ করিলে

১।১০।৪।৫৪ = চন্দ্রস্ফুট হইল।

বৃহস্পতিস্ফুট ঃ—

রবি ও চন্দ্র ভিন্ন মঙ্গলাদি পঞ্চ গ্রহেব স্ফুটসাধন একই প্রকাব। সুতবাং আমরা এস্থলে কেবল বৃহস্পতিরই স্ফুট-সাধন-প্রক্রিয়াটি প্রদর্শন কবিতেছি। বৃহস্পতির উচ্চভাব অবলম্বনেই আমবা আচার্যদ্বয়ের জন্মবৎসব নির্ণয কবিয়াছি; সুতবাং অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা ইহারই উপযোগিতা অধিক।

প্রথম তাৎকালিক সাধন ঃ—

মধ্য	৩।১২।৩৬।০	শীঘ্রোচ্চ	০।৯।৫৬।৩৮	মন্দোচ্চ -	৫।২১।১৭।৩
দিনার্ধ বাদ	--০।০।৩।০	দিনার্ধ বাদ	০।০।২৯।৩৪	সূর্য সিদ্ধান্ত	
	৩।১২।৩৩।০	শুদ্ধ শীঘ্রোচ্চ	০।৯।২৭।৪	ও সিদ্ধান্ত রহস্যের	
বীজ বাদ—	০।২।২৪।০			সমন্বযার্থ যোগ	০।২৪।০।০
শুদ্ধ মধ্য	৩।১০।৯।০			শুদ্ধ মন্দোচ্চ	৬।১৫।১৭।৩

এইবার **প্রথম ক্রিয়া ঃ—**

	মধ্য ৩।১০।৯।০	৩ বাশি = ৯০ অংশ, এখন	অবশিষ্ট
শীঘ্র বাদ	—০।৯।২৭।৪	সিদ্ধান্ত রহস্য খণ্ডানুসারে	৪১।৫৬
শীঘ্র কেন্দ্র	৩।০।৪১।৫৬	৯০ অংশ - ৩৬।৪২ ফল	+ ২
ফল	০।৩৬।৪২।০।০	৯১ অংশ = ৩৬।৪০ ফল	১।২৩।৫২
বাদ —	০।০।১।২৩।৫২	অন্তর --।২ কলা	কলাদি।

সুতরাং শীঘ্র ——————

কেন্দ্র ফল ০।৩৬।৪০।৩৬।৮ -- ২ = ০।১৮।২০।১৮।৪ শীঘ্র কেন্দ্র ফলার্ধ।

দ্বিতীয় ক্রিয়া ঃ—

মধ্য = ৩।১০।৯।০ ৯।১৩ = ২৮৩ অংশ অবশিষ্ট

মন্দ বাদ —৬।১৫।১৭।৩ সিদ্ধান্ত রহস্য খণ্ডানুসারে ১২।১৫

মন্দ কেন্দ্র = ৮।২৪।৫১।৫৭ ২৮৩ অংশ = ১৬।৫৫ কলাফল × ১

শীঘ্র কেন্দ্র ফলার্ধ ২৮৪ অংশ = ১৬।৫৪ কলাফল ১২ ১৫

যোগ = + ০।১৮।২০।১৮ অন্তর = —।১ কলা বিকলাদি।

সংস্কৃত মন্দকেন্দ্র ৯।১৩।১২।১৫

এখন ফল = ০।১৬।৫৫।০।০

বাদ = ০।০।০।১২।১৫

সুতরাং মন্দ কেন্দ্র ফল ০।১৬।৫৪ ৪৭।৪৫

তৃতীয় ক্রিয়া ঃ—

অবশিষ্ট

৩।৫ ৯৫ অংশ। ১৬।৪০

সিদ্ধান্ত রহস্যের খণ্ডানুসারে ×

শীঘ্র ... ৩।০।৪১।৫৬ ৯৫ অংশ ৩৬।৩৩ কলাফল ১৬।৪০

মন্দ কেন্দ্র ফল যোগ= ০।১৬।৫৪।৪৯ ৯৬ অংশ = ৩৬।৩২ কলাফল বিকলাদি

যোগফল = ৩।১৭।৩৬।৪৫ অন্তর — ১ কলা

বাদ - ০।১২ ০।০।০ { উপরে সূর্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তরহস্যের ঐক্যজন্য ২৪ অংশের গ্রহ বাদ দাও

৩।৫।৩৬।৪৫

এখন ৩৬।৩৩ অংশ কলা ১।৬।৩৩।০।০ ফল

বাদ —০।০।০।৩৩।৫৪

সংস্কৃতশীঘ্র কেন্দ্রফল ১।৬।৩২।২৩ ১৫

সুতরাং মধ্য = ৩।১০ ৯ ০

মন্দ কেন্দ্রফল ০।১৬।৫৪ ৪৯

সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দ্রফল ১।৬।৩২।২৩

৫।৩।৩৬।১২

বাদ —২।০।০।০

বৃহস্পতি স্ফুট ৩।৩।৩৬ ১২ অর্থাৎ কর্কট রাশির ৪ অংশে অবস্থিত

বৃহস্পতি কর্কটের ৫ অংশে হইলে সুচ্চস্থ হইত কিন্তু তাহার আর ২৩ কলা মাত্র বাকী আছে। এইবার কেবল রাহুর স্ফুট বাহির করিলেই স্ফুটসাধনের সকল প্রকারই দেখান হয়। রাহুস্ফুটে মধ্যাহ্নের জন্য দিনার্ধ বাদ দিয়া তাৎকালিক করিয়া তাহা ১২ রাশি হইতে বাদ দিলেই রাহুর স্ফুট বাহির করা হয় যথা—

রাহু মধ্য ১।০।৫৮ ৩৬ এখন . ১।০ ০ হইতে

বাদ দিনার্ধ ০।০।১।৪০ বাদ ১।০।৫৬।৫৬ দিলে

১।০।৫৬।৫৬ রাহু স্ফুট ১০।২৯।৩।৪ হইল।

সুতরাং শঙ্করের কোষ্ঠীর সকল গ্রহের স্ফুট হইল —

রবি = ০।১১।২৮।৭	বৃহস্পতি = ৩।৩।৩৬।১২
চন্দ্র = ১।১০।৪।৫৪	শুক্র = ০।৫।০।২৫
মঙ্গল = ৪।৭।৫৮।৩৯ বক্রী	শনি = ৬।৪।৭।১৪
বুধ = ০।১৫।৩৫।১০	রাহু = ১০।২৯।৩।৪

রামানুজের জন্মপত্রিকা

এইবার আমরা আচার্য রামানুজের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিব। পূর্বে বলিয়াছি ৯৪০ শকাব্দই আচার্যের পক্ষে অনুকূল হয়, সুতরাং আমরা উক্ত শকেই তাঁহার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিলাম। আচার্য শঙ্করের জন্মপত্রিকার কালে যেরূপে জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে আমরা যথাসাধ্য সংক্ষেপে উহা সমাধা করিব। গুণ ও ভাগফল প্রভৃতি পূর্ববৎ প্রদত্ত হইল কারণ, যদি কেহ অনুগ্রহপূর্বক আমাদের গণনার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে একটু সুবিধাই হইবে।

৯৪০ শকাব্দ = ৪১১৯ কল্যব্দ।

সত্য যুগাদি কলির প্রথম পর্যন্ত ১৯৫৫৮৮০০০০ বর্ষ হয়।

সুতরাং সত্য যুগ হইতে ১৯৫৫৮৮৪১১৯ বর্ষ পরে রামানুজের জন্ম হয়।

এখন ১৯৫৫৮৮৪১১৯ × ১২ = ২৩৪৭০৬০৯৪২৮ মাস হইল।

তাহার পর (২৩৪৭০৬০৯৪২৮ × ১৫৯৩৩৩৬) / ৫১৮৪৯০০০০ = ৭২১৩৮৪৩৯৩ অধিমাস হয়।

অধিমাস সৌরমাস চান্দ্রমাস

৭২১৩৮৪৩৯৩ + ২৩৪৭০৬০৯৪২৮ = ২৪১৯১৯৯৩৮২১ × ৩০ = চান্দ্রদিন
= ৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩০ + ৪ তিথি = ৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪ তিথি হইল।

তাহার পর (৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪ × ২৫০৮২২৫২) / ১৬০৩০০০০০৮০ = ১১৩৫৬০১৩৫০৮ তিথিক্ষয়।

চান্দ্রদিন তিথিক্ষয় সাবন

৭২৫৭৫৯৮১৪৬৩৪—১১৩৫৬০১৩৫০৮ = ৭১৪৪০৩৮০১১২৬ অহর্গণ।

অহর্গণ × ৪৩২০০০০ / ১৫৭৭৯১৭৮২৮ = ১১।২৮।১২।২৯। ভগণ বাদে রবি বুধ ও শুক্র মধ্য।

অহর্গণ × ৫৭৭৫৩৩৩৬ / পূর্ব্ববৎ = ১।১৮।৩৭।৪১ ভগণ বাদে চন্দ্র মধ্য।

অহর্গণ × ২২৯৬৮৩২ / পূর্ব্ববৎ = ১১।১৬।৩৭।৫৩ ভগণ বাদে মঙ্গল মধ্য।

অহর্গণ × ৩৬৪২২০ / পূর্ব্ববৎ = ৩।৮।২১।৫০ ভগণ বাদে বৃহস্পতি মধ্য।

অহর্গণ × ১৪৬৫৬৮ / পূর্ব্ববৎ = ৮।২৯।২৪।১৮ ভগণ বাদে শনি মধ্য।

অহর্গণ × ২৩২২৩৮ / পূর্ব্ববৎ = ১১।৫।৩৫।৪৯ ভগণ বাদে রাহু মধ্য।

অহর্গণ × ১৭৯৩৭০৬০ / পূর্ব্ববৎ = ৫।১৮।২৪।১৯ ভগণ বাদে বুধ শীঘ্রোচ্চ।

অহর্গণ × ৭০২২৩৭৬ / পূর্ব্ববৎ = ৭।১৭।৩৮।৫৭ ভগণ বাদে শুক্র শীঘ্রোচ্চ।

১৯৫৫৮৮৪১১৯ × ৩৮৭ / ৪৩২০০০০০০০ = ২।১৭।১৫।৪৮ ভগণ বাদে রবি মন্দোচ্চ।

$$\frac{\text{অহর্গণ} \times ৪৮৮২০৩}{১৫৭৭৯১৭৮২৮} = ৮।২৫।২৮।৩৮ \text{ ভগণ বাদে চন্দ্র মন্দোচ্চ।}$$

$$\frac{১৯৫৫৮৮৪১১৯ \times ২০৪}{৪৩২০০০০০০০} = ৪।১০।১।৫৮ \text{ ভগণ বাদে মঙ্গল মন্দোচ্চ।}$$

$$\frac{১৯৫৫৮৮৪১১৯ \times ৩৬৮}{\text{পূর্ববৎ}} = ৭।১০।২৬।৪৬ \text{ ভগণ বাদে বুধ মন্দোচ্চ।}$$

$$\frac{১৯৫৫৮৮৪১১৯ \times ৯০০}{\text{পূর্ববৎ}} = ৫।২১।১৮।৩২ \text{ ভগণ বাদে বৃহস্পতি মন্দোচ্চ।}$$

$$\frac{১৯৫৫৮৮৪১১৯ \times ৫৩৫}{\text{পূর্ববৎ}} = ২।১৯।৫০।০ \text{ ভগণ বাদে শুক্র মন্দোচ্চ।}$$

$$\frac{১৯৫৫৮৮৪১১৯ \times ৩৯}{\text{পূর্ববৎ}} = ৭।২৬।৩৭।২৪ \text{ ভগণ বাদে শনি মন্দোচ্চ}$$

এইবার রামানুজের বৃহস্পতির স্ফুটটি বাহির করিয়া দেখা যাউক। কারণ, ইহারই উচ্চভাব আশা করিয়া আমরা রামানুজের এই বৎসর জন্মশক নিরূপণ করিয়াছি।

বৃহস্পতিস্ফুট ঃ—

মধ্য ৩।৮।২১।৫০, মন্দোচ্চ ৫।২১।১৮।৩২, শীঘ্রোচ্চ ১১।২৮।১২।২৯

তাৎকালিক + ০।০।২।৩০	+ ০।২৪।০।০	তাৎকালিক + ৩।০।২৯।৩৪
৩।৮।২৪।২০	৬।১৫।১৮।৩২	১১।২৮।৪২।৩

বীজ— ০।২।৪৪।৪৫

শুদ্ধমধ্য = ৩।৫।৩৯।৩৫

এইবার **প্রথম ক্রিয়া**, যথা ঃ—

৩।৫।৩৯।৩৫ মধ্য	৯৬ = ৩৬।৩২	৫৭।৩২
—১১।২৮।৪২।৩ শীঘ্রোচ্চ	৯৭ = ৩৬।৩১	× ১
৩।৬।৫৭।৩২ শীঘ্রোচ্চ কেন্দ্র	—।১	৫৭।৩২

৩৬।৩২—০।০।৫৭।৩২ = ৩৬।৩১।২।২৮ - ২ = ১৮।১৫।৩১।১৪ শীঘ্রকেন্দ্র ফলার্ধ।

দ্বিতীয় ক্রিয়া ঃ—

৩।৫।৩৯।৩৫ মধ্য	২৭৮ = ১৭।১	৩৬।৩৪	১৭।১।০।০
—৬।১৫।১৮।৩২ মন্দোচ্চ	২৭৯ = ১৭।০	× —১	—০।৩৬।৩৪
৮।২০।২১।৩ মন্দ কেন্দ্র	—।১	৩৬।৩৪	১৭।০।২৩।২৬
+ ০।১৮।১৫।৩১ শীঘ্র কেন্দ্র ফলার্ধ			সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্রফল।
৯।৮।২৬।৩৪ সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্র।			

তৃতীয় ক্রিয়া ঃ—

৩।৬।৫৭।৩২ শীঘ্রকেন্দ্র	১০১ = ৩৬।২৮	.৫৭।৫৫	৩৬।২৮।০।০
+ ০।১৭।০।২৩ সংস্কৃত মন্দ	১০২ = ৩৬।১৯	× ১	+ ০।৫৭।৫৫
৩।২৩।৫৭।৫৫ কেন্দ্র ফল।	+।১	৫৭।৫৫	৩৬।২৮।৫৭।৫৫
—০।১২।০।০ সূর্যসিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তরহস্য ঐক্যজন।			= ১।৬।২৮।৫৭।৫৫
৩।১১।৫৭।৫৫ সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দ্রফল।			সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দ্রফল।

সুতরাং ৩।৫।৩৯।৩৫ মধ্য।

০।১৭।০।২৩ সংস্কৃত মন্দ কেন্দ্রফল।

১।৬।২৮।৫৮ সংস্কৃত শীঘ্র কেন্দ্রফল।

৪।২৯।৮।৫৬

—২।০।০।০

২।২৯।৯।৫৬ বৃহস্পতি স্ফুট।

সুতরাং রামানুজের বৃহস্পতি ঠিক কর্কটেও আসিল না। কর্কটে আসিতে ৫১ কলা এখনও বাকী আছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহাকে কর্কটে নিশ্চয়ই আসিতে হইবে। কারণ, সূর্যসিদ্ধান্তের গণনা, কালবশে কিছু অনৈক্য হয় বলিয়াই, বীজ শোধনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সেই বীজ ক্রিয়া-বলে স্ফুট একটু পিছাইয়া গিয়াছে। আর বস্তুতঃ কর্কটে না আসিলে ঐ দিনে রামানুজের মত কেহ জন্মিতে পারে না। আমরা যদি ফল মিলাইবার জন্য রামানুজকে এরূপ অনুমানের সুযোগ দিই, তাহা হইলে সেই সুযোগ শঙ্করকে দিলে শঙ্করের বৃহস্পতি ঠিক তাঁহার সূচ্চাংশেই থাকেন। অবশ্য বীজের জন্য আমরা এক অংশের অধিক অন্যথা করিতে সাহসী হইতে পারি না। পাশ্চাত্য মতে গণনা আজকাল খুব ঠিক হয়। কিন্তু আমি উহা করিতে পারি নাই। যাহা হউক, রামানুজের গ্রহস্ফুট এই —

রবি = ০।০।৪৯।৩০।১৭।১৮	বৃহস্পতি =২।২৯।৮।৫৬
চন্দ্র = ১।২২।৫১।২১	শুক্র = ১০।১৪।১।৩
মঙ্গল = ১১।২৬।১৯।২৯	শনি = ৯।৫।১১।১০ বক্রী
বুধ =১১।২৫।২৬।০ বক্রী	রাহু = ০।২৪।২২।৩৬

অতঃপর আমরা কতিপয় প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উভয়ের জীবনানুকূল ঘটনাবলির ঐক্যপ্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে সুধিপাঠকবর্গ এই ফলাফল বিচার করিয়া স্থির করুন—কোন্ আচার্য বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কিরূপ সমর্থ। অবশ্য ইহা যে এই কোষ্ঠীর সত্যতার উপর নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভৃগুসংহিতা হইতে এই কোষ্ঠীদ্বয়ের উদ্ধারের চেষ্টা এখনও করা যাইতেছে। যদি লাভ হয় তো তাহার পরে পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

আচার্যদ্বয়ের যোগফল

উভয়সাধারণ ফল

উভয়ের কবিত্ব, ধার্মিকতা ও রাজপূজ্যযোগ —

কবিঃ সুগীতঃ প্রিয়দর্শনঃ শুচির্দাতা চ ভোক্তা নৃপপূজিতঃ সুখী।
দেবদ্বিজারাধনতৎপরো ধনী ভবেন্নরো দেবগুরৌ তনুস্থে।।

উভয়ের দেবতাকৃপালাভ যোগ —

লগ্নাধিপস্যাত্মপতৌ সপত্নে তদ্দেবভক্তিঃ সুতনাশহেতুঃ।
সমানতা সাম্যতরে সুহৃত্ত্বে তদ্দেবতাপারকৃপামুপৈতি।।

উভয়ের বাগ্মীযোগ —

বাক্স্থানপে সৌম্যযুতে ত্রিকোণে কেন্দ্রস্থিতে তুঙ্গসমন্বিতে বা।
শুভেক্ষিতে পুংগ্রহযোগযুক্তে বাগ্মী ভবেদ্ যুক্তিসমন্বিতোঽসৌ।। ৭৯

উভয়ের গণিতজ্ঞযোগ —

গণিতজ্ঞো ভবেজ্জাতো বাগভাবে ভূমিনন্দনে।
সসৌম্যে বুধসংদৃষ্টে কেন্দ্রে বা ভূমিনন্দনে।।

উভয়ের তর্কযুক্তিপরায়ণ যোগ —
বাগ্‌ভাবপে রবৌ ভৌমে গুরুশুক্র-নিরীক্ষিতে।
পারাবতাংশগে বাপি তর্কযুক্তিপরায়ণঃ ॥

উভয়ের বেদান্তজ্ঞ যোগ —
বেদান্তপরিশীলঃ স্যাৎ কেন্দ্র-কোণে গুরৌ যদি।

উভয়ের কুটুম্ব রক্ষক ও বাগ্বিলাসী যোগ —
কুটুম্বরাশেরধিপে সসৌম্যে কেন্দ্রস্থিতে সোচ্চ-সুহৃদ্‌গৃহে বা।
সৌম্যর্ক্ষযুক্তে যদি জাত পুণ্যঃ কুটুম্ব-সংরক্ষণ-বাগ্বিলাসং ॥ ১৭ ॥

উভয়ের চতুরতা ও সত্যবাদিতা যোগ —
লাভেশে গগণে ধর্মে রাজপূজ্যো ধনাধিপঃ।
চতুরঃ সত্যবাদী চ নিজধর্মসমন্বিতঃ ॥ --পরাশর ।

উভয়ের মাতৃভক্তি যোগ —
মাতরি ভক্তঃ সুকৃতী পিতরি দ্বেষী সুদীর্ঘতরজীবী।
ধনবান্ জননীপালনরতোযলাভাধিপে খগতে ॥ --ফলপ্রদীপ।

উভয়ের স্থায়ী কীর্তি যোগ —
দৃঢ়া তস্য কীর্তির্ভবেদ্ যোগযোগো যদা চন্দ্রমা লাভভাব প্রগত

উভয়ের বলবান যোগ —
লগ্নাধিপতি একাদশের ফল যথা —
একাদশগস্তনুপঃ সুজীবিতং সত্ত্বসমন্বিতং [illegible]
তেজস্কলিতং কুরুতে বলিনং পুরুষং [illegible] ॥ — ফলপ্রদীপ

উভয়ের জননীর অসুস্থতা যোগ —
দশমে রবির ফল—
জনন্যাস্তথা যাতনামাতনোতি ক্রম সংক্রমেন বল্লভৈর্নিপ্রয়োগ [illegible]
উভয়ের সদ্‌গুণরাশির যোগ —
মিত সংবদেপ্রেমিতং সংলভেৎ প্রসাদাদি বৈ কাবি সৈরাজাবৃত্তি
বুধে কর্মগে পূজনীয়ো বিশেষাৎ পিতুঃ সম্পদোনীতি-দণ্ডাধিকারাৎ॥
ভবেৎ কামশীলস্তথাসৌ প্র[illegible]পী ধিয়া সংযুতো বা[illegible] মান্যো নরঃ স্যাৎ
সদাবাহনৈর্মাতৃসৌখ্যোনরঃ স্যাদ যদা কর্মগঃ সৌম্যখেটো নরাণাম্।

শঙ্করের যোগফল

শঙ্করের অবতার যোগ —

কেন্দ্রগৌ স্থিতদেবেজ্যৌ স্বোচ্চে কেন্দ্রগতেঙ্গুর্কজে।
চরলগ্নে যদা জন্ম যোগোঽয়মবতারজঃ॥

শঙ্করের সিদ্ধকাম যোগ —

(ইহার একটু রামানুজেও আছে।)
কদাচিন্ন ভবেৎ সিদ্ধং যৎ কার্যং কর্তুমিচ্ছতে॥
ধনে নন্দে চ সহজে কর্মেশো যদি সংস্থিতঃ।

শঙ্করের মাতৃপালিতত্ব যোগ —

বিত্তস্থে গগণপতৌ মাত্রা পালিতঃ সুতঃ।
ভাগ্যেশে সহজে বিত্তে সদা ভাগ্যানুচিন্তকঃ।

শঙ্করের হর্ষযুক্ত যোগ —

সদৈব হর্ষসংযুক্তঃ সপ্তমেশে সুখে স্থিতে।

শঙ্করের বাল্যে পিতৃবিয়োগের যোগ —

মাতৃপিত্রোর্ভবেন্মৃত্যুঃ স্বল্পকালেন ভীতিযুক॥

শঙ্করের ব্রহ্মচর্য যোগ —

ব্যায়গে গগণ-গৃহস্থে পররমণীপরাঙ্মুখঃ পবিত্রাঙ্গঃ।

শঙ্করের মাতার মুখরাভাব যোগ —

সুতধনসংগ্রহনিরতা দুর্বচনপরা ভবতি তন্মাতা ॥ ৭৫—ফলপ্রদীপ।

শঙ্করের রসায়ন-বিদ্যা ও মহাসুখ যোগ—

সুখেশে কর্মগেহস্থে রাজমান্যো ভবেন্নরঃ।
রসায়নী মহাহৃষ্টো ভুনক্তি সুখমদ্ভুতম্ ॥ ১৬৬—পরাশর।

শঙ্করের রাজদ্বারে মৃত্যু যোগ —

তৃতীয়েশেঽষ্টমে দ্যূনে রাজদ্বারে মৃত্যুর্ভবেৎ।
চৌরো বা পরগামী বা বাল্যে কষ্টং দিনে দিনে ॥ ১৩২ —পরাশর।
এটি পরকায়-প্রবেশ-কালে রাজমন্ত্রিগণকর্তৃক শঙ্করের শরীর দগ্ধ করিবার চেষ্টা বলা যায়।

শঙ্করের বিবাহ না হইবার যোগ —

রাহুদৃষ্ট বক্রী মঙ্গলের ত্রিপাদ দৃষ্টির ফল —

স্বর্ভানৌ চেদ্দ্যূনগে পাপদৃষ্টে পাপৈর্যুক্তে নৈব পত্নীযুতিঃ স্যাৎ।
সম্ভূতা বা ম্রিয়তে স্বল্পকালাৎ সৌম্যৈর্যুক্তে বীক্ষিতে বা বিলম্বাৎ।।

শঙ্করের কপট লেখকর যোগ —

মেষে বুধে কপট-লেখকরো নরঃ স্যাৎ।। ১০০ (শুক্রযোগে শুভ।)

শঙ্করের ৩৩।৩৪ বৎসরে মৃত্যু যোগ—

পাপগ্রহে রন্ধ্রপতৌ সচন্দ্রে কেন্দ্রস্থিতে বা যদি বা ত্রিকোণে।
নিরীক্ষিতে পাপখগৈর্নভস্থৈ র্জাতস্ত্রয়স্ত্রিংশদুপৈতি বর্ষম্ ॥ —পরাশর।

শঙ্করের গণিতজ্ঞ যোগ —

কেন্দ্রত্রিকোণগে জীবে শুক্রে সোচ্চং গতে যদি।
বাগভাবপে ইন্দুপুত্রে বা গণিতজ্ঞো ভবেন্নরঃ॥

শঙ্করের নির্বংশ, বিবেকী, দিগ্বিজয়, নেত্ররোগ যোগ —

দশমে শুক্রের ফল —

ভৃগুঃ কর্মগো গোত্রবীর্যং রুণদ্ধি ক্ষয়ার্থং ভ্রমঃ কিং ন আত্মীয় এব।
তুলামানতো হাটকং বিপ্রবৃত্ত্যা জনাড়ম্বরৈঃ প্রত্যহং বা বিবাদাৎ।।
ধ্রুবং বাহনানাং তথা রাজমান্যং সদা চোৎসবং বিদ্যয়া বৈ বিবেকী।
বনস্থোঽপি সদা ভুঙ্‌ক্তে নানা সৌখ্যানি মানবঃ।
স্ত্রীধনী নেত্ররোগী চ পূজ্যঃ স্যাৎ কর্মগে ভৃগৌ। ৭৩

শঙ্করের জ্ঞাতিশত্রুতা ও অপরের সহিত মিত্রতা যোগ।—

অষ্টমে রাহুর ফল —

নৃপৈঃ পণ্ডিতৈর্বন্দিতে নিন্দিতঃ স্বৈঃ।।

শঙ্করের ভগন্দর রোগের যোগ —

কদাচিদ্‌গুদে ক্রূররোগা ভবেযুর্যদা রাহুনামা নরাণাং বিশেষাৎ।।
অনিষ্টনাশ খলু গুহ্যপীড়াং প্রমেহরোগং বৃষণস্য বৃদ্ধিম্।
প্রাপ্নোতি জন্তুর্বিকলারিলাভং সিংহী সুতে বৈ খলু মৃত্যুগেহে।।

রামানুজের যোগফল

রামানুজের কপট যোগ —

সজ্ঞে কুজে কপটকৃৎ ...। (মঙ্গল ও বুধের যোগফল)

রামানুজের পত্নীত্যাগ যোগ।

সপ্তমে শনি-স্থিতিব ফল —

কুতো বা সুখং চাঙ্গনানাং।

রামানুজের দুঃশীলা ও ক্রূরা জায়া যোগ —

জায়েশে সপ্তমে চৈব দরিদ্রঃ কৃপণো মহান্।

জারকন্যা ভবেদ্ ভার্যা বস্ত্রাজীবী চ নির্ধনী।

তৃতীয়েশে সুখে কর্মে পঞ্চমে বা সুখী সদা।

অতি ক্রূবা ভবেদ্ ভার্যা ধনাঢ্যো মতিমানতি।। —পবাশব।

রামানুজের গুরুদেবতার্চন যোগ।

দশম পতি দশমে থাকাব ফল — (শঙ্কবেব সিদ্ধকাম যোগ, কিন্তু ইঁহাবও আছে।)

দশমেশে সুখে কর্মে জ্ঞানবান্ সুখী বিক্রমী।

গুরু-দেবার্চন-বতো ধর্মাত্মা সত্য-সংযুতঃ।। ১৪৫ – পবাশব।

রামানুজের মহত্ত্ব যোগ—

দশমে মঙ্গলের ফল —

কুলে তস্য কিং মঙ্গলং মঙ্গলো নো জনৈর্ভূযতে মধ্যভাবে যদি স্যাৎ

স্বতঃসিদ্ধ এবাবতংসীয়তেঽসৌ ববাকোঽপি কণ্ঠীববঃ কিং দ্বিতীয়ঃ।।

ভবেদ্বংশনাথোঽথবা গ্রামনাথস্তথা ভূমিনাথোঽথবা বাহুবীর্যাৎ।।

বামানুজের ক্রোধ-বর্জিত যোগ —

ভাগ্যেশে দশমে তূর্যে মন্ত্রী সেনাপতির্ভবেৎ।

পুণ্যবান্ গুণবান্ বাগ্মী সাহসী ক্রোধবর্জিতঃ।।

রামানুজের পুত্রসৌখ্যহানি যোগ —

ব্যয়েশে দশমে লাভে পুত্র-সৌখ্যং ভবেন্নহি।

মণিমাণিক্যমুক্তাভিধস্তে কিঞ্চিৎ সমালভেৎ ।। —পবাশব।

রামানুজের ভার্যামৃত্যু যোগ—
একাদশপতি অষ্টমের থাকার ফল —
লাভেশে সপ্তমে রন্ধ্রে ভার্যা তস্য ন জীবতি।
উদারো গুণবান্ কর্মী মূর্খো ভবতি নিশ্চিতম্ ।। ১৫০ —পরাশর।

রামানুজের পিতৃদ্বেষ যোগ —
মাতরি ভক্ত সুকৃতী পিতরি দ্বেষী সুদীর্ঘতরজীবী।
ধনবান্ জননীপালনরতো লাভাধিপে খগতে।। ফলপ্রদীপ।

রামানুজের ক্লীবত্ব ও সুখহানি যোগ—
চতুর্থপতি অষ্টমের থাকার ফল—
সুখেশে ব্যয়রন্ধ্রস্থে সুখহীনো ভবেন্নরঃ।
পিতৃ-সৌখ্যং ভবেদল্পং ক্লীবো বা জারজোঽপি বা।। ১৬৫—পরাশর।

রামানুজের সুখ, দীর্ঘায়ু, কষ্টসাধ্য-জয় ও সুস্থদেহ যোগ —
অষ্টমে শুক্রের ফল, যথা —
জনঃ ক্ষুদ্রবাদী চিরং চারুজীবেচ্চতুষ্পাৎ সুখং দৈত্যপূজ্যো দদাতি।
জনুষ্যষ্টমে কষ্টসাধ্যো জয়ার্থঃ পুনর্বর্দ্ধতে রোগহর্তা গ্রহঃ স্যাৎ।
চিরঞ্জীবতে সুস্থদেহে চ নূনং যদা চাষ্টমে ভার্গবঃ স্যাত্তদানীম্।। ২৫৭
প্রসন্নমূর্ত্তির্নৃপলব্ধমানঃ শঠোঽতিনিঃশঙ্করতরঃ সগর্বঃ।
স্ত্রী-পুত্র-চিন্তা-সহিতঃ কদাচিন্নরোঽষ্টমস্থানগতে সিতাখ্যে ।। ২৫৮

রামানুজের ভক্তি যোগ —
পঞ্চমপতি দশমের থাকার ফল —
সুতেশে কর্মগে মানী সর্বধর্মসমন্বিতঃ।
তুঙ্গযষ্ঠিস্তনুস্বামী ভক্তিযুক্তৈক-চেতসা ।। —পরাশব।

রামানুজের ম্লেচ্ছ রাজার নিকট সম্মানপ্রাপ্তি যোগ —
দশমে রাহুর ফল যথা —
সদা ম্লেচ্ছসংসর্গতোঽতীব গর্বং লভেন্ মানিনী কামিনী ভোগমুচ্চৈঃ।
জনৈর্ব্যাকুলোঽসৌ সুখং নাধিশেতে মদেঽর্থব্যয়ী ক্রূবকর্ম খগেঽসৌ।।

—

আদর্শ দার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা

বৈদিকধর্মাবলম্বী আর্যসন্তানগণের নিকট আচার্যদ্বয় যে কেবল অবতাব, সিদ্ধযোগী বা অবতার-কল্প মহাপুরুষ বলিয়া পূজিত হন তাহা নহে, পরন্তু আদর্শ-দার্শনিক বলিয়াও মহামান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু কি আর্য অনার্য এবং কি অপর ধর্মাবলম্বী সকলের নিকটই কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্বত্র তাঁহারা দার্শনিকশ্রেষ্ঠ বলিয়াও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। এক্ষণে এজন্য আমরা দেখিব যে, আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কে কত দূর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। বস্তুতঃ জগতে যতপ্রকার অধ্যাত্মবিদ্যা আছে, দর্শন-শাস্ত্র তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। সুতরাং এতদ্দৃষ্টিতে ইঁহাদিগকে তুলনা কবিতে পারিলে আমাদেব উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি, কি পবিমাণে যথার্থ দার্শনিক মতের অনুকূল বা প্রতিকূল।

কিন্তু এ কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দার্শনিক-মত বলিতে সাধাবণতঃ কি বুঝায়, তাহা একবার স্মরণ করিলে ভাল হয়। কাবণ, ইহারই উপব আমাদের সমুদয় বক্তব্য নির্ভব করিবে।

''দর্শন'' শব্দ হইতে 'দার্শনিক' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দর্শন বলিতে আমবা চক্ষু, দর্শন-ক্রিয়া ও দর্শন-শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এস্থলে আমবা দর্শন-ক্রিয়া বা চক্ষুর প্রতি লক্ষ্য করিতেছি না, পরন্তু দর্শনশাস্ত্রেব প্রতিই লক্ষ্য কবিতেছি।

দর্শন-শাস্ত্র ও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়

এই দর্শন-শাস্ত্র এক প্রকার বিদ্যা। চক্ষু দ্বারা আমরা যেমন বস্তুব রূপ ও আকৃতির জ্ঞানলাভ করি, এই বিদ্যার দ্বারাও তদ্রূপ আমরা সমুদয় পদার্থেব যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। আবার দেখা যায় পদার্থেব রূপ এবং যথার্থ জ্ঞান এক নহে। অনেক সময় যাহা আমাদের নিকট একরূপে প্রতিভাত হয়, ভাল করিয়া দেখিলে, অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিচার করিলে, তাহা অন্যথা প্রমাণিত হইতে পারে। অন্ধকারে এক খণ্ড রজ্জু দেখিয়া সর্প মনে

করিলাম। কিন্তু আলোক আনিয়া ভাল করিয়া দেখিতে জানা গেল উহা রজ্জু। রজ্জু-খণ্ডের সর্পরূপ যথার্থ নহে, উহার রজ্জুরূপই যথার্থ। এজন্য যাহা আপাতদৃষ্টিতে এক প্রকার প্রতিভাত হয়, কিন্তু যাহা বিচারকালে অন্য প্রকার হইয়া যায়, তাহা তদ্ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান নহে। যে জ্ঞান, কোন কালে কোন অবস্থায় অন্যথা হইবে না, তাহাই তদ্বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান। যাবতীয় পদার্থের এই স্বরূপ বা যথার্থ জ্ঞান, দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। যে শাস্ত্র এই প্রকার যাবতীয় পদার্থের 'যথার্থ-রূপ' অবগত করাইয়া দেয়, তাহাই দর্শন-শাস্ত্র।

দার্শনিকের গুণগ্রাম

এক্ষণে আমরা দেখিব, যে ব্যক্তি এই দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিতে বসিবেন তাঁহার কি প্রকাব গুণ থাকা প্রয়োজন। যদি দেখি, যথার্থ দার্শনিকের এই গুণগুলি থাকা প্রয়োজন, এবং তাহার পর সেই গুণগুলি কোন আচার্যে কম এবং কোন আচার্যে বেশী, তাহা হইলে একজন অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা আমরা সহজে অনুমান করিতে পারিব। অতএব সর্বাগ্রে আমরা দার্শনিকের উপযোগী গুণ কি কি, তাহা আলোচনা করিব।

পূর্বে বলিয়াছি, দার্শনিক যাবতীয় পদার্থেব স্বরূপ নির্ণয় করিতে চাহেন। কোন পদার্থই তাঁহাব গবেষণার বাহিরে যাইতে বা থাকিতে পাবিবে না। সুতরাং আমরা যাহা দেখি বা দেখি না, জানি বা জানি না, সকল পদার্থেবই স্বরূপ-নির্ণয় তাঁহার কার্য। এখন দেখা আবশ্যক, এত বড় গুরুতর ব্যাপার যাঁহাদেব আলোচ্য বিষয়. তাঁহারা কি প্রকার প্রকৃতি-সম্পন্ন হইলে তাঁহাদের কার্য অভ্রান্ত হইতে পারে।

এই বিষয়টিকে আমরা দুই প্রকারে আলোচনা করিব। একটি—অনুকূল শ্রেণী অবলম্বন কবিযা, এবং অপরটি—বিঘ্ননিবারক শ্রেণীর বিচার দ্বারা।

তন্মধ্যে যাহা অনুকূল শ্রেণীভুক্ত তাহারা এই—

অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শন—দার্শনিকের প্রথম গুণ

প্রথমতঃ, আমবা দেখিয়া থাকি যে, আমরা জ্ঞাত রাজ্যের সাহায্যে অজ্ঞাত রাজ্যে গমন করি। জ্ঞাত পদার্থ ধরিয়া অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান লাভ করি। আবার জ্ঞাত পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়, জ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান যত হয়, ততই ভাল হইবার কথা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যিনি যত অধিক জ্ঞানবান তিনি তত উত্তম দার্শনিক হইবার যোগ্য। এতদুদ্দেশ্যে আমরা এই প্রকার জ্ঞানকে 'অভিজ্ঞতা বা বহুদর্শন' ইত্যাদি নাম দিতে পারি এবং ইহা দার্শনিকের প্রথম গুণ হইল।

বিচারশীলতা ও পর্যবেক্ষণস্বভাব—দ্বিতীয় গুণ

দ্বিতীয়তঃ, দেখা যায় যে, এ জগতে যিনি যত জ্ঞানের বিষয়গুলিকে ভাঙ্গিতে ও গড়িতে পারেন এবং ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তাহাদের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারেন, তাঁহারই জ্ঞান অধিক হয়। আবার কোন রূপে এই দুইটি কার্য করিতে পারিলেই যে জ্ঞানের পূর্ণতা হইবার কথা, তাহাও নহে। দুইটিই সমান রূপে করিতে পারা চাই। কোনটি কম, কোনটি বেশী হইলে চলিবে না। সুতরাং যাঁহারা যত সমানভাবে সকল বিষয়ই ভাঙ্গিতে-গড়িতে এবং অপরের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে—অন্য কথায় সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণে সমর্থ, তাঁহারাই দার্শনিকের কার্যে অধিকতর উপযুক্ত। এতদর্থে বিচার-শীলতা ও পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি গুণগুলি লইয়া একটি শ্রেণী গঠন করা যাইতে পারে। আর তাহা হইলে ইহা দার্শনিকের দ্বিতীয় গুণ হউক।

অনুসন্ধিৎসা—তৃতীয় গুণ

তৃতীয়তঃ, এখন এই ভাঙ্গা-গড়া ও সম্বন্ধ-নির্ণয়-ব্যাপারে যাহা প্রয়োজন, তাহার প্রথম আমাদের মনে হয় যে "অনুসন্ধিৎসা"। যাহা দেখিলাম তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে অনুসন্ধিৎসা হয় না। যাহা দেখি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আরও ভালভাবে দেখিবার প্রবৃত্তিকেই যথার্থ অনুসন্ধিৎসা বলা যায়। অতএব আদর্শ দার্শনিকের ইহাই তৃতীয় গুণ হওয়া উচিত।

স্মৃতি—চতুর্থ গুণ

চতুর্থতঃ, ভাঙ্গা-গড়া ও সম্বন্ধ-নির্ণয় এই উভয় স্থলেই আর একটি গুণের প্রয়োজন, তাহা "স্মৃতি"। কারণ, স্মৃতির সাহায্যে আমরা পূর্বদৃষ্ট বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ-নির্ণয় করিয়া থাকি। অতএব আদর্শ-দার্শনিকের ইহা চতুর্থ গুণ হওয়া উচিত।

কল্পনা শক্তি—পঞ্চম গুণ

পঞ্চমতঃ, কল্পনাশক্তি সাহায্যে নানা রূপে নানা প্রকারে আমরা সকল বিষয়ই ভাঙ্গিতে-গড়িতে বা তাহার সহিত অপরের সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। উদ্ভাবনী-শক্তি এই কল্পনা-শক্তিরই ফল। সুতরাং আদর্শ-দার্শনিকের এই কল্পনাশক্তি পঞ্চম গুণ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।

একাগ্রতা—ষষ্ঠ গুণ

ষষ্ঠতঃ, একাগ্রতা ষষ্ঠ গুণ—বলা যায়। কারণ, দেখা যায় যিনি একটা বিষয়ে

যত নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করিতে পারেন, তিনি সেই বিষয়ে ততই জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন। এই মনোনিবেশ ও একাগ্রতা একই বস্তু। অতএব ইহা আদর্শ-দার্শনিকের ষষ্ঠ গুণ বলিয়া গ্রহণ করা যাউক।

ধ্যানপরায়ণতা—সপ্তম গুণ

তাহার পর সপ্তম গুণ, ধ্যানপরায়ণতা। কারণ, যত গভীর চিন্তা করিতে পারা যায়, আমরা আমাদের চিন্তার বিষয়ের 'রূপ' তত পূর্ণমাত্রায ধারণ করিতে পারি, ততই আমরা তাহাদের প্রকৃতির জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হই। অতএব ইহাকে আদর্শ-দার্শনিকের সপ্তম গুণ বলিয়া ধরা যাউক।

বল ও ধাতুসাম্য—অষ্টম ও নবম গুণ

আমাদের জ্ঞানেব যন্ত্র অন্তেরিন্দ্রিয় ও বহিবিন্দ্রিয়। ইহাদেব দ্বারা আমবা জ্ঞান আহবণ করিয়া থাকি। অনেক সময় ইহাদের দুর্বলতা ও বিষমতা, মিথ্যা জ্ঞান উৎপাদন করে। এই বিষমতা ও দুর্বলতা আবাব অনেক সময় এই স্থূল দেহের ধাতু-বৈষম্যেব ফল। এজন্য যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ধাতুসাম্য ও বলের প্রযোজন হয়। সুতরাং "বল" ও "ধাতুসাম্য" আদর্শ-দার্শনিকেব পক্ষে অষ্টম ও নবম সংখ্যক গুণমধ্যে গণ্য করা গেল।

সত্যানুরাগ—দশম গুণ

পরিশেষে সর্বাপেক্ষা যাহা প্রয়োজন, তাহা সত্যানুরাগ। ইহা ব্যতীত সমস্তই বৃথা। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ নানা ভাবেব বশে বশীভূত হইয়া ইহার প্রতি লক্ষ্যহীন হয। সুতবাং সংস্কারগত যাহার সত্যানুরাগ প্রবল, তিনিই দার্শনিক শ্রেষ্ঠ হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা ইহাকেই দার্শনিকের পক্ষে দশম সংখ্যক গুণ বলিয়া নির্দেশ করিলাম।

সংসর্গশূন্যতা—একাদশ গুণ

ইহাব পর, দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ আদর্শ দার্শনিকেব পক্ষে যেগুলি বিঘ্ন-নিবারক গুণ সেইগুলি নির্ণয় করা যাউক।

প্রথম—দেখা যায় মনুষ্যমাত্রেই বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি-বিশিষ্ট। মনুষ্যোচিত সাধারণ গুণ সত্ত্বেও প্রত্যেকবেই একটা ' একটা যেন নিজত্ব বা ঝোঁক থাকে। এই নিজত্ব দার্শনিকের বিঘ্নস্বরূপ। দার্শনিক সার্বভৌম সত্য-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায়ই তাহাতে নিজত্ব লাঞ্ছিত করিয়া ফেলেন। ইহাব ফলে যথার্থ সত্য আবিষ্কৃত হয় না। বুদ্ধিবল ও কল্পনা-শক্তি সাহায্যে যখন যে-বিষয় চিন্তা করিতে হইবে,

তখন যাহাতে ঠিক সেই বিষয়ই চিন্তা করা হয়, তাহাতে নিজের ঝোঁক যাহাতে না মিশে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাকে সংসর্গ-শূন্যতা জাতীয় গুণ বলা চলিতে পারে। ইহার সংখ্যা আমরা একাদশ নির্দেশ করিলাম।

স্থৈর্য ও ধৈর্য—দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গুণ

দ্বিতীয়—দেখা যায় চাঞ্চল্য, একাগ্রতা ও গভীর চিন্তায় বিঘ্নকর। এজন্য চাঞ্চল্যের বিপরীত স্থৈর্য দার্শনিকের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় গুণ। বুদ্ধি সম্বন্ধে এই স্থৈর্যের নাম ধৈর্য। সুতরাং ইহারা যথাক্রমে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যক গুণ হউক।

তিতিক্ষা ও শমদমাদি—চতুর্দশ ও পঞ্চদশ গুণ

তৃতীয়—"বিষয়" ও "করণ" এই দুইটির সাহায্যেই আমাদের জ্ঞান হয়। এখন বিষয়-গত উৎপাত ও করণ-জন্য উপদ্রব আসিয়া দার্শনিকের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে এবং চিন্তার ব্যাঘাত জন্মায়। আর সর্বতোভাবে বিষয়গত উৎপাতও নিবারণ করা অসম্ভব। এজন্য তিতিক্ষা অর্থাৎ শীত-উষ্ণাদি-সহন-শীলতা প্রয়োজন, এবং কবণজন্য উৎপাত নিবারণ নিমিত্ত শমদম প্রভৃতির প্রয়োজন। সুতরাং চতুর্দশ সংখ্যক তিতিক্ষা এবং পঞ্চদশ সংখ্যক শমদমাদি গুণ দার্শনিকের প্রয়োজন।

নিরভিমানিতা—ষোড়শ গুণ

চতুর্থ—অনেক সময় দেখা যায়, অভিমান দার্শনিকের মহাশত্রুতাচরণ করে। ইহা অপরের যুক্তি-তর্কের প্রতি অশ্রদ্ধা বা ঔদাসীন্য আনয়ন করে। কিন্তু বিশ্বপতির রাজ্যে কাহার নিকট কোন্ অমূল্যরত্ন লুক্কাইত আছে তাহা কে জানিতে পারে? সুতরাং নিরভিমানিতা এতদুদ্দেশ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ। যাহা হউক, ইহাকে আমরা ষোড়শ স্থান প্রদান করিলাম।

অনালস্য—সপ্তদশ গুণ

পঞ্চম—পরিশেষে, আলস্য-জাতীয় দোষগুলি আমাদিগকে চেষ্টাশূন্য করে এবং নূতন জ্ঞান-লাভে বঞ্চিত করে। সুতরাং ইহাদের বিপরীত অনালস্য, উদ্যম, উৎসাহ-জাতীয় গুণগুলি দার্শনিকের পক্ষে প্রয়োজন। অতএব ইহাদিগকে আমবা সপ্তদশ সংখ্যা প্রদান করিলাম।

নির্ণীত গুণদ্বারা তুলনা

যাহা হউক, এক্ষণে আদর্শ দার্শনিকের জন্য যে গুণগুলি স্থিব করা গেল

তাহার সহিত আচার্যদ্বয়ের চরিত্র তুলনা করা যাউক। যে ৮৭ প্রকার বিষয়দ্বারা আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে তুলনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে এ ভাবে এই সকল গুণের উল্লেখ নাই। কাহারও জীবনী-লেখক এই দৃষ্টিতে কোন ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা কেহ কেহ এ জাতীয় কোন গুণের উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। কিন্তু কেবল তাঁহাদের উল্লেখ অবলম্বন করিয়া বিচার করা নিরাপদ নহে। আমরা ঘটনা-মূলক গুণ জানিতে ইচ্ছা করি। কারণ, ইহাতে ভ্রমের সম্ভাবনা অল্প। পরবর্তী জীবনী-লেখকের কেবল উল্লেখ হইতে এসব গুণ সম্বন্ধে বিশ্বাস করা যায় না। তৎকালের খুব পরিচিত নিরপেক্ষ অথচ বন্ধু-স্থানীয় কেহ যদি জীবনী লিখিতেন তাহা হইলে তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারিত। যাহা হউক, এ জাতীয় গুণ যে এই দুই মহাপুরুষে ছিল না, তাহা নহে। এরূপ সূক্ষ্ম দার্শনিকের এ গুণ নিশ্চয়ই থাকিবার কথা। এজন্য ইঁহাদের সম্বন্ধে যে সকল সমাচার আমরা ইতোমধ্যে পাইযাছি, তাহারই অবলম্বনে কিছু অনুমান করিবার চেষ্টা করা যাউক

আদর্শ দার্শনিকের প্রথম গুণদ্বারা তুলনা

প্রথম— অভিজ্ঞতা, বহুদর্শন প্রভৃতি। দেখা যায়, ভ্রমণ একটি জ্ঞানানুসরণের পক্ষে বিশেষ সহায়। আমাদের উভয় আচার্যই সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য কতশত লোকের সংস্রবে যে তাঁহাদিগকে আসিতে হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং বলা যায়, ভ্রমণে ও বহু লোকের সংস্রবে, আচার্যদ্বয়ের বহু প্রকার জ্ঞানলাভের একটা মহা সুযোগ হইযাছিল এবং সেই ভ্রমণের অল্পাধিক্যদ্বারা আমাদের আচার্যদ্বয়ের মধ্যে যে জ্ঞানের তারতম্য ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতঃপূর্বে আমরা ভ্রমণ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যাইবে এতজ্জনিত জ্ঞান কাহার অধিক হওয়া উচিত। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তাহার পর যাহা লোকের শিক্ষার উপকরণ, তাহাও তাঁহাদের জ্ঞান-বৃদ্ধির কারণ। সুতরাং আচার্যদ্বয়ের জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিমাণ তুলনা করিতে হইলে এ বিষয়টিও চিন্তনীয়। বস্তুতঃ, আমরা ইহা ২৪ সংখ্যক শিক্ষা নামক প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিযাছি। (৯৯০ পৃঃ দ্রঃ)

পরিশেষে যাহার যত জ্ঞান অধিক, তাহার তত অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শন থাকে। সুতরাং এ বিষয়টিও এ স্থলে আলোচ্য। এখন দেখা যায়, জ্ঞান দুই প্রকার— লৌকিক ও অলৌকিক। একত্রিশ সংখ্যক বিষয়ে আমরা অলৌকিক জ্ঞানের বিষয় আলোচনা করিযাছি। (৫০৩ পৃঃ দ্র) কিন্তু লৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধে কিছুই

আলোচনা করি নাই। অবশ্য ইহার কারণ—ঘটনা বা দৃষ্টান্তের অভাব। কারণ, কাহারও জীবনীকার এ বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে, কে কি-কি বা কোন জাতীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, বা কাহার কত বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। সুতরাং অনুমান দ্বারা আমাদের এ কার্য সিদ্ধ করিতে হইবে।

এখন যদি অনুমান করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক কথা বলিতে পারা যায়। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, গ্রহণ-সামর্থ্য ও বিষয়-বাহুল্যই লৌকিক জ্ঞানবৃদ্ধির হেতু। এই গ্রহণ-সামর্থ্যের ভিতর আবার আয়ুঃ, (পৃঃ ৪৫১) সুস্থতা, (পৃঃ ৪৮৯) বুদ্ধিশক্তি,(পৃঃ ৫২৬) স্মৃতি,(পৃঃ ৫৩১) প্রভৃতি বিষয়গুলিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহার পর বিষয়-বাহুল্যের মধ্যে অধীত গ্রন্থের সংখ্যা, ভ্রমণ,(পৃঃ ৪৮৬), লোকসঙ্গে আলোচনা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। আয়ুঃ অনুসারে এ জ্ঞান রামানুজের অধিক হওয়া উচিত। কারণ শঙ্করের আয়ুঃ ৩২ বা ৩৪ বৎসর এবং রামানুজের আয়ুঃ ১২০ বা ১২৮ বৎসর। সুস্থতা সম্বন্ধে উভয়েই সমান। কারণ, শিক্ষাকালে কাহারও কোন অসুস্থতা জন্য কোন অসুবিধার কথা শুনা যায় না। অবশ্য রামানুজের উপর বিষ-প্রয়োগ এবং শঙ্করের উপর অভিচার করা হইয়াছিল। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের কোন স্থায়ী ক্ষতি হইয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় না। বুদ্ধি (পৃঃ ৫২৬) ও স্মৃতি (পৃঃ ৫৩১) অনুসারে ইহাদের মধ্যে তারতম্যবিচার, আমরা তত্তৎপ্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। গ্রহণ-শক্তি শঙ্করের অত্যদ্ভুত। কারণ, তিনি শ্রুতিধর ছিলেন। তিনি বাল্যে গুরু-গৃহে ও গোবিন্দপাদের নিকট যাহা শিখিয়াছিলেন, সমগ্র ভারত-দিগ্বিজয় করিতে গিয়া তাঁহাকে আর কিছু শিখিতে হয় নাই। অথবা কেবল তাহাই নহে, তাঁহার শিখিবার ইচ্ছা পর্যন্তও জন্মে নাই। পক্ষান্তরে রামানুজ কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। দক্ষিণামূর্তির নিকট অধ্যয়ন, রামানুজের মেলকোট হইতে দিগ্বিজয়-কালে ঘটিয়াছিল।

তাহাব পর বিষয়-বাহুল্যের অন্তর্গত অধীত গ্রন্থসংখ্যা কাহার কত অধিক তাহা বলা যায় না। এ বিষয় আমরা শিক্ষা (পৃঃ ৪৯০) নামক ২৪ সংখ্যক বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিযাছি। তবে ইহা যে অনেকটা গ্রহণ-শক্তি এবং আয়ুর উপরও নির্ভর করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধীত গ্রন্থের জাতি সম্বন্ধেও একটু বিশেষত্ব থাকিবার কথা। কারণ, রামানুজ শঙ্করের ৩৩৩ বৎসর পরে আবির্ভূত বলিয়া রামানুজের যেমন অনেক নূতন গ্রন্থ পড়িবার সম্ভাবনা, শঙ্করের তেমনি অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পড়িবার সুযোগ বেশী। * প্রাচীন গ্রন্থসংখ্যা সম্বন্ধেও বিশেষ

* এ বিষয়ে জীবনীকারগণ যদিও বলিয়াছেন—রামানুজ কাশ্মীরে বোধায়ন বৃত্তি (মতান্তরে বৃত্তির সার-সংকলন) দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার শ্রীভাষ্যের ভূমিকায় দেখা যায় যে, তাঁহার পূর্বাচার্যগণ

কোন কথা বলা যায় না। কারণ, কালের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনেক নূতন জিনিষের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ অনেক পুরাতন জিনিষের লয়ও হইতে দেখা যায়। রামানুজ খুব সম্ভব, ব্রহ্মসূত্রের বোধায়ন বৃত্তির মূল গ্রন্থ দেখিতে পান নাই। কিন্তু শঙ্করে তাহার সম্ভাবনা অধিক। রামানুজের সময় মুসলমানগণ ভারতেব যত ক্ষতি করিয়াছিল, শঙ্করের সময় সে ক্ষতি ঘটে নাই। তবে রামানুজ তামিল ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, শঙ্কর তাহা পড়েন নাই বলিয়া বোধ হয়।

যদি বলা যায়, তিনি তাঁহার মাতৃভাষায় লিখিত অনুরূপ গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বলিবার উপায় নাই। কারণ, তাঁহার মাতৃভাষা মালায়লম্। এ ভাষাতে তামিল ভাষার মতো এত উত্তম জ্ঞানভক্তিপূর্ণ গ্রন্থ তখন ছিল না, ইহা স্থিব। "ভ্রমণ" ও "লোক-সঙ্গে"র কথা প্রথমেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, এজন্য ২ আয়ুঃ, ২০ ভ্রমণ, ২৩ রোগ, ২৪ শিক্ষা, ৩০ অনুসন্ধিৎসা (পৃঃ ৫০১), ৩৫ উদ্যম (পৃঃ ৫১২), ৫১ বুদ্ধি-কৌশল (পৃঃ ৫২৬), ৫৬ মেধাশক্তি (পৃঃ ৫৩১) এবং ৫৭ লোকপ্রিয়তা (পৃঃ ৫৩২) প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে কে কতদূর আদর্শ দার্শনিকেব আসন গ্রহণে যোগ্য।

আদর্শ দার্শনিকের দ্বিতীয় গুণ দ্বারা তুলনা

দ্বিতীয—বিচারশীলতা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও বিবেক প্রভৃতি। এ বিষযটিও আমবা পূর্বে পৃথগ্‌ভাবে নিরূপণ করি নাই। কারণ, ইহার জন্য এমন কোন ঘটনা পাই নাই, যাহা এই নামের অধিকতব উপযোগী। আমরা ঘটনা অবলম্বনে নামকবণ করিয়াছি। পূর্বে নামকরণ করিয়া ঘটনাগুলিকে তাহার অন্তর্ভুক্ত করি নাই। সুতরাং এ বিষয়টি তাঁহাদের গ্রন্থ দেখিয়া এবং জীবনের অন্য পাঁচটা ঘটনা দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে। এতদর্থে ৬০ সংখ্যক শিক্ষা-প্রদানে লক্ষ্য (পৃঃ ৫৩৪) ৬৪সংখ্যাক সম্প্রদায়-ব্যবস্থাপন-সামর্থ্য, (পৃঃ ৫৩৮) ২৬ সন্ন্যাস গ্রহণ (পৃঃ ৫৩০), ৩৮ কর্তব্যজ্ঞান (পৃঃ ৫১৪), ৪০ গুণগ্রাহিতা (পৃঃ ৫১৬), ৮০ ভ্রান্তি (পৃঃ ৫৫৪), ৪৫ নিরভিমানিতা (পৃঃ ৫২০), ৬৭ অনুতাপ (পৃঃ ৫৪১), ৭৯ প্রাণভয় (পৃঃ ৫৫১), ৮৪ বিষাদ (পৃঃ ৫৫৮), ৭৭ নির্বুদ্ধিতা (পৃঃ ৫৫০), ৫৫ ভাবের আবেগ (পৃঃ ৫৩০), ৭৩ কর্তব্যজ্ঞানশূন্যতা (পৃঃ ৫৩০), প্রভৃতি বিষয় গুলি আলোচনা করিতে পারিলে আমাদের উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইতে পারে।

উক্ত বোধায়ন বৃত্তিব যে সার সংকলন কবিয়া বাখিয়া গিয়াছেন, তদনুসাবে তিনি তাঁহাব শ্রীভাষ্য বচনা কবিতেছেন এবং যখন দেখা যায় কেবল দুই-একটি স্থলেব দুই-এক ছত্র ভিন্ন তিনি বোধায়ন বৃত্তিব বাক্য উদ্ধৃত কবেন নাই, তখনই মনে হয়, তিনি মূল গ্রন্থ দেখিতে পান নাই।

কারণ, লোকে বিচারশীল বা বিবেকী হইলে তাহার উপদেশ খুব সারবান হয় এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টি থাকে বলিয়া তাহার ব্যবস্থাপন-সামর্থ্যও ভাল হয়। সন্ন্যাস-গ্রহণের সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা উচিত। কারণ, এক দিকে নশ্বর জগতের প্রলোভন ও অপর দিকে নিত্য-তত্ত্বের উপাসনা, ইহার একটি বাছিয়া লওয়া সামান্য বুদ্ধি-বিবেচনার কার্য নহে। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে, উপরি-উক্ত অবশিষ্ট বিষয়গুলির সহিতও ইহার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অবশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে এ বিষয়টি কেবল জীবনের কর্ম দেখিয়া নির্ণয় করিবার যোগ্য নহে, ইহা তাঁহাদের বিচার-পদ্ধতি হইতে জানিবার বিষয়। তবে একটা কথা এই যে, যাহার যেরূপ স্বভাব, তাহার তাহা সকল কার্যেই প্রতিফলিত হয়। আবার যে ব্যক্তি দুই এক স্থলে যেরূপ আচরণ করে, সমগ্র জীবনসম্বন্ধেও প্রায় তাহার নিদর্শন দেখা যায়। এজন্য পূর্বোক্ত চরিত্র-বিচার নিতান্ত নিরর্থক হইবে না।

তাহার পর, দার্শনিকের এই দ্বিতীয় সংখ্যক বিচারশীলতা-জাতীয় গুণের অন্তর্গত "ভাঙ্গা-গড়া" বা "সম্বন্ধ-নির্ণয়" সম্বন্ধে এই সত্যটি একবার প্রয়োগ করা যাউক। কারণ, উপরি-উক্ত দ্বাদশটি বিষয় হইতে এ বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায় না। এতদনুসারে বলা যায়, জ্ঞানরাজ্যে যিনি ভাঙ্গেন-গড়েন এবং পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার করেন, এই জড়রাজ্যেও তিনি সে কার্য কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয়ই করিবেন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আমরা ইহাদের কার্যের মধ্যে ভাঙ্গা-গড়ার দৃষ্টান্তগুলি দেখিলে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারিব।

শঙ্করের জীবনে ভাঙ্গিয়া গড়ার দৃষ্টান্ত এই যে, তিনি পঞ্চোপাসক ও কাপালিক "মত" খণ্ডন করিয়াছেন এবং পরে তাহাই দোষশূন্য করিয়া আবার স্থাপন করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার নামের একটা বিশেষণ "ষন্মার্গসংস্থাপনপর।" শঙ্কর অনেক জিনিষ ভাঙ্গিয়াছেন, পরে আবার প্রায় তদ্রূপ করিয়া গড়িয়াছেন। বৌদ্ধগণের মতবাদ ভাঙ্গিয়া শঙ্কর সময়োপযোগী করিয়া বৈদিক মতের অঙ্গপুষ্ট করিয়াছেন। তাহার পর, তাঁহার গড়া বিষয়ের প্রচলন সম্বন্ধেও তাঁহার মঠাম্নায় দেখিলে বোধ হইবে, তিনি তত বিশেষ বা সঙ্কীর্ণ নিয়ম করেন নাই। তাঁহার নিয়মগুলি খুব সাধারণ এবং তজ্জন্য ইহাদের বিলোপের আশঙ্কা খুব অল্প। তাহার পর ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠের সংস্থাপন ও গঠনসম্বন্ধে তাঁহার খুব দূর ও বিস্তৃত দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বদেশে যে চৌষট্টিটি অনাচার বা নূতন আচার প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাতে খুব খুঁটিনাটি আছে এবং উহা এতদিন প্রায় অক্ষুণ্নভাবে চলিয়া আসিতেছে।

সুতরাং এইগুলি দেখিলে মনে হয় যে, 'সমগ্র' ও 'অংশে', 'সামান্য' ও 'বিশেষে', 'অতীত' ও ভবিষ্যতে', ভাঙ্গা ও গড়ায় আচার্যের বেশ সমান দৃষ্টি ছিল।

পক্ষান্তরে রামানুজে ইহা যেরূপ ছিল তাহা এই। প্রথমতঃ, এজন্য আমরা ইঁহার মৃত্যুকালের বাহাত্তরটি উপদেশ স্মরণ করিতে পারি। ইহার মধ্যে কতিপয় স্থলে দেখা যাইবে যে, রামানুজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন, অন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি তাহার কিছুই করিতেছেন না। ইঁহার মতে নিজ সম্প্রদায় ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। যাহা হউক, রামানুজ শৈবকে বৈষ্ণব করিতেছেন, ইহা তাঁহার ভাঙার দৃষ্টান্ত। কিন্তু শৈবকে সংস্কৃত করিয়া শৈব করা রূপ তাঁহার গড়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তিনি অদ্বৈতবাদকে মিথ্যা বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদীর নিকট রামানুজ-মত ওরূপভাবে অনাদৃত হয় না। যদিও বৌদ্ধাদি অবৈদিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে শঙ্করও এইরূপ করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মতে বেদ মানা অত্যাবশ্যক। রামানুজ কিন্তু এই বৈদিক সম্প্রদায়ের ভিতর আবার বিরোধ বাঁধাইলেন। তাঁহার মতে শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ও এক প্রকার অবৈদিক। ব্রহ্মজ্ঞানী শঙ্কর শাক্ত, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব ও গাণপত্য প্রভৃতি মত স্বীকার করায় ভারতের অনেকেই তাঁহার আশ্রয়ে আসিতে সুবিধা পাইল। রামানুজের মতে কিন্তু লোকের সে সুবিধা হইল না। দ্বিতীয়তঃ, শঙ্করের মতো তিনি ভারতের চারি প্রান্তে চারি মঠস্থাপন করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর জন্য ধর্মব্যবস্থা করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। আর তৃতীয়তঃ, শঙ্করের মতো সন্ন্যাসীকে লোকের গুরুপদে না বসাইয়া রামানুজ গৃহীকেই সেই পদে বসাইলেন। যাহা হউক, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অংশে উভয়ে প্রায় একরূপ। এখন পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন কে কতদূর আদর্শ দার্শনিক ছিলেন।

আদর্শ দার্শনিকের অবশিষ্ট গুণদ্বারা তুলনা।

তৃতীয়--অনুসন্ধিৎসা। এ বিষয়টি আমাদের বিচারিত বিষয়সমূহের মধ্যে ত্রিংশ সংখ্যক। (পৃঃ ৫০১)

চতুর্থ—স্মৃতি। ইহা আমাদের আলোচিত ৫৬ সংখ্যক মেধাশক্তির অন্তর্গত। (পৃঃ ৫৩১)

পঞ্চম---কল্পনাশক্তি। ইহা আমাদের ৫১ সংখ্যক বিষয়। (পৃঃ ৫২৬)

ষষ্ঠ—একাগ্রতা। ইহা আমরা আলোচনা করি নাই। কারণ, ইহার সংশ্লিষ্ট ঘটনা পাই নাই। তবে চিন্তা করিলে দেখা যায়, ইহা সেই ব্যক্তিরই অধিক, যাঁহার মেধা ও সমাধিসাধন উত্তম।

সপ্তম—ধ্যানপরায়ণতা। ইহা আমরা ৪৪ সংখ্যক বিষয়মধ্যে আলোচনা করিয়াছি। (পৃঃ ৫১৯)

অষ্টম— বল। ইহাও বিচারিত হয় নাই। কারণ, এতৎসম্বন্ধীয় কোন ঘটনা বা উল্লেখ পাই নাই। তবে ব্রহ্মচর্যদ্বারা বীর্য-লাভ ঘটে বলিয়া এজন্য ৫০ সংখ্যক বিষয় দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫২৫)

নবম—ধাতুসমতা। এ বিষয়টিও অনালোচিত। কারণ—ইহারও দৃষ্টান্ত নাই। তবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভ্রমণে ধাতু-বৈষম্য হয়। তাহার পর ক্রোধ বা ভাবের আবেগ প্রভৃতি ধাতু-বৈষম্যের কারক। অভিনব-গুপ্তের অভিচারের কথা না বিশ্বাস করিলে শঙ্করের ভগন্দর রোগ অতিভ্রমণের ফল বলিতে পারা যায়। আর এ রোগ ধাতু-বৈষম্যের চূড়ান্ত অবস্থা, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামানুজের রোগের কথা শুনা যায় না, কেবল শেষ বয়সে চক্ষু দিয়া রক্ত-পাত, জ্বর ও অবসাদের কথা শুনা যায়। ভয়ও ধাতুবৈষম্যের লক্ষণ। সুতরাং এজন্য ৭৯ সংখ্যক প্রাণভয় (পৃঃ ৫৫১), ৫৫ ভাবের আবেগ (পৃঃ ৫৩০), ৬৮ ক্রোধ (পৃঃ ৫৪৭), ২০ ভ্রমণ (পৃঃ ৪৮৭), ২২ মৃত্যু (পৃঃ ৪৮৮) এবং ২৩ রোগ (পৃঃ ৪৮৯) প্রভৃতি বিষয় দ্রষ্টব্য।

দশম—সত্যানুরাগ। এ বিষয়টি কাহারও মধ্যে বেদনিরপেক্ষ সত্যানুরাগের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে কি-না জানি না। উভয়েই বেদ ও ঈশ্বর মানিয়া সাম্প্রদায়িক মতের মধ্য দিয়া নিজ নিজ মত প্রকাশিত করিয়াছেন। উভয়েই সত্যানুরাগী হইলেও বেদনিরপেক্ষ সত্যের জন্য সত্যানুরাগী নহেন। বেদ ও ঈশ্বরের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সত্যানুরাগী বলিতে হইবে। তবে শঙ্কর বেদ ও ঈশ্বরকে জ্ঞানীর নিকট অবিদ্যার বিষয় বলিয়াছেন। রামানুজ কিন্তু তাহা বলিতে অনিচ্ছুক। এজন্য শঙ্কর মতে আদর্শ দার্শনিকের স্থান একদিন সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু রামানুজ মতে তাহা সম্ভব নহে।

একাদশ—সংসর্গশূন্যতা। এ বিষয়টিও আমরা এক স্থলে বা পূর্বরূপে বিচারের অবসর পাই নাই। তবে এজন্য আমাদের বিচারিত ৬৯ অভিমান, ৪২ ত্যাগশীলতা, ৪০ গুণগ্রাহিতা, ৮৩ বিদ্বেষ বুদ্ধি, ৭০ অশিষ্টাচার, ৩৭ অনাসক্তি, ৪১ গুরুভক্তি, ৮৪ বিষাদ, ৬৭ অনুতাপ ইত্যাদি বিষয় হইতে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। উক্ত বিষয়গুলি সমুদয়ই মানবের সংস্কারের অল্পাধিক্যের পরিচয়। বিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট ইহার হেতু প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন।

দ্বাদশ—স্থৈর্য। ইহা ৬৫ সংখ্যক বিষয়ে পৃথক আলোচিত হইয়াছে। (পৃঃ ৫৩৯)

ত্রয়োদশ—ধৈর্য। ইহা পূর্বোক্ত স্থৈর্যের সহিত একত্র বিচারিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ৫৫ ভাবের আবেগ, ৮৪ বিষাদ, ৬৭ অনুতাপ, ৭৪ ক্রোধ, ৩৯ ক্ষমা, ৭০ অশিষ্টাচার এবং ৫৮ বিনয় প্রভৃতি বিষয় দ্রষ্টব্য।

চতুর্দশ— তিতিক্ষা। এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, শীতপ্রধান স্থান, যথা বদরিকাশ্রমে রামানুজ অপেক্ষা শঙ্কর বেশী দিন কাটাইয়াছিলেন। যোগাভ্যাসেও তিতিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন। সুতরাং ২৭ সংখ্যক সাধন-মার্গ প্রবন্ধটিও এ বিষয়ে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবে। রামানুজের পক্ষে গুরুচরণ-তলে তপ্ত বালুকার উপর শয়ন ইহার একটি দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

পঞ্চদশ—শমদমাদি। এ বিষয়টিও দৃষ্টান্তভাবে আলোচিত হয় নাই। কিন্তু ইহা অবশ্য উভয়েরই ছিল। কারণ, ইহা ব্যতীত সিদ্ধি বা নেতৃত্ব-পদ অসম্ভব। তবে ইহা কাহার অল্প, কাহার অধিক, তাহা নির্ণয়ের ভাল উপায় নাই। যাহা হউক, যোগ বা সমাধি অভ্যাস করিতে হইলে, ইহার প্রয়োজন অত্যধিক এবং যোগসিদ্ধি যাঁহার অধিক হইবে, ইহাও তাঁহার অধিক হইবার কথা। সুতরাং এতদর্থে ২৭ সাধন মার্গ, ৩২ অলৌকিক শক্তি, ৭৪ ক্রোধ দ্রষ্টব্য। তাহার পর ব্রহ্ম-সূত্রের "অথ" পদের ব্যাখ্যাতে শঙ্কর যেমন শমদমাদির উপযোগিতা বুঝিতে চাহেন, রামানুজ ততটা চাহেন না। এতদ্দ্বারাও ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উভয়ের মনোভাব কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এজন্য শ্রীভাষ্য ও শঙ্কর-ভাষ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ— নিরভিমানিতা। ইহা আমরা ৪৫ সংখ্যক বিষয়মধ্যে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছি।

সপ্তদশ—উদ্যম, উৎসাহ, অনালস্য প্রভৃতি। এজন্য ৩৫ সংখ্যক উদ্যম শীর্ষক প্রবন্ধ যথেষ্ট।

যাহা হউক, এতক্ষণে আমরা আদর্শ দার্শনিকের পক্ষে যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন, তাহাদের সহিত আমাদের আচার্যদ্বয়ের চরিত্র তুলনাকার্য শেষ করিলাম। এখন সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন—কোন্ আচার্য কতদূর আদর্শ দার্শনিক, বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যনির্ণয়ে কতদূর সমর্থ এবং কোন্ আচার্য কতদূর অসমর্থ।

সাধারণ আদর্শদ্বারা তুলনা

এখন উপরের বিচার হইতে যদি কাহাকে ছোট বা বড় বলা হয়, তাহা হইলে যে সম্পূর্ণ সুবিচার হইবে, তাহা বোধ হয় না; কারণ আচার্যদ্বয় দার্শনিক-শিরোমণি হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে আমাদের আলোচিত বেদনিরপেক্ষ আদর্শ দার্শনিক হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাহা বোধ হয় না। আমরা আস্তিক-নাস্তিক, বৈদিক-অবৈদিক-নির্বিশেষে দার্শনিকের লক্ষণ স্থির করিয়াছি। আচার্যদ্বয় কিন্তু বৈদিক প্রামাণ্য-বাদী এবং আস্তিক কুলের শিরোভূষণস্বরূপ ছিলেন। এজন্য তাঁহারা যেরূপ দার্শনিক হইতে চাহিতেন, তদনুসারে তাঁহাদিগকে বিচার না করিলে তাঁহাদিগের প্রতি সুবিচার হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে ছোট বড় নিরূপণ করিতে হইলে তাঁহাদের অভিপ্রেত দার্শনিকতানুসারে তাঁহাদিগকে তুলনা করিতে হইবে। এক কথায় তাঁহাদের যাহা সাধারণ আদর্শ, তদনুসারে তাঁহাদের চরিত্র বিচার করিতে হইবে।

অন্যদিকে কিন্তু যখনই ভাবা যায় যে, দর্শনশাস্ত্র একরূপ নহে; ইহা, প্রতিপাদ্য বিষয়ভেদে বিভিন্ন—সকল দর্শনে সকল কথা থাকিলেও ইহারা পরস্পর পৃথক; প্রপঞ্চজাতের মূলতত্ত্বনিরূপণ সকল দর্শনের উদ্দেশ্য হইলেও, ইহারা নানা কারণে একমত হইতে পারে না। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায, বৈশেষিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই জীব জগৎ ও মোক্ষ প্রভৃতি—সকল কথা থাকিলেও তাহারা একরূপ নহে। তাহার পর আবার যখনই দেখা যায়, আচার্যদ্বয়ের কি দার্শনিক মত, কি আদর্শ, সকলই যখন অত্যন্ত বিভিন্ন, তখন মনে হয়, আচার্যদ্বয়ের জীবনী তুলনা বুঝি এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু ভগবদিচ্ছায় আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। কারণ, ইঁহাদের আদর্শ প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন হইলেও কিয়দংশে একরূপ এবং ইঁহাদের দার্শনিক মত পরস্পর পৃথক হইলেও তাহাদের মূলে কথঞ্চিৎ ঐক্য আছে। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের আচার্যদ্বয় উভয়েই বৈদান্তিক, উভয়েই আস্তিক, উভয়েই আমাদের শাস্ত্রসমূহের মধ্যে কতকগুলিকে প্রমাণ বলিয়া মান্য করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রের বাণী ইঁহাদের শিরোধার্য ছিল। তাহাদের উপদেশ ইঁহারা অভ্রান্ত জ্ঞান

করিতেন। তাহার পর কেবল তাহাই নহে, ধর্মমতের "মূল" জ্ঞান করিয়া তাঁহাব ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রচারমানসে তন্মধ্যে কতিপয় প্রধান প্রধান গ্রন্থের ভাষ্যাদিও রচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থসমূহের ভাষ্যাদিরচনা না করিলে তাঁহাদের আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইত কি না সন্দেহ, অথবা যে ধর্মসংস্থাপনজন্য তাঁহাদের এত নাম, এত প্রতিপত্তি, তাহাও তাহা হইলে হয় তো অসম্পূর্ণ থাকিত। এখন উক্ত গ্রন্থসমূহমধ্যে আমরা দেখিতে পাই, মহামুনি ব্যাসদেববিরচিত ব্রহ্মসূত্রই যেন সর্বপ্রধান। তাহার ভাষ্যরচনাই বোধ হয় আমাদের আচার্যদ্বয়েব কীর্তি-স্তম্ভের ভিত্তি; সুতরাং ইহার ভিতর যদি ইঁহাদের আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ কথিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে লক্ষণ অবশ্যই উভয়ের সাধারণ আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ হইতে বাধ্য। বস্তুতঃ এই লক্ষণ উক্ত গ্রন্থমধ্যে বিদ্যমান, তাহা অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ব্রহ্মসূত্র-গ্রন্থ সূত্রবদ্ধভাবে রচিত বলিয়া ইহা যারপরনাই সংক্ষিপ্ত। ইহা হইতে কোন কিছু বাহির করিতে হইলে ইহার উপজীব্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হয়। এজন্য আমাদেব এস্থলে এমন কোন গ্রন্থ অবলম্বন কবিতে হইবে, যাহা ব্রহ্মসূত্রেব উপজীব্য, অথচ আচার্যদ্বয়ও তাহার ভাষ্য রচনা কবিয়া গিয়াছেন—এক কথায় তাহা উভয় মতেবই অবলম্বন।

এতদুদ্দেশ্যে আমবা দেখিতে পাই, ব্রহ্মসূত্রেব উপজীব্য গ্রন্থ প্রথমতঃ ঈশাদি দ্বাদশোপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। অবশ্য উভয় আচার্য উক্ত দ্বাদশোপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—এই উভয় গ্রন্থের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা নহে। উভয়েব ভাষ্য কেবল আচার্য শঙ্করই কবিয়াছেন। আচার্য রামানুজ উহাদের মধ্যে কেবল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারই ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, এবং দ্বাদশোপনিষৎ ভাষ্যের পরিবর্তে বেদার্থসারসংগ্রহ নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত উপনিষদের অধিকাংশ বিবাদাস্পদ স্থলেব অর্থ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এজন্য আমরা নিরাপদ পথ অবলম্বন করিয়া যদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতানুসারেই আচার্যদ্বয়ের সাধারণ দার্শনিকের আদর্শ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে হয তো আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পাবে।

এখন এ কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একটি কথা উঠিতে পারে। তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক। কথাটা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ থাকা কি করিয়া সম্ভব? আদর্শ দার্শনিক কথাটাই যেন আজ-কালকার কথা, সুতরাং ইহার লক্ষণ উক্ত গ্রন্থে কি করিয়া পাওয়া যাইবে? এ কথাটি কোন প্রাচীন গ্রন্থে

এভাবে ব্যবহৃত হয় নাই সত্য; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই এই গ্রন্থে উহার অসদ্ভাব নাই। কারণ, দার্শনিক বলিতে যদি সমূল প্রপঞ্চজাতের স্বরূপজ্ঞানে জ্ঞানী বুঝায়—দার্শনিকতা বলিতে যদি সেই সর্বকারণ-কারণ—সেই 'সত্যং শিব সুন্দরম্' এক অদ্বয় কারণের সম্যক্ জ্ঞানালোচনা বুঝায়, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে তাহার চূড়ান্ত কথাই আছে। কারণ, যখন আমরা দেখি—ভগবান জ্ঞানীর প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন—

"উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ।।" ৭।১৮ গীতা।
"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" ৪।৩৮ গীতা।

যখন শুনিতে পাই ভগবান বলিতেছেন—জ্ঞানের ফলে সর্বজ্ঞত্ব হয়—মোহ দূরে পলায়ন করে—

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥" ৪।৩৫ গীতা।

যখন গীতার অভয় বাণী মনে পড়ে যে, অন্তে জ্ঞানীর ভগবৎ-সাধর্ম পর্যন্ত লাভ হয়—প্রলয়েও তিনি ব্যথিত হন না—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥" ১৪।২ গীতা।

তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, এ গীতাগ্রন্থে যদি আদর্শ দার্শনিকের লক্ষণ না থাকিবে তো থাকিবে কোথায়? বস্তুতঃ, গীতার জ্ঞানী ও আমাদের আচার্যদ্বয়ের যাহা সাধারণ আদর্শ দার্শনিক, তাহা অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং যদি এই গীতাগ্রন্থ হইতে এক্ষণে আমরা আমাদের আচার্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আশা করা যায়।

এখন এ কার্য করিতে হইলে আমাদের যেরূপ সাবধানতা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। প্রাচীন রীতি অনুসারে এজন্য আমাদের উপক্রম ও উপসংহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কারণ, শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে কোন কিছু উদ্ধৃত করিতে হইলে, পণ্ডিতমাত্রেই অবগত আছেন যে, এমন বাক্য উদ্ধৃত করিতে হয়, যাহা প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রসঙ্গে কথিত। এক প্রসঙ্গে যদি অন্য কথা বলা হয়, তাহা হইলে সে কথা কোন বিষয়ে উত্তম প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হয় না। যে প্রসঙ্গে যাহা কথিত হয়, যাহা সেই প্রসঙ্গের উপক্রম ও উপসংহারের অনুগত, তাহাই উত্তম প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। এখন এতদনুসারে যদি আমাদিগকে

জ্ঞানীর লক্ষণ অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত গ্রন্থমধ্যে ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৮ম হইতে ১২শ শ্লোকাবলীর মধ্যে জ্ঞানের সাধন সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তদ্দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, এস্থলে অর্জুন ও ভগবানের কথাতেই বুঝা যায় যে, প্রসঙ্গটি জ্ঞানসাধনসংক্রান্ত, অন্য কিছু নহে—অর্জুনবাক্য যথা—"এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব।" ১৩।১ এবং ভগবদ্বাক্য যথা—"এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা।" ১৩।১২

সমগ্র ভগবদ্গীতার মধ্যে ঠিক এভাবে এরূপ কথা আর কোথাও কথিত হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই শ্লোক কয়টিতে যে লক্ষণাবলী কথিত হইয়াছে, তাহাই আচার্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ দার্শনিকের গুণগ্রাম বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। *

শ্লোকগুলি (১৩।৭-১১) এই —

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিসু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্ম-জ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

আচার্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শের গুণগ্রাম

উক্ত শ্লোক কয়টি হইতে আমরা ২০টি গুণ পাই। আর ইহাবাই তাহা হইলে উভয়ের সাধারণ আদর্শের গুণগ্রাম। সেই গুণগুলি যথা—

* "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ (১৬/১)
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ (১৬/২)
তেজঃক্ষমাধৃতিঃশৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ (১৬/৩)
দৈবীসম্পদ্ বিমোক্ষায়—ইত্যাদিও দ্রষ্টব্য।

১। অমানিত্ব—আত্মশ্লাঘার অভাব।

২। অদম্ভিত্ব—স্বধর্ম প্রকট না করা।

৩। অহিংসা— কোন প্রাণিকেই পীড়া না দেওয়া।

৪। ক্ষান্তি—অপরে অপরাধ করিলে তাহাতে চিত্তবিকার না হইতে দেওয়া।

৫। আর্জব—সরলতা।

। আচার্যোপাসন—মোক্ষসাধনোপদেষ্টা গুরুর সেবা।

৭। শৌচ—শরীর ও মনের মল মার্জন। মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা শরীরেব এবং রাগদ্বেষের প্রতিকূল ভাবনাদ্বারা মনের মল অপনয়ন।

৮। স্থৈর্য—স্থিরভাব। মোক্ষমার্গে দৃঢ়তর অধ্যবসায়।

৯। আত্মবিনিগ্রহ—দেহ ও মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি নিরোধ করিয়া সন্মার্গে স্থির করা।

১০। ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য—শব্দাদি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ে বিরাগ ভাব।

১১। অনহঙ্কাব—অহঙ্কারের অভাব।

১২। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শন—জন্ম, মৃত্যু, জব' ও ব্যাধিতে দুঃখরূপ দোষ দর্শন।

১৩। অসক্তি—শব্দাদি বিষয়সমূহে প্রীতিব অভাব।

১৪। পুত্রদারগৃহাদিতে অনভিসঙ্গ—পুত্র, স্ত্রী, গৃহ প্রভৃতির ভাল মন্দ সুখদুঃখে নিজে সুখদুঃখ বোধ না করা।

১৫। ইষ্টানিষ্টলাভে নিত্য সমচিত্তত্ব—ইষ্ট বা অনিষ্ট প্রাপ্তি ঘটিলে সর্বদা সমচিত্ত থাকা।

১৬। ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি—স্পষ্ট।

১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্ব—উপদ্রবশূন্য, পবিত্র ও নির্জন স্থানপ্রিয়তা।

১৮। জনসঙ্গে অরতি—মূর্খ সাধারণ লোকসঙ্গে অপ্রীতি।

১৯। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব—আত্মা ও দেহ প্রভৃতির জ্ঞানের নিত্য অনুশীলন।

২০। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন—পূর্বোক্ত গুণগুলি হইতে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন—মোক্ষ, ইহা আলোচনা করা।

উক্ত গুণানুসারে তুলনার ফল

এক্ষণে উক্ত গুণগুলিকে আমরা আচার্যদ্বয়ের সাধারণ আদর্শ দার্শনিকের উপযোগী গুণ বলিতে পারি এবং পূর্বপ্রস্তাবানুসারে এখন দেখা যাউক এই বিংশতি সংখ্যক গুণের কোন্ গুণটি কোন আচার্যে কিরূপভাবে ছিল।

১। অমানিত্ব—এই গুণটি বিচার করিবার জন্য আমরা অস্মন্নিরূপিত ৪৫ সংখ্যক নিরভিমানিতা (পৃঃ ৫২০), ১০ জয়চিহ্নস্থাপন (পৃঃ ৪৭১), ৩ উপাধি (পৃঃ ৬৩২), ৫৮ বিনয় (পৃঃ ৭৪৩), ৮৭ স্বদলভুক্ত করিবার প্রবৃত্তি (পৃঃ ৭৮৪), ৩৭ ঔদাসীন্য (পৃঃ ৭১৬), ৫৭ লোকপ্রিয়তা (পৃঃ ৭৪২) এবং অভিমান (পৃঃ ৭৫৩) বিষয়গুলি স্মরণ করিতে পারি। ইহা উভয় আচার্যে তুল্য নহে মনে হয়।

২। অদম্ভিত্ব—এ সম্বন্ধে আমরা কাহারও জীবনীতে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাই নাই। আমরা যাহা উপরি উক্ত "অমানিত্ব" মধ্যে বিচার করিয়াছি, তাহাই ইহার কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত হইতে পাবে। তাহা হইলেও দম্ভ কোন আচার্যেই ছিল না বোধ হয়।

৩। অহিংসা—এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত কাহারও জীবনীতে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় না। তবে রামানুজ জীবনে একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত আছে। ইহা—পূজারী প্রদত্ত বিষান্নপরীক্ষার্থ কুক্কুরকে উহার কিয়দংশ দান। কুক্কুরটি অন্ন খাইবামাত্র মরিয়া যায়। ইহা কিঞ্চিৎ হিংসা হইল বৈ কি।

৪। ক্ষান্তি—ইহা ৩৯ সংখ্যক প্রবন্ধে আলোচিত।

৫। আর্জব—অর্থাৎ সরলতা। এতৎশীর্ষক আমাদের [illegible]ন প্রবন্ধ নাই। তবে ইহার অনুকূল দৃষ্টান্তের জন্য ৩৪ সংখ্যক উদারতা, ৪০ গুণগ্রাহিতা, ৪৫ নিরভিমানিতা, ৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি ও ৫৫ ভাবের আবেগ এবং প্রতিকূল দৃষ্টান্তের জন্য ৮৪ বিষাদ ও ৭০ চতুরতা প্রভৃতি বিষয়গুলি স্মরণ করা যাইতে পারে।

৬। আচার্যোপাসন—এজন্য ৪১ গুরুভক্তি দ্রষ্টব্য।

৭। শৌচ—ইহার দৃষ্টান্ত ৮৩ বিদ্বেষ বুদ্ধি ও ৬২ শিষ্যচরিত্রে দৃষ্টির অন্তর্গত করিয়াছি। অর্থাৎ শঙ্করের পক্ষে (১) কাশীতে চণ্ডালরূপী বিশ্বেশ্বরদর্শনপ্রসঙ্গ, (২) অন্নপূর্ণাদর্শনপ্রসঙ্গ, ইত্যাদি; আর রামানুজের পক্ষে (১) হেমাম্বার অলঙ্কার চুরির প্রসঙ্গ, (২) চণ্ডাল রমণী-সাক্ষাৎপ্রসঙ্গ এবং (৩) চৈলাঞ্চলাম্বার অন্নগ্রহণপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৮। স্থৈর্য— ইহা ৬৫ সংখ্যক প্রবন্ধে বিচারিত। ইহার মধ্যেও তারতম্য বোধ হয় করা যায়।

৯। আত্মবিনিগ্রহ—ইহা আমাদের কোন বিচারিত বিষয় নহে। তবে ৪৪ সংখ্যক ধ্যানপরায়ণতার মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। আচার্যদ্বয়মধ্যে ইহার তারতম্য করিবার উপকরণ, বোধ হয়, ঠিক নাই।

১০। ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য— এতদর্থে আমাদের বিচারিত ৪২ ত্যাগশীলতা, ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা ও ৩৭ ঔদাসীন্য বিষয়মধ্যে অনুকূল, এবং ৭৯ প্রাণভয়, ৭২ আসক্তি মধ্যে প্রতিকূল, এই উভয়বিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। আর ইহার মধ্যে তারতম্য করা বোধ হয় যায়।

১১। অনহঙ্কার—এজন্য ৪৫ সংখ্যক নিরভিমানিতা এবং ৬৯ অভিমান দ্রষ্টব্য।

১২। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শন—এটিও আমাদের অনালোচিত বিষয়। কারণ, ইহার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাই নাই। তবে অবশ্য এ ভাবটি যে, উভয় আচার্যেই ছিল, তাহা তাঁহাদের জীবনীপাঠেই উপলব্ধি হয়। তবে সম্ভবতঃ ২৬ সংখ্যক সন্ন্যাসের মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত শঙ্করের মোহমুদগর প্রভৃতি দেখিলে তাঁহার উপদেশের মধ্যে এই বিষয়ে দৃষ্টি যেন অধিক থাকিত বোধ হয়।

১৩। অসক্তি—এতদর্থে ৭২ সংখ্যক আসক্তি প্রবন্ধ এবং ৩৭ ঔদাসীন্য দ্রষ্টব্য। ইহাতেও উভয়ের মধ্যে তারতম্য করা চলে।

১৪। পুত্রদারগৃহাদিতে অনভিসঙ্গ—এজন্য দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। উভয়েই যখন সন্ন্যাসী, তখন ইহার পরাকাষ্ঠা উভয়েই ছিল স্বীকার্য। ইহাতেও উপরোক্ত অসক্তির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যায়।

১৫। ইষ্টানিষ্টলাভে নিত্য সমচিত্ততা—এতদর্থে আমরা ৩ উপাধি, ১৭ পূজালাভ, ৪২ ত্যাগশীলতা, ৫৯ শত্রুর মঙ্গল সাধন, ৭৯ প্রাণভয়, ৮১ মিথ্যাচরণ, ৬৭ অনুতাপ, ৭৪ ক্রোধ, ৮২ লজ্জা, ৮৪ বিষাদ, প্রভৃতি বিষয় হইতে প্রচুর দৃষ্টান্ত পাইতে পারি। ইহাতেও উভয় আচার্যমধ্যে তারতম্য করা চলে।

১৬। ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি—এতদর্থে ৫২ ভগবদ্ভক্তি, ৪৩ দেবতার প্রতি সম্মান, ৭৭ নির্বুদ্ধিতা, ৫৩ ভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান, ১৫ দেবতা-

প্রতিষ্ঠা, ৫৫ ভাবের আবেগ, ৩১ অলৌকিক জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলি বিচার্য। এ বিষয়েও তারতম্য করা চলে।

১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্ব—এ বিষয়টিও আমরা আলোচনা করি নাই। তবে এজন্য শঙ্করের (১) ভাষ্য-রচনার্থ বদরিকাশ্রম-বাস (২) কর্ণাট-উজ্জয়িনী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে সমাধিতে অবস্থিতির জন্য শিষ্যগণকে অপরের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ প্রভৃতি বিষয়গুলি স্মরণ করা যাইতে পারে। রামানুজের এ বিষয়ের কোনরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তথাপি ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা ও ১৯ ভাষ্যরচনা দ্রষ্টব্য। যাহা হউক, এ বিষয়েও তারতম্য করা চলে।

১৮। জনসঙ্গে অরতি—ইহাও আমাদের অবিচাবিত বিষয়। ইহাব দৃষ্টান্তনিমিত্ত পুনরায় ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা অনুসন্ধেয়।

১৯। অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যত্ব—এতদর্থে ২৭ সাধনমার্গ দ্রষ্টব্য। ইহাতে প্রকারভেদমাত্র সিদ্ধ হয, তাবতম্য করা চলে না।

২০। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন—এজন্য ৩০ অনুসন্ধিৎসা, ২৭ সাধনমার্গ, ২৬ সন্ন্যাস, ৫ গুরুসম্প্রদায়, ৩৬ উদ্ধারেব আশা, ৪২ ত্যাগশীলতা, ১০ জয়চিহ্নস্থাপন প্রভৃতি অন্বেষণীয়। এখন সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কোন আচার্য কিরূপ উপযুক্ত।

নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা

কিন্তু এতদ্দ্বারাও আমরা যে আশানুরূপ উভয়কেই বুঝিতে পারিব, তাহা ভাবা উচিত নহে। কারণ, আমরা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সাধারণ আদর্শের সহিত তুলনা করিয়াছি। তাঁহারা যে বিষয়ে পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন, সেই বিষয়ের আদর্শের সহিত তাঁহাদিগকে এখনও তুলনা করা হয় নাই। ইহা যতক্ষণ না করিতে পারা যাইবে, ততক্ষণ ইঁহাদের তুলনা-কার্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং আমরা এক্ষণে ইঁহাদের মধ্যে পরস্পরের নিজ নিজ ভাবের আদর্শ অন্বেষণ করিয়া ইঁহাদিগকে সেই আদর্শের সহিত একবার তুলনা করিতে চেষ্টা করিব।

ইতঃপূর্বে আমরা দেখিয়াছি— আচার্যদ্বয়ের প্রধান বৈলক্ষণ্য এই যে, আচার্য শঙ্কর একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এবং আচার্য রামানুজ একাধারে ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগী। তন্মধ্যে আবার বিশেষ এই যে, শঙ্করের যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির উপায় এবং তন্মধ্যে তাঁহার ভক্তি আবার তাঁহার জ্ঞানের উপায়, অর্থাৎ যোগের তুলনায় ভক্তি—লক্ষ্য, এবং ভক্তির তুলনায় জ্ঞানই লক্ষ্য। কিন্তু রামানুজের জ্ঞান লক্ষ্য নহে, ইহা তাঁহার ভক্তির উপায়, সুতরাং ভক্তিই তাঁহার লক্ষ্য। এতদনুসারে মোটামুটি দেখা যাইতেছে—শঙ্কর জ্ঞানী এবং রামানুজ ভক্ত।

কিন্তু এইরূপ বলিলেই যথার্থ কথা বলা হইল না। কারণ, রামানুজের ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। সূক্ষ্ম বিচার করিলে দেখা যায়, রামানুজের ভক্তি ও শঙ্করের জ্ঞান, অনেকটা একরূপ। শঙ্করের মতে জ্ঞান হইলে আর জীবভাব কিছুই থাকে না, রামানুজের মতে কিন্তু তখনও জীবভাব থাকে। শঙ্কর বলেন—ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়, রামানুজ বলেন— না, তাহা হয় না; সে জ্ঞানেও ভুল হয়, তাহাও তিরোহিত হয়। এজন্য ঐ জ্ঞানের ধ্যান বা ধ্রুবা-স্মৃতি প্রয়োজন, আর এই ধ্রুবাস্মৃতি বা ধ্যান হইতে ভক্তির আরম্ভ। ভক্তি, ঠিক ধ্রুবাস্মৃতি নহে। ইহা তাঁহার ভাষায় ধ্রুবা অনুস্মৃতি এবং ইহা উপাসনা-জাতীয় পদার্থ। অবশ্য উক্ত উপাসনাত্মক ভক্তির ভিতর যদিও ভগবৎ-সেবারূপ ক্রিয়া রহিল, তথাপি তাহা জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিল না।

আমাদের বোধ হয়—উভয়ের কথাই সত্য। কারণ, সাধারণ লোকের ভুল হয় সত্য; কিন্তু সমাধিমানের ভুল হয় না। সাধারণ জীবনেও আমরা নিত্য দেখিতে পাই, যাহারা নানা কার্যে ব্যস্ত, এবং এক বিষয়ে গাঢ়ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে পারে না, তাহাদের ভুল যথেষ্ট হয়। আর যাঁহারা যখন যে বিষয় গ্রহণ করেন, তাহাতে যদি তাঁহারা গাঢ়ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভুল হয় না। বস্তুতঃ শঙ্কর যোগী এবং সমাধি-সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া তাঁহার চিত্ত যতদূর স্থির হইতে পারে, তাহা তাঁহার হইত; কিন্তু রামানুজ সেরূপ যোগী ছিলেন না। তজ্জন্য পরস্পরের এরূপ মতভেদ প্রকৃত মতভেদ নহে; ইহা মনে হয় অবস্থার ভেদ মাত্র। শঙ্কর যদি সাধারণের দৃষ্টিতে জ্ঞানের লক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহা রামানুজের জ্ঞানের লক্ষণের সহিত মিলিত; এবং রামানুজ যদি যোগসিদ্ধ ব্যক্তির দৃষ্টিতে জ্ঞানের লক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে তাহাও শঙ্করের জ্ঞানের লক্ষণের সহিত মিলিতে পারিত। বাস্তবিক রামানুজ নিজ শ্রীভাষ্য মধ্যে শঙ্করের প্রতিবাদ করিতে বসিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি একবার মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সব হইয়া যায়, তবে লোকে এত ব্রহ্মবিচার করিয়াও কেন শোকদুঃখে মুহ্যমান হয়, ইত্যাদি। বস্তুতঃ, এ কথা সাধারণ লোকের পক্ষে সত্য, কিন্তু একাগ্র অবস্থা অতিক্রম করিয়া নিরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিতিক্ষম ব্যক্তির পক্ষে সত্য বলিয়া বোধ হয় না। চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ-নিপুণ ব্যক্তি যে ভাবকে আদর্শ করিয়া চিত্ত-নিরোধ করিবেন তাঁহার সে ভাব ভাঙ্গাইতে কেহই সমর্থ নহে। যাহা হউক, এ বিষয়ে উভয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে একমত বলিয়া বোধ হয়। শঙ্করও বলেন না যে, তাঁহার জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হউক, রামানুজও বলেন না যে, তাঁহার জ্ঞান তিরোহিত হউক। এজন্য শঙ্করের জ্ঞান ও রামানুজের ভক্তি, প্রকৃত প্রস্তাবে একরূপ লক্ষণাক্ত। শঙ্করের অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের "জ্ঞান", রামানুজের মতে তাহা "ভক্তি" এই মাত্র বিশেষ।

তবে কি জ্ঞানী শঙ্করের জ্ঞানে ও ভক্ত রামানুজের ভক্তিতে এতদ্ভিন্ন কোন বৈলক্ষণ্য নাই? তবে কি এই দুই মহাত্মা ঠিক একই মতাবলম্বী? আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এ তুলনার জন্য এত প্রয়াস কেন? না; উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ভেদ আছে। এ ভেদ তাঁহাদের জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ লইয়া, ইহা তাঁহাদের জ্ঞান এবং ভক্তির "বিষয়" লইয়া। শঙ্করের মতে জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন বস্তু, রামানুজের মতে কিন্তু তাহারা পৃথক। এজন্য শঙ্করের জ্ঞানে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নভাব লক্ষ্য এবং রামানুজের ভক্তিতে জীব, অঙ্গের মত "অঙ্গী"-রূপী ব্রহ্মের অনুকূলতাচরণ করে; জীব কখন ব্রহ্মে মিশিয়া যায় না। আবার

রামানুজের ভক্তিতে যেমন সেব্যসেবকভাব বিদ্যমান, শঙ্করের ভক্তিতে তাহা থাকিলেও তাঁহার ভক্তি, ভগবানেব মায়িক অবস্থার ভাব। সুতরাং মায়ানাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও নাশ ঘটিবে। রামানুজের কিন্তু তাহা হইবে না। রামানুজের মায়ার নাশ নাই, ইহা তাঁহার মতে ভগবানের নিত্যা-শক্তি।

শঙ্করমতে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধনির্ণয়

অবশ্য শঙ্করের "বোধসার" নামক গ্রন্থের মধ্যে ভক্তিযোগাধ্যায়ে একটি শ্লোক দেখা যায়, তাহা উভয়ের ভক্তিভাবের মধ্যে ঐক্য প্রমাণ করে। যথা—

মুক্তির্মুখ্যফলং জ্ঞস্য ভক্তিস্তৎসাধনস্ততঃ।
ভক্তস্য ভক্তির্মুখ্যাস্যান্মুক্তিঃ স্যাদানুষঙ্গিকী ।। ২১।।

—অর্থাৎ জ্ঞানীর মুখ্যফল মুক্তি, ভক্তি তাহার সাধন এবং ভক্তের মুখ্যফল ভক্তি, মুক্তি তাহার আনুষঙ্গিকী।

কিন্তু তৎপরেই যে সকল শ্লোকাবলী আছে, তথায আব উভয মতেব ঐক্য সম্ভবে না।

শঙ্করেব আদর্শানুসারে শঙ্করের অবস্থানির্ণয়

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক (১) শঙ্করের মিশিয়া যাওয়া ভাবের সীমা কত দূর, (২) তজ্জন্য তিনি কিরূপ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, (৩) নিজেই বা তাহার কিরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং (৪) তিনি তাঁহাব আদর্শেব কত দূব নিকটবর্তী হইয়াছিলেন।

(১) প্রথমতঃ— মিশিয়া যাওয়ার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত যতগুলি অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে—

প্রথম—মিশিয়া যায়, কিন্তু নিজাকৃতি বা নামরূপ থাকে।

দ্বিতীয়—মিশিয়া নামরূপ ও নিজাকৃতি প্রভৃতি কারণরূপে থাকে, 'হেতু' উপস্থিত হইলেই আবির্ভূত হইতে বাধ্য।

তৃতীয়— মিশিয়া কার্য-কারণ উভয় অবস্থায় নামরূপ প্রভৃতি যাবতীয় উপাধি ত্যাগ কবে। এ সময় মিশা ও না-মিশা কিছুই তখন আলোচনার যোগ্য নহে। এ অবস্থায় আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

আচার্য মধুসূদন সবস্বতী এই ভাবটিকেই ভক্তি নাম দিয়া এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে—প্রথম অবস্থায় ভক্তের ভাব হয়—আমি তোমার।

দ্বিতীয় অবস্থায়—তুমি আমার এবং

তৃতীয় অবস্থায়—তুমি আমি অভিন্ন এক। এজন্য ভগবদ্গীতা অষ্টাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সুতরাং জানা গেল, মিশিয়া যাওয়ার আদর্শ বা শেষ সীমাই ঐ তৃতীয় অবস্থা। এ অবস্থায় নামরূপ থাকে কি থাকে না, কিছুই বলা যায় না। এ অবস্থা উপনিষদের কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয় ; যথা—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম।। কঠ উপনিষৎ।
২ অঃ ১ বল্লী ১৫ মন্ত্র।

—অর্থাৎ বিশুদ্ধ জল যেমন বিশুদ্ধ জলে মিশিয়া এক হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানীর আত্মা (পরমাত্মায় মিশিয়া একতা প্রাপ্ত) হয়। সুতরাং দেখা গেল—শঙ্করের মিশিয়া যাওযার অর্থ—জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ অভেদভাব।

শঙ্করের আদর্শলাভে তাঁহার নির্দিষ্ট উপায়

(২) এখন দেখা যাউক আচার্য শঙ্কর এই ভাবলাভের জন্য কিরূপ সাধনের ব্যবস্থা করিযা গিয়াছেন। এই বিষয়টি চিন্তা করিলে দেখা যায, এজন্য তিনি—

প্রথম—জ্ঞানযোগ

দ্বিতীয—রাজযোগ এবং

তৃতীয—হঠযোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

আচার্যের বাজযোগ সাধন সম্বন্ধে তৎকৃত অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থখানিই এস্থলে অবলম্বন করা যাইতে পারে। কারণ, সাধনসম্বন্ধে এ গ্রন্থখানির মতো উপযোগী গ্রন্থ আচার্যের আর নাই। আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসিগণের নিকট ইহার উপযোগিতার কথা যত শুনা যায়, এত অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে শুনা যায় না। শঙ্করাচার্যাবতার শ্রীমদ্ভারতী তীর্থ মুনীশ্বর এই গ্রন্থের এক অপূর্ব টীকা রচনা করিয়াছেন।

শঙ্করোক্ত যোগে অধিকারী হইবার সাধন

এই গ্রন্থানুসারে দেখা যায় আচার্যসম্মত জ্ঞানযোগ ও হঠযোগসাধনের সর্বসাধারণ সাধন চারিটি মাত্র। যথা—

(১) আশ্রমবিহিত কর্ম,

(২) প্রায়শ্চিত্ত,

(৩) হরিতোষণ এবং

(৪) সর্বভূতে দয়া।

ইহাদের মধ্যে প্রথম আশ্রম বিহিত কর্ম বলিতে বেদবেদাঙ্গ অধ্যযন, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান বুঝায়। কাম্য-কর্ম বলিতে স্বর্গাদি সুখ-সাধন কর্ম এবং নিষিদ্ধ কর্ম বলিতে নরকাদি দুঃখভোগের কারণ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কর্ম বুঝায়। তদ্রূপ নিত্যকর্ম শব্দে সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং নৈমিত্তিক কর্ম বলিতে পুত্রাদি জন্ম-কাল-রূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে কর্তব্য কর্ম সকল বুঝায়।

দ্বিতীয়—প্রায়শ্চিত্ত। ইহার দ্বারা পাপক্ষয় হয়; যথা—দান, তীর্থভ্রমণ ও চান্দ্রায়ণ ব্রতাদি।

তৃতীয়—হরিতোষণ। বলিতে ভক্তিযোগ বা সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক চিত্তেব একাগ্রতাসাধক উপাসনাদিরূপ কর্মাদি বুঝায়।

চতুর্থ—সর্বভূতে দয়া। ইহার অর্থ প্রাণীহিংসা এবং প্রাণীপীড়নবর্জন ও পরোপকার ইত্যাদি কর্ম বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানযোগের প্রথম বিশেষ সাধন

শঙ্করোক্ত যোগেব উক্ত সাধারণ চারিটি গুণ উপার্জনেব পব, জ্ঞানযোগেব বিশেষ সাধন চারিটি অনুষ্ঠেয়। সেই সাধন চারিটি যথা—

১। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক,

২। ইহামুত্রফলভোগবিবাগ,

৩। শমদমাদি ছয়টি সম্পত্তি এবং

৪। মুমুক্ষুত্ব।

প্রথম সাধন—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক

জ্ঞানযোগের প্রথম সাধন "নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক"। ইহার দ্বাবা সাধককে আত্মস্বরূপই নিত্য এবং এই সমুদয় দৃশ্য পদার্থ অনিত্য—এই প্রকার জ্ঞান অভ্যাস করিতে হয়। যখনই যে বিষয়ের জ্ঞান হইবে তখনই সেই বিষয়টি নিত্য কি অনিত্য এই চিন্তার অভ্যাস করাই এই সাধনের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় সাধন—ইহামুত্রফলভোগবিরাগ

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকের অভ্যাস হইলে "ইহা-মূত্র-ফল-ভোগবিরাগ" অনুষ্ঠেয়। ইহার ফলে সাধক ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয়ত্রই সকল প্রকাব

ভোগের প্রতি কাক-বিষ্ঠা-সম তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন। বৈরাগ্যের চরম ভাব এই অবস্থায় উদয় হয়।

তৃতীয় সাধন—শমদমাদি ছয়টি সম্পত্তি

সাধকেব হৃদয়ে উক্ত প্রকার নির্মল বৈবাগ্য উৎপন্ন হইলে "শমদমাদি" ছয়টি সাধন প্রয়োজন হয়। ইহাদের মধ্যে "শম" সাধন কালে সাধক অন্তরিন্দ্রিয় দমন করিতে থাকেন অর্থাৎ সর্বদা বাসনা-ত্যাগ অভ্যাস করিতে থাকেন।

দ্বিতীয় "দম" সাধনকালে তিনি অন্তঃকরণের যাবতীয় বাহ্যবৃত্তিকে দমন করিতে যত্নবান হন অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় দমন করেন।

"দম" সাধন শেষ হইলে তৃতীয় "উপরতি" সাধন করা প্রয়োজন। এ সময় সাধক বিষয়-সন্নিকর্ষসত্ত্বেও তাহা হইতে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়বর্গকে উপরত করিয়া রাখিতে অর্থাৎ উঠাইয়া লইতে অভ্যাস করেন। সুমধুর সঙ্গীত কর্ণগোচর হইলেও তাঁহার অনুভূতি হইবে না—এই প্রকার চেষ্টাও এই উপবতির লক্ষ্য। বস্তুতঃ ইহা এক প্রকাব সন্ন্যাস বলিলেই হয়।

ইহাব পর সাধক চতুর্থ "তিতিক্ষা" অভ্যাস কবিবেন। এ সময় সাধকের শীত-উষ্ণ, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সমুদয় উদ্বেগশূন্য হইয়া সহ্য করিতে অভ্যাস করিবার কথা।

তিতিক্ষা অভ্যস্ত হইলে পঞ্চম "শ্রদ্ধা" অভ্যাস প্রয়োজন। এ সময় সাধককে বেদ ও আচার্যবাক্যে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হয়। কারণ, বিশ্বাস দৃঢ় হইলে ভবিষ্যতে কোন সন্দেহ আসিয়া হৃদয় অধিকাব করিতে পাবিবে না। যেহেতু সন্দেহ আসিলেই পতন অবশ্যম্ভাবী এবং চিত্তের একাগ্রতাও নষ্ট হইবে।

ইহার পর ষষ্ঠ সাধন "সমাধানে" সাধককে যত্নবান হইতে হইবে। ইহাতে সাধক "সৎ" স্বরূপ অর্থাৎ "অস্তিত্ব মাত্র" ব্রহ্মের ভাবে চিত্তকে নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন। সত্তারূপী ব্রহ্মে চিত্ত যতই নিবিষ্ট হইতে থাকিবে, ততই সাধকের মধ্যে ব্রহ্মসম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছা পরিস্ফুট হইতে থাকিবে।

চতুর্থ সাধন—মুমুক্ষুত্ব

কিন্তু এই জানিবার ইচ্ছা হইলেও বিপথগমনের সম্ভাবনা থাকে। কারণ, এ অবস্থাতেও সাধক জীবনের সাধারণ বিষয়ের মতো ব্রহ্মকে জানিতে চাহিতে পারেন। কিন্তু ঘট পটাদির ন্যায় ব্রহ্মকে জানিলে এত পরিশ্রম সকলই বৃথা হয়—অনন্ত সংসারাবর্ত নিবৃত্ত হয় না—ব্রহ্মকেও পূর্ণ-রূপে জানিবার প্রবৃত্তি হয় না।

এজন্য এই অবস্থায় সাধককে "মুমুক্ষুত্ব" অভ্যাস করিতে বলা হয়। ইহার অর্থ—মুক্তির জন্য ইচ্ছা। এই ইচ্ছা ব্রহ্মকে পূর্ণরূপে জানিবার জন্য ইচ্ছা। যেহেতু মুক্তিই ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মই মুক্তিস্বরূপ। ফলতঃ সাধকের যখন এইরূপ চেষ্টা বলবতী হয়, তখনই তিনি ব্রহ্মবিচার করিবেন, তখনই তিনি জ্ঞানযোগে বিশেষ অধিকারী হইবেন।

জ্ঞানযোগে ব্রহ্মবিচারের ক্রম—শ্রবণ পরিচয়

এখন এই জ্ঞানযোগের বা ব্রহ্মবিচারের ক্রম—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রবণ অর্থ—শাস্ত্রের তাৎপর্য-নির্ণায়ক ছয় প্রকার উপায়দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তুতে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্যাবধারণ। ঐ ছয় প্রকার উপায় যথা—১। উপক্রম-উপসংহার ২। অভ্যাস ৩। অপূর্বতা ৪। ফল ৫। অর্থবাদ এবং ৬। উপপত্তি।

তাৎপর্যনির্ণায়ক ছয় প্রকার লিঙ্গপরিচয়

যে শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা মানব স্বভাব-বশেই সেই শাস্ত্রের (১) আরম্ভে এবং শেষে বলিয়া থাকে। এজন্য উপক্রম ও উপসংহার প্রথম লিঙ্গ বলা হয়। কেবল তাহা নহে, গ্রন্থকার গ্রন্থ-মধ্যে তাহার (২) অভ্যাস অর্থাৎ পুনরুক্তি করেন, তাহার (৩) অপূর্বতা অর্থাৎ নূতনত্ব-ঘোষণা, তাহার (৪) ফল-বর্ণনা, অর্থাৎ প্রয়োজন কথন, তাহার (৫) অর্থবাদ অর্থাৎ প্রতিকূলের নিন্দা এবং অনুকূলের প্রশংসা, এবং পরিশেষে (৬) তাহার উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহা গ্রন্থকারের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। এজন্য এই ছয়টির মধ্যে যাহা সাধারণ তত্ত্ব, তাহাই সেই গ্রন্থের তাৎপর্য হয়। উপনিষদের অর্থ এই প্রকারে নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে তাহা "শ্রবণ" নামে অভিহিত হয়।

মনন পরিচয়

বেদান্তার্থ এই প্রকারে আবিষ্কার করিয়া স্বয়ং যুক্তির দ্বারা তাহাকে আবার বুঝিতে হয়। এইরূপ করিলে সেই সিদ্ধান্ত ক্রমে নিজেরই সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। তখন আর তাহা শিক্ষিত বিষয়ের ন্যায় মনে হয় না, তখন তাহাতে সংশয় ও ভ্রমের সম্ভাবনা পর্যন্ত তিরোহিত হয়।

নিদিধ্যাসন পরিচয়

ইহার পর নির্ণীত সিদ্ধান্তে অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম-বস্তুতে যখন অবিচ্ছিন্ন ও অবিরোধী জ্ঞান-প্রবাহ বহিতে থাকে, তখন সাধকের নিদিধ্যাসন অভ্যস্ত হইতে থাকে। এই ভাবে নিদিধ্যাসন চলিতে থাকিলে ক্রমে সমাধি উপস্থিত হয়। চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইয়া বিলীন হইয়া যায়, সমাধি উপস্থিত হয়।

সমাধির বিঘ্ন—লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ

কিন্তু এই সমাধিকালেও কখন কখন বিঘ্ন আসিয়া দেখা দেয়। এই বিঘ্নের সংখ্যা চারিটি যথা (১) লয়, (২) বিক্ষেপ, (৩) কষায় এবং (৪) রসাস্বাদ।

সমাধিকালে যখন অনন্ত ব্রহ্ম-বস্তুকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া চিত্তবৃত্তির নিদ্রা উপস্থিত হয়, তখন এই ভাবের নাম "লয়" নামক বিঘ্ন। এ সময় চিত্তকে নানাবিধ উপায়ে উৎসাহ দিতে হয় এবং সৎসঙ্গ, ভগবৎ-শরণাগতি অথবা গুরু-পদাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি দৃঢ়তা প্রয়োজন।

তাহার পর সমাধির দ্বিতীয় বিঘ্ন "বিক্ষেপ"। এ সময় চিত্ত অন্য-নিষ্ঠ হয়। ইহা নিবারণ-জন্য ধৈর্য অবলম্বন অর্থাৎ ভগবৎ কৃপার প্রতি আশা রাখিতে হয়। ধ্যেয বস্তুতে চিত্তনিবিষ্ট করিতে হয়।

তৃতীয় বিঘ্ন "কষায়"। ইহা উপস্থিত হইলে সাধকের হৃদয়ে নানাবিধ বাসনার [illegible] হয় এবং ইহা নিবারণ করিতে হইলে বাসনার উদ্দেশ্য বিচারদ্বারা বাসনার বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়।

অতঃপর চতুর্থ বিঘ্ন "রসাস্বাদ"। ইহার ফলে সাধক সবিকল্পক সমাধির আনন্দে আত্মহারা হয়। এজন্য এ সময় বিবেক ও প্রজ্ঞার সাহায্য লইতে হয়। বস্তুতঃ কোন মতে এই চারিটি বিঘ্ন উক্ত চারিটি মূল সাধনের কোনরূপ ত্রুটি থাকিলেই উদয় হয়। সুতরাং উহাদের পুনরনুষ্ঠানই এই বিঘ্ন-নিবারণের উপায়।

বিচারের ক্রম—অধ্যারোপ, অপবাদ ও মহাবাক্য বিবেক

এইবার বিচার সম্বন্ধে আলোচ্য। আচার্যগণ ইহা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—(১) অধ্যারোপ, (২) অপবাদ এবং (৩) মহাবাক্য-বিবেক।

(১) তন্মধ্যে "অধ্যারোপ" অর্থে এক কথায়, ভ্রম-কালে কিরূপ প্রতীতি হয় তাহা বুঝা। অর্থাৎ ব্রহ্মের উপর দেহাদি কতরূপ অনাত্মবস্তু কিরূপে আরোপিত হইয়াছে তাহার নির্ণয়। ইহার ফলে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রভৃতি কিরূপ হইতেছে তাহা জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

(২) "অপবাদ" অর্থাৎ ভ্রমনাশ হইলে কিরূপ প্রতীতি হয়, তাহার উপলব্ধি করা। অর্থাৎ ব্রহ্মে আরোপিত দেহাদি যাবৎ অনাত্মবস্তুকে [illegible] হইতে পৃথক বলিয়া নিশ্চয় করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা বুঝায়।

(৩) মহাবাক্য বিবেকদ্বারা "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ "তুমি তাহা" প্রভৃতি বেদের যাহা সার উপদেশ, তাহারই আলোচনা বুঝায়।

বস্তুতঃ এই তিনটি বিষয় অন্যভাবে দেখিলে ইহা চারিটি "বিচারের বিষয়ে" পরিণত হয়। সে বিষয় চারিটি যথা—

(১) আমি কে,

(২) কোথা হইতে এই জগৎ ও দেহাদির জন্ম,

(৩) কে কর্তা এবং

(৪) এই জগৎপ্রপঞ্চের উপাদান কি?

ফল কথা এই জ্ঞান-যোগ বলিতে ব্রহ্ম-সূত্রানুসারে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম-বিচারই বুঝায়। অর্থাৎ আমি বলিতে সেই নির্গুণ নির্বিশেষ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বুঝায়। আমাদের যত কিছু বোধ হইতেছে সকলই ভ্রম।

যাহা হউক, ইহা নিতান্ত নির্মল-চিত্ত ও সূক্ষ্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির অনুষ্ঠেয়। ইহার যথার্থ পরিচয় পাইতে হইলে আকর-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ফলতঃ ইহার যিনি অধিকারী, তাঁহার এবম্প্রকার বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবার কথা। এজন্য জ্ঞানযোগ সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারীর অনুষ্ঠেয় বলা হয়।

রাজযোগ পরিচয়—পঞ্চদশ অঙ্গ

এই রাজযোগটি জ্ঞান-যোগ ও হঠযোগের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার ফলে একেবারে নিদিধ্যাসন সিদ্ধ হয়। এজন্য ইহাকে নিদিধ্যাসনের অঙ্গ বা ধ্যানযোগও বলা হয়।

ইহার প্রথম অঙ্গ—"যম"। ইহার অর্থ—"সমস্তই ব্রহ্ম" ভাবিয়া ইন্দ্রিয়সংযম।

দ্বিতীয়—"নিয়ম"। ইহাতে আমি—অসঙ্গ, অবিক্রিয়, সর্বগত ব্রহ্ম এই প্রকার ধারণার প্রবাহ এবং ব্রহ্মভিন্ন বোধমাত্রের তিরস্কার অভ্যাস করিতে হয়।

তৃতীয়—"ত্যাগ"। ইহাতে বিশ্বচরাচর সমস্তই ব্রহ্মে নাম ও রূপসাহায্যে কল্পিত, এজন্য আমার পাইবার যোগ্য অন্য আর কি থাকিতে পারে—এই প্রকার ভাবনা অভ্যাস করিতে হয়।

চতুর্থ—"মৌন"। ইহাতে ব্রহ্ম, বাক্যমনের অগোচর—ইত্যাকার ধ্যান অভ্যাস বুঝায়।

পঞ্চম—"দেশ"। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের আদি, মধ্য ও অন্ত কিছু নাই এবং তাঁহার দ্বারা এই সব সতত ব্যাপ্ত এই প্রকার ধ্যান বুঝায়।

ষষ্ঠ—"কাল"। ইহাতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু যে কাল, তাহা ব্রহ্ম—এই প্রকার চিন্তার অভ্যাস বুঝায়। *

অষ্টম—"মূলবন্ধ"। ইহার অর্থ—ব্রহ্মকে সর্বভূত এবং অজ্ঞানের মূল আশ্রয়রূপে কারণরূপে চিন্তা করা বুঝায়।

নবম—"দেহসাম্য"। অর্থাৎ যাহা স্বভাবতঃ বিষম পদার্থ, তাহাও ব্রহ্মতে লয় হয়—এইভাবে ব্রহ্মের ধ্যান করা।

দশম—"দৃক্-স্থিতি"। ইহার অর্থ ব্রহ্মকে দৃষ্টি, দর্শন ও দৃশ্যের বিরাম স্থানরূপে ধ্যান করা বুঝায়।

একাদশ—"প্রাণ-সংযম"। "এতদ্দ্বারা প্রপঞ্চ মিথ্যা", এবং "এক ব্রহ্মই আছেন," এই রূপ ধ্যান ও তজ্জন্য বিষয়াদির উপেক্ষা বুঝায়।

দ্বাদশ—"প্রত্যাহার"। ইহাতে বিষয়সমূহে আত্মদৃষ্টি করিয়া চিন্মাত্রস্বরূপে ডুবিয়া যাওয়া বুঝায়।

ত্রয়োদশ—"ধারণা"। অর্থাৎ যেখানেই মন গমন করিবে, সেইখানেই ব্রহ্ম দর্শন করা বুঝায়।

চতুর্দশ—"ধ্যান"। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মই আছেন—এই প্রকার ঐকান্তিক বৃত্তিবশতঃ নিরালম্বনভাবে স্থিতি বুঝায়।

পঞ্চদশ—"সমাধি"। ইহার অর্থ—অন্তঃকরণকে নির্বিকার ও ব্রহ্মাকার করিয়া সম্যকরূপে বৃত্তি-বিস্মরণ।

রাজ-যোগে বিঘ্ন আটটি

তাহার পর এই যোগের বিঘ্ন, পূর্বোক্ত জ্ঞানযোগের বিঘ্নের ন্যায় নহে. পরন্তু ইহা সংখ্যায় আটটি, যথা—১। অনুসন্ধান-রাহিত্য, ২। আলস্য, ৩। ভোগলালসা, ৪। লয়, ৫। তম, ৬। বিক্ষেপ, ৭। রসাস্বাদ এবং ৮। শূন্যতা। এই সকল বিঘ্ন কি করিয়া নিবারণ করিতে হইবে তাহা গুরুদেবের উপদেশসাপেক্ষ। গ্রন্থমধ্যে ইহার যে ইঙ্গিতমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা এক কথায় বলিতে গেলে ব্রহ্মবৃত্তির অভ্যাস।

যাহা হউক, এই যোগ যাঁহারা সম্পূর্ণ অভ্যাস করিতে অসমর্থ, তাঁহারা আচার্যের মতে ইহার সহিত পতঞ্জলি-উক্ত হঠযোগের অভ্যাস করিবেন। পতঞ্জলি-উক্ত এই হঠযোগ বলিতে পতঞ্জলি-উক্ত ব্যুত্থিতচিত্তোপযোগী যোগ

* সপ্তম অঙ্গটির উল্লেখ নাই।

বুঝায়। পতঞ্জলির যাহা সমাহিত-চিত্তোপযোগী যোগ, তাহা আচার্য পূর্ণতঃ গ্রহণ করেন নাই। মনে হয়—আচার্য ইহারই পরিবর্তে উক্ত রাজযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরন্তু পতঞ্জলির ব্যুত্থিতচিত্তোপযোগী হঠযোগ যে গ্রাহ্য, তাহা ভারতী তীর্থের টীকায় স্থলে স্থলে বেশ অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে আচার্য পতঞ্জলির সাধন-পদ্ধতি গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তথায় উক্ত দ্বিবিধ যোগের কোন্ প্রকার গ্রাহ্য, তাহা স্পষ্টভাবে কথিত হয় নাই। যাহা হউক পতঞ্জলি-উক্ত যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই —

পতঞ্জলি-উক্ত যোগের পরিচয়

পতঞ্জলির যোগ বা সাধনপ্রণালী দ্বিবিধ, যথা—প্রথম সমাহিত চিত্তোপযোগী এবং দ্বিতীয়—ব্যুত্থিতচিত্তোপযোগী। (সাধনপাদের ভাষ্যোপক্রম দ্রষ্টব্য) তন্মধ্যে সমাহিত চিত্তোপযোগী যোগ—'উপায়' (১।১২, ১।২৩ সূত্রে) ও 'বিঘ্ন-বিনাশোপায়' ভেদে (১।৩০ সূত্রে দ্রষ্টব্য) আবার দ্বিবিধ।

তাহার পর উক্ত উপায়কে আমরা আবার দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। যথা, প্রথম "অভ্যাস ও বৈরাগ্য"-মার্গ (১।১২ সূত্র) এবং দ্বিতীয় "ঈশ্বরপ্রণিধান" (১।২৩ সূত্র) বা ভক্তি-যোগ-মার্গ।

এই "অভ্যাস ও বৈরাগ্য" মার্গটিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা চলে; যথা—এক পথে ইহা শ্রদ্ধা বীর্য স্মৃতি-ক্রমে সমাধি, প্রজ্ঞা ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাপ্ত করায় (১।২০ সূত্র) এবং দ্বিতীয় মার্গের সাহায্যে বিরামের মূল—পর-বৈরাগ্য অভ্যাসদ্বারা একেবারে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ ঘটে (১।১৮ সূত্র)।

এখন প্রথম পথের শ্রদ্ধাদি শব্দের অর্থ কি—দেখা যাউক। শ্রদ্ধা অর্থে যোগবিষয়ে চিত্তের প্রসন্নতা। বীর্য অর্থে উৎসাহ। স্মৃতি শব্দে চিত্তের অব্যাকুল ভাব। সমাধি পদে একাগ্রতা এবং প্রজ্ঞা বলিতে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বুঝায়।

দ্বিতীয় পথে দেখা গিয়াছে, পতঞ্জলিদেব পর-বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন। এই পর-বৈরাগ্য চারি প্রকার বৈরাগ্য হইতেও শ্রেষ্ঠ।

চতুর্বিধ বৈরাগ্যের প্রথম সোপান—যতমান, দ্বিতীয়—ব্যতিরেক; তৃতীয়—একেন্দ্রিয় এবং চতুর্থ—বশীকার (১।১৫ সূত্র)। এই বশীকাব বৈরাগ্য জন্মিলে সাধক ব্রহ্ম-লোকের সুখ পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং পর-বৈরাগ্য সাহায্যে চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তি অভ্যাস কবিতে করিতে শেষে অসম্প্রজ্ঞাত ও নির্বীজ সমাধি লাভ করে।

অতঃপর দ্বিতীয় মার্গ যে ঈশ্বর-প্রণিধান (১।২৩ সূত্র) তাহাতে ঈশ্বরচিন্তা, (১।২৪, ২৫ সূত্র) প্রণবার্থভাবনা (১।২৭ সূত্র) ও তাহার জপ (১।২৮ সূত্র) করিতে হয়। ইহাতেও সেই অসম্প্রজ্ঞাত ও নির্বীজ সমাধি লাভ ঘটে (১।২৯ সূত্র)।

পতঞ্জলি-উক্ত যোগপথে বিঘ্ন ও তন্নাশোপায়

এখন এই উভয় পথেই অনেক বিঘ্ন আছে। কিন্তু যথারীতি অভ্যাস করিতে পারিলে বিঘ্নগুলি আর উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু চিত্তের মল থাকিলে সে বিঘ্ন অনিবার্য হইয়া থাকে। তখন ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধ ভূমিকত্ব এবং অনবস্থিত্ব (১।৩০ সূত্র), দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গ-কম্পন, শ্বাস, প্রশ্বাস প্রভৃতি বিঘ্নসমূহ দেখা দেয় (১।৩১ সূত্র) ; এবং ইহাদের নিবারণের জন্য একতত্ত্বাভ্যাস (১।৩২), পরের সুখ-দুঃখ, পুণ্য-পাপের প্রতি যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা (১।৩৩) প্রাণসংযম (১।৩৪), বিষয়বিশেষে চিত্ত-সংযম করিয়া দিব্যজ্ঞানদ্বারা যোগানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা উৎপাদন (১।৩৫), হৃৎপদ্মে চিত্তধাবণ করিয়া শোক-নাশক জ্যোতিঃসাক্ষাৎকার (১।৩৬), মহাত্মাদিগেব বৈবাগাযুক্ত চিত্তধ্যান (১।৩৭), স্বপ্ন ও সুষুপ্তির জ্ঞানে মনোনিবেশ (১।৩৮), এবং যথাভিমত-ধ্যান (১।৩৯) ইত্যাদি অষ্টবিধ উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। এইরূপে সমাহিত-চিত্তোপযোগী সাধক স্বীয় অভীষ্টলাভে কৃতকার্য হন।

সমাধিসাধনে বিঘ্ন ও তন্নাশোপায

কিন্তু যাঁহারা সমাধি-প্রবণ নহেন. তাঁহারা যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি-রূপ অষ্টবিধ উপায়দ্বারা নিজ অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। এ পথের বিঘ্নগুলিকে "ক্লেশ" নামে অভিহিত করা হয়। ইহা পাচ প্রকাব, যথা—অবিদ্যা. অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ (২।৩)। কিন্তু তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং ঈশ্বর-প্রণিধানদ্বারা এই ক্লেশগুলি ক্ষীণ হইয়া আসে (২।২), এবং ধ্যানদ্বারা ইহাদেব বৃত্তিগুলি বিনষ্ট হইয়া যায় (২।১১)। আর ইহাদের সমূলে নাশ কবিতে হইলে সেই সূক্ষ্ম অভিনিবেশকে দ্বেষের মধ্যে, দ্বেষকে রাগেব মধ্যে, রাগকে অস্মিতার মধ্যে এবং অস্মিতাকে অবিদ্যার মধ্যে লয় করিতে হয় (২।১০)। তন্মধ্যে, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশবিনাশেব জন্য প্রতিপক্ষ-ভাবনা (২।৩৩) এবং অবিদ্যাবিনাশের জন্য বিবেকখ্যাতি অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ কি—ইত্যাকার জ্ঞান (২।২৬) প্রয়োজন হয়।

অষ্টাঙ্গ যোগ পরিচয়

"যম" বলিতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ বুঝায়। "নিয়ম" শব্দে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায়, এবং ঈশ্বর-প্রণিধান বুঝায়। যেভাবে স্থির ও সুখে থাকা যায়, তাহাই "আসন"। "প্রাণায়াম" অর্থাৎ রেচক, পূরক ও কুম্ভকদ্বারা প্রাণসংযম। ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া আনা—"প্রত্যাহার"। কোন কিছুতে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখাকে "ধারণা" বলে। "ধ্যান" বলিতে চিত্তকে একতান করা বুঝায়। আর যখন কেবলমাত্র ধ্যেয়-বিষয় বিরাজমান থাকে, তখন তাহাকে "সমাধি" বলা হয়। ইহাই আচার্যমতে বিভিন্নপথে বিবিধ প্রকারের সাধন।

শঙ্করসম্মত সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান

(৩) এখন দেখা যাউক—আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্যবস্থিত সাধন কতদূর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি উত্তমাধিকারীর জন্য যাহা নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে মিলাইয়া দেখিলে চলিতে পারিত। কারণ, যে ব্যবস্থাপন-কর্তা, উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা কবিতে পারেন, তিনি স্বয়ং প্রায়ই যে উত্তমাধিকারী হইবেন, তাহারই সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, তিনি যে সকল সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অংশতঃ হঠযোগ অভ্যাসের ফল, তখন কেবল উত্তমাধিকারীর সাধনাঙ্গগুলি তুলনা না করিয়া সকলগুলি মিলাইয়া দেখাই ভাল।

হঠযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ এতৎসাধারণ সাধন

এতদুদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগের এক্ষণে একবার উপরি উক্ত সাধন বিভাগের চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য। ইহাতে দেখা যায়, শঙ্করের মতে যাহা সাধন, তাহার মধ্যে প্রথম—বর্ণাশ্রমাচার, দ্বিতীয়—প্রায়শ্চিত্ত, তৃতীয়—হরিতোষণ এবং চতুর্থ—সর্বভূতে দয়া। এই চারটি জ্ঞানযোগ, রাজযোগ ও হঠযোগ—এই তিন প্রকার সাধনের মধ্যে সাধারণ সাধন। এই চারিটি অনুষ্ঠিত হইলে তবে তাঁহার উপদিষ্ট উক্ত ত্রিবিধ সাধনের কোন এক প্রকার সাধনে অধিকার হইয়া থাকে। সুতরাং সর্বপ্রথমে এই চারিটি বিষয় আচার্য শঙ্করজীবনে কতটুকু অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা দেখা যাউক।

উক্ত সাধারণসাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান

প্রথম—বর্ণাশ্রমাচার। ইহা প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি আচারের সমষ্টি। বৈদিক গৃহ্যসূত্রাদি ও মন্বাদি-স্মৃতি-শাস্ত্রবলে এই বর্ণাশ্রমাচারগুলি নিরূপিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, ইহা অতি বৃহৎ ব্যাপার। এ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা এস্থলে অসম্ভব। তবে শঙ্করের জীবনী হইতে যতদূর জানা যায়, তাহাতে তিনি বর্ণাশ্রমাচার প্রতিপালনের ঘোর পক্ষপাতী এবং স্বয়ংও তাহার অনুষ্ঠানে রত ছিলেন।

আমাদের দেশে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য যেমন এ দেশের বর্ণাশ্রমাচারের ব্যবস্থাপন-কর্তা, পশ্চিমদেশে মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর এবং বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি যেমন তত্তদ্দেশের বর্ণাশ্রমাচারের ব্যবস্থাপক, শঙ্করের জন্মভূমি "কেরল" দেশে তদ্রূপ স্বয়ং শঙ্করাচার্যই বর্ণাশ্রমাচারের ব্যবস্থাপক। তাঁহার পঞ্চম বৎসরে উপনয়ন, গুরুগৃহবাস, সমাবর্তন, তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্বাশ্রমোচিত তীর্থ-কৃত্যানুষ্ঠান, মণ্ডন-পত্নীর সহিত কামশাস্ত্রীয় প্রশ্নে যতিধর্মের হানি হইবে ভাবিয়া পরকায়-প্রবেশ-পূর্বক তদুত্তর দান, যতিগণের নিমিত্ত বিধিনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়গুলি শঙ্করজীবনে বর্ণাশ্রমাচারানুষ্ঠানের পক্ষে অনুকূল দৃষ্টান্ত এবং যতি হইয়াও মাতৃসংস্কার ব্যাপারটি উক্ত বর্ণাশ্রমাচারানুষ্ঠানের প্রতিকূল দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে।

গার্হস্থ্য আশ্রমাচার অবলম্বন না করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ—শঙ্করের পক্ষে আর একটি প্রাতিকূল দৃষ্টান্ত হইতে পারে। কিন্তু বেদের বিধান অনুসারে বলা যায় যে, ইহা প্রতিকূল দৃষ্টান্ত নহে। কারণ, শ্রুতিতেই আছে যে, যে দিনই বৈরাগ্য হইবে সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি। অতএব বলা যায় এ সাধন শঙ্করে পূর্ণমাত্রায় ছিল।

দ্বিতীয়—প্রায়শ্চিত্ত। ইহার দৃষ্টান্ত আচার্যজীবনে আমরা পাই নাই। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে কোন জীবনীকারই এ কথা কোন উল্লেখ করেন নাই। আবশ্যক হইলেই ইহার অনুষ্ঠান হয়, এজন্য ইহার অভাব দোষাবহ নহে।

তৃতীয়—হরিতোষণ। ইহা ভক্তিযোগের অন্তর্গত সাধন। আচার্য জীবনে ভগবদ্ভক্তিসূচক যাবতীয় স্তবস্তুতিগুলি, আচার্যের এতদনুষ্ঠানের যথেষ্ট পরিচায়ক। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে এ বিষয়টিকে 'সর্বভূতে দয়া'বই নামান্তররূপে কথিত হইয়াছে, কিন্তু বেদান্তসারে ইহাকে উপাসনা ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এজন্য আমরাও হরিতোষণ ও সর্বভূতে দয়াকে সমানার্থক বলিয়া গ্রহণ করি নাই। ফলে এ বিষয়ে আচার্য একজন আদর্শ পুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই।

চতুর্থ—সর্বভূতে দয়া। এ বিষয়টি আমরা ৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি এবং ৪৬ পতিতোদ্ধার প্রবৃত্তির মধ্যে আলোচনা করিয়াছি। (পৃঃ ৫২১ দ্রঃ) অতএব এ বিষয়ে আচার্যে কোনরূপ ন্যূনতা ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

জ্ঞানযোগ সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান

পঞ্চম—জ্ঞানযোগ। এ পথের প্রচারক আচার্য স্বয়ং। সুতরাং এ যোগ যে তিনি অনুষ্ঠান করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা ইহার অঙ্গ গুলি একে একে আলোচনা করিব, এবং দেখিব তাহাতে ইহাদের অনুষ্ঠানসূচক কোন ঘটনাবলী পাই কি না। জ্ঞানযোগে বিশেষ অনুষ্ঠেয় পাঁচটি সাধন। নিম্নে একে একে তাহাই এইবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

(ক) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক—আচার্যজীবনে ইহার দৃষ্টান্ত প্রথমতঃ আমরা তাঁহার ২৬ সন্ন্যাস গ্রহণে দেখিতে পাই এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মোহমুদ্গর প্রভৃতি উপদেশবাক্যমধ্যে বহুল পরিমাণে পাইয়া থাকি। অতএব ইহা আচার্যজীবনে পূর্ণমাত্রায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলা যায়।

(খ) ইহামুত্রফলভোগবিরাগ—ইহার দৃষ্টান্ত প্রথমতঃ আমাদের পূর্বালোচিত ৩৭ ঔদাসীন্য এবং তৎপরে তাঁহার দার্শনিক মতের মধ্যে প্রচুরভাবে দেখিতে পাই। শঙ্করমতে ব্রহ্মসহ মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার সুখদায়ক অবস্থাই অনিত্য স্বর্গাদি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং সর্বত্র ভোগের প্রতি বৈরাগ্য, শঙ্কবজীবনে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল—এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

(গ) শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি—ইহার মধ্যে (১) "শমে"ব দৃষ্টান্ত আমরা ৬৫ স্থৈর্য ও ধৈর্যের মধ্যে আলোচনা করিয়াছি; (২) "দম" সম্বন্ধে ও ঐ কথা, (৩) উপরতির দৃষ্টান্ত ৩৭ ঔদাসীন্য মধ্যে দ্রষ্টব্য, (৪) "তিতিক্ষা"র নিমিত্ত আচার্যেব দীর্ঘকাল হিমানীমধ্যে বদরিকাশ্রম বাস—উল্লেখ করা যাইতে পারে; (৫) "শ্রদ্ধা"র নিদর্শন জন্য প্রথমতঃ ৪১ গুরুভক্তি এবং গুরু গোবিন্দপাদ, ব্যাসদেব এবং গৌড়পাদের আজ্ঞাপালন-প্রসঙ্গটি স্মরণ করা যাইতে পারে। তৎপরে তাঁহাব ভাষ্যাদিমধ্যে বেদের প্রামাণ্যের প্রতি তাঁহার অবিচলিত ও ঐকান্তিক আস্থা দেখিলে মনে হয়, এ বিষয়টিও আচার্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল (৬) "সমাধান" সাধনেও আচার্যের ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না। কারণ, দিগ্বিজয়দ্বারা ধর্মস্থাপনরূপ গুরু-আজ্ঞাপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াও কোন বিষয়ে তাহার মমতা বা আসক্তি ছিল না। সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টির অভ্যাসই, আমাদের বোধ হয়, তাহার এ প্রকার ঔদাসীন্যের হেতু। যাহা হউক, এতদর্থে পূর্বালোচিত ৩৭ সংখ্যক ঔদাসীন্য বা অনাসক্তির মধ্যে কতিপয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। (পৃঃ ৫১৪ দ্রঃ)

(ঘ) মুমুক্ষুত্ব—ইহার দৃষ্টান্ত পুনরায় তাহার ২৬ সন্ন্যাস-গ্রহণ প্রসঙ্গ বলা

যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তাহার গ্রন্থমধ্যে এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ বিষয়ের প্রতিকূল দৃষ্টান্ত-মধ্যে আমরা তাহার দিগ্বিজয় প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাপারকে এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি, কিন্তু তাহা তাহার নিজ প্রবৃত্তিচরিতার্থ অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া এতদ্দ্বারা তাহার মুমুক্ষুত্ব প্রবৃত্তির অল্পতা প্রমাণিত হয় না। ঔদ্যাসীন্য তাহার সকল দোষ স্খালন করিত। যাহা হউক, এ বিষয়ের অনুকূল দৃষ্টান্তজন্য ২৮ সাধারণ চরিত্র, ৩৭ ঔদাসীন্য বা অনাসক্তি, ৩৮ কর্তব্য জ্ঞান, ২৬ সন্ন্যাস এবং প্রতিকূল দৃষ্টান্তজন্য ১৩ দিগ্বিজয়, ১৭ পূজালাভ, ১৯ ভাষ্যরচনা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করা যাইতে পারে। তবে আচার্যের "শিবোঽহম্" প্রভৃতি বাক্যপূর্ণ উপদেশগুলি দেখিলে তাহাকে মুমুক্ষু না বলিয়া মোক্ষস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

(ঙ) বিচার।— ইহার দৃষ্টান্ত শঙ্কর-জীবনে আগাগোড়া। তাহার জন্মই যেন এই বিষয়টির একটি আদর্শ প্রদর্শন করিবার জন্য। এই "বিচারে"র শেষ ফল সমাধি এবং সর্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টি। বস্তুতঃ এই দুইটি ফলই তাঁহাতে প্রচুরভাবে লক্ষিত হয়। ইহার সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর নিমিত্ত আমরা আমাদের পূর্বালোচিত ৫১ বুদ্ধি-কৌশল, ৬০ শিক্ষা প্রদানে লক্ষ্য, ৫৫ ভাবের আবেগ, ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা, ৩০ অনুসন্ধিৎসা, ৩১ অলৌকিক জ্ঞান, ৩৭ ঔদাসীন্য, ৩৪ উদারতা, প্রভৃতি বিষয়গুলি অনুসন্ধান করিতে পারা যায়। অথবা (ক) উগ্রভৈরবকে মস্তকদানপ্রসঙ্গ, (খ) শুভগণবরপুরে শিষ্যগণকে আগন্তুকের অভ্যর্থনা কার্যে নিযুক্ত করিয়া নিজের সমাধিসাধনপ্রসঙ্গ, (গ) বদরিকাশ্রমে তত্রত্য ঋষিকল্প মহাপুরুষগণের সহিত ব্রহ্ম-বিচারপ্রসঙ্গ, (ঘ) দেহত্যাগপ্রসঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় ঘটনা এবং (ঙ) তাঁহার উপদেশপূর্ণ পুস্তিকাগুলির বক্তব্য বিষয় স্মরণ করিতে পারি। বাহুল্যভয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল না, তবে ইহার সকল অঙ্গের দৃষ্টান্ত বা ঘটনাবলী পাওয়াও অসম্ভব। (বিচারপ্রণালী, বেদান্তসার প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

রাজযোগের বিশেষ সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান

পূর্বে এই রাজযোগের পঞ্চদশ অঙ্গের কথা সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের ঘটনাসম্বলিত দৃষ্টান্ত, দুঃখের বিষয়, আচার্য-জীবনে আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অবশ্য তিনি যখন এই পথের প্রবর্তক, তখন তিনি যে, তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, যিনি যাহা প্রচলন করেন, তিনি স্বয়ং প্রায় তাহার অনুষ্ঠান-কর্তাও হইয়া থাকেন। তাহার পর, এরূপ

অনুমানের প্রবলতর কারণ এই যে, উক্ত যোগের অঙ্গগুলি সমুদয়ই অনুভব-সাপেক্ষ বিষয়, এবং অনুভব-সাপেক্ষ বিষয় স্বয়ং অনুভব না করিলে তদ্বিষয়ে কোন কথা বলা অসম্ভব। সুতরাং অনুমানসাহায্যে বলিতে পারা যায় যে, আচার্য নিশ্চয়ই এ যোগের অভ্যাস বা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

হঠযোগের সাধন ও শঙ্করের অনুষ্ঠান

সপ্তম—হঠযোগ বা পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত যোগ। পূর্বে দেখিয়াছি এই যোগ দ্বিবিধ, যথা—প্রথম সমাহিতচিত্তোপযোগী ও দ্বিতীয় ব্যুত্থিতচিত্তোপযোগী। গুরু গোবিন্দপাদের নিকট আচার্য ইহার শেষোক্তের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ কথা আচার্যের যাবতীয় জীবনীগ্রন্থ সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু তাই বলিয়া যে তিনি পতঞ্জলির সমাহিত-চিত্তোপযোগী যোগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। কারণ, আমাদের এই সাধন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অবলম্বনস্থানীয় আচার্যের অপরোক্ষানুভূতির টীকায় দেখা যায়, টীকাকার ভারতীতীর্থ স্পষ্টই বলিতেছেন যে, পতঞ্জলির যোগ অবৈদিক, উহা বেদ-সম্মত সিদ্ধান্ত নহে। অথচ ওদিকে জীবনীমধ্যে দেখা যায় যে, তিনি হঠযোগের সিদ্ধিতে সিদ্ধ। আকাশ-গমন, পরকায়-প্রবেশ, নর্মদার জলস্তম্ভন প্রভৃতি সিদ্ধিগুলি সমাহিত-চিত্তোপযোগী যোগের ফল নহে—এ কথা পতঞ্জলি-দর্শন পড়িলে সহজেই বোধ হয়। তাহাব পর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য মধ্যেও আচার্য পতঞ্জলির "মত" বিচাবকালে স্পষ্টই ়াহার দার্শনিকমতের অনাদর করিয়া যোগসাধনের উপায়ের প্রতি আদব প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আচার্য যে পতঞ্জলির সমাহিত-চিত্তোপযোগী যোগেব অনুষ্ঠান করেন নাই, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। আর বাস্তবিক পতঞ্জলির এই যোগমধ্যে যে পতঞ্জলির দার্শনিক "মত" বহুল পরিমাণে বিজড়িত আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয় যে, আচায পতঞ্জলির এই যোগের অবৈদিকতা সম্বন্ধে যাহাই বলুন না, ইহা যে আবশ্যক হইলে আচার্যের নিজমতানুকূলেই প্রযুক্ত করা যাইতে পাবে না, তাহাও নহে। সম্ভবতঃ এতদ্দ্বারা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। এই জন্যই আচার্য ইহাকে অনাদর করিযাছেন। অথবা ব্রহ্মাকারা বৃত্তি কবিয়া চিত্ত লয় কবা হয় না, প্রত্যুত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ মাত্র কবা হয় বলিয়া ইহা অনাদর করিয়াছেন।

যাহা হউক এক্ষণে আচার্যের অভিপ্রেত পতঞ্জলির ব্যুত্থিতচিত্তোপযোগী যোগের তিনি কিরূপ সাধন করিয়াছিলেন দেখা যাউক। প্রথম—যম—ইহার মধ্যে আবার পাঁচটি অঙ্গ আছে, যথা—

১ম, অহিংসা—ইহার জন্য ৪৮ পরোপকার প্রবৃত্তি দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫২৩)

২য়, সত্য—এজন্য ৪৯ প্রতিজ্ঞাপালন ও ৮১ মিথ্যাচরণ দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫২৫, ৫৫৪)

৩য়, অস্তেয়—ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত ৮১ মিথ্যাচরণ দ্রষ্টব্য।(পৃঃ ৫৫৪)

৪র্থ, ব্রহ্মচর্য—ইহা আমাদের ৫০ সংখ্যক বিচারিত বিষয়। (পৃঃ ৫২৫)

৫ম, অপরিগ্রহ—এতদর্থে ৪২ ত্যাগশীলতা দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫১৮)

দ্বিতীয় —"নিয়ম"। ইহার মধ্যে আবার পাঁচটি অঙ্গ আছে, যথা—

১ম, শৌচ—ইহার দৃষ্টান্ত ৮৩ বিদ্বেষ-বুদ্ধি দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫৫৬)

২য, সন্তোষ—এজন্য ৪২ ত্যাগশীলত' ও ৩৪ উদারতা দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫১৮, ৫১০)

৩য়, তপঃ—এজন্য ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫১৯)

৪র্থ, স্বাধ্যায়—ইহা যে গুরুকুলে বাস, ভাষ্যাদি-রচনা ও শিক্ষাদানকালে অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫ম, ঈশ্বর-প্রণিধান- -এ নিমিত্ত ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয়- -আসন—প্রতিপালিত হইত, কিন্তু ঘটনা অজ্ঞাত।

চতুর্থ---প্রাণায়াম— ঐ ঐ

পঞ্চম—প্রত্যাহার- —ঐ ঐ

ষষ্ঠ- -ধারণা— ঐ ঐ

সপ্তম—ধ্যান- -এজন্য ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা দ্রষ্টব্য।

অষ্টম--সমাধি—এ নিমিত্ত ৪৪ ধ্যানপরায়ণতা দ্রষ্টব্য।

উপরি উক্ত বিষয়গুলি পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত সাধন। কিন্তু ইহার সাধনেচ্ছু সাধকের অন্যান্য কি গুণ থাকিলে উক্ত সাধনগুলি শীঘ্র বা বিলম্বে আয়ত্ত হয়, তাহা পাতঞ্জল গ্রন্থমধ্যে কথিত হয় নাই। সুতরাং এজন্য অন্য গ্রন্থ অবলম্বন করা যাউক।

হঠযোগের অধিকারীর ভেদ

"অমৃতসিদ্ধি" নামক একখানি হঠযোগের গ্রন্থে এই যোগের অধিকারীর

লক্ষণ বেশ সুন্দর ভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাতে মন্দ, মধ্যম, অধিমাত্র এবং অধিমাত্রতর—এই চারি প্রকার অধিকারীর সিদ্ধিলাভের কথায় দেখা যায়—মন্দাধিকারী ১২ বৎসরেও একটি সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, কিন্তু মধ্যমাধিকারী ৮ বৎসরে, অধিমাত্র ৬ বৎসরে এবং অধিমাত্রতর অধিকারী ৩ বৎসরে একটি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

আচার্য শঙ্কর যেরূপ অল্পকাল মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে যদি তাঁহাকে অধিমাত্রতর অধিকারী বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাতে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন।

মহাবলা মহাকায়া মহাবীর্যা মহাগুণাঃ। মহোৎসাহো মহাশান্তা মহাকারুণিকা নরাঃ॥
সর্বশাস্ত্রকৃতাভ্যাসাঃ সর্বলক্ষণসংযুতাঃ। সর্বাঙ্গসদৃশাকারাঃ সর্বব্যাধিবিবর্জিতাঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না নির্বিকারা নরোত্তমাঃ। নির্মলাশ্চ নিরাতঙ্কা নির্বিঘ্নাশ্চ নিরাকুলাঃ॥
জন্মান্তর কৃতাভ্যাসা গোত্রবন্তো মহাশয়াঃ। তারয়ন্তি সত্ত্বানি তরন্তি স্বয়মেব চ ॥
অধিমাত্রতরা সত্ত্বা জ্ঞাতব্যা সর্বলক্ষণাঃ। ত্রিভিঃ সম্বৎসরৈরেষামেকাবস্থা প্রসিদ্ধতি॥

—অর্থাৎ মহাবল, মহাকায়, মহাবীর্য, মহাগুণসম্পন্ন, মহোৎসাহসম্পন্ন, মহাশান্ত, মহাকারুণিক, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব-লক্ষণ-যুক্ত, সর্বাঙ্গ সদৃশাকার, সর্বব্যাধি-বিবর্জিত, রূপযৌবনসম্পন্ন, নির্বিকার, নরোত্তম, নির্মল, নিরাতঙ্ক, নির্বিঘ্ন, নিরাকুল, জন্মান্তরের সংস্কার-সম্পন্ন, গোত্রবান, মহাশয়, নিজের উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও উদ্ধার করেন, ইত্যাদি। বলিতে কি—বর্ণনাটি যেন অত্যন্ত অত্যুক্তিদোষে দূষিত। যাহা হউক ইহাদের কতিপয়ের দৃষ্টান্ত আচার্যে দেখা যায়, কিন্তু সকলগুলির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

শঙ্কর নিজ আদর্শের কতদূর নিকটবর্তী

(৪) এইবার আমাদের দেখিতে হইবে—তিনি তাঁহার আদর্শের কতদূর নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছিলেন। পূর্বে দেখিয়াছি, আচার্যের আদর্শ—একেবারে ব্রহ্মতত্ত্বে মিশিয়া যাওয়া। তিনি এমনভাবে মিশিতে চাহিতেন যে, কোনরূপে তাঁহার নিজত্ব পর্যন্ত থাকিবে না।

এখন এই অবস্থাটি জীবের হইতে গেলে, সে জীব কখনও সমাধিস্থ থাকে, কখনও বা সমাধি-ব্যুত্থিত অবস্থায় অবস্থিতি করে। সমাধিব্যুত্থিত অবস্থাও আবার দুই প্রকার হইতে পারে। যথা—বিবেকনিষ্ঠ অবস্থা এবং ব্যবহারনিষ্ঠ অবস্থা। সমাধিনিষ্ঠ জীব, সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বে বিলীন থাকেন, যথা—জড়ভরত। সমাধিব্যুত্থিত বিবেকনিষ্ঠ জীব বিরক্তিসহকারে যদৃচ্ছালব্ধ বিষয় ভোগ করেন, যথা—শুক, নারদ প্রভৃতি এবং সমাধিব্যুত্থিত ব্যবহারনিষ্ঠ সাধক

সাধারণের মতো বিষয় ভোগ করিয়াও ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন থাকেন; যথা—রামচন্দ্র জনক, বশিষ্ঠ প্রভৃতি।

আচার্যের উক্ত প্রকার সমাধিনিষ্ঠ অবস্থার দৃষ্টান্ত এ পর্যন্ত আমরা পাই নাই। অবশ্য তিনি যে সমাধিস্থ থাকিতেন এবং সমাধি লাভ করিতে পারিতেন, তাহা তিনটি স্থলে তাঁহার জীবনে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে নির্বিকল্প সমাধি, তাহা বলিতে আমরা অক্ষম। কারণ, নির্বিকল্প সমাধির লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায় না এবং পূর্ণমাত্রায় হইলে আর ব্যুত্থানই হয় না। দেহান্তকালের সমাধি বা উগ্রভৈরবের নিকট সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি না হইলেও চলিতে পারে। তবে যদি কৈলাসে শিব-শরীরে বিলীন-ব্যাপারটি সত্য হয় এবং যদি তাঁহার নির্বাণাষ্টক প্রভৃতি রচনাগুলি তাঁহার যথার্থ অবস্থাসূচক হয়, তাহা হইলে উহা সত্য হইতে পারে।

বিবেকনিষ্ঠের দৃষ্টান্ত আচার্যের জীবনে আদ্যোপান্তই বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার ঔদাসীন্য, তাঁহার পরেচ্ছাধীন কর্ম, মৃত্যুর নিমিত্ত সদা প্রস্তুতভাব এবং তাঁহার অমূল্য ডপদেশ, এ বিষয়টির কথা আমাদিগকে পদে পদে স্মরণ করাইয়া দেয়। অতএব বলা যাইতে পারে—আচার্য তাঁহার আদর্শের স্বরূপতা লাভ করিয়াই ছিলেন।

রামানুজ ও তাহার আদর্শ

পক্ষান্তরে, রামানুজের ভক্তির যে আদর্শ, তাহাতে জীবেশ্বরের সেব্য-সেবকভাব বিদ্যমান। তাহাতে বস্তু অংশে জীব ও ঈশ্বর এক হইলেও সামর্থ্যে অনন্ত প্রভেদ। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই চিদ্বস্তু হইলেও তাঁহাদের সম্বন্ধ—অণুত্ব ও বিভুত্ব। এখন দুইটি পৃথক বস্তু অনবরত নিকটবর্তী হ‍ই : চেষ্টা করিলে যেমন তাহাদের মিলনের শেষ সীমায়—সেই বস্তু দুইটি যথাসম্ভব সার্বাঙ্গিক সংযোগ হয়, এস্থলেও তদ্রূপ কল্পনীয়।

রামানুজের আদর্শ চৈতন্যদেবের আদর্শে পূর্ণতাপ্রাপ্ত

আর সত্য সত্যই এই ভাবেরই পরাকাষ্ঠা অস্মদ্দেশে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃপায় সকলেই অবগত হইতে পারিয়াছেন। রামানুজের ভক্তিতে এ ভাবের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, ইহা যেন তাহার মধ্যে বীজাকারে বর্তমান ছিল। তিনি নিজকৃত গদ্যত্রয়, বিশেষত বৈকুণ্ঠ গদ্য নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন- -যেভাবে ভগবান ও তাঁহার পরিকরের বর্ণনা করিয়াছে ।, তাহাতে আমাদের এ কথার সমর্থনই পাওয়া যাইবে। রামানুজ এ ভাবটি স্বয়ং বর্ণনা না করিলেও তাঁহার প্রাণের ভিতরে যে ইহা উঁকি মারিত তাহা স্থির। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি তুচ্ছ অর্থ কামনা

করে, তাহার কামনার মূলে যেমন সাম্রাজ্যকামনাও লুক্কায়িত থাকা স্বাভাবিক, তদ্রূপ রামানুজের কৈঙ্কর্যকামনার মধ্যে মাধুর্যের ধুর্য পর্যন্ত যে লুক্কায়িত ছিল, তাহাও স্থির। প্রকৃতই রামানুজজীবনী পড়িতে পড়িতে বেশ বুঝা যায়, তাঁহার হৃদয়ে এ ভাবের ছায়া খেলা করিত।

তিনি যদিও বেদার্থসারসংগ্রহে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমাচারে থাকিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তিনিই তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারেন, ইত্যাদি; অর্থাৎ এতদ্দ্বারা যদিও ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়মধ্যে কর্মাদি স্থান পাইল; কিন্তু যখন তাঁহার গদ্যত্রয় গ্রন্থ দেখা যায়, তখন স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, তিনি ভগবৎতুষ্টিবিধানার্থ কর্মাদির প্রয়োজন নাই বলিতে চাহেন। গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট তিনি যে "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকের অর্থ গ্রহণ করেন, সে স্থলেও জীবনীকারগণ ঐ ভাবেরই আভাস দিয়াছেন। যতীন্দ্রমতদীপিকা নামক সাম্প্রদায়িক গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে যে, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়—ভগবৎ তুষ্টি, অন্য কিছু নহে। এজন্যই বোধ হয় রামানুজের আদর্শ চৈতন্যদেবের আদর্শে পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

অতএব আমরা রামানুজের ভক্তিভাবের আদর্শনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবান চৈতন্যদেবপ্রবর্তিত ভক্তিমার্গের আদর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। হইতে পারে—ইহা ঠিক তাঁহার আদর্শ নহে, কিন্তু তাঁহার আদর্শের গতি বা লক্ষ্য যে এই দিকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহার লক্ষ্যের চরম যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহা গ্রহণে কোন দোষ নাই। ইহার দ্বারা তাঁহাকে তুলনা করিলে বরং ভালই হইবার কথা।

পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত সম্প্রদায়ের উক্ত সম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন

অবশ্য এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, রামানুজ পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের শিষ্য এবং পূর্বোক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমার্গ, অপেক্ষাকৃত ভাগবৎ সম্প্রদায়সম্মত। সুতরাং রামানুজের ভক্তির আদর্শ সহ রামানুজকে তুলনা করিবার জন্য তাঁহার সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের ভক্তির আদর্শ অবলম্বন করা হইতেছে কেন?

ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, যাহা যাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তাহার তাহা কি কেহ রোধ করিতে পারে? সত্য সত্যই আজ দেখা যাইতেছে, রামানুজ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে মহা সংগ্রাম করিয়া নিজ পাঞ্চরাত্র 'মত' উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তদবধি ইহার উন্নতি অপ্রতিহত গতিতে আসিয়াও আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের ন্যায় জগৎকে কোন অমৃতময় সিদ্ধান্ত দিতে সমর্থ হয় নাই।

মধ্বাচার্যের মতকে প্রাচীন ভাগবতসম্প্রদায় বলা চলে। কিন্তু তাহাও গৌড়ীয়

সম্প্রদায়ের ন্যায় উৎকর্ষলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই ভক্তি-সিদ্ধান্ত-কুমুদিনী শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপ পূর্ণ-শশীর কিরণে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির স্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ সরসীমধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অথবা বলিলেও বলিতে পারা যায় যে, সেই পূর্ণ চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিতে অন্য মতগুলি নির্মল গগনে তারকাসম বিলীন হইয়া গিয়াছে। এজন্য পাঞ্চরাত্র বা প্রাচীন ভাগবত মতের অবশ্যম্ভাবী গতি, সাগরে নদীর গতির ন্যায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে, অন্যত্র নহে। তাহার পর গৌড়ীয় সম্প্রদায় ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের ভক্তি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ভক্তিতত্ত্বের অপূর্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ভক্তিলক্ষণা দ্বারা উভয় সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ নির্ণয়

আমরা যদি পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি মতের ভক্তিলক্ষণ * এবং প্রাচীন ভাগবত ও আধুনিক ভাগবত বা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ভক্তির লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিব। প্রাচীন ভাগবত এবং পাঞ্চরাত্র মতের ভক্তিসিদ্ধান্তমধ্যে, গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত যেন বীজভাবে নিহিত আছে বলিযাই বোধ হইবে।

ভক্তির লক্ষণ

গৌড়ীয় ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় ''ভক্তিরসামৃতসিন্ধু''তে ভক্তির লক্ষণ লিখিয়াই পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিযাছেন। যথা, তাঁহার মতে ভক্তির লক্ষণ ;—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ।।
অর্থাৎ—অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।

এই শুদ্ধা ভক্তি, ইহা হইতে প্রেম হয়।। (চৈতন্য চরিতামৃত)

উক্ত শ্লোকের পরেই প্রমাণস্বরূপে পাঞ্চরাত্রের শ্লোক ; যথা—

সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।

---

* মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে গমন করেন তখন বেঙ্কটভট্ট নামে এক রামানুজসম্প্রদায়ের পণ্ডিত ভক্তিতত্ত্ব বিচার করিয়া মুক্তকণ্ঠে মহাপ্রভুর মতেরই সমর্থন করেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

—অর্থাৎ সকল উপাধি হইতে বিনির্মুক্ত, ভগবৎ-পরায়ণতাবশতঃ নির্মল, ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা হৃষীকেশের সেবাই ভক্তি।

তৎপরেই প্রমাণরূপে ভাগবতের শ্লোক, যথা—

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ-সেবনং জনাঃ।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।।

ভাগবত ৩।২০—১৩।১৪ শ্লোক।

—অর্থাৎ পুরুষোত্তমে যে ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা, এবং যে ভক্তিতে ভক্তজন, সালোক্য-সার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্য এবং একত্ব দান করিলেও আমার সেবা ব্যতিরেকে উহাদের কিছুই গ্রহণ করে না, তাহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে উদাহৃত হয়।

প্রেমের লক্ষণ এবং উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের সম্বন্ধনির্ণয়

ঐরূপ উক্ত গ্রন্থে প্রেমের লক্ষণকালে তাঁহার স্বকৃত লক্ষণ —

সম্যঙ্‌ মসৃণিতঃ স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।।

—অর্থাৎ সেই ভাবই যখন নিবিড় হইয়া সম্যক্‌ প্রকারে চিত্তকে মসৃণ করিয়া তুলে এবং সর্বাতিশায়ী মমতায় অঙ্কিত হইয়া উঠে, তখন তাহাকেই বুধগণ প্রেম নামে নিদেশ করিয়া থাকেন।

এখানে প্রমাণরূপে পাঞ্চরাত্রের শ্লোক যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই —

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ।।

—অর্থাৎ ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ সেই ভক্তিকেই প্রেম-ভক্তি বলিয়া থাকেন, যাহাতে বিষ্ণুর প্রতি অন্যমমতাশূন্য মমতা সম্মিলিত।

এইরূপে দেখা যাইবে, শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় সর্বত্রই ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র, উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিজ ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

গৌড়ীয় লক্ষণই শ্রেষ্ঠ

তাহার পর তাঁহার উক্ত লক্ষণ যে সর্বদোষ-বিবর্জিত ও সর্বোৎকৃষ্ট, প্রণিধান করিলে তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায়। ভাগবত, পাঞ্চরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নারদ-ভক্তিসূত্র এবং শাণ্ডিল্যসূত্র পর্যন্ত যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে

দেখা যাইবে—শ্রীরূপের লক্ষণ যেন অপেক্ষাকৃত উত্তম। পাঠকগণের সুবিধার্থ নিম্নে নারদভক্তিসূত্র ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের লক্ষণগুলি উদ্ধৃত করিলাম। নারদ-ভক্তিসূত্রের ভক্তি লক্ষণ —

"সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা।"

"সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোপ্যধিকতরা।" ৪র্থ অনুবাক্।

—অর্থাৎ যাহা ভগবানের প্রতি পরম প্রেমরূপা তাহাই ভক্তি। তাহা কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে অধিক।

তাহার পর শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রের লক্ষণ ; যথা—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

—অর্থাৎ ঈশ্বরে পরা অনুরক্তিই ভক্তি।

এখন তুলনা করিলে দেখা যায়, ভক্তিলক্ষণে গোস্বামীপাদের "কৃষ্ণ" শব্দ, পাঞ্চরাত্রের "বিষ্ণু" শব্দ এবং ভাগবতের "পুরুষোত্তম" শব্দ হইতে উত্তম ভাবের ব্যঞ্জক। ঐরূপ প্রেমলক্ষণে তাঁহার "সম্যক্-মসৃণিত" এবং "অতিশয়াঙ্কিত" শব্দত্রয়, পাঞ্চরাত্রের "অনন্যমমতা" এবং "সঙ্গতা মমতা" শব্দদ্বয় হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক হৃদয়গ্রাহী। তাহার পব নারদ ভক্তিসূত্রের "কস্মৈ" শব্দ এবং শাণ্ডিল্য সূত্রের 'ঈশ্বর" শব্দ হইতে গোস্বামী প্রভুর "কৃষ্ণ" শব্দ অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট রসব্যঞ্জক। পুনরায় ভক্তিলক্ষণে পাঞ্চরাত্রের "সেবন" শব্দ দ্বাবা কেবল সেবার কথা আছে, কিন্তু গোস্বামী প্রভু সেস্থলে "আনুকূল্য" শব্দ যোগ করিয়া লক্ষণটিকে আরও উত্তম করিলেন। এইরূপে যত নিষ্পেষণ করা যাইবে, দেখা যাইবে গোস্বামিপাদের লক্ষণে ততই মাধুর্য অধিক। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

পাঞ্চরাত্র হইতে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ

তাহার পর, রামানুজের নিজের কথায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ ও সর্বাবগাহী ভাবটি আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তিনি তাঁহার বেদার্থ-সার-সংগ্রহ নামক গ্রন্থে মোক্ষোপায় সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকটি প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃপুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে যেন, নান্যৎ তত্তোষকারণম্।।"

এতদনুসারে যে ভক্তি বুঝায়, তাহা গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়নিরূপিত ভক্তি হইতে আরও দূরে গিয়া পড়ে।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের কথোপকথনে, যে ভক্তিতত্ত্বের বিচার হইয়াছিল, তদনুসারে উক্ত শ্লোকটিই রামানন্দ রায় ভক্তির লক্ষণরূপে প্রথমেই বলিয়াছিলেন। অবশ্য মহাপ্রভু ইহাকে "বাহ্য" ভক্তি বলিয়া এতদপেক্ষা নিগূঢ় কথা জানিতে চাহেন। রামানন্দরায়, একে একে 'কৃষ্ণে কর্মার্পণ' (গীতা ৯।২৭), 'স্বধর্মত্যাগ' (গীতা ১৮।৬৬), 'জ্ঞানমিশ্রা' (গীতা ১৮।৫৪) ভক্তির লক্ষণগুলি বলিতে থাকেন। কিন্তু মহাপ্রভু সবগুলিকেই জ্ঞানকর্মাশ্রিত বাহ্য ভক্তি বলিয়া উপেক্ষা করেন। অনন্তর "রায়" জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা অবতারণা করেন, তখন তাহা অনুমোদন করিয়া আরও ভিতরের কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। এজন্য বিস্তারিত বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। যাহা হউক, এতদনুসারে মোক্ষপায়রূপে রামানুজের অনুমোদিত ভক্তি, গৌড়ীয় ভক্তির তুলনায় নিতান্ত বাহিরের কথা বলিতে হয়, অথবা সর্বপ্রথম সোপানের কথা।

তবে রামানুজের গদ্যত্রয় নামক গ্রন্থখানি দেখিলে তাঁহার অনুমোদিত ভক্তি অপেক্ষাকৃত উত্তমা ভক্তি বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, এজন্য ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নির্দেশানুসারে রামানুজের ভক্তিভাবের বিচার করিলে অন্যায় হইতে পারে না। আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষগণের প্রদত্ত মণিমাণিক্যাদি রত্ন, সেই পূর্বের নিক্তিতে ওজন না করিয়া, আজকালকার রাসায়নিক সূক্ষ্ম নিক্তিতে ওজন করি, তাহা হইলে যেমন ভালই হইবে, তদ্রূপ এস্থলেও হইবার কথা। সুতরাং অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন ভক্তিতত্ত্বের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত অনুসারে রামানুজের ভক্তিভাব বিচার করিলে ভালই হইবার কথা।

গৌড়ীয় মতে ভক্তির বিশেষ পরিচয়

যাহা হউক, এ কার্যের জন্য আমরা মহানুভব আচার্য শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয়ের শরণ গ্রহণ করিলাম। তিনি ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার পর আরও কিছু অবশিষ্ট আছে কি না, তাহা এক্ষণে আমরা কল্পনা করিতে অক্ষম। ভক্তির প্রকার, অবান্তর বিভাগের সাধ্যসাধনভাব, ভক্ত ও ভক্তির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি এতই সূক্ষ্ম ও এতই সুন্দর এবং দার্শনিক রীতিতে মীমাংসিত হইয়াছে যে, এ সিদ্ধান্তের কোন দিকে আরও যে কিছু উন্নতির অবসর আছে, তাহা বুঝা যায় না। এজন্য আমরা তাঁহারই শরণ গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর দেখি না।

ভক্তির ত্রিবিধ ভেদ

ভক্তি যাহার আছে, তাঁহাকে ভক্ত বলা যায়। সুতরাং যদি ভক্তির প্রকারভেদ

ও লক্ষণ জানিতে পারি, তাহা হইলে ভক্তেরও লক্ষণ জানা যাইবে এবং যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়া নির্ণীত হইবে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের অর্থাৎ আমাদের আদর্শ ভক্তের লক্ষণ হইবে। এখন "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"তে দেখা যায়, ভক্তি ত্রিবিধ যথা—সাধন-ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেম-ভক্তি। কিন্তু মহানুভব জীব গোস্বামী মহাশয় উহার টীকায় উক্ত বিভাগকে স্থূল বিভাগ বলিয়া সাধ্য ও সাধন-ভেদে উহাকে দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য আমরা উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিম্নে উহার বিভাগ প্রদান করিলাম।
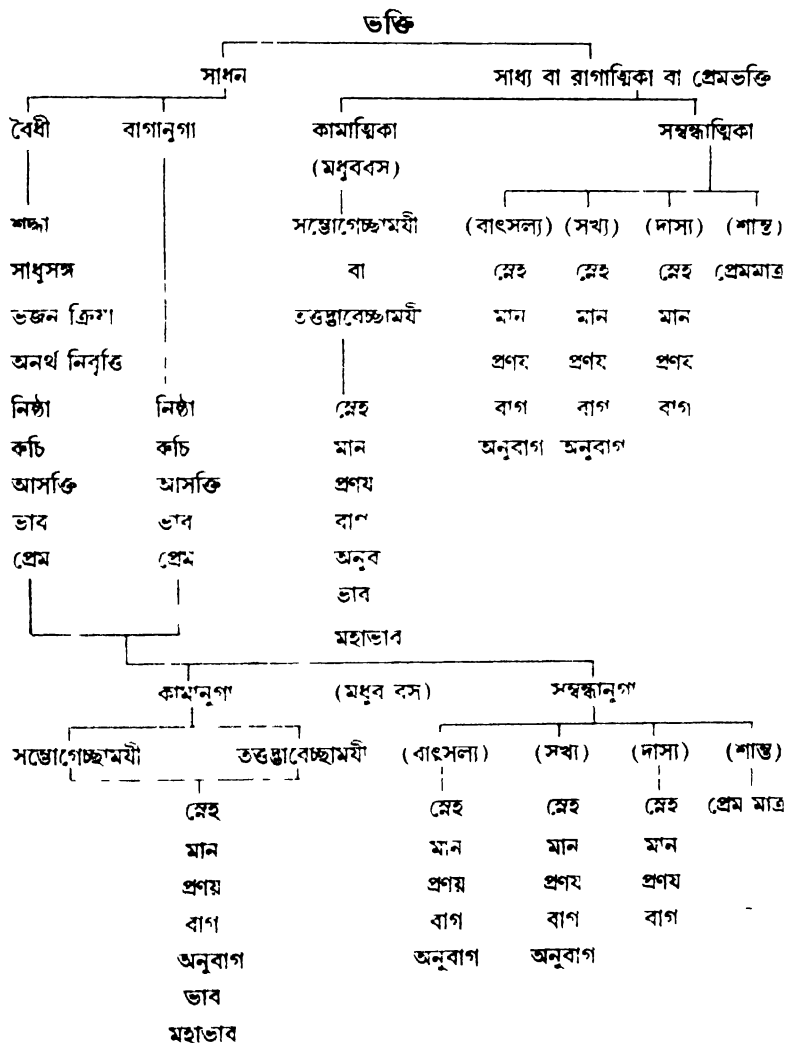
যাহা হউক, এক্ষণে একে একে উক্ত বিভিন্ন বিভাগের লক্ষণ প্রভৃতি আলোচনা করা যাউক।

বৈধী ভক্তি

প্রথম—বৈধী ভক্তি। সাধকের এই বৈধী ভক্তি সর্বপ্রথম অবলম্বনীয়। যাহার ভগবানে "রাগ" উৎপন্ন হয় নাই, অথচ শাস্ত্রশাসনভয়ে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্তির উদয় হয় তাহার ভক্তিই বৈধী ভক্তি। ইহা যতক্ষণ ভাবভক্তির আবির্ভাব হয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত অনুশীলন করিতে হয় এবং এ সময় শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকে।

এই বৈধী ভক্তির ৬৪টি অঙ্গ বলা হয়। এই অঙ্গগুলি কেবল ভক্ত ও ভগবানের সেবা-সম্বন্ধীয় বিধি বা নিষেধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যথাস্থানে ইহাদের সবিস্তারে উল্লেখ করিব। যাহা হউক, এইগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রথম—শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়—সাধুসঙ্গ, তৃতীয়—ভজন ক্রিয়া, চতুর্থ—অনর্থ নিবৃত্তি, পঞ্চম—নিষ্ঠা, ষষ্ঠ—রুচি, সপ্তম—আসক্তি, এবং অষ্টম—ভাব, ইত্যাদিক্রমে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়। প্রেমভক্তির যাহা চরম পরিণতি, তাহাই জীবের বাঞ্ছনীয়—তাহাই জীবের পরম পুরুষার্থ।

রাগানুগা ভক্তি

রাগানুগা ভক্তি। বৈধী ভক্তি হইতে যেমন প্রেমভক্তির উদয় হয়, তদ্রূপ এই রাগানুগা ভক্তিরও পরিণাম সেই প্রেমভক্তি। তবে বৈধী ভক্তির যে ক্রম, ইহার সেরূপ ক্রম নহে। ইহাতে প্রথমে—নিষ্ঠা, দ্বিতীয়—রুচি, তৃতীয়—আসক্তি, এবং চতুর্থ—ভাব, ইত্যাদিক্রমে উক্ত প্রেম-ভক্তির উদয় হয়।

এই রাগানুগা ভক্তির "রাগানুগা" শব্দের অর্থ হইতেও এই ভক্তির প্রকৃতি বুঝা যায়। রাগ শব্দে—নিজ ইষ্ট বস্তুতে স্বারসিক, অত্যন্ত আবিষ্ট ভাব। ইহার পূর্ণতা কেবল ব্রজবাসিগণেরই পরিলক্ষিত হয়। যে ভক্তি এই রাগের অনুগামী, তাহাই রাগানুগা ভক্তি এবং যাঁহারা এই ব্রজবাসিগণের ভাবের জন্য লালায়িত, তাঁহারাই এই ভক্তির অধিকারী। এই ভক্তি, শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। বৈধীভক্তির ৬৪টি অঙ্গের মধ্যে যাহা সাধকের নিজ অভীষ্টানুকূল, তাহাই ইহাতে অনুষ্ঠেয়—সমুদয় অঙ্গ অনুষ্ঠেয় নহে। ব্যক্তি-বিশেষে বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্ত বা ভগবানের কৃপায়—এই রাগানুগা ভক্তি-লাভ হইয়া থাকে; এবং ব্যক্তি-বিশেষে ইহা স্বভাবতঃই আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। তাহার পর, এই ভক্তি পুনরায় দ্বিবিধ ; যথা—কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা। তন্মধ্যে যাহা

ব্রজ-গোপিগণের ভাবের অনুগামী বা মধুর-রসাত্মক, তাহা কামানুগা এবং যাহা নন্দ, যশোদা ও সুবল প্রভৃতির ভাবের অনুগামী বা শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-ভাবাত্মক তাহাই সম্বন্ধানুগা।

এই রাগানুগা ভক্তি সাধন করিতে করিতে যখন অষ্টম ভূমিকা বা ভাব-ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখন সাধকের অবস্থা অপূর্ব দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে। এ সময় ক্ষোভের কারণসত্ত্বেও চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না, ভজন ভিন্ন অন্য কার্যে মন লাগে না, বিষয়ে রুচি থাকে না। আমি একজন মানী ব্যক্তি—এ ভাব কোথায় চলিয়া যায়। এ সময় ভগবৎপ্রাপ্তির আশা প্রবল হয়, তন্নিমিত্ত উৎকণ্ঠা জন্মে এবং সদা তাঁহার নাম-গানে প্রবৃত্তি হয়, তাঁহার গুণবর্ণনায় আসক্তি জন্মে, তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতির উদ্রেক হয়। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে যাহা প্রেম-লক্ষণা রাগানুগা ভক্তি, তাহার পূর্ণতা হয়। ইহার বিভাগ ও বিকাশের স্তর অবিকল রাগাত্মিকার অনুরূপ। সুতরাং এক্ষণে রাগাত্মিকা ভক্তি আলোচনা করা যাইক।

রাগাত্মিকা ভক্তি

রাগাত্মিকা ভক্তি—এই রাগাত্মিকা ভক্তি অবলম্বনেই রাগানুগা ভক্তি হইয়া থাকে। এজন্য রাগাত্মিকার বিভাগ ও রাগানুগার বিভাগ একরূপ। তবে উহার কামানুগার পরিবর্তে কামরূপা এবং সম্বন্ধানুগার পরিবর্তে সম্বন্ধরূপা, এইটুকু পার্থক্য থাকে। সুতরাং এস্থলেও কামরূপা ভক্তি—মধুর-রসাত্মক ও গোপিকাগণের ভাব, এবং সম্বন্ধরূপা ভক্তি, শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য-রসাত্মক অর্থাৎ নন্দ-সুবলাদির ভাব। কামরূপা ভক্তি যতই পরিপক্ক হইতে থাকে, ততই উত্তরোত্তর প্রেম, স্নেহ, রাগ, প্রণয়, মান, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয় এবং শান্ত-দাস্য প্রভৃতি ভক্তিগুলি প্রণয় বা অনুরাগ স্তরের পর্যন্তই আবদ্ধ থাকিয়া যায়। পূর্বোক্ত ভক্তিবিভাগের চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি করিলে কোন্ রসের কোন্ পর্যন্ত সীমা, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে, এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, মোটামুটি এই পর্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তি—শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত, এবং যখন এই ভাবলাভের জন্য সাধন করা যায়, তখন ইহা সাধন ভক্তি এবং ইহাদের লাভ হইলে ইহারাই সাধ্য-ভক্তির মধ্যে পরিগণিত হয়। সাধন-ভক্তির দ্বারা সাধ্য-ভক্তি লাভ করিবার কথা, সাধ্য ভক্তিদ্বারা লভ্য কিছু নাই। ভক্তিই পরম-পুরুষার্থ, এতদতিরিক্ত লভ্য কিছু নাই—ইহা মোক্ষ বা মুক্তি হইতেও গরীয়সী।

ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবান্তর বিভাগ

অনন্তর এই পঞ্চ প্রকার ভক্তির বিশেষ লক্ষণ ও অবান্তর বিভাগ প্রভৃতির জন্য গোস্বামিপাদগণ অলঙ্কার-শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা অলঙ্কার-শাস্ত্রের সাহায্যে এই বিষয়টিকে এমন বিশদ করিয়া তুলিয়াছেন, যে ইহার সম্বন্ধে বোধ হয়, আর অবশিষ্ট কিছুই নাই। এক কথায় তাঁহারা ভক্তিসম্বন্ধীয় কোন বিষয়েরই কোন ত্রুটি রাখেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিভা দেখিলে পদে পদে বিস্মিত হইতে হয়। যাহা হউক, এ বিষয় অধিক আলোচনা করিবার আমাদের অবসর নাই; কারণ, পদে পদে অপ্রাসঙ্গিকতার ভীতি আমাদের মনে উদিত হইতেছে। সুতরাং যেটুকু না বলিলেই নয়, সেইটুকু এস্থলে আলোচনা করা যাউক।

রসবিভাগ

গোস্বামিপাদগণ অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে রসকে গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গৌণ যথা —বীর, করুণ প্রভৃতি সপ্তবিধ এবং মুখ্য, যথা— শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে পঞ্চবিধ। অনন্তব প্রত্যেক রসেব অঙ্গে র ন্যায়, মুখ্য পঞ্চবিধ ভক্তি রসকেও "বিভাব" "অনুভাবাদি" চাবি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তদনুসারে এই ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ; যথা—

এই গুলি আবাব প্রত্যেকে ধূমায়িতা, জ্বলিতা, দীপ্তা, উদ্দীপ্তা ও সুদীপ্তাভেদে পঞ্চবিধ। তৎপবে অধিকাবিভেদে এইগুলিই আবাব স্নিগ্ধ, দিগ্ধ, ও রুক্ষ প্রভৃতি বহুবিধ। বিস্তাবিত বিববণ আকব গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেক রসের অঙ্গচতুষ্টয়াদি

এখন তাহা হইলে প্রত্যেক রসের উক্ত চারিটি অঙ্গ থাকা চাই। উক্ত অঙ্গ ব্যতীত উহা রস নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। এই অঙ্গ চারিটির সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে—যে বিষয় অবলম্বন করিয়া রস হয়, যথা—ভগবান স্বয়ং, তাহা—

বিষয়ালম্বন বিভাব। যে ব্যক্তির ভক্ত রসাস্বাদ হয়, যথা ভক্ত, তিনি ঐ রসের আশ্রয়ালম্বন বিভাব। যে সমস্ত বস্তু ভগবানকে স্মরণ করাইয়া দেয়, যথা—ভগবানের বস্ত্র-অলঙ্কারাদি, তাহা—উদ্দীপন বিভাব। যাহা ভাবের পরিচায়ক হয় অর্থাৎ নৃত্য গীতাদি, তাহা—অনুভাব। ভাবাবেশে দেহ ও মন ক্ষুব্ধ হইলে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা—স্তম্ভ-স্বেদ প্রভৃতি—তাহা সাত্ত্বিক ভাববিকার। যাহা রসের অভিমুখে বিশেষরূপে লইয়া যায়, যথা—আত্মনিন্দা, অনুতাপ প্রভৃতি, তাহা—ব্যভিচারিভাব এবং যাহা সকল অবস্থাতেও তিরোহিত হয় না, মালার মধ্যে সূত্রের ন্যায় বর্তমান থাকে তাহাই স্থায়িভাব। এই স্থায়িভাব অনুসারে রসের নামকরণ হইয়া থাকে ; এজন্য স্থায়িভাবকে আর রসের অঙ্গমধ্যে গণনা করা হয় না। উহাই সেই রস। যাহা হউক এই বিভাগানুসারে শান্তরসের পরিচয় এই—

১। শান্তরস পরিচয়

এই রসে সুখ নাই, দুঃখ নাই, দ্বেষ নাই, মাৎসর্য নাই। ইহাতে সর্বভূতে সমভাব হয়। ঈশ্বর-স্বরূপানুসন্ধানই ইহাব প্রধান লক্ষ্য। ইহা আবার দ্বিবিধ। যথা—পারোক্ষ ও সাক্ষাৎকার। দর্শনলাভের পূর্ব পর্যন্ত পারোক্ষ এবং দর্শন লাভ হইলে সাক্ষাৎকার নামে অভিহিত হয। এই রসে ভগবানকে শান্ত. দান্ত. শুচি, বশী, সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত. হতারি. গতিনায়ক, এবং বিভু প্রভৃতি গুণসম্পন্ন সচ্চিদানন্দঘন-মূর্তি নরাকৃতি পরব্রহ্ম, চতুর্ভুজ, নারায়ণ. পরমাত্মা. শ্রীকৃষ্ণ বা হরিরূপে ভাবা হয়। ইহাই ইহার বিষয়ালম্বন। সুতরাং এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, এ রসের রসিকের ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা থাকা আবশ্যক।

বৃন্দাবনের গো, বৃক্ষ লতাদি; সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমারাদি তপস্বিগণ এবং জ্ঞানিগণ যদি মোক্ষ-বাসনা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত-কৃপায় ভক্তিকামী হন, তাহা হইলে তাঁহারাও এই রসের আশ্রয়ালম্বনমধ্যে গণ্য হন। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়—এ পথের পথিকের মোক্ষ-বাসনা ত্যাগপূর্বক ভক্তিকামী হওয়া প্রয়োজন।

উপনিষৎ-শ্রবণ, নির্জন-সেবা. তত্ত্ববিচার, বিষয়াদির ক্ষয়শীলত্বজ্ঞান, কালের সর্বসংহারিত্ব-জ্ঞান. পর্বত, শৈল. কাননাদি-বাসী জ্ঞানিগণের সঙ্গ, সিদ্ধ ক্ষেত্রাদি. তুলসী সৌরভ এবং শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি এ রসকে রসিকের ভক্তি ভাবকে উদ্দীপিত করে। এজন্য এগুলিকে এ রসের "উদ্দীপন বিভাব" বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং বুঝা গেল—শান্ত ভক্তের প্রাণে এইগুলি দেখিলেই ভাব উথলিয়া উঠা উচিত।

নাসিকাগ্রে দৃষ্টি, অবধূত চেষ্টা, নির্মমতা, ভগবদ্দ্বেষীর প্রতি দ্বেষভাবশূন্যতা, ভগবদ্ভক্তে নাতিভক্তি, মৌন, জ্ঞানশাস্ত্রে অভিনিবেশ, ইত্যাদি এ রসের অনুভাব। অর্থাৎ এগুলি এ ভাবের ভাবুকের পরিচায়ক। সুতরাং এগুলিও শান্ত-ভক্তের লক্ষণ।

শান্ত-ভক্তের দেহ ও মন ক্ষুব্ধ হইলে ঘর্ম, কম্প বা পুলক ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এগুলি জ্বলিত ভাব অতিক্রম করে না। সুতরাং ইহারাও পূর্ববৎ শান্ত ভক্তের লক্ষণ। নির্বেদ, মতি, ধৃতি, হর্ষ, স্মৃতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য, আবেগ এবং বিতর্ক এ রসের সঞ্চারী বা ব্যভিচারিভাব। অর্থাৎ এগুলি সাধককে এ ভাবের অভিমুখে বিশেষরূপে লইয়া যায়। সুতরাং এগুলিও শান্ত ভক্তের লক্ষণ।

পরিশেষে, এ রসের স্থায়িভাব—শান্তি। ইহা সমা ও সান্দ্রাভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সমা বলিতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং সান্দ্রা বলিতে নির্বিকল্প সমাধি-লব্ধ-ভাব বুঝায়।

২। দাস্যরস পরিচয়

ইহার অপর নাম প্রীতিভক্তি রস। ইহা সম্ভ্রমপ্রীতি ও গৌরব-প্রীতি এই দুইভাগে বিভক্ত। সম্ভ্রমপ্রীতি—প্রভুর উপর এবং গৌরবপ্রীতি—পিতা মাতার উপর হয়। সম্ভ্রমপ্রীতিতে সম্ভ্রম, কম্প ও চিত্তমধ্যে আদর মিশ্রিত প্রীতি থাকে।

ইহার বিষয়ালম্বন—ঈশ্বর, প্রভু, সর্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ ইত্যাদি গুণবান শ্রীকৃষ্ণ বা হরি। দ্বিভুজরূপ, যথা—নবজলধর কান্তি, বন্ধুর, মুরলীধারী, পীতবসন, শিরে ময়ূরপুচ্ছ শোভিত, গিরিতটপর্যটনকারী। চতুর্ভুজ, যথা—যাহার রোমকূপে কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কৃপাসমুদ্র, অবিচিন্ত্য মহাশক্তি ও সর্বসিদ্ধি-সম্পন্ন, অবতারাবলীর বীজ, আত্মারাম, ঈশ্বর, পরমারাধ্য, সর্বজ্ঞ, ক্ষমাশীল, শরণাগত-পালক, দক্ষিণ, সত্যবচন, দক্ষ, সর্ব-শুভকর; প্রতাপী, ধার্মিক, শাস্ত্রচক্ষু, ভক্তসুহৃৎ, বদান্য, তেজীয়ান, কৃতজ্ঞ, কীর্তিমান ও প্রেমবশ্য। অর্থাৎ ভগবদ্দাসের ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা হয়।

তৎপরে ইহার আশ্রয়ালম্বন চতুর্বিধ, যথা—অধিকৃত—ভক্ত, আশ্রিত, পার্ষদ এবং অনুগ।

অধিকৃত ভক্তের দৃষ্টান্ত, যথা—ব্রহ্মা এবং শঙ্করাদি।

"আশ্রিত" ত্রিবিধ যথা—শরণ্য, জ্ঞানী এবং সেবানিষ্ঠ। তন্মধ্যে কালিয়-নাগ,

জরাসন্ধকর্তৃক রুদ্ধ রাজগণ প্রভৃতি—শরণ্য। প্রথমে জ্ঞানী থাকিয়া মোক্ষেচ্ছা ত্যাগ করিয়া ভগবদ্দাস্যে প্রবৃত্ত সাধকগণ, যথা—শৌনকাদি জ্ঞানী; এবং যাঁহারা প্রথম হইতেই ভজনে রত, যথা—চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, পুণ্ডরীক প্রভৃতি—তাঁহারা সেবানিষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত ভক্ত।

পার্ষদ যথা—দ্বারকাতে উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শুকদেব, শত্রুজিৎ নন্দ, উপনন্দ, ভদ্র, প্রভৃতি। কুরুবংশের মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদুর প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে উদ্ধবই সর্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহারা আবার ধুর্য, ধীর ও বীর-ভেদে ত্রিবিধ। যাঁহারা সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণে যথোচিত ভক্তি করেন তাঁহারা ধুর্য। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গের অধিক আদরযুক্ত, তাঁহারা ধীর এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-কৃপালাভে গর্বিত, তাঁহারা বীর পারিষদ। এই সকল মধ্যে গৌরবান্বিত সম্ভ্রমপ্রীতিযুক্ত প্রদ্যুম্ন ও শাম্বাদি, শ্রীকৃষ্ণের পাল্য। মণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণেব মস্তকে ছত্র ধারণ করেন ; সুচন্দন শ্বেত চামর ব্যজন করেন; সুতম্ব, তাম্বুল কীটিকা প্রদান করেন ইত্যাদি।

অনুগ—যাঁহারা সর্বদা প্রভুর সেবাকার্যে আসক্তচিত্ত, তাঁহারা অনুগ ভক্ত। যথা—পুরীমধ্যে সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব ও সুতম্ব। ব্রজধামে রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্ধ, মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পায়োদ, বকুল, রসদ ও শারদ প্রভৃতি।

তাহার পর উক্ত ভক্ত সকল আবার ত্রিবিধ, যথা—নিত্যসিদ্ধ, সাধন-সিদ্ধ ও সাধক। যাহা হউক, যাঁহারা এই প্রকার সম্ভ্রম-প্রীতিসম্পন্ন দাস্য-ভক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে উপরি উক্ত কোন-না-কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। কারণ, সম্ভ্রম-প্রীতির মধ্যে এতদতিরিক্ত অন্য শ্রেণী নাই। সুতরাং দ্বারা দাস্য-ভক্তের কতকগুলি লক্ষণ জানা গেল।

তাহার পর, ইহার উদ্দীপন বিভাব দ্বিবিধ, যথা—অসাধারণ এবং সাধারণ। তন্মধ্যে অসাধারণ, যথা—শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, তাঁহার চবণধূলি, মহাপ্রসাদ, ভক্তসঙ্গ ও দাস প্রভৃতি; এবং সাধারণ যথা—শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, সহাস্যাবলোকন গুণোৎকর্ষশ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নূতন মেঘ ও অঙ্গ-সৌরভ, ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা বুঝা গেল, এইগুলি দ্বারা দাস্য-ভক্তের ভাব জাগিয়া উঠে। সুতরাং ইহারাও দাস্য ভক্তের এক প্রকার লক্ষণ।

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপালন, ভগবৎপরিচর্যা। ঈর্ষাশূন্য, কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতা, ইত্যাদি এ রসের অনুভাব; সুতরাং ইহারাও পূর্ববৎ দাসা-ভক্তের অন্য প্রকার লক্ষণ।

নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি এই রসের ব্যভিচারিভাব, যথা—১। নির্বেদ, ২। বিষাদ, ৩। দৈন্য, ৪। গ্লানি, ৫। গর্ব, ৬। শঙ্কা, ৭। আবেগ, ৮। উন্মাদ, ৯। ব্যাধি, ১০। মোহ, ১১। মতি, ১২। জাড্য, ১৩। ব্রীড়া, ১৪। অবহিত্থা (আকার গোপন) ১৫। স্মৃতি, ১৬। বিতর্ক, ১৭। চিন্তা, ১৮। মতি (শাস্ত্রার্থ নির্ধারণ) ১৯। ধৃতি, ২০। হর্ষ, ২১। ঔৎসুক্য (অসহিষ্ণুতা), ২২। চাপল্য, ২৩। সুপ্তি, ২৪। বোধ (জাগরণ, অবিদ্যাক্ষয়)। তন্মধ্যে মিলনে হর্ষ, গর্ব ও ধৈর্য এবং অমিলনে গ্লানি, ব্যাধি ও মৃতি এইগুলি হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারাও পূর্ববৎ দাস্য-ভক্তের অন্যপ্রকার লক্ষণমধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

দাস্য-ভক্তের দেহ ও মন যখন ভগবানের উপর ক্ষুব্ধ হয়, তখন যে ভাবগুলি প্রকাশ পায়, তাহারা এ রসের সাত্ত্বিকভাববিকার নামে অভিহিত হয়। ইহারা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয় অর্থাৎ চেষ্টা ও চৈতন্যভাব। সুতরাং দাস্যভক্তের লক্ষণমধ্যে ইহারাও গণ্য।

স্থায়িভাব—দাস্যরতি। ইহা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া প্রেম, স্নেহ ও রাগে পরিণত হয়। এই প্রেম-ভাব এত বদ্ধমূল হয় যে, চ্যুত হইবার শঙ্কা হ্রাস হয়। প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহা স্নেহ পদবাচ্য হয়। এ সময় ক্ষণকালও বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। এই স্নেহ যখন স্পষ্টরূপে দুঃখ ও সুখরূপে অনুভূত হয়, তখন ইহা রাগ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে প্রাণনাশ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সাধনে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু অধিকৃত ও আশ্রিত ভক্তে "রাগ" হয় না। তাঁহাদের প্রেম পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পার্ষদভক্তের স্নেহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কিন্তু পরীক্ষিত, উদ্ধব, দারুকে ও ব্রজানুগ রক্তকাদিতে রাগ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুগাভক্তে প্রেম, স্নেহ ও রাগ—তিনটিই স্থায়ী। রাগে সখ্যাংশ কিছু মিশ্রিত থাকে।

তাহার পর এই রসে ভগবানের সহিত মিলনকে "যোগ" এবং সঙ্গাভাবকে "অযোগ" বলে। এই "অযোগে" হরির প্রতি মন সমর্পণ এবং তাঁহার গুণানুসন্ধান এবং তাঁহার প্রাপ্তির উপায় চিন্তা হয়। কিন্তু ইহাও আবার দ্বিবিধ, যথা—"উৎকণ্ঠিত" ও "বিয়োগ"। দর্শনের পূর্বে "উৎকণ্ঠা" ও পরে সঙ্গাভাব ঘটিলে "বিয়োগ" বলা হয়। "অযোগ" অবস্থায় ২৪টি ব্যভিচারী ভাব সম্ভব হইলেও এই কয়টি প্রধান; যথা—ঔৎসুক্য, দৈন্য, নির্বেদ, চিন্তা, চপলতা, জড়তা, উন্মাদ ও মোহ। বিয়োগ অবস্থায় কিন্তু নিম্নলিখিত দশটি ভাব দেখা যায়; যথা—অঙ্গতাপ, কৃশতা, অনিদ্রা, অবলম্বনশূন্যতা, অধীরতা, জড়তা, ব্যাধি উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু।

তাহার পর ভগবানের সহিত মিলনেতে সিদ্ধি, তুষ্টি ও স্থিতি-ভেদে ত্রিবিধ অবস্থা দৃষ্ট হয়; যথা—উৎকণ্ঠিত অবস্থায় ভগবৎপ্রাপ্তি—সিদ্ধি পদবাচ্য। বিচ্ছেদের পর কৃষ্ণপ্রাপ্তির নাম তুষ্টি এবং একত্র বাসকে স্থিতি বলে।

এক্ষণে গৌরব-প্রীতির বিষয় একবার আলোচনা করা যাউক। ইহাতে ভগবানকে পূর্বোক্ত গুণব্যতীত মহাগুরু, মহাকীর্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল, রক্ষক, লালক প্রভৃতি গুণমণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান হয়। যদুকুমারগণ ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতিগণ এই প্রীতিরসের আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য ও ঈষৎ হাস্য প্রভৃতি এস্থলে উদ্দীপন বিভাবমধ্যে গণ্য হয়। শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে নীচাসনে উপবেশন, গুরুর পথের অনুগমন এবং স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ প্রভৃতি ইহাতে অনুভাব। ধর্ম প্রভৃতি—সাত্ত্বিকভাববিকার, এবং ব্যভিচারিভাব সম্বন্ধে কোন বিশেষত্ব নাই। এই প্রকার কতিপয় বিশেষত্ব ভিন্ন সম্ভ্রমপ্রীতির সহিত ইহার ঐক্য দৃষ্ট হয়।

৩। সখ্যরস পরিচয়

সখ্যরস বা প্রেয়ভক্তি রস—এই রসে ভক্ত ভগবানকে সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত, বলিষ্ঠ নানা ভাষাবেত্তা, সুপণ্ডিত, অতি প্রতিভাশালী, দক্ষ, করুণাবিশিষ্ট, বীরশ্রেষ্ঠ, ক্ষমাশীল, অনুরাগভাজন, সমৃদ্ধিমান, বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান, সুবেশ ও সুখী প্রভৃতি গুণযুক্ত এবং দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ রূপে ভাবিয়া থাকেন। ইহা বিষয়ালম্বন। ভক্তগণ নিজেকে মনে মনে ভগবানের সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্মসখা-ভেদে চারি প্রকার ভাবিয়া থাকেন। ইহা আশ্রয়ালম্বন তন্মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিছু অধিক ও কিঞ্চিৎ বাৎসল্যযুক্ত তাঁহারাই সুহৃৎ, যথা—ব্রজে "সুভদ্র" "মণ্ডলীভদ্র" ও "বলভদ্র" প্রভৃতি। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে বয়সে কিঞ্চিৎ ন্যূন ও কিঞ্চিৎ দাস্য-মিশ্র তাঁহারাই সখা, যথা—ব্রজে "বিশাল", "বৃষভ" ও "দেবপ্রস্থ" প্রভৃতি। যাঁহারা বয়সে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য তাঁহারাই প্রিয়সখা যথা—ব্রজে "শ্রীদাম", "সুদাম" ও "বসুদাম" প্রভৃতি। আর যাঁহারা প্রেয়সী-রহস্যের সহায়, শৃঙ্গার ভাবশালী, তাঁহারা প্রিয়নর্মসখা, যথা—ব্রজে "সুবল", "মধুমঙ্গল" ও "অর্জুন" প্রভৃতি। তাহারা পর শ্রীকৃষ্ণের কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর বয়স এবং শৃঙ্গ বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, পরিহাস, পরাক্রম, প্রিয়জন, রাজা ও দেব অবতারাদির চেষ্টা শুনিয়া ইঁহাদের ভাব উদ্দীপিত হয়। ইহাই এস্থলে উদ্দীপন বিভাব। বাহ্যাদি বাহুযুদ্ধ, ক্রীড়া ও এক শয্যায় শয়ন, উপবেশন, পরিহাস, জলবিহার প্রভৃতি সম্বন্ধীয় কথাতে ইহাদের রস পুষ্ট হয়। ইহা অনুভাব। ভাবের বেগে বা মনের ক্ষোভে ভক্তগণের অশ্রুপুলকাদি সবগুলি সাত্ত্বিক ভাবই পরিলক্ষিত হইবার কথা।

উগ্রতা, ত্রাস ও আলস্য ভিন্ন হর্ষ-গর্বাদি সমুদয় ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব এ রসে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অমিলন অবস্থায় মদ, হর্ষ, গর্ব, নিদ্রা ও ধৃতি ; এবং মিলন অবস্থায় মৃতি, ক্লম, ব্যাধি, অপস্মৃতি ও দীনতা ব্যতীত অবশিষ্ট সকলগুলি প্রকাশ পায়। সাম্যদৃষ্টিহেতু নিঃসম্ভ্রমতাময় বিশ্বাস, এবং বিশেষরূপ সখ্যরতিই ইহার স্থায়িভাব। সখ্যরতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রণয়, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ও রাগ এই পাঁচটি আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে। পুরে অর্জুন, ভীমসেন ও শ্রীদামাদি বিপ্র প্রভৃতি—সখা। এই সখ্য-রসেও দাস্যের ন্যায় বিয়োগে দশ দশা জানিতে হইবে।

৪। বাৎসল্যরস পরিচয়

এই রসে ভক্তগণ ভগবানকে শ্যামাঙ্গ, রুচির, মৃদু, প্রিয়-বাক্যযুক্ত, সরল, লজ্জাশীল, মাননীয়গণকে মানপ্রদ এবং দাতা, বিনয়ী, সর্বলক্ষণযুক্ত ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া থাকেন। ইহা বিষয়ালম্বন। ভক্তগণ নিজেকে মনে মনে ভাবেন যে—শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের অনুগ্রহের পাত্র, শিক্ষাদানের যোগ্য এবং লালনীয়। ইহারা ব্রজে ব্রজেশ্বরী, ব্রজরাজ, রোহিণী, উপনন্দ ও তৎপত্নী প্রভৃতি এবং অন্যত্র দেবকী, কুন্তী ও বসুদেব প্রভৃতির অনুকরণ করেন। ইহা আশ্রয়ালম্বন। বাল্যচাঞ্চল্য, কৌমার বয়সের রূপ ও বেশ, হাস্য, মৃদু-মধুর বাক্য ও বাল্যচেষ্টাদি দেখিলে এই ভক্তগণের ভাব উদীপ্ত হয়।ইহা উদ্দীপন বিভাব। তাঁহারা মনে মনে ভগবানকে মস্তকাঘ্রাণ, আশীর্বাদ, আজ্ঞা, হিতোপদেশ প্রদান ও লালনপালনাদি করিয়া সুখ অনুভব করেন। ইহা অনুভাব। এ রসে ভক্তের স্তম্ভ স্বেদাদি আটটি ও স্তনদুগ্ধক্ষরণ এই নয়টি ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। ইহা সাত্ত্বিক ভাব। হর্ষ ও শঙ্কা প্রভৃতি ইহাতে ব্যাভিচারী ভাব। এক কথায় অপস্মারের সহিত প্রীতিরসোক্ত সমুদয় ব্যভিচারিভাবই ইহাতে দৃষ্ট হয়। এই রসে বাৎসল্য রতি স্থায়িভাব। উক্ত বাৎসল্যরতির প্রেম, স্নেহ, রাগ ও অনুরাগ এই চারিটি উত্তরোত্তর অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেও বিয়োগে পূর্ববৎ দশটি দশা হয়; তথাপি চিন্তা, নির্বেদ, বিষাদ, জাড্য, দৈন্য, চপলতা, উত্তাপ ও মোহই প্রধান।

৫। মধুররস পরিচয়

এই রসে ভক্ত, ভগবানকে অতুল ও অসীম রূপমাধুর্য, লীলামাধুর্য ও প্রেমমাধুর্যের আধার বলিয়া জ্ঞান করেন। ইহা বিষয়ালম্বন। তাঁহারা মনে মনে ভগবৎপ্রেয়সিগণের অনুকরণ করেন। ইহা আশ্রয়ালম্বন। মুরলীরব, বসন্ত, কোকিলধ্বনি, নবমেঘ ও ময়ূরকণ্ঠ প্রভৃতি দর্শনাদি করিলে তাঁহাদের ভাব উদ্দীপ্ত

হয়। ইহা উদ্দীপন বিভাব। তাঁহারা হৃদয় কন্দরে ভগবানের কটাক্ষ, কখন বা হাস্য প্রভৃতি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকেন। ভাবের আবেগে স্তম্ভাদি সমুদয় সাত্ত্বিকভাবগুলি তাঁহাদের প্রকাশ পায় এবং তাহাদের মাত্রা সুদীপ্ত পর্যন্ত হইয়া থাকে। আলস্য ও উগ্রতা ভিন্ন নির্বেদাদি সমস্ত সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব, এ রসে পরিলক্ষিত হয়। প্রিয়তা রতি ইহাব স্থায়িভাব। এবিষয়েব বিস্তৃত বিবরণ "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, এই ভাবটি ভক্তির চরম লক্ষ্য, ভক্তেব পবম আদর্শ। ভক্তেব নিকট ইহাব উপর আব কিছু থাকিতে পারে কি না, তাহা কল্পনা কবাও কঠিন। এ অবস্থায় জীব যাহা দেখে, তাহাতেই তাহার কৃষ্ণ কথা মনে পড়ে, অন্য ভাব তাহাব হৃদয়ে স্ফূর্তি পায় না ; যথা—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ॥
স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্তি।
সর্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেবস্ফূর্তি॥"

এ ভক্তি সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধপরিশূন্য। ইহার লক্ষ্য—কেবল কৃষ্ণসুখ এবং কৃষ্ণপ্রীতি। নিজসুখেচ্ছা না থাকিলেও তাহাতেই তাঁহাদের সুখেব পবাকাষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। এই সুখ এত বেশী হয় যে, সাক্ষাৎ ভগবানের তত সুখ হয় না. যথা—

"গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটি গুণ গোপী আস্বাদয়॥"

যাহা হউক, এতক্ষণে আমরা ভক্তি ও ভক্তের পরি[illegible]প্রদানকায. বোধ করি শেষ কবিলাম। এইবার দেখিব—আচার্য বামানুজে এই ভাবগুলিব মধ্যে কোন্ ভাবটি ছিল।

রামানুজের আদর্শ সহিত রামানুজের তুলনা

আমরা দেখিতে পাই আচার্য রামানুজে গোস্বামিপাদগণ প্রতিপাদিত ভক্তিরসের এই অন্তিম ও পরমোৎকৃষ্ট ভাবটি ছিল না। তাঁহার ভাব দাস্যবতি। অথবা যদি আরও নির্দেশপূর্বক বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার ভক্তি রাগানুগা ভক্তি এবং তন্মধ্যে আবাব দাস্যভক্তির অন্তর্গত সম্ভ্রমপ্রীতিযুক্ত "অনুগ"-গণোচিত ভক্তি। তথাপি তাহার গতি যে এইখানেই শেষ হইতে বাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাই বলিয়া রামানুজের ভাবটি মধুর

ভাবের নিকট যে হেয় তাহাও নহে। কারণ, যিনি যে ভাবে থাকেন তাহাতেই তাঁহার যে আনন্দ হয় তাহা অতুলনীয়। গোস্বামিপাদগণ এ কথাও সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে যিনি যখন বা যতক্ষণ কোন ভাবের ভাবুক না হন, তখন বা ততক্ষণ তাঁহার নিকট উক্ত শান্ত প্রভৃতি ভাব পাঁচটির তারতম্যবিচার চলিতে পারে এবং তখনই বলা হইয়া থাকে—মধুর ভাবই শ্রেষ্ঠ। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে উক্ত দাস্যরতি অবলম্বনে দেখিব রামানুজের অভীষ্ট দাস্যভাব তাঁহাতে কতদূর ছিল।

প্রথমতঃ দেখা যায় রামানুজ বৈধী ভক্তির সাধক নহেন। কারণ, তাঁহার ভগবদনুরাগ কোনরূপ শাসনভয়ে জন্মে নাই। কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ, যামুনাচার্যের মৃত্যুতে ভগবান রঙ্গনাথের উপর তাঁহার অভিমান, কাঞ্চীপূর্ণের কথায় ভগবান বরদরাজকে শালকূপের জলদ্বারা স্নান করান, জগন্নাথক্ষেত্রে ভগবানের সহিত বিরোধ প্রভৃতি অন্যান্য ঘটনা তাঁহাকে রাগানুগা ভক্তির সাধক বলিয়াই প্রমাণিত করে। কিন্তু রাগানুগা ভক্তির অঙ্গ ও বৈধী ভক্তির অঙ্গমধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ থাকায় অর্থাৎ বৈধী ভক্তির অঙ্গের মধ্যে নিজ প্রতিকূল অঙ্গগুলিকে ত্যাগ করিবার বিধি থাকায় বৈধী ভক্তির সকল লক্ষণগুলি এস্থলে প্রয়োজন হইবে না। তবে কোন্‌গুলি তাঁহার ভাবের প্রতিকূল, তাহা জানিতে না পারায়, আমরা সমুদয় বৈধী ভক্তির অঙ্গগুলি লইয়া তাঁহার জীবনী তুলনা করিলাম। সেই বৈধী ভক্তির অঙ্গগুলি; যথা—

বৈধী ভক্তির ৬৪ অঙ্গ

১। গুরুপদাশ্রয়—আচার্য-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত মহাপূর্ণ ও গোষ্ঠীপূর্ণেব নিকট মন্ত্রগ্রহণ। এজন্য ১৪ সংখ্যক দীক্ষা দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৪৭৯)

২। কৃষ্ণ-দীক্ষা ও শিক্ষা—ইহা আচার্যের পক্ষে নারায়ণ-মন্ত্র লাভ।

৩। বিশ্বাসসহকারে শ্রীগুরুর সেবা—এতদর্থে বররঙ্গের নিমিত্ত ক্ষীরপ্রস্তুতকরণ ও তাঁহার গাত্রে হবিদ্রাচূর্ণ মর্দনপ্রভৃতি স্মরণ করিলেই তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

৪। সাধুবর্তানুবর্তন—ইহা তাঁহার জীবনের আগা গোড়া দেখা গিয়াছে।

৫। সদ্ধর্মজিজ্ঞাসা—বাল্যে কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ এবং জ্ঞানোদয়ে নানা গুরুর নিকট নানা গ্রন্থাদির অভ্যাস রামানুজের এই প্রকৃতির যথেষ্ট পরিচয়।

৬। কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থ ভোগাদিত্যাগ—ইহার দৃষ্টান্ত তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ ব্যাপারের

মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে দেখা যায়। তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া যাহাতে নারায়ণের সেবা করিতে পারেন তজ্জন্য ভগবৎকরুণা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য স্ত্রীর সহিত কলহ না হইলে এতদর্থেই সন্ন্যাস গ্রহণ—ইহা বলিতে পারা যাইত।

৭। তীর্থ-বাস—ইহা তাঁহার পক্ষে শেষজীবনের শ্রীরঙ্গমবাস। প্রথম জীবনে কাঞ্চী বা শ্রীরঙ্গমবাস—বিদ্যাশিক্ষার্থ এবং শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগণকর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ঘটে। শেষজীবনে তিনি অবশ্য স্বেচ্ছায় তথায় বাস করেন।

৮। সর্ববিষয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর অনুবর্তন। ইহাও তাঁহার ছিল কারণ, তাহা না হইলে তোণ্ডানুরে তোণ্ডানুর-নম্বীর কথায় তত্রত্য রাজবাটিতে গমন করিতে রামানুজ প্রথমেই কখন অস্বীকার করিতেন না।

৯। একাদশী ব্রতানুষ্ঠান—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে অবশ্য ইহা ছিল।

১০। অশ্বত্থ, তুলসী আমলকী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবসম্মান—শেষ দুইটির দৃষ্টান্ত তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের উপলক্ষ্যমধ্যে বর্তমান। অর্থাৎ রামানুজের আদেশসত্ত্বেও তাঁহার পত্নী ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে অন্ন না দেওয়ায় তাঁহার সহিত স্ত্রীর কলহপ্রসঙ্গ এবং কৈঙ্কর্যকামী ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গ বলা যায়।

১১। ভগবদ্বিমুখের সঙ্গত্যাগ—ইহা তাঁহার ছিল; কারণ, তিরুপতিতে গমনকালে এক শৈবপ্রধান গ্রামে তিনি যান নাই। দ্বিতীয়—দিগ্বিজয়কালে শঙ্করমতাবলম্বীদিগের স্থান শৃঙ্গেরীতে তিনি গমন করেন নাই। তিনি যেখানে দেখিয়াছেন যে, তাহাদিগকে স্বমতে আনিতে অক্ষম হইতে পারেন, তথায় না যাওয়াই তাঁহার প্রস্তাবিত প্রকৃতিরই কতকটা পরিচয় বলা যাইতে পারে। তাঁহার সম্পর্কীয় কোন অবৈষ্ণবের কোন সম্বন্ধও শুনা যায় না।

১২। বহু শিষ্য না করা—ইহা প্রতিপালিত হয় নাই; কারণ তাঁহার বহু শিষ্য ছিল।

১৩। বৃহদ্ব্যাপারে ব্যাপৃত না হওয়া—ইহাও অপ্রতিপালিত। কারণ, দেখা যায় তিনি মঠ ও ধর্মস্থাপন এবং দিগ্বিজয়ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন। যামুনাচার্যের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীভাষ্য রচনাও ইহার একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

১৪। বহু গ্রন্থকলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদপরিত্যাগ।—রামানুজের বহু গ্রন্থ অভ্যাস হইয়াছিল, কিন্তু বহু কলাভ্যাস হয় নাই বোধ হয়। ব্যাখ্যাবাদও পরিত্যক্ত হয় নাই।

১৫। ব্যবহারে মুক্তহস্ততা—ইহাও প্রতিপালিত হইত; কারণ, অতিথিসৎকারস্থলে স্ত্রীর সহিত কলহই ইহার দৃষ্টান্ত। শ্রীরঙ্গমেও অনেক ব্রাহ্মণ রামানুজের মঠ হইতে নিয়ত সাহায্য পাইতেন।

১৬। শোকাদিতে অবশীভূততা—ইহার কথঞ্চিৎ বিপরীত দৃষ্টান্তই দেখা যায়। কারণ, প্রথমজীবনে পিতৃবিয়োগে এবং শেষজীবনেও গুরু মহাপূর্ণ ও শিষ্য কুরেশের শোকে তিনি এক প্রকার অধীর হইয়াই পড়িয়াছিলেন।

১৭। অন্য দেবের প্রতি অনবজ্ঞা—ইহাও বোধ হয় অপ্রতিপালিত। কারণ, তিনি কোন অন্যদেবতীর্থে গমন করিতেন না। বাধ্য হইয়া গমন করিলেও তাঁহার তত্রত্য অন্যদেবের দর্শনাদির কথা শুনা যায় না। তিনি জগন্নাথকর্তৃক কূর্মক্ষেত্রের শিবমন্দিরে নিক্ষিপ্ত হইলে শিবমূর্তি দেখিয়া নিজেকে মহাবিপন্ন বোধ করিয়াছিলেন।

১৮। প্রাণিগণকে উদ্বিগ্ন না করা। সম্ভবতঃ ইহা প্রতিপালিত হইত, কিন্তু তথাপি একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত আছে। কারণ, পুরোহিতগণপ্রদত্ত বিষান্নপরীক্ষার্থ তিনি যে কুক্কুরটিকে উহার কিয়দংশ দান করেন; তাহা খাইয়া সেই কুক্কুরটি মরিয়া যায়। অথচ আচার্যকে তজ্জন্য ব্যথিত হইতে শুনা যায় না।

১৯। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জন। ইহা আচার্যের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠিত হইত কি না সন্দেহ। কারণ, সেবাপরাধের মধ্যে সকলেরই প্রতিকূল দৃষ্টান্ত থাকিলেও দুই একটির অনুকূল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সেবাপরাধ; যথা—

৩২টি সেবাপরাধ

(১) যান ও পাদুকার সাহায্যে ভগবদ্ধামে গমন। সম্ভবতঃ এ অপরাধ কখন আচার্যের ঘটে নাই।

(২) দেবোৎসব না করা—এ অপরাধ আচার্যের ঘটে নাই। কারণ, মেলকোটের রামপ্রিয় মূর্তির উৎসববিগ্রহের জন্যই যাঁহার দিল্লী গমন ঘটে, তাঁহার এ অপরাধ কখনই সম্ভব নহে।

(৩) দেবমূর্তি প্রণাম না করা— দৃষ্টান্ত নাই।

(৪) উচ্ছিষ্ট দেহে ও অশৌচাবস্থায় ভগবদ্‌বন্দনা— ঐ

(৫) একহস্তে প্রণাম— ঐ

(৬) দেবতার সম্মুখে অন্য দেবতাপ্রদক্ষিণ— ঐ

(৭) ভগবৎ-সম্মুখে পাদপ্রসারণ— দৃষ্টান্ত নাই।

(৮) ঐ হাঁটু বেষ্টন করিয়া বসা— ঐ

(৯) ঐ শয়ন— ঐ

(১০) ঐ ভক্ষণ— ঐ

(১১) ঐ মিথ্যাভাষণ— ঐ

(১২) ঐ উচ্চভাষণ— ঐ

(১৩) ঐ পরস্পর আলাপন— ঐ

(১৪) ঐ রোদন— ঐ

(১৫) ঐ বিবাদ— সম্ভবতঃ ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কারণ জগন্নাথ ক্ষেত্র বা অনন্ত-শয়নে রামানুজ যখন ভগবৎপূজাপ্রথা পরিবর্তনের চেষ্টা করেন, তখন পূজারিগণের সহিত তাঁহার যে বিবাদ হয়, তাহা প্রবাদানুসারে ভগবৎসম্মুখেই হইয়াছিল।

(১৬) ভগবৎসম্মুখে কাহারও প্রতি নিগ্রহ— দৃষ্টান্ত নাই।

(১৭) ঐ কাহারও প্রতি অনুগ্রহ— ঐ

তবে ধনুর্দাসকে ভগবান রঙ্গনাথের চক্ষুঃসৌন্দর্যপ্রদর্শনপ্রসঙ্গটি ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে কিনা চিন্তনীয়।

(১৮) ভগবৎসম্মুখে নিষ্ঠুর ও ক্রূরভাষণ— দৃষ্টান্ত নাই।

(১৯) ভগবৎসম্মুখে কম্বলদ্বারা গাত্রাবরণ— দৃষ্টান্ত নাই।

(২০) ভগবৎসম্মুখে পরনিন্দা—ইহার দৃষ্টান্ত পরে জগন্নাথক্ষেত্র ও অনন্তশয়নের পূজাপ্রথার পরিবর্তনপ্রসঙ্গ হইতে পারে।

(২১) ভগবৎসম্মুখে পরস্তুতি— দৃষ্টান্ত নাই।

(২২) ঐ অশ্লীলভাষণ— ঐ

(২৩) ঐ অধোবায়ু ত্যাগ— ঐ

(২৪) সেবায় কৃপণতা— ঐ

(২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ। ঐ

(২৬) কালের ফল ভগবানকে না দেওয়া— ঐ

(২৭) কোন কিছু অগ্রে অপরকে দিয়া পরে ভগবানে অর্পণ— ঐ

(২৮) ভগবানের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসা— দৃষ্টান্ত নাই।

(২৯) ভগবদগ্রে অপরকে প্রণাম— ঐ

(৩০) গুরুর নিকট মৌন— ঐ

(৩১) আত্মপ্রশংসা— ঐ

(৩২) দেবতা নিন্দা— ঐ

এই সকল সেবাপরাধ সম্বন্ধে সকল শাস্ত্র একমত নহে। কারণ, বরাহপুরাণে অন্যরূপ বর্ণনা দেখা যায়। পরন্তু উপরি উক্ত ৩২টিই গোস্বামিপাদগণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরাও এস্থলে উহাই গ্রহণ করিলাম। অতঃপর দশবিধ নামাপরাধ সম্বন্ধে দেখা যাউক আচার্যের চরিত্র কিরূপ প্রমাণিত হয়।

১০টি নামাপরাধ

(১) বৈষ্ণবনিন্দা—আচার্যজীবনে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তই থাকিবার কথা। কারণ, তিনি তাঁহার শেষ ৭২টি উপদেশের মধ্যে বৈষ্ণবের সম্মান করিতে বিশেষভাবে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন দেখা যায়।

(২) শিব ও বিষ্ণুতে পৃথক ঈশ্বরবুদ্ধি—এ সম্বন্ধে দেখা যায় আচার্য শিবকে ঈশ্বর বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে শিব—নারায়ণের পরিকর।

(৩) গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি—আমাদের বোধ হয়, ইহার বিপরীত বুদ্ধিই রামানুজের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিত।

(৪) বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রের নিন্দা—রামানুজের এ অপরাধ দেখা যায় না।

(৫) হরিনামে স্তুতিজ্ঞান— দৃষ্টান্ত নাই।

(৬) হরিনামের অন্যার্থ কল্পনা— ঐ

(৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি— ঐ

(৮) শুভকর্মের সহিত নামের তুলনা— ঐ

(৯) শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ— ঐ বরং ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। কারণ, তিনি বহু পরীক্ষার পর শিষ্যকে উপদেশ দিতেন।

(১০) নাম শুনিয়াও তাহাতে অপ্রীতি— দৃষ্টান্ত নাই।

যাহা হউক, যদি কখন আচার্যের এই অপরাধের মধ্যে কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে তাহাও আচার্যজীবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বোধ হয়। কারণ, গীতা ও বিষ্ণুসহস্রনামপাঠই ইহার একটি প্রায়শ্চিত্ত। আচার্য গীতার তো এক অতি উপাদেয় ভাষ্যই রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রায়শ্চিত্ত অহরহঃ ভগবন্নামস্মরণ এবং ইহাও যে অনুষ্ঠিত হইত তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি একবার তিরুপতি যাইয়া তিনদিন তিনরাত্র অনাহারে অনিদ্রায় ভগবদ্ধ্যান করিয়াছিলেন শুনা যায়।

২০। ভগবান ও তাঁহার ভক্তের প্রতি দ্বেষ ও নিন্দাশ্রবণে অসহিষ্ণুতা—ইহা রামানুজের নিশ্চয়ই ছিল। কারণ, তাহা না হইলে তিনি যজ্ঞমূর্তির নিকট পরাজয়ে সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের ক্ষতিবোধ করিয়া বিচলিত হইতেন না।

২১। বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ—ইহাও প্রতিপালিত হইত। কারণ, মেলকোট ও কর্মক্ষেত্রে একদিন তিলক-চন্দনের অভাবে তাঁহার তিলকসেবা হয় নাই, এবং তজ্জন্য তিনি অনাহারে অবস্থান করেন। এতদ্ব্যতীত তপ্ত-লৌহদ্বারা অঙ্কিত বৈষ্ণব-চিহ্ন তাঁহার অঙ্গে শোভা পাইত।

২২। অঙ্গে হরিনাম লেখা— দৃষ্টান্ত নাই।

২৩। নির্মাল্যধারণ— ঐ

২৪। ভগবদগ্রে নৃত্য— ঐ

তবে গুরু বররঙ্গের নিকট তিনি এই বিদ্যাই শিক্ষা করেন বলিয়া সম্ভবতঃ ইহাও প্রতিপালিত হইত।

২৫। ভগবদগ্রে দণ্ডবৎ প্রণাম—প্রতিপালিত হইত ইহা আচার্যের নিত্য ব্যাপার।

২৬। ভগবন্মূর্তিদর্শনে উত্থান— দৃষ্টান্ত নাই।

২৭। ভগবন্মূর্তির অনুগমন—ইহাও অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু ধনুর্দাসপ্রসঙ্গে দেখা যায় রামানুজ মঠেই ছিলেন।

২৮। ভগবন্মূর্তিদর্শনার্থ গমন—ইহাও নিত্য অনুষ্ঠিত হইত।

২৯। ভগবৎস্থান পরিক্রমা— দৃষ্টান্ত নাই।

৩০। ভগবদর্চনা—ইহা নিত্য অনুষ্ঠিত হইত। কারণ, তাঁহার সঙ্গে যে বরদরাজ ও হয়গ্রীব-বিগ্রহ থাকিতেন, রামানুজ তাঁহার সেবা করিতেন।

৩১। পরিচর্যা—ইহার নিত্যানুষ্ঠানে দৃষ্টান্তাভাব। তৎকৃত বৈকুণ্ঠগদ্য দেখিলে বোধ হয়, অন্তরে তিনি এই কর্মই করিতেন।

৩২। গীত—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে আচার্য যখন এই বিদ্যাশিক্ষার জন্য বররঙ্গের শিষ্য হন, তখন ইহাও মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত।

৩৩। সংকীর্তন—ইহার নিত্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত নাই। কারণ, কেবল প্রথম তিরুপতিগমনকালে সংকীর্তনের কথা শুনা যায়।

৩৪। জপ— দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে ইহা যখন পূজার অঙ্গ, তখন নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হইত।

৩৫। বিজ্ঞপ্তি—(দৈন্য, প্রার্থনা ও লালসাময়ী) ইহাও অনুষ্ঠিত হইত। দৈন্য অর্থাৎ নিজকে পাপী জ্ঞানের দৃষ্টান্ত—তিরুপতি শৈলে আরোহণের অনিচ্ছা। অপর দুইটির দৃষ্টান্ত বৈকুণ্ঠগদ্যে দ্রষ্টব্য।

৩৬। স্তব-পাঠ—ইহা অবশ্যই অনুষ্ঠিত হইত।

৩৭। নৈবেদ্যস্বাদ-গ্রহণ—ইহাও অনুষ্ঠিত হইত। কারণ, ইহা তাঁহার উপদেশ দেখিলেই বোধ হয়।

৩৮। পাদোদকের স্বাদ-গ্রহণ—রঙ্গনাথের পুরোহিত যেদিন চরণামৃত দেন, তাহা তিনি পান করেন। কিন্তু এতদ্দ্বারা যে উহা তিনি নিত্য পান করিতেন, তাহা প্রমাণিত হয় না। তবে তাঁহার নিজের নিকটে যে বিগ্রহ থাকিতেন তাঁহার চরণোদক পান সম্ভব। বিপ্রপাদোদকও তিনি এক সময়ে নিত্য পান করিতেন।

৩৯। ধূপমাল্যাদির ঘ্রাণ গ্রহণ— অনুমেয়।

৪০। শ্রীমূর্তির স্পর্শন— অনুমেয়।

৪১। শ্রীমূর্তিনিরীক্ষণ—ইহাও সম্ভবতঃ প্রতিপালিত হইত। কারণ, এইজন্য প্রধান পুরোহিতের রামানুজকে বিষাক্ত চরণামৃত দিবার সুবিধা হয়।

৪২। আরাত্রিক দর্শন—ইহার নিত্যানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৪৩। উৎসব-দর্শন—দৃষ্টান্ত শ্রীনাগরী প্রভৃতিতে গমন।

৪৪। শ্রবণ (নাম, চরিত্র ও গুণ)—ইহাও প্রতিপালিত হইত। দ্রাবিড় বেদপাঠ ইহার নিদর্শন।

৪৫। তাঁহার কৃপার আশা—প্রতিপালিত হইত; কারণ, কুরেশের চক্ষুঃলাভে ঐরূপ ভাব প্রকাশিত হয়।

৪৬। স্মৃতি—ইহাও অনুষ্ঠিত হইত; যেহেতু শ্রীশৈলে ত্রিবাত্রি অনাহারে কেবল ভগবৎস্মরণ ও অবস্থান —এই প্রকৃতির পরিচায়ক।

৪৭। ধ্যান (রূপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবা)—দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত, তবে ইহার অন্যথা অসম্ভব।

৪৮। দাস্য (আমি দাস-বোধ ও পরিচর্যা)—প্রতিপালিত হইত। দৃষ্টান্ত—কৈঙ্কর্য-ভিখারী ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গ এবং মঠস্থ বরদরাজ ও হযগ্রীব বিগ্রহের সেবা।

৪৯। সখ্য (বিশ্বাস ও মিত্র-বৃত্ত্যাত্মক)—প্রতিপালিত হইত। দৃষ্টান্ত—শিষ্যগণকে উপদেশ-কালে তিনি বলিতেন যে, শ্রীবৈষ্ণবের পক্ষে ভগবৎসেবাই মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাকে উপায-জ্ঞান করা অন্যায, উহাই লক্ষ্য হওযা উচিত, ইত্যাদি। দ্বিতীযাংশের দৃষ্টান্তাভাব।

৫০। আত্মনিবেদন—প্রতিপালিত হইত। ইহাই তাঁহার উপদেশের মুখ্যবিষয। যথা—শ্রীবৈষ্ণবের অন্তিম স্মৃতি নিষ্প্রয়োজন, ইত্যাদি। বিষ-ভক্ষণে নিরুদ্বেগ ভাব। তবে ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত আছে যথা ১। প্রাণভয়ে পলায়ন। ২। পুনরায় বিষান্ন-ভয়ে গোষ্ঠীপূর্ণের আগমন পর্যন্ত অনাহার।

৫১। নিজ প্রিয়বস্তু ভগবানকে অর্পণ- দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৫২। সকল কর্ম ভগবদর্থে সম্পন্ন করা — দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৫৩। শরণাপত্তি—প্রতিপালিত হইত। নিদর্শন তাঁহার শরণাগতি গদ্য গ্রন্থ, এবং দ্বিতীযবার বিষভক্ষণ-কালে তাঁহার ব্যবহার।

৫৪। ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তু ও ব্যক্তির সেবা—প্রতিপালিত হইত। প্রমাণ—অণ্ডালের জন্য শত হাঁড়ি মিষ্টান্নাদি দান, তিরুনাগরীর পথে প্রত্যাবৃত্ত রমণীর প্রসঙ্গ। বস্তুসেবার দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৫৫। ভগবৎ শাস্ত্রসেবা - প্রতিপালিত হইত। ভাষ্যাদিরচনা এবং মঠে পঠন-পাঠনই ইহার দৃষ্টান্ত।

৫৬। বৈষ্ণবাদির সেবা- দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে গৃহে অতিথিপ্রসঙ্গ এবং শ্রীরঙ্গমে ব্রাহ্মণগণকে বৃত্তিদান ইহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

৫৭। সামর্থ্যানুসারে ভগবানের উৎসব করা—অনুষ্ঠিত হইত। যথা—মেলকোটের উৎসব।

৫৮। কার্তিকমাসে নিযম সেবা দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত।

৫৯। জন্মাদিতে যাত্রা-মহোৎসব—প্রতিপালিত হইত। যথা—শ্রীরঙ্গমে রঙ্গ নাথ-সেবার তত্ত্বাবধারণ; মেলকোট হইতে প্রত্যাগমনকালে রামপ্রিয়-মূর্তির সেবা-ব্যবস্থার প্রসঙ্গ।

৬০। সেবায় শ্রদ্ধা ও প্রীতি —ঐ—ঐ—

৬১। ভক্তসহ ভাগবতাদি গ্রন্থের রসাস্বাদ —প্রতিপালিত হইত; কারণ, একদিন কুরেশ এই শুনিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হন। অবশ্য গ্রন্থখানি ভাগবত না হইলেও তজ্জাতীয়।

৬২। স্বজাতীয় স্নিগ্ধ সাধুসঙ্গ—প্রতিপালিত হইত। কারণ, তাঁহার শিষ্যসেবক সকলেই সাধুপ্রকৃতি-সম্পন্ন।

৬৩। নাম সংকীর্তন—(উপরে ৩৪ সংখ্যক বিষয় দ্রষ্টব্য।)

৬৪। মথুরামণ্ডলে স্থিতি—ইহা তাঁহার পক্ষে শ্রীরঙ্গমে রাস।

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে সম্ভবতঃ রাগানুগা ভক্তির অন্তর্গত দাস্যভক্তির অঙ্কুর, অথবা ভাব-ভক্তির পূর্বে অনুষ্ঠেয় অঙ্গগুলিই আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে দাস্যরসের ভাবভক্তির লক্ষণগুলি সম্বন্ধে আলোচ্য। প্রথমতঃ দেখা গিয়াছে, দাস্য প্রেমভক্তির প্রারম্ভে দাস্য-ভাবভক্তির আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন। এই ভাবভক্তির লক্ষণও পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে উক্ত লক্ষণ গুলির সহিত আচার্যের জীবনী আর একবার তুলনা করা যাউক।

ভাবভক্তির লক্ষণের দ্বারা তুলনা

ভাবভক্তির প্রথম লক্ষণ ক্ষান্তি। ইহার দৃষ্টান্ত—প্রধান পুরোহিত রামানুজকে বিষ প্রদান করিলেও তাঁহাকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। এজন্য ৩৯ সংখ্যক "ক্ষমা" দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫১৫)

দ্বিতীয়—অব্যর্থ-কালত্ব। ইহাব দৃষ্টান্ত কোন জীবনীকারই উল্লেখ করেন নাই। তবে মনে হয়, আচার্যের শেষ-জীবনে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছিল। কারণ, শেষ ৬০ বৎসর আর তাঁহাকে কোন অপর কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায় না।

তৃতীয়—বিরক্তি। ইহার নিমিত্ত আমাদের ৩৭ ঔদাসীন্য দ্রষ্টব্য। ইহাও তাঁহার শেষ জীবনে পরিস্ফুট বলিয়া বোধ হয়। (পৃঃ ৫১৪)

চতুর্থ—মানশূন্যতা। এজন্য ৪৫ নিরভিমানিতা দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫২০)

পঞ্চম—আশাবন্ধ। এজন্য ৩৬ সংখ্যক "উদ্ধারের আশায় আনন্দ" দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৫১৩)

ষষ্ঠ—সমুৎকণ্ঠা। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে রামানুজের প্রথম জীবনে মন্ত্রলাভার্থ সমুৎকণ্ঠার দৃষ্টান্ত আছে।

সপ্তম—নাম-গানে সদারুচি। দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। তবে শেষ জীবনে "দ্রাবিড় বেদ"-ব্যাখ্যা যদি ইহার নিদর্শন হয়।

অষ্টম—ভগবদ্-গুণাখ্যানে আসক্তি। ইহা তাঁহার শেষ জীবনে পূর্ণ মাত্রায় দেখা যায়।

নবম—তদ্বসতি স্থলে প্রীতি। শ্রীরঙ্গমে বাস ইহার দৃষ্টান্ত।

ভক্তির প্রত্যেক অঙ্গের লক্ষণদ্বারা তুলনা

এইবার আমরা দেখিব দাস্যরসের "বিভাবাদি" অঙ্গের অন্তর্গত লক্ষণগুলির সহিত আচার্য-জীবনের ঘটনাবলী কতটা ঐক্য হয়।

দাস্যরসের ভগবান ঈশ্বর, প্রভু, সর্বজ্ঞ, ভক্তবৎসল, ইত্যাদি। বস্তুতঃ রামানুজের ভগবান-সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহাতে উক্ত লক্ষণের সহিত কোন পার্থক্য নাই।

ইতঃপূর্বে চারি প্রকার দাস্য-ভক্তের মধ্যে রামানুজকে আমরা "অনুগ" ভক্তের মধ্যে স্থাপন করিয়াছি। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অনুগ-ভক্ত সুচন্দ্র ও মণ্ডনাদি। এস্থলে রামানুজ যখন নারায়ণকেই ভগবানেব শ্রেষ্ঠ ভাব বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং যখন নাবায়ণের ঐরূপ কোন ভক্তপদবীলাভই তাঁহার প্রাণেব আকাঙ্ক্ষা ছিল, তখন বামানুজকে "অনুগ" শ্রেণীব ভক্তই বলিতে হইবে। সুতরাং দেখা গেল, রামানুজে দাস্যরসেব "আশ্রয়াবলম্বনের" উপযোগি ংণ ছিল। তবে তাহার মাত্রা নির্ণয কবা প্রয়োজন।

তাহাব পব ভগবানের অনুগ্রহ, চবণ-ধূলি, মহাপ্রসাদাদিতে তাঁহার ভাবেব উদ্দীপনা হইবার কথা। সুতবাং দেখা আবশ্যক তাঁহার জীবনে একপ কিছু হইত কি না? এতদর্থে ভগবদনুগ্রহলাভে ভাবোদ্দীপনাব দৃষ্টান্ত—১। বিন্ধ্যাবণ্যে ব্যাধ-দম্পতি-সাহায্যে কাঞ্চী আসিলে তিনি ভগবৎ-কৃপা স্মবণ করিয়া মূর্ছিত ও অশ্রুজলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ২। কাঞ্চীপূর্ণেব নিকট হইতে হৃদ্গত প্রশ্নের উত্তর পাইয়া নৃত্য, ইত্যাদি ঘটনাগুলি উল্লেখযোগ্য। এজন্য ১৮ ভ'বদনুগ্রহ দ্রষ্টব্য। (পৃঃ ৪৮৫) চরণ-ধূলি মহাপ্রসাদাদিতে ভাবোদ্দীপনের দৃষ্টান্ত—১। বঙ্গনাথের পুরোহিত বিষ-মিশ্রিত চরণোদক দিলে আচার্য মহাভাগ্য জ্ঞান করিয়া পান করেন। ২। তিরুপতি-দর্শনে যাইয়া তিনি প্রথমতঃ শৈলোপরি পদার্পণ করেন নাই।

৩। এ সময় ভগবৎচরণোদক পাইয়া তাঁহার আনন্দ, ইত্যাদি। সুতবাং দেখা গেল, দাস্যরসের "উদ্দীপন-বিভাবের" লক্ষণগুলি রামানুজে ছিল। তবে তাহা কি মাত্রায় ছিল, তাহা অবশ্য বুদ্ধিমান পাঠকবর্গ স্থির করিবেন।

তাহার পর অনুভাব অনুসারে দেখা যায়, রামানুজের ভগবদাজ্ঞাপালনে বিশেষ আগ্রহ ছিল, যথা; ১। জগন্নাথে পাঞ্চরাত্র বিধির প্রচলন-চেষ্টা, ২। কূর্মক্ষেত্রে বিষ্ণুপূজা-প্রচলন, ৩। তিরুনারায়ণপুরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তথায় ভগবৎপ্রতিষ্ঠা ও দিল্লী যাইয়া তাঁহার উৎসববিগ্রহের আনয়ন ইত্যাদি। এ-গুলি ভগবান রঙ্গনাথ তাঁহাকে ধর্মরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি করেন। কিন্তু ভগবান রঙ্গনাথের আদেশের সহিত পুরীর জগন্নাথদেবের ইচ্ছার বিরোধ কেন হইল, বুঝা যায় না। যাহা হউক, এ বিষযটিরও দৃষ্টান্ত রামানুজ-জীবনে আছে। অবশ্য সকল লক্ষণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই।

সাত্ত্বিক-ভাব-বিকারের আটটি লক্ষণ, যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়। ইহার মধ্যে কোনটিরও দৃষ্টান্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

এইবার ২৪টি ব্যভিচারী ভাব বিচার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় জীবনীকারগণ এত সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তবে ইহার অনেকগুলিই যে আচার্যে কিছু কিছু অভিব্যক্ত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত ২৪টি ব্যভিচারী ভাব ; যথা—১। নির্বেদ, ২। বিষাদ, ৩। দৈন্য, ৪। গ্লানি, ৫। গর্ব, ৬। শঙ্কা, ৭। আবেগ, ৮। উন্মাদ, ৯। ব্যাধি, ১০। মোহ, ১১। মৃতি, ১২। জাড্য, ১৩। ব্রীড়া, ১৪। অবহিত্থা, ১৫। স্মৃতি, ১৬। বিতর্ক, ১৭। চিন্তা, ১৮। মতি, ১৯। ধৃতি, ২০। হর্ষ, ২১। ঔৎসুক্য, ২২। চাপল্য, ২৩। সুপ্তি, ২৪। বোধ।

আচার্য অনুগ-ভক্ত বলিয়া তাঁহার রসের গতি "রাগ" পর্যন্ত। এজন্য বৈকুণ্ঠ গদ্য দ্রষ্টব্য। তবে "রাগে"র লক্ষণ রামানুজে আমরা বুঝিতে পারি নাই।

এইবার যোগ, অযোগ ও বিয়োগ অবস্থার লক্ষণ সাহায্যে রামানুজের অবস্থা বিচার্য।

ভগবদ্ বিরহে ইহার অঙ্গতাপ, কৃশতা প্রভৃতি দশটি দশা হওয়া উচিত। আমরা কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কোন জীবনীকারই এমন কথা বলেন নাই যে ভগবদ্বিরহে তিনি কখন কৃশ বা ব্যাধিগ্রস্ত বা মূর্ছিত

হইয়াছিলেন। "উদ্ধারের আশায় আনন্দ" বিষয়টি দেখিলে উক্ত "যোগে"র লক্ষণের বিপরীত দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। অযোগের লক্ষণই রামানুজে অধিক বলিয়া মনে হয়।

পরিশেষে স্থায়িভাবানুসারে আচার্যকে আমরা সম্ভ্রমপ্রীতি-যুক্ত বলিতে পারি। কারণ, তাঁহার ভাবের মধ্যে দাস ও প্রভু সম্বন্ধই উত্তমরূপে পরিস্ফুট।

যাহা হউক, এতদূরে আমরা বোধ হয় জীবনী অবলম্বনে আচার্য রামানুজ সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই আলোচনা করিলাম। এক্ষণে তিনি তাঁহার আদর্শানুসরণে কতদূর সমর্থ হইতে পারিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা একটা সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হইতে পারিব আশা করা যায়। ইতঃপূর্বে শঙ্কর সম্বন্ধে আমরা এ বিষয়টি আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখন আচার্যদ্বয়ের নিজ নিজ আদর্শের অনুসরণ সম্বন্ধে কে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল। এ বিষয়টিও একটি ছোট-বড় নির্ণয়ের উত্তম উপায়। কারণ, দুই জন বিভিন্ন আদর্শ অনুসরণকারী হইলেও, একজন যদি অপর অপেক্ষা নিজ আদর্শের অধিকতর নিকটবর্তী হইতে পারেন তাহা হইলে তিনি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একজন উত্তর দিকে এবং একজন পশ্চিম দিকে গমন করিলেও যে যাহার গন্তব্য-স্থানের অধিকতর নিকটবর্তী হয়, সে কি তত প্রশংসনীয় নহে? এই বিষয়টি বুঝিতে পারিলে আমরা সর্বরকমে বলিতে পারিব, আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর। কারণ, এই উপসংহারের প্রথমেই আমরা আচার্যদ্বয়কে আদর্শ-দার্শনিকের সহিত তুলনা করিয়াছি এবং তৎপরেই তাঁহাদের উভয়ের যাহা সাধারণ আদর্শ, তাহার সহিতও তুলনা করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহাদের অসাধারণ অর্থাৎ নিজ নিজ আদর্শের সহিত তুলনা করিলাম। সুতরাং আচার্যদ্বয়কে সর্বরকমেই তুলনা করা হইল। অতএব এখন পাঠকবর্গ যাহা স্থির করিবেন, তাহাতে কোন কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না, আশা করিতে পারা যায়।

গৌড়ীয় মতে শঙ্করের ভক্তি

পরিশেষে একবার গৌড়ীয় দৃষ্টিতে আচার্য শঙ্করের ভক্তি বিচার্য। আচার্য রামানুজের ভক্তি যেমন আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভক্তিসিদ্ধান্তের সহিত তুলনা করিলাম, তদ্রূপ আচার্য শঙ্করের ভক্তি কিন্তু আমরা তাহার সহিত তুলনা করি নাই। না করিবার কারণ এ- যে, আচার্য শঙ্করের ভক্তি তাঁহার লক্ষ্য নহে, উহা তাঁহার লক্ষ্যের কথঞ্চিৎ উপায়মাত্র। যাহা তাঁহার লক্ষ্য নহে, তাহা লইয়া আলোচনায় ফল কি? লক্ষ্য-লাভ হইলেই তাহার উপযোগিতা শেষ হইল।

কিন্তু তথাপি এ বিষয়ে পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। এজন্য নিম্নে আমরা সংক্ষেপে তাহাও আলোচনা করিলাম।

পূর্বে ভগবদ্ভক্তি প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি—আচার্য শঙ্করের ভক্তি প্রধানতঃ শান্তভক্তি। দাস্যভক্তি তাঁহাতে বোধ হয় কখন কখন দেখা দিত। কিন্তু যদি গৌড়ীয় সিদ্ধান্তানুসারে বলিতে হয়, তাহা হইলে আচার্যের ভক্তি উত্তমা ভক্তি নামে অভিহিতই হইতে পারে না। কারণ, আচার্য শঙ্করের ভক্তির চরম সীমা, ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত অভেদ। কারণ—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ (গীতা ১৮/৫৭)
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্॥ (ঐ ৭/১৮)

এস্থলে ভক্তিদ্বারা ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়া তাঁহাতে প্রবেশের কথা এবং জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ বলা হইয়াছে। আর এভাব পূর্বোক্ত শান্তভক্তির লক্ষণাক্রান্তই কতকটা হইয়া থাকে। *

বস্তুতঃ এই ভক্তি গৌড়ীয় সিদ্ধান্তানুসারে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দ রায়ের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে দেখা যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভক্তিকে বাহ্যভক্তি বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, শঙ্করের ভক্তির বিষয় যে ভগবান,

* শঙ্করের ভক্তি যথা, বোধসারে—

পরমাত্মনি বিশেষে ভক্তিশ্চেৎ প্রেমলক্ষণা। সর্বমেব তদা শীঘ্রং কর্তব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ১
উক্তমেকান্তভক্তৈর্যৎ একান্তেন চ মাং প্রতি। যথা ভক্তিপরিণামো জ্ঞানং তদবধারয় ॥ ২
কিঞ্চ লক্ষণভেদোহি বস্তুভেদস্য কারণম। ন ভক্তজ্ঞানিনোর্দৃষ্টা শাস্ত্রে লক্ষণভিন্নতা ॥ ৩
বিরাগশ্চ বিচারশ্চ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দেবে চ পরমা প্রীতিস্তদেকং লক্ষণং দ্বয়োঃ ॥ ৪
তবাস্মীতি ভজন্ত্যেকে তমেবাস্মীতি চাপরে। ইতি কিঞ্চিদ্বিশেষেঽপি পরিণামঃ সমোদ্বয়োঃ ॥ ৬
অন্তর্বহির্যদা দেবং দেবভক্তঃ প্রপশ্যতি। দাসোঽস্মীতি তদা নৈতদাকারং প্রতিপদ্যতে ॥ ৭
শুদ্ধবোধরসাদন্যে রসা নীরসতাং গতাঃ। তয়া রসাধিকতয়া ন তু ভক্তিঃ কদাচন ॥ ১০
ন তু জ্ঞানং বিনামুক্তিরস্তিযুক্তিশতৈরপি। তথা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং নাস্ত্যুপায়শতৈরপি ॥ ১১
ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ। জ্ঞানিনস্তু বশিষ্ঠাদ্যা ভক্তা বৈ নারদাদয়ঃ ॥ ১২
মুক্তির্মুখ্যফলং জ্ঞস্য ভক্তিস্তৎসাধনত্বতঃ। ভক্তস্য ভক্তির্মুখ্যাস্যান্মুক্তিঃস্যাদানুষঙ্গিকী ॥ ২১
রীত্যাঽনয়াপি স্বমতে বরিষ্ঠা ভক্তিরীশ্বরে। একৈব স্বপ্রভাবেন জ্ঞানমুক্তিপ্রদায়িনী ॥

আচার্য-কৃত বিবেকচূড়ামণি নামক গ্রন্থে দেখা যায়, ভক্তি বলিতে —

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।
স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ ॥ ৩১

তিনি ব্রহ্মের সগুণভাব মাত্র। উহা যতক্ষণ জীবত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী। তাহার পর তাঁহার ভক্তি—ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ, ভগবৎ-প্রীত্যর্থ নহে। সুতরাং ইহা উত্তমাভক্তি অপেক্ষা অনেক দূরে। কারণ, উত্তমা ভক্তি স্বার্থ-গন্ধ-পরিশূন্য ও ভগবৎ-সেবা ভিন্ন আর কিছু চাহে না।

শঙ্কর মতে গৌড়ীয় ভক্তি

অবশ্য শঙ্কর-সম্প্রদায় উক্ত গৌড়ীয় ভক্তিকেও উত্তমা ভক্তি বলেন না। কারণ, উক্ত ভক্তি অজ্ঞান-মিশ্রিত এবং উহা অজ্ঞানীর উপযোগী। চৈতন্যচরিতামৃতে পূর্বোক্ত রামানন্দ রায়ের প্রসঙ্গে মহাপ্রভু উক্ত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে জ্ঞানশূন্যা ও প্রেম-লক্ষণা ভক্তিকে যথাক্রমে উচ্চাসন দিয়াছেন, এবং তাহাদিগকেই উত্তমা ভক্তির মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া শঙ্কর-সম্প্রদায় বলিবেন যে, ভক্তিতে যদি ভক্তির বিষয় যে ভগবান, তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ কামুক নায়ক-নায়িকার প্রেমের সহিত উহার কি পার্থক্য রহিল? আর যদি ভগবৎ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভের পর ঐ ভক্তি হয়, তাহা হইলে তাহা জ্ঞানশূন্যা হয় কিরূপে? ভক্তির ফলে যদি ভগবল্লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভগবদ্ জ্ঞান ব্যতীত ভগবল্লাভই বা বলা হয় কিরূপে; আর তাহা হইলে ভক্তির ফলে জ্ঞান হয়, এ কথাই বা অস্বীকার কেন করা হয়? ইত্যাদি।

গৌড়ীয় মতেও ভক্তির স্বরূপ জ্ঞান

বস্তুতঃ প্রভুপাদ জীব ও বলদেবপ্রমুখ মনীষীগণ ভক্তিকে 'জ্ঞান' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যেহেতু শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়ে ষট্সন্দর্ভে ভাগবতের "দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্মণাং" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন:—

জ্ঞানবিশেষঃ ... সা ভাগবতী ভক্তিঃ প্রীতিরিত্যর্থঃ ।। ৩২

অর্থাৎ জ্ঞান-বিশেষই ভগবদ্ভক্তি বা প্রীতি।

পুনরায় "যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী" এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন --

"এতদুক্তং ভবতি প্রীতিশব্দেন খলু মুৎ-প্রীতি-প্রমোদ-হর্ষানন্দাদি পর্যায়ং সুখমুচ্যতে। ভাবসৌহৃদাদি প্রিয়তা চোচ্যতে। তত্রোল্লাসাত্মকো জ্ঞানবিশেষঃ সুখম্। তথা বিষয়ানুকূল্যাত্মকঃ তদানুকূল্যানুগততৎস্পৃহাতদনুভবহেতুকোল্লাসাত্মকো জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তা।" ৩১

অর্থাৎ প্রীতি শব্দের মুদ্, প্রীতি, প্রমোদ, হর্ষ ও আনন্দ প্রভৃতির পর্যায়ভূত সুখ এবং ভাব ও সৌন্দর্যাদিরূপ প্রিয়তা বুঝায়। তাহার মধ্যে উল্লাসরূপ জ্ঞানবিশেষই সুখ। পক্ষান্তরে, বিষয়ানুকূল বিষয় স্পৃহা ও বিষয়ানুভবজনিত বিষয়ানুকূল উল্লাসাত্মক জ্ঞান-বিশেষকেও প্রিয়তা বলা হইয়া থাকে।

তাহার পর শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থ লিখিয়াছেন —

"ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি জ্ঞানত্বসামান্যাৎ তমেবেতি বিদ্যৈবেতি চ ব্যপদেশঃ। জাতিং পুরস্কৃত্য বহুষু একত্বং ব্যপদিশ্যতে। ...জ্ঞানবিশেষে ভক্তিশব্দশপ্রয়োগঃ কৌরববিশেষে পাণ্ডবশব্দবদ্বোধ্যঃ। ১ পাদ।" ৩২

অর্থাৎ ভক্তিও জ্ঞানবিশেষ; জ্ঞান অংশে এক জাতি গণ্য করিয়া তাহাকেই বিদ্যা বলা হইয়াছে। জাতি অনুসারে বহুতে যেমন একত্ব কথিত হয় তদ্রূপ। ...জ্ঞান-বিশেষে ভক্তিশব্দ প্রয়োগ, কৌরবগণকে পাণ্ডব বলার সদৃশ।

পুনরায়—"অত্রায়ং নিষ্কর্ষঃ—বিদ্যাবেদন-পর্যায়ং জ্ঞানং দ্বিবিধম্—একং নির্নিমেষবীক্ষণবৎ তত্ত্বংপদার্থানুরূপং, দ্বিতীয়স্তু অপাঙ্গবীক্ষণবদ্ বিচিত্রং ভক্তিরূপমিতি।" সিদ্ধান্তরত্ন ১ পাদ ৩৩ ।

অর্থাৎ ইহার সার মর্ম এই যে, বিদ্যা ও বেদনের পর্যায়ভূত জ্ঞান দ্বিবিধ—প্রথম পলকশূন্য দর্শনক্রিয়ার ন্যায় নিস্পন্দ "তৎ" ও "ত্বম্" পদার্থের অনুভবরূপ; দ্বিতীয়—অপাঙ্গ-বীক্ষণের ন্যায় বিচিত্র ভক্তিরূপ।

আবার ব্রহ্মসূত্র ৩ অধ্যায় ৪ পাদ ১২ সূত্রের ভাষ্যে দেখা যায়, বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেছেন—

"হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিদ্রূপা ভক্তিঃ" অর্থাৎ ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সার সংযুক্ত সম্বিৎরূপা ভক্তি, ইত্যাদি। সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞান। সুতরাং এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তি জ্ঞান-ভিন্ন বা জ্ঞানশূন্য পদার্থ নহে।

তাহার পর শঙ্করের ভক্তিতে যে জ্ঞান-পিপাসা আছে—তাহাও সাধারণ জ্ঞান-পিপাসা নহে। তাহাতে সাধারণ লোকের ঘটপটাদির জ্ঞান-পিপাসার মত জ্ঞান-পিপাসা থাকে না। তাহাতে যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইবার কথা, তাহা লাভ হইলে সর্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টি হইবে এবং প্রারব্ধভোগান্তে ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির মধ্যে সাধারণ ঘটপটাদির জ্ঞান-পিপাসার ন্যায় জ্ঞান-পিপাসাই বোধ হয় লক্ষ্য এবং তাহাই নিন্দনীয়।

যাহা হউক, উভয় মতের ভক্তি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয়ের মধ্যে কতকটা সামঞ্জস্যের যে সম্ভাবনা নাই, তাহা নহে। আমাদের বোধ হয় সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে এই সামঞ্জস্যের পথ আরও প্রশস্ত হয়। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা মিলন পূর্ণ করিবার জন্য বিরহ প্রয়োজন কিন্তু তাহা বলিয়া বিরহ, পূর্ণ মিলনের পর আর প্রয়োজন হইতে পারে না। আর জ্ঞানীরও আকাঙ্ক্ষা মিলন। বিশেষ এই যে, এই মিলনে কোন পার্থক্য থাকে না।

এখন তাহা হইলে এই নিজ নিজ আদর্শের ধর্মদ্বারা তুলনা করিয়া দেখা গেল উভয় আচার্যই নিজ নিজ আদর্শের যথাসম্ভব নিকটবর্তী হইয়াছেন। তবে রামানুজ কুরেশের চক্ষুলাভে যখন বলিয়াছিলেন যে তাঁহার উদ্ধার এবার নিশ্চয় ইত্যাদি, তখন মনে হয় তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কিছু অপূর্ণ ছিল। শঙ্কর নিজ আদর্শের স্বরূপ লাভ করিয়া যখন "সোঽহং" বলিতেছেন তখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা যেন অধিক মাত্রায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত। কিন্তু তাহা হইলেও উভয়ের প্রকৃত মনোভাব বুঝিবার সামর্থ্য ও সম্ভাবনা আমাদের কোথায়? অতএব সুধীপাঠকবর্গ স্থির করুন কে কতদূর পূর্ণকাম আর তাহার ফলে কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে সমর্থ।

উভয়ের দার্শনিক মতভেদের বীজনির্ণয়

যাহা হউক, এখন মনে হইতে পারে এ জীবন-তুলনা হইতে আচার্যদ্বয়ের দার্শনিকমত মীমাংসার কি সহায়তা হইল? গ্রন্থারম্ভে যাহা প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহা কতদূর রক্ষা হইল? অবশ্য এরূপ প্রশ্ন এস্থলে উত্থাপিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং এই বিষয় একবার চিন্তা করা আবশ্যক। ইতঃপূর্বে আমরা আচার্যদ্বয়ের জীবনগঠনে দৈব ও মনুষ্য-নির্বন্ধ নামক দুইটি প্রবন্ধে এ বিষয় যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহাই এতদুদ্দেশ্যে যথেষ্ট। কিন্তু তথাপি প্রকারান্তরে এস্থলে তাহার একবার পুনরুল্লেখ করিলে বোধ হয় বাহুল্য হইবে না।

যদি আমরা আচার্যদ্বয়ের (১) বুদ্ধি শক্তির প্রকারভেদ, (২) তাঁহাদের জীবনের দৈব ঘটনাগুলি এবং (৩) তাঁহাদের আবির্ভাব কালের সমাজকে একত্র করিয়া ভাবি, তাহা হইলে তাঁহাদের দার্শনিক "মত" কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইব।

আচার্যদ্বয়ের বুদ্ধির প্রকৃতি

(১) প্রথম দেখা যাউক, আচার্যদ্বয়ের বুদ্ধি-শক্তি কি প্রকার। ইতঃপূর্বে আমরা মেধা, বুদ্ধিকৌশল ও অজেয়ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এ বিষয়টি আলোচনা করিয়াছি। তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাইব, আচার্যদ্বয়ের বুদ্ধিশক্তির প্রকৃতি কিরূপ। তথাপি যদি সংক্ষেপে বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে -

(ক) যে ব্রহ্ম-সূত্রাদির ভাষ্যজন্য উভয়েই বিখ্যাত, তাহার রচনার উপযোগী বুদ্ধি শঙ্করের ১২ হইতে ২০ বৎসরের ভিতর এবং রামানুজের ৫০ হইতে ৬০ বৎসরের ভিতর হইয়াছিল।

(খ) শঙ্করের সাধক-জীবনে কোন সময়েই শঙ্কর অপেক্ষা এরূপ বড় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই শঙ্করের সহিত মিলিত হন নাই, যিনি তাঁহার মনে শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে পারেন। রামানুজের সময় কিন্তু রামানুজ অপেক্ষা এরূপ বড় বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ কেহ কেহ ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

মানববুদ্ধির প্রকৃতি

তাহার পর এই সঙ্গে যদি নিম্নলিখিত সর্বত্র সাধারণ নিয়মগুলি স্মরণ করা যায়, তাহা হইলে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে; যথা—

(১) মানব নিজ নিজ অবস্থানুরূপ জগতের সম্বন্ধেও চিন্তা করে। যেমন বালকের পক্ষে প্রায়ই সকলই যেন আশাপূর্ণ এবং বৃদ্ধের নিকট সকলেই যেন নিরাশার অবসাদমাখা। সুখী জগৎকে সুখময়, দুঃখী জগৎকে দুঃখময় দেখে, ইত্যাদি।

(২) "জন্য-পদার্থে"র পূর্ণ জ্ঞান হইতে গেলে তাহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়— এই তিন অবস্থা সম্বন্ধেই জ্ঞান হওয়া উচিত। আর বালক চরিত্র-সাধারণতঃ উৎপত্তিজ্ঞানবহুল, যুবকাদির চরিত্র উৎপত্তি ও স্থিতি—এই উভয় জ্ঞানপ্রধান, এবং বৃদ্ধজীবন উক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানেব ভাণ্ডার।

(৩) প্রকৃতিব নিয়মে বালক অপেক্ষা যুবক এবং যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধ বিজ্ঞ হয়।

(৪) বালক অপেক্ষা যুবকের এবং যুবক অপেক্ষা বৃদ্ধের মৃত্যু বা লয় চিন্তা হয়; অর্থাৎ মৃত্যু যত যাহার নিকট হয় ততই তাহার মৃত্যুচিন্তা অধিক হয়।

(৫) মানবেব কি মানসিক, কি দৈহিক, সকল প্রকার বিকাশ ও বিলয়ের সুন্দব সামঞ্জস্য যৌবনেই অধিক হইয়া থাকে।

আচার্যদ্বয়ের বুদ্ধি ও জীবনের ঘটনা মিলনের ফল

(২) এইবার এই দুই প্রকাব বুদ্ধিশক্তির সহিত আচার্যদ্বয়ের জীবনের দৈব ঘটনাবলী মিলিত কবিয়া দেখা যাউক—ইহাদের দার্শনিক "মত" কিরূপ হওয়া উচিত। এখন এই ঘটনাবলী মিলিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের এমন ঘটনা লইতে হইবে, যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক মর্মস্পর্শী। কারণ, যাহা যত মর্মস্পর্শী, তাহাই তত আমাদেব হৃদয় অধিকার করে। এতদনুসারে শঙ্করেব ঐ প্রকার বুদ্ধির নিকট যদি মর্মস্পর্শী নিজ আসন্ন-মৃত্যুব কথা বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে কি ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক? তাঁহার হৃদয়ে কি তখন জগতের নশ্বরতাব প্রতি দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক নহে?

পক্ষান্তরে, রামানুজের ঐ প্রকাব বুদ্ধির নিকট যদি যাদবপ্রকাশের ভীষণ দুরভিসন্ধি হইতে ভগবান তাঁহাকে অযাচিত ভাবে রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির প্রতি দৃষ্টি পড়াই কি স্বাভাবিক

নহে? সুতরাং শঙ্করে বৈরাগ্য এবং রামানুজে প্রেম বা ভালবাসা তাঁহাদের মতভেদের প্রথম বীজ।

তাহার পর গুণমাত্রেই তাহার বিরোধী ভাবের সহিত যেভাবে সম্বন্ধ হয়, এমনটি অন্যভাবের সহিত সম্বন্ধ হয় না। কোন কিছু সম্বন্ধে "হাঁ" বলিলেই সেই সম্বন্ধে "না" নয় বুঝায় ; কিন্তু অপরের সম্বন্ধে "হাঁ" বা "না" কিছুই বুঝা যায় না। যেমন ঘটের "অভাব" নষ্ট না হইলে ঘটের "ভাব" হয় না, অথবা ঘটের ভাব বা সত্তা নষ্ট না হইলে ঘটের অভাব সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ। ইহার. যেমন পরস্পরবিরোধী, তেমনি একটির দ্বারা অপরটি বুঝাইয়া যায়। ঘটভাব বা ঘটাভাবের সহিত পটভাব বা পটাভাবের সহিত উহার সেইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং এই নিয়মানুসারে শঙ্করের নশ্বর-বুদ্ধির সহিত অবিনশ্বর বুদ্ধির উদ্রেক হইবার কথা। কিন্তু বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে তো তাহার "বিষয়" চাই। শঙ্করের পূর্বোক্ত নশ্বর-বুদ্ধির "বিষয়" যেমন জগতাদির দৃশ্য পদার্থ হইল, তদ্রূপ তাঁহার এই অবিনশ্বর বুদ্ধির "বিষয়" হইবে কোন অবিনশ্বরবস্তু। সুতরাং তিনি পূর্বদৃষ্ট দৃশ্যপদার্থমধ্যেই অবিনশ্বর পদার্থান্বেষণ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর, লোকে প্রথমবার অন্বেষণে যে জিনিষের যে অংশ অন্বেষণ করে, দ্বিতীয়বার সেই জিনিষের মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইলে, সেই জিনিষেরই অভ্যন্তর বা পশ্চাদ্দেশাদি অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং শঙ্কর যে জগতাদিকে বিনশ্বর-বুদ্ধির "বিষয়" করিয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় অবিনশ্বর বুদ্ধির বিষয়ান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সেই জগতাদির অভ্যন্তরে বা পশ্চাতে পরমাত্মাকে তাঁহার অবিনশ্বর বুদ্ধির "বিষয়" রূপে পাইলেন। যেহেতু পরিবর্তনের বা নশ্বরতার জ্ঞান হইতে গেলে অপরিবর্তন বা অবিনশ্বরতার জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী।

অগত্যা শঙ্করের দার্শনিক মতের প্রথম অঙ্কুরে জগতের নশ্বরত্ব এবং সর্বান্তর পরমাত্মাতে তাঁহার অবিনশ্বর বুদ্ধি জন্মিল। অঙ্কুরানুরূপ যেমন বৃক্ষ জন্মে, শঙ্করের দার্শনিক মত তদ্রূপ ঐ বুদ্ধির অনুরূপ হইতে লাগিল।

পক্ষান্তরে, রামানুজের দৃষ্টি প্রথমেই সেই সর্বান্তর সগুণ ব্রহ্মের উপর পড়ায় তৎপরেই তাহার বিপরীত নির্গুণ-বুদ্ধি জন্মিতে বাধ্য। বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে তাহার বিষয় চাই, সুতরাং তিনি "বিষয়" অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সগুণ ব্রহ্মমধ্যেই তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সগুণ ব্রহ্ম ছাড়িয়া অন্যত্র অন্বেষণে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, মানবের স্বভাবই এই যে, তাহারা জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যাহা তাহাদের নিকট তখনও লুক্কাইত থাকে, তাহারই অন্বেষণ করিয়া থাকে

এবং উত্তম বা সূক্ষ্ম বস্তু অন্বেষণ প্রসঙ্গে কখন অধম বা স্থূল বস্তু অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং রামানুজ নির্গুণ-বুদ্ধির বিষয় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্বপরিজ্ঞাত সগুণ ব্রহ্ম-রূপ বিষয় হইতে অপকৃষ্ট জগতাদি জড় বিষয়ে অন্বেষণ না করিয়া সগুণ ব্রহ্মমধ্যেই নির্গুণ ব্রহ্মভাব অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সগুণ ব্রহ্ম-ভাবের মধ্যে নির্গুণ ব্রহ্ম-ভাবের সত্তা সম্ভব হইলেও তাহা স্বীকার করিলে তাঁহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা বুদ্ধির বিষয়স্বরূপ সেই সগুণ ব্রহ্মভাব নষ্ট হয়। যাঁহার কৃপায় তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল, তাঁহার প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর উপায় থাকে না। এজন্য তাঁহাকে একটি ত্যাগ করিয়া অপরটি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইল। অর্থাৎ একটি সত্য বুঝিয়া অন্যটি মিথ্যা বুঝিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইল। এখন এস্থলে কোন্‌টি ত্যাজ্য স্থির করিতে হইলে সহজেই বলা যায় যে নির্গুণ ব্রহ্ম-ভাবটিই ত্যাজ্য। কারণ, ইহা তাঁহার মূল ভিত্তির বিরোধী। ইহার হেতু, মানুষ যে শাখায় বসে, সে শাখা কাটিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। শঙ্করের যেমন নশ্বরত্বের ভিতরে অবিনশ্বর-বিষয় পাওয়া গেল, রামানুজের কিন্তু সেরূপ বিষয় পাওয়া গেল না। সুতরাং তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্ম মিথ্যা ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

মূলভিত্তি যদি জানা গেল, এইবার তাহার অনুকূল বা পোষক ভাবটি আলোচ্য। শঙ্করের নশ্বরত্বের সঙ্গে সঙ্গে জগতের মিথ্যাত্ব আসিয়া উপস্থিত হইল। কারণ, আত্মার অবিনশ্বরত্ব রক্ষা করিতে গেলে আত্মাতিরিক্ত বস্তুর সত্তা তাহার অবিনশ্বরত্বের ব্যাঘাত করিবে। অন্য কথায়, অদ্বৈতভাব প্রয়োজন হয়। কারণ, শ্রুতি বলেন—

"দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি:
মৃত্যোঃ সঃ মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইত্যাদি।

আবার যুক্তি বলিয়া দেয়—বস্তুগত-দ্বিতীয়ত্ব হইলে সাবয়বত্ব অনিবার্য এবং তাহাদের সংঘর্ষণ বা সংকোচন ও প্রসারণ এবং ধ্বংসাদি অনিবার্য।

আর দ্বিতীয়-বস্তুটিকে শক্তি বলিয়াও আত্মার অবিনশ্বরত্ব রক্ষা করা চলে না। কারণ, শক্তি স্বীকার করিতে গেলে কার্য স্বীকার করিতে হয়। আর কার্য স্বীকার করিতে হইলে সাবয়বত্ব এবং পরিবর্তন স্বীকার অবশ্যম্ভাবী হয়।

তাহার পর এই দুইটি বিষয় স্বীকার করিলে ধ্বংস বা নশ্বরতা অথবা পূর্বরূপ পরিত্যাগ অনিবার্য। ওদিকে আত্মার অস্তিত্বে শক্তি বা অন্য কোন কিছুরই সহায়তা নিষ্প্রয়োজন; কারণ, আত্মা স্বতঃপ্রমাণ। ইহা যে-ই অনুভব করিবে সেই বুঝিবে। অতএব শঙ্করে পূর্বোক্ত বীজে জগতের মিথ্যাত্ববোধ বিকশিত হইল।

পক্ষান্তরে, রামানুজের দয়াদি সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট সগুণ ভগবান স্বীকার করিতে গেলেই দ্বৈত-ভাব প্রয়োজন—জীবেশ্বরের পার্থক্য অনিবার্য। সুতরাং তাঁহাকে জীব-জগতাদির নিত্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল। ইহারা অনিত্য হইলে দয়া-ধর্মও প্রকাশাভাবে অনিত্যমধ্যে গণ্য হইতে বাধ্য। কারণ, গুণ থাকিলেই তাহার বিষয় থাকা চাই।

তাহার পর পার্থক্য থাকা চাই বলিয়াই কি বিজাতীয় পার্থক্য থাকা চাই? তাহা নহে। কারণ, বিজাতীয় পার্থক্যে ভগবানের উক্ত সদ্‌গুণরাশি খেলা করিবার ক্ষেত্র পাইতে পারে না। জীব ভগবানের সেবা করিয়া তাহা হইলে নিজে সুখী হইতে পারিত না। তাহা ছাড়া বিজাতীয় পার্থক্যে পূর্বোক্ত ধ্বংসাদিও অনিবার্য হইয়া পড়িত। কিন্তু স্বজাতীয় পার্থক্য হইলে সে দোষ থাকে না। ববং স্বজাতীয় বস্তু যেমন স্বজাতীয় হিতেচ্ছু এবং একত্র বাসেচ্ছু হয়, তদ্রূপ হইয়া সগুণভাবের সার্থকতা সাধন করে। এজন্য রামানুজের বুদ্ধিতে জীব ভগবানের স্বজাতীয়। আবার জীব-জগৎ প্রভৃতির সহিত ভগবানের স্বজাতীয় সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেও বিপদ আছে। কারণ, স্বজাতীয় বস্তু পরস্পরে স্বাধীন হয় —তাহাদের নিজ নিজ কর্তৃত্ব থাকে। এস্থলে তাহা হইলে দয়া ধর্মের পূর্ণতা প্রকাশ পায় না। যে নিজে নিজের অভাব মোচনাদি করিয়া লইতে পারে, তাহার জন্য কি অপরের দয়া হয়? এজন্য জীবকে তাহার অধীন করার প্রয়োজন হইল। এই অধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রামানুজ-বুদ্ধিতে জীবের ভগবদ্ অঙ্গত্ব বা অংশত্ব সম্বন্ধের উদয় হইল। অঙ্গ যেমন অঙ্গীর নিকট ক্ষুদ্র ও পরাধীন, অঙ্গী যেমন অঙ্গের তুলনায় মহৎ ও স্বাধীন, অঙ্গ যেমন অঙ্গীর রসে পুষ্ট হয় এবং অঙ্গীর অনুকূলতাচরণ করে, তদ্রূপ জীবও ভগবানের সম্বন্ধে তাহাই হইল। এইরূপে রামানুজমতে জীবজগতের সত্যত্ব স্বীকার আবশ্যক হইল। ইহাই হইল উভয়ের মতভেদের দ্বিতীয় বীজ।

আচার্যদ্বয়ের বুদ্ধির সহিত সামাজিক অবস্থা মিলনের ফল

(৩) এখন আচার্যদ্বয়ের বুদ্ধির যখন এইরূপ অবস্থা তখন আচার্যদ্বয়ের আবির্ভাব কালের সমাজের অবস্থাটি মিশ্রিত করা যাউক। দেখা যাউক তাহার মিশ্রণে তাঁহাদের দার্শনিক মত কিরূপ হওয়া আবশ্যক হয়।

শঙ্করের পূর্বে বৌদ্ধ-মত অশোকাদি রাজশক্তির প্রভাবে পুরাতন বৈদিক ও পৌরাণিক মতের উপর সার্বভৌম রাজত্ব স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহাদের পরবর্তী রাজগণের সময় বৌদ্ধমত অধীনস্থ বৈদিক মতের উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বৌদ্ধগণ স্বমতের উৎকর্ষখ্যাপন পরিত্যাগ করিয়া বৈদিক মতের

খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলে রাজা প্রজার উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। দিঙ্‌নাগ, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, ধর্মকীর্তি, ধর্মপাল প্রভৃতি বৌদ্ধমতের নরপালগণ বৈদিক মত আক্রমণে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু অত্যাচারী রাজার রাজ্য কতদিন থাকে? কুমারিল, প্রভাকর প্রভৃতি বৈদিক মতের সামন্ত নরপতিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। রাজশক্তি পরাজিত হইল। আচার্য শঙ্কর শত্রুনাশযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া রাজ্যের ধনরত্নগুলি সংগ্রহ করিয়া নূতন রাজ্য গঠন করিলেন। ইষ্টকচূর্ণদ্বারা সুবর্ণ পরিষ্কৃত হইলে যেমন সুবর্ণগাত্রে ইষ্টকচূর্ণ একটু থাকিয়া যায়, তদ্রূপ শঙ্করের বৈদিক মতে মীমাংসক মত নিরাসরূপ মীমাংসকমতগন্ধ এবং বৌদ্ধনিরাসরূপ বৌদ্ধগন্ধ বিদ্যমান থাকিল। শঙ্করমতে বৌদ্ধবিজয়ী মীমাংসক মত খণ্ডন এবং তৎপর বেদবাহ্য বৌদ্ধমত খণ্ডনই অনেকটা স্থান পাইল। বৈদিক ও পৌরাণিক সামন্ত রাজ্যসমূহ এবং সর্বভৌম বৌদ্ধ-রাজ্যের প্রজাই তো এখন শঙ্কর-রাজ্যের প্রজা; সুতরাং তাঁহার নূতন রাজ্যের নিয়ম প্রভৃতি যাহা কিছু— ... তদুপযোগী করিতে হইল। তাহাদের চিন্তা খণ্ডনে তাহাদের চিন্তাও প্রতিপক্ষরূপে স্থান পাইল। বৌদ্ধগণ যেমন জ্ঞানসাধন প্রিয় শঙ্করেরও সাধন তদ্রূপ জ্ঞানযোগ প্রধান হইল। বৈদিক ও পৌরাণিক যেমন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মপ্রধান, শঙ্কর মতে তদ্রূপ সেগুলিও স্থান পাইল। পরন্তু উভয় পক্ষের সাধারণ অংশটুকু জ্ঞান পদার্থ হওয়ায় শঙ্করের জ্ঞানে কর্ম ও ভক্তির বিরোধ স্থান পাইল না, উহারা উহার অধীন হইয়া পড়িল।

তাহার পর শঙ্করের রাজত্ব সার্বভৌম হইল দেখিয়া অবশিষ্ট পূর্বতন যে সমস্ত পৌরাণিক ও বৈদিক "মত" বা সামন্ত রাজ্যগুলি আচার্যের রাজ্যে এখন প্রতিপক্ষতাচরণ করিতে আসিল, যাহারা ভাবিল 'আমি ... সার্বভৌম সিংহাসন পাইব না'। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা বিবাদান্তে শঙ্করের অধীনতা স্বীকার করিল, তাহারা জীবিত রহিল, অবশিষ্ট বিনষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে দেখা যাইবে, তাঁহার নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদসত্ত্বেও সগুণ ব্রহ্মবাদ স্থান পাইল। জ্ঞানে মুক্তি হইলেও কর্ম ও ভক্তি চিত্তশুদ্ধির কারণ হইল। শিব-বিষ্ণু-শক্তি প্রভৃতি সকল দেবদেবীর উপাসনাও শঙ্কর মতের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। সুতরাং শঙ্কর মতটী হইল— বৈদিকমতস্থাপনপ্রধান ও বেদবাহ্যবেদবিরোধিমতনিরাকরণ প্রধান।

এখন রামানুজ, শঙ্করের তিন শতাব্দী পরে আবির্ভূত হইলেন। এই তিন শত বৎসরমধ্যে শঙ্কররাজ্যের প্রজাগণ অপরিমিত সুশাসিত রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া একটু বিলাসী ও শিথিলকর্তব্য হইয়াছেন। পিতার বার্ধক্যে পুত্রগণ যেমন

সম্পত্তিলালসায় ভ্রাতৃগণ এবং পিতারও বিরুদ্ধাচরণ করে, তদ্রূপ শ্রীকণ্ঠ ও ভাস্কর মত, ভ্রাতা বৈষ্ণব ও পিতা শঙ্কর মতের বিরুদ্ধে উত্থিত হইল। এই সময় বৈষ্ণব মতের নেতা হইয়া আচার্য রামানুজ জন্মগ্রহণ করিলেন।

রাজা বহুদিন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হইয়া থাকিলে যেমন শত্রুর শ্রীবৃদ্ধি ও শক্তিসঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টি কমিয়া যায়, আজ শঙ্করমতের সেই অবস্থায় রামানুজ মত শক্তি-সঞ্চয় করিয়া মাথা তুলিল। অভ্যুত্থানোন্মুখ শক্তির যদি প্রবল শত্রুকে মারিতে হয়, তাহা হইলে যেমন সেই শক্তির ব্যবহার্য অস্ত্র-শস্ত্রানুরূপ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা সজ্জিত হওয়া প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ রামানুজমত শঙ্কর মতের অনুরূপ যুক্তি-তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিল। রামানুজমতে জীব-ব্রহ্মের ভেদস্বীকার থাকিয়াও প্রায় একজাতীয় পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইল, অর্থাৎ বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের রূপ ধারণ করিল।

পক্ষান্তরে, সুখলোভী সার্বভৌম রাজা নিজ অসাবধানতা ও অবস্থাদোষে কোন সামন্ত-রাজ্যের সহসা পরেক্ষা আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইলে যেমন তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তদ্রূপ অদ্বৈতমত, রামানুজ মতের সহিত বিশেষ শত্রুতা করিল না। তাহার বলিল ব্যবহারিক দশায় জগতাদি সবই যখন সত্য তখন রামানুজমত থাকে থাকুক এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে রামানুজ-সম্মত ভক্তিমার্গের প্রকারান্তরে স্বমত মধ্যে স্থান প্রদান করিল।

ওদিকে বিজয়কামী রামানুজমত অদ্বৈতমতের এই প্রকার ঔদাসীন্য ভাবকে অদ্বৈতমতের পরাজয় ভাবিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিল, জগৎ সত্য বলিয়া ঘোষণা করিল; রামানুজমতে জগৎসত্যত্ব স্থান পাইল। কিন্তু নানা শত্রুর মধ্য হইতে অভীষ্টলাভ হইলে যেমন তাহার রক্ষার্থ শত্রুগণের সহিত সাম ও দান নীতি প্রধান সহায় হয়, তদ্রূপ রামানুজমতে 'জীবে দয়া' ও 'ভগবৎ শরণাগতি' প্রভৃতি স্থান পাইল। রামানুজমতের প্রাধান্যে ভারতীয় ধর্মরাজ্যে গৃহবিবাদ প্রবলাকার ধারণ করিল। সুতরাং রামানুজ মতটি হইল বৈদিক মতের কোন ভাববিশেষরূপ পৌরাণিকমতস্থাপনপ্রধান এবং অপর পৌরাণিকমতনিরাশপ্রধান।

উভয় মতে সাম্প্রদায়িক শিক্ষার অংশ

উপরে যাহা বলা হইল কেবল তাহাই আচার্যদ্বয়ের দার্শনিক মতের হেতু বা ভিত্তি নহে। এতদ্ব্যতীত সাম্প্রদায়িক শিক্ষার একটি অতি প্রবল কারণ আছে, তাহা আমরা এখনও গ্রহণ করি নাই। এই সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ব্যতীত আচার্যদ্বয় ঠিক ওরূপ কখনই হইতে পারিতেন না। আচার্য শঙ্কর যদি গুরুগোবিন্দপাদ এবং

গৌড়পাদকে না পাইতেন, আচার্য রামানুজ যদি মহাপূর্ণ ও যামুনাচার্যকে না জানিতে পারিতেন, পক্ষান্তরে ইহারা যদি আচার্যদ্বয়কে তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া না দিতেন তাহা হইলে আচার্যদ্বয় কোন্ পথে তাঁহাদের মহত্ত্ব প্রকাশিত করিতেন, তাহা বলা কঠিন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক শিক্ষা আচার্যদ্বয়ের মত-গঠনে যে অতি প্রধান কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

বস্তুতঃ এই সাম্প্রদায়িক শিক্ষা জগৎপ্রবাহে একটি অপূর্ব কৌশল। ইহা বহুদিন জীবিত থাকিয়া কখন সঙ্কুচিত কখন প্রসারিত হইয়া জগতের নানা কার্য-সাধন করে। ইহা যেন জগজ্জননী পিতামহী প্রকৃতি দেবীর রত্ন-পেটিকা, বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততিগণ ইহা ভোগদখল করিয়া থাকে। ইহা একদিকে আমাদিগকে যেমন নূতন আলোক প্রদান করে—পূর্বপুরুষগণের পরীক্ষিত সত্যভূষণে সমলঙ্কৃত করে, অপরদিকে তদ্রূপ মানবচিন্তাকে স্বাধীনভাবে চলিতে বাধা দেয়—তাহাকে সংস্কারের অনুগামী করিয়া তুলে। আচার্যদ্বয়ে ইহার প্রভাব কতদূর কার্যকারী হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাদের পূর্বাচার্যগণের গ্রন্থ দেখা প্রয়োজন।

যাহা হউক, এখন এ বিষয়টি জানিতে পারাতে ইঁহাদের দার্শনিক মতমীমাংসার পক্ষে এইটুকু সহায়তা হইল যে, ইঁহারা বিচারকালে কখন কোন্ দিকে চলিতেছেন তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। বিচারকালে কোন্‌টি তাঁহাদের নিজের যুক্তি, কোন্‌টি তাঁহাদের অনুভূতি, এবং কোন্‌টি তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক যুক্তি, তাহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব। আর এ লাভ অল্প নহে। কারণ, এতাদৃশ মহাপুরুষগণের যাহা অনুভূত ও সাক্ষাৎকৃত বিষয়, তাহার মূল্য বড় কম নহে।

যাহা হউক, আচার্যদ্বয়ের মতের বীজনির্ণয়ফলে আমরা আচার্যদ্বয়ের সমগ্র বিচারপ্রণালীর মধ্যে যাহা তাঁহাদের অভীষ্ট এবং যাহা প্রাসঙ্গিক ও যাহা সম্প্রদায়ের নিষ্ঠাবৃদ্ধির জন্য বাদীর নিন্দা মাত্র, তাহাও সহজে বুঝিতে পারিব। কারণ, তর্ক-স্থলে কখন কখন বাদী প্রতিবাদী এমন সকল কথাও বলেন, যাহা তাঁহাদের অভীষ্ট নহে।

অতএব আচার্যদ্বয়ের মত তুলনা করিবার জন্য আচার্যদ্বয়ের জীবনবৃত্ত তুলনা যেমন প্রয়োজন তদ্রূপ তাঁহাদের মতদ্বয়ের বীজ কি, তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এখন ইহা স্মরণ করিয়া সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন কোন্ আচার্য, বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কতদূর সমর্থ।

উপসংহার

প্রস্তাবনা

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া আমরা যথাসাধ্য (১) বিশেষভাবে আচার্যদ্বয়েব জীবনবৃত্তসংগ্রহ, (২) সামান্যভাবে তাঁহাদের মতের পবিচয়, (৩) সামান্য এবং বিশেষভাবে তাঁহাদের জীবনবৃত্তের তুলনা, (৪) সামান্যভাবে তাঁহাদের মততুলনা, (৫) তুলনার নিয়ম প্রভৃতিব আলোচনাকার্য শেষ করিলাম। কিন্তু সেই আলোচনাকালে এই সকল কথা এতই বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত হইযা পড়িযাছে যে, সে সমস্ত সঙ্কলন করিয়া কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা বড় সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে না। এই কারণে এই উপসংহাবমধ্যে আলোচিত বিষয়েব যদি একটি সার সঙ্কলন করা যায়, তাহা হইলে সুধী পাঠকবর্গেব কিঞ্চিৎ সহায়তা হইবে মনে হইতেছে। আর তজ্জন্য আমরা এস্থলে আমাদেব পূর্বে আলোচিত বিষয়ের একটি মূল সূত্র বা একটি সার সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য

প্রথম—এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বেদান্তপ্রতিপাদ্য যে সত্য, তাহা অদ্বৈত কি বিশিষ্টাদ্বৈত তাহা নির্ণয় কবিবার জন্য ঐতিহাসিক যুগান্তর্গত বেদান্তেব প্রধান ব্যাখ্যাতা ও প্রচারকর্তা আচার্য শঙ্কর ও আচার্য রামানুজেব জীবনবৃত্ত তুলনা করিয়া তাঁহাদের মতের তুলনা কার্যে সহায়তা করা।

গ্রন্থের প্রয়োজন

দ্বিতীয়—এই তুলনাকার্যের প্রয়োজন-- নিঃসংশয় এবং অভ্রান্তভাবে আমাদের জীবনের যাহা চরম লক্ষ্য, তাহা প্রথম হইতেই অদ্বৈত কি বিশিষ্টাদ্বৈত তাহা নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতি অগ্রসর হওযা এবং যে বেদেব প্রতিপাদিত সত্য ভিন্ন নিঃশ্রেয়সলাভ অসম্ভব, সেই বেদ যে একমাত্র সত্যই প্রকাশ করে, নানা মতবাদ যে তাহার তাৎপর্য নহে, বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কোন কোন মতবাদ তাহার তাৎপর্যভূত মতবাদের সোপানস্বরূপ এবং কোন্ কোন্ মতবাদ তাহাব প্রতিবন্ধকস্বরূপ—এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান অর্জন করিয়া আমাদের লক্ষ্যাভিমুখে গমনে সহায়তা করা।

তুলনার নিয়ম

তৃতীয়—এজন্য তুলনার যে নিয়ম করা হইয়াছে তাহার মূল সূত্র এই যে, সমান বিষয় অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের জীবনের ঘটনার দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ নির্ধারণ করিতে হইবে। যেমন তাঁহাদের ধীরতা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিবার জন্য তাঁহাদের জীবনের ধীরতার যতগুলি পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা একত্র করিয়া বিচার করিতে হইবে। ধীরতার বিচারকালে ধীরতার সঙ্গে অপর যে সকল ভাব মিশ্রিত বলিয়া বোধ হইবে, তাহাদের বিচার এই ধীরতা বিচারকালে আর করা হইবে না। তাহাদের বিচার পৃথকভাবেই করিতে হইবে। যেমন পরোপকারের জন্য যদি একজনে ধীরতার অল্পতা দেখা যায়, তখন যেহেতু পরোপকার একটি ভাল গুণ সেইহেতু তাঁহার ধীরতা অল্প নহে—এ কথা বলিলে আর চলিবে না। তাঁহার ধীরতা অল্পই বলিতে হইবে। জীবনচরিত্র তুলনায় ইহা সর্বপ্রধান মূল সূত্র।

জীবনচরিতবর্ণনে লক্ষ্য

চতুর্থ—আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা যেরূপ পাওয়া গিয়াছে সেইরূপই তাঁহাদের প্রত্যেকের ভক্তের দৃষ্টিতেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তের বর্ণনায় যে দোষ গুণ থাকে, তাহা ইহাতে আছে। সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠক ইহা স্মরণ করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন – আশা করা যায়। আমরা তুলনাকালে এ বিষয়টির প্রতি যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিয়াছি। তবে বিরুদ্ধবাদীর ভাব অথবা উদাসীনের ভাব গ্রহণ করি নাই। কারণ, ইঁহারাই আমাদের ধর্মের আচার্য, ইঁহাদের প্রদর্শিত পথে আমরা অধিকাংশ ভারতবাসী চলিয়া আসিতেছি। জীবনচরিত্রের সংক্ষেপজন্য প্রত্যেক পত্রের বিষয়নির্দেশক শিরোনামগুলির একটি সূচীপত্র সংলগ্ন করা হইয়াছে। তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই চলিতে পারে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে আর তাহা পৃথগ্‌ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইল না।

সামান্যভাবে তুলনার ফল

পঞ্চম—সামান্যভাবে আচার্যদ্বয়ের যে চরিত্র তুলনা করা হইয়াছে তাহাতে আমরা দেখিয়াছি আচার্য শঙ্করের চরিত্র এক কথায় শান্ত ও সংযত এবং আচার্য রামানুজের চরিত্র ভাব-বিহ্বল ও তরঙ্গায়িত। ইঁহাদের উভয়েই অবতারোচিত সদ্‌গুণরাশি ছিল, কিন্তু ইঁহাদের যাবতীয় সদ্‌গুণরাশি উক্ত দুইটি ভাবমিশ্রিত। এতদ্দ্বারা বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যনির্ণয়ের পক্ষে কাহার চরিত্র কতদূর উপযোগী তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

সামান্যভাবে মততুলনার জন্য মতপরিচয়

ষষ্ঠ—সামান্যভাবে যে মত তুলনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে—(ক) দুইজনেই জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত বা উপাসক। কিন্তু শঙ্কর সকল উপাস্যমধ্যেই এক নির্গুণ নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম দেখিতে উপদেশ দিতেন। উপাস্যগণ তাঁহার শক্তির বিলাসভেদমাত্র। সুতরাং অধিকারিভেদে যে কোন ব্যক্তি শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর হইবেন, তিনি নিজ ইষ্ট দেবতার প্রাধান্য দিয়া অপর চারিজনেরও এক ব্রহ্ম-দৃষ্টিসহকারে উপাসনা করিবেন। রামানুজমতে একমাত্র বিষ্ণু-ই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তিনি সগুণ ও সবিশেষ নিখিল কল্যাণগুণের আকর। নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম নাই। অপর উপাস্যগণ সেই বিষ্ণু ভগবানের শক্তির বিলাস। সুতরাং এক বিষ্ণুর পূজাতেই সকলেরই পূজা হইবে। অপরের পৃথক পূজার আর আবশ্যকতা নাই।

শঙ্কর ও রামানুজ মতের মূল সূত্র

(খ) শঙ্করের মতে এই শক্তি, যতদিন জীবের অজ্ঞান থাকে ততদিন থাকে। সুতরাং উপাস্য-উপাসকভাবও ততদিন থাকে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই—এই জ্ঞানে অজ্ঞান নষ্ট হইলে জীব নির্বিশেষ অদ্বৈতভাবে অবস্থিত হইবে—সুখ-দুঃখের অতীত হইবে—পুনর্জন্ম আর হইবে না। আর রামানুজমতে এই শক্তি নিত্য, সুতরাং জীব চিরকালই উপাসক হইয়াই থাকিবে এবং ভগবৎসন্নিধানে থাকিয়া ভগবৎসেবা করিয়া অপার অনির্বচনীয় আনন্দভোগ করিতে থাকিবে। এই আনন্দভোগরূপ সুখে কোন দুঃখলেশ থাকিবে না। সুখই জীবের অভীষ্ট, সুখদুঃখের অতীত হওয়া অভীষ্ট হইতে পারে না।

মতদ্বয়ের মূলসূত্রে আপত্তি ও খণ্ডন

(গ) শঙ্করমতে বলা হয় দুঃখশূন্য সুখভোগ অসম্ভব কল্পনা। ভগবৎসেবাতেও দুঃখ আছে, উহা নিঃশ্রেয়স বা চরম মুক্তি নহে। উহা স্বর্গবিশেষ। তথা হইতে জগতে পুনরাগমন হয়। যেমন বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় ও বিজয়ের রাবণাদিরূপে জন্ম হইয়াছিল। আর লীলাবশে উক্ত পুনরাগমন হয়। সুতরাং বাস্তবিক দুঃখ থাকে না—এরূপ বলাও চলে না। কারণ, জন্মগ্রহণ করিলে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। সীতাহরণে ভগবান রামচন্দ্রের যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা যদি দুঃখ না হয়, তবে প্রত্যক্ষবিরোধ হয়। আর তাহা হইলে প্রত্যক্ষ জগৎকে মিথ্যা বলিতে দ্বৈতবাদিগণের আপত্তি হওয়া উচিত হয় না। যেখানে দ্বৈতগন্ধও থাকে সেই স্থলেই ভয় থাকে। এই ভয়ই ত মহাদুঃখ। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতমতে দুঃখশূন্য

সুখভোগ কল্পনা—অসম্ভব কল্পনা। আর শক্তি নিত্যা হইলে বন্ধের অত্যন্ত বিনাশ অসম্ভব হয়। কারণ, শক্তিবশতঃই এই জগৎসংসারের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু রামানুজ মতে ইহা স্বীকার করা হয় না। তন্মতে বলা হয়—শঙ্করের নির্বাণমুক্তি আত্মবিনাশ। ঈশ্বর যদি নিত্য হন, তবে তাঁহার শক্তি অনিত্য হইবে কেন? দুঃখশূন্য সুখ সম্ভব কি না, তাহা ঈশ্বর সে·। যে ব্যক্তি না করিয়াছে, সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। ইহা নিশ্চিত সত্য। আর বন্ধের যে—অত্যন্ত বিনাশ, তাহা ঈশ্বরকৃপাতে সম্ভব। লীলাবশে যে জন্মাদি গ্রহণ, তাহাতে যে দুঃখপ্রতীতি, তাহা অজ্ঞানীর দৃষ্টিতেই হয়। ঈশ্বর বস্তুতঃ সর্বদোষ বিনির্মুক্ত। সকল কল্যাণগুণের আকর সেই বিষ্ণু বা নারায়ণ ভিন্ন আর কেহই নহেন।

প্রবৃত্তির অনুকূল সিদ্ধান্তের ফল

এখন এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রবৃত্তি অনুকূল সিদ্ধান্ত হইলে দুঃখশূন্য সুখলাভের জন্য রামানুজ যেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, আর দুঃখশূন্য সখলাভ অসম্ভব, সুতরাং দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ করিতে হইলে সুখ দুঃখ উভয়ই ত্যাগ করিতে হয়। এজন্য সুখ দুঃখের অতীত হইবার আশায় শঙ্কর অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন। এক কথায় শঙ্কর আত্যন্তিক দুঃখ নাশের জন্য সুখদুঃখ উভয় ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতবাদী আর দুঃখশূন্য সুখের জন্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী—এখন ইহাই যদি আচার্যদ্বয়ের নিজ নিজ সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজন হয়—ইহাই যদি দুই জনের মতের মূলসূত্র হয়, তাহা হইলে সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন—দুঃখশূন্য সুখ এবং সুখদুঃখ উভয়েরই ত্যাগ সম্ভব কি না, আবশ্যক কি না এবং উচিত কি না? অর্থাৎ কাহার মত তাহা হইলে বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যনির্ণয়ে উপযোগী এবং কাহার · · অনুপযোগী, অথবা বিশিষ্টাদ্বৈত মত সত্য, কি অদ্বৈত মত সত্য?

যুক্তির অনুকূল সিদ্ধান্তের মূল—ভ্রমতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব

তাহার পর যদি ভাবা যায় যে, আচার্যদ্বয় জগৎতত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া অনুভব ও যুক্তির সাহায্যে উভয়েই নিজ নিজ মতে উপনীত হইয়াছেন, কোন প্রয়োজনবশতঃ বা কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কোন মত গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত তাঁহাদের প্রবৃত্তির অনুযায়ী নহে, তাহা হইলে যে তত্ত্ব বা যে সত্য অবলম্বনে ইঁহারা দুইটি বিভিন্ন মতবাদী হইয়াছেন, তাহা এক কথায় যদি বলিতে হয়, ত া হইলে বলিতে পারা যায় যে, তাহা প্রথম—ভ্রমতত্ত্ব অর্থাৎ ভ্রমের স্বরূপ বিষয়ে উভয়ের জ্ঞান বা উভয়ের ধারণা,

এবং দ্বিতীয়—তাহা জ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকৃতি সম্বন্ধে উভয়ের মত বা উভয়ের ধারণা।

ভ্রমতত্ত্বানুসারে মতভেদ

আচার্য শঙ্কর ভ্রম স্বীকার করেন বলিয়া তিনি অদ্বৈতবাদী হইতে পারিয়াছেন এবং আচার্য রামানুজ ভ্রম স্বীকার করেন না বলিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইতে পারিয়াছেন। ভ্রম স্বীকার করিলে আর বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত নির্দোষ বা সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হয় না, অথবা যুক্তিযুক্ত হয় না। এবং ভ্রম স্বীকার না করিলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত নির্দোষ বা সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হয় না, অথবা যুক্তিযুক্ত হয় না। এই জন্য আচার্য শঙ্কর নিজ প্রধান কীর্তি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের প্রারম্ভেই এই ভ্রমতত্ত্ব অর্থাৎ অধ্যাস নির্ণয় করিয়াছেন। আর এইজন্যই আচার্য রামানুজ নিজ প্রধান কীর্তি সেই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রারম্ভেই ভ্রম অস্বীকারে সবিশেষ যত্ন করিয়াছেন।

শঙ্করমতে ভ্রমতত্ত্বের পরিচয়

আচার্য শঙ্করের মতে ভ্রমের যে বিষয় তাহা সৎ নহে, অসৎ নহে সদসৎও নহে, কিন্তু সদসদ্‌ভিন্ন বা অনির্বচনীয়। সৎ হইলে উহা বাধ্য হইত না, অসৎ হইলে উহা প্রতিভাতই হইত না; যেমন বন্ধ্যাপুত্র কখনই প্রতীত হয় না, আর সদসৎ পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং তাহাও অসম্ভব। অতএব ভ্রম সদসদ্‌ভিন্নই বলিতে হইবে। ইহা প্রতিভাত হয় বলিয়া তৎকালেই উহার সত্তা স্বীকার করা হয়, উহার সত্তাবশতঃ উহা প্রতিভাত হয় না। উহা অধিষ্ঠানের জ্ঞানেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায়, তাহা রজ্জুর দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যনিষ্ঠ যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের পরিণতিমাত্র, সেইজন্য এইরূপ সর্পকে "এই সর্প" বলিয়া জ্ঞান হয়। এই "সর্পজ্ঞান" পূর্বদৃষ্ট সর্পজ্ঞানের সংস্কার হইতে উৎপন্ন সর্পস্মৃতিও নহে এবং অরণ্যস্থ সর্পজ্ঞানও নহে। যেহেতু সর্পস্মৃতি হইলে "এই সর্পজ্ঞান" না হইয়া "সেই সর্পজ্ঞান" হইত এবং অরণ্যস্থ সর্পজ্ঞানও নহে, কারণ, অরণ্যস্থ সর্পের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ হয় নাই, সুতরাং রজ্জুতে সর্পভ্রম অরণ্যস্থ সর্পের জ্ঞান হইতে পারে না।

রামানুজমতে ভ্রমতত্ত্বের পরিচয়

কিন্তু রামানুজমতে যাহাকে লোকে ভ্রম বলে তাহার বিষয় সৎ এমন কি তাহা ব্রহ্মেরই ন্যায় সৎ। রজ্জুতে যাহা উপাদান তাহাই সর্পের উপাদান। উপাদানের অল্পাধিক্যনিবন্ধন ও উপাদানবিন্যাসের তারতম্যপ্রযুক্ত রজ্জুকে সর্প বলা হয় না।

কিন্তু রজ্জুতে সর্পজ্ঞান যথার্থ জ্ঞানই বটে। রজ্জুকে সর্প বলিয়া ব্যবহারে বাধা ঘটে বলিয়াই—রজ্জুকে সর্প বলা হয় না। শুক্তিতে যে রজত জ্ঞান হয়, তাহা পঞ্চীকরণবশতঃ শুক্তিতে রজতাংশ বশতঃই হয়। সুতরাং তাহাও যথার্থ জ্ঞান। তবে তাহাকে রজত বলিয়া ব্যবহার করা হয় না, ইহাই বিশেষ । এইরূপে সকল জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, সকল জ্ঞানই সত্যজ্ঞান।

ভ্রমতত্ত্বানুসারে মতভেদের প্রকার

এখন শঙ্কর ভ্রম স্বীকার করিয়া ব্রহ্মে জগতের ভ্রম স্বীকার করিলেন আর তাহার ফলে জগৎ কোন কালেই ব্রহ্মে নাই, অথচ প্রতীতিকালে তাহা আছে বলিয়া বোধ হইল। ব্রহ্মের জ্ঞানেই জগতের জ্ঞান ও সত্তা সবই চলিয়া যাইবে। কেবল ব্রহ্মমাত্রই থাকিবে "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ইহাই সিদ্ধ হইবে। আর রামানুজ ভ্রম স্বীকার না করিয়া জগৎকে সত্য বলিলেন। জগৎ ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয় হইল ব্রহ্মজ্ঞানে জগতের জ্ঞান ও জগতের সত্তা চলিয়া যাইবে না। জীব ব্রহ্মের অঙ্গরূপে থাকিয়া ব্রহ্মের নিয়ত সেবা করিয়া সুখী হইবে— এইরূপ বিভিন্ন মতদ্বয় উৎপন্ন হইল। এখন সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন -রজ্জুতে যে সর্প দেখা যায় তাহা সত্য সর্প কিনা, পূর্বদিককে যে পশ্চিমদিক বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রম জ্ঞান কি না। আর ইহার ফলে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সত্য কি রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সত্য তাহাও তাঁহারাই স্থির করুন।

জ্ঞানতত্ত্বানুসারে মতভেদ

তাহার পর জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে শঙ্কর নির্বিষয় জ্ঞানকে জ্ঞানস্বরূপ বলেন এবং সবিষয় জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলেন এবং তাহাকে সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক ভেদে দুইরূপ বলেন। রামানুজ কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। অর্থাৎ তিনি নির্বিষয় জ্ঞানই স্বীকার করেন না এবং সবিষয় জ্ঞানান্তর্গত নির্বিকল্পক জ্ঞানও বস্তুতঃ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে সকল জ্ঞানই সবিষয় জ্ঞান এবং তাহাও আবার সবিকল্পক জ্ঞান। যে জ্ঞানে বিষয়ের ভান হয় না, তাহা নির্বিষয় জ্ঞান এবং যে জ্ঞানে বিষয় থাকে তাহাই সবিষয় জ্ঞান। ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান সবই সবিষয় জ্ঞান। এই ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানে যখন বিশেষ্যতা, প্রকারতা ও সংসর্গতার ভান বা জ্ঞান হয়, তখন ইহা সবিকল্পক জ্ঞান এবং তাহাদের যখন ভান হয় না তখন ইহা নির্বিকল্পক জ্ঞান। ঘটজ্ঞানে ঘটত্ব হয়—প্রকার, ঘটটি হয়—বিশেষ্য এবং ঘটত্ব ও ঘটের যে সম্বন্ধ তাহাই সংসর্গ। ঘটের সবিকল্পক জ্ঞানে "ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট" এইরূপ জ্ঞানই হয়।

নির্বিষয় জ্ঞান স্বীকার এবং অস্বীকারের ফল

এখন শঙ্কর নির্বিষয় জ্ঞান স্বীকার করায় তাঁহার যে ব্রহ্ম, যাঁহাকে তিনি জ্ঞানস্বরূপ বলেন, তিনি নির্বিশেষ, নির্গুণ ও স্বপ্রকাশ বস্তু হইতে পারিলেন, জগতাদি যাবৎ বিষয় তাঁহাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত হইতে পারিল। অপরপক্ষে রামানুজ সবিশেষ সবিকল্পক মাত্র স্বীকার করায় তাঁহার ব্রহ্ম সবিশেষ সগুণ প্রভৃতি হইল, নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁহার মতে অসিদ্ধ বা অসম্ভব হইল।

নির্বিষয় জ্ঞানে যুক্তি

এখন জ্ঞান নির্বিষয় হইতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে শঙ্কর ও রামানুজমতের যুক্তি এবং অনুভব কিরূপ তাহা একবার দেখা যাউক। শঙ্করমতের যুক্তি এবং অনুভব এই যে, জ্ঞানটি বিষয়ী এবং জ্ঞেয়টি বিষয়। জ্ঞান—প্রকাশক এবং জ্ঞেয়—প্রকাশ্য। বিষয় কখন প্রকাশক হয় না, তাহা প্রকাশ্যই হয়। যেহেতু প্রকাশক কখন প্রকাশ্য হয় না। কর্তা কখন কর্ম হয় না। প্রকাশ্য ও প্রকাশ, কর্তা ও কর্ম বিভিন্ন পদার্থই হয়। নিজে যেমন নিজের স্কন্ধে আরোহণ করা যায় না, ইহাও তদ্রূপ। আর জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশ করে বলিয়া জ্ঞান স্বপ্রকাশ, বিষয় না থাকিয়াও প্রকাশস্বভাব।

স্বপ্রকাশত্বে আপত্তি ও উত্তর

যদি বলা যায় প্রকাশ্য না থাকিলে প্রকাশক হইবে কে? কে কাহাকে প্রকাশ করিবে? তাহাও সঙ্গত হয় না। কারণ, প্রকাশ্য না থাকিলেও প্রকাশক থাকিতে পারে। যাহা স্বপ্রকাশ তাহাই প্রকাশ্যে আসিলে প্রকাশ্যকে প্রকাশ করিবে। যেমন স্বপ্রকাশ সূর্য জগৎকে প্রকাশ করে, জগৎ না থাকিলেও সূর্যের প্রকাশত্বের হানি হয় না। অতএব প্রকাশ্য না থাকিলেও স্বপ্রকাশত্বের কোন বাধা হয় না।

সূর্যদৃষ্টান্তদ্বারা আপত্তি ও উত্তর

যদি বলা যায় সূর্য যেমন অপরকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ নিজেকেও প্রকাশ করে। আর নিজেকে নিজেই প্রকাশ করে বলিয়া তাহাকে স্বপ্রকাশ বলা হয়। তদ্রূপ জ্ঞান অপরকেও প্রকাশ করে এবং নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ নিজেই নিজের বিষয় হয়। এইজন্য জ্ঞানকেও স্বপ্রকাশক বলা হয়। সুতরাং বিষয়াভিন্ন প্রকাশ সম্ভবপর হয় না। এইরূপে বিষয় ব্যতীত জ্ঞানই হয় না, অর্থাৎ নির্বিষয় জ্ঞানই নাই। এতদুত্তরে বলা হয় যে, সূর্য যেমন নিজেকে প্রকাশ করিবার কালে নিজ হইতে পৃথক না হইয়াই নিজেকে প্রকাশ করে অর্থাৎ নিজেকে বিষয় করে, প্রকাশ্য সূর্য ও প্রকাশক সূর্য অপৃথকই থাকে, জ্ঞানও তদ্রূপ নিজেকে প্রকাশ

করিবার কালে নিজ হইতে অপৃথক থাকিয়াই নিজেকে প্রকাশিত করে অর্থাৎ বিষয় করে। জ্ঞেয় জ্ঞান ও জ্ঞাতা জ্ঞান পৃথক হয় না। অতএব ঘটপটাদি জ্ঞানে যেমন বিষয়-ঘটপটাদি বিষয়ীজ্ঞান হইতে পৃথক, তদ্রূপ জ্ঞানের জ্ঞানে পৃথক বিষয়-বিষয়ী ভাব থাকে না। এইরূপ অপৃথক বিষয়-বিষয়ী ভাবাপন্ন জ্ঞানই নির্বিষয় জ্ঞান। যেহেতু বিষয় ও জ্ঞানের পার্থক্য না থাকা এবং জ্ঞানের বিষয় না থাকা একই কথা।

অনুব্যবসায় জ্ঞানদ্বারা আপত্তি ও উত্তর

যদি বলা যায় ঘটজ্ঞানের পর "আমি ঘটজ্ঞানবান" এইরূপ অনুব্যবসায়-জ্ঞানে প্রথম জ্ঞানটি দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় হয়, আর সেই জ্ঞান দুইটি পৃথকই হয়, অতএব জ্ঞানের জ্ঞানেও পৃথক বিষয়-বিষয়ী ভাব থাকেই। তাহা হইলে বলিব—সেখানে কেবল-জ্ঞান জ্ঞানেব বিষয় নহে, কিন্তু ঘটবিশিষ্ট জ্ঞানই জ্ঞানের বিষয় হয। আর তদ্ব্যতীত সেখানে দুইটি জ্ঞানই পৃথক। সুতরাং নিজে নিজেকে পৃথক করিযা নিজে নিজের বিষয় হইতেছে না। একটি জ্ঞান অপর একটি জ্ঞানের বিষয় হইলে নিজে নিজের বিষয় হইল না।

সূর্য দৃষ্টান্তদ্বারা প্রকারান্তরে আপত্তি ও উত্তর

যদি বলা যায় সূর্য যে নিজেকে প্রকাশ করে তাহা নিজ হইতে নিজে পৃথক হইয়াই করে, যেহেতু সূর্যালোক ও সূর্যমণ্ডল পৃথক বস্তু বলিয়াই সকলে বুঝিয়া থাকে। অতএব নিজে নিজেকে প্রকাশ করিলে নিজ হইতে পৃথক হইয়াই প্রকাশ করে, বলিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, সূর্যালোকদ্বারা সূর্যমণ্ডল প্রকাশিত হয় না। ঘনসূর্যালোকই সূর্যমণ্ডল। সূর্যালোক ত [illegible]সীকাচদ্বারা পুঞ্জীকৃত করিলে সূর্যমণ্ডলবৎই প্রতীয়মান হয়। সূর্যমণ্ডলে যে পার্থিব পদার্থ থাকে, তাহা সূর্যালোকদ্বারা প্রকাশিত হয় বলিলেও আলোকঘন মণ্ডল কখন আলোকদ্বারা প্রকাশিত হয় না। সূর্যমণ্ডলের যে প্রকাশধর্ম তাহা আলোকেরই ধর্ম। সূর্যমণ্ডলের পার্থিব পদার্থের ধর্ম নহে। আর সূর্য নিজ হইতে পৃথক হইয়া নিজকে প্রকাশ করিলে প্রকাশ্য সূর্যকে অপ্রকাশস্বভাব বলিতে হয়' কিন্তু কোন সূর্যই অপ্রকাশস্বভাব নহে। স্বপ্রকাশবস্তু নিজ হইতে অপৃথক থাকিয়াই নিজকে প্রকাশ করে অর্থাৎ নিজেই প্রকাশিত হয়। এই কারণে স্বপ্রকাশ জ্ঞানই নির্বিষয়ক জ্ঞান।

সূর্যের স্বপ্রকাশত্বে আপত্তি ও উত্তর

যদি বলা যায় স্বপ্রকাশ সূর্যও যেমন জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ্য হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয়, তদ্রূপ জ্ঞানও স্বপ্রকাশ হইলেও অপর জ্ঞানদ্বারা প্রকাশ্য হয়, অর্থাৎ

অপর জ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং জ্ঞান নির্বিষয় কখনই হয় না। তাহা হইলে বলা হইবে, জ্ঞান যদি জ্ঞানান্তরদ্বারা প্রকাশ্য হয়, তাহা হইলে সে জ্ঞানও জ্ঞানান্তরদ্বারা প্রকাশ্য হইবে। তাহাতে এইরূপে অনবস্থা দোষই হইবে। আর সেই দোষপরিহারের জন্য জ্ঞানকেই স্বপ্রকাশ বলা আবশ্যক হইবে। আর যদি জ্ঞান জ্ঞানভিন্নের দ্বারা প্রকাশ্য হয়, তবে জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য হইল। সেই অজ্ঞান আবার জ্ঞানদ্বারাই প্রকাশ্য, এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে। আর সেই দোষ পরিহারের জন্য জ্ঞানকেই স্বপ্রকাশ বলা আবশ্যক হইবে। অতএব জ্ঞান স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ নিজে নিজ হইতে অপৃথক থাকিয়াই নিজেকে প্রকাশিত করে, অর্থাৎ নিজেই প্রকাশিত হয়। আর তাহা হইলে ইহাতে কমকর্তৃবিরোধও হইবে না। যেহেতু অপৃথক থাকিয়া নিজে নিজেকে বিষয় করা আর জ্ঞান নির্বিষয়—ইহা বলা একই কথা।

স্বপ্রকাশজ্ঞানসিদ্ধিতে নির্বিষয় জ্ঞানসিদ্ধি

স্বপ্রকাশ আলোক যেমন যখন যাহার উপব পতিত হয়, তখন তাহাকেই প্রকাশ করে। সেই আলোক স্বপ্রকাশ না হইলে যেমন অপবকেও প্রকাশ করিতে পারে না, জ্ঞানও তদ্রূপে স্বপ্রকাশ যখন যাহাকে বিষয়রূপে প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে প্রকাশিত করে। নিজে স্বপ্রকাশ না হইলে অপরকে প্রকাশিত কবিতে পারিত না। তবে বিশেষ এই যে, সূর্য স্বপ্রকাশ হইলেও জ্ঞানদ্বাবা প্রকাশ্য হয়, জ্ঞান কিন্তু আর সেরূপ হয় না। এইজন্যই জ্ঞানই যথার্থ স্বপ্রকাশ বস্তু, অথবা যাহা স্বপ্রকাশ বস্তু, তাহা জ্ঞানই। এই জ্ঞান অন্তঃকরণে মিশিয়া আমিজ্ঞান হয়। সেই অন্তঃকরণ মিশ্রিত জ্ঞান ঘটপটাদিতে পতিত হইয়া 'ইহা ঘট ইহা পট'' এই জ্ঞান হয় এবং তৎপরে "আমি ঘটপটজ্ঞানবান্" ইত্যাদি প্রকারের জ্ঞান হয়। জ্ঞান যে বিষয়কেই প্রকাশ করে, সে বিষয় না থাকিলেও অথবা সে বিষয় আবির্ভূত হইবার পূর্বেও নিজে প্রকাশশীলই থাকে। সকল বিষয়ের প্রকাশ জ্ঞানের প্রকাশসাপেক্ষ, জ্ঞানের প্রকাশ কাহারও সাপেক্ষ নহে। এইজন্য যাহা স্বপ্রকাশ জ্ঞান তাহাই নির্বিষয় জ্ঞান এবং যাহা নির্বিষয় জ্ঞান তাহাই স্বপ্রকাশ জ্ঞান।

রামানুজের নির্বিষয় জ্ঞানে আপত্তি

আচার্য রামানুজমতে শঙ্করমতের প্রতিবাদ করিয়া বলা হয় যে, সমুদয় জ্ঞানই নিয়ত বিষয়াবগাহী। যাহা বিষয়াবগাহী নহে, তাহা জ্ঞানই নহে। ঈশ্বরের যে নিত্য জ্ঞান, তাহাও নিত্য বিষয়াবগাহী। যেহেতু বিষয় নিত্য এবং ঈশ্বরও সর্বজ্ঞ। সর্বজ্ঞ শব্দের অর্থই—সর্ববিষয়ের জ্ঞানে জ্ঞানী। এইজন্য ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানও

সবিষয়ক জ্ঞান। জীবের আমিজ্ঞানভিন্ন যে জ্ঞান তাহা জন্যজ্ঞান। কারণ, তাহা বিষয়েন্দ্রিয়াদিসন্নিকর্ষ হইতে জন্মে। সুতরাং তাহা বিষয়শূন্য কখনই থাকিতে পারে না। বিষয় না থাকিলে জ্ঞানই হয় না। জ্ঞান যে নিজে নিজেকে প্রকাশ করে, তাহাতেও ঘটপটাদি বিষয় থাকে। আর অনুব্যবসায়াদিস্থলে জ্ঞান নিজে নিজ হইতে পৃথক হইয়াই নিজের বিষয় হয় বটে. কিন্তু তাহাতেও তাহার জ্ঞানত্ব ধর্ম্ম যায় না। জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞান জ্ঞানের বিষয় ত হইলই। এজন্য তাহাদের মধ্যে অপার্থক্যও থাকে। সুতরাং জ্ঞান নিজেই নিজের বিষয় হয়। জ্ঞানের জ্ঞান হওয়া পর্যন্তই অর্থাৎ অনুব্যবসায় পর্যন্তই জ্ঞানের পর্যবসান হয়। "ইহা ঘট" এইরূপ জ্ঞানের পর "ঘটজ্ঞানবান্ আমি" না হওয়া পর্যন্ত ঘটজ্ঞানপূর্ণ নহে। ঘটজ্ঞানজন্য ব্যবহাব এইস্থলেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই জ্ঞানের স্বভাব। ইহাই সকলের অনুভবসিদ্ধ। আর বিষয়শূন্য হইলে জ্ঞান কখন নিজেও নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না। যেমন আকাশে নিক্ষিপ্ত দর্পণপ্রতিবিম্ব দেখা যায় না। কিন্তু ঘটপটাদি কোন দশ্যবস্তুর উপর নিক্ষিপ্ত হইলেই দেখা যায়। আর তখনই তাহা আলোক বলিয়া বোধ হয়। আকাশে নিক্ষিপ্ত দর্পণবিম্বকে কেহ কি আলোক বলিয়া দেখিতে পায়? তদ্রূপ জ্ঞানদ্বারা কোন বিষয় প্রকাশিত হইলেই তাহা স্বয়ংও প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ তখনই তাহা জ্ঞানপদবাচ্য হয়। যাহা প্রকাশিত হয় না, তাহার সত্তাসিদ্ধি কিরূপে হইবে?

অনুভবের বিষয় নাই, অথচ অনুভব হইতেছে—এরূপ কখনও কেহ অনুভব করে না। অনুভবমাত্রই অনুভাব্য থাকে। এই যে আমাদের "এই ঘট, এই পট" জ্ঞান হয়, ইহার মূলে একটা "আমি জ্ঞান" থাকে। যাহার "আমি জ্ঞান" নাই তার কখন "ঘটপটজ্ঞান" হয় না। আর এই যে "আমি জ্ঞান" ইহার যে অনুভব হয তাহাতেও আমিজ্ঞানটিই অনুভাব্য হয়। তখন অনুভবকর্তা যে আমি জ্ঞান, তাহা তাহা হইতে পৃথক হইয়াই হয়। অহংপ্রত্যয়গম্য কর্তা ও জ্ঞাতা এবং অণুপরিমাণ যে জীবাত্মা, তাহা সূর্য হইতে ভিন্ন সূর্যপ্রভার ন্যায়, বিভুপরিমাণ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানরূপ দ্রব্যাত্মক গুণদ্বারা বিষয়ীকৃত হয়। অতএব কি ঘটপটজ্ঞান এবং কি আমি জ্ঞানের জ্ঞান, সকল স্থলেই জ্ঞানের বিষয় থাকে। জ্ঞানের নিজের জ্ঞানেও জ্ঞান বিষয় হইবার জন্য বিষয়ী-জ্ঞান হইতে পৃথক হইয়া যায়। অতএব কোন জ্ঞানই পৃথক বিষয়শূন্য নহে। অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক হয়, নির্বিষয়কজ্ঞান নাই। সুতরাং বিষয়শূন্য জ্ঞান কোথায়? অতএব নির্বিষয় জ্ঞানই নাই, বিষয়শূন্য জ্ঞানই অসম্ভব। বিষয়শূন্য জ্ঞান কাহারও অনুভবে আসে না। সুতরাং সকল জ্ঞানই সবিষয় জ্ঞান এবং সেই সকল জ্ঞানই আবার সবিকল্পক

জ্ঞান, অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হয়, তাহা কি প্রকার প্রভৃতি তাহার জ্ঞানও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হয়।

রামানুজমতে—যাহা স্বয়ং প্রকাশ অথচ অচেতনদ্রব্য হইয়া বিষয়টি হয়—বিভু হইয়া যাহা প্রভার ন্যায় দ্রব্য ও গুণস্বরূপ হয় এবং যাহা বিষয়প্রকাশক বুদ্ধি, তাহাকেই জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান ঈশ্বরের এবং নিত্য মুক্তগণের সর্বদা নিত্য এবং বিভু। বদ্ধগণের পক্ষে ইহা তিরোহিত থাকে মাত্র। মুক্তগণের পক্ষে পূর্বে তিরোহিত থাকে, পরে কিন্তু আবির্ভূত হয়। প্রভার ন্যায় জ্ঞানের সংকোচ ও বিকাশ অবস্থা লইয়া নিত্য জ্ঞানের "উৎপত্তি ও বিনাশ" ইত্যাদি ব্যবহার সিদ্ধ হয়। জ্ঞানটি আত্মার আশ্রিত বলিয়া আত্মার গুণ, সূর্যের প্রভার ন্যায় বলিয়া ইহা দ্রব্যও বটে।

শঙ্করমতে ইহার উত্তর

এতদুত্তরে শঙ্করমতে বলা হয় যে, স্বরূপজ্ঞান নিত্য ও স্বপ্রকাশই। অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া এই জ্ঞান যখন যে বিষয়ের সম্পর্কে আসে, তখনই তাহা প্রকাশিত হয়। এই জ্ঞানকে বৃত্তিজ্ঞান বলা হয়। ইহারই উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। ঘটজ্ঞানের পর পটজ্ঞান এবং পটজ্ঞানের পর মঠ জ্ঞান—এইরূপে বিভিন্ন বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া জ্ঞান যে নিজে স্বপ্রকাশ ও নিত্য তাহাই সিদ্ধ হয়। আর সেই কারণেই বিষয়শূন্য জ্ঞানও স্বীকার্য হয়। কারণ, জ্ঞানরূপ প্রকাশবস্তু একটি পূর্ব হইতে না থাকিলে বিষয়ান্তরকে কে প্রকাশ করিবে? যাহা একবস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যায়, অথচ তাহার নিজ প্রকাশ ধর্মের যদি তারতম্য না হয়, তবে তাহা সেই সব বস্তু হইতে ভিন্ন—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ জ্ঞান আর স্বরূপতঃ নিত্য হয় না। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ও মঠজ্ঞানের প্রকাশধর্ম বিভিন্ন ও বিষয়সাপেক্ষ হইলে একটি নিত্যজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। অতএব জ্ঞানের প্রকাশধর্ম বিষয়নিরপেক্ষই বলিতে হইবে। তাহার পর একটি জ্ঞানের পর আর একটি জ্ঞান হইলে দ্বিতীয় জ্ঞানটি যে প্রথম জ্ঞান হইতে ভিন্ন—ইহাকে প্রকাশ করিবে কে? অতএব একটি স্বপ্রকাশ নিত্যসাক্ষিজ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য। আর সাক্ষিজ্ঞানও বিষয়শূন্য নহে, ঘটপটাদি অন্য জ্ঞানও বিষয়শূন্য নহে, সুতরাং জ্ঞান নির্বিষয় কখনই থাকে না—ইহাও বলা যায় না। কারণ, একটা জিনিষ সর্বদা একটা না একটা অপর জিনিষের সহিত থাকে বলিয়া বা দেখা যায় বলিযা যে সে একাকী থাকিতে পারে না, তাহা কে বলিল? স্বপ্রকাশস্বভাব বস্তু অপ্রকাশস্বভাব বস্তুর সহিত থাকে বলিয়া যে অপ্রকাশস্বভাব বস্তুভিন্ন যে তাহা থাকিতে পারে না, তাহা বলা অসঙ্গত। এরূপ বলিলে অপ্রকাশস্বভাব বস্তু

স্বপ্রকাশস্বভাব বস্তুর স্বপ্রকাশত্বের সাধক বলিতে হয়। কিন্তু অপ্রকাশস্বভাব বস্তুকে স্বপ্রকাশস্বভাব বস্তুর সাধক বলিলে বিরোধই হয়। অতএব আমরা বিষয়হীন জ্ঞান দেখি না বলিয়া যে বিষয়হীন জ্ঞান থাকিতে পারে না, তাহা বলা নিতান্তই অসঙ্গত। অগ্নি কাষ্ঠাদি কোন না কোন আধারে থাকে এইরূপ দেখা যায় বলিয়া, কি অগ্নি কাষ্ঠাদি হইতে পৃথক থাকিতে পারে না বলিতে হইবে? সৃষ্টিকালে পঞ্চীকরণের পূর্বে তাহা তো স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব নির্বিষয় স্বপ্রকাশ জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য।

বিষয় ও জ্ঞান একত্রই থাকে, আর সেই জ্ঞানেরই প্রকাশধর্ম সিদ্ধ হয়। বিষয়শূন্য জ্ঞানই নাই, সুতরাং তাহার প্রকাশধর্মও তখন থাকে না—এইরূপ যদি বলা হয়; তাহা হইলে সেই প্রকাশধর্ম, হয়—জ্ঞানের স্বভাব, না হয়—বিষয়ের স্বভাব, না হয়—উভয়ের স্বভাব, অথবা তাহা উভয়ের যোগে উৎপন্ন বলিতে হইবে। জ্ঞানের স্বভাব বলিলে নির্বিষয় জ্ঞানই সিদ্ধ হয়। বিষয়ের স্বভাব বলিলে জ্ঞান আব প্রকাশস্বভাব হয় না। উভয়ের স্বভাব বলিলে প্রকাশধর্মপুরস্কারে বিষয় ও জ্ঞানে ভেদ থাকে না। এই দুইটি পক্ষই অনভীষ্ট। আর বিষয ও জ্ঞানের যোগে উৎপন্ন প্রকাশধর্ম বলিলে, উহা কারণে ছিল কি ছিল না— বলিতে হইবে। থাকিলে কোন কারণে ছিল—আবার জিজ্ঞাস্য হইবে। জ্ঞানে থাকিলে নির্বিষয় জ্ঞান সিদ্ধ হইবে, বিষয় বা উভয়ে থাকিলে পূর্বোক্ত দোষ হইবে। আর কারণে না থাকিয়া উৎপন্ন হইলে কারণশূন্য হইয়া কার্য উৎপন্ন হয় স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ অসৎকারণবাদ স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ কারণবিনা কার্যোৎপত্তি স্বীকার্য হয়। অতএব বিভিন্নবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তিতেও মূলে নিত্য স্বপ্রকাশ একটি জ্ঞানই স্বীকার্য।

আকাশে নিক্ষিপ্ত দর্পণ-প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার প্রকাশকত্বের হানি কেন হইবে? এবং তাহা যে আলোক নহে— তাহাই বা কেন স্বীকার করিতে হইবে? তাহা কাহাকেও প্রকাশ না করিলেও তাহা আলোকই থাকে। যাহা প্রকাশিত হয় না, তাহার সত্তা নাই—এ কথা জ্ঞানের পক্ষে সঙ্গত হয় না।

জ্ঞানের বিষয যে জ্ঞান তাহা অনুব্যবসায় জ্ঞান। সেই জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানপ্রকাশক জ্ঞান, জ্ঞানত্বরূপে এক হইলেও তাহা একটি জ্ঞানব্যক্তি নহে যে, নিজেই নিজের বিষয় হয় বলা হইবে। অতএব জ্ঞান নিজেই নিজের বিষয় পৃথক হইয়া হয়—ইহা বলা যায় না। আর জ্ঞানের পর অনুব্যবসায়পর্যন্ত যে জ্ঞানের পূর্ণতা তাহা জ্ঞানের ব্যবহার-নিমিত্ত, বিষয়ব্যবহারের নিমিত্ত নহে। "এই ঘট" জ্ঞানেই ঘটরূপ বিষয়ের ব্যবহার পূর্ণ হয। অতএব এ আপত্তিও নিরর্থক।

আর বিষয়হীন জ্ঞান হয় কি না, তাহা সমাধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারেন, এজন্য অনুভাব্য ব্যতিরেকে অনুভব কাহারও অনুভূত হয় না—এ কথা বলা সঙ্গত নহে। সাধারণের অনুভবদ্বারা সমাধিমানের অনুভব অস্বীকার করা অসঙ্গত।

আর "আমি-জ্ঞানে"র অনুভবেও অনুভাব্য "আমি-জ্ঞান", অনুভাবক "আমি-জ্ঞান" হইতে পৃথক হয়, ইহা বলিয়া নির্বিষয় জ্ঞান অস্বীকার করাও ঠিক নহে। কারণ, আমি-জ্ঞানে কেবল জ্ঞান থাকে না, উহাতে "আমি" হয় উপাধি। আমি-জ্ঞানও বৃত্তিজ্ঞান। স্বপ্রকাশ নির্বিষয় জ্ঞান অন্তঃকরণের সহিত মিলিত হইয়া আমি-জ্ঞান হয়। এইজন্য আমিকে অনুভবকালে আমি পৃথক বিষয়রূপে অনুভূত হয়। সুষুপ্তি হইতে উত্থানকালে বেশ বুঝা যায়—আমি-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠে। এজন্য আমি-জ্ঞানের মূলে স্বপ্রকাশ আমিহীন জ্ঞান থাকে। তাহা আমি আমাকে অনুভব করিতেছি—এরূপই নহে। তাহা নিজ হইতে নিজেকে অপৃথক রাখিয়াই নিজেকে প্রকাশিত করে বা নিজে প্রকাশিত হয়। ইহাতে আমিত্বই নাই। ইহাই স্বপ্রকাশ ও নির্বিষয় জ্ঞান। সমাধিতে ইহার আভাস বেশ বুঝা যায়। অতএব এ আপত্তিও অসার।

তাহার পর সুষুপ্তিকালে যে আমি-জ্ঞান স্পষ্ট থাকে না, কিন্তু থাকে বলা হয় তাহাও অসঙ্গত। কারণ, সুষুপ্তিকালে "আমি ছিলাম" এইরূপ অনুভবের স্মরণ হয় না, কিন্তু সুষুপ্তির পর স্মরণ হয়—"আমি কিছুই জানি নাই" "আমি আমাকেও জানি নাই।" এই স্মরণ, অজ্ঞানের যে সাক্ষী সেই সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশ জ্ঞানের অজ্ঞানানুভবের ফল। এ সময় "আমি-জ্ঞান" থাকে না। আমিও থাকে না। এখন এই অজ্ঞানও যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে সুষুপ্তির সাক্ষিজ্ঞানই নির্বিষয় জ্ঞানই হইয়া যায়। অজ্ঞানের জন্যই নির্বিষয় জ্ঞানের সাক্ষিত্ব, অজ্ঞান নষ্ট হইলে সাক্ষিত্ব নষ্ট হয়, কেবল স্বপ্রকাশ নির্বিষয়ভাবই থাকে। আর এই অজ্ঞানের নাশ না হইলে মুক্তিই সম্ভব হয় না। অণুস্বরূপ আত্মার, সূর্যের প্রভার ন্যায়, বিভুস্বরূপ জ্ঞানদ্রব্যটি গুণরূপ হইলে এবং তাহার দ্বারা জীবাত্মার "আমি-জ্ঞান" হইলে প্রভার দ্বারা সূর্যের প্রকাশ হয়। আত্মভিন্ন যে জ্ঞান তাহার দ্বারা আত্মার প্রকাশ হইয়া যায়। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। প্রভা সূর্য হইতেই উৎপন্ন; প্রভা পুঞ্জীকৃত হইলেই সূর্যবৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু রামানুজমতে ইহা অস্বীকার করা হয়। প্রভার জন্য সূর্যের ক্ষয় হয় না—ইত্যাদি বহু অসঙ্গত কথা স্বীকার করিতে হয়। ইহার পরিবর্তে এক স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা স্বীকারেই এই অসঙ্গতি লাঘব হয়। এইরূপ নানা কারণে স্বপ্রকাশ নির্বিষয় জ্ঞান সিদ্ধই হয়।

উভয়সম্প্রদায়ের অনৈক্য এখনও বিদ্যমান

অবশ্য রামানুজসম্প্রদায় ইহারও খণ্ডনে অত্যন্ত বদ্ধপরিকর এবং এতই নানারূপ তর্কের উদ্ভাবন করিয়াছেন যে দেখিলে অনেকেই বিস্মিত হইবেন। শঙ্করসম্প্রদায়ও আবার তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপে উভয়পক্ষে খণ্ডনমণ্ডন এখনও চলিতেছে। ফলকথা, যুক্তি উভয় পক্ষেই প্রদত্ত হয়। তবে যুক্তির মূল অনুভব বলিয়া রামানুজ বলিবেন—বিষয়শূন্য জ্ঞান কেহ কখন জানে নাই, অনুভব করেন নাই, সুতরাং বুঝেও না। আর শঙ্কর বলিবেন—ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিশীলব্যক্তি স্পষ্টই বুঝিতে পারেন। এমন কি, উৎকৃষ্ট একাগ্রতাসম্পন্নব্যক্তিও ইহা বুঝিতে পারেন। যে ব্যক্তি অগ্নির তাপ ভালরূপ অনুভব করিয়াছে, সে জানে—সেও বুঝে যে, অগ্নিতে পড়িলে পুড়িয়া অগ্নিস্বরূপই হইয়া যাইব। বাস্তবিক উভয়ের যাবতীয় তর্ক, শেষে উভয়ের এই অনুভবে পর্যবসিত হয়। এজন্য মনে হয়—সাধারণদৃষ্টিতে রামানুজ বিচার কবিয়াছেন এবং সমাধিমানের দৃষ্টিতে শঙ্কর বিচার করিয়াছেন। আচার্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে শঙ্কর মত ও নিজমত যেভাবে বিচার করিয়াছেন, তাহা চিন্তাসহকারে আলোচনা করিলে উভয়মতের অভিপ্রায় বেশ বুঝা যায়। শঙ্করমতে উহার খণ্ডন "অদ্বৈতসিদ্ধি" এবং "সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জন" গ্রন্থে যথেষ্ট আছে। উপরে ছায়া মা[illegible] প্রদত্ত হইল। যাহা হউক, ভ্রমতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মূল যুক্তি ও অনুভব উপরেই একপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন সুধী পাঠকবর্গ স্থিব করুন—যুক্তিবলে যদি আচার্যদ্বয় নিজ নিজ মত স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন্ মতটি সত্য, অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান ও যথার্থজ্ঞানের তত্ত্ব সম্বন্ধে উভয়ের আশয় বুঝিয়া স্থির করুন— বিশিষ্টাদ্বৈত ম[illegible] সত্য কি অদ্বৈ[illegible] মতটি সত্য।

বেদান্তাবলম্বনেই আচার্যদ্বয়ের মতভেদে তাহার ফলবিচার

আর যদি বলা যায়—আচার্যদ্বয়ের একজন যে অদ্বৈতবাদী, তাহা উক্ত দুইটি পথের কোন পথেই যাইয়া নহে, অর্থাৎ তাহা কোনরূপ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়াও নহে, অথবা তাহা স্বাধীনভাবে জগৎতত্ত্ব পর্যালোচনার ফলে যুক্তি ও অনুভবের সাহায্যেও নহে। যেহেতু অনুভবে ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে এবং কেবল তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, কিন্ত স্বতঃপ্রমাণ যে বেদ, ঈশ্বরের বাণী যে শ্রুতি, তাহারই তাৎপর্য যুক্তি ও অনুভবসাহায্যে নির্ণয় করিয়া অর্থাৎ উপনিষৎ বা বেদান্ত অবলম্বনেই তাঁহারা দুইজনে দুইটি মতাবলম্বী হইয়াছেন। কারণ, উভয় মতেই এমন সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে যে, তাহা বেদ ভিন্ন সমর্থিত হয় না, অর্থাৎ তর্কযুক্তির দ্বারা নির্ণয় হয় না। অথবা বুঝিতে পারিলেও তদ্বিষয়ে সংশয় বিদূরিত হয় না। যেহেতু—

বেদশাস্ত্রভিন্ন অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না

প্রথম, অদ্বৈতমতের যে অসঙ্গ ব্রহ্ম, তাহা যুক্তিবিচারদ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি অবলম্বন না করিলে সকলের মূলে যে অসঙ্গ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তাহা কিছুতেই অসংকোচে বলা যায় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি নামক যে ছয়টি প্রমাণ বেদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে, শব্দভিন্ন তাহার কোনটিই অসঙ্গ ব্রহ্মের জ্ঞান স্বাধীনভাবে উৎপাদন করিতে পারে না। অবশ্য ইহার কারণ, সকল জ্ঞানই সম্বন্ধসাপেক্ষ। আর সম্বন্ধ থাকিলেই অসঙ্গত্বের হানি হয়। দেখা যায় ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে প্রত্যক্ষ হয়, সাধ্যের সহিত হেতুর ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান হইলে অনুমিতি হয়। এইরূপ অপর প্রমাণও সম্বন্ধসাপেক্ষ। কেবল শব্দপ্রমাণ, সম্বন্ধসাপেক্ষ হইলেও তাহার এমন শক্তি আছে যে, তাহা অসঙ্গকে লক্ষ্য করিতে পারে। যেহেতু শব্দ যে অসঙ্গকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাও শব্দই বলিয়া দেয়। শব্দের এইরূপ সামর্থ্য আছে বলিয়া শব্দ অসঙ্গকে লক্ষ্য করিতে পারে। বস্তুতঃ একমাত্র শব্দরূপ যে বেদ প্রমাণ তাহারই দ্বারা অসঙ্গবিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়। এই কারণে বেদপ্রমাণভিন্ন আর অসঙ্গ ব্রহ্মের সিদ্ধি সম্ভবপর নহে। বেদই বলিয়াছেন— "অসঙ্গোঽহ্যয়ং পুরুষঃ" অর্থাৎ এই পুরুষ অসঙ্গ। তাই অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন—ব্রহ্ম অসঙ্গ। বেদবাক্যদ্বারা ব্রহ্ম অসঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলে অনুমানাদি তাহার সহায়তা করিতে পারে, কিন্তু স্বাধীনভাবে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মাইতে পারে না।

বেদশাস্ত্রভিন্ন বিশিষ্টাদ্বৈতও সিদ্ধ হয় না

তাহার পর বিশিষ্টাদ্বৈতমতেও শ্রুতিভিন্ন গতি নাই। কারণ, তন্মতে ব্রহ্ম সগুণ সবিশেষ, জীব ও জগৎ তাহার শরীর বা প্রকার মাত্র। কিন্তু ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিকারী, বিনাশী, অজ্ঞানাদি দোষযুক্ত এবং দুঃখীও হইয়া পড়িলেন। যেহেতু ব্রহ্মের শরীর যে জীব, তাহা অজ্ঞানাদি দোষযুক্ত এবং দুঃখী, আর ব্রহ্মের শরীর যে জগৎ তাহা বিকারী ও বিনাশী। কিন্তু তন্মতেই আবার বলা হয় যে, ব্রহ্ম নিত্য নির্বিকার অজ্ঞানাদিদোষশূন্য ও দুঃখাদি বিবর্জিত। সুতরাং শরীরী যে ব্রহ্ম তিনি হইলেন অবিনাশী অবিকারী অজ্ঞানাদিদোষশূন্য এবং সুখদুঃখ বিবর্জিত, আর তাহার শরীর যে জগৎ তাহা হইল বিনাশী বিকারী অজ্ঞানাদি দোষযুক্ত এবং সুখদুঃখ সমন্বিত। এতদপেক্ষা বিরুদ্ধ কথা আর কি হইতে পারে? যাহার শরীর হইল বিনাশী, তিনি হইলেন অবিনাশী; যাহার শরীর হইল বিকারী তিনি হইলেন অবিকারী! আর শরীর ও শরীরীর মধ্যে ভেদাভেদ

সম্বন্ধস্থাপন করিয়াও এ কথা সমর্থন করা যায় না। কারণ, শরীর, শরীরীর স্বরূপবোধকও হয়। যেমন অগ্নিই অগ্নির শরীর, জলই জলের শরীর ইত্যাদি এবং শরীর শরীরী হইতে ভিন্নও হয়। যেমন আমাদের আত্মা শরীর ও আমাদের দেহ এই শরীর পরস্পরে ভিন্নই হয়। কিন্তু আমাদের শরীর ও আমাদের আত্মার সঙ্গে ভেদাভেদ সম্বন্ধ হইতে পারে না। অভেদ বোধ যে হয়, তাহা ভ্রম এবং ভেদই প্রকৃত সম্বন্ধ। সুতরাং আত্মার শরীর আত্মাই। জীবজগৎ ব্রহ্মের শরীর হইলে জীবজগৎই ব্রহ্ম, তদ্ ভিন্ন আর ব্রহ্ম নাই। অতএব শরীর বিকারী আর শরীরী অবিকারী—ইহা বস্তুতঃই অসঙ্গত কথা। ইহা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ কথা। এখন যুক্তিতর্ক এই বিরোধ সমাধান করিতে অসমর্থ। যতই তর্ক করা যাউক না কেন এতদ্‌বিষয়ে সংশয় সমূলে বিনষ্ট হয় না। বাস্তবিক, এইজন্যই রামানুজমতে,জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শরীর এবং "ব্রহ্ম নিত্য অবিকারী" প্রভৃতির বোধক শ্রুতিবচন প্রদর্শন করা হয়। যথা— মাধ্বন্দিনী শাখায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—"যস্য আত্মা শরীরম্" অর্থাৎ জীবাত্মা যাহার শরীর এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাণ্ব শাখায় এবং সুবালোপনিষদে আছে "যস্য পৃথিবী শরীরম্" অর্থাৎ পৃথিবী যাহার শরীর, ইত্যাদি। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো" (কঠ ২।১৮)"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" (শ্বে ৬।১০) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্ম যে, নিত্য নির্বিকার প্রভৃতি,তাহাই প্রদর্শিত হয়। অতএব শ্রুতিভিন্ন বিশিষ্টাদ্বৈতমতও সিদ্ধ হয় না।

বেদশাস্ত্রের প্রামাণ্য অলৌকিকতত্ত্বে

ফল কথা অলৌকিক তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রুতিভিন্ন গতি নাই। আর ব্রহ্ম যে অলৌকিক বস্তু, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। বস্তুতঃ ''তি ভিন্ন যদি অন্য প্রমাণগণ্য ব্রহ্ম হন তাহা হইল শ্রুতির প্রামাণ্যই থাকিতে পারে না উহা তখন অনুবাদ অর্থাৎ অপ্রমাণ হইয়া যায়। অনুবাদ যে প্রমাণ নহে, তাহা উভয়মতেই স্বীকার করা হয়। এইজন্য আচার্যদ্বয়ের মতের মূলভিত্তি শ্রুতি বা বেদ। বেদভিন্ন তাহাদের মত দাঁড়াইতে পারে না। আর বেদ যে নিত্য অপৌরুষেয় এবং অভ্রান্ত প্রমাণ, তাহার প্রত্যেক বর্ণ যে নিরর্থক নহে, তাহার যে সর্বাংশই প্রমাণ,তাহা আচার্যদ্বয়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। ভগবান যাহাকে জ্ঞানদান করিয়া উদ্ধার করেন, তাহাকে এই বেদজ্ঞান দিয়াই উদ্ধার করেন—ইহাও তাহাদেরই মত। অতএব উভয়ের মতেই বেদই অবলম্বন বেদভিন্ন গতি নাই।

বেদাবলম্বনে মতভেদের ফলে বেদের অপ্রামাণ্যাশঙ্কা

এখন এই কারণে যদি বলা যায় যে, আচার্যদ্বয় বেদাবলম্বনেই নিজ নিজ

সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য বা কোন প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, অথবা নিজ নিজ অনুভবাধীন স্বাধীন যুক্তির অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন নাই, তাহা হইলে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য অদ্বৈত কি বিশিষ্টাদ্বৈত, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইবে? উভয়েই যদি একই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হন—উভয়েই যদি এক বেদাবলম্বনেই বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া পড়েন, তাহা হইলে কোন্ মতটি সত্য—ইহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে—যাঁহার যত বুদ্ধি, যাঁহার যত কল্পনা শক্তি, যাঁহার অনুভব যত সূক্ষ্ম তাঁহার মতই ঠিক।

কিন্তু তাহা হইলে বেদের প্রামাণ্য আর থাকিল কোথায়? আবার তো সেই যুক্তিতর্কেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইল! বেদের নিজ নিজ ব্যাখ্যায় যিনি যত যুক্তিতর্ক দেখাইতে পারিবেন, তাঁহার কথাই তো তাহা হইলে তত সত্য বলিয়া গণ্য হইয়া যাইবে। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আবার আসিয়া পড়িলাম।

ব্রহ্মসূত্রও উভয়ের মতভেদ মীমাংসায় অসমর্থ

যদি বলা যায় ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র নামক গ্রন্থরচনা করিয়া শ্রুতির সন্দিগ্ধ স্থলগুলি মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার যাহা মত, তাঁহার যাহা সিদ্ধান্ত, তাহাই সত্য, তাহাই বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য; তাহা হইলে দেখা যায়, সেই ব্রহ্মসূত্রেরই আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতমতে এবং আচার্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব এখন তো আর বেদ অবলম্বনে অদ্বৈত সত্য কি বিশিষ্টাদ্বৈত সত্য, তাহা নির্ণীত হইতে পারিল না। যে মন্ত্রে পিশাচ অপনীত হইবে, তাহাতেই পিশাচ আশ্রয় গ্রহণ করিল। এক্ষেত্রে আমরা আচার্যদ্বয় অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী না হইলে তো আর মীমাংসা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু আমরা যে তাঁহাদের অপেক্ষা জ্ঞানী, এ কথা তো উন্মত্ত না হইলে আর কল্পনা করিতে পারা যায় না।

সত্য সর্বত্র একরূপ

তাহার পর সত্য কখন দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন হইতে পারে না। যাহা সত্য, তাহা সর্বকালে সর্বদেশে সকলের নিকটই সত্য। সত্য সকল সময় সকলের নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত না হইতে পারে, কিন্তু লোকে বুঝিতে পারিলেই তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। সত্যের ইহাই মহিমা। মিথ্যার এরূপ মহিমা নাই। সত্য জ্ঞান হইবার পূর্বে মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝিলেও সত্যজ্ঞান হইবামাত্রই তাহাকে মিথ্যা বলিয়া সকলে স্বীকার করিয়া থাকে। ইহার কোন অন্যথাই হয় না।

আচার্যদ্বয়ের মতমধ্যে একমত নিশ্চিতই ভ্রান্ত

এখন বেদ যদি এই সত্যই প্রকাশ করে, তাহা হইলে আচার্যদ্বয়ের মধ্যে একজন ভ্রান্ত এবং একজন অভ্রান্ত—ইহা বলিতেই হইবে। সত্য কখনও দুইজনের নিকট দুইরূপ হইতে পারে না। সত্য কখন স্ববিরোধী হইতে পারে না। একই কালে একই বস্তু একইভাবে "হাঁ" এবং "না"র স্বরূপ হইতে পারে না। অতএব আচার্যদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধবাদী হইলে একজন ভ্রান্ত ও একজন অভ্রান্ত—ইহাই বলিতে হইবে, অথবা কেহ ইচ্ছা করিয়াই ভ্রান্তমত পোষণ করেন এরূপও অন্ততঃপক্ষে বলিতে হইবে।

উভয় আচার্যের মত অভ্রান্ত ইহাও হইতে পারে না

যদি বলা যায় উভয় আচার্যই অভ্রান্ত, উভয়েই বেদের সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। সকল মনুষ্যই একরূপ অধিকারসম্পন্ন নহে বলিয়া অধিকারিভেদে তাহা গ্রাহ্য বা জ্ঞেয়। কতকগুলি লোকের পক্ষে অদ্বৈতবাদ সত্য এবং কতকগুলি লোকের পক্ষে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সত্য, যেহেতু উভয়ই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। উভয়ের দ্বারাই উপকার হইয়া থাকে।

কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, অধিকাবিভেদেও মতদ্বয় পবস্পর বিরোধী হইলে একটি ভুলই হইবে। বিরোধী মতদ্বয় সমান সত্য হইতে পাবে না। সমান সত্য না হইলে একটির মধ্যে অংশবিশেষে ভুলই আছে বলিতে হইবে। সর্বোচ্চ অধিকারীর জন্য যে মত তাহাই তাহা হইলে সত্য এবং তন্নিম্নাধিকারীর জন্য যে মত, তাহা, তাহা হইলে মিথ্যা বা ভুলই হইবে। যাহার অংশবিশেষ ভুল বা মিথ্যা, তাহাকেও ভুল বা মিথ্যাই বলা হয়। যেহেতু কোন্ অংশ [illegible]ল বা মিথ্যা তাহার নির্ণয় সম্ভবপর নহে। চোরের সঙ্গে সাধু থাকিলে সাধু চোর বলিয়াই গণ্য হয়।

বেদে বিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না

আর বেদ কখন বিরুদ্ধ কথা উপদেশ করিতে পারে না। বেদের যাহা চরম তাৎপর্য তাহার মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না। বিরুদ্ধ মত উপদেশ কবিলে বেদ অপ্রমাণ হইবে। আর ইহা বস্তুতঃ উভয় আচার্যই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব বিরুদ্ধবাদী হইয়া উভয় আচার্যই অভ্রান্ত বলা যায় না।

মিথ্যারও কার্যকারিতাবশতঃ উভয়ই অভ্রান্ত নহেন

যদি বলা যায়—ভুল বা মিথ্যার দ্বারা কার্য হয়, ভুল বা মিথ্যারও ফল আছে। বালককে ভুল বুঝাইয়াও সুফল-লাভ হয়। মিথ্যাজ্ঞানেও বালকের উপকার হয়।

মিথ্যা স্বপ্নের মিথ্যা দণ্ডের দ্বারা সত্য জাগ্রতাবস্থা লাভ হয়। অতএব ভুল বা মিথ্যা উপেক্ষার যোগ্য নহে। উহারও কার্যকারিতা আছে বলিয়াই উহাও সত্য। যাহা সত্য তাহারই কার্যকারিতা আছে। বন্ধ্যাপুত্রের কি কার্যকারিতা আছে? অতএব যাহা ভুল বা মিথ্যা তাহারও কার্যকারিতা আছে বলিয়া তাহা সত্য, তাহা ঠিক ভুল বা মিথ্যা নহে। উহাও সত্য, অর্থাৎ অংশতঃ সত্যরূপ মিথ্যাও সত্য, আর পূর্ণসত্যও সত্য। যাহা একেবারে মিথ্যা, তাহাই অসৎ। তাহা বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশকুসুম। তাহারই কার্যকারিতা নাই। বেদে এই দ্বিবিধ সত্য আছে; বেদে এই দ্বিবিধ সত্য উপদিষ্ট হইয়াছে। একটি সার সত্য, আর একটি সত্য। বেদমধ্যেই সার সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব আচার্যদ্বয়ের মধ্যে একজনের মত মিথ্যা হইলেও তাহা একেবারে মিথ্যা নহে, তাহাও একরূপ সত্য।

তাহা হইলে বলিতে হইবে—না, এ কথা সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা মিথ্যা তাহা মিথ্যাই। মিথ্যা কখন সত্য হইতে পারে না। তদ্রূপ যাহার এক অংশ মিথ্যা ও এক অংশ সত্য, তাহাও মিথ্যাই বলিয়া সত্য হইতে পারে না। রজ্জুতে যে "এই সর্প" বলিয়া মিথ্যা জ্ঞান হয়, তাহার "এই রজ্জু অংশ সত্য জ্ঞান এবং সর্পাংশ মিথ্যা জ্ঞান।" অতএব মিথ্যার অংশবিশেষ সত্যই থাকে, কিন্তু সমগ্রকে মিথ্যাই বলা হয়। মিথ্যামাত্রেই সত্যকে অধিষ্ঠান করে। অতএব যাহার অংশ মিথ্যা তাহাও মিথ্যাই, তাহা সত্য হইতে পারে না। কার্যকারিতা সত্যেরও আছে, মিথ্যারও আছে, আর তাই বলিয়া যে মিথ্যাও সত্য হইবে এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না। অশ্বও বহন করে, গরুও বহন করে, তাই বলিয়া কি অশ্ব ও গরু অভিন্ন হয়? মিথ্যা মিথ্যাই, সত্য সত্যই। সত্য ও সার সত্য মানিয়া মিথ্যাকে সত্য বলা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ এইরূপ সত্যের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বাদ দিলে সার সত্য হয় এবং সার সত্যে কিছু অসার বা মিথ্যা মিশাইলে উক্তরূপ সত্য হয়। বেদের চরম তাৎপর্য এরূপ সত্য নহে, পরন্তু যাহা সার সত্য তাহাই বেদের চরম তাৎপর্য। অতএব অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয়েই বেদের তাৎপর্য নাই, উভয়েই বেদের সত্য থাকিতে পারে না। উক্ত প্রকার মিথ্যামিশ্রিত সত্যে বেদের অবান্তর তাৎপর্য থাকিলেও চরম তাৎপর্য সার সত্যেই থাকিবে। আর তাহা হইলে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের মধ্যে একটি ভুল বা মিথ্যা, অর্থাৎ অংশতও মিথ্যা। আমরা যাহাকে সত্য বলিতেছি তাহা সার সত্যই বুঝিতে হইবে। সুতরাং আচার্য শঙ্কর ও আচার্য রামানুজের মধ্যে একজন আচার্যই বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য প্রচার করেন এবং একজন আচার্য তাহা করেন না—ইহাই বলিতে হইবে।

উভয় আচার্যই ভ্রান্ত—ইহা বিচার্য নহে

অবশ্য এস্থলে বলা যায় যে, দুই জন আচার্যের মধ্যে একজনই সত্যপ্রচার করেন এরূপ বলিবার জন্যই বা আগ্রহ কেন? উভয়েই মিথ্যা প্রচার করিয়াছেন—এইরূপ কেন বলা হউক না? তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, এটি আমাদের বিচার্য বিষয় নহে। আমরা দুই জনের মধ্যে কে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচার করিয়াছেন, ইহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা আমাদের প্রস্তাবানুসারে কার্য করিতে চাহি। আর যদি এ কার্য করিতে হয় তাহা হইলে আমরা যেদিন এই আচার্যদ্বয় অপেক্ষা বিজ্ঞ হইব, সেই দিন এই কার্য করিব, তাহার অগ্রে নহে। অতএব এক্ষণে আমবা দেখিব—এই দুই জনের মধ্যে কাহার মত সত্য এবং কাহার মত মিথ্যা।

আচার্যদ্বয়ের মতভেদ মীমাংসার উপায়দ্বয়

কিন্তু যে উপায়ে আমরা এই কার্য করিব তাহার সকল রূপ উপায়ই তো নিষ্ফল হইতেছে দেখিতেছি। উপরে যতগুলি উপায় চিন্তা করা হইল কোনটিই তো কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সহায়তা করিতেছে না। অতএব উপায় কি? আমরা তো তাঁহাদের সমকক্ষও নহি যে তাঁহাদের দোষগুণ বিচার করিব? তবে কি আমরা এ কার্যে বিরত হইব?

এতদুত্তরে বলিতে পারা যায় যে, এই সমস্যা মীমাংসার উপায় আছে। হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমরা আচার্যদ্বয়ের শ্রীচরণ সেবা করিয়া এবং সত্যস্বরূপ ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাহা নির্ণয় করিতে পারি। যেহেতু উভয়েই ভগবদবতার, উভয়েই জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত। ভক্তিভাবে গুরুর দোষও প্রদর্শন করা যায়। তাহাতে গুরু রুষ্ট না হইয়া তুষ্টই হইয়া থাকেন এবং সত্যই প্রদর্শন করেন।

বস্তুতঃ এজন্য দুইটি উপায় আছে। একটি উপায়—পূর্বমীমাংসায় মহর্ষি জৈমিনি, কিরূপে যজ্ঞাদি করিতে হইবে তজ্জন্য বেদার্থনির্ণয় করিবার যে কৌশলসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই কৌশলসমূহের সম্যক জ্ঞানলাভ এবং দ্বিতীয় উপায়—আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত বিশেষভাবে তুলনা করিয়া তাঁহাদের প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞানলাভ।

প্রথম উপায়—জৈমিনিপ্রদর্শিত বিচারকৌশল

প্রথমটির জন্য শ্রুতিবাক্যসমূহের বলাবল বিবেচনা করিবার যে উপায় উক্ত

হইয়াছে, সেই উপায় শিক্ষা করিতে হইবে। আর এজন্য অন্ততঃপক্ষে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা প্রভৃতি পূর্বমীমাংসার ছয়টি প্রমাণ এবং তাহাদের প্রয়োগ প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইবে। তৎপরে উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, অর্থবাদ, ফল এবং উপপত্তি নামক ছয়টি তাৎপর্যনির্ণায়ক লিঙ্গের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক হইবে। বলা বাহুল্য মীমাংসাশাস্ত্রে এ বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে উক্ত হইয়াছে। অবশ্য বিশেষরূপে অভিজ্ঞতালাভ করিতে হইলে পূর্বমীমাংসার সহস্র অধিকরণেরই জ্ঞান আবশ্যক হয়। যাহা হউক, এই উপায় যে অতিশয় যুক্তিসঙ্গত এবং নির্দোষ, তাহা এক প্রকার অবিসম্বাদী সত্য, তাহা এক প্রকার সর্ববাদিসম্মত কথা। মীমাংসকসম্প্রদায় এ বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। বস্তুতঃ এই উপায়ে শ্রুতি কেন, অপরাপর শাস্ত্রাদিরও প্রকৃত তাৎপর্য নিরপেক্ষভাবে নির্ণয় করিতে পারা যায়। এই উপায়ের অনুসরণ করিয়া কেহ যে নিজ বুদ্ধিবলে প্রকৃত তাৎপর্যের অন্যথা করিতে পারেন, তাহা নহে। করিলে তাহা সহজ বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে।

প্রথম উপায়মধ্যেও আচার্যদ্বয়ের বিশেষত্ব

যদি বলা যায় যে, এই উভয় আচার্যই কি এই পথে শ্রুতিতাৎপর্য নির্ণয় করিয়া নিজ নিজ মত প্রচার করেন নাই? তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, হাঁ, উভয় আচার্যই ইহা করিয়াছেন, তথাপি উভয়ে সমানভাবে ইহার অনুসরণ করেন নাই। ইহা আচার্যদ্বয়ের শ্রুতিব্যাখ্যা তুলনা করিলেই বোধ হইবে। বস্তুতঃ আমাদের মনে হয় যিনিই উভয় আচার্যের এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন। আর আমাদিগকে এ কার্য যদি এস্থলে প্রদর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ আমাদের প্রতিজ্ঞান্তর হইয়া পড়িবে; যেহেতু আমরা তাঁহাদের চরিত্রতুলনা করিয়া তাঁহাদের মতের সত্যাসত্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থবাহুল্যও হইবে। অতএব এ কার্য উভয় আচার্যের ভাষ্যাদি দেখিয়া, সুধী পাঠকবর্গই করিবেন। শ্রুতি লিঙ্গ বাক্যাদি এবং উপক্রম-উপসংহার প্রভৃতির পরিচয়প্রদানেও এস্থলে আমরা বাহুল্যভয়ে বিরত হইলাম। এজন্য বেদান্তপরিভাষা ও মীমাংসা-পরিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এক্ষণে উভয় আচার্যের মধ্যে কে কতদূর শ্রুতিপরায়ণ, তাহা তাঁহাদের চরিত্র তুলনা করিয়া যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা আমরা নিম্নে শীঘ্রই প্রদর্শন করিতেছি।

বেদার্থনির্ণয়ে পুরাণই উপায়

কিন্তু এ কথাতেও যে আপত্তি করা হয় না, তাহা নহে। কেহ কেহ বলেন—

বেদের অর্থ কলির জীবের পক্ষে বুঝা অসম্ভব। এইজন্যই মহর্ষি বেদব্যাস পুরাণাদি রচনা করিয়াছেন। সেই পুরাণই যথার্থ বেদার্থ প্রকাশ করে। যেমন বৈষ্ণবমতে শ্রীমদ্‌ভাগবতই ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলা হয়, যেহেতু গরুড়পুরাণে এইরূপই কথিত হইয়াছে। আর শঙ্করমতে স্কন্দ নামক উপপুরাণের অন্তর্গত সূতসংহিতাই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া উক্ত গ্রন্থেই কথিত হইয়াছে। অতএব বেদার্থনির্ণয়ের জন্য পুরাণাদিরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। ইঁহারা বলেন—কেবল শ্রুতি হইতে আজ আর শ্রুতির মত নির্ধারণ করিতে পারা যায় না।

পুরাণের তাৎপর্যনির্ণয়ে বাধা ও তাহার উপায়

ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, এ কথাও সমীচীন নহে। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদী প্রভৃতি হইয়াছেন এবং সূতসংহিতা অবলম্বনে শঙ্কর-সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন। অবশ্য ভাগবতকেও শঙ্করের মতে অদ্বৈতপর করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু সূতসংহিতাকে দ্বৈতপর করিয়া কোন বৈষ্ণব ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি না তাহা অদ্যাবধি জানা যায় নাই। তাহার পর পুরাণাদির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী কথাও আছে। এক পুরাণ অপর পুরাণের নিন্দা বা বিরুদ্ধ কথা বলিতেছে। যথা—পদ্মপুরাণে কূর্মাদি পুরাণকে তামস বলিয়া অনাস্থেয় বলিয়াছেন দেখা যায়। তবে এই বিরোধ মীমাংসার জন্য কল্পভেদের ব্যবস্থাও আছে, কোথায় বা ন্যায় অবলম্বন করিবার উপদেশ আছে, কোথায়ও বা সাধকের নিষ্ঠাবৃদ্ধির জন্য বলিয়া তাহার সমর্থনও করা হইয়াছে।

তত্ত্বাংশে পুরাণের বিরোধমীমাংসায় পুরাণ অসমর্থ

কিন্তু তথাপি এ উপায় তত্ত্বাংশে প্রযোজ্য হইতে পা[illegible] না। ইহা বিধি ও ইতিহাসাদিস্থলে গ্রাহ্য। ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, তাহাতে দুইখানি পুরাণ বিরুদ্ধ কথা বলিলে কল্পভেদে তাহাদের সত্যতা রক্ষা করা যায় না। অতএব এস্থলে যাহা অধিক মাত্রায় বেদানুকূল তাহাই সত্য এবং যাহা সেরূপ নয়, তাহাতে মিথ্যাগন্ধ আছে বলিতে হইবে, অথবা তাহার তাৎপর্য বেদানুকূল করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

বেদ ও পুরাণের বিরোধে বেদই প্রমাণ

তাহার পর পুরাণাদির সঙ্গে বেদার্থের বিরোধও হয়, তাহাও ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন; আর তজ্জন্যই ব্যবস্থা হইয়া[illegible] —

"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।"

অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলে শ্রুতিই বলবতী বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার তাৎপর্য বেদানুকূল করিয়াই তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অতএব বেদার্থনির্ণয়ের জন্য প্রথমতঃ বেদই অবলম্বন করিতে হইবে। বেদদ্বারা যেখানে বেদার্থনির্ণয় অসম্ভব হইবে, সেই স্থলেই বেদানুকূল পুরাণাদির সাহায্য গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। আর তাহা যদি করিতে হয়, তাহা হইলে মহর্ষি জৈমিনিপ্রদর্শিত পথেই তাহা করা শ্রেয়ঃ। ইহাতে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। ইহাতে ভ্রান্তি হইলে যজ্ঞই পণ্ড হইয়া যাইবে। যেমন ব্যাকরণের সূত্রের অর্থাবিষ্কারে ভুল করিলে নিয়ম ভুল হয়, আর তাহার ফলে পদই সিদ্ধ হয় না; অঙ্কশাস্ত্রে ব্যাখ্যায় ভুল হইলে ফলবিপর্যয় হয়; জ্যোতিষশাস্ত্রের অর্থান্তর করিলে গ্রহস্থিতি মিলে না, ইহাও তদ্রূপ। অতএব মহর্ষি জৈমিনিপ্রদর্শিত শ্রুতিলিঙ্গ প্রভৃতি উপায়দ্বারা বেদার্থনির্ণয় করিলে প্রকৃত বেদার্থ নির্ণীত হইবার কথা। পুরাণাদির প্রাধান্য দিয়া সে কার্য সিদ্ধ করিতে গেলে বিপথগমনই সম্ভব। পুরাণাদি বেদার্থ অবলম্বনেই রচিত বটে, কিন্তু ইহা স্ত্রীশূদ্রাদি নিম্নাধিকারীদিগের জন্য—ইহাও তাহাতে কথিত আছে। তাহার পর বহুদিন পূর্ব হইতেই পুরাণাদির রক্ষা বেদরক্ষার ন্যায় করা হয় নাই। ইহাতে চ্যুতি, বৃদ্ধি ও বিকৃতি সকলই বহুদিন হইতেই ঘটিয়াছে। ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এইহেতু আজকাল পুরাণের উপর অধিক নির্ভর করিলে সুফললাভ দুরাশা হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আচার্যদ্বয়ের মধ্যে বেদাবলম্বনে কে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য অধিক প্রচার করিয়াছেন, তাহার নির্ণয় অসম্ভব নহে। তাহা বেদকেই অবলম্বন করিয়া করিতে পারা যায়। সুতরাং এক বেদ অবলম্বনেই উভয়ে বিরুদ্ধবাদী হইলেও কে যথার্থ বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা পুরাণাদি অবলম্বন না করিলেও নির্ণয় করা যায়। কেবল তাহাই নহে, তাহাই এতদুদ্দেশ্যে সর্বপ্রধান উপায়।

দ্বিতীয় উপায় অবলম্বনে সতর্কতা

তাহার পর দ্বিতীয় উপায়দ্বারাও এই কার্য সিদ্ধ করিতে পারা যায়। কারণ, আচার্যদ্বয়ের কীর্তি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়—কে কতদূর শ্রুতিপরায়ণ এবং কে কতদূর পুরাণাদি অপর শাস্ত্রপরায়ণ। তবে এ কার্যটি করিতে হইলে আমাদিগকে চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সেই চারিটি বিষয় এই—

প্রথম—কাহার কোন্‌দিকে আগ্রহ,

দ্বিতীয়—বুদ্ধি ও স্মৃতি কাহার কতদূর তত্ত্বনির্ণয়ানুকূল,

তৃতীয়—চিত্তবিক্ষেপকর কার্যানুকূলস্বভাব কাহার কত অধিক,

চতুর্থ—বিচারকর্তার কোন্ দিকে আগ্রহ তাহার জ্ঞান ও সংযম।

ইহাদের মধ্যে প্রথমটি থাকিলে লোকে সত্যকে আগ্রহানুরূপ আবরণে আবৃত করিয়া থাকে। দ্বিতীয়টি যাহার যত অধিক সেই ব্যক্তি তত অধিক সত্যদর্শী। তৃতীয়টি যাহার যত অধিক তিনি তত সত্যগ্রহণে অসমর্থ। আর চতুর্থটির সম্বন্ধে সাবধান না হইলে বিচারকর্তার দোষেই বিচারে ভ্রম প্রবেশ করিবে। এই চারিটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমরা তাঁহাদের জীবনচরিত্র তুলনা করিলে তাঁহাদের মধ্যে কে অধিকতর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। বস্তুতঃ এইজন্যই আমরা আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত্র সামান্যভাবে তুলনা করিয়া আবার বিশেষভাবে আট প্রকারে তুলনা করিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাউক ইহাদের ফলাফল কি হয়? আমরা ইহা সুধী পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থাপিত করিতেছি। তাঁহারা বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করুন—কে কতদূর শ্রুতিপরায়ণ এবং কে কতদূর পুরাণাদিশাস্ত্রপরায়ণ তাহা তাঁহারাই স্থির করুন।

বিশেষভাবে তুলনার প্রথম ফল

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক আচার্যদ্বয়কে বিশেষভাবে যে আট প্রকারে তুলনা করা হইয়াছে, তাহার ফলাফল কিরূপ?—

প্রথম—সাধারণ বিষয়দ্বারা বিশেষভাবে আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত্র যেরূপ তুলনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতিপয় প্রকৃতোপযোগী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের সার সঙ্কলন যদি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়—

(১) আচার্য শঙ্কর ৩২ বা ৩৪ বৎসর বয়সের মধ্যে তাঁহার জীবনের কর্তব্য শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামানুজ ১২০ বা ১২৮ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনের কর্তব্য শেষ করিয়াছিলেন।

(২) আচার্য শঙ্কররচিত স্তব-স্তুতি উপদেশ গ্রন্থ ও ভাষ্যাদি সর্বশুদ্ধ প্রায় ১৫১খানি, আচার্য রামানুজের কিন্তু ৭ খানি। পরিমাণগত আধিক্য শঙ্করেই দেখা যায়।

(৩) আচার্য শঙ্করের গুরুসম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিজেতর জাতির সম্বন্ধ নাই, কিন্তু আচার্য রামানুজের গুরুসম্প্রদায়মধ্যে দেখা যায়—শূদ্র বা চণ্ডালবংশেরও সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং সাক্ষাৎ বেদের সম্বন্ধ শঙ্করসম্প্রদায়ে অধিক, রামানুজসম্প্রদায়ে তাহা অল্প। যেহেতু শূদ্রের বেদে অধিকার নাই।

(৪) আচার্য শঙ্কর যত দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়া প্রচার করিয়াছেন, আচার্য রামানুজ তত করেন নাই।

(৫) আচার্য শঙ্করজীবনে দেবতা-প্রতিষ্ঠা যত, আচার্য রামানুজের তত নহে। শঙ্কর পঞ্চদেবতারই প্রতিষ্ঠাপর, রামানুজ বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠাপর।

(৬) আচার্য রামানুজকে বৈষ্ণবসমাজের নেতা গড়িবার জন্য তামিল ভাষায় লিখিত দ্রাবিড় বেদাদি গ্রন্থ পড়াইয়া যেরূপ চেষ্টা করা হইয়াছিল, আচার্য শঙ্করজীবনে সেরূপ কিছু ঘটে নাই।

এতদ্ভিন্ন যেসব বিষয় এই প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর উদ্ধৃত করা হইল না। যাহাহউক, এতদ্দ্বারা তাঁহাদের সামর্থ্য, তাঁহাদের জ্ঞানের উপকরণ এবং অপরের প্রতি তাঁহাদের সাম্যভাব কিরূপ, তাহা জানিতে পারা যাইবে। এক্ষণে ইহার সহিত যে বিষয়টি অবলম্বন করিলে আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কাহাকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিতরূপে বোধ হইবে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

বেদান্তভাষ্যাদির দ্বারা শ্রুতিপরায়ণতা নির্ণয়

যে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য নির্ণয়ের জন্য আচার্যদ্বয়ের জীবনচরিত্র তুলনা করা হইতেছে, সেই বেদান্ত প্রস্থানত্রয়ে বিভক্ত, যথা—শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান এবং ন্যায়প্রস্থান।

ইহাদের মধ্যে শ্রুতিপ্রস্থান বলিতে যে সকল উপনিষদ্ অর্থাৎ বেদান্তের বাক্য ব্রহ্মসূত্রমধ্যে ব্যাসদেব বিচার করিয়াছেন সেই সকল উপনিষদ্ বুঝায়। ইহারা ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও কৌষিতকী প্রভৃতি। স্মৃতিপ্রস্থান বলিতে শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতাই প্রধানতঃ বুঝায়। বিষ্ণুসহস্রনাম প্রভৃতি গ্রন্থও এই জাতীয়। আর ন্যায়প্রস্থান বলিতে ব্যাসদেবের বিরচিত কতকগুলি (৫৫৫ টি) সূত্রাত্মক ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ বুঝায়।

এখন ঋষিগণের তিরোধানের পর এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে, যাঁহারা আচার্য হইবেন, তাঁহাদিগকে এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করিতে হইবে। বেদান্তের তত্ত্বপ্রচার করিতে হইলে সকলকেই এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য করিয়া তাৎপর্যনির্ণায়ক লিঙ্গাদির দ্বারা সকলের মধ্যে একবাক্যতা প্রদর্শন করিতে হইত। যিনি যত নির্দোষভাবে এই একবাক্যতা প্রদর্শনে সমর্থ হইতেন, তাঁহার মত তত আদরণীয় হইত। অন্যথা হইলে তিনি তত হেয় বা উপহাসাস্পদ হইতেন। পরন্তু

প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যাদি না রচনা করিলে তিনি আচার্য বলিয়াই সম্মানিত হইতেন না। আচার্য হইতে গেলেই এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যরচনা আবশ্যক হইত। এখন দেখা যাউক এই আচার্যদ্বয়ের মধ্যে কে কিরূপ এই প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যাদি করিয়াছেন।

শঙ্করের বেদান্ত-ভাষ্যাদি

দেখা যায়, আচার্য শঙ্কর শ্রুতিপ্রস্থানের অন্তর্গত একমাত্র কৌষিতকী উপনিষদ্ ব্যতীত উক্ত সমুদয় গ্রন্থেরই অতি বিশদ ভাষ্য করিয়াছেন এবং নৃসিংহপূর্বতাপনীয় উপনিষদেরও ভাষ্য করিয়াছেন। স্মৃতিপ্রস্থানের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থের ভাষ্য এবং বিষ্ণুসহস্রনাম ও সনৎসুজাতীয় প্রভৃতি অপর কয়েকখানি গ্রন্থেরও ভাষ্য করিয়াছেন। ন্যায়প্রস্থান ব্রহ্মসূত্রেরও ভাষ্য তিনি করিয়াছেন এবং ইহার ভাষ্যের জন্যই সাধারণ পণ্ডিত-সমাজে তাঁহার প্রসিদ্ধি অধিক। কিন্তু তাহা হইলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যই তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্তি [illegible] বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। কারণ, ইহার ভাষ্যমধ্যে তিনি যাবতীয় শ্রুতিসিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ন্যায় ও স্মৃতিপ্রস্থান শ্রুতিপ্রস্থানেরই অধীন। এজন্য বৃহদারণ্যকভাষ্যকেই তাঁহাবা প্রধান বলিয়া গণ্য করেন।

রামানুজের বেদান্তভাষ্যাদি

আচার্য রামানুজের কিন্তু ন্যায়প্রস্থানের ভাষ্যই সর্বপ্রধান কীর্তি। স্মৃতিপ্রস্থানের মধ্যে তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য করিয়াছেন। বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্য তিনি করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার এক শিষ্যকে করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। শ্রুতিপ্রস্থানেব কোন গ্রন্থেরই ভাষ্য তিনি করেন নাই। তবে এই উদ্দেশ্যে তিনি "বেদার্থ-সাবসংগ্রহ" নামে একখানি নাতিবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া বিবাদের বিষয়ীভূত শ্রুতিগুলির অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের এই ন্যূনতা-নিবারণ-মানসে আচার্য রামানুজের বহু পবে রঙ্গরামানুজাচার্য ঈশাদি দশখানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন। ইহা পুণা আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আচার্য রামানুজের গ্রন্থের ন্যায় এই সকল গ্রন্থের তাদৃশ প্রচার হয় নাই। শঙ্করাচার্যের উপনিষদ্ ভাষ্যের যেমন টীকা ও বার্তিকাদি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহাদের সেরূপ কিছুই হয় নাই। যাহা হউক, তাহা হইলেও এতদ্দ্বারা রামানুজসম্প্রদায়ের শ্রুতিপরায়ণতা সম্বন্ধে ন্যূনতা কতকটা বিদূরিত হইল।

শ্রুতিপরায়ণতায় উভয় সম্প্রদায়ের চেষ্টা

এদিকে শঙ্কর-সম্প্রদায়ও নিশ্চেষ্ট নহেন। শঙ্করানন্দ, বিদ্যারণ্য, নারায়ণ

প্রভৃতি বহু আচার্যই ১০৮ খানি উপনিষদের শঙ্করমতে টীকাদি রচনা করিলেন। রামানুজ-সম্প্রদায় আর ১০৮ খানির টীকাদি রচনা করিলেন না। সুতরাং শ্রুতিপরায়ণতায় শঙ্কর রামানুজ-সম্প্রদায় শঙ্করসম্প্রদায়কে অতিক্রম করিতে পারিলেন না এবং ব্যক্তিগতভাবে আচার্য শঙ্করের উপনিষদ্‌ভাষ্য শ্রুতিপরায়ণতায় আচার্য শঙ্করকে উচ্চাসন দিল।

এখন প্রস্থানত্রয়ের একবাক্যতা প্রদর্শনই যদি বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আচার্য রামানুজ উপনিষদ্‌ভাষ্যদ্বারা এ কার্য না করায় এবং আচার্য শঙ্কর তাহা করায় আচার্য রামানুজের মীমাংসাসম্মত তাৎপর্যনির্ণায়ক উপায়ানুসরণের চেষ্টা আচার্য শঙ্করের মতো আবশ্যক হয় নাই। অর্থাৎ জৈমিনিপ্রদর্শিত পথে শ্রুত্যর্থনির্ণয়চেষ্টা যতটা আচার্য শঙ্করের আবশ্যক হইয়াছে, আচার্য রামানুজে ততটা আবশ্যক হয় নাই। যেহেতু কোন গ্রন্থের বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়া নিজ মত পোষণ করিতে সেই গ্রন্থের আলোচনা যত আবশ্যক হয় এবং সেই গ্রন্থের তাৎপর্যনির্ণয়ে যত যত্ন বা সাবধানতা প্রয়োজন হয়, সেই গ্রন্থের টীকা বা ভাষ্যাদি রচনা করিয়া নিজ মত পোষণ করিতে সেই গ্রন্থের আলোচনা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক হয় এবং সেই গ্রন্থের তাৎপর্যনির্ণয়ে যত্ন বা সাবধানতা অধিকতর প্রয়োজন হইয়া থাকে। এখন চরিত্রবিচারের একটি ফলস্বরূপ এই প্রকার ভাষ্যাদির রচনা দেখিয়া যদি বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রকাশে কোন্ আচার্য কতদূর উপযুক্ত—ইহা বিবেচনা করিতে হয় তাহা হইলে তাহা সুধী পাঠকবর্গই করুন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে আমরা উভয় আচার্যের প্রণীত গ্রন্থের একটি তালিকাও দিলাম। তন্মধ্যে—

শঙ্করকৃতগ্রন্থাবলী

আচার্য শঙ্কর-রচিত গ্রন্থাবলী এ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ ১৫১ খানি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে—ভাষ্যগ্রন্থ ২২ খানি, যথা—

১। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য।
২। ঈশোপনিষদ ভাষ্য।
৩। কেনোপনিষদ্ ভাষ্য
৪। ঐ পদভাষ্য।
৫। কঠোপনিষদ্ ভাষ্য।
৬। প্রশ্নোপনিষদ্ ভাষ্য।
৭। মুণ্ডকোপনিষদ্ ভাষ্য।
৮। মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ ভাষ্য।
৯। ঐতরেয়োপনিষদ্ ভাষ্য।
১০। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ভাষ্য।
১১। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ভাষ্য।
১২। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ভাষ্য।
১৩। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ভাষ্য
১৪। নৃসিংহপূর্বতাপনীয়োপনিষদ্ ভাষ্য।
১৫। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ভাষ্য।
১৬। বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্য।
১৭। ললিতাত্রিশতী ভাষ্য।
১৮। সনৎসুজাতীয় ভাষ্য।

১৯। হস্তামলক ভাষ্য।
২০। আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্র ভাষ্য।
২১। গায়ত্রী ভাষ্য।
২২। সাংখ্যকারিকা ভাষ্য।

উপদেশ ও প্রকরণ গ্রন্থ ৫৪ খানি, যথা—

১। অজ্ঞানবোধিনী — গদ্য
২। অদ্বৈতানুভূতি — ৮৬ শ্লোক
৩। অনাত্মশ্রীবিগর্হণ — ১৮ ”
৪। অপরোক্ষানুভূতি — ১৪৪ ”
৫। অমরুশতক — ১০১ ”
৬। আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি বা দৃগ্‌দর্শনবিবেক — গদ্য
৭। আত্মপঞ্চক, আত্মষটক, অদ্বৈতপঞ্চক, অদ্বৈতপঞ্চরত্ন — ৬ শ্লোক
৮। আত্মপূজা বা পরাপূজা — ১১ ”
৯। আত্মবোধ — ৬৮ ”
১০। আত্মনাত্মবিবেক — গদ্য
১১। উপদেশসহস্রী — গদ্যপদ্য
১২। একশ্লোকী — ১ শ্লোক
১৩। কেবলোঽহম্ — ৮ ”
১৪। কৌপীনপঞ্চক বা যতিপঞ্চক — ৫ ”
১৫। গুর্বষ্টক — ১০ ”
১৬। চর্পটপঞ্জরিকা — ১৭ ”
১৭। জীবন্মুক্তানন্দলহরী বা অনুভবানন্দলহরী — ১৮ ”
১৮। জ্ঞানগঙ্গাশতক — ১০০ ”
১৯। তত্ত্বোপদেশ — ৮৭ ”
২০। ধন্যাষ্টক — ১০ শ্লোক
২১। নির্বাণাষ্টক বা আত্মষটক — ৬ ”
২২। নির্বাণদশক বা দশশ্লোকী বা সিদ্ধান্তবিন্দু — ১০ শ্লোক
২৩। নির্বাণমঞ্জরী — ১২ ”
২৪। নির্গুণমানসপূজা — ৩৩ ”
২৫। পঞ্চীকরণ — গদ্য
২৬। প্রপঞ্চসার — ২৪৩০ শ্লোক
২৭। প্রবোধসুধাকর — ২৫৭ ”
২৮। প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা — ৬৭ ”
২৯। প্রাতঃস্মরণ স্তোত্র — ৪ ”
৩০। প্রৌঢ়ানুভূতি — ১৭ ”
৩১। ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা — ২১ ”
৩২। ব্রহ্মানুচিন্তন বা আত্মচিন্তন — ২৯ ”
৩৩। মণিরত্নমালা — ৩২ ”
৩৪। মনীষাপঞ্চক — ৯ ”
৩৫। মায়াপঞ্চক — ৫ ”
৩৬। মোহমুদ্গর বা দ্বাদশপঞ্জরিকা — ১৩ ”
৩৭। মঠাম্নায় — ৩৫ ”
৩৮। যোগতারাবলী — ২৯ ”
৩৯। লঘুবাক্যবৃত্তি — ১৮ শ্লোক
৪০। বাক্যবৃত্তি — ৫৩ ”
৪১। বাক্যসুধা — ২৬ ”
৪২। বিজ্ঞাননৌকা বা স্বরূপানুসন্ধান — ৯ ”
৪৩। বিবেকচূড়ামণি — ৫৮১ ”
৪৪। বেদান্তকেশরী বা শতশ্লোকী — ১০১ ”
৪৫। বোধসার — ১৬৯ শ্লোক
৪৬। শঙ্করস্মৃতি — [illegible]
৪৭। সদাচারানুসন্ধান — ৫৬ শ্লোক
৪৮। সন্ন্যাসপদ্ধতি — গদ্যপদ্য

৪৯।	সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সংগ্রহ	১০০৬
৫০।	সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ	৫৪৬ শ্লোক
৫১।	সাধনপঞ্চক বা উপদেশপঞ্চক	৬ ”
৫২।	সাবতত্ত্বোপদেশ	৩ ”
৫৩।	স্বাত্মনিরূপণ	১৫৪ ”
৫৪।	স্বাত্মপ্রকাশিকা	৬৮ শ্লোক

স্তবস্তুতিপ্রভৃতি ৭৫খানি, যথা—

১।	অচ্যুতাষ্টক	৯ শ্লোক।
২।	ঐ অন্যরূপ	৯
৩।	অন্নপূর্ণাস্তোত্র	১২
৪।	অম্বাষ্টক	৮
৫।	অর্ধনারীশ্বর স্তোত্র	৯
৬।	আনন্দলহরী বা সৌন্দর্যলহরী	১০৪
৭।	আর্তত্রাণনারায়ণাষ্টাদশক	১৮
৮।	উমামহেশ্বর স্তোত্র	১৩
৯।	কনকধারা স্তোত্র	১৮
১০।	কল্যাণবৃষ্টি	১৬
১১।	কালভৈরবাষ্টক	৯
১২।	কাল্যপরাধভঞ্জস্তোত্র	১৭
১৩।	কাশীপঞ্চক	৫
১৪।	কাশীস্তোত্র	৯
১৫।	কৃষ্ণাষ্টক·	৮
১৬।	ঐ অন্যরূপ	৯
১৭।	গঙ্গাষ্টক	৯
১৮।	গঙ্গাস্তোত্র	১৪
১৯।	গণেশভুজঙ্গ প্রয়াত	৯
২০।	গণেশপঞ্চরত্ন	৬
২১।	গৌরীদশক	১১
২২।	গোবিন্দাষ্টক	৯
২৩।	জগন্নাথাষ্টক	৮
২৪।	ত্রিপুরসুন্দরী অষ্টক	৮
২৫।	ত্রিপুরসুন্দরীমানসপূজা	১২৭
২৬।	ত্রিপুরসুন্দরী বেদপাদ	১১০
২৭।	দক্ষিণামূর্তাষ্টক	১০
২৮।	দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র	১৯
২৯।	দক্ষিণামূর্তিবর্ণমালা	২৫
৩০।	দশশ্লোকীস্তুতি	১০
৩১।	দশাবতার স্তোত্র	১০
৩২।	দেবীচতুঃষষ্ট্যুপচার পূজা স্তোত্র	৭২
৩৩।	দেবীভুজঙ্গপ্রয়াত	২৮
৩৪।	দেব্যপরাধভঞ্জন স্তোত্র	১৭
৩৫।	দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গ স্তোত্র	১৩
৩৬।	নবরত্নমালিকা	১০
৩৭।	নর্মদাষ্টক	৯
৩৮।	নাবায়ণ স্তোত্র	৩০
৩৯।	পাণ্ডুরঙ্গাষ্টক	৯
৪০।	পুষ্করাষ্টক	৯
৪১।	ভগবন্মানসপূজন	১১
৪২।	ভবানীভুজঙ্গপ্রয়াত	১৭
৪৩।	ভবান্যষ্টক	৮
৪৪।	ভ্রমরাষ্টক বা ভ্রমবাম্বাষ্টক	৯
৪৫।	মণিকর্ণিকাষ্টক	৯
৪৬।	মন্ত্রমাতৃকাপুষ্পমালা	১৭
৪৭।	মীণাক্ষীপঞ্চরত্ন	৫
৪৮।	মীণাক্ষীস্তোত্র	৮
৪৯।	মৃত্যুঞ্জয়মানসিক পূজা	৪৬
৫০।	যমুনাষ্টক	৮
৫১।	ঐ অন্যরূপ	৯
৫২।	রামভুজঙ্গ প্রয়াত	২৯
৫৩।	লক্ষ্মীনৃসিংহপঞ্চরত্ন	৫
৫৪।	ললিতাপঞ্চরত্ন	৬
৫৫।	বিষ্ণুপাদাদিকেশান্তস্তোত্র	৫২
৫৬।	বিষ্ণুভুজঙ্গপ্রয়াত	১৪
৫৭।	বেদসারশিবস্তোত্র	১১

সুতরাং ভাষ্য—২২, উপদেশ ও প্রকরণ গ্রন্থ—৫৪, এবং স্তবস্তুতি—৭৫, সর্বশুদ্ধ—১৫১ খানি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

রামানুজের গ্রন্থাবলী

পক্ষান্তরে আচার্য রামানুজের রচিত যেসব গ্রন্থ তাহারা এই—

১। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য বা শ্রীভাষ্য।
২। ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি বা বেদান্তদীপ।
৩। ব্রহ্মসূত্র টীকা বা বেদান্তসার।
৪। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ভাষ্য।
৫। বেদার্থ সারসংগ্রহ।
৬। গদ্যত্রয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগদ্য শরণাগতিগদ্য, শ্রীরঙ্গগদ্য।
৭। নিত্যগ্রন্থ বা নারায়ণপূজা।

রামায়ণের টীকা এবং বেদান্ততত্ত্বসার নামকগ্রন্থদ্বয় পূর্বে পূর্বে আচার্য রামানুজপ্রণীত বলা হইত, কিন্তু এক্ষণে স্থির হইয়াছে তাহা তাঁহার পরবর্তী রামানুজ-নামধেয় অপরের কীর্তি।

অবশ্য আচার্যদ্বয়ের এই কীর্তি দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কে কতদূর বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে উপযুক্ত বা সমর্থ তাহা বিচার করিবার কালে আমাদের ইহাও স্মরণ করিতে হইবে যে, কেবল গ্রন্থের সংখ্যাধিক্যই এই বিচারের মূলভিত্তি হওয়া উচিত নহে, পরন্তু গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের অভ্রান্তত্ব, বেদান্তের আনুগত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতাই তাদৃশ ভিত্তি হওয়া উচিত। যেহেতু একজন একখানি মাত্র লিখিয়াই বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য সম্যক উপলব্ধি করিতে বা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতে পারেন এবং একজন বহু লিখিয়াও তদ্রূপ না হইতে পারেন। অতএব আচার্যদ্বয়ের এই কীর্তি দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে কে কতদূর বেদান্তানুকূল সত্যপ্রচার করিয়াছেন তাহা সুধী পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন।

শঙ্করের গ্রন্থকর্তৃত্বে পাঁচটি আপত্তি

এক্ষণে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আলোচ্য। কথাটি এই যে, আজকাল অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, উক্ত ১৫১ খানি গ্রন্থই আচার্য শঙ্করের রচিত হইতে পারে না। আর তজ্জন্য তাঁহারা যে সব কারণ প্রদর্শন করেন তাহাদিগের যদি সার সঙ্কলন করা যায়, তাহা হইলে এই কয়টি মাত্র পাওয়া যায়।

প্রথম আপত্তি—কোন ব্যক্তি আজীবন ভ্রমণ করিতে করিতে ৩২/৩৩ বৎসর জীবনে এত অধিক এবং এরূপ দার্শনিকতাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিতে পারে না। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয় না।

দ্বিতীয় আপত্তি— শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, অনেক গ্রন্থে এমন কথা আছে যাহা অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী। যেমন—স্তবস্তুতি আবার অদ্বৈতবাদী করিবেন কিরূপে? একটি স্তবে স্তবকারী নিজের ৮৫ বৎসর বয়সের কথা উল্লেখ করিতেছেন। কোন স্থলে নিজেকে অংশ এবং ভগবানকে অংশী বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে, ইত্যাদি।

তৃতীয় আপত্তি—শঙ্করের শিষ্যগণমধ্যে শঙ্করাচার্য নামগ্রহণের রীতি দেখা যায়, এজন্য শিষ্যশঙ্করের লেখা আদ্যশঙ্করের নামে চলিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ আপত্তি—লেখার ভাষাভঙ্গী প্রভৃতি দেখিলে বোধ হয় সকল গ্রন্থের ভাষাদি একরূপ নহে।

পঞ্চম আপত্তি--পরবর্তী প্রামাণিক গ্রন্থকারগণ উক্ত গ্রন্থ সমুদায়ের উল্লেখ বা টীকাদি রচনা করেন নাই, ইত্যাদি।

উক্ত পাঁচটি আপত্তির অমূলকতা

এতদুত্তরে বলা যায় যে, যে কয়টি কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধান্তে অভ্রান্তভাবে উপনীত হওয়া যায় না, অথবা কোন গুরুতর সংশয়ও উদিত হওয়া উচিত নহে।

প্রথম আপত্তিটির উত্তর—অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসম্ভব হয় না। সাধারণ লোকের পক্ষে উহা অসম্ভব বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলেরই পক্ষে অসম্ভব বলিতে হইবে? যাঁহাকে বাচস্পতি, বিদ্যারণ্য, সুরেশ্বর, উদায়ন, মধুসূদন প্রভৃতির ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিতবর্গ—যাঁহাদের লেখা বুঝিবার সামর্থ্যই অনেকের হয় না—তাঁহারা যাঁহাকে অবতারের আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছেন এবং

কোটি কোটি সাধারণ লোকেও যাঁহাকে আজ সহস্রাধিক বৎসর তদপেক্ষা সম্মান করিয়া আসিতেছে, তাঁহার পক্ষে এরূপ কার্য অসম্ভব বলা সঙ্গত মনে হয় না। অসাধারণ পুরুষ অল্পই জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাস আর কত বৎসরের কথা সাক্ষ্য দেয়? দুই হাজার বৎসরের পূর্বে কিরূপ অন্ধকার ছিল তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেরই অবগতি আছে। মহতের চরিত্র বিচার করিতে হইলে নিজের ক্ষুদ্রতা ও অল্পজ্ঞতা বিস্মৃত হওয়া কি উচিত নহে? সাধারণ লোকে যেমন নিজের মাপকাঠির দ্বারা অপরকে বিচার করে, এস্থলেও আপত্তিকারিগণ তদ্রূপই করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর—যাঁহারা বলেন, শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, অনেক গ্রন্থে এমন কথা আছে, যাহা অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী, যেমন স্তবস্তুতি আবার অদ্বৈতবাদী করিবেন কিরূপে? ইত্যাদি—তাঁহাদের পরিচয় যতদুর জানা গিয়াছে তাহাতে তাঁহারা কেহই অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ভালরূপ পণ্ডিতই নহেন। যাঁহারা অদ্বৈতবাদীর পক্ষে স্তবস্তুতি করা অসম্ভব বিবেচনা করেন, তাঁহারা অদ্বৈতবাদীর স্নান-আহারাদি সম্বন্ধে আপত্তি করেন না যে কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ব্রহ্মভিন্ন সবই মিথ্যা—এই জ্ঞানসহকারে সর্ববিধ ব্যবহার সম্ভব এবং তাহাতে পরিণামে অদ্বৈতব্রহ্মপ্রাপ্তিই ঘটে। অদ্বৈতবাদী যেমন কর্মী, তেমনি ভক্ত এবং তদ্রূপই কর্মত্যাগীও হইতে পারেন। তাঁহারা সকল বিহিত কর্মেই দক্ষ হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর আপত্তিকারিগণের জানা উচিত যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম, অজ্ঞান ও তদুৎপন্ন জগৎপ্রপঞ্চের বিরোধী নহেন, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তিই তাহাদের বিরোধী। এ আপত্তিটি নিতান্ত অজ্ঞতার ফল। শঙ্করকৃত একটি স্তবে যে স্তবকারীর ৮৫ বৎসরের কথা আছে, তাহা অপরের উক্তিরূপে অপরের মঙ্গলার্থ শঙ্করের রচিত বলা হয়। কারণ, এখনও পর্য প্রার্থীব্যক্তিবিশেষের কল্যাণের জন্য সন্ন্যাসিগণ স্তবাদি রচনা করিয়া পাঠ করিতে দেন। এই প্রথা অতি প্রাচীন এবং এখনও ইহা প্রচলিত আছে। আমিও ইহা দেখিয়াছি। আর এইরূপ যে করা হয়, তাহার প্রমাণ শঙ্করকৃত গঙ্গাস্তবই বলিতে পারা যায়। ইহার শেষে আছে "পঠতু চ বিষয়ীদমিতি চ সমাপ্তম্" অর্থাৎ বিষয়ী ইহা পাঠ করুন, ইত্যাদি।

তৃতীয় আপত্তির উত্তর- -যাঁহারা বলেন, শঙ্করাচার্য নামধারী শঙ্কব শিষ্যগণের অনেক কীর্তি শঙ্কবেব নামে চলিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, শঙ্করের শিষ্যগণের শঙ্করাচার্য নাম হয় না। কিন্তু মঠাধিপ শিষ্যগণের তাহা উপাধি হয় মাত্র। তাঁহাদের নিজ নিজ নামের প. চাতে কেহ কেহ উহা ব্যবহার করেন, এবং কেহ কেহ তাহাও ব্যবহার করেন না। ইহা শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত মঠের গুরুতালিকা দেখিলেই বুঝা যায়। আর শঙ্করের নামে কেহ যে স্বরচিত গ্রন্থ চালাইয়া দিবেন,

যেহেতু তাঁহার গ্রন্থ লোকে পড়িবে—তাহা পরমার্থসহায়-উপদেশপূর্ণ গ্রন্থের সাধুচরিত্র-গ্রন্থকারের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহা উপন্যাসাদি লেখকের পক্ষে একদিন সম্ভব হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও দেখা যায়, অপরের গ্রন্থই লোকে নিজ নামে চালাইয়া থাকেন। যদি বলা যায়, উপাসক ও তান্ত্রিকাদি সম্প্রদায়, শঙ্করের নামদ্বারা সুবিধা করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহাদের মতানুকূল গ্রন্থ লিখিয়া শঙ্করের নামে চালাইয়াছেন, ইত্যাদি; কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নহে। কারণ, শঙ্করসম্প্রদায়ের শিষ্যপরম্পরা জীবিত থাকিতে সেরূপ করিলে তাঁহারাই কি তাহাতে আপত্তি করিবেন না? বস্তুতঃ শঙ্কর-সম্প্রদায় একাল পর্যন্ত যথেষ্ট প্রবলই রহিয়াছেন। অনেকে বলেন—শঙ্কর-রচিত প্রপঞ্চসার তন্ত্রই এইরূপে শঙ্করের নামে চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কারণ, শঙ্করের শিষ্য পদ্মপাদাচার্যকৃত তাহার টীকাই বিদ্যমান। বস্তুতঃ শঙ্কর সকল সম্প্রদায়ের সংস্কারকর্তা। তিনি তান্ত্রিক উপাসক সম্প্রদায়ের সংস্কারসাধনার্থ স্বয়ংই ইহা রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, বা তদনুসারে সাধনাদি করেন নাই। অতএব এরূপ কল্পনাও নিতান্ত অনভিজ্ঞতার ফল।

চতুর্থ আপত্তির উত্তর—ভাষা ও ভাষাভঙ্গী দেখিয়া আজকাল গ্রন্থকারনির্ণয়ে একটা বড়ই প্রবৃত্তি দেখা যায়। তত্ত্বনির্ণয়ক্ষেত্রে ইহা কিন্তু সর্বাপেক্ষা উপহাসাস্পদের কথা। কল্পনার রাজ্যে ইহার উপযোগিতা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনার রাজ্যে ইহার স্থান হইলে ভ্রান্তির সম্ভাবনাই অধিক। একই ব্যক্তি কি বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া সীতার বনবাসের ভাষা লিখেন নাই? প্রয়োজন হইলে অনেকেই যখন ইহা করিয়া থাকেন, তখন মহাপুরুষ সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা বাতুলতা বা অভিসন্ধি প্রচারের প্রয়াসমাত্র।

পঞ্চম আপত্তির উত্তর—পরবর্তী প্রামাণিক গ্রন্থকারগণের গ্রন্থাদিতে আচার্যের উক্ত সকল গ্রন্থের উল্লেখাদি না থাকায় যে উক্ত সকল গ্রন্থ আচার্যের নহে—ইহা বলা নিতান্ত সাহসমাত্র। কারণ, যাঁহারা এ কথা বলেন তাঁহারা পরবর্তী গ্রন্থাকারগণের সকল গ্রন্থ কি পাইয়াছেন বা তাহাদের নাম পর্যন্তও শুনিয়াছেন? তাঁহারা কি জানেন না যে, আমাদের কত গ্রন্থ কত রকমে নষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের সকল গ্রন্থ দেখিয়াছেন, তাঁহারাই একদিন এরূপ কথা বলিতে পারেন। তাহার পর পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্তাসত্তের কারণ, পরবর্তী গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখাদি কখনই হইতে পারে না। যেহেতু, অপর গ্রন্থাদিতে উক্ত না হইয়াও তাহার সত্তা সম্ভব হয়। অতএব এরূপ কথার কোন মূল্য নাই।

যাহা হউক, আচার্যদ্বয়ের মত যদি কেবল বেদান্ত অবলম্বনেই উদ্ভাবিত বা

নির্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাহার মতটি কতদূর বেদান্তশাস্ত্রানুকূল—কাহার মত বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অধিক সমর্থ এবং কাহার মত তাহা নহে, তাহা সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন।

প্রবৃত্তি, যুক্তি ও শাস্ত্রানুকূল মতের তুলনা

কিন্তু যদি এরূপ হয় যে, তাঁহাদের মত কেবল বেদান্ত অবলম্বনে উদ্ভাবিত বা নির্ধারিত নহে, পরন্তু নিজ নিজ প্রবৃত্তি, যুক্তি এবং বেদান্ত এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বনেই উদ্ভাবিত বা নির্ধারিত, তাহা হইলে আচার্যদ্বয়ের চরিত্র বিশেষভাবে তুলনা করিয়া কিরূপ ফললাভ হইয়াছে, তাহার অবশিষ্ট কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখা উচিত।

বিশেষভাবে তুলনার প্রথম ফল

এজন্য এই বিশেষভাবে তুলনার অন্তর্গত সাধারণ বিষয়দ্বারা তুলনা-কার্যের মধ্যে যদি অবশিষ্ট কতিপয় প্রকৃতোপযোগী বিষয়ের সার সঙ্কলন করা যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রদৃষ্টিতে দেখা যাইবে—ফল আচার্য শঙ্করেরই অনুকূল হয়। কারণ, ৫ গুরুসম্প্রদায়, ১২ জীবনগঠনে মনুষ্যনির্বন্ধ ও ২৬ সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় কয়টি ইহাই বলিয়া দেয়। রামানুজের গুরুসম্প্রদায়মধ্যে অব্রাহ্মণের স্থান বেদানুগত্যের অনুকূলতা প্রকাশ করে না। তদ্রূপ রামানুজকে বৈষ্ণব করিবার জন্য শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবমণ্ডলীর চেষ্টাও রামানুজের আন্তরতম প্রকৃতির স্বতঃবিকাশের কিঞ্চিৎ যে অন্যথাসাধন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ হয় না। বৈষ্ণবগণের এরূপ প্রতিযোগিতা-মিশ্রিত চেষ্টার প্রভাব রামানুজে পতিত না হইলে রামানুজ অদ্বৈতমতে থাকিয়াও ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা করিতে যে পারিতেন না, তাহা বোধ হয় না।

যাহা হউক, এইরূপ কয়েকটি কারণে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কাহার উপযোগিতা কতদূর অনুকূল, তাহা সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন।

বিশেষভাবে তুলনার দ্বিতীয় ফল

দ্বিতীয়— তাহার পর উক্ত বিশেষভাবে তুলনার অন্তর্গত গুণাবলীর দ্বারা তুলনা করিয়া যে ফল লাভ হইয়াছে তাহার মধ্যে কতিপয় প্রকৃতোপযোগী বিষয়ের সার সঙ্কলন যদি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়—

(ক) যথাবিধি বিচারে অজেয়ত্ব-ধর্মদ্বারা আমাদের বুদ্ধি, প্রতিভা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রভৃতির পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। এই অজেয়ত্ব সাহায্যে তুলনার ফল

আচার্যদ্বয়ের মধ্যে আচার্য শঙ্করেরই অনুকূল হয়। কারণ, শঙ্কর সর্বত্র অপরাজিত, রামানুজ কিন্তু যজ্ঞমূর্তির নিকট পরাজয় অনুভব করিয়াছিলেন। শঙ্করের প্রধান স্থান শৃঙ্গেরী বিজয় করিতেও তিনি গমনই করেন নাই। আচার্য রামানুজ যেভাবে শঙ্করমত আক্রমণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে শৃঙ্গেরী বিজয় না করা যেন কতকটা অস্বাভাবিক মনে হয়।

(খ) মেধা ও স্মৃতিশক্তিও প্রকৃত বিষয়ের বিশেষ উপযোগী। এই বিষয়টি তুলনা করিলেও দেখা যায় ফল—আচার্য শঙ্করের অনুকূল হয়। কারণ, শঙ্কর শ্রুতিধর ছিলেন কিন্তু রামানুজ তাহা ছিলেন না।

(গ) যোগশক্তির দ্বারা অলৌকিক বিষয়ের জ্ঞান হয়। সুতরাং ইহাও এস্থলে বিশেষ উপযোগী। কারণ, বেদান্ত অলৌকিক তত্ত্বেরই উপদেষ্টা। ব্রহ্ম যে উপনিষদ্‌বেদ্য, সুতরাং অলৌকিক বস্তু, তাহা "তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" এই বেদান্তবাক্য হইতেই জানা যায়। অতএব এই যোগশক্তির বিষয় তুলনা করিলে দেখা যাইবে ফল শঙ্করেরই পক্ষপাতী হয়। কারণ, হস্তামলকের পূর্বজন্মের কথা বলা, জগন্নাথ ও বদরীনাথ প্রভৃতি দেবতাবিগ্রহের স্থাননির্দেশ, মৃতের পুনর্জীবনদান প্রভৃতি এমন বহু ঘটনা শঙ্কর জীবনে শুনা যায়। রামানুজজীবনে সেরূপ নাই। রামানুজজীবনে যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা প্রায়ই স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াই ঘটিয়াছে।

(ঘ) ভগবদ্‌ভক্তিও এই বিষয়ে মহা আবশ্যক। কারণ, ভগবানের কৃপায় সত্যস্ফূর্তি পায়, ভগবানই সত্যস্বরূপ। উভয় আচার্যই ইহার উপযোগিতা স্বীকার করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে মাত্রা নির্ণয় অসম্ভব হইলেও প্রকৃতিভেদ আছে। রামানুজ যেন উদ্দাম ভক্ত, শঙ্কর যেন শান্ত ভক্ত। এখন এই বিষয়টির দ্বারা তুলনা করিয়া যে ফল লাভ হইয়াছে, তাহাতে উভয় পক্ষই প্রায় সমান বোধ হইলেও প্রকৃত বিষয়ে বিশেষ এই যে, শঙ্করের প্রার্থনায় মধ্যার্জুন শিব সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া "অদ্বৈত সত্য" তিন বার বলিয়া ছিলেন। আর রামানুজের প্রার্থনায় বরদরাজ কাঞ্চীপূর্ণদ্বারা রামানুজকে জানাইয়াছিলেন যে, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে এবং অদ্বৈতবাদী যজ্ঞমূর্তি রামানুজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। এস্থলে যদি বরদরাজ "অদ্বৈত মিথ্যা" বা "জগৎ সত্য" বলিতেন তবেই শঙ্কর মতের বিরুদ্ধ কথা বলা হইত। আর তাহা হইলে শিব ও বিষ্ণুর মধ্যেই মতভেদ ঘটিত। কারণ, শঙ্করমতেও জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ থাকে বলা হয়, তবে উহা যত দিন জীবের অজ্ঞান থাকে ততদিনই থাকে,

জ্ঞান হইলে আর থাকে না—এইরূপই বলা হয়। তাহার পর শঙ্করের প্রার্থনায় মধ্যার্জুন শিবের কথায় শ্রোতা সহস্র সহস্র লোক, কিন্তু রামানুজের জন্য বরদরাজের বাক্যশ্রবণ করিয়াছিলেন—কেবল কাঞ্চীপূর্ণ। কেহ কেহ বলেন রামানুজ নাকি স্বপ্নেও তাহাই জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাহা স্বপ্ন। আর যজ্ঞমূর্তির পরাজয় মধ্যার্জুন শিবের "অদ্বৈত সত্য" কথার বিরোধী হইতে পারে না। কারণ, ইহারা সমানবিষয়ক নহে।

যাহ হউক, এখন সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন কোন্ মত বেদান্তানুকূল এবং কোন্ আচার্য বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অধিকতর সমর্থ।

বিশেষভাবে তুলনার তৃতীয় ফল

তৃতীয়—দোষাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে যে তুলনা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কতিপয় প্রকৃতোপযোগী বিষয়েব সার সঙ্কলন যদি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়—

(ক) আচার্য শঙ্কর ভাষ্যাদি লিখিবার কালে কখনও ভ্রান্ত বা ক্রুদ্ধ হইতেছেন না, অনর্গল বলিতেছেন, আর পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ লিখিতেছেন। কিন্তু আচার্য রামানুজ ভ্রান্ত হইতেছেন; কুরেশের সঙ্গে বিচাবে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার ও পদাঘাত করিতেছেন, আর ক্ষমাও চাহিতেছেন; গুরু গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট মীমাংসার জন্য কুরেশকে বার বার পাঠাইতেছেন। অতএব ইহা হইতে যে ফল লাভ হয় তাহা আচার্য শঙ্করেরই অনুকূল হয় বলিতে হইবে।

(খ) বিদ্বেষবুদ্ধি অজ্ঞাতসারে সিদ্ধান্তকে অন্যদিকে লইযা যায়। যাহার উপর বিদ্বেষ থাকে অনেক সময় কেবল 'তাহাব কথা' বলিয়াই, ইহা ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই, তাহা পরিত্যক্ত হয়। এখন ইহার ফলে যাহা দেখা গিয়াছে তাহাও আচার্য শঙ্করের অনুকূল। যেহেতু শঙ্কর পঞ্চদেবতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত, রামানুজ কিন্তু কেবল বৈষ্ণব। শঙ্করমতের উপর বামানুজের বেশ দ্বেষবুদ্ধি ছিল ইহা তাঁহাব শ্রীভাষ্য দেখিলে বেশ বুঝা যায়।

(গ) শোক বা বিষাদ যাহার হৃদয়কে যত অধিকার করে তাহার বুদ্ধি তত দুর্বল বলিতে হইবে। আর তজ্জন্য সত্যনির্ণয়ের একটু প্রতিবন্ধকও হয়। ইহা উভয় আচার্যে যেরূপ দেখা গিয়াছে, তাহাতে ফল আচার্য শঙ্করেরই অনুকূল বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু গুরুর তিরোধানে রামানুজ মূর্ছিতও হইতেছেন, কিন্তু শঙ্কর সেরূপ হইতেছেন না।

(ঘ) ভয়ও এক্ষেত্রে একটি প্রধান বিচার্য বিষয়। যাহার যত ভয় তাহার জ্ঞান তত দুর্বল। যাহার ভয় যত কম তাহার জ্ঞান তত দৃঢ়। অভয়ভাব অভয়স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল। ইহাতেও দেখা যায়—ফল শঙ্করেরই অনুকূল। কারণ, আচার্য শঙ্কর মৃত্যুভয়ে কোথাও পালাইতেছেন না, কিন্তু রামানুজ তাহা করিতেছেন।

এখন সুধী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কোন্ আচার্য কতদূর সমর্থ?

বিশেষভাবে তুলনার চতুর্থ ফল

চতুর্থ— কোষ্ঠীবিচার দ্বারা যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ফল আচার্য শঙ্করেরই অনুকূল। কারণ, শঙ্করে অবতারযোগ পাওয়া গিয়াছে। আচার্য রামানুজে তাহা পাওয়া যায় নাই। এতদ্‌ভিন্ন লগ্নস্থ বৃহস্পতির বলাধিক্য শঙ্করেরই দেখা যায়। শুক্রের শুভ ফল শঙ্করের কোষ্ঠীতেই অধিক। অবশ্য এই বিচারটি কোষ্ঠীর সত্যতার উপর অত্যন্তই নির্ভর করে।

বিশেষভাবে তুলনার পঞ্চম ফল

পঞ্চম—আদর্শদার্শনিকের ধর্মদ্বারা তুলনা করিয়া যাহা জানা গিয়াছে তাহাতেও ফল শঙ্করের পক্ষপাতী, যেহেতু একমাত্র ভাববিহ্বলতাই এ ভাবের প্রতিবন্ধক। আর বেদ মানিয়াও বেদাতীত হইবার উপায় শঙ্করমতেই সম্ভব, রামানুজমতে তাহা নাই।

বিশেষভাবে তুলনার ষষ্ঠ ফল

ষষ্ঠ— উভয়ের সাধারণ আদর্শ দ্বারা যে তুলনা করা হইয়াছে, তাহার ফল আচার্য শঙ্করের অনুকূল। কারণ, ক্ষমা ও অনাসক্তি প্রভৃতি বিষয়ে ঘটনাবলী আচার্য রামানুজের ন্যূনতা প্রতিপাদন করে। যেহেতু কৃমিকণ্ঠের উপর অভিশাপ, ক্ষমার বিরোধী এবং প্রাণভয়ে পলায়ন ও পাঞ্চরাত্রপ্রথা প্রবর্তনে আগ্রহ অনাসক্তির অভাব সূচনা করে।

বিশেষভাবে তুলনার সপ্তম ফল

সপ্তম—আচার্যদ্বয়ের নিজ নিজ আদর্শের দ্বারা তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে উভয়ই প্রায় সমান। উভয়েই নিজ নিজ আদর্শের যথাসম্ভব নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। তবে রামানুজ জগন্নাথে পাঞ্চরাত্র প্রথা প্রবর্তনে আগ্রহ করায় ভগবানের অপ্রিয় আচরণ হইয়াছিল এবং কুরেশের চক্ষুলাভকালে তিনি বলিয়াছিলেন—"এবার আমার উদ্ধার নিশ্চিত, যেহেতু আমার শিষ্যের উপর

যখন ভগবানের এত কৃপা" ইত্যাদি। যিনি ভগবানের নিকটে থাকেন তিনি কি তাঁহার উদ্ধার চিন্তা করিবার আর অবকাশ পান? বোধ হয় তো ইহা সম্ভব নহে। এখন সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন কাহার মত বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যানুকূল।

বিশেষভাবে তুলনার অষ্টম ফল

অষ্টম—আচার্যদ্বয়ের মতের বীজ তুলনা করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আচার্য শঙ্করমতের উপাদান—বৈরাগ্য, শাস্ত্র জ্ঞান, যোগসিদ্ধ অনুভব, বৌদ্ধ-জৈন-মীমাংসক-নৈয়ায়িক-সাংখ্যপ্রভৃতির মত হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব শ্রুতি হইতেই আবিষ্কারের ইচ্ছা এবং শুক ও গৌড়পাদপ্রমুখ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। কিন্তু রামানুজমতের উপাদান—প্রেম, শাস্ত্রজ্ঞান, উপাসনালব্ধ অনুভব, শঙ্কর ও ভাস্কর প্রভৃতির মত হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব শ্রুতি এবং তদনুকূল পুরাণাদি হইতে আবিষ্কারের ইচ্ছা এবং বোধায়নপ্রভৃতি ঋষি ও শঠকোপপ্রভৃতি ভক্ত সম্প্রদায়ানুগত পাঞ্চরাত্র ও দ্রাবিড় বেদসম্মত সিদ্ধান্ত।

এক কথায়, বেদবাহ্য মতের আক্রমণ হইতে বৈদিকমত রক্ষার জন্য শঙ্করের মত বেদমাত্রপ্রমাণ প্রধান। কিন্তু রামানুজ বেদানুকূল নানা পৌরাণিক মতের মধ্যে পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবমতের প্রাধান্যস্থাপনের জন্য বেদমতবক্ষক শঙ্করমতকেই বেদবাহ্য বৌদ্ধমত বলিয়া তাহার তিরস্কাব করিয়াছেন এবং অপব বেদানুকূল মতেরও নিন্দা করিয়াছেন। সুতরাং আচার্যদ্বয়ের মতের বীজ তুলনা করিয়া জানা গিয়াছে—আচার্য শঙ্করের লক্ষ্য বৈদিক মতপ্রকাশে এবং রামানুজের লক্ষ্য বৈদিকমতের অন্তর্গত অধিকারিবিশেষের জন্য মতবিশেষেব প্রকাশে। শঙ্কর, বৌদ্ধ জৈন কাপালিক শৈব শাক্ত সৌর গাণপত্য বৈষ্ণবাদি সংখ্য মতের মধ্যে এক সার তত্ত্ব আবিষ্কারে যত্নবান, আর রামানুজ সকল মতের হেয়ত্ব এবং বৈষ্ণবমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান। শঙ্করের সময় বৌদ্ধাদির জ্ঞান-চর্চায় বৈদিক ধর্মমত নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, শঙ্কর বৈদিক-জ্ঞান প্রকাশদ্বারা তাহার রক্ষা করেন। আর রামানুজের সময শঙ্করেব জ্ঞানমার্গ অনধিকারীর হস্তে পতিত হইযা বৈদিকমার্গের অন্তর্গত উপাসনাকাণ্ডের অবনতি হইয়াছিল এজন্য তিনি তাহার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছলেন। যাহা হউক, আচার্যদ্বয়েব মতবীজ তুলনার ফলে কাহাকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে অধিক সমর্থ বলা উচিত তাহা সুধী পাঠকবর্গ নির্ণয় করুন।

বিশেষভাবে তুলনার ফলবিচারে সতর্কতা

এখন বিশেষভাবে তুলনার মধ্যে এই আটটি বিষয় স্মরণ করিয়া যদি ভাবা

যায় আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে কে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপরায়ণ অধিক, কে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য অধিক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইলে মনে হয় একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। জীবনবৃত্ত তুলনা এবং সামান্যভাবে মততুলনার দ্বারা এতদপেক্ষা আর অধিক অগ্রসর হওয়া, বোধ হয় যায় না। কিন্তু এই কার্য সুধী পাঠকবর্গ পরিসমাপ্ত করিবার পূর্বে আরও দুই-একটি বিষয় তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলে বোধ হয়, ভাল হয়। সে বিষয়গুলি এস্থলে একবার স্মরণ করা আবশ্যক। বিষয়গুলি যথা—

(১) উভয় আচার্যই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবতার বলিয়া পূজা পাইতেছেন।

(২) উভয় আচার্যের মতই অমিশ্র সত্য হইতে পারে না। একজনের মত সত্য হইলে একজনের মতে নিশ্চিতই ভ্রম আছে, যেহেতু বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য এক এবং সর্ববিধ অপেক্ষাবিরহিত অর্থাৎ নিরপেক্ষ।

(৩) একজনের মত মিথ্যা হইলেও তাহার উপযোগিতা অস্বীকার করা উচিত হইতে পারে না। অধিকারিভেদে তাহার উপযোগিতা আছে। কিন্তু এইরূপ উপযোগিতা আছে বলিয়া তাহা যে মিথ্যা নহে, পরন্তু তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহাও যেন না ভাবা হয়। যেহেতু মিথ্যারও কার্যকারিতা আছে।

(৪) প্রকৃতির রাজ্যে যাহাই হয় তাহারই আবশ্যকতা আছে। কিছুই অনাবশ্যক নহে। অতএব এতাদৃশ মিথ্যা মতও উপেক্ষার যোগ্য নহে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে যেমন প্রকৃতির সকল ঘটনাই আবশ্যক তদ্রূপ সেই মিথ্যামতও আবশ্যক, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এই কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটি মত সত্য বলিয়া নির্ণয় করিলে মিথ্যা মতের উপর আমাদের অবিচারের সম্ভাবনা থাকিবে না, অর্থাৎ কোনরূপ দ্বেষবুদ্ধি জন্মিবে না।

পুরাণাদিতে উভয় মতের নিন্দার আলোচনা

এখন এই প্রসঙ্গে আলোচ্য মতদ্বয়ের নিন্দার দিক্‌টাও একবার দেখা উচিত। ইহাও সত্যনির্ণয়ে আনুকূল্য করিবে সন্দেহ নাই। দেখা যায় পুরাণমধ্যে আচার্যদ্বয়ের মতের যেমন প্রশংসা আছে তদ্রূপ অত্যধিক নিন্দাও আছে। পদ্মপুরাণে দেখা যায় মায়াবাদীর মত বলিয়া যেন শঙ্করমতেরই ভীষণ নিন্দা করা হইতেছে, তদ্রূপ বরাহ প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে আবার পাঞ্চরাত্র মতেরও

অতিশয় নিন্দা করা হইতেছে। এখন দেখা যাউক এই নিন্দার স্বরূপই বা কি, এবং ইহাদের অভিপ্রায়ই বা কি?

শঙ্করমতের নিন্দা

প্রথম শাঙ্কর মতের নিন্দাটা দেখা যাউক। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৯৩ অধ্যায়ে রুদ্র স্বয়ং দেবীকে বলিতেছেন—

রুদ্র উবাচ—

শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্। যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥
প্রথমংহি ময়াপ্রোক্তং শৈবংপাশুপতাদিকম্। মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ প্রোক্তানি চ ততঃশৃণু।
কণাদেনতু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ। গৌতমেন তথান্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন বৈ॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্বাকমতিগর্হিতম্। দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্।।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্। কর্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র বৈ প্রতিপাদ্যতে॥
সর্বকর্মপরিভ্রষ্টং বৈধর্ম্যত্বং তদুচ্যতে। পরেশজীবয়োরৈক্যং ময়া তু প্রতিপাদ্যতে॥
ব্রহ্মণোঽস্য স্বয়ং রূপং নির্গুণং বক্ষ্যতে ময়া। সর্বস্য জগতোঽপ্যত্র মোহনার্থং কলৌ যুগে॥
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়য়া যদবৈদিকম্। ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ॥
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্বং বেদমপার্থকম্। নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্॥

এইস্থলে দেখা যায়, বলা হইতেছে—

(১) জ্ঞানিগণের পাতিত্যকারক যে সকল তামসশাস্ত্র, তাহারা— শৈব, পাশুপত, বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্র।

(২) মায়াবাদটি অসৎশাস্ত্র ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র।

(৩) ইহা ব্রাহ্মণরূপী রুদ্রকর্তৃক কলিতে কথিত।

(৪) ইহাতে শ্রুতিবাক্যের অন্যথা করা হইয়াছে কর্মের ত্যাগ উপদিষ্ট হইয়াছে, জীব ও ঈশ্বরের ঐক্য উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে; ইত্যাদি। এখন দেখা যাউক এই নিন্দার লক্ষ্য কি?

শঙ্করের মত মায়াবাদ নহে—কিন্তু ব্রহ্মবাদ বা ঔপনিষদ্‌বাদ

এস্থলে ব্রাহ্মণরূপী রুদ্র মায়াবাদপ্রচারকর্তা বলিয়া নির্দেশ থাকায় বৈষ্ণবগণ আচার্য শঙ্কর ও তাঁহার মতবাদ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বলেন—ইহাতে আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মবাদকে লক্ষ্য করা হয় নাই। কারণ, শঙ্করের মতবাদটি মায়াবাদই নহে: উহা ব্রহ্মবাদ। যেহেতু শঙ্কর নিজ বেদান্তসূত্রভাষ্যে ২/২/৯ সূত্রের ভাষ্যে নিজেই বলিয়াছেন—

"জ্ঞশক্তিমপি তু অনুমিমানঃ প্রতিবাদিত্বাৎ নিবর্তেত, চেতনম্ একম্, অনেকপ্রপঞ্চস্য জগতঃ উপাদানম্ ইতি ব্রহ্মবাদপ্রসঙ্গাৎ।"

অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিও সাংখ্য অনুমান করিলে প্রতিবাদকার্য হইতে তিনি নিবৃত্ত হইলেন, আর তখন এক চেতনই অনেকস্বরূপ জগৎ প্রপঞ্চের উপাদান হইল—এইরূপে ব্রহ্মবাদই স্বীকার করা হইল।

বস্তুতঃ শঙ্করমতকে যে মায়াবাদ বলা হয়, তাহা বিপক্ষগণের কথা। যেমন হিন্দু শব্দটা যবনগণ সিন্ধুবাসিগণকে নিন্দার ছলে বলিত, কিন্তু কালে তাহারাই রাজা হওয়ায় যেমন আর্যগণ বাস্তবিকই সিন্ধুনদতীরবাসী বলিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিতে লাগিল। এস্থলেও যেন তদ্রূপ কতকটা হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণবগণ প্রবল হইয়া শঙ্কর সম্প্রদায়কে যাহা বলিয়া নিন্দা করিতেন, শঙ্করসম্প্রদায়ের অজ্ঞব্যক্তিগণ তাহা নিন্দার সূচক না বুঝিয়া নিজেকেই তাই বলিয়া নির্দেশ করিতে লাগিল। পরে প্রসিদ্ধি-অনুরোধে বিজ্ঞেও তাহাই বলিতে লাগিলেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শঙ্করমতকে মায়াবাদ বলাই যায় না। কারণ, যে মতে যাহাকে সর্বমূলতত্ত্ব বলিয়া নির্দেশ করা হয়, তাহারই নামে সেই মতবাদের নামকরণ করা হয়। যেমন—শিব শক্তি বিষ্ণু প্রভৃতি যে যে মতে মূলতত্ত্ব বলা হয়, সেই সেই মতের নাম শৈব শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি। শঙ্করমতে জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ মায়া, সত্য একমাত্র ব্রহ্ম। তাহাই সকলের মূলতত্ত্ব। এই ব্রহ্মে এই জগৎ কল্পিত বলিয়া জগৎ মিথ্যা বলা হয়। সুতরাং মায়া মূলতত্ত্ব নহে, প্রত্যুত ব্রহ্মই মূলতত্ত্ব। এজন্য শঙ্করমতকে ব্রহ্মবাদই বলা সঙ্গত। অন্যত্র বহু স্থলে মীমাংসক ও ন্যায়াচার্যগণ এবং স্বমতের আচার্যগণ ইহাকে ঔপনিষদ্‌বাদ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এজন্য কুসুমাঞ্জলি, শাস্ত্রদীপিকা এবং মধুসূদনী প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শঙ্করমতকে মায়াবাদ বলিবার কারণ

বিরুদ্ধবাদিগণের ইহাকে মায়াবাদ বলিবার কারণ এই যে, ইহার সঙ্গে বৌদ্ধমতের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্য এই যে, বৌদ্ধগণ জগৎকে অসতে অর্থাৎ শূন্যে, মায়া বা অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া থাকেন, সুতরাং বৌদ্ধমতেও জগৎ নাই। শঙ্করমতে জগৎ সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে মায়াকল্পিত বলিয়া পরমার্থতঃই নাই। এখন জগতের না থাকা অংশে বা কল্পিতত্ব অংশে ঐক্যই একটু সাদৃশ্য বলিতে হইবে। বৈষ্ণববাদি বিপক্ষগণ এই সাদৃশ্য অংশকে লক্ষ্য করিয়া নিজমতে নিষ্ঠার বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে পরমতের নিন্দা করিয়া ইহাকে মায়াবাদ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ বৌদ্ধমতে জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান অর্থাৎ মূলতত্ত্ব অসৎ বা শূন্য এবং শঙ্করমতে

সেই অধিষ্ঠান বা মূলতত্ত্ব সৎ ব্রহ্ম, আর তাহাতে এই দুই মতের যে অত্যন্ত বিরোধ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অতএব মায়াবাদ শঙ্করের বাদ নহে। শঙ্কর যদি জগতের মূলতত্ত্ব বা অধিষ্ঠানকে মায়া বা শূন্য বলিতেন তাহা হইলে তাঁহার মতবাদ মায়াবাদ হইত। যেহেতু মূলতত্ত্বানুসারেই মতবাদের নামকরণ হয়—ইহাই রীতি। মায়া উভয় মতেই নিমিত্তকারণ বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যে অধিষ্ঠানরূপ উপাদান কারণ, তাহা শঙ্কর বলেন নাই। বৌদ্ধমতে উপাদানরূপ এই অধিষ্ঠান স্বীকার করা হয় না, তাঁহাদের মতে নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকার করা হয়। অতএব পদ্মপুরাণের এই নিন্দা প্রকৃতপক্ষে শঙ্করমতের নিন্দা নহে, পরন্তু অন্য কোন মতবাদের নিন্দা। পরবর্তী বিপক্ষগণ শঙ্করমতে এইরূপ মায়াবাদত্ব আরোপ করিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন মাত্র।

পুরাণে শঙ্করমতের নিন্দার উদ্দেশ্য

আব শঙ্করকে, চার্বাকমতপ্রবর্তক বৃহস্পতি অথবা বৌদ্ধমতপ্রবর্তক বুদ্ধের ন্যায় দৈত্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে মোহিত করিবার জন্য রুদ্রাবতার বলিতে পারা যায় না। কারণ, তাঁহার প্রচারিত মত ব্যাসদেবেরই পুরাণমধ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। পুরাণাদিমধ্যে বৌদ্ধমত বা চার্বাকমত থাকিলেও তাহাতে অশ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য সেই পুরাণমধ্যেই বলা হইয়াছে। কিন্তু শঙ্করমতের সম্বন্ধে সে চেষ্টা করা হয় নাই। যে পুরাণে শঙ্করমত উক্ত তাহাতে তাহার নিন্দা নাই। যে পুরাণে অন্যমত বর্ণিত, তাহাতেই নিন্দা আছে। অতএব এইরূপ যে মতনিন্দা তাহা মতবিশেষে শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য, তাহা কোন মতের নিন্দার জন্য নহে।

রামানুজ মতের নিন্দা

পক্ষান্তরে রামানুজ যে পাঞ্চরাত্রমতাবলম্বী, সেই পাঞ্চরাত্র মত সম্বন্ধে বরাহপুরাণে ৬৬ অধ্যায়ে আছে—

অলাভে বেদমন্ত্রাণাং পাঞ্চরাত্রোদিতেন হি। আচারেণ প্রবর্তন্তে তে মাং প্রাপ্স্যন্তিমানবাঃ॥ ১১
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং পাঞ্চরাত্রং বিধীয়তে। শূদ্রাদীনান্তু ন শ্রোত্রপদবী মুপযাস্যতি॥ ১২
(অথবা) শূদ্রাদীনান্তু মে ক্ষেত্রপদবীগমনং দ্বিজ॥

তাহার পর অপরাপর পুরাণমধ্যে আছে—

পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং তন্ত্রং বৈখানসাভিধম্। বেদ[illegible]ান্ সমুদ্দিশ্য কমলাপতি রুক্তবান্॥ *
পাঞ্চরাত্রাদিমার্গাণাং বেদমূলত্বমাস্তিকে। নহি স্বতন্ত্রাস্তে, তেন ভ্রান্তিমূলা নিরূপণে॥ †
কাপালং পাঞ্চরাত্রং চ যামলং বাম মার্হতম্। এবং বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু॥ ‡

* যতীন্দ্রমতদীপিকাটীকাধৃত বচন

† সূতসংহিতা ৪র্থ মুক্তিখণ্ড

‡ কূর্ম ১১ অধ্যায়।

অপাংশোঃ সাত্বতো নাম বিষ্ণুভক্তঃপ্রতাপবান্। মহাত্মা দাননিরতো ধনুর্বেদবিদাংবরঃ।।
স নারদস্য বচনাৎ বাসুদেবার্চণে রতঃ। শাস্ত্রং প্রবর্তয়ামাস কুণ্ডগোলাদিভিঃশ্রিতম্।।
তস্য নাম্না তু বিখ্যাতং সাত্বতং নাম শোভনম্। প্রবর্ততে মহাশাস্ত্রং কুণ্ডাদীনাং হিতাবহম।।[১]
সত্বং সর্বেষু ভূতেষু ভগবান ইতি চাব্রবীৎ। সাত্বতাস্তেহপি বিজ্ঞেয়া উক্তা-ভাগবতাশ্চ।।

এইরূপ পুরাণজাতীয় অপরাপর বহুগ্রন্থেই ভাগবত ও রামানুজমতের বহু নিন্দা আছে। যাহা হউক ইহা হইতে জানা যায়—

(১) বেদমন্ত্র লভ্য না হইলে পাঞ্চরাত্র আচারে ভগবান লাভ।

(.) পাঞ্চরাত্রমত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য, শূদ্রের জন্য নহে।

(৩) পাঞ্চরাত্র ভাগবত ও বৈখানসতন্ত্র বেদভ্রষ্টের জন্য বিষ্ণু উপদেশ করিয়াছেন।

(৪) পাঞ্চরাত্রাদির বেদমূলকত্ব নাই।

(৫) পাঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র মোহনার্থ রচিত।

(৬) ভাগবত ও সাত্বত শাস্ত্র অভিন্ন।

(৭) ইহা কুণ্ড ও গোলকগণের জন্য অভিপ্রেত। কুণ্ড অর্থ—পতিসত্ত্বে জারজ পুত্র এবং গোলক অর্থ—পতি-মরণান্তে জারজ পুত্র।

পুরাণে রামানুজমতে নিন্দার উদ্দেশ্য

বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এতদুত্তরে বলেন এস্থলে বেদ-ভ্রষ্ট শব্দের অর্থ— বেদার্থ নিশ্চয়জ্ঞানরহিত, বেদরহিত নহে। যেহেতু শূদ্রই বেদরহিত, সেই শূদ্রের জন্য ইহা নহে—এইরূপ কথিত হইয়াছে। আর অপর বচনগুলি উপপুরাণ বচন বলিয়া তাঁহারা অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ভট্টজী দীক্ষিত এই সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া "তন্ত্রাধিকার নির্ণয" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ কাশীতে ১৯৪৫ সম্বতে নারায়ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত কর্তৃক রাজরাজেশ্বরী মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এখানে যদিও বেদভ্রষ্ট শব্দের অর্থ—বেদার্থনিশ্চয়জ্ঞানরহিত করিলে "অলাভে বেদমন্ত্রাণাং" এরূপ কথা বলা যাইতে পারিত না, অতএব যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য পাঞ্চরাত্র বিহিত. তাহারা বেদহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যই মনে হয়, তথাপি বৈষ্ণবাচার্যগণ এতাদৃশ নিন্দাবচনের ব্যাখ্যা করিয়া পাঞ্চরাত্রমতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। যাহাই হউক, আমরা যদি মীমাংসার প্রদর্শিত পথে ইহাদের তাৎপর্য নির্ণয় করি, তাহা হইলে এই সকল নিন্দার উদ্দেশ্য স্বরূপকথন

১ কৌর্মে ২২ অধ্যায়

নহে, কিন্তু মতবিশেষে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করা। কুণ্ডগোলকাদির জন্য যে শাস্ত্র রচিত, তাহা যে নিকৃষ্ট শাস্ত্র, তাহা না বলিলেও চলে। যদি বলা যায় এই সব শাস্ত্র কুণ্ডগোলকাদিগকেও উদ্ধার করে, শুদ্ধ পবিত্র ব্রাহ্মণগণের আর কথা কি ইত্যাদি, তাহা হইলে যে বাস্তবিক ভুল বলা হয়—তাহা মনে হয় না। এখন উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া সুধী পাঠকবর্গ স্থির করুন বিশিষ্টাদ্বৈতমত শ্রুত্যনুকূল, কি অদ্বৈতমতটি শ্রুত্যনুকূল।

আচার্যদ্বয়ের অবতারত্বে শাস্ত্রীয় প্রমাণ

এইবার দেখা যাউক আচার্যদ্বয়ের অবতারত্ব সম্বন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্র কিরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাতেও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অন্যদিক দিয়া পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারেন।

প্রথম—আচার্য শঙ্করের অবতারত্ব সম্বন্ধে পুরাণ বচন এই—

(১) শিবরহস্যে ৯ অংশে ১৬ অধ্যায়ে দেখা যায় শঙ্করের শঙ্করাচার্যরূপে অবতার কথা অতি বিস্তৃতভাবেই রহিয়াছে।

কল্যাদিমে মহাদেবি! সহস্রদ্বিতয়াৎ পরম। সারস্বতাস্তথা গৌড়া মিশ্রাঃ কর্ণজিনাদ্বিজাঃ॥
আমমীনাশনা দেবি! আর্যাবর্তানুবাসিনঃ। উৎকলা বিন্ধ্যনিলয়া ভবিষ্যন্তি মহীতলে॥
শব্দার্থজ্ঞানকুশলাঃ তর্ককর্কশবুদ্ধয়ঃ। জৈনা বৌদ্ধা বুদ্ধিযুক্তা মীমাংসানিরতাঃ কলৌ॥
তেষামুদ্‌ঘাটনার্থায় সৃজামীশে মদংশতঃ। কেরলে শললগ্রামে বিপ্রপত্ন্যাং মদংশতঃ॥
ভবিষ্যতি মহাদেবি! শঙ্করাখ্যো দ্বিজোত্তমঃ। উপনীতস্তদা মাত্রা বেদান সাঙ্গান গ্রহীষ্যতি॥
বাদিমত্তদ্বিপবরান শঙ্করোত্তমকেশরী। ভিনত্ত্যেব মহাবুদ্ধান সিদ্ধবিদ্যানপি দ্রুতম॥
জৈনান বিজিত্যে তরসা তথাঽন্যান কুমতানুগান। তদা মাতরমামন্ত্র্য পারিব্রাট স ভবিষ্যতি॥
তথাপি প্রত্যয়স্তেষাং নৈবাসীৎ শ্রুতিদর্শনে। তেষামুদ্‌বোধনার্থায় তিষ্য ভাষ্যং করিষ্যতি॥
ভাষ্যঘুষ্টমহাবাক্যৈ স্তিষ্যজাতান হনিষ্যতি। ব্যাসোপদিষ্টসূত্রাণাং দে কাত্মনাং শিবে॥
অদ্বৈতমেব সূত্রার্থং প্রামাণ্যেন করিষ্যতি।

কৌর্মে পূর্বখণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে

করিষ্যত্যবতারাণি শঙ্করো নীললোহিতঃ। শ্রৌতস্মার্তপ্রতিষ্ঠার্থং ভক্তানাং হিতকাম্যয়া॥
উপদেক্ষ্যতি তজ্জ্ঞানং শিষ্যাণাং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম। সর্ববেদান্তসারং হি ধর্মান বেদনিদর্শনান॥

বায়ুপুরাণে দেখা যায়—

চতুর্ভিঃসহ শিষ্যৈস্তু শঙ্করোঽবতরিষ্যতি। ব্যাকুর্বন ব্যাসসূত্রার্থং শ্রুতেরর্থং যথোচিবান॥
শ্রুতের্ন্যায্যঃ স এবার্থঃ শঙ্করঃ সবিতাননঃ॥

যাহা হউক, উক্ত পুরাণত্রয় হইতে বুঝা যায়—শঙ্কর যে শিবাবতার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য বল্লভসম্প্রদায় প্রমুখ কতিপয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় ইহাও ব্যাখ্যাকৌশলে অন্যথা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে চেষ্টামাত্র তাহা সহজেই বুঝা যায়।

রামানুজের অবতারত্বে শাস্ত্রীয় প্রমাণ

পক্ষান্তরে, আচার্য রামানুজের অবতারত্বেও পুরাণ-বচন প্রমাণ যে নাই তাহা নহে যথা—

অনন্তঃ প্রথমং রূপং লক্ষ্মণস্তু ততঃ পরম্।
বলভদ্র স্তৃতীয়শ্চ কলৌ কশ্চিদ্ ভবিষ্যতি।। (ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়োদ্ধৃত বচন।)

এতদ্ব্যতীত বৃহৎপদ্মপুরাণ ৩২ অধ্যায়, নারদ পুরাণ ও স্কন্দ পুরাণের ২: অধ্যা। এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্দে কলিযুগে যে অনন্তদেবের কথা বর্ণিত আছে, তাহাতেও রামানুজের অবতারত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর এই জনাই তাঁহার মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ তাহার নাম লক্ষ্মণ রাখেন। পরে তিনি রামানুজ নামে খ্যাত হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তৎকৃত রামানুজ চরিতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা হউক আচার্য রামানুজেরও অবতারত্ব, পুরাণশাস্ত্র ঘোষণা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তবে এই ঘোষণার প্রকৃতিমধ্যে অবশ্যই বিশেষত্ব আছে। কারণ, শঙ্করের অবতারত্বসূচক বাক্য দুইখানি পুরাণে স্পষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু রামানুজের অবতারত্বসূচক বাক্য কোন পুরাণে স্পষ্ট পাওয়া যায় না। তাহার পর যে সব পুরাণের বচন স্মরণ করিয়া রামানুজের মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ রামানুজের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া রামানুজের লক্ষ্মণ নাম রাখিলেন, তাহাতে রামানুজের অবতারত্ব তত স্পষ্টভাবে কথিত হয় নাই। পক্ষান্তরে শঙ্করের পিতা এইরূপ পুরাণবচন স্মরণ করিয়া শঙ্করের নাম রাখেন নাই, তবে স্বপ্নে মহাদেবের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার নাম শঙ্কর রাখিয়াছিলেন। রামানুজের নাম যদি রামানুজের পিতা তাহার দৃষ্ট স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে শঙ্করের ন্যায় অবতারত্ব তাঁহারও সম্ভব হইত। শঙ্করের শঙ্কর নাম অন্য কারণে হইবার পর শঙ্করের ক্রিয়াকলাপের ফলে পুরাণবচনানুসারে শঙ্করকে শঙ্করাবতার বলা হইয়াছে। অতএব উভয়ের অবতারত্বের প্রমাণের মধ্যে বৈলক্ষণ্য যথেষ্ট অধিক বলিতে হইবে। যাহা হউক, ইহা দেখিয়া সুধী পাঠকগণ বিবেচনা করুন—কোন্ আচার্য পুরাণাদি শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যপ্রচারে কিরূপ সমর্থ।

আচার্যদ্বয়ের পরস্পর নিন্দা ও তাহার উদ্দেশ্য

এখন এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আলোচ্য। কথাটি এই যে, আচার্যদ্বয় উভয়ই যখন মহান্ এবং অসাধারণস্বভাব—উভয়ই যখন অবতার বা অবতারকল্প ব্যক্তি, তখন কি তাঁহারা উভয়ে উভয়ের মত বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন? তাঁহারা কি পরস্পরের যুক্তিতর্ক জানিতেন না বা বুঝিতেন না। আচার্য

শঙ্কর রামানুজের পূর্ববর্তী বলিয়া সাক্ষাৎভাবে আচার্য রামানুজের মত খণ্ডন না করিলেও তাঁহার মতের বীজভূত সিদ্ধান্ত যে খণ্ডন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু যে বৃত্তিকারের মত আচার্য শঙ্কর খণ্ডন করিতেছেন আচার্য রামানুজ সেই বৃত্তিকারের মত আশ্রয় করিয়াছেন এবং আচার্য রামানুজ যে বিধিমত প্রকারে আচার্য শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা তো প্রায় সকলেই জানেন। আচার্যদ্বয় যে পরস্পরের মত বুঝেন নাই, তাহাই বলা যায় কিরূপে? তাঁহাদের গ্রন্থ যাঁহারা কিছুও দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, উভয়ে উভয়ের মত সম্পূর্ণরূপেই জানিতেন। অতএব তাঁহারা পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলেন কেন? আচার্য রামানুজ আচার্য শঙ্করের উপর যেরূপ কটূক্তি করিয়াছেন তাহা দেখিলে তো স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন—

রামানুজকর্তৃক শঙ্করমতের নিন্দা

"যাহারা উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পরমপুরুষ ভগবানের অনুগ্রহলাভের হেতুস্বরূপ যে গুণবিশেষ, সেই গুণবিশেষবিরহিত, যাহারা অনাদি পাপবাসনার দ্বারা অশেষ প্রকারে দূষিত বুদ্ধি-বিশিষ্ট, যাহারা পদ ও বাক্যের স্বরূপ জানে না, পদ ও বাক্যার্থের তাৎপর্য বুঝে না, প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণ ও তজ্জন্য জ্ঞান এবং তাহার ইতিকর্তব্যতারূপ যে সমীচীন ন্যায়মার্গপ্রভৃতি তাহাও জানে না, তাহারাই বিচারের অযোগ্য, বিবিধকুতর্ককল্ক অর্থাৎ মল বা পাপদ্বারা কল্পিত—এইরূপ মতকল্পনা করিয়া থাকে; এই হেতু যাঁহারা ন্যায়ানুগৃহীত বাক্য ও প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণজন্য জ্ঞানের তাৎপর্য জানেন, তাঁহারা এই মত আদর করেন না। দেখ—যাঁহারা নির্বিশেষ বস্তুবাদী তাঁহারা নির্বিশেষ বস্তুতে 'ইহা প্রমাণ" এই কথাই বলিতেই পারেন না। যেহেতু সমুদয় প্রমাণ "সবিশেষবস্তুবিষয়ক" - ইত্যাদি। (শ্রীভাষ্য, ৬৫ পৃষ্ঠা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)। এস্থলে আচার্য শঙ্করকে—'ভগবানের অনুগ্রহলাভের হেতুস্বরূপ গুণবিশেষবিরহিত, অনাদি পাপবাসনার দ্বারা অশেষ প্রকারে দূষিত বুদ্ধিবিশিষ্ট" বলিয়া লক্ষ্য করা যেন রামানুজাচার্যের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

শঙ্করকর্তৃক রামানুজমতবীজের নিন্দা

পক্ষান্তরে, আচার্য শঙ্কর রামানুজের অবলম্বন বৃত্তিকারপ্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—"যদিচ অনেক পণ্ডিত এই গীতার ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস করিয়াছেন এবং ইহার পদ বাক্য পদার্থ ও বাক্যার্থের বিভাগ করিয়া নিজ নিজ যুক্তির বলে এক একপ্রকার তাৎপর্যার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি এ সকল

অসম্ভাবনা-বোধই প্রকাশ পায়। অদ্বৈতস্বরূপ তাহাতে এই সব দ্বৈতভাব দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিতই হইতে থাকেন। তাঁহার মনে হয়—

"নির্বিশেষ নির্বিকার নিষ্ক্রিয় অদ্বৈতে।
কেমনে এ দ্বৈতরাজ্য আসিল আমাতে।।
আদি নাই অন্ত নাই, নাহি এর স্থিতি।
তথাপি কেমনে হল এই রূপ মতি।।
স্বপ্নরাজ্য সম ইহা আসে আর যায়।
কোন চিহ্ন নাহি রয়, যায় বা কোথায়।।
আমি যে নির্গুণ আর নির্বিশেষরূপ।
অসীম অনন্ত আর অখণ্ডস্বরূপ।।
কেমনে আমাতে এর হতেছে উদয়।
উদয় হইয়া পুনঃ কোথা পায় লয়!।।
অহো! কি আশ্চর্য, সব আশ্চর্যস্বরূপ!।
জ্ঞাতাজ্ঞানজ্ঞেয় সব আশ্চর্যেরি রূপ! ।।
গুরু শিষ্য উপদেশ কোথায় যাইল!।
কোথা বন্ধ কোথা মুক্তি কোথা কি রহিল!" ।। (পদ্যগীতা)

ইহারই পরিপক্ক দশায় সাধকের দেহান্ত হয় আর ইহার ফলে বিদেহমুক্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ হইয়া থাকে।

রামানুজমতের লক্ষ্য

পক্ষান্তরে, বিশিষ্টাদ্বৈতমতের সাধক প্রথম হইতেই ঈশ্বরাদি জগৎপ্রপঞ্চ সকলই সত্য দেখেন। এই সবই সেই নিখিল কল্যাণগুণের আকর ভগবানেব শরীর—এইরূপই ভাবেন। ভগবানের সেবাই জীবের জীবন। তাঁহার যাবতীয় কর্ম সকলের উদ্দেশ্য—ভগবৎসেবা। এজন্য সকল কর্মেই তাঁহার ভগবৎস্মরণ হয়, নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া তিনি ভগবানের পূজা করেন। ভগবানের পূজা শেষ হইলেও যাহা করেন তাহাও ভগবানের সেবার জন্য করেন। বর্ণাশ্রমধর্মপ্রতিপালন তাঁহার ভগবানের সেবা ভিন্ন কিছুই নহে। এই ভাব যতই দৃঢ় হইতে থাকে, তাঁহার আধিব্যাধি শোকদুঃখ প্রভৃতি যাবতীয় অনর্থনিবৃত্তি হইতে থাকে। সকলই আমার ভগবানের রূপ বলিয়া আনন্দ তাঁহার আর ধরে না। বিশ্বপ্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। শত্রু মিত্র উদাসীন সর্বত্রই তাঁহার সমদৃষ্টি হয়। ক্রমে সচ্চিদানন্দ ভগবান বিষ্ণুরূপে তাঁহার মানসচক্ষে প্রকাশিত হইয়া সততই তাঁহার সেবাগ্রহণ করিতে থাকেন।

এই ভাব দৃঢ় হইলে তাঁহার দ্বিতীয়াবস্থা আসে। তখন তিনি যাহা কিছু দেখেন, সকলই তিনি মানসচক্ষে সেই ভক্তানুগ্রহৈকতৎপর লক্ষ্মীকান্ত অনন্তশয়ন চতুর্ভুজ নারায়ণের প্রাণমনোহর সুপ্রসন্ন দিব্যরূপ বলিয়াই দেখেন ও তাঁহার পূজা করেন। প্রত্যেক বিষয়ই তাঁহার সেই নারায়ণের রূপে উদ্দীপক হয়। শরীর দেখিলে কি শরীরীর জ্ঞান হইতে বিলম্ব হয়? তিনি যখন যাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন, তখন করজোড়ে যেন নারায়ণের সঙ্গেই বাক্যালাপ করিতে থাকেন। তিনি সকলের ভিতর নারায়ণ দেখেন, সকলের সঙ্গে নারায়ণজ্ঞানে ব্যবহার করেন। নারায়ণপূজা আর তাঁহাব শেষ হয় না, ভক্তানুগ্রহৈকপরায়ণ নারায়ণ তাঁহার নিজানন্দে এই ভক্তকে এতই বিভোর করিয়া রাখেন যে, ভক্ত তখন নৃত্য করিতে করিতে বলিতে থাকেন—

"কৃষ্ণের গোপিকাসঙ্গে যে আনন্দ হয়।
তাহা হতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥"

এই ভাব যখন পরিপক্ব হয়, তখন তাঁহাব তৃতীয়াবস্থা উদিত হয়। তিনি চিন্ময় বৈকুণ্ঠে কেবলই নাবায়ণ দেখেন, নারায়ণের সেবা করেন, নারায়ণের নিকট হইতে একমুহূর্তও অন্যত্র গমন করেন না। তাঁহার আত্মার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, ব্যবহারাদি রহিত হয়। নারায়ণসেবাসুখ তাঁহার অনুভব করিবার সময় নাই। যতই সেবা করেন, ততই সেবার জন্য তাঁহাব আগ্রহবৃদ্ধি হয়, আর ততই নূতন উদ্যমে অধিকতর আগ্রহে তিনি তাঁহাব প্রাণকান্ত প্রাণনাথের সেবা করিতে থাকেন। সেবা ভিন্ন তাঁহার আব কোন জ্ঞান হয না। কি করিয়া তাঁহার আবও সেবা করিব— এই উৎকণ্ঠায় তাঁহাব অন্য জ্ঞান সব যেন বিলুপ্ত হয়। এইভাবে তাঁহাব দেহান্ত হইলে তিনি চিন্ময নাবায়ণেব চিন্ময় আসনবসনভূষণ...তে পরিণত হইয়া নারায়ণের নিরবচ্ছিন্ন সেবায় আত্মহারা হইয়া থাকেন। এ ভাবের আর কখনও বিচ্যুতি বা কোনরূপ তারতম্য হয় না। তিনি নারায়ণেব সেবাময় হইয়া যান।

একজন পূর্ণানন্দ সর্বাত্মক ভগবানের পূর্ণানন্দ ভোগ করিয়া ভোগাতীত আনন্দস্বরূপে অবস্থান করেন, আর এক জন পূর্ণানন্দ সর্বাত্মক ভগবানের সেবা করিয়া পূর্ণানন্দ ভোগে বিভোর হইয়া থাকেন। একজন আনন্দস্বরূপ হন, আর একজন আনন্দ ভোগ করেন। শঙ্কর বলিবেন—বিশিষ্টাদ্বৈতমতেও সিদ্ধব্যক্তিকে বৈকুণ্ঠসুখে সুখী করিয়া নারায়ণ অদ্বৈতজ্ঞান দিয়া ব্রহ্মনির্বাণ প্রদান করেন। রামানুজ বলিবেন—শঙ্করমতে সাধন করিলে জীবের অপরাধই হয় বলিয়া সাধকের অনন্ত অধোগতি অনিবার্য। তন্মতে ব্রহ্মনির্বাণ আত্মবিনাশ ভিন্ন আর

কিছুই নহে। এখন সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন—কোন্ মতটি ভাল, কোন্ মতটি সঙ্গত এবং কোন্ মতটি বেদান্তসম্মত সত্য।

ইতি শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বিরচিত

আচার্য—শঙ্কর ও রামানুজ

সম্পূর্ণ।

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

থ

দ

ভ

য

র

শ